









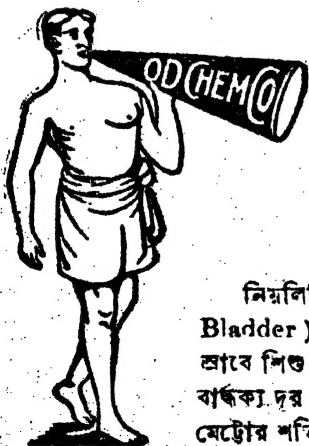


১০ম বর্ষ,  
১ম সংখ্যা।

New Series,  
January, 1916

মুদ্রণ সংস্করণ।  
জানুয়ারী, ১৯১৬

Vol. X.  
No. 1.



## শান্মেটো। SANMETTO.

স্ত্রী পুরুষ ও বালক বাণিকাগণের মূত্র এবং জননযন্ত্রের যাবতীয় পীড়া নিবারক  
সর্বশ্রেষ্ঠ বলকারী ঔষধ।

নিম্নলিখিত রোগে ভাস্করায়েরা শান্মেটোই ব্যবস্থা করেন। মূত্রযন্ত্রের (Kidney and Bladder) যাবতীয় পীড়ার প্রস্তাবকালে ভীষণ যন্ত্রণার রক্ত মিশ্রিত প্রস্তাব বা অন্যবিধ প্রাবে শিশু ও বালকগণের শয্যা মূত্রে মায়বিক, যান্ত্রিক বা মেহঘটিত যে কোন পীড়ার অকাল বার্কিকা দূর করিয়া যৌবন স্থাপন করিতে এবং মূত্র ও জনন যন্ত্রের বলবিধান করিতে শান-মেটোর শক্তি অসাধারণ অতুলনীয়। ইহাই একমাত্র বিশ্বস্ত ও নিরাপদ ঔষধ।

আফিং আদি কোন নৈসার জিনিব নাই। বালক, বৃদ্ধ সকলেরই নির্ঝিল্পে ব্যবহার্য। প্রতি গৃহেই শান্মেটো থাকি উচিত প্রত্যেক শিশির সহিত ব্যবস্থাপত্র থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ৩/০ সকল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

আমরাই শান্মেটোর একমাত্র প্রস্তুতকারক।

আমাদের নামের লেবেল এবং মার্কা সকল প্যাকেটের উপরে দেখিয়া লইবেন।  
অড চেম কোং, ৫৯ এবং ৬১ ব্যারো স্ট্রিট, নিউ ইয়র্ক, ইউ. এস. এ।  
OD CHEM CO. 59 and 61 Barrow Street New York U. S. A.

কাজেরলোক: প্রকাশিত, ১১ সংস্করণ শ্রমের মেন, বড়বাড়ার, কলিকাতা।

**সীলট চুণ**

**সীলট চুণের**  
গাধুনি একথও কঠিন প্রস্তরের  
\* ন্যায় পরিণত হয়।  
(গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য চুণ বস্তা-  
বন্দী করিয়া রেলের কিস্তি ঠামারে বুক  
করিয়া দিই।

**কিলবরণ এও কোং,**  
৪ নং ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা।



**হাঁস মার্কা**



**আপনি কি জানেন ?**

হাঁস মার্কা লিনসিড তৈল সকলে এত পছন্দ করে কেন ? রন্ধনের কার্যকে  
উজ্জ্বল ও কাষ্ঠকে স্থায়ী করিতে কোন তৈলই ইহার সমতুল্য নয়। পুরীক্ষার  
দ্বারা সকলেই আশ্চর্যীত ফল পাইয়াছেন।

**এও ইউল এও কোং,**

৮ নং ক্লাইভ রো,  
কলিকাতা।

**বাটলিওয়ালার**

**আসল কুইনাইন টেবলেড**

প্রত্যেকটি ১ গ্রেন: ১০০ পিলের প্রতিপিলি  
বাটলিওয়ালার—আসল কুইনাইন টেবলেড  
প্রত্যেকটি ২ গ্রেন, ১০০ পিলের  
প্রতি পিলি

বাটলিওয়ালার—এক মিকচার ম্যালেরিয়ার  
সংকোচক ঔষধ মূল্য

বাটলিওয়ালার—এক পিল ম্যালেরিয়া এবং

ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎকৃষ্ট ঔষধ

টনিকপিল রক্তহীনতা এবং  
দুর্বলতার ঔষধ

দাঁদের ঔষধ ১০, টুথপাউডার

সমস্ত ঔষধালয়েই পাওয়া যায়

অথবা

Dr. Batliwalla Sons & Co, L.D.

No 39 Worli, 18 Bombay.

**“কাজের লোক”র**

**বিজ্ঞাপনের হার।**

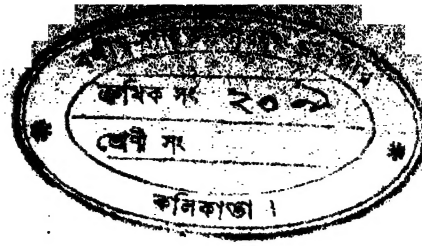
অন্ততঃ তিন মাসের কম কোন বিজ্ঞাপন  
গ্রহণ করা হয় না।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	প্রতি মাস	৮/-
৪র্থ অর্থাৎ সপ্তম পৃষ্ঠা	”	১০/-
সাধারণ পৃষ্ঠা	”	৬/-
প্রতি কলাম	”	২৫/-
প্রতি ইঞ্চি	”	১/-

আকারে “কাজের লোক” অন্য

মাসিক পত্রিকার প্রায় দ্বিগুণ।

ইহার কমে লইলে আমাদের ধরচে  
পোকার না, আমরা লই না,—তজ্ঞন্য কমা  
করিবেন। ছাপা বেশী হয়, নিজের খাতির  
অন্য আমাদের কাগজ বেশী ছাপা আবশ্যক।  
ধরচ না পোকাইলে পরের বিজ্ঞাপন ছাপিয়া  
কোন লাভ নাই।



অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

## কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. X.

১ম সংখ্যা।

JANUARY 1916.

জানুয়ারী, ১৯১৬।

No. 1.

ভগবানের ইচ্ছায় এবং আশীর্বাদে “কাজের লোক” আজ দশম বর্ষে পদার্পণ করিল। আমরা আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা পাঠক, পাঠিকা, এবং লেখক, লেখিকাকে সমস্তম্বে অভিবাদন জ্ঞাপন করত পুনরায় কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম, সকলে আশীর্বাদ করুন, যেন আমরা কর্তব্য পালনে সক্ষম হই।

নয়বর্ষকাল কঠোর পরিশ্রমে এই গুরুভার বহন করিয়া আসিতেছি, “কাজের লোক” দেশের যদি এক কণামাত্র হিতসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদের সমস্ত পরিশ্রম মার্ফক হইয়াছে বিবেচনা করিব।

“কাজের লোক” যে শিল্প বাণিজ্যের দিকে সাধারণের কথঞ্চিৎ মনোযোগ এবং প্রবৃত্তি

আকর্ষণ করিতে পারিয়াছে, কাজেরলোকের উত্তরোত্তর গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধিই তাহার প্রমাণ। সাধারণের সহায়ত্বভূতি এবং সাহায্য ব্যতিত “কাজেরলোক” এতদিন জীবিত থাকিতে সক্ষম হইত না। আমাদের ক্ষুদ্র প্রার্থনা, সাধারণে যে মেহের চক্ষে দেখিয়া “কাজেরলোককে” জীবিত রাখিয়া আসিতেছেন, যেন একজনেরও নিকট হইতে সে মেহ হইতে বঞ্চিত না হই। আরও প্রার্থনা, এবারেও যেন “কাজেরলোকের” প্রত্যেক গ্রাহকের নিকট হইতে এক একটা নূতন গ্রাহক গঠিয়া আমরা উৎসাহিত হই। ইচ্ছা করিলেই সকলেই যে সাহায্য করিতে পারেন, তাহা আমরা বুঝি কিন্তু অনেকে যে আমাদের জন্ত এখনও সে চেষ্টা করেন নাই ইহা আমাদের দুঃখবশত বর্ণিত হইবে। আমাদের প্রিয় গ্রাহকগণের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমরা অন্ততঃ একটীও নূতন

গ্রাহক চাই। বড় দুর্ভিক্ষের পড়িয়াছে, আমাদিগকে এ শঙ্কটে রক্ষা করিতেই হইবে, নচেৎ কাগজ চালান কঠিন হইবে।

নিতান্ত ভয়ের সহিত আমরা জানাইতেছি যে, যুদ্ধের জগৎ কাগজের প্রতিদিনই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, সুইডেন হইতে কাগজ প্রস্তুতের মাধ্যমসমূহ বিলাতে আসিত, শুনা যাইতেছে যে তাহারা আর সে সকল দ্রব্য রপ্তানি করিবে না, লণ্ডনের বহু প্রাচীন একখানি কাগজ কাগজের অসম্ভবমূল্য বৃদ্ধির জগৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে ত গেল বিলাতের কথা, কিন্তু সেই হজ্জকে এদেশের কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে, কাগজ চালান এখন কঠিন সমস্যার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ীগণই তাহাদের ব্যবসায় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছেন—তাহা

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য এই মাস হইতে আর লইব না

সাজিতেছে, লোকে অধিক মূল্যও তাহা ক্রয় করিতেছেন, কিন্তু সংবাদ পত্রের এদেশে মূল্য বৃদ্ধি করিলে চলে না। এদেশের লোকের দিকট এখনও সংবাদ পত্রের ভেতন আদর নাই। পাশ্চাত্য দেশসমূহের মত সংবাদ পত্রকে এদেশের লোকে ভেতন আবক্ষকীয় সামগ্রী মনে করেন না। সুতরাং এদেশে সংবাদ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি করিলে কাগজ একেবারেই অচল হয়। এমন অবস্থায় পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন যে, বহুকতি সহ্য করিয়াই প্রকৃতপক্ষে কোনরূপে কাগজগুলিকে বাচাইয়া যাইতে হইতেছে। জানি না, কতদিনে কাল সময়ের নিবৃত্তি হইবে এবং কতদিন জগতের লোকে ইহার বিষম ফল ভোগ করিতে হইবে।

প্রতি বৎসরই আমরা ১১০ টাকা মূল্যে দুই শত ছাত্রকে গ্রাহক করিয়া লইতাম, কিন্তু যে রূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, তাহাতে যে আমরা এবারে অধিক দিন সে নিয়ম রক্ষা করিতে পারিব, তাহার ত উপায় দেখিতেছি না—যে কোনরূপে যথাসাধ্য ব্যয় সংক্ষেপ না করিলে উপায় নাই। সেই জন্য আমরা নিয়ম করিতে বাধ্য হইলাম যে, যে সকল ছাত্র গ্রাহক হইতে চাহেন এবং গ্রাহক আছেন, তাঁহারা যেন মার্চের ৩০শে তারিখের মধ্যে গ্রাহক শ্রেণী তুলু হইয়ন এবং অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া দেন নচেৎ মার্চ মাস হইতে আমরা নিশ্চয়ই ১১০ টাকার গ্রাহক আর লইব না। এবং সর্বের “কাজের লোকে” আমাদের অভি-লম্বিত বহু আবক্ষকীয় বিষয় প্রকাশিত হইবে। কারণ চিরজীবনের বহু সংগ্রাহিত বিষয় এখনও প্রকাশিত হইতে পারে নাই, সে আকাঙ্ক্ষা আমাদের পূর্ণ করিতে হইবে। “কাজের লোক”কে আমরা বিবিধ বিষয়ের বিষকোষ বিশেষ করিয়া রাখিয়া যাইতে চাই। এমন

দিন কি আসিবে না, যে দিন “কাজের লোকের” উদ্দেশ্য সফল হইবে?

## অনু-সংস্থানঃ

—:—

লেখক—শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়  
এম, এ।

আমাদের দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের উপায় উদ্ভাবনের জন্ত যাহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের বৈষয়িক জীবন-ধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন্দগতি ও অবনত হইয়া আসিতেছে। আমরা যে জীবনসংগ্রামের আবর্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি, তাহাতে জয়লাভ করিবার উপযোগী সামর্থ্য আমাদের একেবারেই নাই; এবং পাশ্চাত্য জগতের সহিত শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ হরাকাজকা মাত্র। প্রথমতঃ, আমাদের সমাজের যে শ্রেণীর লোক প্রধানতঃ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত। আর যাহাদেরই বা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য আছে, তাহারাও সাধারণতঃ নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন উপায় উদ্ভাবন অথবা নবায়িত উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্য করিতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধনিসম্প্রদায় এবং মহাজনগণ অতিশয় দাতব্য প্রিয়, তাহারা শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একেবারেই অমুৎসাহী এবং এক প্রকার উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আবার, যে পরিমাণ মূলধনের সাহায্যে আমাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য চলিতেছে,

তাহাও ব্যক্তিগত এবং পরম্পরবিভিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ, সমবেতব্যবসায়, যৌথ-কারবার, মহাজনসম্মত প্রভৃতির অভাবে আমাদের জাতীয় ধনভাণ্ডার নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ, যে উৎসাহ, পরিচালনাশক্তি ও নব্ব্যকোচিত দায়িত্ববোধের ফলে জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিচিত্র শক্তি একস্থানে এবং এক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া বিরট শক্তিসমুচ্চয়ের সংঘটন করে, সেই কণ্ঠকোশল, ব্যবসায়বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও ঐক্যবিধায়িনী ক্ষমতা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থায় বিকশিত হইতে পারে না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায়কে অপসারিত করিয়া সাহিত্যশিক্ষাই একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়াছে। কাজেই আমাদের শিক্ষিত সমাজ প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক জগতের তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় আমাদের বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যে সন্দেহান হইব, এবং শিল্প-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা ছরাশা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলে চলিবে না; উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে। এই জীবনসংগ্রামে সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদেরকে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, এই প্রণালী তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মুখে যে কয়টি পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহাও নির্দিষ্ট করা হইবে।

ভারতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়, এবং গ্রামগত ও পরিবার-বদ্ধ শিল্প পদ্ধতিই প্রচলিত। এখানে পাশ্চাত্য জগতের বিপুল আয়োজন, বিরট কারখানা-সংঘটন ও বিশাল ব্যবসায়-কলেবরের সৃষ্টি হয় নাই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ, মূলধনের, সমবায়সাধন, বিচিত্র বিজ্ঞাপন প্রণালী, পণ্য-

\* ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে



সরবরাহের শৃঙ্খলা এবং শ্রমবিভাগনীতির প্রবর্তন প্রভৃতির ফলে ইউরোপীয়েরা সমগ্র পৃথিবীর দেশ-প্রদেশগুলিকে যে ভাবে করতলগত করিয়া বিশাল বিশ্ববাজারের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলে তাহাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রভাবে অসংখ্য জাতির বৈয়াক্তিক সাদৃশ্য যে ফলবতী হইতে পারিবে, তাহার আশা করা সুকঠিন। এই শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীণত বৈয়াক্তিক জীবন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না, তাহাই প্রধান ভবিষ্যৎ বিষয়। আমাদের যে সামান্য ধনশক্তি ব্যবসায়বৃদ্ধি ও কাণ্ডশক্তি আছে, তাহারই সধ্যাবহার করিয়া আমরা বাচিয়া থাকিতে পারিব কিনা—ইহাই আমাদের প্রথম সমস্যা।

শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশেই বৃহৎ আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়-পদ্ধতি ও আনুযায়িকভাবে অথবা স্বাধীনরূপে প্রতিষ্ঠানভ করে। এই জ্ঞাত আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে কলকারখানাগুলি, গৃহশিল্প, গ্রাম্য ব্যবসায় ও হস্তনির্মিত কাজের উচ্চৈশ্বর্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া বহুলোকের স্বাধীন অয়ের সংস্থান করিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে শিল্প ও ব্যবসায়ের বৃহৎ অস্থানগুলিই শিল্পজগতে সম্পূর্ণ স্থান অধিকার করে নাই।

জীবজগতের সর্বত্রই এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের কার্য চলিতেছে; এবং প্রকৃতি-দেবী অসমর্থ ও অল্পযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকেই অপসারিত করিয়া উপযুক্ত ও সামর্থ্যবান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকেই অর্থে স্থান দিয়াছেন। যে ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠানে নিজের প্রয়োজন মত পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জ ব্যবহার করিয়া নিজের অঙ্গ পুষ্ট

করিতে পারে, সেই ব্যক্তি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানেই প্রকৃতির নিয়মে জীবনসংগ্রামে পুষ্ট ও বিকাশলাভের অধিকারী। কলবয়ের আয়তন, আকার ও বিস্তৃতিই এই উপযোগিতালাভের একমাত্র অঙ্গ মর্মে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া স্বাভাবিক রক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিকের অঙ্গবর্তন এবং জগতের বিবিধ ভাব ও শক্তিসমুচ্চয়ের ব্যবহার করিতে হইবে।

জীবনবিকাশের এই নিয়ম শিল্পজগতেও আদিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, অনেক সময়ে ক্ষুদ্র কারবারই বৃহৎ অস্থান অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানভ করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন অনেক অবস্থা আছে, যেখানে বিরাট আয়োজন করিলে লাভবান হইবার আশা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাই বেশী। সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের স্থান কোন্রূপেই বিনষ্ট হইতে পারে না। মানবের অভাব বৈচিত্র্য এবং অভাবপূরণ করিবার ক্ষমতা, শ্রমবিভাগনীতি প্রবর্তন, ভাবের আদান-প্রদানের সুবিধা, রাষ্ট্রীয় সুব্যবস্থা প্রভৃতির উপরেই বৃহৎ অস্থানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এই সমুদয় সকল সমাজে সকল সময়েই থাকে না; সুতরাং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া বৃহৎ অস্থানের প্রয়োজন সকল সময়েই উপস্থিত হয় না।

এতদ্ব্যতীত সুকুমার শিল্প, চিত্রকলা, রঙ্গনশিল্প প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যে সমুদয় যন্ত্রাদি প্রয়োগে সুসম্পন্ন হইতেই পারে না। তাহাদের উৎকর্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র শিল্প-নৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এসকল স্থলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়-পদ্ধতিই বৃহত্তর অস্থান গুলিকে পরাজিত করিয়া শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

আবার, বৃহৎ অস্থানগুলির অনেক পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে; ইহাদের সাহায্যে অল্প সময়ে বহুদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে বটে; কিন্তু এই সমুদয় দ্রব্য ঘণাত্মক বিতরণ করিতে বহুকালব্যাপী বহুলোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। অধিকন্তু; কেবলমাত্র বৃহৎ কারবারের দ্বারা ইমানবের সর্ববিধ অভাব পূরণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জনপদের মধ্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তি ও সুযোগসমূহ এমন বিচিত্রভাবে পড়িয়া থাকে, যে সেইগুলিকে মানবের অভাব-মোচনের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে বিবিধ পরস্পর সম্বন্ধ আনুযায়িক অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন শিল্প ও ব্যবসায়ের আয়োজন করা আবশ্যকীয় কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক কলকারখানার প্রচার যতই বৃদ্ধি পাইক না কেন, এবং শ্রম-বিভাগ-নীতি প্রয়োগ করিয়া বিরাট ব্যবসায়-পদ্ধতি যতই প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকুক না কেন, মানবের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইবে না।

আমাদিগকে শিল্প-জগতের এই নিয়মানুসারেই কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের বর্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে যে অসংখ্য সুযোগ রহিয়াছে, তাহারই সধ্যাবহার করিয়া বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই জ্ঞাত আমাদের শ্রমজীবনের কার্যকর পরিশ্রম ব্যবসায়িকগণের উৎসাহ ও কর্মশক্তি এবং মহাজনগণের ব্যবসায় প্রযুক্ত মূলধন যে ভাবে পরিচালিত করিলে সর্বোৎকৃষ্ট ফলাভ হইতে পারে, আমাদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, আমরা কি উপায়ে আমাদের শ্রম জীবনের পরিশ্রম সর্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত করিতে পারি। পূর্বেই

বল্য হইয়াছে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ত শ্রেণীর মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য, উদ্ভাবনী শক্তি, কলা-চাতুর্য এবং হস্ত বা চকুরিঞ্জিরগত কৌশল একেবারেই জন্মিতে পায় না। এ অবস্থার জাতিভেদের ফলে যাহারা পুরুষাত্মক কোন শিল্প বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বংশগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে, আমাদের প্রাচীন সামাজিক ও বৈবরিক সভ্যতার নিদর্শন সেই শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতির বিজ্ঞা, ও বুদ্ধি, স্বভাব ও অভ্যাসের সাহায্য গ্রহণ না করিলে আমাদের আর সফল কোথায়? এই সুযোগগুলি ব্যবহার করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি নূতন বৈজ্ঞানিক এবং উন্নত প্রক্রিয়া ও যন্ত্র প্রণালীগুলি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিয়া জাতিগত বিজ্ঞার পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন করিতে পারে, তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বাস্তবিকই কি আমাদের শিল্পিকুল এবং ব্যবসায়ী জাতির শিল্প ও ব্যবসায়-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত নহে? যাহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধি এবং বিবেচনাশক্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছে; এবং এ বর্তমান যুগের সর্ববিধ বৈবরিক অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় কার্যদক্ষতা ও শিল্পপটুত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের শিক্ষার যতই অভাব থাকুক না কেন, আমাদের এখনও ভাবিবার প্রয়োজন নাই, যে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ীগণের উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে, যাহারা প্রচার করিতে চেষ্টা করেন যে, ভারতবর্ষের শ্রমজীবীগণ যুগে যুগে একই অবস্থায় থাকিয়া একই জাতিগত

নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে এক কথনও কোন বিষয়ে অবহোচিত নূতন ব্যবস্থা করিয়া উদ্ভাবনী শক্তি এবং পরিবর্তনশীলতার পরিচয় প্রদান করে নাই, তাহারা বিবম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি একই অবস্থায় নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের নিত্য নব ভাব ও শক্তিপূর্ণ সম্বন্ধে একেবারে নিষ্পন্দ ও উদাসীন হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কি ভারতীয় চিত্রকলা, রজনশিল্প, হস্তনির্মিত কারুকার্য এবং বিবিধ পরিবারবদ্ধ ব্যবসায়-প্রস্তুত বিলাসদ্রব্য বহুকাল ধরিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? কৃষিক্ষেত্রেও ভারতীয় কৃষকসম্প্রদায় আমেরিকাখণ্ডের আবিষ্কারকাল হইতে যে সকল নূতন নূতন উদ্ভিদ পদার্থ এদেশের জল-বায়ু ও ভূমির উপযোগী করিয়া চাষ করিবাম্ ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারই ফলে আমাদের আধুনিক কৃষিজাত-দ্রব্যের অর্দ্ধ-ভাগে ও অধিক পাইয়া থাকি।

অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, আমাদের শিল্পিকুল স্বকীয় শিল্প ও ব্যবসায়েরই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। স্বকীয় জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে যে রূপ পরিবর্তনসাধন ও নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুবর্তন করিতে হয়, সে রূপ ক্ষমতা তাহাদের নাই।

যাহা হউক, এই জাতিগত শিল্প-ব্যবসায়ী ব্যক্তিরে বর্তমান অবস্থায় আমাদের অন্য কোন গতি নাই। যাহারা আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদিগকে একথা সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের শিল্পের অধ্যাক্ষগণ এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধররা যেন একথা ভুলিয়া

গিয়া কারখানাসমূহে সমাজ হইবে কোন শ্রেণীর লোক নিযুক্ত না করেন। বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে মসীলীরা বাঙ্গালী সমাজকে হঠাৎ বিভিন্ন শিল্পী জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টার বৈবরিক জগতের এই সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে, ইহার ফলে বয়ন এবং কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য যে কয়েকটা প্রয়াস হইয়াছে, সমস্তগুলিই পণ্ড্রমে পরিণত হইয়া সমাজে ঘোরতর নৈরাশ্র ও অবসাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

শিল্পিগণের বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের উন্নতি বিধান করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সমাজে শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিচালক এবং ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ ও ধুরন্ধরের সৃষ্টি হইতে পারে। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধুরন্ধর এবং অধ্যক্ষরাই সমাজের বৈবরিক জীবনের প্রকৃত নিষ্ঠা; মহাজনগণ এবং ধনিসম্প্রদায় নহে। ইহঁরাই সমাজের প্রয়োজন ও অভাবানুসারে উপযুক্ত আয়োজন করিয়া বৈবরিক স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দতা বিধান করেন। ইহঁদেরই ব্যবসায়-বুদ্ধি, ধনবিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি, সর্ববিধ অবস্থা পর্যালোচনা করিবার শক্তি এবং কর্মতৎপরতার প্রভাবে বিভিন্ন স্থান হইতে মহাজনগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীরা আকৃষ্ট হইয়া স্বকীয় শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রাপ্ত করেন। ইহঁরাই সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন এবং মূলধনপ্রয়োগের অভিনব কারবার আবিষ্কার করেন। ইহঁদেরই চিন্তা ও কার্যপ্রণালী এবং ব্যবসায়-পাণ্ডিত্য ধনী মহাজনদিগের গন্তব্যপথ এবং কর্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দিয়া তাহাদের ভাগ্যপঠন করিয়া দেয়। ইহঁরাই ফলে ধনী সম্প্রদায়ের মূলধন সর্বত্র ধুরন্ধরদের পরিচালনা-শক্তি এবং ব্যবসায়বুদ্ধি অনুসরণ

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচী পত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

করিয়া পরাধীনভাবে কার্য করে। বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র মূলধনের সাহায্যে মহাজন-গণ কখনও নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি অথবা নূতন কারবার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন না। ধনী সম্প্রদায় সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে কার্য করিয়া অভ্যস্ত কারবার এবং পুরাতন ব্যবসায়ের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন। লাভবান হইবার নূতন নূতন সুযোগ আবিষ্কার দ্বারা ধুরন্ধরেরা নূতন নূতন ব্যবসায়ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিলে এই লাভজনক কারবারের প্রতি ধনবান্ মহাজন-গণ আকৃষ্ট হইয়া হইয়া থাকেন।

এইরূপ ধুরন্ধর আমাদের দেশে এখনও আবিষ্কৃত হইয়েন নাই। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আমরা এরূপ ব্যবসায়বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্মবীরের সাক্ষাৎ না পাই, ততদিন আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকিবে। সুতরাং সর্বপ্রথমে আমাদেরকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে অল্পসংস্থানের নূতন নূতন পুঁজি আবিষ্কার এবং অভিনব শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্ভাবন দ্বারা ধনী মহাজনগণের মূলধন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ, উপযুক্ত ধুরন্ধর ও পরিচালকের সৃষ্টি হয়।

( ক্রমশঃ )

## পরিবেশন ।

—:—

আমি আজ যে প্রসঙ্গটি লইয়া প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়াছি, অনেকে হয়তো তাহা একটা অবাস্তব কথা মনে করিবেন, কিন্তু ক্রীলোকের প্রকৃতিই এই যে, সংসারে অসুবিধা অপচয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা, ইহা নারীর স্বতঃ-সিদ্ধ প্রকৃতি, সকল দেশের, সকল জাতির নারীপ্রকৃতিতে এই ভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তবে অনেক নারীতে যে স্বভাবদত্ত এই প্রকৃতি

পরিণত হয় না, সেটা তাহাদের নিজের দোষ; পশুপক্ষীদেরও ক্রীগণ সন্তানপালন করিতেছে, পুরুষ আহার সংগ্রহ করিতেছে। যে নারী শিক্ষিতা হইয়া বিলাসিনী হন এবং গৃহকার্য্যেও অসুবিধা অপচয় নিবারণে চেষ্টা করেন না, তাহার শিক্ষাকে, বিলাসকে আমি ধিকার প্রদান করি। আমি তো মনে করি, যে শিক্ষিতা নারীর অধিকতর কর্মপটু ও পরিচ্ছন্ন হওয়াই উচিত। আমিও নারী, সুতরাং যে বিষয়টি পুরুষেরা অবাস্তব প্রসঙ্গ ভাবিবেন, তাহা আমার দৃষ্টিপথে পুনঃ পুনঃ পতিত হইয়া ইহার প্রতিবিধানের মনোযোগ আকর্ষণ করে, সুতরাং এই প্রবন্ধটি পুরুষ-গণের অপ্রয়োজনীয় হইলেও দেশীয়া ভগিনী-গণের জন্য লিখিত হইতেছে, যদি তাহারা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ করেন, তবে অনেক অপচয় নিবারিত হইবে; এই তো গেল আমার দীর্ঘ কৈফিয়ত, এখন কাজের কথা আরম্ভ করি।

আমাদের দেশে কোন কাজকর্মের লোককে নিমন্ত্রণ করিলে পরিবেশন করিবার সময় অনেক জিনিস নষ্ট হয়, প্রয়োজনান্ধিতরিত খাদ্য লোককে দেওয়া এবং ভোজনকারীর নিষেধ স্বত্ত্বেও তাহার পাতে চাপাইয়া দেওয়া যেন একটা ফ্যাসান হইয়াছে। একটা লোকের পাতে অন্ততঃ ২০২৫ রকমের খাদ্য না দিলে দাতার মনেও একটু সঙ্কোচ থাকে, গৃহিতাও গৃহে গিয়া নিন্দাবাদ প্রচার করে; লোকে কি ২০২৫ রকমের খাদ্য খাইতেই পারে? এত রকম খাদ্য না আয়োজন করাই উচিত! কেহ হয়তো বলিতে পারেন, সকলে কিছু এক রকম খাদ্য পছন্দ করেন না, নানাপ্রকার হইলে যাহার যাহাতে রুচি, তিনি তাহা খাইয়া তৃপ্তিসাধন করিতে পারেন, তাহার উত্তর এই দিতেছি, যে সকলে কিছু একবিধ আয়োজন করেন না, আজ একবাড়ীতে হয়

তো একরূপ আয়োজন হইল, কাল অল্পেই অন্যবিধ আয়োজন হইবে, ফলে কোনরূপ খাদ্যই লুপ্ত হইয়া যাইবে না; এবং যে কয়টি সেদিন আয়োজন হইয়াছে, তাহাতেই যিনি যাহা ভাল বাসেন, তিনি তাহা খাইবেন, ইহাতে অনেক অপচয় নিবারণ হইবে।

লুচী এবং পোলাও দুইই প্রস্তুত হয়, নানাবিধ ফল, নানাপ্রকার মিষ্টান্ন নানা মৎস্য ও নানাবিধ তরকারি এবং মাংস, নানাবিধ স্নিগ্ধ লেছ একত্র দেওয়া হয়, কিন্তু উদর পূর্ণ হইলে সুখও মিষ্ট লাগে না, কাজে কাজেই, অধিক খাদ্য অনাবাদিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। যদি খুব সামান্য পরিমাণে প্রত্যেক খাদ্য দেওয়া হয়, আমি জানি, তাহাতে অনেক নিন্দা হয়; দেশের লোকের এমন রুচি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে পাতে জিনিস ফেলা যাইবে সেও ভাল, তথাপি অনেক দ্রব্য সম্মুখে দেওয়া চাই, আরও— ভোক্তা যদি পরিতৃপ্ত হইয়া আর গ্রহণে অনিচ্ছুক হ'ন তথাপি পরিবেশনকারীর জোর করিয়া দেওয়া চাই, নচেৎ মহানিন্দা, কর্তৃ-কর্তার রূপণ উপাধি হাতে হাতে লাভ হইবে। অনেকে বলিবেন, পাতে যে জিনিস ফেলা যায়, তাহা অপচয় হয় না, গরীব ও ভিক্ষু-কেরা খাইয়া থাকে, কিন্তু পাতে দিয়া নষ্ট করিয়া তাহা দিবার অপেক্ষা ভাণ্ডার হইতে দেওয়া তো আরও ভাল! বেশ তো, একদিন ভ্রলোকদেরও একদিন কাজালীদের যথা-সাধ্য খাওয়ান হউক না কেন, সে যে আরও ভাল!

পরিবেশনের সময় একটা পাত্রে খাবার রাখিয়া তত্বপরি একটা চামচ দেওয়া হউক, গৃহিতা প্রথম প্রথম লজ্জাবশতঃ ইচ্ছামত লইবেন না বটে; কিন্তু ইহা চলিত হইলেও অল্প দিনেই সে লজ্জা যাইবে। পাত্রের উপর চামচ দিয়া ভোজনার্থীকে ইচ্ছামত লইতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



দেওয়া, অল্প বা বহুবিধ প্রকারের আয়োজন করা, কোন ভোজ হইলেই সাধ্যমত কাঙ্গালী বিদায় করা, এই তিনটি ঘরে ঘরে প্রচলিত হইলে, অনেক উপকার হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই, যদি একে ইহা আরম্ভ করেন, তবে অল্পদিনে সঙ্কোচ ঘুচিয়া যাইবে, অথচ একটী সুন্দর নীতি প্রচলন হইয়া যাইবে।

### শ্রীহেমনলিনী বসু।

আমাদের মন্তব্য :—একটী পাত্রে সাজাইয়া দেওয়ার প্রথা এদেশে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব, একত্রে বহুলোক ভোজন করান এদেশের সামাজিক প্রথা, পাত্রে সাজাইয়া সমুখে ধরা, এবং নিজে হাতে লওয়া সমাজ ও স্বাস্থ্য বিরুদ্ধ হইবে। তবে আমাদের বর্তমান অবস্থার পরিবেশনে যে মিতব্যয়িতার আবশ্যক হইয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

কা: সঃ।

### বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

—:—

চীনা বাসন ভাঙিলে অনেকে তাহা অব্যবহার্য মনে করিয়া ফেলিয়া দেন। সামান্য কটকিরি আগুনে গলাইয়া তাহা দ্বারা ভাণ্ডাংশ জুড়িয়া দিলে তাহা বেশ লাগিয়া যায়। কাচও ঐ উপায়ে জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

নূতন জুতার অনেক সময়ে পালিস লাগে না। একটা লেবু চই ভাগ করিয়া উদ্বারা জুতা বর্ষণ কর। লেবুর রস যখন শুকাইয়া যাইবে, তখন পালিস লাগাও।

কাপড়ে ল্যাভেণ্ডারের ছিটা দিয়া

কাগজের থলিয়ার মধ্যে তাহা রাখিয়া থলিয়ার মুখ বন্ধ করিয়া দিলে পোকা লাগিবে না।

গোল আলুর খোসা ছাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা জলে ফেলিয়া রাখিলে রন্ধনে আলুর রং বিকৃত হয় না।

কাপড়ে চিহ্ন করিবার পূর্বে প্রথমে পেঙ্গিলের দিয়া লিখ। পেঙ্গিলের দাগের উপর দালী দিয়া লিখিলে দাগ বেশ পরিষ্কার হইবে। লিখিবার সময় নূতন নিভ ব্যবহার করা উচিত।

বীশের গৃহসজ্জা অপরিষ্কার হইলে লবণ মিশ্রিত গরমজলে ত্রুস ডুবাইয়া তাহা দ্বারা উহা বর্ষণ কর। তার পর কোমল বস্ত্রদ্বারা জল মুছিয়া কিছুক্ষণের জন্য উহা বাতাসে রাখিয়া দাও। গৃহসজ্জা উজ্জ্বল হইবে।

কাচের গ্লাস, বাটী, থালা বিবর্ণ হইলে লবণ মিশ্রিত ভিনিগার দ্বারা উহা মার্জন করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধোত কর, তবে উহা পরিষ্কার হইবে।

অয়েল ক্রথ শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। যদি সপ্তাহে একবার সমভাগ গুলিত অয়েল ও ভিনিগারে দ্বারা ভিজাইয়া তাহা দ্বারা অয়েল ক্রথ ধসিয়া ফেলা হয়, তবে উই দীর্ঘ স্থায়ী হয়।

কাচের গ্লাস বা বাটীতে দ্রুত লাগিলে তাহা প্রথমে ঠাণ্ডা জলে কয়েক মিনিট ডুবাইয়া রাখিয়া তার পর সাবান জল দ্বারা ধোত কর।

অবশেষে উহা জল দ্বারা ধুইয়া শুক বস্ত্রদ্বারা মুছিয়া ফেল।

ছেলেদের মুখে বা হইলে এক চা চামচ সোহাগা চূর্ণ এক টেবিল চামচ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার একটু শিতর মুখে আঙ্গুল দিয়া দিলে বা সারিয়া যায়।

জোঁকের দ্বারা অতি সহজে আঁক হওয়া নিয়ম করা যায়। একটা বড় কাচের শিশিতে প্রায় আধসের জল ভর। জলের উপর একটু স্থান ঝালি থাকা চাই। জলের মধ্যে একটা সুস্থক্কর জোঁক ছাড়িয়া দিয়া শিশির মুখ সুক্ষ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন কর। যদি দেখা যায়, জোঁক জলের তলায় কুণ্ডলী পাকাইয়া ঝুহিয়াছে, তবে বৃষ্টিতে হইবে, আকাশ পরিষ্কার হইবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকিলে জোঁক জলের উপরে থাকিবে। যতক্ষণ বৃষ্টি না থামে, ততক্ষণ জলের উপরেই থাকিবে। যদি বাতাসের সম্ভাবনা থাকে তবে জলের মধ্যে অতি চকল হইয়া ধাবিত হইতে থাকে। কাঁজের সম্ভাবনা হইলে জলের উপরে উঠিয়া অতিশয় ব্যস্ততা প্রদর্শন করে। তুষার পতনের সম্ভাবনা হইলে জলের তলায় এবং বরফ হইলে শিশির মুখে কাছে যাইয়া বাস করে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একবার এবং শীতকালে এক পক্ষে একবার জল বদলান দরকার।

সঃ

কটকিরি এবং প্যারিস গ্লাটার জলে মিশ্রিত করিয়া কদম্বক করিয়া প্রস্তর জুড়িতে পারা যায়।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লাইব্রারী, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে

## Notes of Interest.

### আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

—••—

জন্ম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি।—গত ১২ই জানুয়ারী তারিখের বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার মুনিদাবাদ জেলায় মৃত্যু সংখ্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে গবর্ণমেন্ট পক্ষ হইতে মিঃ দে বলি-  
য়াছেন;—মুনিদাবাদে কেবল মাত্র জরুরোগে ১৯১৫ সালের ৩০এ নবেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসে ৪৫০১৩ জনের এবং তাহার পূর্ববর্তী ১৯১৪ সালে ঐ ১১ মাসে ৪৫৬১৯ জনের মৃত্যু হইয়াছে। গবর্ণমেন্টে ১৯১৫ সালে এষ্ট জেলায় ৯৫০২০০ গ্রেণ কুইনাইন বিতরণ এবং ৬৮-২৮০০০ গ্রেণ কুইনাইন ভেণ্ডারদিগের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। মিউনিসিপালিটি সমূ-  
হের তালিকা হইতে জানা যায় যে, জন্ম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। অবশ্যই এই হইতে হহা নিঃসংশয় বলা চলে না তাহা স্বীকার করিয়াও আমরা মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া ভাত ও চিন্তিত হইয়াছি। বাঙ্গালার ম্যালে-  
রিয়া প্রধান জেলা সমূহে সর্বপ্রকার ব্যাধির মৃত্যু সংখ্যাগণনা করিলে জন্ম হইতে মৃত্যু সংখ্যাই বেশি হইবে বলিয়া আমাদের সন্দেহ হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভা প্রত্যেক জেলার জন্মমৃত্যুর সংখ্যা আলোচনা করুন। বঙ্গদেশে মৃত্যুর সংখ্যা যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে আচরে দেশের স্বাস্থ্যোন্নতির বাবস্থা না করিলে চলিবে না। আমরা গবর্ণমেন্ট ও জনসাধারণ দুই পক্ষকেই দেশের এই দুর্গতি বিশেষভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতে আহ্বান করিতেছি।

### ইউরোপের যুদ্ধে ভাবি ফল।

জার্মান যুদ্ধের ফলে জগতের শিল্প, বাণিজ্য এবং সভ্যতার কি পরিবর্তন প্রাপ্ত হইবে, তাহা লইয়া অনেক ভ্রমনা করনা চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যুরোপের জাতি সকলের শারীরিক পরিবর্তন-সম্বন্ধেও কথা হইতেছে। এ যুদ্ধে যুরোপের নানা দেশে সর্বোৎকৃষ্ট সবল লোকের উচ্ছেদ হইতেছে—যাহারা দুর্বল, তাহারাই জাতিরক্ষার জন্য দেশে থাকিয়া যাঠিতেছে—অর্থাৎ যাহারা যুদ্ধে যাটবার অহুপযুক্ত, তাহারাই দেশে থাকি-  
তেছে; তাহারাই নিবাহ করিবে—তাহারাই জাতির ধারা বজায় রাখিবে। নেপোলিয়ন যখন ফরাসীদিগকে লইয়া পৃথিবী বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, তখন সেই সব যুদ্ধের ফলে ফরাসী জাতি দুর্বল হইয়াছিল—তাহাদের দৈর্ঘ্য কমিয়াছিল। তাই অনেকে অনুমান করিতেছেন, এবারকার যুদ্ধের ফলে জার্মান-  
দিগের দৈর্ঘ্য ১ ঈঞ্চ কমিবে, আর ফরাসীরা জগতে সর্বাপেক্ষা বেঁটে জাতি হইবে।

### তামাক চাষের কথা।

কুচবিহারের স্বর্গীয় মহারাজ রাজকুমার ভিক্টরের সহিত মিঃ মজুমদার নামক এক ভদ্রলোককে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় ও কিউবা দ্বীপ পরিদর্শনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পরে মাসিডোনিয়া ও এসিয়া মাইন-  
রের তামাক উৎপাদনের কেন্দ্র সমূহ এবং ইউরোপের তামাকের কারখানা সকল পরি-  
দর্শন করেন। সম্প্রতি উভয়ে মিলিয়া তামাকের চাষ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-  
ছেন। মাসিডোনিয়া ও এসিয়া মাইনরের তামাক কেন্দ্র সমূহ বিশ্ববিখ্যাত, এইখানেই টানিয়া টোব্যাকোর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল কেন্দ্র ও কারখানা পরিদর্শন করিয়া

অভিজ্ঞতার ফল স্বরূপ যে গ্রন্থখানি গ্রন্থিত হইয়াছে, তাহা তামাকের চাষ ও তাহার উন্নতি সাধন সম্বন্ধে বিবিধ তথ্যে পরিপূর্ণ। প্রিন্স ভিক্টর ভূমিকায় লিপিব্যাহার, পৃথিবীর মধ্যে তামাকের আদি জন্মভূমি ইউনাইটেড ষ্টেট-  
সের ঠিক পয়েই ভারতে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে তামাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু গুণের হিসাবে ভারতজাত তামাক অতি নিকৃষ্ট। মিঃ মজুমদার ভারতের তামাকের চাষের উন্নতির তিনটি পন্থার নির্দেশ করিয়া-  
ছেন। প্রথমতঃ বাছাই করিয়া উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাকের চাষ বৃদ্ধি করা; তামাকের পাইট ও তাহার শোধনের সম্পূর্ণ আধুনিক কলকজা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা এবং যে সকল দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাক জন্মে, তথা হইতে তাহাদের বীজ সংগ্রহ করিয়া এখানে তাহাদের চাষ করা। প্রথম উপায়টি পূবার কৃষিক্ষেত্রে পূর্বেই অবলম্বিত হইয়াছে। মিঃ মজুমদার কুচবিহারের তামাক কেন্দ্রে নিদেশ হইতে আনীত উৎকৃষ্ট বীজের চাষ করিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন এবং তাহার ফলও নাকি ভাল হইয়াছে। মার্কিন বীজ হইতে যে তামাক উৎপন্ন হইয়াছে, কার-  
খানায় তাহার প্রতি মণের জন্য ৩৫ হইতে ৬০ টাকা পর্যন্ত দর পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু খাস ভারতের তামাকের মূল্য মণকরা ৫-  
১০ টাকার বেশী হয় না। সুতরাং মিঃ মজুমদারের পরীক্ষার ফল যে সন্তোষজনক তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

চিরঞ্জীর কারখানা। যশোরের চিরঞ্জীর কারখানার বেশ উন্নতি হইয়াছে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। কারখানায় বোতাম, মাত্র প্রভৃতি শিল্প দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়াছে। যাহাতে কারখানার কার্য আরও প্রসার লাভ করিতে পারে তজ্জন্য কারখানা ও কারবারের কর্তৃপক্ষ প্রধান শিল্পী ও তত্ত্বাব-  
ধারক শ্রীযুক্ত মন্থনাথ ঘোষ মহাশয়কে রেজুন পাঠাইতেছেন।

পুরাতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিয়া।

## ফ্রান্সে জার্মানের লাভ।

- ১। ফ্রান্সের জনসংখ্যা ৩ কোটি ৯০ লক্ষ। জার্মানী ফ্রান্সের যে অংশ দখল করিয়াছে, তাহার জনসংখ্যা ৯০ লক্ষ।
- ২। জার্মানেরা ফরাসিদের ধাতুর কারখানার শতকরা ৭৭ ভাগ দখল করিয়াছে।
- ৩। ফরাসিদের কল কারখানার ৩৪ ভাগ অধিকার করিয়াছে।
- ৪। ফরাসিদের কলার খনির ৬৮ ভাগ জার্মানের হস্তে পতিত হইয়াছে।
- ৫। কোক কলার ৭৮ ভাগ বিপক্ষগণ দখল করিয়াছে।
- ৬। ইস্পাতের কারখানার ৭০ ভাগ জার্মানের হস্তগত করিয়াছে।
- ৭। ফ্রান্সের উত্তর ভাগেই যন্ত্রের বড় বড় কল প্রতিষ্ঠিত। ইংলণ্ডের যেমন লাক্সেমবুর্গ এবং লাক্সেমবুর্গের যেমন মানচেষ্টার। কোপড়ের কলের জন্ত বিখ্যাত, লিগটিক সেইরূপ বস্ত্রের কলের জন্ত প্রসিদ্ধ। এই লিল জার্মানেরা অধিকার করিয়া রহিয়াছে।

সঞ্জি:

## কাগজের কথা।

বর্তমান সময়ে গাছের মজ্জা হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। বংশ হইতেও কাগজ প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মে অনেক স্থানে বাঁশের বন আছে। সেট সব স্থানে কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে হয়, কিন্তু এতদিন পর্যন্ত সে প্রস্তাব কার্যে পরিণত হয় নাই। সে দিন বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মিঠার ক্ষুদ্ররোলে এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রস্তাব করেন। কানাড়া জেলায় কাগজের কল স্থাপনের উপযোগীতা সরকার কর্তৃক বিবেচিত হউক,—ইহাই তাঁহার প্রস্তাব।

নদীর জল হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদিত করিয়া কল চালাইবার কথাও তিনি বলিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, বোম্বাই সরকার তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। সরকার পক্ষ হইতে জানান হইয়াছে, এ বিষয়ে সরকার নিশ্চেষ্ট নহেন; পরন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠাকরে চেষ্টা করিতেছেন। ভারতবর্ষে কাগজের কলের অভাবে সময় সময় আমাদিগকে কিরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহা এবার ভালরূপ বুঝা গিয়াছে। বিদেশী কাগজের আমদানী কমিয়া যাওয়ার, এবার অনেক সংবাদপত্রের আকার ছোট করিতে হইয়াছে। আরও কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইবে, বলা যায় না। সরকারের সাহায্য পাটলে এদেশে কাগজের কল লাভের হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই।

## মাস্তাজ মৎস্ত বিভাগের কথা।

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, মাস্তাজের মৎস্তবিভাগের কাজ ক্রমে বিস্তার লাভ করিতেছে। বাঙ্গালার মৎস্তবিভাগের কাজ যে বিশেষ বিস্তার লাভ করিতেছে, এমন বোধ হয় না। বৎসর বৎসর বর্ষার জল যখন নদী নালা চাপাইয়া মাঠে উঠে ও সহসা জল সরিয়া যাইলে নষ্ট হয়। তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হইবে, এমন কথা হইয়াছিল। আমেরিকায় যেমন ডিম ছাড়িবার পূর্বে মাছগুলিকে কৃত্রিম উপায়ে নির্দিষ্টপথে লইয়া ডিম রন্ধার ব্যবস্থা করা হয়, এখানেও সেইরূপ হইবে, এমন কথাও হইয়াছিল। কিন্তু সে সব কথা সরকারী কাগজে ছাপার অক্ষরেই রহিয়া গিয়াছে। কাজে কিছুই হয় না। কিন্তু বাঙ্গালার সহিত যাহাদের পরিচয় আছে, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, বাঙ্গালার যে সব

বিল ধীরে আছে, সে সকলে মৎসের চাব ভাল করিয়া করিতে পারিলে বাঙ্গালীর মৎসের অভাব অনেকটা দূর হইতে পারে। সহরের লোককে ঝোলের বাটী খুজিয়া বাগদা-চিংড়ির বাবালোক আবিষ্কার করিতে হয় না। পদ্মা প্রভৃতির কুলে এখনও এমন সব স্থান আছে, যথায় খরিদদারের অভাবে জেলেরা মাছ ফেলিয়া ক্ষিত বাধ্য হয়। সে সব স্থান হইতে মাছ সহরে আনিবার ব্যবস্থা করা কি একেবারেই অসম্ভব? কলিকাতা হইতে সিমলা শৈলে যদি মাছ লওয়া যায়, তবে সে সব স্থান হইতেই বা মাছ আনা অসম্ভব এইরূপ কেন? সেই সকল কাজ করিবার বা কুরাইলার জন্তই ত মৎস্তবিভাগের সৃষ্টি। যদি সেই সব কাজই না হয়, তবে আর পরমা—প্রজার পরমা খরচ করিয়া এ বিভাগ রাখা হয় কেন?

## মুক্তিভোজের সংকার্য।

—:—

সালভেসন আর্মি বা মুক্তিকোজ পৃথিবীর সর্বত্র নানরূপ জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত আছেন। মুক্তিকোজের ভারতবর্ষীয় শাখা সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া কতকগুলি অপরাধী জাতির সংশোধনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহাদের চেষ্টায়, শিক্ষায় ও সন্যাসবাহারে এই শ্রেণীর অপরাধী জাতিভুক্ত অনেক লোক চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি তাহাদের জাতিগত পেশা ভুলিয়া সংপ্রভাবাপন্ন হইয়া শিল্প কার্য প্রভৃতি সহ-পায়ে জীবিকার্জন করিতেছে। মুক্তি কোজ সম্প্রতি আরও একটি সংকার্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাহারা আসাম গবর্ণমেন্ট ও আসামের চাকর সম্প্রদায়ের সহিত বন্দোবস্ত

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচী পত্রের জন্য ১০ ডাকমাশুল পাঠান।

করিয়া আসামের চা-বাগান সমূহে অপরোধী আতিভুক্ত অথচ অধুনা সংশোধিতচরিত্র লোকদিগের মধ্য হইতে কুলি সনসার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহারা যে সময়ে আসামে কার্য করিবে, সে সময়েও মুক্তিকোজ তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবেন। এইই পন্থা হইতে ভিন্ন পন্থা লোক আসামে প্রেরিত হইবে এবং যে বেলাগানে তাহারা কার্য করিবে, সেই সেই বাগানের কর্তৃপক্ষ তাহাদিগের রাহা খরচ ইত্যাদি প্রদান করিবেন। মুক্তি কোজ যদি এই কার্যে সাকল্য লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের সমুদয় মঙ্গল সাধিত হইবে। এই ব্যবস্থার কেবল যে চা-বাগান সমূহ উপকৃত হইবে তাহা নহে। চা-বাগানের কর্তৃপক্ষ সত্তার সহজে কর্মক্ষম ও পরিশ্রমী মজুর প্রাপ্ত হইবেন, অথচ তাহাদের তত্ত্বাবধানের ক্রেশকর তার তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে না। ইহা ছাড়া, অপরাধী আতিভুক্ত লোকগুলিও কর্ম প্রাপ্ত হইয়া যৎ প্রাসাদ্ধান নির্বাহ করিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত আরও একটা মহৎ উপকার এই হইবে যে, দেশের লোকে কুলির আড়কাটার হাত হইতে কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্রাণ পাইবে। কুলির আড়কাটার দোষাত্মকত্ব সুখশান্তিপূর্ণ গৃহস্থ পরিবারের সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। অতঃপর এইরূপ গৃহস্থ পরিবার যদি রক্ষা পায়, তবে সেটা বড় অমল লাভ নহে।

ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় প্রতিনিধি।

—ঃঃ—

সহযোগী সারত বলিতেছেন—আপন আপন স্বার্থ রক্ষা করে খাঁর অভাব অভিযোগ, আবেদন নিবেদন রাজ সরকারে উপস্থাপন করিবার জন্য দেশের সকল সম্প্রদায়

হইতেই ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থা আছে। লোকসংখ্যার অনুপাতে যে সম্প্রদায় অতি নগণ্য, এমন যে চা বাবলারীর দল, তাহারাও গবর্ণমেন্টের এই অনুগ্রহ হইতে বাদ যায় নাই। হৃৎথের বিষয়, দেশের কৃষক সম্প্রদায় দেশের এক মহাজনসম্মত গবর্ণমেন্টের এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত, স্থানপরিচালনের এই অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত। স্থানপরিচালনা, দরালু ও সুবিচারক বলিয়া ইংরাজরাজ আজ জগতের সর্ব শ্রেষ্ঠ আতি, সকলের পূজনীয়। ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতা যে অনুগ্রহ ও সুশাসনের কলে হৃদয়ের রক্ত দিয়া তাহার পূজা করিবার জন্য লালারিত, সেই ইংরাজ রাজ, সেই ইংরাজ গবর্ণমেন্ট এবং সেই স্থানপরিচালন মহাহুতবতার নিকট বর্জীয় বিশাল কৃষক সমাজের আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য হইবে, ইহা প্রাণহীন, বিবেকহীন লোকেও বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং আমরা আশা করি, সম্মানভূত্যা নির্বোধ কৃষকদের মুখের দিকে তাকাইয়া গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থাপক সভায় তাহাদের পক্ষ হইতে একজন প্রতিনিধি গ্রহণের ব্যবস্থা করিবেন। আমরা আশা করি এইবার হইতেই তাহার আদেশ বাহির হইবে। আমরাও ভারতের সঙ্গে সর্বাঙ্গ-করণে এবিধের গবর্ণমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। গরীব কৃষক কুলের কথা বলে, এমন লোক রাজ সরকারে নিতান্ত আবশ্যকীয় উপকরণ।

ব্রিটিশ ও জর্মণ সম্পত্তি।—ইংলণ্ডের কলস সভার সংপ্রতি প্রকাশিত হইয়াছে যে জর্মণ রাজ্যে ব্রিটিশদের ১০৮ কোটি টাকা এবং ব্রিটনে জর্মণদের ১৫৭১০ কোটি টাকার সম্পত্তি নানাবিধে সাধারণ জাতিদের হস্তে গচ্ছিত আছে।

Man is his own star.

মানুষ নিজেই তাহার সৌভাগ্যভোগী।

—ঃঃ—

“যে মানব ঐর্ধ্যাবলম্বন করিয়া তাহার গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত না হয়, সেই পক্ষে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া সৌভাগ্যের তুফ শূন্য আয়োজন করিতে সমর্থ হয়।” মানুষ নিজেই তাহার গন্তব্য পথ, কর্মী জগতে, ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। জগতের বহুলোক সামান্য মুষ্টিমের সংখ্যক সৌভাগ্যশালী লোকের সৌভাগ্য এবং প্রচুর ধন সম্পত্তি দেখিয়া হিংসা পরবশ হইয়া ভগবানকে পক্ষপাতীত্ব দোষে কলঙ্কিত করে বটে, কিন্তু কি কঠোর পরিশ্রমে, কি কঠোর ঐর্ধ্য এবং অধ্যবসার শুধে যে ততবড় সৌভাগ্য এবং ধন সম্পত্তি অর্জিত হইয়াছে, তাহার মূল যদি অল্পসন্ধান করে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, সেই সকল সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি নিজের কঠোর অধ্যবসার শুধেই সৌভাগ্য লাভে সমর্থ হইয়াছে, দেখিতে পাইবে যে, সহসা কত ছুটিনার খাত প্রতিঘাতে তাহার যে মুখা উদ্বেগ, তাহা পরিত্যাগ করে নাই, কঠোর সাধনা করিয়াই সে সিদ্ধি লাভ করিয়াছে, সে তাহার নিজের সৌভাগ্য নিজেই করিয়া লইয়াছে, “He is his own star”। এদেশের অনেকেই পুরুষকারের প্রতি সংশয় করিয়াই শির, ব্যরসায়, বাণিজ্যে নিশ্চেষ্ট। উপেক্ষাতেই এদেশের সর্বস্ব গিয়াছে, বাহা আছে, তাহাও মজাইতে বসিয়াছে।

যদি উন্নতি কামনা থাকে, যদি আত্মোন্নতির ক্ষীণ আশাও হৃদয়ে থাকে, একমুহূর্ত সময়ের অপব্যয় করিও না। অধ্যবসায়শালী হও, ঐর্ধ্যাবলম্বন কর, কঠোর সাধনার প্রবৃত্ত হও, পূর্ণ পূর্ণ চেষ্টা কর, দেখিবে তুমি মানুষ

পুরাতন “কাজের লোক” শেব হইতে চলিল।

হইবে, সুবিধা হইবেই কর্মী হইবে, যে কর্মী সেই যাহা। সমস্ত কর্ম, অর্থ ও সময়ের অপব্যয়, অপরিণামদর্শী বাহারা, তাহারা কোন কার্যেই সকলতা লাভ করিতে পারে কি?

নিজের শক্তিতে বিশ্বাস করিতে হইবে, চেষ্টায় যে তুমি সকলতা লাভ করিতে পার, তাহাতে অধিক বিশ্বাস রাখিতে অভ্যস্ত হইতে হইবে, তবে সেই ঐকান্তিক কামনা সিদ্ধি লাভে সক্ষম হইবে।

উচ্চ শিক্ষার বড়াই করিও না। শিক্ষাভিমাত্রী হইয়া স্বাভাৱী এবং জাতীয় ভাবকে তুমি উপেক্ষা চক্ষে দেখিতে চাও, তবে তোমার উচ্চ শিক্ষা অপেক্ষা তুমি সূর্য হইলে ইহাশূন্য বিশেষ: অনিষ্ট হইত না। দেশ দীন হইতে দীন হইয়া বাইতেছে, যদি শিক্ষিত হইয়া থাক, এই দীনতা দূরীকরণের যে সকল উপায় এবং উপকরণ, তাহাতেই তোমাকে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। দেশের দীনতা দূর করিতে তোমাকে বন্ধ পরিকর হইতেই হইবে। অভাবেই আমা-কর্ম স্বভাব নষ্ট হইয়াছে এবং সেই নষ্ট স্বভাবের স্বভাবই আমরা জগতে নগণ্য হইয়া পড়িতেছি। আজ যদি ব্যক্তি গত ভাবে আমরা আত্মোন্নতি করিতে প্রাণপণ করিয়া বসি, তাহা হইলে সমগ্র দেশের লোক কক্ষী হইয়া অচিরে দেশের দীনতা মুচাইতে সক্ষম হইতে পারি। সমাজ বস্তুর তুমিও যে অংশ স্বরূপ, একথা কখনো বিস্তৃত হইও না। তোমার জ্ঞান নগণ্য কুজ দ্বারাও সমাজ বস্তুর অতি আবশ্যকীয় অংশ চলিয়া থাকে, ইহা বিশ্বাস করিবে। সেই জ্ঞান সমাজ ও দেশ তোমার নিকট অনেক দূর। কিন্তু তুমি যদি আপনাকে অবিশ্বাস করিয়া আপনার শক্তি সমীচেষ্টা সংশয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া, শুদ্ধ বিলাস বিক্রমে মজগল হইয়া থাক, তাহা হইলে এদেশের উন্নতি

কেমন করিয়া হইবে? তাহা হইলে এদেশের শিল্প, ব্যবসায়, বাণিজ্য, কেমন করিয়া উৎকর্ষতা লাভে সক্ষম হইবে? অসম-অকর্মণ্য হইবার তোমার অবিকার নাই। যেহেতুক তুমি সমাজের অংশ বিশেষ, তোমার নিশ্চেষ্টতাই দেশের এত দুর্দশ।

এই দীনতা দূরীকরণ কার্যে আবলম্বনই একটু পন্থা। এখনও এদেশে আবলম্বন করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার যথেষ্ট উপাদান আছে, কিন্তু তুমি যদি অন্ধ সাম্রাজ্য সেই সকল সৌভাগ্যের উপকরণ পদ দলিত করিয়া চলিয়া যাও, তাহা হইলে দুর্ভাগ্যই তোমার জায়সত্তা প্রাপ্য সামগ্রী, ইহা বলাই বাহুল্য মাত্র। দেশে কঠোর চরিত্র হইলে তুমি কি কর? তুমি আত্মাভিমান শিক্ষাভিমান হইয়া বসিয়া থাকিবে না, স্বীয় উন্নতির জন্ত সমস্ত সম্ভব কিসকল দিয়া পেটের আগার অপরের নিকট তিকালক অরে জীবন ব্যাভা নির্বাহ করিতে কুষ্ঠিতও হইবে না। সেদিন কি দেশের আসে নাই? আবলম্বন করিতে হইলেই আত্মাভিমান বিসর্জন দিতেই হইবে। দেশের বহু কাজই একটু আত্মাভিমান বিসর্জন দিয়া করিলেই মূলধন সংগ্রহ করিয়া লইতে পারা অসম্ভব হয় না।

“কাজেরলোকে” ভেদন পন্থা অসংখ্য দেখান হইয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের “কাজেরলোক” বাজালা ভাষায় পরিচালিত। দেশের শিক্ষাভিমাত্রী যুবকগণ বাজালা কাগজের প্রতি অতিশয় বিতর্কিত, সেইজন্য আমাদের এত কঠোর সংগৃহীত বিষয়বলী বাজালীর সন্তানগণের হস্তে আশাভ্রমণ উঠাইতে পারা গেল না। যাক। আমরা বলিতেছিলাম, আত্মসম্মানজনকভাবে ও আবলম্বনে এদেশের যুবকগণ প্রবণ হইলে

যদি অল্প পরিবর্তন করিয়া লইতে পারেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া সামান্য বেতনেই সন্তুষ্ট হইয়া চিরজীবন অতিবাহিত করা সম্ভব নহে। এদেশে যুবকগণের শিক্ষার উদ্দেশ্য এই হইতেই শিক্ষণ হইয়াছে। যেআমি বিলাসী এবং প্রবচন হইয়া ইহারা উচ্চাশা বিসর্জন দিয়া সামান্য আয়েই সন্তুষ্ট হইতে অভ্যস্ত হইয়া দেশের সৈন্ত দশা আনয়ন করিয়াছে। সেইজন্যই অনেক কমিশনার আবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এদেশের লোক উৎসাহ প্রবৃত্তি দ্বারা স্বাধীন জীবিকা নির্বাহের প্রবাসী নহে; ইহারা কেবল ক্রেতার জাতি। বাহারা কেবল ক্রেতার জাতি, তাহারা জাতীয় উন্নতি সাধনে অক্ষম হইয়া থাকে। ঠিক তাই, আমরা কেবল ক্রেমই করিয়া থাকি, এদেশে জাত শিল্পকলা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, রপ্তানি তালিকার এদেশের কৃষিজাত প্রবাদি রপ্তানি হইয়া থাকে বটে, কিন্তু শিল্পজাত প্রবাদি কদাচিত বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। কিন্তু কৃষিকাজ আর ভেদন এদেশে উন্নতি নাই। অনাবৃষ্টিতেই অনেক স্থলে চরিত্রিক উপহিত হইয়া থাকে, যদি শিল্প জাত প্রব্যের এদেশে আধিক্য থাকিত, তাহা হইলে এই অন্ন কষ্টের কথেষ্ট লাভ হইতে পারিত। এদেশে ক্যানা-লামির প্রাচুর্য্য না হইলে কৃষির উন্নতি সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং শিল্পের উৎকর্ষতা সাধন ক্রান্তি আমাদের পত্যন্তর নাই। এইজন্যই বুধা শিক্ষাভিমান বিসর্জন দিয়া এখনও দেশের কর্মমান শিল্পের উন্নতি করিয়া সাগরে সেই দেশজাত প্রব্যের ব্যবহার করিতে পারিলেই এদেশের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এইজন্য এদেশে শিক্ষাশিক্ষা-বিদ্যালয়, শিল্পশিক্ষার পুস্তকাদি নষ্ট এবং পাঠ্য নিত্য আনন্দের বিষয়।

তাই বলিতেছিলাম, যাহাকে নিজের অল্প

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে



কিরাইতে হইলে খেয়াবন্দন করিয়া সেই সকল বিষয়ে আলোচনা করিতেই হইবে। পরিষ্কার কথা বাইবে না—পরিষ্কারের পুনঃকার অবতর্যাবী। অরণ্য রাশিতে হইবে, “Man is his own Star,” সাহস চেষ্টা করিলেই তাহার জাগ্রত নক্ষত্র কিরাইরা লইতে পারে। জগতের সমস্ত কর্তব্যীয় এইরূপই পোষণ্য কিরাইরাছেন।

“Try again and again and you will positively succeed” ইহাই পাশ্চাত্য কর্তব্যীয়গণের উপদেশ, বাহারা কর্তী হইরাছেন, তাহারাই এই মহাবাক্যে বীজিত হইরা কঠোর সাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে ধীমান! সে কঠোর সাধনার কবে বসবে?

(Pages for Businessman.)

### Magazine Advertising.

#### মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন।

—....—

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন যে, মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপন, উচ্চ শ্রেণীর অবস্থাপন পাঠকের নিকট বাইরা থাকে সুতরাং বিজ্ঞাপিত সামগ্রীর বিক্রয়ের সম্ভাবনা অনেক। “Magazines appeal to a somewhat richer class of readers and it may appeal to the moneyed or leisured classes more freely.”

ম্যাগাজিন বা মাসিক পত্রাদি বিজ্ঞাপন সময়ে মনের সুস্থির অবস্থার ধনী শ্রেণীর নরনারীগণ দ্বারা পঠিত হইরা থাকে, সুতরাং পাশ্চাত্য ব্যবসায়ী এবং অভিজ্ঞ পণের মতে “মাসিকে” বিজ্ঞাপন দেওয়ার অধিক সুফল হইরা থাকে।

এদেশের ব্যবসায়ীগণ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে এক মুহূর্তের জ্ঞানও মস্তিষ্ক চালনা করেন না,

বিজ্ঞাপন দিতে হয়, সেইজন্য দিরা থাকেন মাত্র। সে বিজ্ঞাপনের কোন পরিচর্যও করেন না, করিতে জানেন না, সেইজন্য বড় টাকা বিজ্ঞাপনে ব্যয় হয়, তাহার আর পুনঃকৃত্য হয় না। ইহারা বলেন, মাসিক বা সাময়িক পত্রে একবার মাত্র বিজ্ঞাপন বাহির হয় সুতরাং তাহা দ্বারা বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা নাই। এ যুক্তি ভ্রমাত্মক।

আমি আপনি প্রতিদিনই দৈনিক পত্র পাঠ করি, কিন্তু প্রাত্যহিক অসংখ্য বিজ্ঞাপনের মধ্যে করুণা দেখিরা থাকি? আররা কদাচিতই দৈনিকের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ দিতে সক্ষম হই, কারণ সময়ে কুলার না, পরদিবস নুতন কাগজ আসিরা পড়ে। সুতরাং well written and catchy সুলিখিত এবং নরনারীকর্ষক ও বড় বিজ্ঞাপন বাতীত সহসা সে বিজ্ঞাপনে বেজ্ঞার মনোযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু মাসিক পত্রিকা লোকে অবসর সময়ে পাঠ করেন, একখানা মাসিক পত্রে আবশ্যকীয় অনাবশ্যকীয়, বিষয়, গল্প উপ-ভাসাদি থাকে, লোকে স্বল্পে পাঠ ও করিরা থাকে, এবং পাঠ শেষ হইলেও ভবিষ্যতের জ্ঞান রক্ষাও করিরা থাকেন। এদেশের পাঠকের হস্তে দৈনিক কাগজের পরমায়ু একদিন বা দুইদিন। পরদিনই বাতিল কাগজের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। মাসিকের বিজ্ঞাপন গৃহিণীদের হস্তেও যায়, বালকেও পড়ে। জগতের সর্বত্রই ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ধারণা আছে যে, “women are best buyers” “স্ত্রীলোকগণই উৎকৃষ্ট খরিদদার”। মাসিকপত্র সে কার্য সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম, সুতরাং ব্যবসায়ীর চক্ষে মাসিক পত্রিকা বিজ্ঞাপন দিবার উৎকৃষ্ট কাগজ, একথা অরণ্য রাশিতে হইবে।

এদেশের মাসিকে বিজ্ঞাপন কম কেন

এদেশের Advertising Agency নাম ধারী কতগুলি দেশীয় ব্যবসায়ী হইরাছেন। অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সীর অ্যামেরিকা এবং ইয়োরোপে স্বতন্ত্র কার্য। ইহারা বিজ্ঞাপন শাস্ত্রে সুদক্ষ, বিজ্ঞাপনের “কপি,” প্রস্তুত করিতে জানে। এদেশের বাহারা “বিজ্ঞাপন এজেন্ট” বলিরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিরা থাকেন, ইহারা সংবাদ পত্রের Space-Brokers) বিজ্ঞাপনের কুস্তির দালান মাত্র। বিজ্ঞাপন জুটাইরা কিছু কিছু কমিশন পাইরা থাকেন। দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার বেশী, সেইজন্য ইহারা মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রে বিজ্ঞাপন দিবার পরামর্শ পারক-পক্ষে বিজ্ঞাপনদাতারিকে দেন না। এই জন্য এদেশের মাসিক পত্রে বিজ্ঞাপনদাতাগণের মনোযোগ নাই। এইরূপ Space-Broker গণের কথায় অনেক ব্যবসায়ী আস্থা স্থাপন করেন না, ইহাই রক্ষা। কারণ—অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। বিজ্ঞাপনের “কপি,” প্রস্তুত করিবার বা বিক্রয় বুজির মতলব দিবার ইহাদের ক্ষমতাই নাই।

মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপনের হার কম, স্থান অধিক, হইকথা বিক্রয় জিনিস সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় ইহা অরণ্য রাখা উচিত।

পেটেন্ট ঔষধ, পোষাক পরিচ্ছদ, প্রভৃতির বিজ্ঞাপন মাসিক পত্রিকাতেও স্থান পাওয়া উচিত। দৈনিক পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়ার যে সুফল হয় না, তাহা যেন কেহ না মনে করেন। দৈনিকের গ্রাহক, পাঠক অধিক নিত্য পাঠ করিতে করিতে পাঠকের বিজ্ঞাপনে মনোযোগ নিশ্চয়ই পড়িরা থাকে, কাজও হইরা থাকে। কিন্তু আমাদের বক্তব্য—সাময়িকপত্রও ব্যবসায়ীর উপেক্ষনীয় নহে। বেশ মোটা বড়ার দিরা মাসিকের

পুরাতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

খিলাফতকে চিত্তাকর্ষক করিয়া দিলে তাহা পাঠকের চক্ষু এড়াইতে পারে না। সুফল হয়।

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ বলেন, মাসিক পত্রের বাবদিকের পৃষ্ঠাপেক্ষা দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠা মূল্যবান, অত্যেক পৃষ্ঠার মাথার উপরও মূল্যবান হান। "The right handed page is better than left hand page. Top of columns or page will be generally better than elsewhere."

## Openings.

### ব্যবসায় সঙ্কেৎ।

পূর্বে নানা প্রকার পোষাক পরিচ্ছদ লব্ধিত পুতুল জন্মগী হইতে আমদানী হইত, ইমোরোপের যুদ্ধের জন্ত এখন আর সে প্রকার পুতুল আসিতেছে না। কিন্তু এদেশে পুতুলেরও আবশ্যকতা আছে তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। শুনিতেছি, চীন ভারতের বাজারে খেলনার বাজার হস্তগত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এদেশে কি এই পুতুলের কাজটা চালান একেবারেই অসম্ভব? আমরা এ সম্বন্ধে একটা সঙ্কেৎ করিতে চাহি।

সকলেই অবগত আছেন, কাশীতে পুতুল-সঙ্কেৎ বস্ত্রাদি পরাইবার এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা এ কাজ অতি সুন্দর পারে। আমরা জানি এবং ঝাঁহারা বেনারস গিয়াছেন, তাহারাও যদি লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাহা হইলে এ কথা অবগত আছেন। বেশ। যদি কলিকাতার পট্টারি কোম্পানী দ্বারা মুখ-বস্ত্র হাত পা শুষ্ক বিলাতী পুতুলের মত প্রস্তুত করাইয়া লইয়া কাশীর কারি-গরদের দ্বারা দ্রুত সম্ভার সুসজ্জিত করা-

ইয়া লইতে পারি, তাহা হইলে একটা উ-কট লাভজনক কারবারের সৃষ্টি হইতে পারে। কেহ এই বিষয়টিতে মনোযোগ দিয়া একবার পরীক্ষা করিলে ভাল হয়। ইহা দ্বারা কাসীর শ্রমজীবীদের এবং কলিকাতার পট্টারী কোম্পানীরও কার্য বৃদ্ধি হইবে, উত্তিবে, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। একেবারেই দেশের লোক কি চিরদিন চক্ষু-বৃত্তিত করিয়া বসিয়া থাকিবে? এ বাজারে কি আমাদের কিছুই করিবার নাই, কেবল বিদেশ মূল্যে আমদানী দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া কি চিরদিন আমাদের সমান অবস্থা থাকি উচিত? উত্তরাগী বঙ্গালী ঝাঁহারা, ঝাঁহারা কোন কোন কার্যে অতি সুন্দর কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। আলিগড়ের তালা-চাবির কারবার, মেজল কেমিক্যাল এন্ড কারবাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড, এম্ এল্ দে এন্ড কোংস টীন ও টিলের কারখানা আর্থা ফ্যাক্টরীর টীল ট্রাকের কারখানা প্রভৃতি অনেকগুলি কারবারের সামগ্রী এত সুন্দর হইতেছে যে, গবর্ণমেন্টও তাহা ক্রয় করিতেছেন। আমাদের বোধ হয়, কোন উত্তরাগী বঙ্গালী খেলনার কার-বারে হস্তক্ষেপ করিলেও কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন।

বঙ্গালীর বুদ্ধি ও যোগ্যতা আছে, দোবের মধ্যে বঙ্গালী দীর্ঘস্থায়ী, বিলাতী এবং অলস। বঙ্গালী এই দোবেই জাতিটাকে মাটি করিয়া তুলিয়াছে। দেশীয় দ্রব্যের আদর দেশীয় লোকে না করিলে অবশ্য দেশীয় কার-বারের উন্নতি ও সফলতা হইতেই পারে না। পূর্বে কাঠের পুতুলেই দেশের ছেলে-সন্ত-ধাকিত, এখনও যে না থাকে তাহা নহে। কিন্তু আমরা যদি অস্থানীয় পুতুলের সম্বন্ধে পুতুল নাও প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে সেকালের কাঠের এবং এখনকার মাটির পুতুলের অপেক্ষা উন্নত প্রণালীর এবং অধী-

শীর অনুকরণে বস্ত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত পুতুল করিলে দেশের কোটী কোটি বালক-বালিকা যে তাহা গ্রহণ না করিবে, তাহা কে বলিবে?

যে জিনিষের প্রচুর-কাটতির অভাবনা, তাহা এদেশের লোকে যদি প্রস্তুত করিতে পারেন না হয়; তাহা হইলে এদেশের ব্যবসায় বৃদ্ধির অভাবই প্রকাশ পাইয়া থাকে। শুধু বুদ্ধির কারবার করিয়াও অনেক মুসলমান সৌভাগ্য-শালী হইয়াছিলেন। উদ্যোগ চাই, ব্যবসায় বৃদ্ধির দ্বারা আবশ্যকীয় দ্রব্য সমূহের সৃষ্টি করিতে পারিলে কেন যে সে কার্যে সফলতা লাভ না করিতে পারে। বাইবে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। ক্ষুদ্র বিষয় হইতেই বড় হওয়া যায় এ সকল ক্ষুদ্র কাজ বলিয়া উপেক্ষার কাজ নাই, সামান্য তুচ্ছ আলপিনেরও প্রকাণ্ড কারখানা সমূহ চলিতেছে। বাহা নিত্য প্রয়োজনীয়, তাহার কারখানা এবং কারবারই উৎকৃষ্ট। বাহার কাটতি অধিক, তাহাতে বহু লাভ হইলেও সেই ক্ষুদ্র লাভের সমষ্টি অনেক দায়ী পূর্ণ বড় কারবার অপেক্ষা ভাল, ইহা মরণ রাক্ষস উচিত। খেলনার কাজও যে উপেক্ষার নহে, তাহা বলাই বাহুল্যমাত্র।

## অধ্যাপক বস্তুর নবাবিকার।

গবর্ণমেন্ট অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুর সম্বন্ধে একটা সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাকে চাকুরীর দায় হইতে অব্যাহতি দিয়া, তিনি বাহাতে স্বাধীনভাবে স্বীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাহার পরীক্ষা ও গবেষণার উপযোগী একটা বিজ্ঞানাগারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তা' ছাড়া তিনি, প্রেসিডেন্সী কলেজের বিজ্ঞানাগারও যথেষ্ট ব্যবহার করিতে পারিবেন।

পুরাতন "কাজের লোকের" স্মৃতি পত্রের জন্য ডাকমাগল প্রাঠান।

অধ্যাপক বহু সপ্রতি উদ্ভিদ জীবনের সহজ সতর্ক অঙ্গিকার কার্যে আরও কিছুকাল অগ্রসর হইরাছেন। তাঁহার নবাবিকৃত প্রণালীর ফলে পশুজাতির বহুগুণ অর্নেকাংশে কমিয়া বাইবে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতিসাধনকল্পে নূতন নূতন ঔষধ প্রয়োগের কল নির্ণয়, অল্প চিকিৎসার সহজে নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার করিবার জন্য, পশু জাতির উপর বিজ্ঞানাগারে অসামান্যিক অধ্যয়ন হইয়া থাকে। মানব সমাজের হিতসাধনের জন্য এই নিষ্ঠুরতার অমুষ্ঠান করা হয় বলিয়া তাহা পশু ক্লেশ-নিবারণী আইনের আমলে আসে না। অধ্যাপক বহুর আবিষ্কার অমুসারে, পশুগণের দেহের উপর দিয়া যে সকল পরীক্ষা করা হয়, তাহার অন্ততঃ কতকগুলি উদ্ভিদের উপর চালানো বাইতে পারে।

অধ্যাপক বহু নানা পরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পশু ও উদ্ভিদের দৈহিক গঠন অনেকাংশে একই প্রকার। পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যে সকল পদার্থ দ্বারা গঠিত, ভিন্ন আকারে উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও সেই সকল পদার্থ দ্বারা গঠিত। উদ্ভিদেরও ক্ষয় আছে, এবং যন্ত্র সাহায্যে তাহাদের ক্ষয়স্পন্দন অল্পতর করা যায়। উদ্ভিদের স্পন্দনশক্তি আছে এবং তাহাদের মস্তিষ্কের অল্পতর ও চিন্তাশক্তি পশু হইতে বিভিন্ন নহে। পশুদেহের জায় উদ্ভিদের দেহেও ঔষধ ও বিষ প্রয়োগে বিশেষ প্রকার কল উৎপন্ন হয়। এক কথায় উদ্ভিদ চলচ্ছক্তি রহিত জীব এবং পশু চলচ্ছক্তিরূপে উদ্ভিদ।

সময়ের স্বকৃতা নির্ণয়ের জন্য অধ্যাপক বহু এক প্রকার যন্ত্র নির্মাণ করিয়াছেন। তাহার এক সেকেন্ডের সহস্রাংশের একাংশ ও গণনা করা যায়। উদ্ভিদ দেহে নাড়ীর গতি গণনার পক্ষে এই যন্ত্র সম্যক উপযোগী হইরাছে। অধ্যাপক বহু দৃঢ়তার সহিত

বলিয়াছেন যে, যে সকল বিষয় পশু দেহে সতর্ক সত্য, তাহা উদ্ভিদ দেহেও ঠিক সেই ভাবেই থাকে।

অধ্যাপক বহু তাঁহার এই নব্যবিচারের বিষয় বিবরণ আপাততঃ সাধারণের প্রকাশ করেন নাই, তবে তিনি তাহা বিলাতে রয়েল সোসাইটিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার নির্ধারিত প্রণালীতে কার্য হইলে চিকিৎসা বিষয়ক বিজ্ঞানাগারে পশু-দেহের বহুগুণ অনেকটা কমিয়া বাইবে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষকগণও নিষ্ঠুরতাচরণ হইতে বহু পরিমাণে নিবৃত্তি পাইবেন।

## Agricultural Notes.

### কৃষিকথা।

—:—

পান উৎপাদনে নাইটেট অফ সোডা ব্যবহার করিবার প্রণালী।

পানগাছ ঐ গাছের ডালের ছাট (পানের কলম) হইতে জন্মায় এবং পান পাতা প্রত্যেক বৎসর তুলিয়া লওয়া হয়। কোন কোন স্থানে পানগাছকে ১ হইতে ৬ ও ততোধিক বৎসর বাড়িতে দেওয়া হয়।

নাইটেট অফ সোডা দ্বারা পান পাতার উৎপত্তি তাহার গুণ ও আকার প্রকৃষ্ট ভাবে বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উহা ব্যবহার করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। ইহা অরণ্য রাখিতে হইবে যে, প্রতিবৎসর একবার করিয়া নাইটেট অফ সোডার সহিত সুপারফস্ফেট জমিতে দিতে হইবে।

প্রথম বৎসর পানের কলম জমির উপর গর্ত করিয়া রোপন করিবার পূর্বে, প্রতি ৩০টা

একর গর্তে ১ ছটাক হিসাবে সুপারফস্ফেট দিতে হইবে। এবং পর বৎসর যত্নে পান পাতা তুলিয়া লইবার অব্যবহতি পরেই উক্ত হিসাবে সুপার কস্ফেট ব্যবহার করিতে হইবে।

প্রথম বৎসর পানগাছের শ্রেণীর সন্নিবিষ্ট উহার গোড়া হইতে ৩ ইঞ্চির কম ব্যবধানে না হইয়া যেমন কলম হইতে শিকড় বাহির হয়, প্রতি ৪টা একর গাছে এক ছটাক হিসাবে নাইটেট অফ সোডা দিতে হইবে। এবং সেটু সময় গাছগুলির উপর জল সেচন করা প্রয়োজন। দেড় মাস পরে পুনরায় নাইটেট অফ সোডা উপরোক্ত হিসাবে গাছে দিতে হইবে এবং অপর ষোল্লমাস প্রতিপালন করিতে হইবে। ইহার প্রায় তিনমাস পরে উক্ত উপায় আবার অবলম্বন করিতে হইবে। যে পর্যন্ত পানগাছ পুনরায় রোপিত না হয়, সেই পর্যন্ত প্রতি বৎসর পূর্বোক্ত নিয়মে চলিতে হইবে।

পান কিংবা অল্প কোন শস্য সম্বন্ধীয় বিষয় জানিবার প্রয়োজন হইলে নিকটবর্তী সার বিক্রেতাদের কিবা নিম্নলিখিত কোম্পানিতে পত্র লিখিলে জানিতে পারিবেন।

দি চিলিয়ান নাইটেট প্রোপেগাণ্ডা,

১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা।

## Cattle Diseases.

### গো-চিকিৎসা।

লেখক :—শ্রীসনৎ কুমার বরাত

এম্ এ, এম্, বি।

[এসো রোগ]

উহা একরকম সংক্রামক জর বিশেষ। যে সকল গরু অপরিষ্কার গোমালে থাকে, জলের উপর দাঁড়াইয়া থাকে—সেই সকল গরুরই প্রথমে এই রোগ হওয়ার সম্ভাবনা।

পুরাতন “কাঁচের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা ভাকমাগুল পাঠান।



**লক্ষণ।**—প্রথমে কন্দমিরা অন্ন আসে, তাহার পর মুখ, শিং, গা ও পা, অত্যন্ত গরম হইয়া উঠে। ঠোট ঠোটে লাগিয়া যায়, বলিয়া গরু একরকম চকু চকু শব্দ করে এবং মুখ দিয়া অনবরত লাগ পড়ায়। শেষে মুখে, পায়ে (চর্ম ও কুরের সংযোগস্থলে এবং কুরের ষোড়শের মধ্যে) পালানে ও বাটে, সীম বাটির মত একরকম ফুসুড়ি বাহির হয়। এই সকল ফুসুড়ি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাটিয়া গিয়া একরকম রাল। রাল দাগ হয়—শীত প্রতিকার না করিলে—এই দাগ শেষ ক্ষতে পরিণত হয়। মুখের মধ্যে—বেশী ভাগ জিহ্বাতেই এই ফুসুড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, কোন কোন গরু দাঁতের গোড়ায়, টাকুরায়, এবং গালের ঈষতঃ—ফুসুড়ি হইলে—অত্যন্ত বেদনা বশতঃ কটা কিছুই খাইতে চাহেনা, পায়ে হইলে পা খোড়াইতে থাকে। পালানে বা বাটে হইলে—দোহন কালে বাটে হাত দিতে দেয় না। অথচ দোহন না করিলে পালান ফুলিয়া প্রদাহ হয়। এ অবস্থায় লঘুত্ব দোহন করা উচিত।

বাঁড় কিংবা বলদের এঁসো রোগ হইলে যদি তহিকে বিশ্রাম দেওয়া না হয়, তবে রোগ অত্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়ায়। পা' খুব ফুলিয়া উঠে, শোব ও বা বেশী হইয়া ফুড খসিয়া পড়ে। কখনও বা পায়ে খোড়াও হয়।

গাভীর “এঁসো রোগ” হইলে, তাহার চুষ পান করিলে ঐ রোগ হইতে পারে। আক্রান্ত গাভীর চুষ পান করিয়া মাথাকেও রোগগ্রস্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

“এঁসো রোগের” সহিত “বস্তস্তের” লক্ষণ অনেকটা মিলিয়া যায়, সুতরাং “এঁসো”কে “বস্ত” বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। রোগ নির্ণয় করিবার সুষ্ঠু একটি বিধের লক্ষ্য করিলে আর ভুল হইবে না।

“এঁসো রোগের”—গোরুর পেটের অস্থি থাকে না, বস্ত রোগে গরু আম ও রক্ত মিশ্রিত অথবা কেবল তরল বাহ্যে করিয়া থাকে। আর বস্ত রোগে গরুর পায়ে কোন রোগ হয় না।

**চিকিৎসা।**—পীড়িত গরুকে বেশ খটখটে গোয়ালে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অবস্থায় রাখিবেন। গোয়ালে বাহাতে ‘গোবর, চোণা প্রভৃতি না জমে, এবং সর্বদা বায়ু চলাচল করিতে পারে—তাহার ব্যবস্থা করিলেন। যে যে স্থানে ফোঁটক বহির্গত হইয়াছে, সেই সেই স্থান প্রথমে গরম জলে ভাল করিয়া ধোত করিয়া দিবেন। পরে, তিন পোয়া জলে ১০ আনা কটকিরী কিংবা সোহাগা মিশাইয়া ঐ জলে ক্ষত স্থানগুলি ধুইয়া দিবেন। দিনেব মধ্যে ২৩ বার ধোয়ান চাই। কুরের মধ্যভাগে যাহাতে ময়লা, ধুলু বা বালি না জমিতে পারে—তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবেন। পা' গরমজলে ধুইয়া দিয়া, গরম জলে কঞ্চল বা ফ্রানেল ভিজাইয়া নিংড়াইয়া লইয়া উত্তমরূপে সেক দিবেন।

সেকের পর—কপূর ১ ভাগ, মিঠা তৈল ৪ ভাগ মিশ্রিত করিয়া ক্ষতস্থানে দিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন। অথবা খড়িমাটি-চূর্ণ ১ কাঁচা, একত্র মিশাইয়া এই ঔষধ ক্ষতস্থানে দিয়া বাঁধিয়া রাখিবেন। পালানে, বাটে বেধানে যা হইবে, সেইস্থানেই ধোয়াইয়া দিতে হইবে, এবং ঔষধ লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। যায়ে যেন মাছি বসিতে না পার।

অপকাবেস্থায় ফোঁটকে নিম্নলিখিত প্রলেপ দিবেন।

বট, বজ্রভূষ, অথবা, পাকুড় ইহাদের ছাল, বেণার মূল, কালিয়া কড়া এবং নাগেশ্বর ফুল—এইগুলি বেশ করিয়া বাটিয়া মাথ-নের সহিত মিশাইয়া প্রলেপ দিলে, ফোঁটক আর ক্ষতে পরিণত হইবে না।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পলতা ও নিমপাতার কাখে বা ধুইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। অনন্তমূল সিদ্ধ জলেও বা ধুইতে পারেন।

নিমপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র বা পুরিয়া উঠে। তিল বাটিয়া তাহার সঙ্গে ঘৃত ও মধু মিশাইয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে, ক্ষত-স্থান দূষিত হয় না, পচিয়া যায় না। ক্ষতস্থান গভীর হইলে, করলা উচ্ছেদ পাতা সাধে শাকের পাতা এবং কক্ক তুলসীর পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবেন।

ঘব ও বস্ত্রমধুর গুড়া—স্থতের সহিত মিশাইয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে—ক্ষত-স্থানের বেদনা নিবারিত হয়।

ক্ষতস্থানে পোকা হইলে—করলা পাতা, নিমপাতা ও নিসিক্যা পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবেন। অথবা রসুন, হিং ও নিম পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবেন।

চামেলীর পাতা, নিমপাতা, পলতা, কাঁচা হলুদ, জল করমচা পাতা, অনন্তমূল, মজিষ্টা, প্রত্যেকটি ১ ভরি ওজনে লইয়া ২ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধসের থাকিতে নামাইবেন। তার পর আধ পোয়া গাওয়া স্থতে—এই কাথ ঢালিয়া দিয়া পাক করাইবেন। জল মরিয়া গেলে তাহাতে ১ ভরি মোম এবং ১০ আনা তুতে দিবেন। সমস্ত গলিয়া গেলে নানাই-বেন। এই মলম অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে ১০ দিনের মধ্যে ক্ষত শুকাইয়া যায়। এই সকল ঔষধ আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াছি।

অরের জন্য নিম্নলিখিত ঔষধ—

ছুইটা দিনে ২ বার খাওয়াইতে হইবে।

কপূর—	১০ আনা,
সোরা—	১ ভরি,
দেশীমদ—	১ ছটাক,
জল—	১১ সের।

প্রথমে দেশী মদে কপূর দ্রব করিবেন, তার পর এক সের জলে ঐ সোরা সমস্ত চূর্ণ

করিয়া দিবে। শেষে সমস্ত একত্র মিশাইয়া গাভীকে খাইতে দিবে। ইহাতে তাপ নিবারিত হইবে।

লবণ—	২১০ তরি,
দোয়া—	১১০ তরি,
চিরাতা চূর্ণ—	২১০ তরি,
মাংস—	১০০
জল—	১১

একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে শীঘ্র জ্বর নষ্ট হয়।

পথ্য। হুঁসাবাস অথবা অন্ত কোনও রকম কচিঘাস খাইতে দিবে। ভাতের তরল ফেণ যথেষ্ট পরিমাণে খাওয়াইবেন। ফেণের সঙ্গে কিঞ্চিৎ শুদ্ধ মিশাইতে পারেন।

গরুর পায়ের বার আরও দুই একটি পরীক্ষিত মহোষধ করিতেছি।

( ১ )

জাঙ্গাল—	১ ছটাক,
গন্ধ বিরজা—	১ ছটাক,
নারিকেল তৈল—	৩ ছটাক,
মোম—	৩ ছটাক,

উত্তমরূপে গলাইয়া লইলেই মলম প্রস্তুত হইল।

( ২ )

কপূর	এক ছটাক,
তারপিন তৈল—	এক কাঁচা
মসিনার তৈল—	এক পোয়া

উত্তমরূপে মিশাইয়া লইবেন।

( ৩ )

তুতে—	এক ছটাক,
পাণ্ডুর চূর্ণ—	১০০
তামাক পাতা	১০০

তামাক পাতা জলে বাউয়া, তাহার সহিত তুতে ও চূর্ণ মিশাইয়া কিঞ্চিৎ সরিষার তৈল দিয়া একটু তরল করিয়া লইবেন।

( বহুধা )

## আমিষ ও নিরামিষ ভোজনে শাস্ত্রীয় যুক্তি।

আমিষ ভোজনের বিপক্ষে।  
১। মৎস্তাংস্ত কামতো জন্মে। সোপ-  
বাসং জাহং বসেং, অজ্ঞানতত্ত্বম্।  
( প্রারম্ভিত্ত বিবেক )।

ইচ্ছা করিয়া মৎস্ত আহার করিলে তিন  
দিবস এবং অনিচ্ছা করিলে তদধিক উপ-  
বাস করিতে হয়।

২। মৎস্তাংস্তঃ সর্বমাংসাদন্তম্মাংস্তান্  
বিবর্জয়েৎ। ( মানব ১ম অধ্যায় )।

মৎস্ত সকল প্রাণীরই মাংস আহার করিয়া  
থাকে, সুতরাং মৎস্ত ভক্ষণ করিলে সকল  
প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করা হয়; এই কারণ  
বশতঃ মৎস্ত ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

৩। মৎস্ত মাংসরতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি  
শকরঃ। ( কাশ্যপ )।

মহাদেব মৎস্য মাংসাহারী ব্যক্তিগণের  
মিকট হইতে দূরে থাকেন।

আমিষ ভোজনের পক্ষে।

১। বিদগ্ধ পশ্চিমে ভাগে মৎস্তভুক-  
পতিতানরঃ। ( পুরাণ )।

বিক্রপকর্তের পশ্চিম প্রদেশে মৎস্ত আহার  
করিলে পতিত হইবে; আমরা বিক্রপকর্তের  
পূর্বে বাস করি, সুতরাং মৎস্ত আহারে আমা-  
দের কোন পাতক নাই।

২। সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রোতপ্রাঙ্গে তু  
ষোড়শম্। পকানেনৈব কর্তব্যং সামিষেণ  
বিজ্ঞাতিতিঃ।

( প্রাক্ততত্ত্ব কামধেহু বচনং )

সপিণ্ডীকরণ প্রাঙ্গে পকানের সহিত আমিষ  
দেয়।

আমিষ রক্তশাকক যো ভুক্তো চ রবে-  
দ্বিনে। সপ্ত জন্ম ভবেৎ কুষ্ঠী দরিদ্রশ্চপি-  
ষারতে। ( ত্বিষ্য পুরাণ )। রবিবারে

আমিষ ও রক্তশাক ভক্ষণ করিলে সপ্ত জন্ম  
কুষ্ঠ রোগ জন্মে ও দরিদ্র হয়।

মাংসামিষ মাংসক মসুরঃ নিষপত্রকম্।  
ভক্ষয়েদ্যো রবেকীরে সপ্তজন্মাপ্তপুত্রকঃ।  
( তিথ্যাদি তত্ত্ব )।

মাংসকলাই, আমিষ, মাংস মসুর ও নিষ-  
পত্র রবিবারে ভক্ষণ করিলে সাত জন্ম অপ-  
ত্রক হয়।

চতালো বারতে রাজন্ কার্তিকে মাংসভক্ষণাং।  
( নারদীয় পুরাণ )।

কার্তিক মাসে মাংস ভোজন করিলে  
চতাল হয়।

মাষ বৈশাখয়োঃ বিঘ্য ব্রহ্মচর্য্যং বিধানাং  
মৎস্ত ভক্ষণং নিতরাং নিষিদ্ধম্।

বৈশাখ ও মাঘমাসে হবিষ্যার আহার ও  
ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়, একারণ মৎস্তাহার  
নিষিদ্ধ।

আমিষঃ কলহং হিংসাঃ বর্ষবৃদ্ধৌ বিবর্জয়েৎ।  
ভুক্তো নিরামিষঃ যত পণ্ডিতঃ পরজন্মনি ॥  
( তিথ্যাদিতত্ত্ব )।

আমিষ কলহ ও হিংসা জন্মতিথিতে তাগ  
করিতে হয়; নিরামিষ ভোজনে পরজন্মে  
পণ্ডিত হয়।

অনিবেদ্যং নভোক্রম্যং মৎস্তং মাংসক যতবেৎ।  
অন্নংবিষ্ঠা পয়োমত্রং বহ্নিকোরনিবেদিতম্ ॥

( আহিকতত্ত্ব )।

কিন্তু এখন আমরা কাবতীর শাস্ত্রবিরুদ্ধ  
কার্য্য করিয়া চিত্রগুপ্তের দপ্তর বন্ধ করিয়া  
ছুলিতেছি। পার্থক্য একটু চিন্তা করিবে।

দশ বৎসরের কাজের লোকের গ্রাহক  
সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বিজ্ঞাপন দিলে স্বকল  
হইবে। পরীক্ষা করিতে পারেন।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## মুক্তিযোগ সংগ্রহ।

—:—

ঐগবিধ্যাত পণ্ডিত শ্রীমতী জম্মর চন্দ্র  
বিভাগাগর কর্তৃক আবিষ্কৃত বহু পরীক্ষিত  
প্রসিদ্ধ মূল রোগের মহৌষধ।

১। শুঠ চূর্ণ ৫ পাউ তোলা।

২। বিটলবণ ২০ তোলা।

৩। সোরাগার ঠে ১০ সত্তর তোলা।

৪। উৎকৃষ্ট শোধিত মূলতানি হিং—১০

আনা।

প্রথমতঃ হিং গাওয়া ঘূতে ভাজিয়া লই-  
বেন। তৎপরে উক্ত হিং ১০ দশ আনা  
ওজনের লইয়া সজিনা মূলের রসে মাড়িবেন,  
এবং পরে ক্রমশঃ সোরাগার ঠে, তৎপরে  
শুঠ চূর্ণ এবং পরিশেষে বিটলবণ মিশাইয়া  
উত্তমরূপে মর্দনানন্তর ৫৫টা বটিকা প্রস্তুত  
করিবেন। অর্থাৎ সমস্ত ঔষধের মোট ওজন  
২১০ নর তোলা হয় আনা; এই ২১০ তে  
মোট ৫৫টা বটিকা প্রস্তুত হইবে।

সেবন বিধি :—প্রত্যহ প্রাতে ১  
বটা গরমজলসহ সেব্য। ২৭ দিবস সেবন  
করিতে হইবে।

পথ্যাপথ্য :—পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন,  
সুতপক্কবজ্রন, বন্ধা দুগ্ধ ও টাটকা ক্ষুদ্র  
সংস্কার বোল।

অপথ্য :—শাক, অন্ন দধি, অধিক  
মিষ্টদ্রব্য, তৈলপক্ক ব্যঞ্জনাদি, কাঁচা ঘৃত লাইল  
সরদা, পিষ্টক, ভাজা দ্রব্য, মাদক দ্রব্য এবং  
নূতন তণ্ডুলের অন্ন।

বর্গীয় বিভাগাগর মহাশয় এই ঔষধ দ্বারা  
অসংখ্য শূলরোগী আরোগ্য করিয়াছেন এবং  
আমরাও বিভিন্ন রোগীকে শূলরোগ হইতে  
মুক্ত করিয়াছি।

শূল নূতন ( Acute ) হউক, অথবা

ছাত্রদের দ্বারিক মর্দন মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পুরাতন (Chronic) হউক না কেন, নিশ্চয়ই  
ইহা সেবনে আরোগ্য হইবে।

বিশেষ কথা—সজিনা মূলের ছালের  
রসের অভাবে কখনই জলে ঔষধ মাড়িবেন  
না। জলদ্বারা মর্দন সম্পূর্ণ নিবেদ। স্বাঃ সঃ

শ্রীগীতী চন্দ্র সেন কবিরঞ্জন  
রাজবৈজ্ঞ, লক্ষ্যো।

## মহিম বাবুর মুষ্টিযোগ।

মালিখারের ঔষধ।

নালি এবং নালিখারের ঔষধ উপরে  
মালিশ করিতে হইবে।

ঘৃত— ১৫ তোলা।  
আফিং ৫০ বার আনা।  
আপাংগাছের পাতা ১০ টা।  
লোধ ২১ তোলা।

প্রথমে ঘৃত কড়াইয়ে চড়াইয়া তাহাতে  
আফিং টুকরা টুকরা করিয়া দিতে হইবে,  
পরে ফেনা মরিগেই তাহাতে আপাং  
পাতা দিতে হইবে, যেন কড়া না হয় অথচ  
পাতা ভাজা হইয়া যায়। তৎপরে লোধ চূর্ণ  
দিতে হইবে এবং নাড়িতে হইবে। (পাতা  
আধভাজা হইলে, লোধ দিবে) এবং ফেনা  
মরিলে নামাইতে হইবে যেন কড়া না হয়।  
পরে ঠাণ্ডা হটলে ছাকিয়া লইবে। এবং  
ছাকা দ্রব্য গুলি বেশ করিয়া ঘূতে নিঃশেষ  
করিয়া বাটিতে হইবে এবং ইহার সহিত  
মবাই খরের (লালসং) দিয়া পুনরায়  
বাটিতে হইবে, খয়েরের পরিমাণ বড়টুকু দিয়া  
অন্ন জলসহ বাটিতে বটা হয় বা জড়াইয়া না  
যায়, এমন পরিমাণে খরের দিতে হইবে।

পুষ্করীকৃত ঘৃত নালির উপরে মালিস  
করিতে হইবে এবং ঐ বড়ীয়া, কিংবা জাঁতির

উপর অন্ন জল দিয়া বসিয়া নেহুড়ার  
মাথিয়া নালির মধ্যে দিতে হইবে। ইহাতে  
নাগী ভাল হয়।

## স্মার দোরাব টাটার বক্তৃতা।

—:—

বোকাই সহরে শিল্পসমিতির সভাপতি  
সার দোরাব টাটা এ দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা-  
বিষয়ে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া  
এ দেশে সংবাদপত্রে নানা মত প্রচারিত  
হইতেছে। সার দোরাব বিখ্যাত দানবার  
টাটার পুত্র; টাটা লোহ-কারখানার তত্ত্বা-  
বধারক। সার দোরাবের কথার প্রভাৱ  
শিল্পপ্রতিষ্ঠাভিত্তিকতার পরিচয় আছে। তিনি  
বলিয়াছেন, এ দেশ হইতে বাহারা বিদেশে  
শিল্প শিক্ষা করিতে যায়, তাহারা যেন কিরিয়া  
সর্বনিম্ন কাজ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে  
উপরে উঠেন। এ উপদেশ সকলেরই স্বরণ  
রাখা উচিত। কারণ কারখানার সর্বনিম্ন  
কার্য হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বোচ্চ কাজে  
উঠিলে সমস্ত কারবারটা নখদর্পণে দেখা  
যায়—কোথায় কোন্ সামান্য কারণে কার-  
বারটির অনিষ্ট হয়, তাহা অনায়াসে  
বুঝিতে পারা যায়। আমাদের দেশে নানা  
স্থানে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হওয়াতেই বহু  
ব্যবসার সর্বনাশ হইয়াছে—বিশ্ব বিভাগের  
উপাধিধারী উকীল বা পিতার সঞ্চিত  
অর্থের হুহুভোগী লোককে কারবারের ম্যানে-  
জার বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করিয়া  
অনভিজ্ঞতার কারবারের সর্বনাশ করা  
হইয়াছে,—এমন দৃষ্টান্ত অনেক দিতে পারি।  
তাহার পর সার দোরাব বলিয়াছেন, আমাদের  
অবস্থার সহিত আপানের অবস্থার বড় সাদৃশ্য,  
সুযোগের অবস্থার তত্ত সাদৃশ্য নাই।  
একথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। তিনি

জাপানের আশির্ষে আমাদের দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপদেশ দিরাছেন কিন্তু তিনি সত্যমালী উৎসাহ করিবার কথা বলিয়াও সরকারী কার্যের দিকে বড় কোন দমন নাই। ওই তাহার বক্তৃতা লইয়া অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান আন্দোলনের মৌল উঠিয়াছে। কিন্তু সরকারী সাহায্য যে অনাবৃত্তক, এমন কথা সার মোরাব কোথাও বলেন নাই—বলিতে পারেন না। কারণ, লোহাকারখানা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে স্বদেশে বিদেশে—বিলাতে, মার্কিনে, বুদ্ধ পিতার অভিজ্ঞতার কথা ত তাহার অজ্ঞাত নাই। এ দেশে যদি শিল্প-বিভাগার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সেও ত সরকারের সাহায্য ব্যতীত হইবে না। সুতরাং অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান উন্নয়নের কারণ নাই। বিশেষ যে অবাধ বাণিজ্যনীতি আজও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কুস্তকর্ণদিগের কথায় সমর্থিত হয়, জাশ্মাণ-যুদ্ধে খাস বিলাতে তাহার মূলোচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে।

## HISTORY OF PAPER-MANUFACTURING.

### কাগজের ইতিহাস।

কাগজ মোড়াই করিবার জন্ত, লিখিবার জন্ত, মুদ্রাক্ষরের জন্ত এবং অন্যান্য অনেক উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাগজ প্রথমে মিশর, চীন, এবং জাপানে প্রস্তুত হয়। মিশরের কাগজ একপ্রকার বাস হইতে প্রস্তুত হইত, এই বাস দশকিট পথীত উচ্চ হয় এবং জলাভূমিতে ভাল জন্মে। এই সকল বাসের উপরাংশ পরিত্যাগ করিয়া তাটাকুলি লম্বালাঘি ভাবে কাটরা এই সকল কণ্ডিত বাস হস্তের-দ্বারা বুমা হইত এবং পরে জীল জরীর জলে ডিজাইয়া তৎপরে চাপদিয়া জল বাহির করিয়া এবং শুকাইয়া পরিশেষে

মসৃণ করা হইত। আর দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের সমস্ত কাগজ মিশর হইতে আমদানী হইত। চীনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তুলা এবং অন্যান্য শাক-সবজী হইতে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী খ্রীষ্টের পূর্ব-বিত্তীয় শতাব্দীতে চীনে প্রচলিত হয়। প্রকাশ যে, ইউরোপে কাগজ প্রস্তুত প্রকরণ প্রথমে আরবগণ কর্তৃক প্রচলিত হয় এবং একাদশ শতাব্দীতে স্পেন দেশে প্রথম তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। পরে কাগজ প্রস্তুতকরণ প্রণালী আফ্রিকা, ফ্রান্স এবং ইটালিতে প্রচলিত হয়। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাগজ হস্ত দ্বারা প্রস্তুত হইত, এবং ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ড হইতে প্রচুর পরিমাণে কাগজ আমদানী হইত। টিভিনেজে (হার্টস) জন টেট পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাগজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাহারই কারখানা বোধ ইংলণ্ডের প্রথম কাগজের কুঠি। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের কাগজ প্রস্তুত প্রণালী আরম্ভ হয়। এই সময় পর্যন্ত কাগজ কেবল তুলা ও ছিন্ন কাপড় হইতে প্রস্তুত হইত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কাগজ প্রস্তুতকারকেরা শাকসবজী হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার উপাদান সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পরে দেখা গেল যে, বাস, খড়, কাঠের চূর্ণ কাগজের প্রধান উপাদান হইতে পারে। এখন কাগজ কাটিত এত বেশী হইয়াছে যে, চারিশত প্রকারের বাস ও কাঠ কাগজ প্রস্তুতকরণে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। ছেঁড়া কাগড় ভাল ভাল কাগজ প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর আফ্রিকায় এবং স্পেন দেশের দক্ষিণ পূর্বে এক প্রকার বাস প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, ইহাতে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল বাস না কাটিয়া উপভূইয়া তোলা হয় এবং কেবল স্পেনদেশ দেশ হইতে ছুইলক টনেরও বেশী প্রতি বৎসর ইংলণ্ডে

মজানি হয় এবং সরকারে ও হুইডেন হইতে প্রতিবৎসর তিনকোড়ী কুড়ি লক্ষ টাকার কাঠের-শুকা ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

কাঠকে ছোট ছোট বনকেন্দ্রাকারে প্রথমে কাটা হয় এবং এই সকল ছোট ছোট বনকেন্দ্রগুলি পেশবয়স্কের সাহায্যে পেষিত করিয়া চূর্ণ করা হয়। পরে সোডা কিংবা সলফিউরিক এসিডে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। এরূপ করিলে কঠিন অংশ সমূহ সরল হইয়া সমস্ত চূর্ণাকারে পরিণত হয়। ত্রাতিন কার্ড-বোর্ডের আকারে বিটে'নে প্রেরিত হইয়া কাগজের কারখানায় যায়। ছেঁড়া নেকড়া-গুলি প্রথমে বাছিয়া লওয়া হয়। পরে ইহা-দিগকে পরিষ্কার করিয়া বস্ত্রের সাহায্যে ধুও ধুও করিয়া কাটিয়া লওয়া হয়। তৎপরে সিদ্ধ করা হয় এবং চূর্ণাকারে পরিণত হইবার পূর্বে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার করিয়া একটা জল-লাবের রাখা হয়। এরূপ একটা বরলারে তিনটন বাস ধরিতে পারে, তৎপরে বাষ্প ও কঠিক সোডা সলিউশন কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া প্রয়োগ করা হইয়া থাকে এবং এইরূপে বাস চূর্ণাকারে পরিণত হয়। পরে এই জলমিশ্রিত চূর্ণ বর্গকেন্দ্রাকারে কোন আধারে ঢালা হয়। এই আধারের তলদেশে তাড়ের জাল থাকে। এই জালের ভিতর দিয়া জল গড়াইয়া বাহির হইয়া যায় এবং কঠিন চূর্ণ অংশ জলের উপর রহিয়া যায়। পরে চাপদিয়া অবশিষ্ট জল বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং তৎপরে মসৃণ করিয়া মাথাহুসারে দাগ দেওয়া হয়। পরে শুকাইলে কাগজ কাটা হইয়া থাকে। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে ফ্রান্সে কাগজ কলে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। জলমিশ্রিত চূর্ণ বর্গকোষে রাখা হয় এবং জল বাড়িয়া গেলে কাগজের তা পেশব বস্ত্রের মধ্যদিয়া চাকিত হয় এবং উক্ত বস্তাকার বস্ত্রের সাহায্যে আকৃতি বিশিষ্ট করা হয়। ঢালাই লোহের পেশববস্ত্রের

পুরাতন "কাগজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ত /০ আমা ভাকমাগুল পাঠান।

সামান্যে কখন হইলে কলের অভ্যন্তর কলিক  
কামিন্যাদি কলিক হর। এইরূপে কলিক  
কলে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

## কৌদ্ মৎস্যের কি কি গুণ ?

—....—

হেতুতে কুপজ মৎস্যঃ শিশিরে সারসাহিত্যঃ।  
করতে কু নাদেয়া গ্রীষ্মে চৌদ সন্তুতবাঃ।  
কুপজ আতা বর্ষায় তদাগ্রা নদীতবাঃ।  
নৈরঃ রাঃ শরদি প্রেতা বিশেষায় বুদাভতঃ।  
(তাব প্রকাশঃ)।

হেতুতে কুপজ মৎস্যঃ শিশিরে সারসাহিত্যঃ।  
করতে কু নাদেয়া গ্রীষ্মে চৌদ সন্তুতবাঃ।  
কুপজ আতা বর্ষায় তদাগ্রা নদীতবাঃ।  
নৈরঃ রাঃ শরদি প্রেতা বিশেষায় বুদাভতঃ।  
(তাব প্রকাশঃ)।

সরোবর জাত মৎস্য—মধুর, মিষ্ট, বায়ু-  
নাশক ও বলসকারক।

নদী মৎস্যের গুণ—মধুর, পুষ্টিকর, প্রেতা  
লকারক ও বুদ্ধিরেচক।

নির্মলজাত মৎস্য—তুক্র, বল এবং চক্ষু-  
দীপ্তি বৃদ্ধিকর।

তুক্রজাত মৎস্য—শীতল গুরু, তুক্র, বল  
ও বুদ্ধি বৃদ্ধিকর।

কুপজাত মৎস্য—তুক্র, প্রেতা ও বলবৃদ্ধ  
বৃদ্ধিকর।

লবণাক্ত এবং অন্নজলের মৎস্য নিস্তেজ।

বৃহৎ মৎস্য—গুরুবৃদ্ধিকর, বলবৃদ্ধকারী ও  
গুরুপাক।

কুত্র মৎস্য—বলকর, লঘু ও ধারক।

তুক্র মৎস্য—কক নাশক, বিরেচক, অত্যন্ত  
গুরুপাক।

পচা মাছ—বায়ু, গিত, কক বৃদ্ধিকর।

গোড়া মাছ—মাংস, তুক্র ও বল বৃদ্ধিকর,  
কিছু গুরুপাক।

তামা মাছ—তুক্র ও বল বৃদ্ধিকর, মধুর,  
বাত ও কক নাশক।

মৎস্ত বট—অত্যন্ত সুখরোচক, বলকর  
ও বায়ুনাশক।

শাক মাছ—অত্যন্ত পুষ্টিকর ও তুক্র-  
বৃদ্ধিকর।

লোণা মাছ—সারক, রোচক, কক গিত-  
কর ও গুরুপাক।

আইসবুজ মৎস্য—বল, বীজ ও পুষ্টি  
বৃদ্ধিকারী।

মৎস্য ডিম—বেহ নাশক ও অতিশয়  
তুক্র বৃদ্ধিকর, পুষ্টিকর, বলকর, কক ও বেল  
বৃদ্ধিকর, কিছু অস্বাদ্যকর ও গুরুপাক।

## রন্ধন প্রণালী শিক্ষা।

### মৎস্যের দম।

খোঁত করা পাকা মৎস্যের খণ্ড এক সের,  
স্বত আধ সের, দধি আধ সের, পাকা তেঁতুল  
হুই তোলা, বাগান পাঁচ তোলা, খনে বাটা  
হুই তোলা, আদার রস এক তোলা লবণ  
তিন তোলা, সরিচ পাঁচ আনা, ছোট এলাচ  
তিন আনা, তেজপত্র ছয় খানা, লবঙ্গ চারি  
আনা।

প্রথমে হুই ছটাক জলে তেঁতুল গুলিয়া  
মৎস্তখণ্ডগুলিকে মাখাইয়া আধ ঘণ্টা রাখ।  
অনন্তর একটি পাকপাত্রে উপরিলিখিত দ্রব্য-  
গুলি একসঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে মাছ ঢালিয়া  
দিয়া ঢাকনি দিয়া রাখ। ময়দার আঠার  
দ্বারা পাকপাত্রে মধু উত্তমরূপে আঁটিয়া  
দাও। এইরূপে পাকপাত্রে ঢাকিয়া দিয়া  
জালে চড়াও এবং কাঠের মুদ্র জাল দিতে  
থাক। পরে কুটিরার বড় বড় শব্দ হইলে  
বেশ ত্বরিতর গন্ধ পাওয়া বাইবে, তৎপরে  
উদান হইতে নামাইলেই মৎস্যের রস প্রস্তুত  
হইবে।

### মৎস্যের গোলাও।

কক রেহিত, কুপজ, কাঁচলা, বা তেঁটুকী  
মাছের টুকরা দেড় সের, চাউল এক সের,  
চাউল এক সের, স্বত এক পোয়া, আদা ছেঁচা  
আধপোয়া, খনে ছেঁচা হুই তোলা, তেজ-  
পাতা হুইতোলা, লবণ চারিতোলা, গোলাঘরিচ  
ছেঁচা এক তোলা, লবঙ্গ হুই আনা, ছোট  
এলাচ হুই আনা, দারুচিনি হুই আনা, জল  
হুইসের।

একটি হাড়িতে আনা, খনে সরিচ এবং  
মাছগুলি মাখিয়া তাহাতে জল ঢালিয়া মুখ  
ঢাকিয়া রাখ। উদানে পাকপাত্রে চড়াইয়া  
দিয়া জাল দিতে আরম্ভ কর। যখন দেখিবে  
জল আধের আধে এবং উহা লালচে রং  
হইয়াছে, তখন জাল চইতে নামাইয়া রাখ।  
পরে একরানি পরিষ্কৃত কাপড় দিয়া ঐ  
আঁখিনিরূপে ছাঁকিয়া মৎস্য ও জল পৃথক  
পাত্রে রাখ। আর একটি পাকপাত্রে স্বত  
চড়াইয়া তাহাতে লবঙ্গ কোড়ন দিয়া আঁখিনির  
জল সম্বরানিও এবং উহা একবার কুটির  
উঠিলে নামাইয়া পাকপাত্রে কিছুক্ষণ ঢাকা  
দিয়া রাখ। যে পাত্রে আঁখিনির জল সম্বর  
দেওয়া হইয়াছে, সেই পাত্রে পরিষ্কার করিয়া  
তাহাতে আবার স্বত চড়াও এবং উহাতে  
লবঙ্গ কোড়ন দিয়া মৎস্যগুলি সাতলাইয়া  
নামাইয়া রাখ। অনন্তর পরিষ্কৃত খোঁত  
চাউলগুলি তাতে মাখিবার নিয়মামুত্রে  
হাড়িতে দাও এবং যখন দেখিবে উহা আধ  
সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার জল ছাঁকিয়া লও  
তৎপরে আবার একটি হাড়ির তলার প্রথমে  
অন্ন স্বত ঢালিয়া তাহার উপর তেজপত্রগুলি  
সাজাইতে হইবে ও গন্ধ রসগুগুলি অন্ন  
ছেঁচির অর্ধেক মাছের সহিত ও অর্ধেক সিদ্ধ  
চাউলের সহিত মিশাও। এখন ঐ সমস্ত  
তেজপত্রের উপর এক খাক মাছ সাজাও  
তাহার উপর অর্ধলিচ তুক্র, লোণা ও এইরূপে

ছাত্রদের দৈনিক অর্ধ মূল্য আর লাইব্রারী, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



নিয়মে কলিকাতার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি সার্জনরা, যখন সমস্ত শেখ হইবে, তখন তাহার উপর আধিনির জল, লবণ ও সস্তুর দ্বিত চালিয়া দাঁড়ির কুঁড় একখানি পরিষ্কৃত মেকড়া দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর সমাচাপা দিয়া অর্ধঘণ্টা ঘরের আলো রাখিলেই বাহের পোলাও প্রস্তুত হইবে।

### মৎস্যের সহিত ফুলকপি রাখিবার নিয়ম।

ফুলকপি একসের, আলু আধসের, মৎস্য এক সের, কড়াইতটির দানা আধ পোরা, গরিবার তৈল দেড় পোরা, সুত আধ ছটাক, জল আধ সের, বেসন দুই তোলা, হরিদ্রা বাটা দুই তোলা, ধনে বাটা আড়াই তোলা, জীরা-মরিচ বাটা দুই তোলা, পাচকোড়ন দুই আনা, লকাবাটা দেড় তোলা, লবন তিন তোলা, ভেজপত্র দশখানি।

প্রথমতঃ মাছগুলি বেশ করিয়া কুটিয়া জলে খোঁচ করতঃ উহাতে বেসন মাখাইয়া কিছুকণ রাখ। অনন্তর পরম জলে ধুইয়া একটা চুবড়ীতে রাখ, যখন দেখিবে, উহাতে জল নাই, তখন তাহাতে আধ তোলা হরিদ্রা বাটা ও আধ তোলা লবণ উত্তমরূপে মাখাইয়া ১০১২ মিনিট ঢাকিয়া রাখ; তৎপরে একখানি কড়াতে এক পোরা তৈল জ্বালে চড়াও এবং উহার গাঁজা মরিয়া আসিলে আত্তে আত্তে মাছগুলি ভাজিতে থাক, যখন দেখিবে, উহার বাঙ্গানী রং হইয়াছে, তখন তৈল হইতে তুলিয়া রাখ। পরে আলুগুলির খোসা ছাড়াইয়া কুটিয়া সেই তৈলে ভাজিয়া লও, তৎপরে কড়াইতটিগুলি ভাজিয়া আর এক ছটাক তৈল দিয়া কপিগুলিও ভাজিয়া লও। কপিগুলি ভাজা হইলে অবশিষ্ট তৈল চালিয়া এই কড়াতে ভেজপাতা কেলিয়া নাড়িতে থাক ও পাচকোড়ন দিয়া বেশ

করিয়া মাড়িয়া লইয়া যখন দেখিবে, মাখ ভাজা হইয়াছে, তখন হরিদ্রা, জীরা-মরিচ, ধনে এবং লকাবাটা দিয়া উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। যখন দেখিবে, বাটা মসলাগুলি অর্ধেক আশ্বাস ভাজা হইয়াছে, সেই সময় তাহাতে জল ঢালিয়া দিবে, যখন উহা কুটিবে, তখন তাহাতে মৎস্ত, আলু, কড়াইতটি দিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া চাড়িয়া ঢাকা দিয়া রাখ। যখন দেখিবে, আলুগুলি বেশ সিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহাতে ভাজা কপি ও লবণ দিয়া নাড়িতে হইবে এবং ব্যঞ্জনে অর্ধ পোরা আশ্বাস জল থাকিতে থাকিতে উহাতে সুত দিয়া আত্তে আত্তে নাড়িতে নাড়িতে মৃত্তাণ বাহির হইলেই উনান হইতে নামাইয়া রাখিবে।

—:—

### নানা কথা

বেঙ্গল ভাণ্ডার কণ্ডের কথা।

জনসাধারণের প্রেরিত উত্তরে ভাণ্ডার কণ্ডের সেক্রেটারী বলিয়াছেন, এই কণ্ড ১৬ই অক্টোবর ১৯০০ অব্দে স্থাপিত হয়। প্রাণ এবং শিল্প বিভাগ উৎসাহ দান ইহার উদ্দেশ্য। ৩১শে ডিসেম্বর ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের হতে কিকিঞ্চিক ৬০ হাজার টাকা ছিল এবং ইহার প্রায় সমস্তার পোর্ট ট্রে ডিবেন্চার খরিদ করা হয়। সম্প্রতি এই কণ্ড সমিতির পুনর্নির্মাণ হইয়াছে। কণ্ডী 'ভাণ্ডার কণ্ড সমিতি' নামে রেজিস্ট্রী করা হইয়াছে এবং ইহার নিয়মাদি পুনর্নির্ধারণ করা হইয়াছে। ডাঃ প্রোগ্রক আচার্য প্রমুখ জে, চৌধুরী ও অপর দুইজন ইহার সেক্রেটারী এবং জুয়ার মন্থনাধ বিজই ইহার খনাধ্যক্ষ হইলেন। ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ব্যবস্থা শেষ হইয়া ইংরাজী নববর্ষে ইহার কাজ আরম্ভ হইবে।" তবু ভাল।

### গোচারণ ভূমি।

লোক লোডের কল গোচারণের মাঠগুলি চাষের কার্যে ব্যবহার করিতেছে। অধিদায়গণ কিকিঞ্চ, অর্ধ লাডের লালসার অন্নানবদনে গোচারণের স্থান প্রজাবিলি করিয়া ধোঁকাতির সর্বনাশ করিতেছেন। এক সময়ে জলাশয় প্রতিষ্ঠা, সেবতাশ্রিষ্ঠা এবং বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠার ভার গোচারণ ভূমি প্রতিষ্ঠার বিধি এখানে প্রচলিত ছিল। এখন কেবল যে তাহা উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন নহে, অনেক স্থলে গোচারণ ভূমি নষ্ট করা হইতেছে। শাস্ত্রে আছে,—  
“ব্যাধিগ্রস্তো অরায়ুক্তো মহাব্যাদিনির্দীকৃতঃ।  
নরকে নীরতে পাপো গব্যাং প্রাসাপহারকঃ।”  
কিন্তু, শাস্ত্রের আদেশ মানে কে? পাপের প্রত্যেক কল পাইয়াও লোক গোদেবতার পূজা করিতে চায় না। গোচারণের স্থান নষ্ট করিয়া তাহাতে কৃষি করিলে কি হর দেখুন,—  
“গো ভূমিং বভূমিং কৃষ্য নরো ভাগ্যবিপর্যায়ঃ  
ঐহীনো বংশধীনশ্চ ভারতে কৃষি ভারতঃ।”  
তথাপি আমাদের চৈতন্য নাই।

—:—

### প্রাণ্ডজব্যাদি সম্বন্ধে মন্তব্য।

কলিকাতার এসিক রাজবৈদ্য শ্রীরাধান দাস জী মহাশয় ১০১১ দরেহাটা স্ট্রীট হইতে একখানি সুন্দর চিত্র পত্রিকা এবং তাহার দের ঔষধবণীর একখানি বৃহৎ মূল্য তালিকা পাঠাইয়াছেন। উক্ত পত্রিকা প্রকাশন করিতেছি। চিত্র পত্রিকা ধানিতে ভগীরথ পঞ্চধনী করিয়া পণ্ডিত পাবনী হরধনীকে নষ্টে আনয়ন করিতেছেন। পত্রিকার অক্ষরগুলি কালজন্মীয় উপর বেশ মনন এবং চিত্রাকর্ষক হইয়া আকর্ষকীয় হইয়াছে।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

উৎসব ভাঙ্গিকা এবং তাহাতে বড় বড়  
 হস্তাক্ষর লিখিয়া যেখান শব্দই প্রাতিষ্ঠান হয়,  
 সেই শব্দকেই অগতে কবিকাজ মহাশয়ের  
 কবিতা দোহ নবাবে প্রতিলিপি পাত করি-  
 য়াছে।

৭। বিত্তোয়া একটা কক্ষপটেল, যেদান  
আন্তঃবিশ্বনাগি এতকোৱা ১১নং দক্ষিণ বর্ত্তানের  
নৈঋত বহু বাতীর হইতে প্রেরণ করিয়াছেন।  
বর্ত্তাবাদ। ভেলন আমারা বাতীর করিয়া  
পরিভূতি লাভ করিতে পারিয়াছি। লক্ষ  
অতি নিম্নকর, মনোরম, আন্তঃ বিশেষক, বহু  
বানে বিত্তোয়া দিবা মাজি আলি ইহঁদা নীতল  
ইহঁদা বীর, এই ভূমের জন্ত ইহঁদা প্রীত্যকে  
বুৎকর, অপরিহায্য সামগ্রী, বহু সংসারে  
আন্তঃ অন্নবিত্তের সকলোই বিপদ ইহঁদা বাক  
বিত্তোয়া একতই দক্ষ বর্ত্তনা নিবারণ করিতে  
সক্ষম। আমারাও সন্ধ্যা করিয়া বুৎ ইহঁদাছি  
ইহঁদা দানি চরিত্রের প্রাণবিত্ত হয়। বুৎ  
সুখিত দা আমা মাজি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ।

কিন্তু সারী সংখ্যা সহিতই সন্তুষ্ট হইলে  
সহ "বাজেজ লোকের" বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া  
সমাধিসংকেতি পি করায় কঠোর পরিশ্রমের  
ফল, হইতে প্রত্যেক গ্রাহক-সিদ্ধতি দেন,  
ইহাই প্রার্থনীর। যদি তাহা প্রেরণ না  
করেন, তাহা হইলে আরবা কেন্দ্রকারী সংখ্যা  
ত্বিপিত্তে পাঠাইয়া দিব এবং বুঝিব যে লভাংশ  
গ্রাহক গণের, তাহাতে আপত্তা নাই।

পূর্বে আমর কামর পাঠাইয়া যখন  
 জন্মিয়া হইল, তি শি করিতাম । কিন্তু  
 কামর উক্ত বিগতি হইতে লাগিল, অনেক  
 কালেক লম্বত বর কামর লইয়া বর পুরে

অসহন বহনে Refused এর একটা ১২৯  
ওজনের চুড় লাগাইয়া আহারিককে  
আহারিক বানাইতে লাগিলেন। এই বিস্ময়  
ভজতার জন্ত মনে মনে শিকা এবং নীতি  
জ্ঞানের বহর লাগিয়া দস্তবাগ দিলেও এ কতি  
কিছু বেলাগুন হজম করা ক্রমে অসাধ্য  
হইয়া পড়িয়াছিল। সেইজন্ত কয়েক বৎসর  
কেতকারীর সংখ্যা তি নি করিয়া টাকা আদা-  
য়ের ব্যবস্থা হইয়াছে। সদাশর গ্রাহকগণ  
বৈশিষ্ট্য বিবরণ এই হইল। সদাশর গ্রেস আদ-  
শমত স্থানিয়া লিখিলাম। বর্ষশেষে এই নাকে  
কোম্পা সমস্ত কণিকের মানেকারেরই সমান।  
আদাশেরই মূল্য নহে।

একাত্তর বর্ষস্থান  
“কাজেরলোক” কার্যাব্যাহক ।

কলিকাতার বাজার দর ।

কিভাবে কটাব্য :- কলিকাতার বাজার দর  
প্রত্যাহই কম বেশী হইয়া যায়। একটা মোটা  
কুটী খারখার কর্ত্ত এই সময় খেওয়া হইয়া থাকে।  
সাহেব :-

মেডীম তৈল	১৫	ইউকৈ	১৮০
মস্লিমা	১৫	"	১৫
নারিকেল	২০	"	২০
তিল	২০	"	২৫
মালান	১৭	"	১৮
তিসি	১৫/১০	"	২/০ গ্যাল
পাটিনাই চাউল	৫৫	"	৬০
পিটি		"	৫০
জাল টেবল	৭০	"	৭৫
তাল	৫০	"	৫০
উকুই	—	"	৫৫
খুব পুরাতন বিলিডুলনী	৮০	"	৮৫
চিনি শকর হুতন	৫৫	"	৭৫

এখন হাজরত বালিহ পূর্ব মুখ দিতে রয়েছেন।

[illegible]

## Businessman

**Poor Charitable Dispensary.**

বিজ্ঞানেসম্মান দাতব্য ঔষধালয় ।

১৭নং অক্টোবর-দস্তুর লেন, বহুবাজার কলিকাতা।  
 পরহুঃ-কান্তর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-  
 প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য  
 ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মকঃ-দস্তুর  
 রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ  
 দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া বাহা সাধারণ  
 হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে  
 ব্যয় হয়—না দিলেও কোন অপত্তি নাই।

### উদ্ভাবনকার

अधीन श्रीमद्वर्मा श्रीमान् हट्टीमान्वाव

“কাঙের নৌক” সম্পাদক।

২৫২এ মেছুয়াবাজার হাট, কলিকাতা,  
মলিভ প্রেসে প্রিন্সারদাপ্রিন্সার চট্টোপাধ্যায়  
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭ নং অঙ্ক  
নম্বের ফেন হইতে প্রকাশিত

সপ্তাহিক বাৎসরিক মূল্য ২৫০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN

An ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

## কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. X.

২য় সংখ্যা।

FEBRUARY 1916.

ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬।

No. 2.

### Notes of Interests.

#### আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

—•••—

ঋণ গ্রহণ।—আগামী এপ্রিল মাসে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট আবার ঋণ গ্রহণ করিবেন। যত টাকা পান, তাহাই লইবেন, ঋণের কোন সীমা থাকিবে না।

রপ্তানির নতুন বিধি।—ভারতসচিবের অজ্ঞপতিক্রমে স্কোশিয়ান বড়লাট আদেশ করিতেছেন যে, ব্রিটিশ সস্ত্রাভা ও অপ্রিত সস্ত্রাভা ব্যতীত অন্য কোনো দেশে ভারতবর্ষ হইতে লক্ষা ও মরিচ রপ্তানি করিতে দেওয়া হইবে না।

মোটরকারের ব্যয়।—১৯১৫ সালের এপ্রিল হইতে নবেম্বর এই আটমাসে ভারত বাসীরা আমেরিকার যুক্ত রাজ্য হইতে ২৬০০ লক্ষ টাকার ১১১৭ খান, এবং গ্রেটব্রিটন হইতে ২২ লক্ষ টাকার ৫৬৫ খান মোটর ক্রয় করিয়াছেন। বর্তমান বর্ষের আট মাসে ভারতবর্ষ মোটরের জন্য প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছে। গত বৎসর ঐ সময়ে ৩২৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

দশ বৎসর পূর্বে এদেশে মোটর একরূপ ছিল না। এই অল্প কয়েক বৎসর মধ্যে এই নতুন-বিলাস দ্রব্য এই দেশের ধনীদিগের একান্ত প্রয়োজনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে এবং প্রতি বৎসরই এই দেশ হইতে প্রভূত অর্থশোষণ করিতেছে। দেশের দারিদ্র্যবুদ্ধির এই আর একটি নতুন পথ খুলিয়া গিয়াছে।

চালুগুণা-তৈল। চালুগুণা তৈল কুট-রোগের মহোষধ; কিন্তু ইহা অতীব উগ্রগন্ধ বলিয়া, রোগীরা ইহা যথাবশত প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে না;—এই কথা বলিয়া সেদিন কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির বার্ষিক সভায় লেকটেনেন্ট কর্ণেল শ্রী রাজারাম সাহেব বলিয়াছেন,—তিনি ডাক্তার রায় শ্রী-যুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুরের সাহায্যে এমন ভাবে এই তৈল প্রস্তুত করিয়াছেন,—যাহাতে রোগীর দেহে ইহার আত্যন্তিক প্রয়োগে কোনরূপ বেদনার উৎপত্তি হইবে না; কয়েক ক্ষেত্রে এই নবীন তৈল ব্যবহারে সুফলও হইয়াছে। সুফল কলিলেই ভাল।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে



পেন্সিল দুর্দ্বল্য।—মুন্ডের জন্ত অশ্রুণী  
অশ্রুণী হইতে লাল মীল লেড পেন্সিল আ-  
দানী বন্ধ হইয়া গিয়াছে; ফলে এদেশে এক্ষণে  
পেন্সিলের মূল্য সাধারণতঃ চড়িয়াছে; কপিং-  
ইক পেন্সিলের মূল্য বাড়িয়াছে চতুর্গুণ।  
জাপানীরা এক্ষণে এই সকল পেন্সিল ভার-  
তের বাজারে আমদানী করিতেছে বটে,—  
তবে এ পক্ষে এদেশবাসী ব্যবসারিগণেরও  
বিশেষ চেষ্টা আবশ্যিক। কলিকাতা এবং  
ভারতের অন্যান্য স্থানে লেড পেন্সিল তৈয়ার  
হইতেছে,—কিন্তু এ সব কারখানা খুব কালাও  
নহে। খুব কালাও করা আবশ্যিক। স্বদেশী-  
রানা কেবল কথার দেখাইলে চলিবে না,—  
কাজে দেখানো চাই। এ প্রযোগে সে উৎ-  
সাহ কোথায়?

### উদারতা ও মহত্ত্ব।

ডাক্তার শ্রীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর  
শ্রীকৃষ্ণার দ্বিতীকপীড়িত নয়নারীর দ্বঃখ  
মোচনের জন্ত “কান্তনী” নামক একখানি  
নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন,  
সেই অভিনয় ব্যাপারে মোট ৮১৭১  
টাকা উঠিয়াছিল, ব্যয় ১০৩০ টাকা।  
এই ব্যয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ,  
গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরগণ বহন  
করিয়াছেন। টিকিট বিক্রয় লব্ধ সমস্ত  
টাকাই তাঁহারা দ্বিতীক ফণ্ডে দান করিয়া  
উদারতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।  
“দাতা শতঃ জীবতু।” শ্রদ্ধা মহত্ত্ব!

### পায়ের কড়ার ঔষধ।

পায়ে যদি কড়া হয়, তবে ৭ ড্রাম রেজিন  
অরেটমেন্ট, এক ড্রাম সলিসিলিক এসিডে  
গলাইয়া রাত্রে ও প্রাতে কড়ার উপর  
লাগান। সাবধান! উহা খেন কড়ার নিকট-

বর্তী চর্মে না লাগে। যদি লাগে তবে বড়  
জালা হইবে। কড়ার আরও একটা উত্তম  
ঔষধ আছে। এসেটিক এসিড ও টিংচার  
আওডিন সমানভাগে মিশাইয়া তাহার এক  
কোটা রাত্রে ও প্রাতে কড়ার উপর লাগা-  
ইতে হইবে। কয়েক দিনেই কড়া নষ্ট  
হইবে।

সাধু মহাসভা।—হরিবারে সংপ্রতি সাধু  
মহাসভা নামে সন্ন্যাসীদের একটা সমিতি  
গঠিত হইয়াছে। অনেক ভগ্ন সাধু সাজিয়া  
লোককে প্রভাষণ করে; ফলে প্রকৃত সাধুর  
প্রতিও লোকের মনে সহসা প্রকার উদয় হয়  
না। সাধুদের মঙ্গল কামনার এবং ভগ্নদের  
হস্ত হইতে প্রকৃত সাধুদিগকে রক্ষা করিবার  
জন্ত এই সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। স্বামী  
শিবদয়াল গিরি মোহন এই সভার সম্পাদক  
এবং ডেরাডুনবাসী মহন্ত মহারাজ লছমন দাস  
সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। সম্পাদকের  
নিকটে ভারতীয় সাধুগণের নাম তালিকা  
ধাকিবে। এই সভা হইতে একখানি মাসিক  
পত্র প্রকাশিত হইবে, তাহাতে ইংরাজী ও  
হিন্দি রচনা প্রকাশিত হইবে।

জেলা বোর্ড ও জল সরবরাহ।—পত  
বৎসর বঙ্গের জেলা বোর্ড সমূহ নূতন পুষ্করিণী  
খনন, পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার ও কুপখননের  
জন্য ৫, ৯৬, ৫৮০ টাকা ব্যয় করিয়াছেন।  
ইহার পূর্বে বৎসর অপেক্ষা ২, ২৫, ৩৯২ টাকা  
বেশী খরচ করা হইয়াছে। আমরা ইহাতে  
আনন্দিত হইয়াছি। জেলা বোর্ড আদ্য  
লোকের নিকট হইতে ব্যয়ের এক তৃতীয়াংশ  
না পাইলে কোথাও পুষ্কর ইত্যাদি খনন করেন  
না, এই নিয়ম থাকাতোই নিতান্ত দরকারী  
স্থানেও পুষ্কর হইতেছে না। ধনীদের

বাগহানেও পুষ্কর কাটা সম্ভব হইয়াছে।  
গরীবেরা একবার গরু, পাবলিক রুট দেয়,  
তাহার পর পুষ্কর কাটিবার জন্য পুরনার  
অর্থ দেওয়া তাহাদের সাধ্যাতিত। এক  
তৃতীয়াংশ ব্যয় বহনের নিয়ম রহিত না করিলে  
জলশূন্য স্থানের রেশ কিছুতেই মোচন  
হইবে না। একথা আমরা বহুবার দেখাইয়া-  
ছিলাম।

### নেশার নাম মাহাত্ম্য।

ডাক্তার চুনিলাল বসু রায় বাহাদুর এক  
পুস্তিকা প্রচার করিয়া, এক মজার কথা  
প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোকেন  
জার্মানী অশ্রুণী হইতে অধিক পরিমাণে  
আমদানী হইত, এখন বন্ধ হইয়াছে। গবর্ণ-  
মেন্টও কোকেন বিক্রয়ের উপর খুব খরদুটি  
রাখিয়াছেন; বাহারা বিনা লাইসেন্সে  
কোকেন বেচিতেছে, তাহাদের কঠোর দণ্ড  
দেওয়া হইতেছে। এ দিকে কোকেন  
বিক্রেতার বড় মজা করিতেছে। তাহারা  
কোকেন বলিয়া ময়দা, চিনি, সোডা, ক্লোরিন  
প্রভৃতি বেচিতেছে। ঠিক কোকেনের মত  
আকার এবং তৎৎ স্বাদ পাইলেই কোকেনের  
নেশাখোরগণ তৃপ্ত হয়। ইহাকেই বলে নাম-  
মাহাত্ম্য, কোকেন বলিয়া বাহা খাও, তাহা-  
তেই মজা পাওয়া যায়। বাজারের কোন  
প্রসিদ্ধ অহিফেনসেবী লেখক যখন অতিমাত্রায়  
অহিফেন সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া-  
ছিলেন, তখন তাঁহাকে দারু চিনি ও ডাইয়া  
সামান্য অহিফেনের সহিত মিশাইয়া বড় গুলি  
করিয়া দেওয়া হইত। কোকেনের নেশা  
দেখিতেছি আরও মজা, কোকেন না থাকুক,  
সেই স্বাদ, সেই আকার এবং সেই নাম  
থাকিলেই তরপুর নেশা জমিয়া যায়। অব্য-  
গুণ অপেক্ষা নাম ও রূপের গুণ অধিক।  
বুঝি বা এই হেতু, কুক হইতে কুক নাম বড়।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল।

বর্তমান যুদ্ধে ব্যবসায় কিরূপ ক্ষতি হই-  
রাছে, কলিকাতা বন্দরের আরের খতিয়ানে  
ভাড়া কতকটা বুঝা যায়। গত পূর্ব বৎসর  
এই বন্দরের আর হইয়াছিল, ১ কোটি ৫১  
লক্ষ ২৮ হাজার ৪ শত ৩৫ টাকা। গড়  
করিয়া বন্দরের কর্তারা অসুস্থমান করিয়া-  
ছিলেন, পর বৎসর আর ১ কোটি ৫৮ লক্ষ  
২৮ হাজার ৭ শত ১৫ টাকা হইবে, কিন্তু  
আসলে আর হইয়াছে, ১ কোটি ৪৪ লক্ষ ৫০  
হাজার ৩ শত ৪৯ টাকা। বন্দরের বিবরণে  
বিবৃত হইয়াছে, বৎসরের প্রথম ৪ মাসের পর  
সারা বৎসরই যুদ্ধের জন্য বন্দরের আর কম  
হইয়াছে। এই ৪ মাসে আর পূর্ব বৎসরের  
৪ মাসের আর অপেক্ষা ১ লক্ষ ৮১ হাজার  
টাকা অধিক হইয়াছিল। তাহার পর হইতে  
আর কমিতে থাকে, এমন কি মাসে ২ লক্ষ  
টাকা হিসাবে আর কম হয়। এই ক্ষতি  
পূরণ করিবার জন্য বন্দরের কর্তারা বাধ্য হইয়া  
সওদাগর সভার সহিত পরামর্শ করিয়া করলা  
ও পিগলোহা ব্যতীত অন্যান্য রপ্তানী মালের  
উপর একটা নূতন অতিরিক্ত কর আদায়  
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আবার জাহা-  
জের নিকট হইতে যে খরচা আদায় করা হয়,  
তাহা দেড়া করা হইয়াছে। এই সব ব্যবস্থায়  
মাসে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা আর বাড়ি-  
য়াছে।

ডাক্তারি উপাধি। যে সকল  
চিকিৎসক সরকারী ডাক্তারি বিদ্যালয় হইতে  
উত্তীর্ণ না হইয়া উপাধির ব্যবহার করেন,  
তাঁহাদিগকে এক্রূপ উপাধি দান রদ করিবার  
উদ্দেশ্যে ডাক্তার স্ত্রার পার্টি লুকিনের চেষ্টায়  
ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার এক রাজবিধানের  
পাণ্ডুলিপি সিলেট কমিটির হস্তে প্রেরণ হই-  
য়াছে। মন্ত্রণর সুরেন্দ্র বাবু, কাশীম  
বাজারের মহারাজ, রায় সীতানাথ রায়

বাহাদুর, নশীপুরের মহারাজ, মিঃ চারিয়ার  
প্রভৃতি কতিপয় সদস্য ঐ বিধানের প্রতিবাদ  
করেন। এদেশে যে সকল বে-সরকারী  
চিকিৎসা বিদ্যালয় আছে, তৎসমূহের ক্ষতি  
হইবে, আর উহাদিগের কার্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত  
হইলে “হাতুড়ে” চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িবে,  
এই কারণ দেখাইয়া তাঁহারা ঐ প্রস্তাবিত  
বিধানের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু  
তাহাতে কোন ফল হয় নাই। বে-সরকারী  
বিদ্যালয় সমূহের পক্ষ হইতে ডাক্তার এম, এন  
ব্যানার্জিকে ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত  
সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। দুঃখের  
বিষয় এই যে, তিনি কোন কথাই বলেন নাই।  
যাহারা বাহিরের লোক, তাঁহারা প্রতিবাদ  
করিতেছেন, কিন্তু যিনি বে-সরকারী বিদ্যালয়  
সমূহের প্রতিনিধি, তিনি কোন কথাই বলেন  
নাই। প্রস্তাবিত বিধান বিধিবদ্ধ হইলে বে-  
সরকারী বিদ্যালয় সমূহের উন্নতি হইবে সার,  
লুকিস্ এই কথা বলিয়াছেন। যেরূপ লক্ষণ  
দেখা বাইতেছে, তাহাতে এই বিধান বিধিবদ্ধ  
হইবেই।

ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনফারেন্স।—গত ২৪শে ও  
২৫শে ডিসেম্বর দুইদিন ইণ্ডিয়ান ইনডাস্ট্রিয়াল  
কনফারেন্স বা ভারতীয় শিল্পসমিতির একাদশ  
বার্ষিক বৈঠক বোম্বাই সহরে বসিয়াছিল।  
এবার সভাপতি হইয়াছিলেন, স্ত্রার দোরাবজী  
টাটা। স্ত্রার দোরাবজী নিজে একজন পাকা  
ব্যবসায়ী স্ত্রতরাং তাঁহার ব্যবসায় অনেক  
জ্ঞাতব্য বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। ইকো-  
রের মহারাজ, ভারবঙ্গের মহারাজ প্রভৃতি বহু  
সম্রাট ও পদস্থ ব্যক্তি প্রোত্নরূপে সভায় কার্যে  
যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি বলিয়া-  
ছিলেন যে, এদেশে শিল্পের উন্নতিসাধন  
করিতে হইলে তিনটা জিনিষ আবশ্যক—  
প্রথমতঃ শিক্ষা, দ্বিতীয়তঃ শ্রমশীলতা ও তৃতীয়তঃ

সহযোগিতা। এই তিনের অভাবেই ভারতের  
শিল্প বাণিজ্য দিন দিন অবনত হইয়া পড়ি-  
তেছে। বক্তা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে এই-  
টুকু বুঝাইয়াছিলেন যে, ভারতীয় ধনিগণ সভ্য  
সভ্যই কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে গবর্নমেন্ট  
তাঁহাদিগকে সাহায্য না করিয়া থাকিতে  
পারিবেন না। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে,  
যুদ্ধের ফলে ভারতীয় বাণিজ্যের পতি প্রভি-  
হত হইবে সভ্য, কিন্তু বাণিজ্যবিত্তারের একটা  
সুবিধা স্বতঃই আসিয়া পড়িবে। তিনি এদে-  
শীয় যুবকবৃন্দের বিজ্ঞান শিক্ষা সম্বন্ধে কয়েকটা  
মূল্যবান উপদেশ দিয়াছিলেন।

বদেশী শিল্প। (১)—বোম্বাই হইতে প্রকা-  
শিত “ইন্সপেকশন” পত্রে জানা যায়, কখন  
প্রদেশান্তর্গত লালোয়ান নামক স্থানে শিবরাম  
দাদাবা মিশ্র নামে জনৈক স্বতন্ত্র এক বাড়ির  
কারখানা খুলিয়াছেন। শিবরাম কখনও  
সমুদ্র ধারে বান নাই বা পাশ্চাত্য শিল্প সম্বন্ধে  
শিক্ষালাভ করেন নাই। তিনি আপন  
উদ্ভাবনী শক্তি দ্বারা রূক বাড়ীর প্রাং ব্যতীত  
সকল সরঞ্জাম নিজে প্রস্তুত করিয়া ১৫১২০  
টাকা মামের কয়েকটা রূক বাড়ি বাজারে বিক্রি-  
য়ার্থ বাহির করিয়াছেন। বাড়িগুলি বিলাতী  
বাড়ির তুলনায় কোন অংশে হীন নহে। (১)  
এদিকে কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবেড়িয়ার অন্তর্গত  
কালীকচ্ছ গ্রাম নিবাসী ডাক্তার ঐযুক্ত  
মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী দেশলাই প্রস্তুতের এক কল  
নির্মাণ করিয়াছেন। সম্প্রতি বাজার  
রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বর জানারেল মিং  
মোহাম্মদ ব্রাহ্মণবেড়িয়া পরিদর্শনে গিয়া  
ডাক্তার নন্দীর বাড়ীতে তাঁহার নির্মিত  
কলটির কার্য পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ঐ  
কলের কার্যদর্শনে পরিভূট হইয়া নন্দী  
মহাশয়কে কলটি পেটেন্ট করিয়া লইতে উপ-  
দেশ দিয়াছেন। এইরূপ আরও কত শিল্প

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর হউন।

কোনো উৎসাহের অভাবে নষ্ট হইয়া বাইতরে তাহার সম্মান কে রাখে? কর্তৃপক্ষ যদি আধিকারকণের গৃহগোবকতা করেন, তাহা হইলে তাহার উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে পারেন, নচেৎ অজকাল অবল বৈদেশিক প্রতিযোগিতার বদেলী শিল্পের পক্ষে নাকাল্য লাভ সহজসাধ্য নহে।

জার্মানির কথা। জার্মানির বহির্জাগির্যের পক্ষ করিবার জন্য ইংরাজ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। বটে কিন্তু ইহা শুধু সে চতুর্দিক হইতে সাহায্য পাইতেছে; তাহা সর্বকৌশল বৈশিষ্ট্যে পারিতেছেন। হলান্ড, সুইজারল্যান্ড, ভেনেজুয়েলা প্রভৃতি রাজ্য দিয়া তাহার দেশে অবাধে যুদ্ধবস্তু প্রবেশ লাভ করিতেছে। তবে ইহাতে সমর সমর-অঙ্গণ ব্যৱসায়ীগণ বিলক্ষণ শিকাগাভ করিতেছে। সেদিন এক জার্মান বণিক কোন ডাচ বণিককে দশ হাজার বাক্স শস্য আটার প্রেরণের জন্য লিখে। বলা বাহুল্য, এই সর্বোৎকর্ষিত প্রেরণেরই আদেশ হইয়াছিল। বখারীতি টাকা প্রদানের পর মাল আনাইয়া জার্মান বণিক দেখিল যে, বাক্সই দশ হাজার বাক্স শস্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—চতুস ডাচ বণিক রবারের দামে তাহাকে শস্য পাঠাইয়াছে। চুক্তিপত্রের ইহা লিখিত ছিল। সুতরাং নালিশ চলিতে পারে না।

ইউরোপী সংবাদপত্রগুলির মতে জার্মানিতে প্রায় দ্বিতীয় উপস্থিত হইয়াছে। মাংস ভোজ্যাদি; আশু সোনার দরে বিক্ৰীতেছে। এখন সমস্তের অবস্থা যদি অবশিষ্ট হয়, তাহা হইলে সে দেশের বড় বড় পণ্ডিত্যকার-কি অথবা তাহাট আদম্ভ্য ভাবিতেছি। অল্পবয়সীরাই সে, মাংসাদি সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদিকে বধ করা হইতেছে। হতী উই প্রভৃতি অন্যান্য জন্তু ভোজ্য জীবগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে ছাড়িয়া

দেওয়া হইয়াছে—তাহারা খাওয়া আহার্য সংগ্রহ করিয়া লউক।

গত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে জার্মান যুদ্ধ-কালে ক্রাসী রাজধানী প্যারিস নগর শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলে—তখন অধিবাসী খাদ্য-ভাবে হতী, গোটক, সুতুর, বিড়াল কেন্দ্রক, মকুল এমন কি বড় ইন্দুর পর্যন্ত উপকারসাধ করিয়াছিল। সংবাদ পত্রে দেখিতেছি, জার্মানীরও প্রায় এই অবস্থা। সুতরাং আমাদের মতে, জার্মানির ন্যায় বুদ্ধিমান জাতি সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রভৃতিতে হত্যা করিয়াও হতী, উষ্ট্রা-নিকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া দুর্দশিতার পরিচয় দিতেছে না। এখন হইতেই তাহারা হতী প্রভৃতি আহার করিতে শিক্ষা করুক ও এই সকল নিরীহ জীবগুলিকে যুদ্ধক্ষেত্রে না ছাড়িয়া দিয়া সিংহ ব্যাঘ্রদের তথায় প্রেরণ করুক—সেখানে নিশ্চয়ই তাহাদের আহার্যের অভাব হইবে না। একটু নূতন কিছু হইবে না কি?

## জাপান-তত্ত্ব।

জাপানের কলকারখানার পাঁচ ভাগের চারিভাগ কার্য ত্রীলোকেই করেন।

জাপানে পারিবারিক বন্ধন এমনি সুদৃঢ় এবং সরিষা যে, ব্যক্তির কোন ধামধেমালী সেখানে গ্রাহ্য হয় না।

জাপানী পুরুষগণ রাজ-সরকারের আদেশ ব্যতীত কোনওরূপ পাশ্চাত্য অসুকারপ্রিয়তা অবলম্বন করিতে পারে না।

জাপানের বালক বালিকাদের গায়ে তাহানদের গৃহের ঠিকানা লেখা থাকে। তাহারা সাতার হারাইয়া বাইলে, কে কোন পক্ষিক তাহাকে বাড়ী পৌছিয়া দিতে পারে।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে জাপানে কেবল মাত্র একখানি সংবাদপত্র ছিল, এখন প্রায় দুই

সংবাদপত্রের কোন কোন শাসনকারী প্রদেশ সংবাদপত্র পাঠের সুখক পাড়ী থাকে।

জাপানীদিগের ভায় অল্পে লম্বাট অল্পে পরিচর্য স্বভাবপ্রিয় জাতি অল্পে খুব অল্পই হুট হয়। জাপানীরা হাসিতে হাসিতে মরিতে পারে। আদম্ভ্য, হাত এবং আশা তাহানদের আশা বুদ্ধিমত্তার চিরসিঁচর।

জাপান প্রায় দুইশত দেশালায়ের কান-খানা আছে। প্রায় বাটহাজার লোক তাহাতে জীবিকা অর্জন করে। তথায় যত দেশলাই প্রস্তুত হয়, তাহার দুই তৃতীয়াংশ বিদেশে রপ্তানী হয়। জাপানী দেশলায়ে এখন এ দেশ গুলজীর। আমেরিক দেশের দেশালায়ের কলের অধুনা গ-সে-মিরা।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জাপানগণ প্রথম রণস্থলে অবতীর্ণ হন, সেই যুদ্ধের ফলে জাপানের সমগ্র দ্বীপপুঞ্জ একটা সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া মিকাদো ইহার সম্রাট হইয়াছেন। ১৮৭৭ খৃঃ বিত্তম্বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়, উহা জাপানের গৃহযুদ্ধ বলিয়া বিদিত। ১৮৯৪ খৃঃ তৃতীয় বার যুদ্ধ হয়; ইহাই চীন জাপান সমর নামে বিখ্যাত। ১৯০১ খৃঃ চতুর্থবার প্রবল প্রতাপ রুসের মহাসমর সংঘটিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া জাপান এক্ষণে পৃথিবীর সমস্ত মহাশক্তিতে পরিগণিত।

জাপানের বিজ্ঞানায়ের শতকরা ৮১জন বালক যুবক অধ্যয়ন করে। তথায় বিদ্যালয়ের গমনের যোগ্য প্রত্যেক বর্ষ বৎসর হইতে চতুর্দশ বৎসর বয়স্ক বালক রাজবিধানে বিদ্যালয়ে গমন করিতে বাধ্য। প্রত্যেক বালককে উভয় হস্তে লিখিতে শিক্ষা করিতে হয়। জাপানের উচ্চ শ্রেণীর স্কুলে এক লক্ষ বালক বালিকা ইংরাজি শিক্ষা করিতেছে। প্রায় পাঁচ শত শিক্ষক ইংরাজি শিক্ষাদানে ব্যাপৃত আছেন। ১৯০১ খৃঃ জাপানে ত্রীলোকদিশের একটা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আশীশ পাইসা পাঠান।

## স্বর্ণময়ী কলেজ।

কাশীমবাজারের দানশীল মহারাজা শ্রীযুক্ত সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মহারাজী স্বর্ণময়ীর নামে কলিকাতা নগরীতে একটি প্রেসিডেন্সিয়াল কলেজ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। কলিকাতা নগরীতে হিন্দুস্থান সমবায় মণ্ডলীর যে অতি প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে, ঐ অট্টালিকা এই কলেজ স্থাপনার্থ গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ অট্টালিকাতে কলেজ স্থাপিত হইলে উচ্চাভিলাষ পাঠ শত চাত্র নিয়মিত ভাবে বাস করিবার এবং আরও প্রায় এক সহস্র ছাত্র অল্প স্থান হইতে আসিয়া এই কলেজ পাঠ করিতে পারিবে। যে কামটির অধীনে কলেজ স্থাপনের কার্য পরিচালিত হইবে, মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাহার প্রেসিডেন্ট হইবেন। হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, পূর্বতন জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত ব্রজেন নাথ শীল ও শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উহার সম্পাদক নিযুক্ত হইবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট সম্পূর্ণ প্রস্তাবটা প্রেরিত হইয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য ভারত গভর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ অট্টালিকা ও এই প্রস্তাবের অন্যান্য বিষয় পরীক্ষার জন্য ছয় জন পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার সত্বরেই তাহাদের রিপোর্ট পাঠাইবেন বলিয়া শুনা যায়। মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহারাজী স্বর্ণময়ীর উপযুক্ত বংশধর। দানশীলতার বাঙ্গালা দেশে সর্বাগ্রগণ্য। কাশীমবাজারের রাজবংশ দ্বারাই এরূপ কার্য সম্ভব। মহারাজ দীর্ঘজীবী হইয়া পরহিতে বৃত্তি থাকুন, পরমেশ্বরের নিকট আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।

—:—

## অন্নসংস্থান।

শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

এম, এ লিখিত।

(ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত)

( ২ )

আমাদের সমাজে এরূপ কর্মবীর এবং ব্যবসায়ের ধুবন্ধর নাট কেন? ব্যবসায় এবং শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবই উহার একমাত্র কারণ। আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহার ফলে শাশনকাষীনির্ক্সাহোপযোগী কেরানী, হাকিম ও উকিলের সৃষ্টি হইতে পারে মাত্র। শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রের ভার বহন করিবার সামর্থ্য এবং নানা উপায়ে সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধান করিবার ক্ষমতা বিকাশ করিতে হইলে আমাদের এমন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার্থীগণ প্রথমাবস্থায় সাধারণ সাহিত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা করিতে পারে; এবং ক্রমশঃ কেবলমাত্র ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ধনাগম সম্পর্কীয় বিজ্ঞান সমূহেই সমগ্র শক্তি ও সময় প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মে বৈজ্ঞানিক কলকারকারখানা, ভারতীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা এবং আমাদের সমাজের বিচিত্র অভাব পূরণ করিবার প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুবিধা সহজেই উপস্থিত না হয়; এবং বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন, বিবিধ যন্ত্র ব্যবহার, বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ ও প্রদর্শনী পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিসমূহের উৎসে, হস্ত চক্ষুরিজ্ঞান-নির পরিচালন এবং বৈষয়িক জরতের বিবিধ ঘটনা পর্য্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি না হয়, তত দিন পর্যন্ত আমাদের সমাজে আবি-

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন, উদ্যাবনীকমতাবান ধুবন্ধর ও কর্মবীরের অধিভাব হইবে না।

এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে আমাদের উচ্চশিক্ষিত ধুবন্ধর দেশের বিবিধ কৃষিজাত জন্মের এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া উপযুক্ত অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানে আলোচনা,—অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাহাতে কেবলমাত্র আদান প্রদান, বিতরণ, সরবরাহ, বাজারপরীক্ষা, অভাব ও প্রয়োজন অনুসন্ধান এবং আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি প্রকৃত ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতে পারে, সেইরূপ উচ্চতরের ব্যবসায় শিক্ষারও আয়োজন করিতে হইবে।

একণে দেখা যাউক, বর্তমান অবস্থায় আমাদের মূলধন কোন্ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে আমরা সর্বোৎকৃষ্ট ফলাভ করিতে পারি। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের ধনিসম্প্রদায় মূলধনের সমবায়সাধন করিয়া যৌথ কারবার সমবেত-ব্যবসায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে অপারগ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বকীয় ব্যবসায়-প্রযুক্ত ধন যে একীকৃত হইয়া জাতীয় মূলধন-ভাণ্ডারের আয়তন ও প্রভাব বৃদ্ধি করিতে পারিবে, তাহার আশা অতি অল্প। বর্তমান অবস্থা আমরা ইহার উপর নির্ভর করিতে পারি না; প্রত্যেক মহাজন ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থাঘেবণের চেষ্টায় এবং লাভবান হইবার আশায় নিজ নিজ মূলধন প্রয়োগ করিতে উৎসাহী হইবেন, আমাদেরকে এইরূপ ভাবিয়াই কার্য করিতে হইবে।

যদি অল্প মূলধন লইয়াই শিল্প ও ব্যবসায়

কা:—৭

প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে যে সকল কারখানায় শীঘ্র শীঘ্র কলপ্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল কারখানাই অবলম্বন করিতে হইবে। এই মূলধন বাহাতে ব্যবসায় অনেক কাল আবদ্ধ না থাকে এবং বাহাতে ইহা বৎসরে বহুবার কার্য্য করিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অল্পধন বিশিষ্ট মহাজনেরা কখনও লাভবান হইতে পারেন না। একই মূলধনের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে যে ফললাভ হয়, প্রচুর মূলধনের এককালীন ব্যবহারেও সেইরূপ ফললাভ হয়; কারণ ইহার ফলে মূলধন প্রকৃত প্রস্তাবে বহুগুণিত হইয়া যায়, সুতরাং প্রতিবারে অতি সামান্য লাভ রাখিলেও মোটের উপর বৎসরান্তে লাভের পরিমাণ অতি সম্ভাবজনক হয়। অল্পসম্বন্ধের ফলে জানা গিয়াছে, যে সকল ব্যবসায়ী এককালে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করেন, অথবা বাহারা তাঁহাদের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া একই মূলধন বহুবার প্রয়োগ করিতে পারেন, তাহারা প্রতি কারবারে শতকরা একটাকা হিসাবেও লাভ রাখিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু অল্প মূলধন লইয়া কার্য্য করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে অতি বিচক্ষণতার সহিত আগ্রহ সহিতে হয়। যে সমুদয় জিনিষের কাটিতি খুব বেশী এবং বাহার অভাব হইলে সমাজের বাস্তবিক কষ্ট হইবে, সুতরাং সামান্য কারণে যে সমুদয় প্রয়োজনের হ্রাসপঙ্ক্তি হয় না, গভীর ভাবে অল্পসম্বন্ধ করিয়া কেবলমাত্র সেই সমস্ত জিনিষই প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দ্রব্য সমূহের বিশিষ্ট উৎকর্ষ বিধানের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাদের অভাব মোচনোপযোগিতা এবং মূল্যের অল্পতার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। বাহাতে ব্যবসায়ী অল্প

মূল্যে বহু জিনিষ বিক্রয় এবং সমাজের প্রধানতন ও সার্বজনীন অভাবগুলি পূরণ করিতে পারেন, কেবলমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাহার মূলধন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনগুলি বর্দ্ধিত করিবার আর একটি উপায় আছে। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের দ্বারা এই কার্য্য সুসাধিত হইয়া থাকে; কোনও দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ না করিয়াও কেবলমাত্র বিবিধ উপায় দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী, এবং বিবিধ সমাজের প্রয়োজনানুসারে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। আর বাস্তবিক এইরূপ ব্যবসায়প্রণা অবলম্বন না করিলে ধনভাণ্ডার কখনও পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যে পরিমাণ লাভের আশা থাকে, কেবলমাত্র সরবরাহ ও কাটিতির অল্পরূপ জোগানের আয়োজন করিয়াই তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। ইহার ফলে দ্রব্যউৎপাদনকারী শিল্পীগণের লভ্যাংশ হইতে নিম্ন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া এইরূপ ব্যবসায়ী এবং জোগানদারেরা প্রচুর ধনলাভ করিতে সক্ষম হইবেন। ব্যবসায়ের ফলে মূলধন এইরূপে সংগৃহীত হইলে পর, বৃহৎ বৈবয়িক অমুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে পারে।

আমাদের বর্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া বৈবয়িক উন্নতি বিধানের যে কয়টি নিয়ম ও প্রণালী নির্দিষ্ট হইল, তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইবে। এই ক্ষুদ্র দুই প্রকারের বৈবয়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অল্পায়তন কারখানার ব্যবস্থা; দ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা না করিয়া গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র কার্য্যের দায়িত্ব প্রদান করিয়া পরিবার-বদ্ধ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা।

এই দুই প্রকার অল্পায়তন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিতে বিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হস্ত নির্মিত কার্য্য দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রাদি ব্যবহৃত দ্রব্য; তৃতীয়তঃ, রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বিত শিল্প।

এই সমুদয় কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ, জাগ্রত নৈপুণ্যবিশিষ্ট কারিগরদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার ভিতর সমবেশ করিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ, গানবজালিত কল অথবা বাষ্প নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এঞ্জিনের সাহায্যে উন্নত যন্ত্রাদি প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, উদ্ভিদ, ও ধ্বনিজ উপকরণগুলির রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া উন্নত শিল্পের আয়োজন করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, উৎকৃষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যের ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের ব্যবহার করিতে হইবে। এই জন্য বিজ্ঞানসিদ্ধ কৃষিবিজ্ঞানবিশিষ্ট তত্ত্বাবধায়কগণের অধীনে কৃষকদিগকে কার্য্য করাইয়া ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের নান্ন উল্লেখ করা যাইতেছে, বর্তমান অবস্থায় এইগুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১—বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ—তৈলস পত্র নির্মাণ, তার প্রস্তুতকরণ, বোতাম, বগী ও অলঙ্কার গঠন, সোণা বা রূপার ছাঁচ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি।

২—বিভিন্ন রকমের কালী প্রস্তুতকরণ, ছাতার কালী, ঘোড়ার সাজের কালী, ধাতু নির্মিত দ্রব্যের উপর কালী, নিরুদ্ভিদ কালী, ছাতার কালী ইত্যাদি।

৩—বিভিন্ন বারনীস ও মন্থন করিবার দ্রব্য—ঘোড়ার সাজ, কাঁসা, পিতল, কাঁচের জিনিষ, হস্তার কাজ, ছুরি কাঁচি, পাথর

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



পালীশ, হাড় ও সিংএর কাজ, কাঠের কাজ।

৪—জল হইতে রক্ষা করিবার পদার্থ—চামড়ার কাজ রক্ষা, কাপড়ের জিনিস, কাগজ রক্ষা করিবার উপায়, অয়েলরূপ, ছাতার কাপড়, ইত্যাদি।

৫—পরিষ্কার করিবার জিনিস—ডেল ও চক্কো, তুলা ও রেশমের কাপড় ধোয়া, রং পরিষ্কার করা।

৬—পিতল—রং করণ, পালীশ করণ, জল ও বায়ু হইতে রক্ষা করণ।

৭—সংযুক্ত করিবার বিভিন্ন দ্রব্য—কাঠের কার্যে যোড়া লাগাইবার আঠা, বর্ণকার ও কণ্টকানের কার্য উপযোগী সংযোজন দ্রব্য, সিমেন্ট।

৮—বিভিন্ন দ্রব্য পরিষ্কার ও রক্ষা করিবার উপায়—অয়েলরূপ পরিষ্কার করণ, দড়ি রক্ষা করণ, ছবি বাধাইবার কাঠ রক্ষা করণ, চিত্র পরিষ্কার করণ, দাগ নিবারণ, জুতা, কাঁচ, রেশমের জিনিস, সোণা, রূপা ও কাঠের কাজ প্রভৃতি পরিষ্কার করণ।

৯—বিভিন্ন সূক্ষ্ম দ্রব্য প্রস্তুত করণ, দুর্গন্ধ নিবারণ।

১০—এনামেলের কাজ, গিল্ট করণ, তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করিয়া অজ্ঞাত ধাতু লাগান।

১১—ফল ও ফুল প্রভৃতি হইতে নির্যাস প্রস্তুত করণ, সূক্ষ্ম, খাত, সরবৎ, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১২—ফল, ফুল, ছদ্ম, মাজ, মাংস, চামড়া, পালং, লোম প্রভৃতির রক্ষা করণ।

১৩—উত্তীর্ণ পদার্থ হইতে—দড়ি প্রস্তুত করণ।

১৪—বিশেষ কাজ, বেতের কাজ, মাহুর, আসবাব, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১৫—মোজা, গেঞ্জী, টুপী, প্রভৃতি।

১৬—পুতক শেলাই, বাধাই।

নিম্নে কতকগুলি সস্তা যন্ত্রের নাম করা যাউতেছে—এইগুলি হাতে চালান বাইতে পারে, অথবা ছোট ছোট এঞ্জিনের সাহায্যে চলিতে পারে।

১—মোমবাতির পলিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

২—বিভিন্ন রকমের কিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৩—মোম বাতী প্রস্তুত করিবার ছাঁচ।

৪—বিভিন্ন আকারের খাম বা এন্ডেলোপ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৫—মোট কাগজের বাক্স প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৬—জুতার ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৭—ঝিগুকের বোতাম করিবার যন্ত্র।

৮—ছোট ছোট টিনের কোঁটা তৈয়ারী করিবার ছাঁচ ও যন্ত্র।

পূর্বে পরিবারবদ্ধ গৃহগত শিল্পের কথা বলা হইয়াছে। এই জন্ত উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষিজীবীরা কাষাভাবে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সেই সময় তাহাদিগের দ্বারা অল্পশ্রম এবং অল্পকালসাপ্য অনেক কাজ করা হয়। লওয়া যাউতে পারে। কাদা মাটির কাজ, খেলানা তৈয়ারী, বেত ও বাঁশের কাজ মাহুর দড়ি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহৃত শিল্প প্রভৃতি বিচিত্র কার্য এক স্থানে তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। মহাজন এবং ধুসরেরা একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমাদের শ্রমজীবীগণের উৎকৃষ্ট সময় প্রয়োজনীয় কার্যে প্রযুক্ত হইয়া, সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারবদ্ধ ব্যবসায় ব্যক্তি-রেকে বর্তমান অবস্থায়ই কতকগুলি বৃহৎ কার-বারের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হওয়া কষ্টব্য। অবশ্য এ সকল কাজের কয়েকটি

অংশ মাত্রই আমরা অবলম্বন করিতে সমর্থ। লোহার কাজের মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষবিশিষ্ট শিল্পের জন্ত চেষ্টা না করিয়া যদি সাধারণ প্রয়োজনোপযোগী ছুরি, কাঁচি, পেরেক, কজা বালুতি, ছাঁছ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত করিতে প্রস্তুত হই; কাঁচের কাজের মধ্যে সামান্ত রকমের শিশি, বোতল অথবা মেরামতী কাজ প্রভৃতি গ্রহণ করি; বয়ন কার্যের মধ্যে যদি উন্নত হাতের তাঁত, সূতা প্রস্তুত করণ প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হই; অথবা রজন-কর্ষের মধ্যে ছিট রংকরা, সাধারণ কাপড়ের রং লাগান, দেশীয় রং প্রস্তুত করণ, অথবা বিচিত্র মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া সোড়া, কার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে ও আমাদের অনেক অভাবই বদেশীয় শিল্প এবং ব্যবসায়ের সাহায্যে পূরণ হইতে পারে; এবং বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের পন্থা উন্মুক্ত হয়।

যে কয়টি সুযোগ ও পন্থার কথা উল্লিখিত হইল, অহুসন্ধান করিয়া দেখিলে তথ্যাতীত আর ও অনেক স্বাধীন অন্নসংস্থানের উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। এইরূপ কতকগুলি পন্থা অহুসন্ধান করিবার জন্ত কতিপয় উপযুক্ত শিল্প ও বিজ্ঞানবিদকর্মী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া বিচিত্র সুযোগগুলির সহিত পরিচিত হইবেন; এবং আমাদের বর্তমান অবস্থায় সামান্ত ধনশক্তি ও অশিক্ষিত পটুদের উপরেই নির্ভর করিয়া অথবা সামান্ত রকমের শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার সাহায্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করা যাউতে পারে, তাহার আলোচনা করিবেন। এইরূপ অহুসন্ধান, আলোচনা ও পরীক্ষা কার্যে সহায়তা করিবার জন্ত কোন্ মহাজ্ঞা অগ্রসর হইবেন—তাহারই

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অল্প আয়াদের সমাজ উদ্ভাবন হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীমাদ্ধনুশ্রুত যুগোপাধ্যায় এম, এ।

এই মারবান প্রবন্ধটি আমরা পুণঃসুজিত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম এবং উক্ত প্রকাশকের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। উপসংহারে অল্প বলিতে চাই, যে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ যুগোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় প্রবন্ধের শেষভাগে যে সকল ভ্রাতৃগণের সঙ্কেত করিয়াছেন, “কাজের লোকে,, আজ দশ বৎসরে ধারাবাহিক ভাষ্যের প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু পরিতাপ, কেহই বিশেষ মনোযোগী হইলেন না।

কাঃ সং।

**“IT IS NOT LUCK BUT LABOUR THAT MAKES MAN.”**

**অদৃষ্ট নহে, শ্রম মানুষকে বড় করে।**

মহালোক মনে করে, অদৃষ্টই মানুষকে মণ্ডুত্ব করে, পুরুষকার বা শ্রম মানব জীবনকে সিক্তির উচ্চ সোপানে উত্তীর্ণ করার সাহায্য করিতে তত উপযোগী উপকরণ নহে। কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

“It is not luck, but labour, that makes men. অনেক আমেরিকান লেখক বলিয়াছেন যে, তাহা নহে, মানুষ শ্রমশীল হইয়াই নরজীবনের সার্থকতা সম্পাদন করে।

“Luck” says an American writer, is ever waiting for something to turn up; Labour with keen eye and strong will

always turn up something. Luck lie in the bed and wishes the postman would bring him news of a legacy; Labour turns out at six and with busy pen or ringing hammer lays the foundation of a competence; Luck whines; Labour whistles. Luck relies on chance; Labour on character. Luck slips downwards to self-indulgence; Labour strides upwards and aspires to independence.”

অদৃষ্টবাদীকে অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস করিয়া কোন কার্য সম্পন্ন করিবার জন্ত অপেক্ষার বসিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু শ্রমশীল ব্যক্তিগণ হস্ত দৃষ্টি এবং জুর্দম্য বাসনা লইয়া নিজ বাহুবলে সে কার্য তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হয় এবং কঠোর উদ্যম এবং পরিশ্রমের অতি মধুময় ফল উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। অদৃষ্টবাদী শস্যার শুইয়া কখন ডাকে কোন অজ্ঞাত লাভের আশায় হা করিয়া বসিয়া থাকে, কিন্তু শ্রমশীল প্রাতে উঠিয়াই তাহার লেখনী অথবা হাতুড়ী দ্বারা কার্য করিয়া তাহার যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। অদৃষ্টবাদী সর্বদাই আশা এবং নৈরাশ্যের সহিত যুঝিয়া হাতাকার করিতে বাধ্য হয়, কিন্তু শ্রমশীল পরিশ্রম দ্বারা সুখে থাকিয়া শীঘ্র দিয়া আনন্দের গান গাহিয়া জীবন পথে চলিয়া যায়, অদৃষ্টবাদী ক্রমে অযোগ্য হইয়া আত্মসন্মান হারাইয়া বসে, কিন্তু শ্রমশীল স্বাধীনতার উচ্চ সোপানে আরুঢ় হইতে থাকে। তাই বলিতে ছিলাম, শুধু অদৃষ্টের নির্ভর করিয়া আর কতকাল আশা নৈরাশ্যের সহিত সংগ্রাম করিবে? পরিশ্রম না করিলে অদৃষ্ট কার্যকারী হইতেই

পারে না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায় নাই। পরিশ্রমের পুরস্কার আছে, যদি কিছু করিতে পরিশ্রম কর, তাহা কদাচ নুশা ঘাইবে না। আপনাকে বিশ্বাস কর, মূলধন, সহায়, সম্পত্তি, অদৃষ্ট, এসকল লইয়া সমাজজীবন অতিবাহিত করিয়াও কোন পছাই দেখিতে পাইবে না।

সাহস করিয়া কিছু কাজ কর না করিয়া শুধু অদৃষ্টের দোহাই দিলে চলিবে কেন? কাজ আরম্ভ করিয়া যথাযোগ্য ঐকান্তিকতার সহিত পরিশ্রম করিলেই ভাল মন্দ, লাভ, ক্ষতি বৃদ্ধিতে পারিয়া তখন মানুষ হইতে পারিবে। নিতান্ত শ্রমকাতর ব্যক্তিই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। এজগতের সমস্ত কর্মবীর শুধু উদ্যোগ এবং কঠোর সাধনায় বড় হইয়া থাকে, এবং হইয়াছে। সমস্ত সভ্য জগত তাহারই কঠোর সাধনা করিতেছে, আর তুমি সামান্ত বেতনেই সমস্ত উচ্চাশা জলাঞ্জলি দিয়া কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিবে? এ কেমন কথা? অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, বাহুবলে কঠোর পরিশ্রমে মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে, লোক বল সহায় সংগ্রহ করিতে হইবে, তবে অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবে। অলসের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয় না। কর্ম করিতে যাঁরা ভয় পায়, তাহাদিগকে কমলার দগা হয় না। পাশ্চাত্য জাতি কঠোর পরিশ্রমী, কঠোর কর্মবীর, তাই তাহাদের সোভাগ্যের সীমা নাই। এ আদর্শ চক্ষের সম্মুখে এককাল দেখিয়াও আমাদের এক রতি প্রমাণ ও উন্নতি হয় নাই এবং হইল না। কেন? বিলাস মদিয়ার আমাদের এক মনুষ্যত্ব বর্জিত করিয়া তুলিয়াছে, আমরা যাহা নহি; তাহাই সাজিতেছি, প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া শুধু অলসকরণে উগ্র হইয়াছি, পরের চক্ষে নিজের জাতিকে, জাতীয় অবস্থা, আচার ব্যবহারকে ঘৃণা করিতে বসিয়াছি! কাজেই অত্যাধিক যত্ন

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত /০ আনা তাকমাগুল পাঠান।

নষ্ট হইতেছে। ভিতরে অভাবের দাবানল  
জ্বলিলেও চাল চলনে তাহা ঢাকা দিবার  
শরতানী শিখিরাছি।

এই অবস্থার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় এবং  
পরিবর্তন করিতে হইলে আমাদিগকে শ্রম-  
শীল হইয়া কিছু কিছু অতিরিক্ত উপার্জন  
করিয়া আপন অভাবমুক্তি নির্ধারণ করিতে  
হইবে। যিনি বাহা করিতেছেন, তাহা বাস্তবিক  
প্রত্যেককে এক একটা Side line. স্বরূপ  
কিছু, করিতেই হইবে। বাহারা ধনকুবের,  
পিতৃ পিতামহগণের অতুল সম্পত্তির উপর  
বসিয়া আছেন, তাঁহাদেরও নিশ্চিত হইয়া  
বসিয়া থাকা উচিত নয়, কিন্তু মধ্য-  
বিত্ত লোকের মুক্ত সময়ে রথা কাটান  
বিধেয় নহে। সমগ্র জগত ভারতের অর্থ  
লাভের জন্য মস্তিষ্ক চালনা করিতেছে, আর  
শেই স্বর্ণপ্রসূ দেশের কোড়ে শায়িত হইয়াও  
মৃত সম্পত্তির এক কপর্দকও করায়ত্ত  
করিতে পারিলে না, ইহা কি যুগা ও ক্ষোভের  
কথা নহে? পাশ্চাত্য অভিজ্ঞগণ দেখাই-  
তেছেন যে—

“No idle nor thriftless man ever  
became great. It is amongst those  
who never lost a moment, that we  
find the men who have moved and  
advanced the world,—by their  
learning, their science, or their  
inventions. Labour of some sort  
is one of the conditions of exist-  
ence. The thought has come down  
to us from pagan times, that  
Labour is the price which the  
Gods have set upon all the that is  
excellent.”

## Home Industry.

### গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষা।

#### Best Sarsaparrilla.

#### উৎকৃষ্ট সারসাপেরিলা।

Sassafras bark (Bruissed)	1 Pound
Lecorice root (Do)	7 ounce
Water	2½ gallon
Oil sassafrash	1½ Dram
Oil of Wintergreen	2 Dr
Alcohol 95%	2 oz

Boil the Sassafras and Leco-  
rice in the water half an hour,  
Strain through flannel, then add  
the Sirup. Dissolve the oils in the  
alcohol and add them to the  
Sirup, agitate the mixture freely.

(Scientific America)

P. P. 496

#### অনুবাদ—

সাসাফরাস চূর্ণ	১ পাউণ্ড
লিকোরিস (যষ্টিমধু চূর্ণ)	৭ আঃ
জল	২½ গ্যালন
অয়েল সাসাফরাস	১½ ড্রাম
অয়েল উইনটার গ্রীণ	২ ড্রাম
আলকোহল (৯৫ পারসেন্ট)	২ আউন্স

প্রথমে সাসাফরাস বার্ক এবং যষ্টি মধু বা  
লিকোরিসকে হামালদিয়ায় কুটিয়া উপরোক্ত  
পরিমাণ জলে ১½ ঘণ্টা সিদ্ধ করিতে হয়,  
তাহার পর অয়েল দুইটিকে উপরোক্ত অ্যাল-  
কোহলে গলাইয়া সাসাফরাস ও যষ্টিমধুর সিদ্ধ  
জলে মিশ্রিত করিতে হয় এবং একটা বড়  
মাসের বোতলে পুরিয়া বারম্বার নাড়িতে  
হইবে।

এখন ইহা ব্যবহারোপযোগী হইবে। বয়-

বাহুসারে মাত্রা স্থির করিবার জন্য ডাক্তারের  
ব্যবস্থা লইয়া সেবন করা উচিত।

#### দ্বিতীয় প্রকার।

সুড সারসাপেরিলা	৩ আউন্স
„ একসট্রাক্ট টিলিংগিয়া	৩ আঃ
„ একসট্রাক্ট ইয়লোবার্ক	২ আঃ
„ „ মে এপেল	২ আঃ
সুগার বা চিনি	১ আঃ
পটাস আয়োডাইড	১০ গ্রেন
আয়রন আয়োডাইড	১০ গ্রেন

মিশ্রিত করিলেই হইবে। সায়েন্টিফিক  
আমেরিকা নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বলেন যে, ইহা  
আয়ার্স সারসাপেরিলা বা তাহার অনুরূপ।  
ভাল ডাক্তার দ্বারা ভোজ বা মাত্রা স্থির  
করাইয়া লইতে হইবে।

#### নস্তের জন্য উৎকৃষ্ট সুগন্ধ।

—:—

১। নস্তকে স্থায়ী সৌরভময় করিতে  
হইলে Tonquin Bean টনকুইন বিন্ চূর্ণ  
বা তাহার অয়েল বা এসেন্স সাধারণ নস্তের  
সহিত মিশাইলে সুন্দর গন্ধ হইবে।

২। অয়েল বারগামেট	২ আউন্স
অয়েল নিরোলী	১½ ড্রাম
অয়েল রোজ	অর্দ্ধ „
অয়েল রোডিয়ন	অর্দ্ধ „

একত্রে মিশাইয়া নস্যের সহিত মিশাইলে  
সুন্দর গন্ধ হইবে। উপরোক্ত মিক্চারে প্রায়  
দুই পাউণ্ড নস্য সুগন্ধীকৃত হইবে।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



**Varnishes.**

বার্ণিস প্রস্তুত প্রণালী।

**AMBER VARNISH.**

আম্বার বার্ণিস।

চূর্ণ আম্বার ৩ ভাগ।

ভিনিম টারপেনটাইন ১ ভাগ।

বিষক টারপিন ২০ ভাগ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই ভাল আম্বার বার্ণিস প্রস্তুত হইবে।

**Black Varnish.**

কাল বার্ণিস।

Asphaltum ৩ অংশ।

বয়ল্ট আম্বার ৮ অংশ।

৩ কোয়ার্ট পাকা মসিনার তৈলে দিয়া আঙণের উপর সাবধানে গলাইতে হইবে। উত্তমরূপে মিশ্রিত হইলে তাহাকে নামাইয়া গরম থাকিতে থাকিতে ইহাতে টারপিন মিশাইয়া তরল করিতে হইবে। টারপিনের ধরা কাটা পরিমাণ নাই, যতটুকু মিলে তুলির মুখে সরিবে, ততটুকুই আবশ্যিক। এই এক প্রকার কাল বার্ণিস। কাঠের দ্রব্যের ও টিনের উপর ইহা বেশ চলিবে।

২য় প্রকার।

অন্য প্রকার—

আইভরিন ব্লাক ১ পাউণ্ড।

ল্যাম্প ব্লাক ১ পাউণ্ড।

নীলবড়ী চূর্ণ ১ আউন্স।

আরবী গদ ৪ আউন্স।

ব্রাউন সুগার ৬ অংশ।

গরম জলে এইগুলিকে উত্তমরূপে প্রথমে চূর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহার পর ইহাতে অর্ধ আউন্স স্পিরিট অফ ওরাইন মিশ্রিত করাও যাইতে পারে। এই বার্ণিসটা কাঠে, কাগজে, কাপড়েও ব্যবহার চলিতে পারে, তবে ইহাতে কোন তৈল না থাকায় আঁদাঘের মনে হয়, জলে ডিকিবে না।

**শুদ্ধ রুক্ষি।**

এবার ভারতের সরকারী বজেটে যে সকল দ্রব্যের শুদ্ধরুক্ষি হইবে, তাহার তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল,—(১) চিনি ব্যতীত অপব্যাপার আগদানি দ্রব্যের শুদ্ধ শতকরা সাড়েসাত টাকা; (২) চিনির শুদ্ধ শতকরা দশ টাকা; (৩) রবিষন্দ, চা'র বাস্ক, আলানি কাঠ, ছাপাখানা ও লিথো-গ্রাফের সরঞ্জাম, রেলের সরঞ্জাম, জাহাজের সরঞ্জাম প্রভৃতি জিনিষের শুদ্ধ শতকরা আড়াই টাকা; (৪) পোড়া কয়লা টন প্রতি ১০ আনা; (৫) তাজা ফল, শাক সব্জি, বাগ, শিং, পাট বইল, মূল্যবান প্রস্তর ও জহরতাদি, মোটর গাড়ীর সবজাম, বাটী, বালি প্রভৃতি জিনিষের শুদ্ধ শতকরা সাড়েসাত টাকা; (৬) লোহা ও ইস্পাতের শুদ্ধ শতকরা আড়াই টাকা; (৭) অন্যান্য দ্রব্যের পদার্থের শুদ্ধ শতকরা সাড়েসাত টাকা; (৮) অগ্ন শস্ত ও গোলা বারুদের শুদ্ধ শতকরা কুড়ি টাকা; (৯) 'এল'বিয়ার ও আপেলজাত মত্তের শুদ্ধ গ্যালন প্রতি সাড়ে চারি আনা; দেশীয় মদ্যের শুদ্ধ ও ঐরূপ বন্ধিতহায়ে (১০) সুগন্ধ-যুক্ত মদ্যের শুদ্ধ গ্যালন প্রতি ১৮দো হারে; (১১) অপরীক্ষিত উত্তেজক মদ্য গ্যালন প্রতি ১৪১৮দো হারে এবং পরীক্ষিত উত্তেজক মদ্য গ্যালন প্রতি ১১১০ হারে; (১২) পানের অমোগ্যা স্পিরিটের শুদ্ধ শতকরা ৭০ টাকা হারে; (১৩) চুরুট ও সিগারেটের শুদ্ধ শতকরা ৫০ টাকা হারে; (১৪) তৈয়ারি তামাকের শুদ্ধ পাউণ্ড প্রতি ১৮দো হইতে ১৪১৮দো হারে (১৫) কতকগুলি রূপালি জিনিষের শুদ্ধ শতকরা ১৫ হারে; (১৬) রপ্তানি পাটের গাইট প্রতি ২১০ হারে; (১৭) চা'র শুদ্ধ প্রতি এক শত পাউণ্ডে ১৪১৮দো হারে; (১৮) লবণের শুদ্ধ মণকরা ১১০ হারে, (১৯)

আরকর (ক) ৫০০০ হইতে ২,২২২ পঞ্চাশ টাকা প্রতি দুই পরস হারে, (খ) ১০,০০০ হইতে ২৪,২২২ পঞ্চাশ টাকা প্রতি তিন পরস হারে; (গ) ২৫,০০০ হইতে তদুচ্চ প্রতি টাকার এক আনা হারে; (২০) ব্যবসা-দার কোম্পানি সমূহের আরের উপর টাকা প্রতি এক আনা হারে। উল্লিখিত শুদ্ধ-রুক্ষির কলে গবরনমেন্টের আর মোট পাঁচ কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ, পঞ্চাশ হাজার টাকা বাড়িবে, এইরূপ অনুমান।

**স্বর্ণ এবং রৌপ্যের মূল্য।**

১৬০০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণ রৌপ্যের ১৬ গুণ অধিক মূল্যে বিক্রয় হইত, ১৭১৫ খৃঃ স্বর্ণের মূল্য খুঁটে জম্মাইবার ৫০০ বৎসর পূর্বে যেক্রপ ছিল, সেইরূপ ১৩গুণ অধিক ছিল।

৫০০ খৃঃ স্বর্ণের মূল্য ছিল, রৌপ্য অপেক্ষা ১৮গুণ বেশী।

১১০০ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের মূল্য কমিয়া গিয়া রৌপ্যের মূল্যের ৮গুণ অধিক হয়। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ১১গুণ অধিক মূল্যে স্বর্ণ বিক্রয় হয়।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা ১৮গুণ হয়।

১৮৬৬ খৃঃ স্বর্ণের মূল্য রৌপ্য অপেক্ষা চুড়ান্ত অধিক হইয়া পুনরায় রৌপ্য অপেক্ষা ২০ গুণ মূল্য হইয়া যায়।

বর্তমান সেকুড়ীর প্রথমে ৫০০ খৃষ্টাব্দে দ্রব ছিল, তাহা অপেক্ষাও অধিক হইয়া যায় প্রেট্রি আক আত্ৰাহামের সময়ে রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য ছিল, ৮গুণ অধিক, খুঁটে জম্মাইবার ১০০০ বৎসর পূর্বে রৌপ্য অপেক্ষা স্বর্ণের মূল্য ১২গুণ অধিক ছিল, খুঁটে জম্মাইবার ৫০০ বৎসর পূর্বে ছিল, ১৩গুণ অধিক, খুঁটে জম্মাইবার পর বৎসরে রৌপ্য অপেক্ষা ২গুণ অধিক মূল্য বিক্রয় হয়।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না এখন পূর্ণ, মূল্য দিতে হইবে।

১৯০৪খঃ সোণা রূপা অপেক্ষা কেবল ৬ জন অধিক মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। অনেক বলেন যে, ১০০ বৎসর পরে হয়ত ওজনে ২ পাউণ্ড রৌপ্য কেবল ১টা স্বর্ণের মুদ্রার অল্প বিক্রয় হইতে পারে। রৌপ্যের ক্ষেমেই হতানয়ন হইয়া উঠিতেছে।

## Expert's advices. অভিজ্ঞের উপদেশ।

স্থখী কে? যিনি অগ্নেই সন্তোষলাভ করিতে পারেন, কেননা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তিতেই শান্তি।

"Toungue can not easily chained, when once loose" জীহ্বাকে একবার আলগা দিলে সহজে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সহজ নহে। জীহ্বাকে সংযত রাখাই প্রশংসার্হ, বাচালতার অনেক বিপদ।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, Knowledge in your youth is wisdom in your age, যৌবনের ভূয়ো দর্শন দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, বৃদ্ধ বয়সে তাহাই অভিজ্ঞতা হইয়া দাঁড়ায়। এদেশের ছেলেদের পাঠ্যাবস্থার এমন কিছু ভূয়ো দর্শন হয় না, বা ছেলেদেরও ভূয়ো দর্শনের প্রবৃত্তি দেখা যায়না যে, বয়স কালে অভিজ্ঞ বা উপদেষ্টার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন। এদেশের ছেলেদের শিক্ষার এইখানেই গলদ।

দোষীলোক নাজেই পরশ্রী কাতর।

পণ্ডিতগণ বলেন যে, "বাহাদুরের মাথা হালকা, তাহারাই শক্ত কথা বলে। মস্তিষ্কবান জ্ঞানী লোকে কদাচ কঠোর কথা বলিয়া অপরের হৃদয় আহত করে না।

সরলতা মহৎ হৃদয়ের পরিচায়ক। "Frankness is the sign of a noble mind"

হে ধীমান! অপরের সমালোচনার উত্তেজিত হইও না। অপরের সহিত মতবৈধ হইলে ক্রুদ্ধ হইও না। ইহা সুরুচীর পরিচায়ক নহে। জগতের প্রত্যেক লোকের রুচি, চরিত্র, পৃথক পৃথক। তাহাদের মতামতেরও পার্থক্য স্বাভাবিক, কিন্তু তাহাতে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বাগবিতণ্ডা করিতে বাইলে পাগল হইতে হইবে।

বেশী বুদ্ধি না চালিতে বাইয়া স্থখে হুঃখে তোমার প্রতি ভগবানের অপার করুণা আছে, এ বিশ্বাস রাখিতে পারিলে অনেক আনন্দ পাইবে।

## WORTH REMEMBERING.

স্মরণ যোগ্য তথ্যাবলী।

কাপড় কাচিয়া সাবানের জলটা কোন ক্ষুদ্র জমীতে ফেলিলে সে স্থানটা উর্কর হইয়া যাইবে, সাবানের জল, ছাই এ সকল কোমল গাছ ও লতার ভাল সার।

এন্ডেলপের সাধা কাগজ তুলি ছিড়িয়া ফেলিয়া দিওনা, একত্রে একটা স্ত্রীর পাখিয়া রাখিয়া দাও, অনেক ক্ষুদ্র বিকর লেখার কাজ হইবে।

খুব পুরু বা মোটা মোশারী বিছানার

চারিদিকে চাপিয়া দিয়া নিজা বাওরা ঘোর অনিষ্টকর, মশারির মধ্যে বাতুল চলাচল হইতে পারে, এরূপ মশারিই স্বাস্থ্যপ্রদ।

কাঠের করলা চূর্ণ দ্বারা ছুরিকা প্রভৃতি সানাইলে সুন্দর পালিস হইয়া যায়।

অতিশয় সৌরভময় সাবান ব্যবহার করিও না, কারণ তাহা দ্বারা চর্মের নানাপ্রকার অনিষ্ট হইবে। এসিদ্ধ ডাক্তারগণ বলিয়াছেন "This act injuriously upon skin."

১০০০ টাকা জমাইতে পারিলেই অনেক কার্যে অগ্রসর হইবার সাহস জন্মে। এই কথা বার্মন নামক জনৈক ধনকুবের উপদেশ দিয়া ছিলেন। সেই হাজার টাকা জমান পর্যন্ত প্রত্যেক যুবকের প্রাণপণ চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু পরিতাপ, এদেশের অনেকই যুবকগণের এক পরসা উপার্জন না থাকিলেও গড়ে। আনা বাজে খরচ আছে। ইহা আমরা প্রমাণ করিতে পারি।

দেশলাই, অন্ত্রশস্ত্র, ঔষধাদি বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকিলে যেন কদাচ তাহাদের হাতে না আসিতে পারে, ভয়ঙ্কর সর্বদা সতর্ক থাকিবে, নচেৎ বিপদ ঘটবে।

খোলা কেরোসীনের ডিপি ছেলে মেয়ের ঘরে কদাচ ব্যবহার করিও না, বিপদ পড়ে পড়ে।

ঘর বাড়িবার সময় বিছানার চাপা দিতে তুলিও না, নচেৎ কাশী প্রভৃতি উৎকট পীড়া হইবে। শয়ন গৃহ স্বাস্থ্যসত্ত্ব পরিষ্কার

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পরিষ্কার এবং মুক্ত বাতায়ন করিয়া রাখিবে, অনেক ডাক্তারী পরচ বাচিয়া থাকিবে।

সর্বদেশের চিকিৎসকগণই বলিয়াছেন, শে, ছত্র এবং মাংস একই আহারে খাওয়া নিষিদ্ধ, ইহা দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ায় গোলা-বোগ হয়।

## Agricultural Notes.

### কৃষি-তথ্য।

মহারা বৃক্ষের চাষ।

শ্রীগণপতি রায় লিখিত।

উৎপত্তি

এই বৃক্ষকে সংস্কৃত ভাষায় মধুক বা মধুক্রম কহে। ইহার উপকারীতা নিতান্ত কম নহে। ইহাকে লাতিন ভাষায় Polyandria Monogynia of Lennocons কহে। ইহার বীজের নিরাংশ নলাকৃতি। উক্ত বীজ এক ইঞ্চি দীর্ঘ। ইহার বাক ফুল এবং লোহিত বর্ণের; ইহা হইতে নয়টি ক্ষুদ্র পত্র বহির্গত হইয়া ক্রমশঃ বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। ইহার ফুল শুষ্কাকারে বহির্গত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করে। উহা সাধারণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা হইতে বহির্গত হইয়া থাকে, ফুলের আকার দেড় ইঞ্চি। ফুলগুলি নিম্নাভিমুখে নম্রিত; উহা হইতে বীজ উৎপন্ন হইলে ফুল-গুলি আপনা আপনি পড়িয়া যায়।

বৃক্ষ

বৃক্ষ পূর্ণ বয়স্ক হইলে অল্প বৃক্ষের সমতুল্য হইয়া থাকে। বৃক্ষের মস্তক ঝোপের ন্যায় নষ্ট হয়। পত্রগুলি অণ্ডাকার (Oval)

কিন্তু সামান্য তীক্ষ্ণ। শিকড়গুলি সমভাবে ছড়াইয়া পড়ে; উহা ভূমধ্যে অধিক প্রবেশ করে না। ইহার গুচ্ছি শাখাশূন্যাবস্থায় অধিক দীর্ঘ হয় না। অর্থাৎ ৮-১০ ফিট এইরূপ দীর্ঘ হইয়া থাকে। কাষ্ঠ নিতান্ত অল্প কঠিন নহে; উহার বর্ণ লোহিত। ইহার বাক হইতে একপ্রকার সুনির্মল নির্ম্মাণ বা আটা বহির্গত হয়।

ফল

ইহার ফল অমৃত। উহা জামের সহিত তুলনা করা যায়। ফেব্রুয়ারী মাসে উক্ত বৃক্ষের পত্র পতিত হয়। মার্চের প্রথমার্ধের পত্রশূন্য বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার প্রান্তভাগ হইতে পুষ্পোৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে এবং তৎপরে বৃক্ষের অঙ্গশোভা বর্ধিত হয়। ইহার ফল সাধারণতঃ বিবিধ আকারের দৃষ্ট হয়। ইহা ক্ষুদ্র আখরাটের আকার বিশিষ্ট, কিন্তু কথঞ্চিৎ বৃহৎ লম্বাকৃতি ও তীক্ষ্ণ। বৈশাখের মধ্যমাংশে উহার ফল পাকিতে আরম্ভ করে। ফল পতিত হইতে আরম্ভ করিলে অল্প দিনের মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। এইরূপ জ্যৈষ্ঠমাসের মধ্যমাংশ পর্যন্ত পতিত হইতে থাকে। ইহার পোঙ্গাটি (যাহাকে লাতিন ভাষায় Pericarpium কহে) অত্যন্ত কোমল। ফলগুলি পতিত হইবামাত্র ভগ্ন হইয়া যায়। পতিত হইলে তন্মধ্যস্থিত খাচ্চাংশ তৈলাক্ত দ্রব্য-বিশেষ। উহা মাখন বা ঘূতের তুল্য দ্রব্য; অবস্থাভেদে মাখন বা ঘূতের সমতুল্য হইয়া থাকে। এই তৈলকে এদেশে কোঁচড়া তৈল বলে।

খাদ্য

বিশুদ্ধ এবং মরুপ্রদেশাদিতে মহারা বৃক্ষ অত্যধিক পরিচালিত হইয়া থাকে। এই বৃক্ষের উপকারীতা শুদ্ধেই অধিক উপলব্ধি হয়। পূর্বোক্ত প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণ

মহারার ফুল শুষ্ক করিয়া অল্প বা মৃত ফল তরকারীরূপে ব্যবহার করে। কেহ কেহ (ফল) উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্ষণ করে। কেহ কেহ বা উহা রন্ধন সময়ে সিদ্ধ করিয়া লয়। উহা অত্যন্ত উপাদেয়, বলকারক খাদ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে।

মতাদি

পূর্বোক্ত প্রদেশ সমূহের অধিবাসীগণ মহারার ফল পচাইয়া এবং চুগাইয়া উহা হইতে একপ্রকার তীব্র মদিরা প্রস্তুত করে। উহা অত্যন্ত স্বরমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। উহার মূল্য এত অল্প যে উক্ত কাঁচি ১০ সের ৫ পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। ৫ পয়সা মূল্যের মদ সেবন করিয়া একব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে মত্ত হইতে পারে। উক্ত মদিরা পাটনা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে। উহার ব্যবসারে বিলক্ষণ লাভবান হওয়া যায়। উক্ত দ্রব্য ভিন্ন-দেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার ফল হইতে একপ্রকার ঘূতের ন্যায় তৈলাক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উহা স্বল্পাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ঘূতে ভোজ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মেঠাই প্রভৃতিতে এইপ্রকার ঘূতই অধিক ব্যবহৃত হয়। তরল অবস্থায় তৈলরূপে প্রদীপে প্রজ্জ্বলিত করা হয়।

ঔষধ।

মহারার তৈল বাহ্যিক ব্যবহারে ক্ষত আরোগ্য হয়। ক্ষত আরোগ্যের এমত অর্থ্য মহৌষধ আর নাই। ইহা সকল প্রকার চর্মস্ব-ক্লীয় পীড়ায়, Cutaneous eruptions) অর্থাৎ ব্রণাদি নির্গমনে প্রযোজ্য। প্রথমতঃ ইহা সাধা-রণ তৈলের ভাষ্য তরল অবস্থায় থাকে, পরিশেষে উহা ঘনীভূত হইয়া হইয়া যায়। উহাকে ইংরাজীতে Coagulate হওয়া কহে। উক্ত তৈল কণকাল রাখিয়া দিলে স্বভাবিকভাবে অম্লভূত হয়। পরে উহা হইতে পুতিগন্ধবৃক্ষ

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।

(Rancid) গন্ধ বহির্গত হয়। তখন উহা খাওয়ার অযোগ্য হইয়া পড়ে। পরন্তু বস্ত্রপি পূর্বে এই তৈল পরিত্রুত করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে আর ঐরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না।

উক্ত তৈল বিত্তর এবং অতৃষ্ণাবহার ভিন্নদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। পাটনা, দানাপুর প্রভৃতি নিম্নভূমিতে ইহার বথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে।

আটা।

মহায়া বৃক্ষ হইতে বথেষ্ট পরিমাণে আটা সংগৃহীত হইতে পারে। উহা টেজ ও বৈশাখ মাসে সংগ্রহ করিতে হয়। তখন উক্ত বৃক্ষ কল পুষ্পে পরিণোভিত হয়। যে সকল স্থানে মহায়া বৃক্ষ বহু দৃষ্ট হয়, তথা হইতে আটা সংগ্রহ করিলে বৃক্ষের বিশেষ অনিষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু যে সকল স্থানে উক্ত বৃক্ষের রীতিমত আবাদ করা হয়, তথায় নির্বিঘ্নে আটা সংগ্রহ করা যাইতে পারে। উহাতে অধিক ক্ষতি করিতে পারে না।

কড়ী প্রভৃতি

এই বৃক্ষের দ্বারা বীম বা কড়ী ও গৃহের অন্তর কার্যাদি করা বিধেয় নহে। উহা জমির উপরে ও ভূমধ্যে প্রোথিত থাকিয়া অধিক কার্যকরী শক্তির পরিচয় দিতে পারে না। কিন্তু উহা দ্বারা জাহাজ, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত করিলে বহুকাল স্থায়ী হইতে পারে। কেবল উক্ত কার্যের জন্যই মহায়ার আবাদ করা যাইতে পারে। বর্ষাকালে এই কাঠের “ভেলা” বাঁধিয়া দুর্গদেশে লইয়া যাওয়া যায়। অনেকে এই কাঠের ‘চালান’ দিয়া বথেষ্ট লাভবান হইয়াছেন।

জন্মহান

এই বৃক্ষ অমূল্য ও পার্শ্বতা প্রদেশেই সমধিক জন্মিয়া থাকে। ইহার নিকট অপর ক্ষুদ্র বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইতে পারে না। বহু বৃক্ষ সমাকীর্ণ স্থানে উক্ত বৃক্ষ রোপন করিবার দুই তিন মাস পরেই সন্নিকটবর্তী অপর বৃক্ষাদি শুষ্ক হইতে থাকে ও অল্পদিন মধ্যে মরিয়া যায়। পাটনা, দানাপুর, বস্তার ও রামগড় প্রভৃতি স্থানেও এই বৃক্ষ দীর্ঘকাল হইয়া থাকে। ইহার জমি অধিক আর্দ্র হইলেও উক্ত বৃক্ষ উত্তমরূপে জন্মিতে দেখা যায়। কটক, পাটনা, মোটাস প্রভৃতি স্থান ইহার জন্ম স্থান। পরীক্ষা দ্বারা দ্বিবিধ হইয়াছে, এত বৃক্ষ প্রায় সর্বত্রই বহুধিক জন্মিতে পারে।

বগনকাল ও মূল্যাদি

এই বৃক্ষ বর্ষাকালে রোপন করিতে হয়। ৩০।৪০ ফিট দূরে দূরে ইহা রোপন করিবার নিয়ম। সপ্তম বৎসরের মধ্যে ইহার ফল পুষ্পে পরিণোভিত হয়। দশম বর্ষে ইহা হইতে ‘অঙ্ক’ পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়। বিংশ বর্ষে বৃক্ষ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। এই সময় পর্যন্ত বাঁচিয়া গেলে বৃক্ষগুলি প্রায় শতবর্ষ জীবিত থাকে। এক একটা পূর্ণ বৃক্ষ ৪/৮ টার মণ শুষ্ক পুষ্প প্রদান করিতে পারে। উহার মূল্য প্রায় ২/ টাকা হইবে। উহাতে পাকি ১৬ সের বা প্রায় কাঁচি ৬০ ত্রিশ সের তৈল প্রস্তুত হইতে পারে। ইহা এক বৎসরের হিসাব। সকল বৃক্ষে ভুলারূপ ফল প্রদান করে না। সুতরাং তদ্বারা মূল্যেরও নুন্যাদিক্য দৃষ্ট হয়। চিত্রা নাক স্থানে এবং তৎসন্নিকট-বর্তী পার্শ্বপ্রদেশে মহায়ার অত্যন্ত পরিপুষ্পিত তৈল প্রস্তুত হয়, এমন আর কুজাপি দৃষ্ট হয় না।

রোপণের নিয়ম

প্রত্যেক বিধায় আটটা করিয়া বৃক্ষ রোপন

করিতে পারা যায়। প্রতি বৃক্ষে ১০ আট আনা লাভ হইলে আটটি বৃক্ষে ৪/ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। তদ্বাধ্য হইতে খাজা বা দিলে বাহা উদ্ধৃত হয়, তাহাতে বিনাকষ্টে কিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জিত হইতে পারে। ইহাতে অপর ধরত আদি নাই। কেবলমাত্র উক্ত বৃক্ষ রোপন করিয়া রাখিলে হইল। এই বৃক্ষ অবশ্যে বর্ধিত হয়। উক্ত অবশ্যে বর্ধিত বৃক্ষের চাষ করিলে স্বমায়ামে অর্থোপার্জন হইতে পারে এবং দ্রুতক্ষ পীড়িত ঘেণে হা অন্ন, হা অন্ন করিয়া লোকের আর কষ্ট পাইতে হয় না। এই প্রকার অবলম্বন ব্যবহার প্রতি লোকের দৃষ্টি পতিত হইবে, শুভ ফল প্রদান করিবে, তাহাতে আর আশঙ্ক্য কি? যে দেশে এই সকল বৃক্ষ জন্মে, তথায় লোকেরা ইহার প্রকৃত মূল্য লক্ষ্যবশত করিতে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণেও শত সহস্র বৃক্ষ প্রান্তরে জন্মিয়া প্রান্তরেই বিত্তর হইতেছে, লোকে তাহার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধিকরণে সমর্থ হয় নাই।

(Special for “Businessman.”)

Homeopathic Notes.

হোমিও প্যাথিক নোটস্।

NIGHT-SWEAT.

নিশাঘর্ম।

রাত্রিকালে অথবা অতিরিক্ত ঘর্ম হওয়া বিশেষ কুলক্ষণ। গ্রীষ্মকালে অতিশয় গরমের ভয় যে ঘর্ম হয়, তাহার কথা হইতেছে না, তাহা স্বাভাবিক। কিন্তু যে ঘর্মের একটু বিশেষত্ব আছে, তাহার কথাই বলিতেছি। এক্ষণ ঘর্ম দুর্বলকর, শীতল থাকিলেও এবং শীতকালেও এ ঘর্ম হইয়া থাকে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের প্রস্ত ১০ আনা ভাকমাগুল পাঠান।

কাঃ—২

এইরূপ ঘর্মের মূলে কোন উৎকট পীড়া লুক্কায়িত থাকে। সেইজন্য এইরূপ নিশা-  
বর্মের জন্য প্রতিকারের আবশ্যকতা আছে।  
সিই এইরূপ ঘর্মের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ  
এবং চিকিৎসার কথা বলিতেছি।

বিছানায় বাইবামাত্র বিছানায় শরমে  
প্রচুর ঘর্ম, শীত শীতবোধ (Chillness)  
আর্গেনটাইন নাইট্রেট।

সন্ধ্যাকালে শরনের অল্পকণ পরেই  
ঘর্ম—Asseram Europ.

নিশাবর্ম—বিশেষতঃ মধ্যরাত্রির  
পূর্বে, তৎসঙ্গে হস্তপদ শীতল—কালকে  
কার্ক, শরন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র  
প্রচুর ঘর্ম—(Excessive Sweat)—কার্কো  
এসিম্যাল।

দিবসেও তদ্বার চক্ষু মুদ্রিলেও  
সেইরূপ ঘর্ম—কোনায়েম।

বিছানায় শরন করিবামাত্র শরীরের  
যে সকল অংশ আচ্ছাদিত, সেই সকল  
স্থানে প্রচুর শ্বশ্রুপদ, উষ্ণ ঘর্ম কিন্তু  
জাগরিত হইয়া চক্ষু চাহিবামাত্র ঘর্ম বন্ধ  
হইয়া যায়—পূজা।

কৃত্রিমকালে বিছানায় বাইবার পূর্বে  
সামান্য ঘর্ম—সিপিরা (কিন্তু ডাক্তার সাল-  
জার বলেন যে, সিপিরাতে দিবসেও নিম্ন শাখা  
অগাধ ঘর্ম লক্ষ্য আছে)

প্রতি রাত্রেই শরনের ১০ ঘণ্টা  
আন্দাজ সময়ের পরে ঘর্ম—মার্ক সল।

সন্ধ্যায় শয়ান শরনের ২ ঘণ্টা পরে  
প্রথমেই পায়ে শীতল ঘর্ম হটয়া থাকে, মিউর  
এসিড Mur. Ac.

রাত্রি বিশ্রহরের পর শুষ্ক কাশী তৎসহ  
ঘর্ম—Mur. Ac.

রাত্রিকালে বিশ্রহরের সময় ঘর্ম আরম্ভ,

বিছানায় থাকিতে থাকিতে শীত শীতবোধ  
করিয়া প্রাতঃকাল পর্যন্ত শীতবোধ থাকে—  
হিগার সলফ।

রাত্রি বিশ্রহরের কাছাকাছি সময়  
হইতে কেবল পুটদেশে প্রচুর ঘর্ম, হিগার  
সলফ।

রাত্রি বিশ্রহরের কাছাকাছি তজ্জাবস্থা,  
এবং নিজাবস্থায় (during slumber)—  
ফেরম্।

মধ্য রাত্রির কাছাকাছি সময়ে প্রথমে  
মস্তকে প্রচুর ঘর্ম হইয়া পরে বক্ষস্থলে প্রচুর  
ঘর্ম, কস্ফরিক এসিড।

নিশীথ রাত্রে পটা ডিমের মত গন্ধ  
বিশিষ্ট ঘর্ম, টাকিসেসিগ্রা।

ঘর্ম মধ্যরাত্রির পরে, কয়েক রাত্রি ধরিয়া,  
টাকিসেসিগ্রা। মধ্য রাত্রির দিকে কিছু পরি-  
মাণ ঘর্ম—ব্রাইয়োঃ।

মধ্যম রাত্রির পর ঘর্ম এবং পিপাসা  
—ম্যাগনে সলফ।

প্রতি রাত্রেই মধ্য রাত্রির পর ঘর্ম, বিশেষ  
ভাবে বক্ষস্থলে—লাইকোপড।

মধ্য রাত্রির পরই সচরাচর ঘর্ম—আহার  
গ্রিস, ব্যারিয়েটাকার্ক।

নিদ্রাবস্থায় মধ্য রাত্রির পর ঘর্ম প্রাতঃ-  
কাল পর্যন্ত—কস্ফরাস।

মধ্য রাত্রে পর ঘর্ম—নক্স।

মধ্য রাত্রির পর ঘর্ম, সে ঘর্মে নিদ্রা  
ভঙ্গ করিয়া তুলে—বারবেরিস

রাত্রি ৩টার পর ঘর্ম—ব্রাইঃ

রাত্রি ৩টা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত  
সর্বদা প্রচুর ঘর্ম—মার্কিউরিয়স

নিদ্রাবস্থায় কেবল মস্তকে প্রচুর ঘর্ম  
—সিপিরা

নিদ্রাবস্থায় বিশেষ ভাবে পৃষ্ঠ  
এবং গলদেশে অধিক ঘর্ম—চারনা।

রাত্রে নিদ্রাবস্থায় রোগী ছটকট  
করে এবং ঘর্ম হইতে থাকে—ওপিয়াম,  
সলফর।

নিদ্রার পর আগ্রহ হইবার পরই  
সর্বদা ঘর্ম (নিদ্রাবস্থায় শুষ্ক উত্তাপ)  
সাবুকস।

ঘুমাইবার পর প্রত্যেকবার এমন কি  
দিবসেও প্রচুর ঘর্ম এবং তৎসঙ্গে অতিশয়  
দুর্বলতা এবং অবসন্নতা বোধ,  
আটিন অক্স।

কেবল রাত্রিতে নিদ্রার সময় ঘর্ম কিন্তু  
জাগিবা মাত্র ঘর্ম পামিরা বার, ইউফ্রেসিয়া।

রাত্রে নিদ্রার সময় ঘর্ম হয় না, কিন্তু মধ্য  
দিবাভাগে জ্ঞান আসিবা মাত্রই ক্রমাগত ঘর্ম  
নেট্রামমিউর।

রাত্রে প্রচুর ঘর্ম, তৎসঙ্গে নিদ্রা-  
ভঙ্গ, আগরণ মাত্রেই ঘর্ম বন্ধ, পুনরায় নিদ্রা  
আসিবা মাত্র ঘর্ম—কামোমিলা

রাত্রে প্রচুর ঘর্ম, তজ্জন্ত মোটেই দুর্বলতা  
অভূতব করেনা বেলোডোনা, সাবুকস।  
(মোটেই পিপাসা থাকেনা) নেট্রাম সলফ।  
সহবাসের পর ঘর্ম, এবং তৎসহ দুর্বলতা  
এবং ক্রান্তি, ফেরম্।

প্রতি রাত্রে প্রচুর ঘর্ম তৎসহ অগ্নি  
মান্দ্য, দুর্বলতা, যেন বন্ধা হইবার সম্ভা-  
বনা বোধ হয়, দুর্বলকর প্রচুর নিশাবর্ম  
সাইলিসিয়া, ব্যারাইটা কার্ক, মার্করি। মাস-  
কারীর ঘর্ম যদিও রাত্রে, কিন্তু দিবা ও  
রাত্রিতে ঘর্ম হওয়াও ইহার একটা লক্ষণ বটে।

কয়েক রাত্রি প্রচুর উত্তপ্ত ঘর্ম প্রাতে  
এবং শেষ রাত্রে দুর্বলতা, তাহার পর বন্ধে,  
পার্শ্বদেশে ঘর্ম—on breast and on  
sides, not lain upon and the  
axilla. বেজিনম্।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য আর লাইব না এখন পূর্ণ, মূল্য দিতে হইবে।



প্রতিদিন রাতে এবং প্রত্যুষে গরম ঘর্ম—  
আমন কার্য।

সমস্ত রাত্রি নিশাঘর্ম, তৎসঙ্গে গরম  
বোধ, কিন্তু গাত্র বস্ত্র খুলিতে পারে না।  
এসেটিক আসিড।

নিশাঘর্ম—প্রচুর এবং তুর্গন্ধময়, কার্বো  
এনিম্যাল—টকগন্ধযুক্ত গ্রাফাইটিস।

প্রচুর টকগন্ধযুক্ত নিশাঘর্ম—কষ্টিকম,  
হিপার সলফ, নক্স ভম্বিকা, সিপিরা, থুজা।

প্রচুর নিশাঘর্ম, তদ্বারা কাপড়ে হলুদে  
দাগ লাগে, যেন কাপড় তৈলে ডুবান হইয়াছে  
থুজা।

রাতে যেন চর্কী এবং তৈলময় ঘর্ম,  
এবং বস্ত্র শক্ত এবং খটখটে (Stiff) বোধ  
হয়—মার্ক সল।

শীতল এবং রক্তাক্ত নিশাঘর্ম (Houat's  
provings) কিউরেয়ার—কেবল বন্ধস্থলে,  
পৃষ্ঠে বজ্রাঘাতে নিশাঘর্ম—সিপিরা।

প্রচুর নিশাঘর্ম, কিন্তু কপাল ও বাড়  
শীতল, লাইকোপোডিয়াম—কেবল মুখে  
নিশাঘর্ম, ডুরেসা।

কেবল ঘাড়ের নিশাঘর্ম—রসটেক্স, কেবল  
পৃষ্ঠদেশে নিশাঘর্ম—সাইলিসিয়া—কেবল বগলে  
—সাইট।

রাতে কেবল শিরদাড়ায় ঘর্ম, কিন্তু হস্ত  
পদ ঘামে না—সাইকো।

রাতে কেবল হস্তপদে ঘর্ম—কোনায়ম।

উপর হইতে নিম্নদিকে পায়ের পাতা  
পগায়া ঘর্ম—সিপিরা।

রাতে কেবল জননেন্দ্রিয়ে ঘর্ম—  
বেলেডোনা।

রাতে অণ্ডকোষে প্রচুর ঘর্ম—সাইলিসিয়া।

রাতে কেবল পায়ের দিকে প্রচুর ঘর্ম  
Agar musc.

রাতে নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ জাহ্ন পর্যন্ত ঘর্ম,  
—আসেনিক আলব।

জাহ্নদেশে ঘর্ম—সংফর।

রাতে কেবল পা ছুপানিতে ঘর্ম—নাইটিক  
আসিড।

নিম্নাঙ্গে বিশেষতঃ হস্তে পদে ঘর্ম—জিক।

একদিবস অন্তর নিশাঘর্ম সাতিক এসিড,  
—সিপিরা।

রাত্রিকালে কাশী এবং নাসাসর্দি সহ  
ঘর্ম—ল্যাকেসিস, রাত্রিকালীন জরে, ঘর্মসহ  
শিশু বমন—ল্যাকেসিস।

—

নিশাঘর্মের চিকিৎসার অতি মনোযোগের  
সহিত কোন সময়, কোন স্থানে ঘর্ম হয়,  
উপরোক্ত লক্ষণগুলির প্রতি তীক্ষ্ণ মনো-  
যোগের সহিত মিলাইয়া নির্ধারিত ঔষধ  
প্রয়োগ করিলে নিশ্চয়ই সফল হইবে।  
এইটী অতি আবশ্যকীয় বিষয় বলিয়া বহু  
পরিশ্রমে ডাক্তার সালজার প্রভৃতির পুস্তকাদি  
হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠকগণকে উপহার  
দিলাম।

S. P. C.

( কাজের লোকের জ্ঞান )

ওয়ালটেরার যাত্রীর পত্র।

বহুদিবস হইতে ওয়ালটেরার যাইবার  
ইচ্ছা জন্মেরে বলবতী ছিল! হঠাৎ জনৈক  
বন্ধুর সম্মিলনে তাহা অল্প কার্যে পরিণত  
হইল। আমাদের ছুইজনের যাওয়ার দিন  
স্থির হইয়া গেল। অল্প ১৫ই মাঘ শনিবার  
নবমি তিথিতে সন্ধ্যা ৭টার সময় শুভযাত্রা  
করিয়া আমরা একখানা টিকা গাড়ীতে করিয়া  
একেবারে হাওয়ার আসিয়া পহুছিলাম। বলা  
বাহুল্য, আমাদের টিকিট কিনিবার জন্ত হাব-  
ডার ব্যস্ত হইতে হয় নাই, উহা পূর্ব হইতেই  
সংগৃহীত ছিল; সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্য  
বাদ। কেবল enquiry আকিসে খবর  
লইয়া জানিলাম যে, আমাদের গাড়ী ৮নং

প্লেটফরমে অপেক্ষা করিতেছে। আমরা  
অবিলম্বে আমাদের Luggage প্রভৃতি  
লইয়া তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম এবং  
১খানি খালি গাড়ী অমুসন্ধান করিতে লাগি-  
লাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় তখন সমস্ত গাড়ীই  
একেবারে জনতার পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।  
“নস্থান তিলধারয়েৎ” আমরা বিপদ গণিলাম,  
কারণ আমাদের সহিত দ্রব্য সানদ্রীও অনেক।  
তখন রাত্রি ৮টা বাজিয়াছে (Madras Mail)  
মাস্ত্রাজ ডাক গাড়ী ৮টা ১৫ মিনিটের  
সময় ছাড়ে। আমরা একবার গার্ড  
সাহেবের নিকট নালিশ করিলাম, কিন্তু  
তুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ফলই হইল না। তিনি  
বলিলেন, “Go by Puri Express (পুরী  
এক্সপ্রেস্ গাড়ীতে যাইতে বলিলেন) আমরা  
এইরূপ ইতঃস্তত করিতে করিতে ডাক গাড়ীর  
এঞ্জিন হইতে বংশীধ্বনি হইল এবং গার্ড  
সাহেবও একবার বংশী বাজাইয়া তাহার  
নিশানটী নাড়া দিয়া চালককে যাইতে  
ইঙ্গিত করিলেন। গাড়ী গজেন্দ্র গমনে  
এটেশন হইতে বহির্গত হইয়া গেল। আমরা  
কিং কর্তব্য নিমূঢ় হইয়া কেবল সেই পড়ীর  
দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। গাড়ী  
কাহারও বাধা মানে না, কাহারও কথা শুনে  
না, আমাদেরও হুঃখ বৃদ্ধি না। সে আপনার  
মনে তবু তবু শঙ্কে ধূম উদ্গীরণ করিতে  
করিতে নয়ন পথ অতিক্রম করিয়া  
গেল। এদিকে আমরা নিরুপায় হইয়া  
অগত্যা সেই গার্ড সাহেবের কথা  
মত পুরী এক্সপ্রেস্ গাড়ীর নিকটে  
আসিলাম। ঐ ৮নং প্লেটফরমের  
দক্ষিণ পার্শ্বে পুরী এক্সপ্রেস্ ছিল, আমরা  
তথায় আসিয়া ১খানি গাড়ীতে চড়িয়া  
বসিলাম।

গাড়ীতে আরও কয়েকজন তত্ত-  
লোক ছিলেন, তাহাদের সহিত কথাবার্তা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

চলিতে লাগিল। একজন বলিলেন “আপনারা কোথায় যাইবেন?” আমরা বলিলাম, “গুয়ালটোয়ার”। তিনি বলিলেন, মেলে যাইলে বড়ই ভাল হইত। আমি আর কিছু বলিলাম না, মনে মনে করিলাম, মেলে যাইবার ইচ্ছাত সম্পূর্ণই ছিল, কিন্তু হুঃদিষ্ট বশতঃ তাহা হইল কৈ? আর ১টা লোক বলিলেন, মেলে আর এক্সপ্রেসে অধিক পার্থক্য নাই, কেবল খুঁদি রোডে গাড়ী বদল করিতে হইবে আর ডাক গাড়ী অপেক্ষা কয়েক ঘণ্টা পরে পৌঁছবে মাত্র। সে বাহা হউক, আমাদের এইরূপ কথাবার্তা হইতেছে এমন সময়ে এক্সপ্রেসের বংশীধ্বনি হইল, আমরা গবাক্ষার দিয়া দেখিলাম, গাড়ী সাহেব তাঁহার বাগীচী বাজাইয়া তাঁহার হস্তস্থিত সবুজ পতাকাটা নাড়িতেছেন, আমরা তখনই মুখিলাম, এইবার গাড়ী ছাড়িল।

ঠিক রাত্রি ৮টা ৫৫ মিনিটে এ গাড়ী ছাড়িল। তখন আমরা দুর্গে বিপদনাশিনী কৈবল্যদায়িনী, কলুষনাশিনী, অধম তারিণী উদ্ধারণ করিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিলাম। কারণ ধরমুখে বাঙ্গালীর ঘর ছাড়িয়া যাওয়া বড় সোজা কথা নয়। এদিকে আমাদের বাপীরহান দীর্ঘ বাস কলিয়া ভাক্ ভাক্ ভাক্ ভাক্ শব্দে ধুম উদ্গীরণ করিতে করিতে দীগন্ত অন্ধকার করিয়া শন্ শন্ শন্ রবে প্রচণ্ড বেগে চলিতে আরম্ভ করিল, আমরা গাড়ীর দুই পাশে ভাকাটতেছি, যেন বুকসকল একটা অপর-টার ঘাড়ে পড়িতেছে; মাঠ সকল যেন প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণমান। মধ্যে মধ্যে এক একটা ষ্টেশন আসিতেছে এবং নিমেষ মধ্যে কোথায় চলিয়া যাইতেছে, তাহা নয়নগোচর হইতেছে না। এইরূপে গাড়ী বাগনান্ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিয়া একেবারে

রূপনারায়ণ নদ পার হইয়া কোলাঘাট ষ্টেশনে পৌঁছিল। রূপনারায়ণ নদ প্রায় গঙ্গার ন্যায় প্রশস্ত এবং উহার সেতুটা বড়ই সংরক্ষিতভাবে প্রস্তুত, কারণ ইহা দুই তিন বার ভাঙ্গিয়া গিয়া অনেক জীবন নাশ এবং অর্থ নাশ হইয়াছে, সেইজন্য এই সেতুর উপর গাড়ী অতি ধীরে ধীরে চলিয়া থাকে। এখান হইতে গাড়ী একেবারে খড়গপুর যাইবে। কোলাঘাট হইতে গাড়ী ছাড়িয়া অনেক বন, উপবন, নদ, নদী, মাঠ অতিক্রম করিয়া রাত্রি ১১টার সময় গাড়ী এই খড়গপুর পৌঁছিল; এখানে গাড়ী ২৫ মিনিট থাকিবে।

খড়গপুর বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানির একটা প্রধান ষ্টেশন; এখানে উক্ত কোম্পানির অনেকগুলি আফিস আছে এবং তাহাতে সাহেব বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান ও মাদ্রাজী লইয়া অস্থান দেড় হাজার লোক চাকুরী করে। খড়গপুর পূর্বে একরূপ ছিল না, তবে বি, এন, আর কোম্পানির অগ্রগৃহে এখন বেশ জমজমাট সহর হইয়াছে। গুনিলাম এখানকার জল বায়ুও মন্দ নয় এবং সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো, মিউনিসিপাল-টার অগ্রগৃহে পাকা রাস্তা ঘাট সমস্তই আছে। মোটের উপর বলিতে গেলে এখন ইহা একটা সুন্দর সহরে পরিণত হইয়াছে। বি, এন আর, কোম্পানীর বসে মেল খড়গপুর হইতে বক্রগামী হইয়া নাগপুর হইতে বরাবর বসে গিয়াছে। পুরুষিয়া, রাঁচি প্রভৃতি স্থানে যাইতে হইলেও এই ষ্টেশন হইয়া যাইতে হয়।

আবার গাড়ী ছাড়িয়া—কত নদ নদী, কত ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী পবনবেগে ছুটিতে লাগিল। এইরূপ দেড় ঘণ্টাকাল ছুটিবার পর একেবারে রাত্রি ১২ সময় কটাই রোডে আসিয়া পৌঁছিল। এ ষ্টেশনটা

তত বড় নয়; কিন্তু তথাচ এক্সপ্রেস দাঁড়াইল, অনেক আরোহিও নামিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, সকলেই কাঁধি যাইবে। কাঁধি এখান হইতে ১৬ মাইল অর্থাৎ ৮ ক্রোশ। পদব্রজে কিম্বা গো-বানে যাইতে হয়, অস্ত্র কোনরূপ যানের ব্যবস্থা নাই। এখানে গাড়ী ৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া পুনরায় প্রবল বেগে ধাবিত হইল। রাত্রি তখন ২টা বাজিয়াছে। আমার বহুটা তখন খুব নাসিকা ধ্বনি করিয়া মুখে নিজা যাইতেছেন, আমারও একটু শুইতে ইচ্ছা হইল, যদিও আমার গাড়ীতে কখন নিজা হয় না, তথাপি একটু বিশ্রামার্থে শুইয়া পড়িলাম। এক ঘণ্টা পর ট্রেন রূপসা জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানেও অনেক আরোহী নামিল, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই উড়িয়া। তাহার পর আবার কতকগুলি লোক সেই গাড়ীতে উঠিয়া তাহাদের দেশীয় ভাষায় এত জল্পনা কল্পনা আরম্ভ করিল যে, আমিও আর কিছুতেই ঘুমাইতে পারিলাম না, বলা বাহুল্য আমাদের গাড়ীর ঠিক পরে ১খানি তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ি থাকাতাই আমার এই কষ্ট; কিন্তু আমার বন্ধুর নাসিকা ধ্বনি একটুও কমে নাই; বাহা হউক, আমি উঠিয়া বসিলাম, এবং ভাবিলাম যে, এইবার আমরা বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া উৎকল রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। তাই কেবল উৎকল বাসীর কোলাহলই কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। আবার গাড়ি ছাড়িলে কিন্তু কোলাহল সমভাবেই চলিতে লাগিল। উহাদের কথাবার্তা কতক পরিমাণে বুঝিতে পারি, এবং উহারাও আমাদের কথা কিছু কিছু বুঝিয়া থাকে। ৫৬টা ষ্টেশন ছাড়িয়া গাড়ি এইবার দাঁতন ষ্টেশনে পৌঁছিল। কথিত আছে, পুরীর জগন্নাথ দেব নরকি এইখানে দাঁতন করিয়া খুব প্রাণাল

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

করিয়াছিলেন। রাত্রি তখন ৩টা বজিয়াছে। এখানে গাড়ি ৫ মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার ছাড়িল—২১৩টা ট্রেন অতিক্রম করিয়া দুইটা প্রকাণ্ড নদী অতিক্রম করিতে হইল। ১টীর নাম ব্রাহ্মণী, অপরটির নাম অলকনন্দা। এই দুইটা নদীর প্রস্থ প্রায় দুই তিন মাইল হইবে। এক একটা সেতু পার হইতে প্রায় ৪৫ মিনিট সময় লাগিয়াছিল। রাত্রি ৫:১০ টার সময় গাড়ি তদ্রক ট্রেনে পৌছিয়াছিল।

এখানে কেবল উৎকলবাসীর কোলাহল ভিন্ন অন্য কিছুই কর্ণ গোচর হয় না। কেহ নানিতেছে, কেহ উঠিতেছে, আর তাহাদের দেশীয় ভাষায় কথাবার্তা কহিতেছে; ইহা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন না হইলেও আমি অবাক হইয়া তাহাই দেখিতেছিলাম। এখান হইতে গাড়ি ছাড়িয়া কয়েকটা ট্রেন পার হইয়া এইবার বালেশ্বরে পৌছিল। বালেশ্বর উড়িয়া রাজ্যের মধ্যে একটা ছোট নগর। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত আছে, অনেক উকীল মোক্তার আছে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আছেন, ভাল ডাক্তারও আছেন। উড়িয়া বিভাগের অনেক লোক এই স্থানে মোকদ্দমার জন্য আগমন করে। রাত্রি ৪:১০টার সময় উবার কিঞ্চিৎ প্রাকালে গাড়ী একেবারে কটক সহরে আসিয়া পড়িল।

কটক বহুদিনের পুরাতন নগর এবং ইহার নৈসর্গিক শোভা অতি মনোহর। এই সহরের দুই পার্শ্ব দিয়া ২টা বড় বড় নদী প্রবাহিত। ইহার একটির নাম কাটমুড়ী, অপরটির নাম মহানদী, এই নদীদ্বয়ের প্রস্থ প্রায় ১১০ মাইল বা দুই মাইল হইবে। ইহার জল অতিশয় স্বাস্থ্যকর। এই দুইটা নদী প্রবাহিত থাকার কটক সহরকে একটা স্বাস্থ্যনিবাস বলিলেও অত্যাতি হয় না। এই দুইটা ভীষণ

নদীর হাত হইতে কটক সহরকে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ৫০০শত বৎসর পূর্বের সুবলমান বাদসাহগণ ইহার দুইদিকে প্রকাণ্ড উচ্চ বাধ দিয়াছিলেন, আজও সেই বাধ সাধা-নের নয়নগোচর হইতেছে। সময়ে সময়ে বর্ষাকালে এত বড় উচ্চ বাধ ছাড়াইয়াও জল উঠিয়া থাকে দুইটা নদীর মধ্যে মহানদীর স্রোত অত্যন্ত অধিক ছিল। আমাদের কোম্পানী বাহাদুর এই নদী হইতে ১টা নাল কাটিয়া বরাবর সমুদ্রে মিশাইয়া দিয়াছেন, সেই অবধি এই ভীষণ নদীর বেগ একেবারে কমিয়া গিয়াছে।

ক্রমশঃ

## Cattle Diseases.

### গো-চিকিৎসা।

#### তড়কা (ANTHRAX)

—:—

ঐকুজবিহারি দে লিখিত।

সম সংজ্ঞা—চার্কন, তড়কা, পশ্চিমা (বঙ্গদেশ)।

রোগ পরিচয়। —এই ব্যারাম সকল দেশে সমস্ত জন্তরই হইতে পারে। এই পীড়া মানুষেরও হয়। পশুদিগের মধ্যে গরুর এই ব্যারাম অধিক মারাত্মক। এই রোগ কাহাকেও একবার আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায়ই হয় না। কারণ প্রথম আক্রমণেই গোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যদিও এই ব্যারামে রোগী প্রায়ই বাচেনা, কিন্তু গো-বসন্ত অপেক্ষা এই ব্যারাম সচরাচর কম মৃষ্ট হয়। এই রোগ ভয়ানক সংক্রামক। হঠাৎ আক্রমণ, দ্রুত দ্রুত অবস্থার পরিবর্তন ও মৃত্যু ইহার প্রধান লক্ষণ। সেবা কুক্ষণকালে এট পীড়া মানুষেরও হইতে পারে।

কারণ তত্ত্ব। —এই রোগের বিষ খাস প্রাণস অথবা থাকের সহিত শরীরে প্রবিষ্ট

হয়। না থাকিলে তাহাতে বিষ প্রবেশ করিয়া করিয়া রোগ জন্মাইতে পারে। দূষিত চারণ ভূমি, খাদ্য ও পানীর রোগাৎপত্তির মুখ্য কারণ। জলাবৃত্ত ভূমিতে চরিত্তা অনেক গোক এক সময়ে রোগগ্রস্ত হয়। আবার মাস হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত এই রোগ সাধারণতঃ মৃষ্ট হয় কিন্তু বৎসরের যে কোন্ সময়ে এই রোগ হইতে পারে। এই রোগের অনুপ্রায়মানাবস্থা কয়েক ঘণ্টা হইতে ৫৬ দিন পর্যন্ত।

লক্ষণ। —এই রোগে রোগী এত হঠাৎ প্রাণত্যাগ করে যে, কোন লক্ষণই টের পাওয়া যায় না। রাত্রিতে গৃহস্থ, গো-গৃহে গোক ভাল দেখিয়া আসিল, প্রাতঃকালে গিয়া দেখিল, গরু মরিয়া গিয়াছে। গোক খাই-তেছে, কিম্বা চরিতেছে, হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া গিয়া ২১ ঘণ্টার মধ্যে প্রাণত্যাগ করিল। মৃত্যুর পরে নাসিকা, মুখ ও মলবার দিয়া রক্ত নিঃসৃত হয়।

এই রোগে যে সকল গরু ২১ দিন বাঁচে, তাহাদের লক্ষণ নিয়ে বিবৃত হইল। অত্যুগ্র অর ও ভয়ানক উত্তেজিত অবস্থা ইহার প্রথম লক্ষণ। অস্থিরতা, লাগিমারা, গের্ণা গের্ণা শব্দ করা, দাঁত কিড়মিড় করা ইহার পরবর্তী লক্ষণ। এই সময়ে রোগী ভয়ানক নিস্তেজী হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যদি রোগী অধিক সময় বাঁচে, তবে রোগী ঘন ঘন খাস প্রাণস ফেলিতে থাকে; খাসকুচ্ছ হয়। কষ্টে পা ফেলিয়া হাঁটে; মাংস পেশী নিশ্চর কৃষ্ণিত ও সংপ্রসারিত হয়। মুখ হইতে লালা ও প্রেম্মা নিঃসৃত হয়। রোগী সহজে দুর্বল হয়। পেটবেদনা, উদারময় ও আমা-শয় হয় এবং রোগী যন্ত্রণায় ছটকট করে। প্রাণাধ লালবর্ণ হয় ও মলে রক্ত মিশ্রিত থাকে, এই সময়ে রোগী এত দুর্বল থাকে যে, শুইয়া থাকিতে ভালবাসে। সময়ে সময়ে রোগী

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ভাকমাশুল পাঠান।

কা:—১০

কাপির কাপির মাটিতে পড়িয়া যায় এবং তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

**বাহ্যিক লক্ষণ।**—হানে হানে কঠিন সীমাবদ্ধ ক্ষীতি দেখিতে পাইবে। প্রথমে উহাতে অতিশয় বেদনা হয় এবং বর্তুলাকার দারুণ করে। এই ক্ষীতি শরীরের যে কোন অংশে হইতে পারে; কিন্তু সচরাচর কণ্ঠ, গলায়, কাঁধে অথবা পেটের উপরিভাগে হয়। পরে ক্ষীত স্থান শীতল হয়, উহাতে বেদনা থাকে না এবং উহা গচে। রোগী আরে ভুগিতে থাকে; শিলিতে পারে না, খান প্রাশাসে কষ্ট অনুভব করে। শরীরাত্তরাপেক্ষা বাহিরে এই রোগ প্রকাশ পাইলে তত মারাত্মক হয় না।

**ভোগকাল।**—কয়েক ঘণ্টা হইতে ৫-৬ দিন পর্য্যন্ত। সচরাচর ২১ দিন মধ্যে কিম্বা তাহাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যু ঘটে।

**ভাবীফল।**—সন্তোষজনক নহে। শতকরা ৮০-৯০ হইতে ১০০ পর্য্যন্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। পীড়া অধিক স্থায়ী হইলে কোমর কোন রোগী বাচে এবং তাহাদের চিকিৎসা করিবে।

**চিকিৎসা।**—বলকারক পথ্য যথা ছাতু, ফেন, ভাত ইত্যাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে দিবে। রোগীকে আত্যন্তিক বিষ-দোষনাশক ও উত্তেজক ঔষধ খাওয়াইবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে জোলাপ দিয়া বাছে করা-ইবে। অতি নিরোচক জোলাপ দিবে না। পানীয় জলের সহিত ১০ ছটাক লবণ ও ১০ কাঁচা সোরা প্রত্যাহ পান করিতে দিবে। রোগীকে ১০ কাঁচা পরিমাণ তাম্বিন তৈল অথবা ১০ কাঁচা পরিমাণ কার্বলিক এসিড পাঁচ পোয়া ফেনের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিবে ও পরে নিম্নলিখিত আত্যন্তিক

বিষয় ও উত্তেজক ঔষধ প্রতি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।

সোহাগা	...	...	১ তোলা
কপূর	...	...	১ তোলা
দেশী মধ	...	...	১/২ পোয়া
কার্বলিক এসিড	...	...	৬০ কোঁটা
ফেন	...	...	১/২ সের

রোগীর অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইলে ঔষধ ও ১ ঘণ্টা অন্তর দিতে হইবে।

**বাহ্যিক চিকিৎসা।**—ক্ষীত স্থান উত্তপ্ত লোহ দ্বারা পোড়াইয়া দিবে ও পরে উহাতে মিঠা তেল লাগাইবে।

**টিকা।**—এই রোগের নিবারক টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে। রোগের আবির্ভাব হওয়া মাত্র রাজস্ব-সে আবেদন করিবে।

**মাংস ও দুগ্ধ।**—এই রোগের পীড়িত পোকর মাংস ও দুগ্ধ মাংসের অত্যন্ত, খাইলে রোগগ্রস্ত হইবে।

**প্রতিরোধাত্মক চিকিৎসা।**—সংক্রামক রোগের প্রতিবিধানোপযোগী নিয়মগুলি সম্যকরূপে পালন করিবে। (কৃষক)

## House hold Informations.

সাময়িক মিত্তান প্রস্তুত প্রণালী।

—•••—

শীতকালে কলিকাতা সহরে কতকগুলি সমযোপযোগী মিষ্টান প্রস্তুত হয়, তজ্জন্ত কলিকাতা বিখ্যাত বটে। সে গুলির প্রস্তুত প্রণালী পল্লিবাসী গৃহস্থ লোকে করিতে পারিলে বসনা পরিতৃপ্ত হইতে পারে।

কলিকাতা সহরে এ সময় প্রচুর কমলা-লেবু। বাজারে উৎকৃষ্ট মিষ্টান প্রস্তুতকারগণ এ সময় কমলা-লেবুর মিষ্টান, যথা কমলা

লেবুর বরফী, সন্দেশাদি প্রস্তুত করেন। কমলা-লেবু এ সময় প্রায় সকল স্থানেই পাওয়া যায়, অবশ্য কলিকাতা চইতেই আমদানী হইয়া থাকে। আজ ইহার প্রস্তুত প্রণালী বলিতেছি। কমলালেবুর বরফী ২ প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—কীরের এবং ছানার বরফী।

### কীরের বরফীর প্রকরণ।

প্রথমতঃ সেই সুপক কমলালেবুর কোয়া ২১ সের লইয়া তাহাদের পাতলা আব-রণ ছাড়াইয়া এবং বোজ ফেলিয়া দিয়া একটা প্রস্তরের পাত্রে রাখিয়া দাও। তাহার পর দুধ ২১ সের, চিনির রস ২১ সের, এলাচ চূর্ণ অর্ধ তোলা এবং গোলাপী আতর অর্ধ তরি সংগ্রহ করিয়া রাখ।

প্রথমে একখানা পরিষ্কৃত কড়াইয়ে দুধটাকে জ্বালে চড়াইবে এবং দুধ জ্বালে ঘন ২ নাড়িতে হইবে। দুধ ঘন ধরিয়া বা চুইয়া না যায়, তাহা হইলে সমস্তই নষ্ট হইবে। দুধ ঘন হইয়া থাকিলে তাহাতে ছাড়ান লেবুগুলি দিয়া নাড়িতে থাকিবে, যখন আরও ঘন হইয়া আসিবে, তখন চিনির রস তাহাতে ঢালিয়া দিয়া ঘন ঘন দুধ জ্বালে হাতার দ্বারা নাড়িয়া নাড়িয়া যখন পাক হইয়াছে অর্থাৎ হাতায় করিয়া একটা শীতল পাত্রে একটু লাগাইলে বেশ জমিয়া আসিতেছে বুঝিতে পারিবে, তখন কড়াই খানিকে নামাইয়া ইহাতে আতর এবং ছোট এলাচের গুড়া গুলি দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করত এক-খানা পিতলের পরাতে বা খালার ঢালিয়া দিয়া সর্বত্র সমভাবে জিনিষটা বিস্তৃত করিয়া দিবে, যখন বেশ জমিয়া বাইবে, তখন ছুরি দ্বারা চৌকা আকারে কাটিয়া লইলেই কমলা-লেবুর বরফী হইয়া গেল। কেহ কেহ কীরের সহিত ফেবল কমলালেবুর খোসা দিয়া

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

থাকেন, তাহা পাক শেষ হইলে বাছিয়া ফেলিয়া দেন। ফলতঃ এ উপায়েও সুন্দর কমলালেবুর গন্ধ হইয়া থাকে।

—

### ছানার কমলালেবুর বরফী।

বাঁকা অংশ ছেনা ২৥, ৪টা কমলালেবুর ছাল, চিনি তিন পোয়া হইতে ১১ সের এবং গোলাপী আতর কিঞ্চিৎ। কেহ কেহ ইহা দেন না।

প্রথমত ছানা এবং চিনি বা চিনির রস করিয়া একত্রে পাকে চড়াইতে হইবে, এবং ঘন ঘন তাড়ু বা খুস্তি দ্বারা নাড়িতে হইবে। ছেনা এবং চিনি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া যখন ফুটিতে থাকিবে, তখন কমলালেবুর ছালগুলি তাহাতে ফেলিয়া দিতে হইবে এবং ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যখন পাক হইয়া যাইবে, তখন নামাইয়া উহাতে সামান্য ছোট এলাচের চূর্ণ এবং ৬৭ ফোঁটা গোলাপী আতর দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে হইবে, তাহার পর কাঁজের বারকোশে বা থালায় পূর্ণোক্ত পদ্ধতিতে ঢালিয়া শীতল হইলে ছুরি দ্বারা বরফীর আকারে কাটিয়া লইতে হইবে। ছেনার সন্দেশ নরম ও কড়া দুই প্রকার পাকের হইয়া থাকে। নরম পাকের সন্দেশ কোমল হয়, কিন্তু কড়া পাকের সন্দেশ একটু শক্ত হইয়া থাকে।

### পেস্তার বরফী।

আর একটা মিষ্টান্ন এ সময়ে কলিকাতায় যথেষ্ট প্রচলিত, ইহার নাম পেস্তার বরফী। ইহার প্রস্তুত প্রণালীও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বাঁকা ছানা	২৥০
পেস্তা	২৥০
চিনি	৩ পুয়া

প্রথমে ছানার পূর্ণোক্ত প্রকারেব সন্দেশের পাক করিয়া তাহার পর পেস্তাকে শীতল হইয়া এই সন্দেশের পাকে দিয়া তাড়ু দ্বারা নাড়িয়া মিশাইতে হইবে, শীতল হইলে বরফীর মত কাটিয়া লইতে হইবে। কেহ কেহ এ সকল বরফীর উপর সোণালী ও রূপালী ভবক দিয়া তাহার পর ছুরি দ্বারা কাটিয়া থাকে। ইহা দ্বারা কেবল দেখিতে সুন্দর দেখায়। ভবক কলিকাতার মসলার দোকানে ১৫ পয়সায় এক এক খানা ক্ষুদ্র পুস্তকের আকারে পাওয়া যায়, সেই বহির পাতায় পাতায় এই ভবক লাগান থাকে।

### লেবু রসের গুণ।

—

কাগজী কিংবা পাতি লেবুর রস প্রত্যহ সৈন্ধব লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গরমজলে মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

পিত্তাধিক্য অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

পিত্তাধিক্যে কাশীর চিনির সহিত লেবুর রস ব্যবহার পরম হিতকারী।

লেবুরসের সহিত মিছরির গুঁড়া মিশাইয়া মধ্যে মধ্যে সেবন করিলে বমন ইচ্ছা প্রশমিত হয়।

ভাতের সহিত লেবুর রস ব্যবহারে অকচি সারিয়া যায়।

পাতি লেবুর শাঁস, পুরাতন স্ক্রুভের সংযোগে প্রলেপ দিলে শিরঃশীড়া ভাল হয়।

মেলেরিয়া প্রধান দেশে প্রত্যহ লেবু রস ব্যবহার করিলে সহজে মেলেরিয়া আক্রমণ করিতে পারে না।

কলকথা লেবুর রসে বহুভেদে জিয়ার সাহায্য হয়, কোষ্ঠ সাক্ হয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু সরল হয়।

ইহার বাহু প্রয়োগে আবার মানব দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয় :—

সামান্য পরিমাণ লেবুর রস জলসংযোগে বাহুলতা, ঘাড়ে মুখে, মর্দন করিলে শুষ্ক যে মুখের রং কসাঁ হয়, তাহা নহে, ইহা দ্বারা চন্দ্র কোমল হয়।

ম্যাগনেসিয়া এবং লেবুর রস একত্রে মিশাইয়া উত্তমরূপে ফেটাইয়া মুখে, হস্তে, হস্ততলে গ্রীবার ব্যবহার করিলে নারীগণের অপূর্ণ স্ত্রীবৃদ্ধি হয়, এমন কি কাল চাওড়াও একটু কসাঁ হইয়া পীড়ায়। ইহা মুখ প্রভৃতি স্থানে লাগাইয়া ১৫ নিমিট কাল রাখিয়া তাহার পর ধৌত করিয়া ফেলিতে হয়। ইহা দ্বারা মুখের ও ঘাড়ের কৃষ্ণিত দোল মাংশ বেশ স্বেচ্ছা হয়।

নখের দাগ প্রভৃতি উপসর্গে এক চামচ লেবুর রস এক বাটী গরম জলে মিশাইয়া নখ এবং হস্ত ধৌত করিলে নখের দাগ সঠি হইয়া নখগুলি বড় সুন্দর হইবে।

ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া দেশে স্নানীয় জলে লেবুর রস মিশাইয়া স্নান করা একটা বিশেষ আনন্দ-দায়ক ভোগস্বপ্নের মধ্য গণ্য। ইহার স্নানীয় জলে কতকগুলি লেবুকে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়, তাহার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে লেবুর রসকে কচলাইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নান করিয়া থাকে।

মুখ ধুইবার সময় জলে লেবুর রস দিয়া ধাবন করিলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং ইহাতে দস্ত ও মুখরোগ নিবারিত হয়, ইহা প্রত্যক্ষ। ইহা দ্বারা দস্তের মূলে যে Tarter বা এক প্রকার চুণের মত দ্রব্য জমিয়া পীড়িত আত্মা করে, তাহা জন্মিতে পারে না।

বাহ্য রক্ষার সহায়তা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি-

পুরাতন “কাঁজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



করা ব্যতীত বস্তাদিতে দাগ লাগিলে বাহতে কোন প্রকার রঙের দাগ লাগিলে লেবুর রস এবং একটু সামান্য মাত্র লবণ একত্রে মিশাইয়া দাগের উপর মর্দন করিয়া ধোত করিলে তাহা অনায়াসে উঠিয়া যায়।

লেবুর এতগুলি আবশ্যকীয় গুণ আছে, পাঠকগণ পরীক্ষা করিলে ইহার প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইবেন। আমরা “কাজের লোকে” পূর্বেও বহুবার লেবুর বহু গুণের কথা লিখিয়াছিলাম, কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা বলিতে পারি না।

### ভাতই পৃথিবীর প্রধান খাদ্য।

ভারত, চীন ও জাপানে লোক ভাত খায়, একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি চীন ও জাপানে বাস করিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, তাহাদের মধ্যে অজীর্ণ রোগ নাই। গম, বালী প্রভৃতি শত যেমন পুষ্টিকর, ভাতের এক গুণ আছে ইহা অল্প কোন শতের নাই; ভাত এক শরীরের হজম হয়, কিন্তু অল্প ভাত আড়াই হইতে লাগে তিন শরীরের হজম হয়। শীত হজম হয় বলিয়া ভাত পাকস্থলী হইতে শীত বাহিরে যায় এবং সেই জন্য শরীর শক্তির অপচয় না হইয়া সঞ্চিত হইয়া থাকে। আর্ছাটা চালই সর্বাঙ্গেকা ভাল, ইহা যদিও দেখিতে একটু অপরিষ্কার, কিন্তু জাপানী ও চীনায়া ইহাই ব্যবহার করে। ইহা ব্যতীত কোন কোন ডাক্তারের মত এই যে, আর্ছাটা চাল ব্যবহার করিলে বেরী বেরী রোগ হয় না। সন্ধি:

“নিহার” বলিতেছেন:—

“কাজের লোক” মাসিক পত্র। ইহার এই নাম গ্রহণ করা সার্থক হইয়াছে।

“কাজের লোক” প্রকৃতই বেকার ও কর্মহীন

ব্যক্তিদের পথ প্রদর্শক। ইহাতে যে সকল কাজের কথা বাহির হয়, তদনুসরণ করণে প্রবৃত্ত হইলে লোকে স্বাধীনভাবে বেশ জীবিকাার্জন করিতে পারে। আলোচ্য সংখ্যার—গদ সংগ্রহ, গাহ’দ্য শিল্প, পশমী বস্ত্র ধুটবার সাবান চূর্ণ, অজীর্ণ চিকিৎসা, হাঁপানী ও মাকসার জাল প্রভৃতি কডকগুলি অতি দরকারী বিষয় আছে। বার্ষিক মূল্য ২১ টাকা। প্রাপ্তি স্থান ১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

### কলিকাতার বাজার দর।

—:—

বিশেষ ত্রুটিব্য:—কলিকাতার বাজার দর প্রত্যহই কম বেশী হইয়া যায়। একটা মোটা মুঠা ধারণার জন্য এই দর দেওয়া হইয়া থাকে মাত্র।

রেডীর তৈল	১৩	হইতে ১৮	মণ
সরিসা	১৪	”	১৬
নারিকেল	২০	”	২৩
তিল	২০	”	২৮
বাদাম	১৭	”	১৮
তিসি	১৬	”	২০
পাটনাই চাউল	৫৬	”	৬০
সিটি	”	”	৫০
ভাল টেবল	৭১	”	৭১
ভাঙ্গা	৫৬	”	৩০
উৎকৃষ্ট	—	”	৫৬
খুব পুরাতন বাকতুলসী	৮১	”	৮১
চিনি শকর নুতন	৭	”	৭১
দাদধানী	৬০	হইতে ৬১	মণ
বাকতুলসী	৫৬	”	৬০
কলের সিদ্ধ	৫১	”	৫৬
চেকির	৫৬	”	৬০
বালাম	৬০	”	৭

নাগরা	৫	”	৫১
কলের রাজী	৫০	”	৫৬
চেকি	৫০	”	৫৬
পুরী	৫	”	৬
কাজলা	৪০	”	৪০
রেসুন	৪০	”	৪৬
অরহর দাইল	৫১	”	৫৬
মটর	৪১	”	৫১
খেশারী	৩০	”	৪০
মুগ (সোনা)	৬	”	৭
খাড়ীমুত্তর	৬১	”	৮
আটা	৫৬	”	৬০
জুজি	৬৬	”	৭০
ময়দা	৫১	”	৫৬
কাশীর চিনি	১২	”	১৫
সোমসারা	৮১	”	১০

### “Businessman”

### Poor Charitable Dispensary.

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।  
পরদুঃখ কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃবলের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া যাহা সাধারণ হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

“কাজের লোক” সম্পাদক।

২৫২এ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা,  
ললিত প্রেসে শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭ নং অক্সফোর্ড স্ট্রের লেন হইতে প্রকাশিত।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৥০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।

New Series.

নব পর্য্যায়।

Vol. X.

৩য় সংখ্যা।

MARCH 1916

মার্চ ১৯১৬।

No. 3.

### Notes of Interest.

আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহ।

### ভারতবাসীদিগকে সৈন্য হইবার জন্য আহ্বান।

ফ্রান্স ভারতবাসীদিগকে সৈন্যদলভুক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। সেদিন চন্দননগরের বাঙালী যুবকদিগকে সৈন্যদলে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। এতদুপলক্ষে এক সভা হইয়াছিল। চন্দননগরের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ লোক-সভার উপস্থিত ছিলেন। কব্রাসী গবর্ণর সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থল সামান্য মৈত্রী, স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ জিহ্বা রক্তিত পুতাকা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছিল। সর্বপ্রথমে

“বঙ্গ আমার, জননী আমার” এই হৃদয় উন্মাদক সঙ্গীত হইয়াছিল। এই চির নবীন চির প্রাণপ্রদ সঙ্গীত সভাক্ষেত্র প্রাণময় করিয়া তুলিয়াছিল। সঙ্গীতের অবসানে কব্রাসী গবর্ণর মিঃ ভিনসেন্ট এক প্রাণম্পর্শী বক্তৃতা করেন। যে সমস্ত যুবক প্রাণদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছেন :—তোমরাই সর্বপ্রথমে স্বদেশাভিযোগ প্রদর্শন করিয়াছ এবং ফ্রান্সের সৈন্য হইবার জন্য অগ্রসর হইয়াছ। তোমরা ফ্রান্সকে যেরূপ ভালবাস, ইতিপূর্বে কার্য্য দ্বারা তাহা দেখাইবার তোমাদের সুযোগ হয় নাই, কিন্তু এখন আনি, স্বদেশাভিযোগের দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়াই তোমরা ফ্রান্সের সৈন্যদলভুক্ত হইতেছ। ফ্রান্স তোমাদের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়াছেন, সুতরাং ফ্রান্সের জন্য

আয়োজন করা প্রত্যেক যুবকের কর্তব্য কর্ম্ম। ফ্রান্স তাহার বিপদের সময় তোমাদের সাহায্য-ভিক্ষা করিতেছেন, এই সময়ে কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করা হইতেছে। ফ্রান্সের জন্য অনেক রক্তদান করিয়াছে, তোমরা ফ্রান্সের শুভস্বরূপ, ফ্রান্স তোমাদের সাহায্য ভিক্ষা করিতেছেন, ফ্রান্সের স্বাধীনতা তোমাদেরই রক্ষা করিতে হইবে। ফ্রান্স তোমাদিগকে বিশ্বাস করেন, তোমাদের প্রতি ফ্রান্সের ভালবাসা চিরস্থায়ী হইবে। চন্দননগর সর্বপ্রথমে আহত সৈন্যদের সেবার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন চন্দননগর কোন লাভের প্রত্যাশার এই মহৎ কার্য্য করেন নাই। কিন্তু এখন ফ্রান্স চন্দননগর হইতে আরও কিছু আশা করিতেছেন। জীবনের অপেক্ষা প্রিয়তম

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

আর কিছু নাই, কাল তোমাদের প্রাণ চান। তোমরা করাসী পতাকা তলে সববেত হইয়া প্রাণদানের জন্য প্রস্তুত হও। জীবন করুন, ক্রালের বেন সৈন্যের অভাব না হয়! সৈন্যের অভাব হউক না হউক, তোমরা ক্রালের এক অঙ্গ, এক অংশ, সুতরাং ক্রালকে রক্ষা করা তোমাদের কাৰ্য। অসত্য আর্ষণ যুদ্ধের জন্য সুধার্ত্ত হইয়াছে, তাহাকে দমন করিতে হইবে, তাহাকে তাড়াইয়া তাহার বাড়ী পর্যন্ত পহুঁছাইয়া দিতে হইবে। ক্রালের সৈন্যবল বৃদ্ধির জন্য তোমাদের নিকট নিবেদন করিতেছি। ক্রাল তাহার সমস্ত উপনিবেশের যুবকদের সাহায্য চাহিতেছেন, ক্রাল বিশ্বাস করেন, তাহার এই আবেদনে কর্পাত না করিয়া কেহই থাকিতে পারিবেন না, সকলেই আনন্দ ও উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ক্রালের আশা পূর্ণ করিবেন। করাসীদের বীর্য দেখিয়া সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে পুলকিত হইয়াছে, তোমরা যে ক্রালের সন্তান, জীবন দান করিয়া তাহার প্রাণ দিতে হইবে।

গবর্ণরের প্রাণ উন্মাদিনী বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থলে মহা উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। সভাস্থ সমস্ত লোক “ক্রালের জয় হউক” সাধারণতঃ চিৎকারী হউক।” বলিয়া ঘন ঘন আনন্দধ্বনি করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত কল্পিত করিয়াছিলেন।

বাবু মতিলাল রায় বাঙ্গালী জাতির বর্তমান হৃদয়ভেদী দুঃসংসার বর্ণনা করা বলিলেন, জীবন-রূপা অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার করুণায় এমন অবস্থা আসিয়াছে, যখন বাঙ্গালীকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া অত্যাধিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিলে বাঙ্গালীর জাতীয় উন্নতির পথ অবাধ হইবে। বাহাদুরী দেখাইবার জন্য এই সভা আহ্বান করা হয় নাই। ক্রালের

সাহায্য করা ও তাহার জন্য যুদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য, তাই এই সভা আহূত হইয়াছে। কাল আমাদের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের জন্য প্রতিশোধের জন্যই আমরা ক্রালের হইয়া লড়াই করিব, উহা বেন কেহ মনে না করেন। বাঙ্গালীর শক্তি প্রকাশের জন্য প্রেরিত হওয়া প্রয়োজন। সেই প্রাচীন অপবাদ যে, বাঙ্গালীরা ভীক, কাপুরুষ, জগতের সমুখে ইহা মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের সৈন্য হওয়া প্রয়োজন। আমরা দেখাইব, পৃথিবীর অন্য বীর জাতির ন্যায় আমরাও শৌর্যবীৰ্য সম্পন্ন জাতি। বাঙ্গালীর প্রাচীন অপবাদ কালনের সুযোগ আসিয়াছে, অতীব সহস্র সহস্র বাঙ্গালী যুবক তবে এস, সৈন্য দলভুক্ত হইয়া জগতের গৌরব সংস্থাপন কর।

চন্দ্রনগরের নগরপাল বলিলেন “আমরা যদি ক্রালের আহ্বানে বধির থাকিতাম, তবে তাহা অপেক্ষা লজ্জা ও কলঙ্কের বিষয় আর কিছু হইতে পারিত না। বাঙ্গালী সৈন্য দল গঠন কার্য বাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য সকলের প্রাণ মন যত্ন করা কর্তব্য।

বাবু হারাধন বন্দী সৈন্যদল ভুক্ত হইয়াছেন। তিনি গবর্ণরকে ধন্যবাদ করিয়া বলিলেন, আজ এই সুখের দিনে বাঙ্গালীর সুপ্রভাতের দিনে—বাঙ্গালীর বহুকাল পোষিত আশা সকলের দিনে এখানে ছইজন স্বদেশ-প্রেমী লোককে দেখিতে পাইতেছি না। বলাই চান্দ দে ও পূর্ণ চন্দ্র দে আজ বন্দী হইয়া রহিয়াছেন। যদি আজ তাহার স্বাধীন থাকিতেন, তবে সর্বাঙ্গে তাহারাই সৈন্য হইবার জন্য অগ্রসর হইতেন।

ক্রাল অতি সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন। করালী, মাস্তাজী ও বাঙ্গালী সে রাজ্যের সন্তান। ক্রাল করালীকে যেমন রাজ্য রক্ষার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, মাস্তাজী ও বাঙ্গালী

দিগকেও তেমনই ডাকিয়াছেন! ক্রাল করাল মাস্তাজী ও বাঙ্গালী কে সমান পদ, সমান বেতন, সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ইংরেজদিগকে সৈন্য সৈন্য দলভুক্ত করিবার জন্য বাধ্যতা মূলক এক আইন করিয়াছেন। যদি ভারতবাসীকে সৈন্য হইবার জন্য আহ্বান করিতেন, তবে সে আইন প্রণয়নের কোন প্রয়োজনই হইত না, আমরা এখনও বলি, ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট ভারতবাসীদিগকে ডাকুন, ভারতের ২০ লক্ষ যুবক সৈন্য দলভুক্ত হইবার জন্য উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইবে। সঙ্গী:

## National fund.

## জাতীয় ভাণ্ডার।

বিশ্ববিশ্বাসযোগ্যতার সময় দেশের সর্ব প্রেমীর লোক এমন কি মুটে মজুর পর্যন্ত সত্যি গিয়া কিছু কিছু দিয়া যে জাতীয় ভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার সবন্ধে—টাকাটা কোথায় আছে—কি হইল বা কি হইবে, এই লইয়া নানা আন্দোলন হইয়াছিল, কিন্তু এই জাতীয় ধন বাহাদের নিকট ছিল, তাহাদের নিকট হইতে সাধারণ বৈশ সন্তোষজনক কিছু না শুনিতে পাইয়া এ দেশের প্রতিষ্ঠিত সমস্ত কার্যেই অনাস্থাবান হইতে বাধ্য হইয়াছিল। সম্প্রতি শুনিতেছি, এই জাতীয় ধন ভাণ্ডার ১৮৬০ সালের ১১ আইন অনুসারে রেজিষ্টারী করার আয়োজন হইতেছে। ভাল কথা। এদেশের সাধারণ বাহাতে এদেশের অর্থ ঠানের প্রতি প্রত্যাশন করেন, দেশের নেতাগণের তাহা বিশ্বস্ত হওয়া উচিত চহে। কেননা সময়ে সন্তোষজনক কিছু করিলে দেশের বহু কারবারের হস্ত অধঃপতন নাও হইতে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পারিত। গত শোচনা ন্যস্তিঃ। বাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এখন বাহাতে জন সাধারণের প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ধন ভাণ্ডারের সঙ্গতি হয়, তাহারই উপায় হইতেছে দেখিলেই দেশের অনেক সাধন সাধিত হইবে। এই জাতীয় ধন ভাণ্ডার এখন জাতীয় ধন ভাণ্ডার সমিতি নামে রেজিস্ট্রী কৃত হইবে। নিম্নে আমরা সমিতির উদ্দেশ্যাদি সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশ করিলাম। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য যে এতদিন টাকাটা কোথায় কিরূপে ছিল, এবং কোনরূপে কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছে কিনা, বর্তমানে মোট কতটাকা আছে, ইহার একটা আশুল্য বৃত্তান্ত সাধারণের গোচরার্থে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইলে জন সাধারণের যদি কিছু ভ্রান্তি ধারণা জন্মিয়া থাকে, তাহা অপসারিত হইয়া যাইবে পুনরায় অনেক সদাশয় ব্যক্তির সাহায্যে হ্রত ভাণ্ডারের পুষ্টি সাধন হইতে পারিবে। কারণ লোক মত কদাচ উপেক্ষার বিষয় নহে, এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উদ্যোগী হইলে লোক মতের উপর শ্রদ্ধাবান হওয়া শুদ্ধ কর্তব্য নহে, সাধারণ হিতকর কার্যের ইহা একটা প্রকৃষ্ট উপায় মধ্যে গণ্য।

এই সমিতির উদ্দেশ্য এই;—(১) ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন। ভারতবাসীদিগকে যথোচিত শিল্প বিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া।

(২) বাঙ্গালা দেশের সুবিধাজনক নানা কেন্দ্রে বয়ন ও রজন বিভাগের প্রতিষ্ঠা করা।

(৩) দেশের নানাস্থানে এখনো রেশম, পশম ও স্বত্ৰ জব্য উৎপাদনের যে সকল কলকারখানা আছে, সেই সকলের দ্বারা অথবা নূতন কল বসাইয়া এ সকল শিল্প জব্যের উন্নতি বিধান করা।

(৪) যে অর্থ সমিতি এখন কাজে লাগাইবেন না, এই অর্থ এমনভাবে স্বে

খাটাইবার ব্যবস্থা করা যে, সময়ে সময়ে উক্ত অর্থের পরিমাণাদি নির্ণীত হইতে পারে।

(৫) আবিষ্কার, ও তাঁতের উন্নতি প্রভৃতি উৎসাহিত করা।

(৬) ছোট ছোট আধুনিক শিল্পসমূহকে সমর্থন এবং নূতন নূতন শিল্প প্রবর্তন।

(৭) কৃষি ও শিল্পের, বিশেষতঃ ছোট ছোট শিল্পের সম্বন্ধে ব্যবসায়ী তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি সংবাদ সংগ্রহকারক দল গঠন।

(৮) উপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে শিল্প শিক্ষার উৎসাহিত করিবার জন্য সময় সময় বৃত্তি অথবা সাময়িক সাহায্য প্রদান করা।

(৯) গণদান সমিতিগুলির প্রসারের সহায়তা করা।

(১০) সমিতির সাহায্যে বাহারা বিদ্যা ভ্রাস করিবে, তাহাদিগকে যথোচিত কার্য লাভের সহায়তা করা।

সমিতির সভাপতি।

বাবু হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহকারী সভাপতি।

মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, বাবু মতিলাল ঘোষ, মিঃ জট্টিস আশুতোষ চৌধুরী, সার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সার সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ।

কোষাধ্যক্ষ।

কুমার মনমথনাথ মিত্র বাহাদুর।

সম্পাদকগণ।

ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আশুখা, মিঃ এ এইচ গজনতি, মিঃ জে, চৌধুরী, বাবু নিবারণচন্দ্র রায়।

সভাপণ।

বাবু প্রভাসচন্দ্র মিত্র। বাবু হরেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু হরেন্দ্রনাথ বসু, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, মিঃ এ, রতন, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর, রায় বতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রায়

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পার্বতীশঙ্কর চৌধুরী, বাবু অধিকাচরণ বসুদাস মিঃ বি, সি, চাটার্জি, ডাক্তার নীলরতন সরকার, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন বাবু প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, বাবু শৈলেন্দ্র মিত্র, বাবু চারু চন্দ্র মিত্র, মিঃ বি, চন্দ্রবর্তী, মিঃ বি, কে, লাহাড়ী, ডাক্তার নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, বাবু পুণীশচন্দ্র রায়, বাবু গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সমিতির ট্রাষ্ট :

মহারাজা সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বাবু হরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমার মনমথনাথ মিত্র বাহাদুর।

যুদ্ধ ও শিক্ষার ব্যয়।—ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট নানা প্রকারে খরচ কমাইয়া যুদ্ধের ভীষণ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ব্যয় সংকোচের নিমিত্ত যে কমিটি বসিয়াছে, উক্ত কমিটির সভাপণ গবর্নমেন্টকে সিভিল সার্ভিসের তালিকা পরিদর্শন, কাউন্সিল আদালতগুলির নূতন গঠন, ইন্সপেক্টর আইন; পোষ্টাল ও টেলিগ্রাফের চাকুরীগুলির পরিবর্তনের অনুরোধ করিয়াছেন। তাহার সাংগতি বুদ্ধ কর্মচারীদের পেন্সন ও পার্সোনেলের সভ্যদের বেতন বন্ধ করিতেও উপদেশ দিতেছেন।

এই ব্যবস্থাগুলি কার্যে পরিণত হইলে ব্যয়সংক্ষেপের অতি চরম পদ্ধতি অবলম্বিত বলিয়াই আমরা মনে করিব।

ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট অতি ভীষণ যুদ্ধে সাক্ষাৎ ভাবে লিপ্ত বলিয়া তাহাদিগকে ভীষণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইতেছে।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারের মধ্যে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে, যে, ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এযাবৎ ইংলণ্ডে শিক্ষাবিভাগের ব্যয় সংক্ষেপের প্রস্তাব উপাধন করেন নাই। একবার মাত্র আয়র্লণ্ডে এইরূপ ব্যয়সংক্ষেপের কথা উঠিয়াছিল, তাহাতে লোকে সহানুভূতি প্রকাশ

করা পুঁজি থাকুক, বরং তীব্র বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছিল। “মার্কটের গাড়িরা” উক্ত প্রস্তাবে কোথ প্রকাশ করিয়া গিবেন—  
শিক্ষাকার্যে অর্থ ব্যয়কে কেহই অব্যয় বলিতে পারেন না, ইতরং উক্ত বিভাগে মিতব্যয়ের প্রস্তাবে আমরা মিতব্যয় বলিয়াও স্বীকার করিব না। সকলেরই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দণ্ডারমান হওয়া উচিত। ব্যক্তিগত ভাবে এবং সাধারণ ক্ষেত্রে যত প্রকারে ব্যয় সংকল্প করা চলে, সমস্ত উপায় অবলম্বিত হইবার পূর্বে কোনো দৃশ্যশীল বুদ্ধিমান গবর্ণমেন্ট ভবিষ্যৎ বংশধরগণের শিক্ষার অসিই শ্রবণ করিবেন না।”

আমাদের জর্জগা এই যে, এই উদারনীতি উন্নয়নে সর্বদা গৃহীত হয় না। কারণ কয়েকটি আদর্শিক গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যয় সংকল্প করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যুদ্ধের অন্ত শিকার পতি অবশিষ্ট হইলে আমরা হুঃখিত হইব। লণ করিয়া হউক কিংবা অন্ত যেমন ভাবে হউক গবর্ণমেন্ট যুদ্ধের অর্থ সংযোগ করুন। শিক্ষার ব্যয়-সংকোচক করিয়া গবর্ণমেন্ট সঙ্গীতের পরিচয় দিবেন না, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

—

## ভয়ের কোম কারণ নাই।

—:—

কলিকাতার জনসাধারণ, এমন কি অবস্থানভিত্তিক শিক্ষিত লোকদের মনে এই আভ্যন্তরীণ হইয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট যে কোন ক্ষুদ্র ডারমণ্ডহারবার হইতে নৈহাটী পর্যন্ত সমস্ত স্থানের লোকসমূহকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাজী বর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হুকুম দিতে পারেন। এই আভ্যন্তরীণ এমন বিস্তৃত হইয়াছে যে, জনসাধারণের মন হইতে অনড়িবিলম্বে

ইহা বিস্তীর্ণ করা প্রয়োজন। যাহারা আশাবাদের দিকটাই ভয়ের কথা অতি গভীর ও বিকল্প স্থানে বলিয়াছেন, আমরা মূল বিশেষে যুক্তি তর্ক, কোপার বা উপহাসের দ্বারা তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু নিরক্ষর লোকদের মধ্যে এই বিশ্বাস-বন্ধন হইতেছে যে, কোন দিন কলিকাতা ছাড়িয়া অস্ত্র বাইতে হইতে পারে।

কি ক্ষেত্রে এই অনুলক ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা নিয়ে প্রকাশিত হইল।

গবর্ণমেন্ট ভারতবর্ষ আশিনাশুসারে কলিকাতা, মাজাজ বোম্বাই, করাচি প্রভৃতি বন্দর রক্ষিত বন্দর বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কোন বন্দরে কত স্থান রক্ষিত, তাহারও সীমা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরে নিয়মিত সীমা নির্দেশ করা হইয়াছে।

পূর্ব সীমা—সমুদ্র হইতে রায়মঙ্গল ও ইছামতী নদীর ডান তীর।

উত্তর সীমা—বারাকপুরে রেলওয়ে ট্রেনের উত্তর দিয়া পূর্বপশ্চিম বিস্তৃত রেখা।

পশ্চিম সীমা—বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের বাগনান ট্রেনের উপর দিয়া উত্তর দক্ষিণ বিস্তৃত রেখা।

দক্ষিণ সীমা—বঙ্গোপসাগর। এতব্যতীত বারাকপুর হইতে নৈহাটীর গঙ্গার পুলের ২ মাইল উত্তর পর্যন্ত গঙ্গানদীর উত্তর তীরস্থ ২ মাইল স্থান কলিকাতা বন্দরের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেন্ট যাহাতে এই সীমার ন্যায় সমস্ত স্থান নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন, তদন্তই এই ঘোষণা করা হইয়াছে।

ইহাতে সত্যের কোন কারণ নাই। অতএব আমরা সকলকে নিশ্চিত মনে স্ব স্ব কর্ম করিতে অনুরোধ করিতেছি।

## ভারতে জর্জগা বাণিজ্য।

—:—

সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন হইবেন যে, গবর্ণমেন্টের সতর্কতা সত্ত্বেও এখনও ভারতে জর্জগা বাণিজ্য চলিতেছে। কয়েকদিন হইল লর্ড সিডেনহাম লর্ড সত্য এই প্রশ্ন উত্থাপন করার পক্ষে ইসলিংটন বলিয়াছেন যে, ভারত গবর্ণমেন্টের বিনা অনুমতিতে শত্রুপক্ষীয় কোম্পানী সমূহ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে পারিবে না; ইণ্ডিয়া অফিস হইতে অল্পদিন হইল, অহারা সংবাদ পাইয়াছেন যে, শত্রুদের ৫০টা কুঠি বিনা বাধায় ব্যবসায় চলাইবার অনুমতি পাইয়াছে, ৭১টা কুঠি গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে চলিতেছে, ১১৪টা কুঠি ব্যবসায় শুটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

মাজাজের বণিক সভা সংপ্রতি অনু-সন্ধানের দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, এখনো ভারতবর্ষের বাণিজ্যের চতুর্থাংশ শত্রুদের করতলগত আছে। সরকারী হিসাব হইতে জর্জগা বাণিজ্যের বিবরণ নিয়ে প্রকাশ করা যাইতেছে।

জিনিষের নাম	১৯১৫	১৯১৩
পাউণ্ড	পাউণ্ড	
পোষাক (গেঞ্জি)	৫,৪৭৬, ১০৫৮৩৫	
মোজা বাঁদে)		
আলকালাই হইতে	২০,২০০, ৫৭৩৮২৮	
উৎপন্ন রং		
কাচ ও কাচের বাসন	৫,৫৫০, ১২৮৮৩১	
লোহার জিনিষ	১৪৭৩৭, ৪৮১২৮৪	
বিষ্কার মদ	৩০২৫, ১০২৩৭২	
দিয়াশলাই	১২০২, ১৮৮২৪	

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম / আমা ডাকঘাণ্ডল পাঠান।



ছাঁচে ঢালা তামা	৪৪৬৮৮	৮৫৬৮০৪
কাড়ি বর্গা	০৮২১	১৫৭৮১৫
পেরেক ইত্যাদি	২৭৭৩	৫৬০৬০
লোহার পাত ও খালা	১১৫৩০	২৮২৬৮৮
নল প্রভৃতি	৬০২	৫১৬১৮
হাড়কা প্রভৃতি	১২০৭০	৪০২১৭১
কাগজ	১০৩০	৫৭০২৭
লবণ	২২৬	৬৫১২৩
চিনি	৩২৮	৫৫৮৭৩
মোজা গেলি	৪৮১৫	১৫১২১০
রঙ্গীন কাপড়	২০৬৩	২৪৪৪৭৩
ছুঁচ ফিতা প্রভৃতি	৬১৭৬	১৭৬২৪৮
রেশমের ড্রাব	৩৩২৬	১০২৬৫৭

উপরিউক্ত তালিকা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভারতে জন্মণ বাণিজ্য হ্রাস হইয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নাই।

## কাগজের অভাব।

—:—

লিখিবার এবং ছাপিবার কাগজ ক্রমেই দুর্লভ এবং দুপ্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। রঙ্গীন কাগজ একেবারেই পাওয়া যাইতেছে না, যাহা সামান্য বাজারে আছে, তাহার মূল্য তিন গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কাগজ ব্যবসায়ীগণের মহেস্ত্র যোগ উপস্থিত, ছাপাখানা, গ্রন্থ প্রকাশক দিগের শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। অনেক কাগজ ও ছাপাখানা কাগজের অভাবেই বন্ধ হইবে। আমরা সমস্ত বাজার খুঁজিয়া ডিমাই সাইজের রঙ্গীন একটাও পাই নাই, অগত্যা ই গ্রাহকগণ দেখিতেছেন, বাণীর কাগজের কতাবিঃ দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত জিনিসের দর বাড়াইলে চলে, কিন্তু সংবাদ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি চলে না। প্রত্যেক সংবাদ এবং সাময়িক পত্রই যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

এদেশের এখনও সংবাদ পত্রের বিশেষ আদর হয় নাই। রাশীকৃত উপহার পুস্তক দিয়া তবে একটি ২, ২৫ টাকার গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারা যায়। জর্জান কাগজের মূল্যভারত জন্ত ব্যবসায়ী ও সংবাদ পত্রের কার্যের অনেকটা সুবিধা ছিল। এখন আমদানী কাগজের অভাবেই এই শঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। এদেশেও ২১১ টি কাগজের কল আছে বটে, কিন্তু এমন সর্বব্যাপী কাগজের টান সামলাইবার শক্তি তাহাদের নাই ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। ব্যবসায়ীর জাতি মাড়োয়ারীগণ অনেক কাগজ এই সময় কিনিয়া গুদামজাত করিয়া রাখিতেছেন। আমাদের অনেক বাঙ্গালীরও যে অর্থ নাই, এমন নহে কিন্তু এই কাণ্ডে কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছেন শুনা যায় না। বাঙ্গালী আমাদের খুব ধড়িবাঁজ, এমন সুখ্যাতিটা আমাদের রাজসংসারে পর্যাপ্ত আছে, কিন্তু 'A great deal of talent is lost in the world in want of a little courage' "একটু সাহসের অভাবেই এত বুদ্ধি সমস্তই মাটি" ব্যবসারে বাঙ্গালীর সাহস কম। যাক, এসকল পুরান কাহিনী। এখন কাগজের মূল্যলটা আসান হয় কেমন করিয়া?

## সঞ্চয়ের আবশ্যিকতা।

সত্যতার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি মানব হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অসত্য বর্করাবহ্য কল্যাণ কি হইবে, মানুষ ভাবিতে শিক্ষা করে নাই, এখনও করে না। অগতের মানব সমাজ বধন হইতে সত্য হইতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতেই ভাহার সঞ্চয় প্রবৃত্তি অকুরিত হইয়া উঠিল। এই সঞ্চয় প্রবৃত্তি টাকার সৃষ্টির বহু পূর্বেই মানব হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিল।

বাহারা অসত্য, তাহাদের ভবিষ্যতের চিন্তা নাই, হ্রদশীতা নাই, মানুষ সত্যতা শিক্ষা করিয়া বুঝিল যে, আজ ব্যতিত কল্যাণ আছে, কল্যাণ যদি অভাব হয়, তাহা হইলে কোথায় পাইব, কাহার নিকট পাড়াইব? তাই সে ঠেকিয়া সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করিল, পরদিনের ভাবনা ভাবিতে শিখিল। যদি সত্যতার অহঙ্কার করিতে আমাদের বাসনা থাকে, তাহা হইলে বর্করনীতি পরিত্যাগ করিয়া সঞ্চয়ী হইতে হইবে, কিন্তু পরিভাপ, এত সত্যতার ধ্বজা, দেশের মধ্যে উদ্ভীর্ণমান কিন্তু আমাদের জ্ঞান দীন দেশেও ১০০ জনের ৫ জন প্রকৃত সঞ্চয়ী খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সঞ্চয়ী হইতে হইলেই যে ক্লেশ হইতে হইবে, তাহা নহে। যাহা প্রকৃত সঞ্চয় সচ্ছন্দতার জন্ত আবশ্যক, তাহা ব্যতিত বহু অনাবশ্যকীয় বিষয়েও আমাদের কষ্টলব্ধ অর্থ অপব্যয় করিয়া প্রতিদিন নিঃস্ব হইতেও নিঃস্ব হইতেছি।

ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। বাহাকে আমরা আজ নেশন বলিতে শিখিয়াছি, সেই নেশন টা ব্যক্তিগত সমষ্টি মাত্র। যদি ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতি না করিতে পারি, তাহা হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবে না। কারণ এই সমগ্র জাতীয়তাটা তোমার আমার সমষ্টি মাত্র।

এই ব্যক্তিগত অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে পরিশ্রমী হইতে হইবে, শ্রমলব্ধ উপার্জননের যত অল্পই হউক, কিছু সঞ্চয় করিতে হইবে, সেই ক্ষুদ্র সঞ্চয় ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া মূলধনের সৃষ্টি করিয়া তুলিবে, এবং সেই মূলধন নানা ব্যবসারে, নানা কার্যে ব্যস্ত হইয়া বৃহৎ ক্যাপিটাল বা মূলধনের সৃষ্টি করিবে, তাহা দ্বারা নিজের ও দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে। সেইজন্য ব্যক্তি

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মুখ সঞ্চয় সম্বন্ধে করিতে হইবে, বেহেতু তাহা প্রত্যেক লোকেরই অতি অপরিহার্য কৰ্তব্য। সেই কৰ্তব্য অবহেলা করিলে তুমি তোমার নিজের এবং সমগ্র জাতীর শত্রু স্বরূপ, ইহা অতি বড় ভয় সত্য।

পশ্চিম পশ্চিম মহামতি আইন বলিয়াছেন যে, "It is the sayings of the world that have made civilization of the world. অর্থাৎ জগতের সঞ্চিত অর্থ বলেই জগতের সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। সেই-জন্ত সভ্যতার এবং আপদ বিপদের জন্ত, ধর্ম ও সংকল্পের জন্য, ইহকাল পরকালের জন্য, সঞ্চয়ের আবশ্যকতা আছে। সাংসারিকের সঞ্চয় ব্যতিত গতি নাই।

বড় মহামতি পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, ভবিষ্যৎ ভাবটা শুধু একটা ধর্ম নয়, ভবিষ্যৎ ভয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়াটা একটা সদৃশ। কিন্তু আমাদের মধ্যে শত করা জনেও এমন লোক দেখা যায় না। যত আয়, তত ব্যয়। সকলেই অবস্থার বাহিরে চলিয়া থাকি, কল্পনার নিজের শোচনীয় অবস্থাকেও বড় দেখাইয়া শয়তানী করিয়া থাকি, ফলে সকলেই অন্তঃসারশূন্য এমন কাহারও মূলধন নাই যে, তদ্বারা কোন স্বাধীন জীবিকার পন্থা পরিষ্কার করিয়া অগ্রসর হই, বা পারিবারিক আকস্মিক বাধা বিপত্তিকে অপসারিত করি। এ দোষ কাহার? ইহা আমাদের নিজের দোষ, অজস্র অপব্যয়ের বিষময় ফল ব্যতিত আর কিছুই নহে, ইহা অদূরদর্শিতার জলন্ত প্রমাণ।

অর্থের অভাবে সমাজ যত না সহ্য করিতেছে, অর্থের অপব্যয়ের জন্য তাহাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে।

"It is easier to make money than to know how to spend it."

অর্থ উপার্জন সহজ, কিন্তু অর্থের কেমন

করিয়া সঞ্চয় করিতে হয়, তাহা শিখি এবং জ্ঞান্যে করা সহজ নহে। এই সঞ্চয় অভ্যাস করাও একটা সাধনা, অনুব্রতীর আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেই সেই অভ্যাসের উৎপত্তি, Self denialই সঞ্চয় সাধনার আবশ্যকীয় উপকরণ। যাহা কিছু উপার্জন করিব, সমস্তই আমার সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যয় করিব, আমার উপর বাহারা নির্ভর করিয়া আছে, তাহাদের ভবিষ্যৎ, নিজের অসমর্থ অরহতার ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া যেচ্ছাচারী হওয়া সভ্যতা বিরুদ্ধ এবং সর্বনাশকর সংকীর্ণতা, ইহা আমরা বিলাসিতার তুফানে পড়িয়া আদৌও চিন্তা করিতে পারিতেছি না। এই স্থানেই গলদ হইয়াছে। তাই আমরা শ্রমকাতর, অদূরদর্শী বাচাল অকর্মণ্য হইয়া জগতের দূশের বাহির হইয়াছি, আমরা যদি সময় এবং অর্থের সদ্যবহার জানিতাম, তাহা হইলে মূলধনের অভাবে আজ আমরা মরিতাম না ইহা সুনিশ্চিত।

অর্থ একটা হৃদয়ের বল, স্নায়ুশূলীয় দৃঢ়তার উৎকৃষ্ট উপকরণ। আমরা অপব্যয়ী, অদূরদর্শী, সেই শক্তি সেই দৃঢ়তা স্বরূপ অর্থ বলে বলিষ্ঠান নহি, তাই আমাদের মূল্য নাই স্বাধীনতা নাট, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ চিন্তা, শ্রম-শীলতা নাই আমরা তাই অদৃষ্টের দোহাই দিয়া কোনরূপে গুণাগত জীবন রক্ষা করিতেছি মাত্র। হায় হায় এ দুঃখের কবে তুটিবে?

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারময়, প্রত্যেক শিশু, প্রত্যেক যুবক, যুবতীকে আমরা অপব্যয়ী দেখিতেছি, বিলাসী হইবার জন্যই উৎসাহিত করিতেছি—বিশ বৎসরের যুবক শারিরিক শক্তিতে অনেক স্থলে, সামর্থ্য শূন্যই যৌবন অবস্থায় অথচ শ্রম কাতর অসুখী। সুতরাং ইহার পরে যে এদেশের অবস্থা আরো শোচনীয় দাঁড়াইবে তাহা খুব চিন্তা

শীল ব্যক্তি না হইলেও অন্যায়সে অনুমান করিতে পারেন।

অল্প এবং অপব্যয়ী লোকে কখনই বড় হইতে পারেন না। আমরা দেখিতে পাই, যে সঞ্চয় লোক এক মুহূর্ত্ত মাত্র সময়ও ব্যথা নষ্ট করেন না, তাই, তাহারাই জগতে সঞ্চিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিজ্ঞান এবং আবিষ্কার প্রভৃতি দ্বারা তাহারাই জগতকে সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন। শ্রম ব্যতীত আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার উৎকৃষ্ট কিছু উৎপন্ন হইতেই পারে না। আমরা আজ বিলাসী হইয়া, শ্রমকাতর, হইয়াছি, উপকার দেশের রত্নরাজীকে পদ দলিত করিতেছি, তাই এত দরিদ্রতার হাহাকাধে দেশ পরিপূর্ণ। তাহার প্রতিকারের উপায়, প্রত্যেক লোককে ব্যক্তিগত ভাবে নিজের অভাব মোচনের জন্ত আর বুদ্ধিকিছু করিতে হইবে, সঞ্চয় করিয়া প্রথমে অভাব বহিঃ নির্ধান করিতে যত্নবান হইতে হইবে, যখন আমাদের অভাব ঘুটিবে, তখন নষ্ট মনুষ্যত্ব, আবার কিরিয়া আসিয়া আমাদের দুঃখের সংসারকে আলোকিত করিবে, দীনতার ক্রন্দন রোদন থামিয়া আনন্দের কোলাহলে দেশ মুখরিত হইবে। সপ্ত সমুদ্র পার হইয়া জগতের কর্মীগণ মুহূর্ত্ত মাত্র এদেশ দেখিয়া কোথায় রত্নরাজী লুণ্ঠিত তাহা খুজিয়া লইয়া যায়, আর সাত সচস্র উপায় তোমরা গৃহকোনে, তোমার দ্বারা হতাদৃত উপেক্ষিত হয়, অথচ তুমি অনাহারে অর্ধাশনে মৃত্যুকে আসিজন কর, এ বড় কম ভাব্য ব্যাপার নহে। কেন? বেহেতুক তোমার চক্ষু নাই, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, সে শিক্ষা নাই, এই ধানেই গলদ, শুধু তাহাই নহে, অর্থের সদ্যবহারও জাননা, আবার অর্থ বৃদ্ধি পাইতে পারে না। যে দেশ উন্নতি করিয়াছে, তাহার অর্থ রাশি বসাইয়া মাটি করে না।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনি ডাকমাণ্ডল পাঠান।

এদেশ যে নিঃস্ব, তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব, তাহা হইলে দেশে ডিরেক্টর, শেয়ার, এদেশের লোকের মধ্যে বিক্রয় হয় কেমন করিয়া? কিন্তু এত অর্থ থাকিতেও এদেশের কেহ, নিজেদের কিছু করিল না। কাজেই দেশ-জাত পণ্য উৎপন্ন হইতে পারিল না, ব্যাকের সামান্য স্বদ এবং বিদেশের কারবারের অংশে এবং যৎ সামান্য লভ্যাংশে দেশের অর্থের সার্থকতা হইয়া গেল। ও দিকে উপার্জনের অভাবে শ্রমশীল শিল্পীগণ অকর্মণ্য হইয়া দারিদ্রের করাল কবলে পড়িতে বাধ্য হইল, তাহার উপর আমদানী বিবিধ প্রকারে বিলাসের সামগ্রীর প্রলোভনে বিলাসিতা অবাধে বাড়িয়া উঠিল। তাই বলি, অদৃষ্টের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। It is not luck, but labour that makes man" একথা স্মরণ রাখিতে হইবে।" কিছু কাজ আরম্ভ করিয়া পরিশ্রমের ক্ষেত্র করিয়া লইয়া যথাসাধ্য মূলধন সংগ্রহ কর, সঞ্চয় কর, দেখিবে এ হাহাকার অবিলম্বে বিলুপ্ত হইয়া আবার আমরা মানুষ হইতেছি।

## Commercial Museum.

### বাণিজ্য-প্রদর্শনী।

—••—

আমরা সে দিন ১নং কাউন্সিল হাউস স্ট্রাটে বাণিজ্য প্রদর্শনী দেখিতে গিয়াছিলাম। এই প্রদর্শনীতে আমাদের দেশীয় প্রস্তুত বহুদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, এত সুন্দর সুন্দর দ্রব্য যে এদেশে প্রস্তুত হয়, বাস্তবিক তাহা দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা রহিল না, বিদেশীয়, এবং এদেশের প্রস্তুত দ্রব্য পাশাপাশি দেখান হইয়াছে। আমাদের মহামতি লর্ড কারমাইকেল

কেন বাহাদুর প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিয়া ছিলেন, আমরা তাঁহার এবং মিঃ লিওর বক্তৃতার সারাংশ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম। এই বক্তৃতার সারাংশ হইতেই পাঠকগণ গবর্ণমেন্টের মহৎ উদ্দেশ্য জ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা প্রত্যেক লোককেই এই প্রদর্শনী দেখিয়া যাইতে অহুরোধ করি। এই প্রদর্শনী কক্ষে একটি অমুসন্ধান আফিস আছে। কোন বিশেষ বিবরণ জ্ঞাত হইতে হইলে এই অমুসন্ধান আফিসের একটি বাকালী বাবুর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেই তিনি সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া দিয়া থাকেন।

প্রদর্শিত সমস্ত দ্রব্যের একখানি তালিকা পুস্তক গবর্ণমেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন, আবেদন করিলে আফিসেই তাহা পাওয়া যায়। গবর্ণমেন্ট যেমন এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন, সাধারণে আন্তরিক আগ্রহ সহকারে যদি সেই উদ্দেশ্য কার্যে পরিশ্রম করিবার প্রয়াসী হইয়ন, তাহা হইলে এদেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। শুদ্ধ কৌতুক পরবশ হইয়া প্রদর্শনী দেখিয়া আসিলেই প্রদর্শনী দর্শন এবং প্রতিষ্ঠার কোন সার্থকতা হইবে না। নমুন দেখিয়া সেইরূপ এদেশে প্রস্তুত হইলেই উদ্দেশ্য সফল হইবে। এখনও এদেশে অনেক দ্রব্য অতি সুন্দর ভাবে প্রস্তুত হয়, দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়।

গত ১২ই ফাল্গুন লর্ড কারমাইকেল কলিকাতার স্থায়ী বাণিজ্য প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা কার্যে নিরীহ করিয়াছেন।

ভারতীয় বাণিজ্যবর্তী বিভাগের ডাই-রেক্টর জেনারেল মিঃ লিওসে এই অমুসন্ধানের প্রধান উদ্যোগী, তিনি বঙ্গদেশকে গৃহস্থার উল্কাটনের পূর্বে বলিয়াছিলেন :—

মিঃ লিওসের বক্তৃতা।

আমার বক্তব্য বলিবার পূর্বে আমি ভারতীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিভাগের সদস্য মাননীয় সার উইলিয়াম ক্লার্কের প্রেরিত সংবাদ পাঠ করিতেছি; অতঃপর ভারতীয় বাণিজ্য বর্তী বিভাগের প্রথম প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার দিন, এই শুভদিনে আমি আপনাদিগকে আন্তরিক মঙ্গল কামনা জানাইতেছি, যাহাদের উৎসাহে এই সাক্ষ্য লাভ হইল, আমি তাঁহাদিগকে সহায়-ভূতি জানাইতেছি। আমার দৃঢ় ধারণা, এতদ্বারা ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধিত হইবে। কর্মবাস্ততা প্রযুক্ত মিঃ লি আমি অমুসন্ধানে যোগ দিতে পারিলাম না বলিয়া বিশেষ দুঃখিত হইয়াছি। আপনার পূর্ববর্তী ডাই-রেক্টর জেনারেলরূপে মিঃ লি এই বাণিজ্য প্রদর্শনী বসাইবার নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। অমুসন্ধানে যোগ না দিতে পারিয়া আমি যে দুঃখিত, এই সংবাদ লর্ড কারমাইকেলকে জানাইবেন, তিনি এই প্রদর্শনী খুলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

১৯০৫ সালের ২৭এ ফেব্রুয়ারী বাণিজ্য-বর্তী বিভাগ স্থাপিত হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ী-দিগকে উৎসাহিত করাই এই বিভাগের প্রধান উদ্দেশ্য। প্রত্যেক বৎসরই কার্য বাড়িয়া যাইতেছে, লোকের জ্ঞাতব্য প্রশ্নের উত্তর দিয়া নূতন তথ্য সংগ্রহের অবকাশ গবর্ণমেন্ট অতি অল্পই পাইয়া থাকেন।

এই কারণে গবর্ণমেন্ট পূর্ব হইতেই কার্যের প্রসার বৃদ্ধির কথা ভাবিতেছিলেন। ব্যবসায়ীদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান এই বিভাগের একটি কর্তব্য সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাই গবর্ণমেন্টের একমাত্র কর্তব্য নহে।

ভারতবর্ষে কি কি শিল্পদ্রব্য অধুনা উৎপন্ন হয়, কাহারো এই সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে,

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

শিল্পীরা ও ক্রেতারা যদি একই স্থানে তাহা আনিতে পারে, তাহা হইলে শিল্পের নিমিত্ত মূলধন পাওয়া অনায়াস হইবে। বিতরণতঃ বৈদেশিক শিল্পদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইবে বলিয়া শিল্পীদিগকে ঐ সকল দ্রব্যের সহিতও পরিচয় করিতে হইবে।

পূর্ববৎসর শীতকালে মিঃ লি বে শিল্প প্রদর্শনী বসাইয়াছিলেন, তাহাই বর্তমান স্থায়ী প্রদর্শনীর আরম্ভ স্থল্য করিয়াছিল। বর্তমান প্রদর্শনীর অল্প তিনি ও মিঃ রাইস যত্নবান। ইতিপূর্বে যে সকল স্থায়ী প্রদর্শনী বসিয়াছিল, তাহা হইতেই আমরা স্থায়ী প্রদর্শনীর প্রয়োজন অনুভব করিয়াছি। বর্তমান প্রদর্শনী এই অভাব দূর করিলে।

প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য।

প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য ভারতীয় ব্যবসায় ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন। যদি কোন ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ শিল্পে কতদূর উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহা জানিতে চাহেন, তাহা হইলে তিনি এই প্রদর্শনীতে আসিলেই সকল জানিতে পারেন। তিনি যদি স্বয়ং উক্ত শিল্পচর্চার মনোযোগী হইয়া, তাহা হইলে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তাঁহার উৎসর্গ দ্রব্য কিরূপ ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, নমুনা দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারেন। যদি নমুনা দেখিয়া তিনি বুঝেন যে, সম্ভাব্যে তিনি অল্পকাল কিংবা শ্রেষ্ঠতর দ্রব্য দিতে পারিবেন না, তাহা হইলে তিনি বখাকালেই অল্প পথ অবলম্বন করিবার সুযোগ পাইবেন।

ভারতজাত শিল্পদ্রব্য।

প্রদর্শনীর সমস্ত দ্রব্য সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জানাইবার অবসর হইবে না। তবে আমি ইহা বলিতে পারি যে, আপনাদিগকে এই প্রদর্শনীতে হস্ত মূল্যের অনেক অত্যুৎকৃষ্ট দ্রব্য দেখিতে পাইবেন। ঐ সকল দ্রব্য এই বন্দোবশেই উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকলের

কোন কোন দ্রব্য সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলে সেই সকলের নিশ্চয়ই কাটতি হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি ত্রাস, বোতাম, সাবান, পেন্সিল, কাচের জিনিষ প্রভৃতির নাম করিতেছি। আমি আশা করি, আপনাদিগকে এখানকার দর্শনীয় শিল্পদ্রব্যগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা করিবেন।

প্রদর্শনী সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য।

এই প্রদর্শনী সম্বন্ধে আমি আর একটি বিশেষ কথা জানাইয়া বক্তব্য শেষ করিব। এখানকার প্রদর্শনীর শিল্পদ্রব্যের নাম, শিল্পীর নাম ও ধর্ম এবং দ্রব্যের মূল্যাদি সম্বলিত মুদ্রিত দ্রব্যতালিকা পুস্তক আমাদের নিকট বিনামূল্যে বিতরণের জন্ত রহিয়াছে; আপনাদিগকে ঐ তালিকা পুস্তক যতগুলি ইচ্ছা বিতরণের জন্ত গ্রহণ করিতে পারেন; এই পুস্তিকা আপনাদিগকে যত বেশী প্রচার করিবেন, আমরা ততই সন্তুষ্ট হইব। এতৎসহ আমি আপনাদিগকে ইহাও জানাইতেছি যে, অনেক শিল্পী তাহাদের শিল্পদ্রব্যের তালিকাও বিতরণের নিমিত্ত এখানে রাখিয়াছেন। আপনাদের সুবিধার নিমিত্ত এখানে অর্ডার বহিও আছে। কোন শিল্পদ্রব্য পাইতে চাহিলে আপনাদিগকে এইখানেই অর্ডার বহিতে লিখিয়া যাইতে পারেন। শিল্প দ্রব্যাদি সংক্রান্ত বিশেষ তথ্য জানাইবার নিমিত্ত প্রদর্শনীর সহিত অল্পসন্ধান আফিসও আছে।

পরিশেষে অল্প অপরাধে এই প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার জন্ত লর্ড কারমাইকেল এখানে আসিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে সর্কান্তঃ করণে ধন্যবাদ করিতেছি। আমি এখন তাঁহাকে এই প্রদর্শনীর দ্বার উন্মোচনের নিমিত্ত বিনীত অনুরোধ করিতেছি।

লর্ড কারমাইকেলের বক্তব্য।

অন্যকার এই অস্থানে আমি যোগদানে লক্ষ্য ছিলাম, কিন্তু এই উপলক্ষে আমার

বক্তব্য করিতে হইবে, তাহা সহসা পতকলা রাস্তাে তুলিয়া রাখিত হইয়াছে। বাহা হউক, উক্ত দ্রব্য আমি চুখিত নহি। এই প্রদর্শনী ভারত গবর্ণমেন্ট স্থাপন করিতেছেন। আমি এই সুযোগে, ভারত গবর্ণমেন্টের এই কাগজ প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করিবার সুযোগ পাইলাম।

বালাকালে আমি যখন স্কটল্যাণ্ডে ছিলাম, তখন হইতেই শিল্পের দিকে আমার আভাবিক ঝোঁক ছিল। অষ্ট্রেলিয়ার যখন দেখিলাম যে, উক্ত নূতন রাজ্য নানা-শিল্পে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে, তখন আমি পরম কৌতুহলভরে সেই উন্নতি লক্ষ্য করিতাম।

ভারতবর্ষ ও অল্প দেশ।

যখন আমি ভারতবর্ষে আসিলাম, তখন দেখিলাম অর্ধ নৈতিক হিসাবে এই দেশ অল্প সকল দেশ হইতে সম্পূর্ণ আর এক রকমের। এখানে দেখি, সেই প্রাচীন আমলের শিল্প-প্রণালীকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত এখনো সংগ্রাম চলিতেছে। আমার বিদেশ হইতে যে নূতন শিল্প-পদ্ধতি আসিয়াছে, তাহাকে গ্রহণ করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে কেহ কেহ অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছেন। এই দেশের আধুনিক শিল্প অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক আলোচনার বিষয়। কেবল আলোচনার নহে, ভারত সাম্রাজ্যের উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার জন্ত এই দেশের শিল্প বাণিজ্যের সুপরিচালনা করা আবশ্যিক।

লর্ড কার্জন ও ভারতীয় শিল্প বাণিজ্য।

ইংলণ্ডের গবর্ণমেন্ট এই দেশের বাণিজ্যের পরিচালক। ভারতগবর্ণমেন্ট, কেবল পরিচালক নহেন, তদন্তকা বৃহত্তর কর্তব্য-সাধন করিয়া থাকেন। এই দেশের এই বাণিজ্য নীতি লর্ড কার্জন সর্ব প্রথমে সন্মত উপলব্ধি করেন এবং তিনিই সরকারী ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিভাগ স্থাপন করেন। আমার

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লাইব্রারী, এখন পূর্ণ, মূল্য দিতে হইবে।



যেন হয়, লক্ষ্য কর্তৃক দেখিয়াছিলেন যে, বাণিজ্য ক্ষেত্রে শিল্পী ও ব্যবসায়ী এই উভয়ের মধ্যস্থলে অল্প এক লোকসমষ্টি রহিয়াছে। তাহাদের স্বার্থবোধ আগ্রহ উঠিলে তাহারা ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অংশীদার হইবে এবং দেশের সমৃদ্ধি বাড়িয়া যাইবে।

ভারতীয় শিল্পজীবনের বাধা।

বৈদেশিক শিল্পজীবনের সহিত প্রতিযোগিতাই এই দেশের শিল্পের উন্নতির পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া আছে। এই অন্তরায় দূর করিবার জন্য কেহ কেহ বিদেশী শিল্প জীবনের উপর মাতুল বসাইতে চাহেন, কেহ কেহ স্বাধীন বাণিজ্যনীতিকাই সর্বোৎকৃষ্ট মনে করিতেছেন।

বর্তমান সুযোগ।

বর্তমানে যুদ্ধ হেতু শত্রুদের সহিত বাণিজ্য বন্ধ থাকায়, কোন কোন শিল্পজীব্য প্রতিযোগিতা হইতে স্বতাবৃতঃ রক্ষিত হইতেছে। বৈদেশিক শিল্পজীবনের উপর মাতুল বসাইয়া যাহারা ভারতীয় শিল্পকে বাঁচাইতে চাহেন, তাহারা এই সুযোগে উক্ত প্রকার রক্ষণনীতির পরীক্ষা করিতে পারেন।

দেশীয় শিল্প।

বঙ্গদেশের অনেক শিল্পজীব্য দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। আমি অনেকের মুখে এই দেশের শিল্পজীবনের খ্যাতি শুনিয়াছি। বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইলেই এই সকল জীব্যের কাঁচিতি হইবে।

হারী প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য।

ক্রেতা ও শিল্পী উভয়ই এখানে আপনাদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবেন।

ক্রেতার যে সকল জিনিষ এতকাল কিনিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে বাজারে পাওয়া যাইতেছে না, শিল্পীরা এখানে আসিয়া সেই সকলের নমুনা দেখিয়া লইবেন।

ক্রেতার যেখানে আগ্রহী নানা জিনিষের নমুনা দেখিবেন। যে সকল বিদেশী জিনিষ এতদিন তাহারা বাজারে ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু এখন পাইতেছেন না, তাহাদের অনুরূপ বিদেশী জিনিষের নমুনা দেখিয়া যাইবেন।

শিল্পীরা এখানে বৈদেশিক যে সকল জিনিষ দেখিবেন, তাহা হইতে বুকিতে পারিবেন যে, ভারতবর্ষের উপকরণ দিয়া ভারতবর্ষেই এই সকল জিনিষ নির্মিত হইতে পারিবে।

সুতরাং আমি পক্ষ আয়োজনের সহিত সর্ব শ্রেণীর লোকের নিমিত্ত এই বাণিজ্য প্রদর্শনীর দ্বার উন্মুক্ত করিতেছি।

(Special)

ওয়ার্লটেয়ার যাত্রীর পত্র।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

এক্কে মহানদী অপেক্ষা কাঁচিতির জল বিশেষ স্বাস্থ্যকর। কটক সহরে সমস্ত রকমের ব্যবসা চলে, তন্মধ্যে কাঠের কার্য প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে। সহর হইতে ৫৬ মাইল দূরে যে সকল জঙ্গল আছে, অনেক বাঙ্গালী, এবং মাদোয়ারী ও মুসলমান ব্যবসায়ী উহা জঙ্গল লইয়া গাছ কাটাইয়া সহরে আনাষ্টয়া চেরাই করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছেন। এখানে মহিষের সিং হইতে অনেক রকম জব্য এবং খেলনা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া সহরে এবং নানা দেশে রপ্তানি হইতেছে। একটা বাঙ্গালী এই স্থানে ইহার একটি কারখানা খুলিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালা দেশে নানা প্রকার ব্যবসা করিয়া অনেক টাকা লোকসান দিয়া অবশেষে কটকে আসিয়া এই কারবার খুলিয়া এক্ষণে মাসিক প্রায় ৩০০ শত টাকা মজুরি করিতেছেন। তাহা ছাড়া এখানে অন্যান্য

রকম ব্যবসায় প্রস্তুত পরিমাণে চলিয়া থাকে। কার্য এই সহরে অনেক উকীল, মোকদ্দার, ডাক্তার, কবিরাজ এবং ইন্সল, কলেক্টর, আদালত সবই আছে। বহু হটক, মোটর উপর বলিতে গেলে এই উড়িষ্যা বিভাগের মধ্যে কটক একটি বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী সহর।

যদি কোন উদ্ভোগী বাঙ্গালী যুবক, গ্রীষ্ম ঋতু ছাড়িয়া, গৃহের দ্বার কাটাইয়া এই সকল স্থান আসিয়া কোন একটি ব্যবসা আরম্ভ করেন, তাহা হইলে আদম্মা নিশ্চয় বলিতে পারি, কিছুদিন মধ্যে তিনি একজন বিশিষ্ট উন্নতিশীল ব্যক্তি হইতে পারিবেন। বাড়ী কটকে ২০ মিনিট বিজ্ঞান করিয়া আবার তাহার কার্য আরম্ভ করিল।

এইবার আমার কল্লুর নিম্নে তালিকা—  
হইজনে গবাক দ্বার দিয়া কেবল উৎকল দেশের মাঠ ধুং করিতেছে, তাহাই দেখিতে লাগিলাম। বাঙ্গালা দেশের ভার এ সকল স্থানে চাষ বাস ভূত দেখিলাম না, আর এখানকার মৃত্তিকাও আমাদের দেশের মাটির কোমল নহে; এখানকার মৃত্তিকার রং সচরাচর লাল হইয়া থাকে।

প্রাতঃকাল, বেলা ৬টা বাজিয়াছে। সেই বিশাল মাঠের এক প্রান্তস্থান হইতে অল্প দেব রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া উকি মারিতেছেন, বাস্তবিক সে দৃশ্য অতি মনোহর। কোথাও কৃষক বালকগণ তাহাদের পোষনের পাল লইয়া দূর মাঠে যাইতেছে; এবং হাত মুখ নাড়িয়া তাহাদের দেশীয় ভাষার সংগীত আলাপ করিতেছে; সেই সংগীত লহরী মধ্যে মধ্যে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আমার যুদ্ধের মধ্যে প্রবল বাতাসে উহা উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে। যদিও আদম্মা এ সঙ্গীত বুকিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, তথাপি যেরূপ এমনি একটা যুদ্ধের ক্ষমতা আছে যে, সেই উৎকলবাণী কৃষক বালকগণের সঙ্গীতও

পুস্তক: "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লেউন।



আমাদিগকে একেবারে বিমোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল। গাড়ী উর্ধ্বাধে ছুটিয়াছে, তাহাট্টেই নও ছাড়াইয়া গিয়াছে, কিছুক্ষণ পরে গাড়ী এইবারে থুঁদা অংশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এইখানে আমাদের গাড়ী বদল করিতে হইবে।

এই ষ্টেশনের দক্ষিণ পার্শ্বে ওয়ালুটেমারের গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে, আমাদের পুরী এল এস নামান পুরীর দিকে চলিয়া গেল, তখনও কিন্তু আমাদের গাড়ী ছাড়েন নাই। ঠিক পঁচাত্তর সময় আমাদের গাড়ী ছাড়িল। এই ষ্টেশনটি বামদিকে রাখিয়া গাড়ী দক্ষিণ দিকে যুগিয়া গেল। আমরা এইবার উড়িয়া ছাড়িয়া রাজাজাতিস্থে চলিয়াছি। গাড়ী বত বাইতেছে, ক্রমশঃ ২৪টি পাহাড় লক্ষিত হইতে লাগিল, মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ষ্টেশন। এ অঞ্চলে চাষ বাস মন্দ হয় না, তবে তামাক (দোকা) ও লক্ষা পর্যাপ্ত পরিমাণ জন্মিয়া থাকে। তাহা ছাড়া আম, তাল, কাঁঠাল, কদলী, নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষও অনেক দেখা যায়। এখানে আমাদের উপযোগী খাদ্য সামগ্রী আদৌ মিলে না।

এদিকে আমাদের গাড়ী বতই ছুটিতে লাগিল, হৃদয়ের উত্তাপও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অঠরানলও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী কালিকোটা ষ্টেশনে পৌঁছিল। শুনিলাম, এখান হইতে ৩ মাইল দক্ষিণে এক অতি উচ্চ পাহাড়ের উপর কালিকোটার রাজ-প্রাসাদ বর্তমান আছে, উহার দৃশ্য নাকি বড়ই চমৎকার। এখানে কেবল সেই দৃশ্য দেখিবার জন্যই নাকি অনেকে আগমন করেন। তাহা ছাড়া এখান হইতে কিছু দূরে চিলুকা হ্রদের কতকংশ আমাদের নয়নপথে পতিত হইয়াছিল। কিন্তু অঠরানল জলিয়া উঠিলে আর কোন দৃশ্যই ভাল লাগে না। বেলা

তখন ৮টা বাজিয়াছে; আমরা খাণ্ড অল্পসন্ধান জনা-বাস্ত হইলাম। এখানকার খাণ্ডের মধ্যে কেবল পাকোড়ি উপাদের খাণ্ড। উহা ক্রমশে প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সংক্ষেপে পাঠকগণের গোচর করিতেছি। মটর কিবা বুটের ডাউল জিআইয়া শীলে পেনিত করিয়া উহার সহিত লক্ষা বাটা মিশ্রিত করিয়া তৈলে প্রক্ষিপ্ত করা হয়, তাহাই পাকোড়ি নামে অভিহিত। এই পাকোড়ি আজকাল কলিকাতাও বিক্রয় হয়; কিন্তু তাহার সহিত ইহার কিছু পার্থক্য আছে। এখানকার পাকোড়ি-একটা বসনে দিবামাত্র জিহ্বা জলিয়া উঠে এবং বতদূর পর্যন্ত উহা প্রবেশ করে, ততদূর পর্যন্ত বেশ জানাইয়া যায়, আর চক্ষে পাকোড়ীর প্রেম-ধারা বহিয়া বক্ষ পর্যন্ত ভাবাইয়া দেয়। তাহার পর দেখিলাম, একজন পালে করিয়া কতকগুলি মিঠার এবং পুরী প্রভৃতি বেচিতে আসিল। উহা দেখিয়া আমার কুখা তৃষ্ণা একেবারে উড়িয়া গেল। তাহার জিলাপী এবং মিঠাই ও সন্দেশ দেখিয়া মনে হইল, উহা অন্ততঃ ১মাস পূর্বে প্রস্তুত হইয়াছিল—আবার তাহার উপর রাস্তার ধুলিতে বেশ একটা মোটা আবরণ পড়িয়া আছে। অতএব আমার খাওয়া হইল না। কিন্তু আমার বন্ধুটি কুখার বড়ই অস্থির হইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, কিছু পাকোড়ি লওয়া যাউক, আমিও তাহাই করিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমরা দুইজনে সেই অপূর্ণ আরামদায়িনী পাকোড়ি খাইতে খাইতে পাকোড়ীর সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিতে দিতে চলিলাম। বতই আগ্রসর হইতেছি, কেবলই ছোট বড় পাহাড় লক্ষিত হইতে লাগিল। দূরে নিকটে অনবরতই পাহাড়; কিন্তু এ সকল পাহাড় হিমালয়ের ন্যায় ভূবার্যবৃত্ত নহে, কেবল নানা জাতীয় বৃক্ষে অশোভিত, তাহারই মধ্যে মধ্যে সমতল ভূমিতে তামাক (দোকা) এবং লক্ষার চাষ।

কোথাও বা একটা পাহাড়ের সম্মুখল কাটিয়া বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে কোম্পানি ভীহাদের রেলের সাস্তা করিয়া লইয়াছেন; ছোট পার্শ্বে উচ্চ প্রাচীরের ন্যায় পাহাড় আর সম্মুখল গাড়ী ছুটিতেছে। এইরূপ এক একটা প্রকাণ্ড পাহাড় আর ছোট তিন মাইল লম্বা—এ শোভা বাস্তবিকই বড় চমৎকার। কোথাও বা বড় বড় পাহাড় মতক উত্তোলন করিয়া আসে পাশে ধীর, স্থির এবং গভীরভাবে দণ্ডারমান রহিয়াছে, আর সেই পর্বতগাত্রে অসংখ্য তাল, তামাক নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষরাজী শোভা পাউতেছে, আর সেই সকল পর্বতের নিরদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমির মধ্যে ছাগ ও গো মহি-বাদি চরিতেছে। অনতিদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম লক্ষিত হইতেছে—কি অপরূপ দৃশ্য। এ দৃশ্য বর্ণনা করা আমার ন্যায় নিরক্ষরের কর্তব্য নয়। পাঠক মঙ্গলময়, একটু বৈদ্যাবলম্বন করিয়া থাকুন, যদি কোন বতাব কবি এখানে শুভা-গমন করেন, তবেই ইহার প্রকৃত বর্ণনা শুনিতে পাইবেন। দূর হইতে দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, ঠিক যেন আমাদের দেশে বালিকারা তাহাদের খেলাঘর পাতিয়া রাখিয়াছে। ৭৮টা ষ্টেশনের পর এইবার গাড়ী রাস্তা ষ্টেশনে আসিল। বেলা তখন ১০টা বাজিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহার বহু পূর্বে আমাদের সকের জিনিস পাকোড়ি ফুরাইয়া গিয়াছিল। এখানে গাড়ী ১৫ মিনিট বিশ্রাম করিবে। আমরা এইখানে আরও কিছু জলযোগের চেষ্টা দেখিতে ছিলাম। এমন সময়ে কয়েকটা অশিত বরণা স্ত্রীলোক কৃষ্ণবর্ণের ও পসরা মতকে করিয়া গাড়ীর প্রত্যেক ধারে ধারে “পালু” “পেরুণ্ড” বলিয়া চীৎকার করিতেছে। আমি তাহাদের মধ্যে এক জনকে অনুসন্ধান করিয়া ডাকিলাম, এবং দেখিলাম তাহার একদিকে বেশ পরম হৃৎ ও অপরদিকে দধী। আমরা এ বাহেলবোণ

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য আর লইয়না, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

ভাগি করিতে পারিলাম না; কিন্তু এক্ষণে কথা এট, হয় দাম কিরণে হইবে। উহাদের কথা শুনি বিন্দুমাত্রও বুঝিবার উপায় নাই। অতএব কি করি, ইহারা ইচ্ছিতে কার্য্য সারিয়া লওয়া গেল। আমি এবং আমার বন্ধু আকর্ষ প্রিয়া সেই হুত পান করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আর এক জন সেই দেশীয় লোক একটি বুড়ী মাথার করিয়া “এরাটি পাণ্ডু” “এরাটি পাণ্ডু” বলিয়া ডাকিতেছে। আমরা গবাক্ ধার দিয়া দেখি যে, লোকটা একটি পাত্রে করিয়া কতগুলি বেশ বড় বড় মর্ত-মান রক্তা লইয়া যা ইতেছে। আমরা তৎক্ষণাৎ ভাহাকে ডাকিলাম এবং ২টা এক আমি দেখাইলাম, সে অমনি ভাড়াভাড়ি ৮টা রক্তা উঠাইয়া আমাদের দিল। আমাদের পক্ষে ইহাই বখেট; একেবারে সোণার সোহাগা হইল। বন্ধু বলিলেন, অদ্যকার মত এই হুত ও কদলী ভোজন করিয়া দিনাতিপাত হউক, আমিও অগত্যা তাহাতেই মত করিলাম। এই-যা আমাদের দৃষ্টি চিল্কা হ্রদের উপর পতিত হইল। রক্তা টেশনটী একেবারে চিকার ধারে। ইহার জল বেশ পরিষ্কার, কিন্তু সাগর জলের জায় লবনাক্ত, সেইজন্য ইহা কেহ পান করে না। -ইহার মন্ত কিন্তু খুব সুখ। এই চিকার এক প্রকার কাঁকড়া জন্মে, ইহার এক একটি ওজনে ২৩ সের হইয়া থাকে, এবং তাহা অনেকে উপাদের খাত বলিয়া বিবেচনা করেন। পুনরায় আমাদের গাড়ী ছাড়িল। আমরা সেই চিকার অভূতপূর্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে চলিলাম। চিকার স্থানে সন্মুখের জায় পারাপার লক্ষিত হয় না কিন্তু ইহাতে সন্মুখের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ নাই। জল কম্পন নাই; ইহার জল সম্পূর্ণ কলরব-মুক্ত, স্থির ধীর এবং শান্ত। আর জলের গভীরতাও অতি অল্প। এমন কি, এক মাইল পথ জলের উপর দিয়া চলিয়া গেলেও

কোমর জলের অধিক পাওয়া যায় না। ইহাতে কিন্তু হাজার কুড়ীরাশি অলঙ্ঘ্য অত্যন্ত অধিক চিকার মন্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। এখানকার মন্তজীবীরা এই সকল মন্ত নানা দেশে রপ্তানি করিয়া প্রভুত অর্থ উপার্জন করে। সময়ে সময়ে এত অধিক মন্ত ধরা পড়ে যে, উহা সকল সময় চালান দিবার সুবিধা হয় না। সেইজন্য ইহারা ঐ সকল মন্তগুলি রোড়ে শুক করে, কিম্বা লবণাক্ত করিয়া রাখিয়া দেয়, এবং সময় অসুসারে উহা দূর দেশে রপ্তানি করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। চিকার মন্ত ব্যবসার একটি প্রধান আড্ডা। যদি কোন উৎসাহী যুবক আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া, কিছুদিন গৃহের মারা কাটাইয়া একবার বাহির হইয়া পড়িতে পারেন, আর এইখানে আসিয়া মন্ত চালান দিতে পারেন, তাহা হইলে কিছুদিন মধ্যে তিনি একজন ধনবান ব্যক্তি হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

চিকার নৈসর্গিক শোভাও অতি মনোহর। জলের উপর নানা বর্ণের এবং জাতীয় পক্ষী সকল কাঁক বাধিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে জলে পতিত হইয়া ছোট ছোট মন্ত ধরিয়া খাইতেছে। উহাদের মং কোনটার বেষ্ট, কোনটার পীত, কোনটা বা লোহিত এবং কোনটা বা কৃকবর্ণে রঞ্জিত। তাহারা এক এক দলে প্রায় ৩০০১০০ করিয়া আছে এবং তাহাদের শ্রেণীবদ্ধের এমন একটা ঐক্যতা আছে যে, কোনটা কোন দিকে দলছাড়া হইয়া যায় না। ঠিক বেন একগাছি সুতায় নানা বর্ণের মুপ গাথা ফুলহারের জায় একবার জলে পড়িতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ উপরে উখিত হইতেছে। কি মনোরম দৃশ্য! এতদ্ব্যতীত না দেখিলে উপলব্ধি হয় না। বাহা হউক, এ মালা গাথার তারিক্ আছে বটে, আমরা এ মালা গাথার

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

মালিকে ধনবান না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ী প্রায় ৩ মাইল আসিয়াছে, এমন সময় দেখিলাম, কয়েকজন খেতান যুবক তাহাদের বন্ধু লইয়া সেই চিকার ধারে একটি পক্ষীদলের উপর লক্ষ্য করিতেছেন, কিছুক্ষণ পরেই গুড়ুম করিয়া একটা শব্দ হইল এবং সেই শব্দে সেই সকল পক্ষীর কাঁক হইতে একেবারে ৫০০৬০টা নীরীহ পক্ষী ছুটি কট করিতে করিতে জলে পতিত হইল। হঠাৎ সেই স্থানের জলটা বেন রক্তিমাত হইয়া উঠিল। সাহেবেরা অমনি ভাড়াভাড়ি একখানি ডোরা অর্থাৎ ছোট নৌকা লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং সেই শোণিতশিক্ত পক্ষীগুলিকে একটা বলির মধ্যে পুরিতে লাগিল। পূর্বে তদ্বিষয় জিজ্ঞাস্য যে, সাহেবেরা এই চিকার পক্ষী শীকার করিতে আসে, তাহা অত চক্রে দেখিলাম। বাহা হউক, বিনা কারণে এই নীরীহ জীবহত্যা আমাদের চক্ষে আদৌ ভাল লাগিল না।

গাড়ী অনবরতই ছুটিতেছে। সন্ধ্যা সেই নিম্নের কাঁকায়ই ব্যস্ত। অনেকগুলি টেশনও অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু চিকার এখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহা বরাবরই আমরা দেখিতে দেখিতে চলিয়াছি। এই চিকার পরিসর সর্বস্বত্ব গ্রীষ্মের সময় ৩৫০ বর্গ মাইল এবং বর্ষার সময় বর্দ্ধিত হইয়া ৪৫০ মাইল পর্য্যন্ত হয়। ইহার মধ্যে স্থানে স্থানে চড়া পড়িয়া বেশ চাষ বাস ও বাগান বাগিচাও হইয়াছে, আবার কোথাও কোথাও জলের উপর পাহাড়, তরুণির রম্য অট্টালিকা সকল বিরাজ করিতেছে। এই সকল অট্টালিকার বাহারা বাস করেন, তাহারা যে কি আনন্দেই থাকেন, তাহা বলা যায় না। আমরা চিকার এই সকল রমণীর শোভা সন্দর্শন করিতে

করিতে একবারে বেরহামপুর টেনে পৌছিয়া। গাড়ী এখানে ২০ মিনিট বিলম্ব করিবে। বেরহামপুর গেলাম জেলার একটি প্রকাণ্ড নগর। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা ২০০০ হাজার। এখানকার বাসনার মধ্যে রেসমের কার্জই অত্যন্ত অধিক। রেসমের খুতি, পাকি, উড়ানি খুব প্রচুর পরিমাণে এবং মূলত কল্যাণ এখানে পাওয়া যায়। হুতার কাপড়ও অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া এখানে ত্রিবি এক লক্ষ হস্ত প্রযুক্তি কল্যাণ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। সহরের জল বাহুও কলম, হাতা বাট ও ভাল। অনেক গঙ্গা-মজা লোকের বাটীও আছে। এখানে একটি পুষ্করিণী আছে, তথায় ২ দিন বিল্য ধরতে পর্য্যাপ্ত পারা যায়। এখান হইতে রেসমের সমস্ত ব্যব কলিকাতায় কিংবা অন্তরে লইয়া বাইতে পারিলে প্রত্যুত টাকা উপার্জন করা যায়। কলিকাতায় যে উড়ানি ৬ টাকার কম পাওয়া যায় না, উহা এখানে ২ টাকা-কিন্তু ৩ টাকার পাওয়া যায়। বেশা তিন-টার সময় গাড়ী ছাড়িল। এইবার চিচ্চা কান নরনগোচর হইতেছে না। আবার কোই হোজুর চাব আর লতার চাব। এ অঞ্চলে এই দুইটা চাব অত্যন্ত অধিক দেখা যায়। রেলের দুই পার্শ্বে ক্রমাগত পাহাড় অতিক্রম করিয়া এমার আমাদের গাড়ী পলাশ নামক টেনে আসিল। ইহা একটি বড় রকমের গ্রাম, ৩৪ খানি কুড় কুড় গ্রাম একত্রে গাফাত ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫০০০ হাজার হইবে। বেরহামপুর হইতে চিকাকোল পর্য্যন্ত একটি খুব প্রপত রাস্তা আছে এবং এক্ষণে ঐ রাস্তার ২ পার্শ্বে নিবীড় অরণ্য এবং কুড় কুড় পাহাড়। তাহার মধ্যে অনেক এক একটা বসুন্ধির তন্ময়বশের দেখা যায়। জল বাহু, মূলময়ন বাসলাহদিগের আসলে এখান একজন মূলময়ন নামের বসুন্ধির করিতেন।

বাস হউক, এই সকল বসুন্ধিরের তন্ময়বশই তখনকার পূর্ব বৃত্তি আগাইয়া দিতেছে। আমাদের গাড়ী এইবার নাউপাদা অংশে পৌছিল। এখান হইতে পার্লাকিমেরী লাইট রেলওয়ে গিয়াছে। এইখানে পার্লাকিমেরীর রাস্তার একটি তালুক আকিস আছে, অনেক এই দেশীয় লোক এখানে চাকুরী করেন। এই রেলটী ২৫ মাইল দূর এবং রাস্তার সম্পূর্ণ দূরে ইহা প্রত্যুত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

## করলার মূল্য বৃদ্ধি এবং প্রতিকারের উপায়।

—:—

সামান্য কুড় পরীবাসী হইতে ব্রহ্ম নগরবাসী সকলেই রজন কার্যে প্রচুর করলার ব্যবহার করিয়া থাকেন, কাঠের জালে রজন কার্যে একপ্রকার উদ্ভিদই গিয়াছে বলি-লেও অত্যাতি হইয়া না। এখন করলার ৮/ মন, কলিকাতায় সহরে বিক্রয় হইতেছে। হুদের অকুহাতে সমস্ত দ্রব্যেরই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, এদেশের কাগজ ব্যবসায়ী, খোলদারী দোকান দার, এবং লোহা লতড়ের দোকানের পোয়াবার হইয়াছে ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। করলা এবং লবণের মূল্য বৃদ্ধির অল্প গৃহস্থ বাড়িরই অতিরিক্ত ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা করলার এই অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধির অল্প গবর্ণমেন্টের মনোবাগ আকর্ষণ করিতেছি। কাঠের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু কাঠের জালে রজন কার্যে ২টা প্রত্যক লাভ আছে। ১ম বাহ্যিক, দ্বিতীয় কাঠের করলা বিক্রয়ের লভ্যাংশ দ্বারা কাঠের মূল্য হাসকরা। হুঁকো করলার প্রত্যেক সহরেই বেশ কাটুতি আছে, কলিকাতা সহরে প্রতি গৃহেই কতকগুলি মির প্রেমীর প্রীলোক এই হুঁকো করলা এক পরসার তলন করিলে মাত্র এক

ছটাক করলা, বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। যে কাঠ দ্বারা, তাহার রাস্তায় ধার, তাহার করলা গুলি ইহার কেলিয়া না দিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকে, এবং ঐ হিসাবে ১০ আনার কাঠ পোড়ারি কে করলা হুঁক, তাহার দ্বারা ইহার দৈনিক ১০ পাঁচ, আনা পরসার লাভ করিয়া থাকে। ইহারে নিকট পানের ও তামাকের দোকানদারগণ ক্রয় করিয়া কাগজের ছোট ছোট বলিয়ার পুরিয়া বিক্রয় করিয়াও বেশ লাভ করিয়া থাকে। এখন যদি করলার মন ৮/ ১ টাকাই কিছু কাল থাকিয়া যায়, তাহাতে বড় লোক-কাতর হইতে না। কিন্তু গরীব ও মধ্যবিত্ত লোকের অবস্থা চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা-বাইবে যে একটা ৩৭ জন লোক বিশিষ্ট গৃহস্থের মাসিক ইন্ধনের ব্যয় ৩৫ টাকা পড়িবে, ব্যাপ্তির সহজ মনে। খনিজ করলায় যখন মূল্য মূলত ছিল, তখন আমরা করলার ব্যবহার করিতাম, আরও প্রাচীনা কিছু মহিলাগণ কাঠের জালে রজন কার্য সম্পন্ন করিতেও ভাল বাসিতেন। এখনকার মহিলাগণ বিলাসিনী হইয়াছেন, উনানের নিকট বসিয়া থাকিতে কাতর এবং নারাজ, এই কারণেই পাথুরে করলার চলন এত অধিক হইয়াছে। এখন সেই ১০ মন করলার দর যদি ১ টাকার দাড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে কাঠের করলার পুনঃ প্রচলন হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহার আর সম্ভব নাই। অবিকৃত এই কাঠের করলা বিক্রয় দ্বারা কাঠের ব্যয় উদ্ভিদা-বাইবে। অন্ততঃ প্রত্যেক মধ্যমিত্ত লোকেরই আমাদের এই সঙ্কে সাগরে গ্রহণ করিলে ভালই হইবে। ইহা দ্বারা অনেক অর্থ বাচিয়া-বাইবে। কিন্তু আমরা কুড় বিক্রয় উপকা-করিতে এত অত্যন্ত হইয়াছি যে, একবার অনেকেরই মতিভ্রম হান পাইবে না। বই-বাস আমরা দেখাইয়াছি যে, আমাদের সাধারণ লোকের অবস্থা অতিশয় পোচনীয়,

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা আকর্ষণশীল পাঠান।

কাহারও মূলধন নাই। তিতরে তিতরে সকলেরই-অন্তঃসার শূন্য, ব্যবসার হিসাবেও অনেক বেকার, এই ক্ষুদ্র কার্যাবলী মূলধন সংগ্রহ করিয়া বড় কাজ করিতে পারেন। অমিতব্যয় দ্বারা আমরা সকলের মধ্যমা রক্ষা করিতে অনন্ত্যত হইয়াছি। এই সকলের অভাবই আমাদের মূলধনের অভাব, জাতীয় অবস্থা শোচনীয়। সেই হাহাকার প্রশমিত করিতে হইলে বখাসাধ্য ব্যয় সংকল্প করিয়া প্রত্যেককে ব্যক্তিগত হিসাবে কিছু কিছু সঞ্চিত অর্থদ্বারা একটা মূলধনের সৃষ্টি করিতে হইবে, তাহা বড় ক্ষুদ্র কার্য হউক, তাহাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। জরাজীর্ণ প্রভৃতি দেশে প্রচুর চারকোল বা কাঠের কয়লার কাজও ছিল, ক্ষুদ্র কার্য বলিয়া তাহারা উপেক্ষা করে নাই। কাঠের ও কয়লার ওড়াদ্বারাও তাহারা প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থ বিদেশ হইতে লইয়া বাইত, ইহা আমরা আমাদের “কাজের লোকে” দেখাইয়াছিলাম। এখন এই পরিত্যক্ত দ্রব্য সমূহ হইতে বিজ্ঞানের সাহায্যে কত দ্রব্যই প্রস্তুত হইতেছে। ডেনের জল হইতে জর্জানগণ প্রচুর চক্কী সংগ্রহ করিতেছেন, তাহাও পাঠক গণ “কাজের লোকে” পাঠ করিয়াছেন। আমরা পরিত্যক্ত দ্রব্যের ব্যবহার জানি না। সে শিক্ষা আমাদের হয় নাই, আজীবন আমরা কেরানী ও উকিল হইবার জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়া থাকি, সেই জন্য ক্ষুদ্র বিষয়ে মনোযোগ দিতে আমরা অভ্যস্ত নহি। কিন্তু কাঠের কয়লার ব্যবসার ও উপেক্ষার নয়, তাহা দেখাইবার জন্যই আমরা আজ এত কথা বলিলাম। উপার্জননের পন্থার অভাব নাই, তবে তাহা করে কে? দেখার বা কাহার? শিক্ষার অভাবাভিমানে আমরা জন্ম হইয়া বসিয়াছি, অনার্যাবল্লভ দেশের ঐশ্বর্য উপেক্ষার পদলিখিত করিয়া পরগণ্যাসী

হইয়া হাহাকার ধ্বনিত্রে প্রতিধ্বনিত করিতেছি। হার হার! বাহারা অহুযোগী, তাহাদের প্রতি দেবতার উদার অহুগ্রহও পরাধু্য হইয়া থাকে। “God helps those, who help themselves,, বে সকল লোক নিজের অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য সচেতিত হয়, ভগবান তাহাকে সাহায্য করিয়া থাকেন। হে ধীমান! আর কত কাল মোহে নিমগ্ন থাকিবে? কে সাহায্য করিবে? নিজেকে নিজে রক্ষা করিতে বসবান হও, এ অন্নসংস্থানের কোলাহলের মধ্যে কে কাহার কথা শুনে? অগাধ বারিধি বন্ধে পড়িয়া নিজেই আত্মরক্ষার উপায় করিতে হইবে, কেহ কাহারও রক্ষার জন্য অগ্রসর হয় না, ইহাই প্রব সত্য।

## Home Industries. গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষা। Simplest form of Shaving Paste

সর্বাপেক্ষা কামাইবার সহজ  
সাবান প্রস্তুত প্রণালী।

কামাইবার সাবান এখন খুব প্রচলিত, সেইজন্য সর্বাপেক্ষা সহজ একটা প্রণালী বলিতেছি। কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন। হোয়াইট ওয়াক্স বা শেভমোম—সিকি  
আউন্স।  
স্পারমাসেটী সিকি আঃ  
আলমণ্ড অয়েল বা—

বাদাম তৈল (ভাল) সিকি আউন্স  
এই গুলিকে গরম করিয়া নাড়িয়া বেশ মিশ্রিত হইলে, ২ খানা উইনসর সোপকে গরম জলে আটা আটা মত গলাইয়া তাহাতে ত্রিকিং উৎকৃষ্ট গোসাপ জল দিয়া খুব ঘুটুরা মিশ্রিত করত উপরের তিনটা

জিনিষের গুলান (Paste like) সমস্তটা ঢালিয়া দিয়া পুনরায় ঘুটিতে থাক। প্রবৃত্ত এখনও জিনিষ গরম থাকিবে, এইরূপ অবস্থার গোল ডলদা বাসের চৌকির মধ্যে ঢালিয়া দাও, যখন জমিয়া বাইবে, তখন সাবানে ঐ বাসের টিউব হইতে বাহির করিয়া লইতে হইবে। যদি বাহির করা সহজ না হয়, তাহা হইলে তলুদা বাসের চৌকীটিকে চারিদিকে ছুরি দ্বারা চাড় দিয়া তালিয়া কেবিলেই জমাট ভাগে লম্বা সাবান খানি বাহির হইয়া পড়িবে, এরূপ সাবান করিবার ছাঁচ প্রস্তুত করা ইয়াও লইতে পারা বাইতে পারে। এখন এই লম্বা সাবান খানিকে টুকরা টুকরা করিয়া করিয়া সিলতার পেপার নামক এক প্রকার কাগজ (বাহা দ্বারা সিগারেট প্রভৃতি মোড়া থাকে, সেইরূপ কাগজ) আছে, তাহা দ্বারা মুড়িয়া কাগজের গোল কোঁটা মধ্যে করিয়া বিক্রয়যোগী করা বাইতে পারে। ডিনো-নিয়া প্রভৃতির “সেভিং সোপের” বাক্স একটা দেখিলেই সমস্ত বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিতীয় প্রকার

হোয়াইট সফ্ট সোপ ৪ আউন্স  
স্পারমাসেটী অর্ধ আঃ  
সালড অয়েল অর্ধ আউন্স  
সমস্ত একত্রে গলাইয়া ঘন ঘন নাড়িয়া মিশ্রিত করতঃ উপরোক্ত প্রকারে ছাঁচে ঢালিলেই ইহাও উৎকৃষ্ট সাবান হইবে। ইহাতে ইচ্ছামত অটোডি রোজ বা বিবিধ প্রকারের এসেন্সিয়াল অয়েল দ্রব্যাদি ব্যবহার মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিতে হয়।

একটা মজার কথা বলিতেছি, পাশ্চাত্য দেশে অনেকেই প্রস্তুত শেভ সাবানকে গলাইয়া তাহাতে নানাবিধ এসেন্স দিয়া গারে মাখি-বার সাবান প্রস্তুত করিয়া থাকেন, এ সকল কারণে সাবান প্রস্তুতের বৃহৎ কারখানা বা বস্ত্রাদি থাকে না। সাবানের কারখানা হইতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



ইহারি যেত প্রস্তুত সাবানই জের করিয়া  
তাহাতে উক্ত প্রক্রিয়ার পৌরভ্যুক করতঃ  
সুন্দর আকারে ছাঁচে ঢালিয়া থাকিলে পুরিত  
বিক্রয় করিয়া থাকে। এ দেশে বাহারের  
কম মূল্যধন, তাহারও এইরূপ সাবানের কাজ  
করিতে চেষ্টা করেন না কেন?

নৃত্য বরূপ একটা পদ্ধতি দেখাইতেছি।  
ধরুন "রোল সোপ" প্রস্তুত করিতে হইবে।

White soap বা

খেত সাবান

২৫ পাউণ্ড

cocoanut oil

বা বিক্রয় মারিকেল তৈল

২৫ পাউণ্ড

French virminion

৬ আ:

একজ গলাইয়া তাহার পর নিম্নলিখিত Per-  
fume বা সুগন্ধ জিনিষগুলি দিয়া ছাঁচে  
ঢালিলেই উৎকৃষ্ট সাবান হইবে।

Oil Bergamot,

২ আউন্স

Oil cinnamon

অর্ধ আউন্স

Oil of cloves

অর্ধ আউন্স

Oil of Niroli

অর্ধ আউন্স

এইগুলি মিশ্রিত করিয়া তাহার পর ছাঁচে  
ঢালিলেই যখন বেশ জমিয়া যাইবে, তখন  
কাগজের বাক্সে যেমন সাবান বিক্রয় হয়,  
সেইরূপে বিক্রয়যোগ্য করিয়া কিছু কিছু  
কাজও ত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক  
ঘরে ঘরে যদি এইরূপ সাবান প্রস্তুতের ক্ষমতা  
কারখানা করা যায়, তাহা হইলে বহু সাহায্যে  
প্রস্তুত আমদানী সাবানের সহিতও আমরা  
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বোধ হয় দাড়াইতে পারি।  
প্রকাণ্ড সাবানের কারখানা বসাইয়া তাহার  
পর সাবান প্রস্তুত করিব, সে অনেক টাকার  
খেলা। এ সকল গবেষণা আলোচনাতেই  
থাকিয়া যায়, রাখাও নাচেনা, সাত মন তেলও  
পোড়ে না। কাহারও এইরূপ পহার গারে  
মাথা সাবান প্রস্তুত করিয়া দেখিতে ক্ষতি  
কি?

## Editor's Note-Book.

### বিবিধ তথ্য সংগ্রহ।

(বাণিশ প্রস্তুত প্রণালী) \*

ম্যাটিক তসবীর বাণিশ :—গাম ম্যাটিক  
২৫ পাউণ্ড, তারপিন তৈল ১ গ্যালন।

ম্যাপ বাণিশ :—(নং ১) গাম ডামার  
৫ পাউণ্ড, তারপিন তৈল ২ গ্যালন।

(নং ২) গাম ডামার ২৫ পাউণ্ড, গাম  
ম্যাটিক ২৫ পাউণ্ড, তারপিন তৈল ১ গ্যালন।

একটি টিনের ক্যানিড্রা বা বোতল সম্পূর্ণ  
ভর করিয়া তাহাতে তারপিন ঢালিতে হইবে।  
কোনরূপে জল থাকিলে বা পাত্রটি আর্দ্র  
থাকিলে বাণিশে তলানি পড়িবে; অতঃপর  
তাহাতে গাম মিশাইতে হইবে। পাত্রটি  
রীতিমত ছিপিবদ্ধ করিয়া জোরে জোরে  
নাড়িতে হইবে। এইরূপ করিলে গাম  
জবীভূত হইয়া যাইবে। অধিক পরিমাণে  
প্রস্তুত করিতে হইলে, কোনরূপ মনন বহু  
ব্যবহার করা উচিত।

অন্ত প্রণালী :—ক্যানাডা ব্যালুম ৪  
আউন্স, তারপিন তৈল ৪ গ্যালন।

রাসেট ক্রিম :—মোম (মধুচক্র) ২  
আউন্স, মোম (খেত) ১ আউন্স, তারপিন  
তৈল ৬ আউন্স।

ইহাদিগকে একটি পাত্রে মিশ্রিত করিয়া  
কতিপয় দিবস রাখিয়া দাও। সম্পূর্ণ বিগলিত  
হইয়া যাইলে ক্যানাডাইল সোপ সিকি আ ল,  
১ আউন্স ছোটত জলে জবীভূত করিয়া ঢালিয়া  
দাও। সামান্য হলুদ মিশ্রিত করিয়া পরে  
ইচ্ছানুসারে বর্ণে রঞ্জিত কর। চামড়ার ব্যবহৃত  
হয়।

\* Taken from—"Practical Re-  
ceipts for the manufacturer, the  
mechanic and for home use by Dr.  
H. R. Berkely and W. McVailor.

এখন চামড়ার বাণিশ পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

চামড়া ওয়াটার প্রক করিবার উপায় :—  
প্যারকিন ওয়াটার ২৫ আউন্স, প্যারাকিন তৈল  
১ পাউন্ট।

মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিতে  
হইবে, অথবা জবীভূত হইয়া যাইলেই চর্মে  
লাগাইতে হইবে।

চামড়ার অন্ত কাল এনামেল :—গোল্ড  
সাইজ ২ আউন্স, ইউক্যালিপটাস তৈল ১০  
ফোঁটা, তারপিন তৈল ১ ড্রাম।

আইতরি বা তুলা কালি উপযুক্ত পরিমাণ  
মিশ্রিত করিয়া যতদূর সম্পূর্ণ সম্বলিত না  
হয়, ততদূর ক্রমশঃ নাড়িতে হইবে। বাণিশ  
মাজেই বত পুরাতন হইবে, তই উৎকৃষ্ট  
হইবে।

স্পিরিট পেপার বাণিশ :—

(নং ১) গাম ম্যানিলা কোপাল (soft)  
৪ পাউণ্ড, গাম সানড্রাক ২ পাউণ্ড, মিথি-  
লেটেড স্পিরিট (৬৪ ওভারপ্রক) ১ গ্যালন।

(নং ২) গাম ম্যানিলা কোপাল (soft)  
৫ পাউণ্ড, গাম ম্যাটিক ১ পাউণ্ড, মিথিলেটেড  
স্পিরিট (৬৪) ১ গ্যালন।

(নং ৩, উৎকৃষ্টতর) গাম ম্যানিলা  
কোপাল (soft) ৫ পাউণ্ড, গাম সানড্রাক  
২ পাউণ্ড, ল্যাভেণ্ডার তৈল ১ আউন্স, মিথি-  
লেটেড স্পিরিট ১ গ্যালন।

তারপিন বাণিশ :—রজন ১০ পাউণ্ড,  
তারপিন ১ গ্যালন জবীভূত কর।

ওক বাণিশ :—গাম কোপাল ৩ পাউণ্ড,  
ডুইং তৈল অর্ধ গ্যালন এই দুইটিকে উত্তাপে  
জবীভূত কর, আগুন হইতে নামাইয়া ৩  
পাইট রজন তারপিন মিশ্রিত কর।

কোপাল বাণিশ :—উত্তাপে জবীভূত  
করিন কোপাল ২ পাউণ্ড, উত্তপ ডুইং  
তৈল ১ পাউন্ট, উত্তপ তারপিন ২ পাউন্ট।

অক্টোবর বাণিশ :—চীচ দালা ৩ পাউণ্ড,



বাটম ল্যাক ৪ পাউণ্ড, মিথিলেটেড স্পিরিট ১ গ্যালন।

ফ্রেঞ্চ পলিশ :—

(নং ১) চাঁচ গালা ১ পাউণ্ড, বাটম ল্যাক ২ পাউণ্ড, সিক ল্যাক (রজন শূন্য) অর্ধ পাউণ্ড, মিথিলেটেড স্পিরিট ১ গ্যালন।

(নং ২) চাঁচ গালা ১ পাউণ্ড, বাটম ল্যাক ২ পাউণ্ড, গাম বেঞ্জামিন অর্ধ পাউণ্ড, মিথিলেটেড স্পিরিট ১ গ্যালন। গম বেঞ্জামিনকে পৃথক পাত্রে জ্বীভূত করিয়া লইতে হইবে। ইহা হইতে ময়লা সম্পূর্ণ বিদূরিত করিয়া পরে মিশ্রিত করিতে হইবে।

শাশা এনামেল বার্ণিশ :—ক্যানাভা ব্যালসাম ১০ পাউণ্ড, ভারপিন ১০ পাউণ্ড জিক অক্সাইডের সহিত মার্জিত থাক। জিকের পরিবর্তে যে কোন রং ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বানিশ তৈয়ারী করিবার অল্প তৈল পরিকার করিবার উপায় :—

একটা ভাষার পাত্রে ৫০ গ্যালন তিসির তৈল ১৮০ ডিগ্রি ফারেনহাইট উত্তাপ পর্যন্ত গরম কর। এই তিসির তৈলে যেন রজনের তৈল একবারেই না থাকে। অতঃপর ২১০ পাউণ্ড সালফিউরিক এসিড ঢালিয়া দাও। ১৮০ ডিগ্রি উত্তাপে অর্ধ ঘণ্টা রাখ। আগুন হইতে নামাইয়া ৩০ ঘণ্টার মধ্যে তৈলকে গড়াইয়া লও। এই তৈল কয়েক সপ্তাহ রাখিয়া দিলেই পরিকার হইয়া যাইবে।

ব্রান্সউইক ব্ল্যাক (Brunswick Black) :—

ইজিপসিয়ান স্ফালক্টার ১৪ আউন্স, ছইবার কুটান তিসির তৈল ২ কোয়ার্ট, টার্কি আশার ৪ আউন্স। উত্তাপ প্রয়োগে সমস্ত মিশ্রিত কর। উপযুক্ত পরিমাণ ভারপিন এবং আইভরি ব্ল্যাক মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ঘন কর। অত্যন্ত উত্তাপ দাখিয়া

বেন আগুন না লাগিয়া যায়, তখিকরে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে।

কাভের সত্যনা চক্চকে করিবার বার্ণিশ :—বিগুন পরিমাণ জলের সহিত ডিম্বের খেতাংশ মথিত করিতে হইবে। ২ ড্রাম লবণ মিশাইতে হইবে।

লৌহ বা ইস্পাত নীলবর্ণ করিবার উপায় :—  
যে লৌহ নির্মিত পদার্থকে রঞ্জিত করিতে হইবে, তাহাকে রীতিমত পরিকার ও চক্চকে করিতে হইবে। অতঃপর কাঠের ভেত্রে চাপা দিয়া ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিবার সময় মধ্যে মধ্যে অগ্নি হইতে বাহির করিয়া দেখিতে হইবে যে নীতল হইলে উপযুক্ত বর্ণধারণ করে কি না। যখনই বুঝিতে পারা যাইবে, বর্ণ মনোমত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ অগ্নি হইতে পদার্থটি বাহির করিয়া লইতে হইবে। উত্তপ্ত না করিয়াও নিম্ন লিখিত উপায়ে নীল করা যাইতে পারে। ১ ভাগ পোটাসিয়াম কেরিসায়ানাইড ২০০ ভাগ জলে জ্বীভূত কর। অল্প একটি পাত্রে ১ ভাগ ফেরিক ক্লোরাইড ২০০ ভাগে জলে জ্বীভূত কর। এই দুইটি দ্রাব্য মিশ্রিত কর। অতঃপর তাহাতে সুপরিষ্কৃত ও সুচিকণ লৌহ মিশ্রিত কর। অল্প পরেই লৌহ নীল বর্ণ ধারণ করিবে।

মুখের মেচতা নষ্ট করিবার উপায় :—  
সালফোক্যারবনেট অফ জিক ২ ভাগ, মিসারিং ২৫ ভাগ, গোলাপ জল ২৫ ভাগ, স্পিরিট ৫ ভাগ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লও। পরে ওষধটি প্রাতে সন্ধার সময় ও শুইবার পূর্বে মুখে লাগাইলে মুখের মেচতা দূরীভূত হয়।

গাত্রচর্ম পরিষ্কৃত করিবার সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।  
নিম্নলিখিত ওষধটি যদি কোন স্থানে ঘনভাসি

লাগে বা ক্ষত থাকে, সে স্থানে লাগান এক-  
বারেই উচিত নহে। এই ওষধ প্যারিসের  
মাজারে "Lait antipheleque" নামে  
অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে। ইহার  
দ্বারা ব্যবসাও চলিতে পারে। ১২ গ্রেপ  
করোসিত সাল্ফিউরিক ৩ আউন্স অয়েল ক্রাওয়ার  
ওয়াটারে গলাইয়াও, পরে বিতক হাইড্রো-  
ক্লোরিক এসিড তিন ড্রাম ঢালিয়া দাও।  
উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। পরে উহা এক  
পাশে রাখিয়া দাও। তাহার পর বালান (জিক)  
খোঁতো করিয়া এক বলে রাখিয়া রীতিমত  
মাড়িতে থাক, তাহাতে ১ আউন্স মিসারিং  
ঢালিয়া উত্তমরূপে মাড়িতে থাক, শরীরের সমস্ত  
শক্তি দিয়া মাড়া আবশ্যক। যখন বেশ  
পরিকার বিচ শূন্য কাটার দ্বারা হইয়া যাইবে,  
তখন তাহাতে ১ আউন্স অয়েল ক্রাওয়ার  
ওয়াটার ঢালিয়া দাও। এই সময়ে তরকার  
জোরে এবং অনেককণ ধরিয়া মাড়া আবশ্যক;  
এইরূপে মাড়িবার সময় কোঁটা কোঁটা  
করিয়া ছই ড্রাম টিকার বেনজিন ঢালিতে  
থাক। উত্তমরূপে বাড়া হইয়া গেলে তাহাতে  
পূর্বোক্ত করোসিত সাল্ফিউরিক ইত্যাদির  
সলিউশন ঢালিয়া দাও। পরে ইহাকে ক্রটিং  
পেপার দিয়া ছাঁকিয়া লও। তাহাতে আরও  
অয়েল ক্রাওয়ার ওয়াটার ঢালিয়া এক পাইট  
কর। ইহা পূর্বোক্ত উপায়ে মুখে এবং গায়ে  
লাগাইতে হইবে। গাত্রের যেন কোন স্থানে  
আঁচড় না থাকে। (বিজ্ঞান)

হাত্রেদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইবনা, এখন পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

(Special for Businessman.)

**Agricultural Notes.****আউস ধানের আবাদে নাইট্রেট অব সোডা পরীক্ষার ফল।**

আমাদের দেশে বিবিধ প্রকার সার  
জমিতে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু  
আধুনিক বৈজ্ঞানিক সার অল্প পরিমাণ  
প্রয়োগ দ্বারা যেমন আশাতিরিক্ত কার্য  
হইয়া থাকে তেমনটী হয় না। নাইট্রেট  
সোডা একটা উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক সার, ইহা  
আমরা বহুবার “কালের লোকে” প্রকাশ করি-  
য়াছি। সম্প্রতি বঙ্গীয় কৃষি বিভাগের ডেপুটি  
সিউপার্টেন্ডেন্ট এন্ড সিক্রেটার (F. Simth  
Esq.) (১) রাজীবপুর (বারাসত) (২)

মঙ্গলপুর, (৩) হরদী আলমডাঙ্গা (৪)  
আমালপুর ২৪ পরগণা (৫) আমালপুর এই  
চর স্থানে নাইট্রেট অব সোডা সার, আউস  
ধান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া যেসকল আশাতি-  
রিক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, আমরা  
আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের অবগতির  
জন্ত নিম্নে তাঁহাদের পরীক্ষার ফল প্রদান করি-  
লাম, আমরা আশা করি, প্রত্যেক কৃষিজীবী  
এবং ভূম্যধিকারী গণ এই বৈজ্ঞানিক সার,  
প্রত্যেকক্ষে প্রয়োগ করিয়া পরীক্ষা করিবেন।

কৃষি বিভাগের ডেপুটি সিক্রেটার মহোদয়  
উপরোক্ত প্রত্যেক গ্রামেরই আমল-ধাত্তের  
২ কিতা জমী লইয়া পরীক্ষা করেন, ১ কিতার  
সার প্রয়োগ করেন, অপর কিতার সার না  
দিয়াই পরীক্ষা করেন, ফলে সার না দেওয়া  
কিতা অপেক্ষা সার দেওয়া জমিতে প্রচুর  
শস্য উৎপন্ন হইয়াছিল। নাইট্রেট অব সোডা  
অল্প পরিমাণে সারে যে কার্য করে, রাশি রাশি  
তন্ময় এবং ফোবর সারেরও তেমন ফল হয় না।  
সেই জন্ত জমি অবশ্যই ইহা ব্যবহার্য।

সার পরিমাণ	বিধা প্রতি	প্রতি বিঘার উৎপন্ন শস্যের আয়				
১ম কিতা	সার না দিয়া	১ রাজীব পুর ৫১০ মণ	২ মঙ্গলপুর ৪৮০ মণ	৩ হরদী ৩৮০	৪ আলমডাঙ্গা ৪৮০ মণ	৫ আমালপুর ৫১০ মণ
২য় কিতার	সার দিয়া নাইট্রেট অব সোডা ১/৩ ব্যাসিক স্থপার কলেক্ট ১/৩	৭১০	৬৮০ মণ	৮৮০ মণ	১০৮০ মণ	১০৮০ মণ
	নাইট্রেট অব সোডা সার দিয়া বিধা প্রতি বৃদ্ধির হার	২/০	২/০	৪১০	৪/২	৪১০ মণ
	বৃদ্ধি শস্যের প্রতি বিঘার বৎসরকমে মূল্য—	৬	১২	১৩১০	১৩১০	১৩১০
	সারের ব্যয় বিধা প্রতি	৪	৪	৪	৪	৪
	মোট বিধা প্রতি লাভ	২	৮	২১০	২১০	২১০
	প্রত্যেক একরে নেট লাভ	৬	২৪	২৮১০	২৭৮০	২০৮০

সুতরাং কৃষকের পক্ষে উপরোক্ত লাভ উপেক্ষার বিষয় নহে। এই সার সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এবং নমুনাটি আবশ্যক হইলে ডাইরেক্টর  
চিলিয়ান প্রপাগেন্ডা Chillian Nitrate Propaganda, ১ Royal Exchange place, এই ঠিকানায় “কালের লোকে” নাম  
উল্লেখ করিয়া লিখিলেই পাইতে পারিবেন, আমরা প্রত্যেক গ্রাহককে একবার এই সার পরীক্ষা করিতে অনুরোধ করি।

২৫১২এ মেছুরাবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা লগিত প্রেসে, ত্রিপুরা প্রেস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭ নং জঙ্ক  
নম্বরের লেন হইতে প্রকাশিত।

পুরাতন “কালের লোকে” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

## কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য সাময়িক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ ।

New Series.

নব পর্যায় ।

Vol. X.

৪র্থ সংখ্যা ।

APRIL 1916.

এপ্রেল ১৯১৬ ।

No. 4.

দেখিতে দেখিতে আবার একটা বর্ষ অনন্তের কোলে বিলীন হইয়া গেল, ১৩২২ সাল বড় সুখে কাটে নাই, ইয়োরোপের মহা সমর, ভারতের নানাহানে হাডিক, অন্নকষ্ট, ব্যবসায় বাণিজ্যের শোচনীয় অবস্থা, জীবন ধর্মের বাণভীর ডোষের অত্যধিক প্রচলিতাৎলাত। অশান্ত: বহু সংসারের কঠিন দুঃখেই বর্ষ অতি বাহিত হইয়াছে। অধাপি সববর্ষকে আদর। কামের আত্মবর্না করিয়া কত ভবিষ্যৎ আশা আশাবিত্ত হইতেছি, জগদ্বাস কখন ১৩২৩ সাল বেন আবারের পক্ষে পড়ত হউক ।

১৩২৩ সালের পঞ্জিকার দেখিতেছি, শনি রাজা, মন্ত্রী মঙ্গল, মহা নক্ষত্রে বর্ষ প্রবেশ । প্রাথমিকচিরকাল রমেন ১৩২৩ সালের রাজা দেবী-সম্রাট-কাল। কত, কত অতি সুখ-ভক্ত-কারী হইয়া যদি কিছু শুভকর ।

রাজার দান ।—রাজা জর্জ যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহার্থ নিজ তহকিল হইতে ১৫ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন ।

চক্ষুসঙ্গরের ভগাটিয়ার ।—সুত্র চক্ষুস-নগর হইতে ২৬ জন বাঙ্গালী সৈন্তপ্রেরীভূত হইয়াছেন । তাঁহারা রণ-কৌশল শিকার জন্ত পণ্ডিতেরী গমন করিয়াছেন ।

শিলা-বৃষ্টি ।—সেদিন সুহৃৎপতিবার অপরাকে বাঁকুড়ায় ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে । এক একটা শিলা বেন বড় মায়-রেসের মত; কলে অনেক বৃক্ষই পত্রশূন্য হইয়াছে; অনেক গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে; অনেক বড়ের ছাঁক উড়িয়া গিয়াছে । অনেক কল পড়িয়াছে। পাবনা, নদীয়া জলকনগর,

এবং মেদিনীপুর প্রভৃতি হইতেও বৃষ্টির সংবাদ আসিয়াছে ।

কৃষি আলোচনা ।—গত ৩১শে মার্চ রঙ্গ-পুরে যে উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের অধিবেশন হইয়াছিল,—সেই অধিবেশনে কৃষি বিষয়ক প্রসঙ্গও উঠিয়াছিল । এই প্রসঙ্গ-সভার অধ্য-কতা করিয়াছিলেন, প্রফেসর পঞ্চানন নিরোগী । রঙ্গপুর ডেরারি কারখের সুপারিন-টেণ্ডেন্ট ঈশুভ জে, এন, চক্রবর্তী, রঙ্গপুরের কলেজের ঈশুভ জে, এন, গুপ্ত এবং জল ঈশুভ এস কে মল্লিক প্রভৃতি বহু সম্মান ব্যক্তিই এই সভার উপস্থিত হইয়াছিলেন । প্রফেসর নিরোগী মহাশয় এই সভার বলিয়া-ছিলেন,—“জমিতে বধোপযুক্ত সার মিশ্র ব্রবেডোল এবং মরিশস বীণের ইষ্ট্র এবং জ্বাভার তাবাকের চাব এই বস্তুদ্বয়ে করিলে বিধি প্রতি বৎসরে একশত হইতে দেড় শত

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন-সউন ।

টাকা পর্যন্ত আর, দার্কিলিঙ্গের আলুর চাব করিলে বিধা প্রতি প্রার পকাশ টাকা মুনকা হইতে পারে। জীবিকাধারী বনের শিকিত মুকগণের এ পক্ষে দৃষ্টিপাত বাঞ্ছনীয়।" আজকালকার মুকগণ "হি চাকুরীর অল্প ছুটাদুটি না করিয়া এইরূপ বাধীন ভাবে জীবিকাকর্জনের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে প্রভূত কল্যাণ অবশ্যভাবী, সন্দেহ নাই। কিন্তু কালদোবে এদিকে তাহাদের দৃষ্টি কন ?

লবণের মাসুল।—লবণের মাসুল এক টাকার স্থলে ১।০ করাতে গবর্ণমেন্টের আর ৫, ১৩,৫৭০০০এর স্থলে ৫,২৮,১৪০০০ হইবে। ৭৫ লক্ষ টাকার অল্প বহু মূত্রিত লোককে ক্রেশ দেওয়া ভাল হয় নাই।

বিদায়।—বড়লাট লর্ড হার্ডিং ৫৯ বৎসর ভারতবর্ষের রাজ্য প্রতিনিধির কার্য্য করিয়া ভারতবাসীর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়া ছিলেন। ভারতবর্ষের ৩৫ জন মহারাজা এবং দেশের বহু সংখ্যক প্রধান ব্যক্তি তাঁহার বিদায়কালে উপস্থিত ছিলেন। লর্ড হার্ডিং সি-এণ্ড-ও কোম্পানীর আরেবিয়া নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

নূতন রাজপ্রতিনিধির কলিকাতা আগমন।—১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার পূর্বাহ্ন ৭।০ ঘটিকার সময়ে নূতন রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমসফোর্ড হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথা হইতে গবর্ণমেন্ট প্রাসাদে গমন করিয়া বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেলের অতিথি হইয়া ছিলেন।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইলাম, গত ১লা এপ্রেল শনিবার প্রাতঃকালে বোম্ব-বেশ মুক্তি মহাশয় পরলোকে গমন করিয়া

ছেন। তিনি দীর্ঘকাল বাবং যোগ ভোগ করিতেছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্মাবধি তাহার সহিত "মুক্তি মহাশয়ের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পরিষদের অন্ততম সহকারী সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান একনিষ্ঠ সাহিত্যিকের মৃত্যুতে পরিবদ অত্যন্ত কতি-এত হইলেন। আমরা তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে সববেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বুদ্ধের ব্যয়।—বর্তমান বর্ষে ইংলণ্ডের ব্যয় প্রায় ২৩৩৮ কোটি টাকা হইবে। গবর্ণমেন্ট থিয়েটার, বায়স্কোপ, বোড়বোড়, ফুটবল প্রভৃতির উপর ট্যাক্স বসাইয়া ৭।৯ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে-সংকল্প করিয়াছেন।

কৃত্তিবাস স্মৃতি।—কৃত্তিবাসের স্মৃতি রক্ষার অল্প ৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই টাকা দ্বারা রাণাঘাটের নিকটবর্তী কবির জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে এক মাইলার স্থলের বাটা ও বৃহৎ কুপ খনিত হইয়াছে, অবশিষ্ট টাকা দ্বারা এক স্তম্ভ নির্মিত হইবে। গত রবিবার কৃষ্ণ লগরের মাজিষ্ট্রেট মিঃ এস, সি, মুখোপাধ্যায়, বাবু নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু নীরোদ কৃষ্ণস্বায়ের যত্নে ফুলিয়ার এক বৃহৎ সভা হইয়াছিল, সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় স্তম্ভের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কান্দীমাজার ও নাটোরের মহারাজা কৃত্তিবাসের নামে কৃতি স্থাপনার্থ বিধিবিজ্ঞান-গণের হস্তে অর্থ দান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

পরবশতার হুঃখ।—ভারতবর্ষে দিগ্-শলাইর অল্প জাপানের মুদ্রাপেক্ষী, জাপান বর্তমান প্রস্থোগে দিগ্শলাইর মূল্য শতকরা ৭৫ বাড়িয়াছে। ২রা জার্জ তারিখের

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

"জাপান উইকলি ক্রনিকেল" লিখিয়াছেন— "সংপ্রতি আমরা চীন, ভারতবর্ষ ও পূর্ব-দেশের আর আর স্থান হইতে দিগ্শলাইর এত অর্ডার পাইয়াছি যে, আমরা নির্ভয়ে যেমন খুশী দাম চড়াইয়া দিরাছি।"

ভারতবর্ষ কি আপনার প্রয়োজনীয় দিগ্-শলাই বদলে উৎপন্ন করিয়া লইতে পারেন না ? হায় ! হায় ! দেশটা চিরনিমিত্ত।

আশ্চর্য্য শারীরিক বল।—সৈদীন পেশো-য়ারের ষোলমাস্ক সৈন্তসাত্তকট তরবারী সকালনে আধাধারণ দক্ষতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বৃহস্পতিবার দিন বেলা ৮ টার সময় তরবারী ঘুরাইতে আরম্ভ করেন। সমস্ত দিন মিনিটে ১৬০ বার ঘুরাইয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি অবিরাম গড়ে প্রতি মিনিটে ১৩০ বার ঘুরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুক্রবার সারাদিন ৩ রাত্রি ১২টা ২মিনিট পর্যন্ত তর-বারী সঞ্চালনে রত ছিলেন। এইদিন মিনিটে ১১৬হইতে ১৫২ বার পর্যন্ত তরবারী ঘুরাইয়া-ছিলেন। ক্রমাগত ৪০ ঘণ্টা কাল অনিদ্রা ও অনাহারে অতি ক্রান্ত বেগে তরবারী ঘুরাইয়াও তিনি ক্লান্ত হন নাই।

ছাত্রদের লড়াই।—লাহোরে হিন্দু ও মুসল-মান ছাত্রদের লড়াইর সংশ্রবে পুলিশ প্রত্যেকপক্ষে ৭জন করিয়া ১৪ জন ছাত্রকে গেরেস্তার করিয়াছে। ছাত্রদের অনেকেই জামিনে থালাস আছে। খেলা করিতে লড়াই ও খুন লখন, বড় লজ্জা ও স্থানীয় বিবদ হইয়াছে। ইহাও পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল নাকি ?

ভীষণ জলকট।—চারিদিকেই জলকটের হাহাকার—জোবা ও লোকালয়েভের সাহায্য আর কখন হইবেক?

## অনরেল মহারাজা কসিমবাজার শিল্প বিদ্যালয়।

পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে গত ১৯১২ সালে এপ্রিল সংখ্যায় আমরা মহারাজ বাহাদুরের প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয়ের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেই সময় স্কুলটি বহরমপুরেই স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছিল, এক্ষণে পাঠকগণ কুনিয়া সুখী হইবেন যে, কিছু কিছু অসুবিধার জন্ত মহারাজ বাহাদুর এই স্কুলটি কলিকাতাতেই স্থাপন করিবার মনস্থ করিয়াছেন, এই শিল্প বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক Captain Petavel মহোদয় আমাদের কাছে যে পত্র লিখিয়াছেন, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্ত নিম্নে তাহা প্রকাশ করিলাম। মাননীয় মহারাজ বাহাদুর তাঁহার কাকুড়গাছী উদ্যানটি প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয় প্রদান করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এই প্রস্তাবিত শিল্প বিদ্যালয়ের কথা ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে পেশ করা হইয়াছিল, ভারতের ডেপুটি সেক্রেটারী মাননীয় লর্ড ক্রু মহোদয় এই বিদ্যালয়ের জন্ত ব্যক্তিগত আনন্দ এবং সহায়ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। এই শিল্প বিদ্যালয় দ্বারা বঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সম্মানগণের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। কলিকাতার এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জনসাধারণের বিশেষ সুবিধাই হইয়া গেল সন্দেহ নাই। মহারাজা দীর্ঘজীবী হউন, আমরা ভগবানের নিকট কেবল ইহাই প্রার্থনা করি। বাঙালার প্রকৃত হিতার্থে তাঁহার কার্য কলাপ অতুলনীয়।

To The Editor, "Business Man"  
Dear Sir,

You will very likely remember that last year the Hon'ble The

Maharajah of Cossimbazar proposed to start the Industrial School in Berhampur, referred to in the inclosed pamphlet and with the objects set forth in it, but owing to a difficulty that arose through the workshop being on Government land the execution of the plan had to be postponed; he has decided finally to start that School in Calcutta lending his Kankurgachi Garden house for the purpose. You may have noticed that the scheme was referred to recently in the Imperial Council. Lord Crewe, the late Secretary of State as also expressed a personal interest.

The pupils will work on actual commercial work with the newly formed Indian Polytechnic Co-operative Association. They will have also instruction in carpentry, smith's work, moulding and casting, drawing mechanical and free hand, surveying, together with general education with a view to Matriculation. Students will thus have the right training to prepare them to join the Engineering Colleges, besides opportunity for practical commercial experience; also it is hoped, employment the Association itself will be able to give, as described in this pamphlet.

It is that good pupils will ultimately earn their education expenses. The inclusive fees will be Rs. 20 a month, but the Hon'ble The Maharajah will give five free and five half scholarships, and other gentlemen, it is hoped, will give some help of similar nature. This will be given to students who will apply themselves energetically and capably to industrial work. The establishment will be under Captain J. W. Petavel (late R. E.) assisted by Professor B. C. Chatterji, B.A., B.Sc., B.L., (Consulting Engineer, Electrical) and Mr. G. L. Narasimham, B.A., B.C.E., (Consulting Engineer, Civil, and a staff of teachers for matriculation students. The establishment is to be opened forthwith.

Applications should be sent at once to Professor Bhim chandra Chatterji C/o Maharajah Cossimbazar. 302, Upper Circular Road, Calcutta. Thoroughly satisfactory certificates of good character are insisted on.

The Hon'ble the Maharajah will be much obliged for your help in making the matter known.

I remain,  
Dear Sir,  
Yours truly,  
J. W. PETAVEL.

হাজিরের বার্ষিক অর্থ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।



এই বিভাগের, কমিটি কিউলেশন পরীকার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে, এবং ইঞ্জিনিয়ারিং, সারভেয়িং, চালাইয়ের কাজ, হুথব্রের কাজ, ইলেকট্রিকের কাজ প্রভৃতি হাতে হেতেমে শিক্ষা দেওয়া হইবে, এই বিভাগের শিক্ষা শেষ করিয়া অনায়াসে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ লাভ করিতে সক্ষম হইবে। খুলে কর্তৃপক্ষ আশা করেন যে, এই বিভাগের ছাত্রগণ অল্প দিনের মধ্যেই তাহাদের শিক্ষার দায় নিজেয়াই উপার্জন করিতে সক্ষম হইবে। এতদ্বিধা সুলে পাঠ শেষ হইলে এই সমিতি কাজ করেরও যোগাড় করিয়া দিতে পারিবেন, এরূপ আশা করেন।

খুলে পাঠের মাসিক ২০ টাকা কী লাগে কিছু মাননীয় মহারাজা বাহাদুর যোগ্য ছাত্রদিগের মধ্যে জনকে বিনা বেতনে এবং জনকে অর্ধেক বৃত্তি প্রদান করিবেন এবং অপর কয়েক জন ভদ্রলোক সেইরূপ কিছু কিছু সাহায্য করিবেন, আশা আছে। ক্যাপ্টেন জে, ডব্লিউ গোট্টার্ডেল সাহেব ইনি একজন সুবিক্রম অবসর প্রাপ্ত রয়েল ইঞ্জিনিয়ার কমান্ডারক হইবেন, এবং প্রোফেসর বি, সি, চার্টটার্জী বি, এ বি, এস, সি, বি, এল, কন-সল্টীং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, মি: জি, এফ, সারাসিমবাহান বি, এ, বি, সি, জি, (কন-সল্টীং ইঞ্জিনিয়ার সিভিল) এবং ম্যাট্রিকিউলেশন পর্যন্ত পড়াইবার কয়েক জন সুযোগ্য শিক্ষক থাকিবেন। বাহারা এই শিল্প বিভাগের শিক্ষার্থী হইতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে অবিলম্বে Professor Bhim Chandra Chartterji C/o Maharaja Cossimbazar, 302, Upper Circular Rd, এই ঠিকানার আবেদন করিতে হইবে। শিক্ষার্থী আবেদনকারীর সচ্চরিত্র সম্বন্ধে সম্ভাবজনক সার্টিফিকেট আবশ্যক।

উপসংহারে আকাঙ্ক্ষার বক্তব্য এই যে,

আমরা আশা করি অনেকেরই এ সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করিবেন না। সর্ব প্রচেষ্টায় অসহায় লোকের উন্নতি করণার্থেই মহারাজার এই মহৎ উদ্ভোগ এবং আয়োজন, দেশের লোকে তাহা উপলব্ধি করিলে বাস্তবিকই অনেক সংসারেরই অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপ Practical শিক্ষার বিস্তার না হইলে এদেশের অসহায় পরিকর্তনের আর অস্ত্র পুষ্কা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মহারাজ সেই পন্থা পরিকার করিবার জন্য অগ্রসর। আমরা সর্বাত্মকভাবে তাহার এই সাধু উদ্দেশ্য সকল হইবার জন্য সত্বনামের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।

## জন্মান-অধিকারভুক্ত চীন-রাজ্যে ডিম্বের ব্যবসা।

১৯১০ সালে সিংটাই হইতে ১৮,২১, ১৮৩ ডজন ডিম্ব রপ্তানি হইয়াছিল। অধিকাংশই সাইভিরিয়ার ট্রান্সিভোল্টিক সড়ক দ্রুত করিয়াছিল। অস্ত্র একটা কারখানা ডিম্বের উপাদান শুক করিয়া রপ্তানি করিয়া থাকে। এই কারখানার প্রতিদিন ৩,৩০০ ডজন ডিম্বের প্রয়োজন হয়। এই শুক ডিম্বের অধিকাংশই জার্মানিতে রপ্তানি হইত। এক্ষণে আর্মোরকার পাঠাইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। এক জাহাজ ডিম্বের শুক উপাদান নমুনা স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছে, খুব সফলতঃ শীত্রেই একটা বিস্তৃত কারখানা স্থাপিত হইবে। একমাত্র চীনদেশেই এই সমস্ত ডিম্ব সংগৃহীত হইয়া থাকে। কোন্ কোন্ বন্দরপতি বা জি উপায়ে ডিম্বের শুকসার লক্ষ্যীত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। পরিচালকগণ সোপানে কারবার চালাইতেছেন। যে আহার্য

ডিম্বের উপাদান নমুনা রপ্তানি প্রেরিত হইয়াছিল, সেই জাহাজ লোকের নিকট হইতে যে সখান সংগৃহীত হইয়াছে তাহাই নিয়ে বর্ণিত হইল। পুরাতন কেরোসিন ইঞ্জলের বাক্সে ডিম্ব কারখানার নীত হয়। উচ্চল বৈজ্ঞাতিক আলোক ধরিতা এক একটি ডিম্ব পরীক্ষিত হয়। ইহাতে ডিম্ব খারাপ হইয়াছে কি না অতি সহজে বুঝা যায়। ডিম্ব ভাল কি মন্দ, তাহা আলোকে ধরিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়। উচ্চল বৈজ্ঞাতিক আলোকে অনায়াসে এবং অল্প সময়েই ধরিতে পারা যায়। যেগুলি খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহাদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং ভালগুলি বাছাই করিয়া পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলা হয়। অতঃপর ডিম্বগুলিকে ভাঙ্গিয়া তাহাদের খেত এবং হরিজা অংশ পৃথক করা হয়। বোলাই ও ভাঙ্গাইএর কার্য চীন বালকগণ করিয়া থাকে।

হরিজা অংশ একটা সাকশন পাম্প দ্বারা একটা লম্বা পাইপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া একটা বায়ুশূন্য স্থানে নীত হয় এবং তথায় ১৫ সেকেন্ডের মধ্যেই শুক হইয়া যায়। অতঃপর বস্ত্র সাহায্যেই ইহা অস্ত্র একটা পাত্রে পরিচালিত হয়। সেই পাত্রে ইহা হরিজা পিষ্টকবৎ পতিত হয়, তথা হইতে পুনরায় আর একটা যন্ত্রে চালিত হয় এবং তথায় একবারে ধূলিচূর্ণ হইয়া যায়। ইহাই বাক্স বন্দি করিয়া রপ্তানি করা হইয়া থাকে। ইহা যদি শীতল এবং শুক স্থানে রক্ষা করা হয় তাহা হইলে বহুকাল বাবৎ অক্ষুন্ন থাকে এবং ইহার খাত্ত্ব কোনরূপে নষ্ট হয় না।

ডিম্বের খেত অংশ কাজের চ্যান্টা পাত্রে রক্ষা করিয়া একটা সরের ভিত্তর শুক বা সেলুকে সানাইয়া রাখা হয়। এই সরের দ্রাঘতায় ৪০ ফিট হইতে ৫৫ ফিট সেটিংয়ে। সম্পূর্ণ শুক হইয়া গাইলে ইহাকে

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ম ৮০ জন্মকাল আশাশুভল-পারীক্ষা।

টুকরা করিয়া কাটা পছন্দ করিয়া রাখা  
করা হয়। কখনও কখনও হোদায়া চিরি  
হালার জার ইহাকে চূর্ণ করিয়া রাখা  
করা হয়।

সম্প্রতি কারখানাটি তত বিস্তৃত নহে,  
তবে পারিচালকগণ খুবই অতি বিস্তৃত একটি  
কারখানা স্থাপন করিলে। ডিমের খোলাগুলি  
জানমানিতে চালাই যার, সেখানে ইহা হইতে  
পুষ্টিপালিত পক্ষী ইত্যাদির খাদ্য প্রস্তুত হইয়া  
থাকে।

১১ সের শুক হরিজা ডিম প্রস্তুত করিতে  
১,৫০০ ডিমের প্রয়োজন হয়। সমগ্র ডিম-  
ফের ১১ সের শুক সার প্রস্তুত করিতে ১,০০০  
ডিম লাগে। সাদা দুই সের আলবুয়েন প্রস্তুত  
করিতে ১,০০০ ডিম আবশ্যক। সম্পূর্ণ শুক  
ডিমের সেরকরা মূল্য প্রায় ৪৮০ টাকা।  
এলবুয়েন সের করা মূল্য প্রায় ৩ টাকা, শুক  
ডিম হরিজা প্রায় ৩০ টাকা। এক একটা  
বাক্স প্রায় অর্ধমণ হইতে ১ মণ পর্যন্ত  
চালান যায়।

ইতিমধ্যে অল্প একটা কারখানা স্থাপিত  
হইয়াছে এবং খুবই আর একটা কারখানা  
স্থাপিত হইবার চেষ্টা চলিতেছে। অতি নিকট  
অবিস্তৃত সিংটাউ পৃথিবীতে শুক ডিমের প্রধান  
কেন্দ্ররূপ হইবে।

## চরিত্রের ক্ষমতা।

—:—

“The crown and glory of life is  
character”, মহানভি আইল বলিয়াছেন যে,  
“চরিত্র মানব জীবনের গৌরব এবং রাজস্বকূট”  
কিন্তু পরিচালনা, এই রাজস্বকূট এবং গৌরব  
আমরা অনেকই হতাশের পদধ্বজ করিয়া  
থাকি। চরিত্র মানব জীবনের একটা শক্তি

তাহা অর্থ অপেক্ষা বরং বেশে প্রতিশ্রুতি,  
শিক্ষার বৃদ্ধি আমাদের চরিত্র গঠিত না হয়,  
যদি আমরা প্রকৃত ভাবে লোক হইতে না  
শিখিয়া থাকি, তাহা হইলে শিক্ষিত বলিয়া  
গোষণ করিয়া অশিক্ষিতসিগকে প্রভাবপার  
দাওনার কলিঙ্গা সর্জন্য করা উচিত নহে।  
কিন্তু আমাদের দেশে তাহাই অধিকাংশ স্থলে  
হইতেছে। লোকে শিক্ষিত জ্ঞানী বলিয়া যাহা  
সিগকে বোধিত, এখন তাহাদের-রাসাই অধিক  
লাভিত হইতেছে। সাধারণ লোকে শিক্ষিত  
দেখিয়া ক্ষুরে প্রাকিতে চাহিতেছে, তাহাদের  
কথার আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না,  
আপনার ভাবিতে পারিতেছে না, কাজেই  
এদেশের আধুনিক শিক্ষিত সমাজ সাধারণ  
লোককে লইয়া কিছু করিতেও পারিতেছে না,  
এই খানেই গলম। কনিক হুখ, সমাজ  
বার্থের জন্ত খীর চরিত্র কলুসিত করিয়া  
কেনার যে শুক নিজের ঘোর অনিষ্ট সাধন  
করা হয়, তাহাই নহে, ইহা দ্বারা মানব  
সমাজের ঘোর অনিষ্টও সংসাধিত করা হইয়া  
থাকে। “Character is a power” সং  
চরিত্র একটা শক্তি, সেই শক্তি দ্বারা সমস্ত  
সমাজকে খীর আয়তাবীন রাখিতে পারা যায়,  
চরিত্র রক্ষা করিতে পারিলে প্রভূত ধন দ্বারা  
বাহ্য না করিতে পারা যায়, সং চরিত্র দ্বারা  
তাহা পারা যায়, ক্ষত্র বার্থের বশবর্তী হইয়া  
এই শক্তি উপেক্ষা করা উচিত নহে। কারণ  
তাহাতে নিজের ও সমাজের প্রকৃত অনিষ্ট  
হইয়া থাকে। সং চরিত্র রক্ষা করিতে  
হইলেই “True gentleman” অর্থাৎ  
বর্ধা ভল্লোলক, ছদ্মবান, জ্ঞানপরায়ণ,  
সত্যবাদী, নিষ্ঠাবান সদালাপী, সহিষ্ণু, লোভ  
হিংসাধেব বিবর্জিত হইতে হয়, এমন নির্মল  
চরিত্রবান মহাপুরুষের নিকটে যে কেহ  
আসিবে, সেই মুখ হইয়া তাহার নিকট আত্ম-  
বীন হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রের লোকদ্বারা সমাজ  
এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

পরিচালিত বহু ইহাদেরই আত্মনে শত শত  
নয়নারী খীর শক্তি, অর্থ বল, নিয়মিত করিয়া  
দেশের ও দেশের হিত সাধন করিয়া থাকে।  
হা, হা, অধুনা এমন বর্ধা ভল্লোলক  
এদেশে বিরল হইয়াছে, এইটাই সাংঘাতিক  
গলম, এই গলমেই সর্জন্য হইতে বসিয়াছে।  
আমরা পাটোয়ারী বুদ্ধিতে অতুলনীর, কিন্তু  
এই নিষ্ঠাপূর্ণ উপাধিতে খোরবাসিত  
বিবেচনা করিলে আমাদের শিক্ষিত বলিয়া  
মাথা করা উচিত নহে।

“Mind without heart, intelligence  
without conduct, cleverness  
without goodness, are powers in  
this way but they may be powers  
only for mischief,”

ছদ্ম বীন অন্তকরণ, চরিত্রহীন বুদ্ধিমত্তা,  
ভল্লোলক চালাকি, এ সকল ক্ষমতা হইতে  
পারে, কিন্তু এইরূপ ক্ষমতা দ্বারা অনিষ্টই  
সাধিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে, কিন্তু  
সমাজের হিতসাধন অতি অল্পই হইয়া থাকে।  
এই সকল পাটোয়ারী বুদ্ধির ভল্ল সমাজে  
আদর হয় না। আমরা যেমন দহু তক-  
রের, গাট কাটা, বাটপারের বুদ্ধিমত্তার সময়  
সময় প্রশংসা করি, সেইরূপ করি যাত্র। কিন্তু  
তাগাতে সাধারণের শ্রদ্ধার একটা ভিত্তি স্থাপন  
হইতে পারে না। প্রকৃত ভল্লোলক খীর নির্মল  
চরিত্র দ্বারা সেই সুবিশল প্রজ্জাই অর্জন করিয়া  
জীবনে ধন হয়েন এবং সমগ্র সমাজকে পরি-  
চালিত করিতে পারেন, এমন ভল্লোলক এ  
দেশে কৈ? আমাদের সন্তান সন্ততিগণ এ  
শিক্ষা পায় না, চরিত্র গঠিত করিয়া দিবার  
শক্তি এখনকার আচার্যগণেরও নাই, শিষ্টা  
মাত্রারও নাই, সে চেষ্টাও নাই। দেশ, সমাজ,  
এসকল এখন আমরা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছি,  
নয়নরঞ্জন হলোগ্রাফিকে বিলাস সজার  
সাজাইতে আমরা যেমন প্রাণপণে চেষ্টা করি,

সংস্কৃতিকের অলঙ্কারগুলি দ্বারা তেমন সাজাইতে চেষ্টা করি কি? গলম এইখানে। তাই আজ শিক্ষিত শিখা গুরুকে এহারে পতাপতি উড়াইয়া দেয়, শিতা মাতাকে উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া চকু রাঙ্গাইয়া থাকে, এইরূপ শিক্ষিত যুবক যে ভদ্র গাঁটকাটা হইয়া সমাজের সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইবে, ইহা বিচিত্র কথা হইতে পারে না। তাই বলি, তোমার জন্মের ছেলে যদি উচ্চ শিক্ষিত না হইয়া অল্প শিক্ষিত বা মূর্খ হইত, তাহাতেও এত অজ্ঞান হইত না। এই অজ্ঞান আর্থাৎ শিখা এবং পুত্র কন্যাকে শিলাসী না করিয়া তুলিয়া মানব জীবনের বাবতীর কঠোরতার মধ্য দিয়াই শিক্ষা দিয়া এমন চরিত্রবান, সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ করিয়া ছাড়িয়া দিতেন, যে সেই চরিত্র দ্বারা নিজের গলম দেখিলে সে সন্তান বিবেকের কসাবাতে ভূখানলে জীবন আহতি দিয়া স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, ধন্য সেই শিক্ষা পদ্ধতি! তাহাতে সমাজ, রাজ্য, জনপদ, অহরহ নিরাপদে থাকিত, রাজ্য রাজ্য সেই সুসন্তানগণ দ্বারা ধন্য হইত। একটা আধুনিক শিক্ষিত যুবকের মনে ধর্ম ভীকতা প্রকৃত ভদ্রতা কেহ দেখিতে পাও কি? অহরহ উদ্ধত, বিলাসপরায়ন, এই যুবকগণ হইতে কেহ কিছু আশা করিতে পারে কি? গোড়ার গলম, চরিত্র গঠিত হয় নাই। অশিক্ষিত কৃষক সন্তান পিতা, মাতাকে, গ্রামকে তাহার দেশকে যে চক্ষে দেখে, এই শিক্ষিত সমাজ তাহাও দেখিতে শিকা করে নাই শিক্ষার অভিমানে মানব জন্মের বাবতীর মাধুর্য বিসর্জন দিয়া কেলিয়াছে। এ শিক্ষার দেশের কোন কল্যাণ সাধিত হয় নাই, হইবেও না। চরিত্র গঠিত হইয়াছে কৈ?

## বাবসার বাণিজ্য সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ।

মূলধন না থাকিলে বাবসার করা যায় না, ইহা পাগলের উক্তি। তিতরে অদম্য শক্তি রয়েছে। ‘ওধু আমি কিছু নয়’ ভেবে ভেব সব জাতিটা বীণাহীন হয়ে পড়েছে। একবার পাশ্চাত্য দেশে বেড়িয়ে এলে দেখতে পাবে যে, জগতের লোকের জীবন প্রবাহ কেমন তরু তরু করে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে। আর, তোরা কি কচ্ছিস! এত বিজ্ঞা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত “চাকরী দাও, চাকরী দাও” বলে চেঁচাচ্ছিস। জুতো খেয়ে খেয়ে দাগ দ্ব করে করে—তোরা কি আর বাজুর আচ্ছিস? তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। এমন সজলা সকলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অল্প সকল দেশের চেয়ে কোটিগুণে ধন ধান্য প্রসব করছেন, সেখানে দেহ ধারণ করে তোদের পেটে অন্ন নাই—পিঠে কাপড় নাই! যে দেশের ধন ধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে civilisation (সভ্যতা) বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন দুর্দশা! স্থপিত কুতুর অপেক্ষা যে তোদের দুর্দশা হয়েছে। তোরা আবার তোদের বেদ বেদান্তের বড়াই করিস। যে জাতি সামাজ্য অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না—পরের সুধাপেক্ষী হয়ে জীবন ধারণ করে, সে জাতির আবার বড়াই! ধর্ম কর্ম এখন গন্ধার ভাসিয়ে আগে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হ। ভারতে কত জিনিষ জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw materials (পণ্য জব্বা) নিয়ে তার সাহায্যে সোণা কলাচ্ছে। আর তোরা ভার-বাহী গর্দভের মত তাদের মাল টেনে মরচ্ছিস। ভারতে যে সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশ বিদেশের লোক তার উপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা

জিনিষ তৈয়ার করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তাদের বুদ্ধিটাকে দিনুকে পুরে রেখে ঘরের ঘর পরকে ঘিলিয়ে “হা অন্ন” “হা অন্ন” করে বেড়াচ্ছিস। তোরা কেবল কি উপায়ে অন্ন সংস্থান হতে পারে বলে চিন্তার কচ্ছিস। উপার তোদেরই হাতে রয়েছে। চোকে কাপড় বেঁধে বলচ্ছিস “আমি অন্ন কিছুই দেখতে পাই না।” চোকের বাধন ছিঁড়ে ফেল, দেখবি—মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণে জগৎ আলো হয়ে রয়েছে। টাকা না জোটে জাহাজের খাসাগারী হয়ে বিদেশে চলে যা। জিপি কাপড়, গামছা, কুলো, কাঁটা মাথার ঝরে আমেরিকা ইউরোপে পথে পথে কিরি করগে। দেখবি ভারতজাত জিনিষের প্রথম ও কত কদর। আমেরিকার দেখলুই হপলী জেলার কতকগুলি মুসলমান ঐক্যে কিরি করে করে ধনবান হয়ে পড়েছে। তাদের বুচরেও কি তোদের বিজ্ঞা বুদ্ধি কম? এই দেখনা, এদেশে যে বেনারসী সাড়ী হয়, এমন উৎকৃষ্ট কাপড় পৃথিবীর আর কোথাও জন্মায় না। এই কাপড় নিয়ে আমেরিকার চলে যা। সে দেশে ঐ কাপড়ের গাউন তৈয়ারি করে বিক্রী করতে লাগে যা, দেখবি কত টাকা আসে। স্বামীজি বিদেশে বাইতে বলিয়াছেন, কিন্তু এই দেশেই যদি কেহ শাস্তি-পূরের ডুরে এবং রকীন শাড়ীর গাউন তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করেন, তাহা হইলে খুব কাটতি হইতে পারে। আজকাল অনেক ইংরাজ ভদ্র-মহিলাগণকে এইরূপ গাউন পরিতে দেখিয়াছি।

মুগের দাল, অড়র দাল প্রভৃতিতে ইংলও ও আমেরিকার একটা খুব বাবসা চলিতে পারে। দাল Soup will have a go if properly introduced (ঠিকমত স্নান করাতে পাল্ল দালের সুশের বেশ কদর হবে।) যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে তার গারে রাখবার

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

direction (প্রণালী) দ্বিধে বাড়ী বাড়ীতে পাঠান যায়, আর একটা ডিপো করে, কতগুলো মাল পাঠান যায়, ত খুব চলতে পারে। এই প্রকার বাড়ীও খুব চলবে। উত্তম চাই-যের বসে ঘোড়ার ডিম্ব হয়। যদি কেউ একটা Company form (কোম্পানি গঠন) করে, ভারতের মাল পত্র ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় লইয়া যায়, তাহা হইলে খুব একটা ব্যবসা হয়। নিরুদ্ভূত হওতাগার দল দল বৎসরের মেয়ে দ্বিধে করতে কেবল জানে, আর জানে কি? (সম্প্রতি একজন ইংরাজ বিলাতে ভিন্ন রকমের পাপরের নমুনা পাঠাইতেছিল। ইহা একটা লাভজনক ব্যবসার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

প্রীতধারমন সেন।

## ওয়ার্ল্ডটোয়ার যাত্রীরপত্র।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

পালকিমিডি সহরটি ক্ষুদ্র এবং এই সহরটি একটা উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত, সেইজন্য ইহার বাহ্যদৃশ্য অতি চমৎকার। নাউপাদার দর্শনযোগ্য অন্য কিছুই নাই; কেবল একটা প্রকাণ্ড লবণের কারখানা আছে, তাহাতে প্রত্যহ প্রভূত পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হয় এবং সেই লবণ এ অঞ্চলের সমস্ত গ্রাম ও সহরের সরবরাহ হইয়া থাকে।

সাত আটটি ষ্টেশনের পর আমাদের গাড়ী চিপুরুপদী নামক ষ্টেশনে আসিল। ইহা একটা ছোট সবডিভিশন। এখানে একটা ভালুক আফিস আছে এবং সহকারী তহশীলদার ও সবরেজিষ্টারের বাট আছে, তাহা ছাড়া এখানে ভিজিরাণাগ্রাম পালকো লোকেল কণ্ড রোড নামক একটা বেশ বড় পাকা রাস্তা আছে। এই রাস্তার দুই পার্শ্বে কেবল গভীর জঙ্গল আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় এবং মধ্যে মধ্যে

২১৪টা মসজিদের তদ্রূপশেষ মাত্র দৃষ্ট হয়, তাহাতেই বেশ বোধ হইল এই সকল স্থান বহু পূর্বে মুসলমান অধিকারভুক্ত ছিল এবং বহু-সংখ্যক মুসলমান এখানে বাস করিত। কিন্তু কালের কি বিচিত্র গতি! এখন সে সবাবও নাই, তাঁহার সে দশহাজারি মনশবদার নাই, তাঁহার সে আনলাবর্ণও নাই, আর তাঁহার প্রজারাও নাই; সকলই এখন কালপর্বে নিহীত—তবে আছে কেবল কয়েকটা মসজিদের তদ্রূপশেষ মাত্র; ইহারাই মসজিদ মনে সেই অতীত স্মৃতি আগাইয়া দিতেছে। বেলা প্রায় ৪টা বাজিয়াছে। অরুণদেব এইবার তাঁহার অষ্টচক্র রথের মুখ ফিরাইয়া পশ্চিম-দিশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এখন আর তাঁহার সে রাগ নাই, তেমন ক্লমসান উত্তাপ নাই, সেরূপ প্রথম তেজ নাই; এখন ইনি অতি শান্তমুখি ধারণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ পশ্চিমের এক পাহাড়ের ক্রোড়ে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছেন; আর এক একবার মুখ ফিরাইয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় চাইতেছেন—যেন বলিতেছেন, অস্ত এই পর্যন্ত আবার কল্যাণ সাক্ষাৎ হইবে। আমাদের গাড়ী ঠিক এই সময় ভিজিরাণাগ্রাম ষ্টেশনে পৌছিল, এখানে গাড়ী ২০ মিনিট বিশ্রাম করিবে।

ভিজিরাণাগ্রাম বেশ বড় সহর—ইহা একটা জেলা। এখানে মহারাজার প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে। প্রধান কলেকটর এবং সহকারী তহশীলদার এখানে থাকেন। তাহা ছাড়া একটা (Cantonment) সেনা-নিবাস আছে। ইহাতে বিস্তর ভারতীয় সৈন্য বাস করে, আরও এখানে একটা পুরাতন দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। অনন্য এই যে, প্রায় হাজার বর্ষ পূর্বে এক মহারাষ্ট্র নরপতি নাকি এই দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানে একটা বৃহৎ বাজার বসে এবং এই বাজারে লক্ষা, হলদী, ধনিয়া প্রভৃতি নানা প্রকার

মসলা, কাপড় চোপড়, লোহা, তামা, মিজল, তৈল, বৃত্ত, সকল প্রকার দ্রব্য অতি সুলভ মূল্যে বিক্রীত হয়, তাহা ছাড়া ছাগ, গো, মহিবাঙ্গি এবং তাহাদের চামড়াও প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে মধ্যে মধ্যে বহু মুল্যবান প্রস্তরাদিও পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা মৃত্তাধিক ৫,০০০ হাজার হইবে। এখানকার অল রাস্তা খুব ভাল। প্রায় সন্ধ্যার পর এখান হইতে গাড়ী ছাড়িল। সবই অন্ধকার—বাহ্যদৃশ্য আর কিছুই নয়নগোচর হইতেছে না। কেবল গাড়ীর প্রচণ্ড শব্দই কর্ণ বধির হইতেছে। আর মধ্যে মধ্যে এক একটা ষ্টেশন আসিতেছে এবং তাহার আলোকমালা জোনাকি পোকার জার আমাদের নয়নপথে পতিত হইতেছে, আবার চক্কর। পলক কেলিতে না কেলিতে তাহা কোথায় চলিয়া বাইতেছে; আর, তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এইরূপে আমরা রাত্রি ৮টার সময় ওয়ার্লটোয়ার ষ্টেশনে পৌছিলাম, কলিকাতা হইতে ওয়ার্লটোয়ার ৪৪ মাইল। এখানে পৌছিয়া আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম বটে, কিন্তু আর এক চিন্তা আসিয়া আমাদের হৃদয় অধিকার করিল। কথা হইতেছে এই, রাত্রিকালে থাকিব কোথায়, আর বাসাই বা কিরূপে হির করিব। এইরূপ একটু ইতঃতত করিয়া ষ্টেশন মাঠারের নিকট জিজ্ঞাসা করার জন্য গেল যে, এখানে টাণার ছত্রমূল বলিয়া একটা গাইদালা আছে এবং এখানে দুই দিন বিনা খরচে থাকিতে পাওয়া যায়। আমরা এখানে বাওগাই হির করিলাম, এবং একখানি গাফি ডাকিয়া তাহাকে সেইখানে বাইতে আদেশ করিলাম। এখানকার গাড়ীগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কলিকাতার ঠিকা গাড়ী অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইহা দেখি-লাম, ঘোড়ার পরিবর্তে গরুর দ্বারা টানিত হই-

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



পুস্তক "কালের লোক" শেষ হইতে চলিল, কল্পের মতন।



আসিয়াছি, তাহার পর যত বাইতেছি, মনে হইতেছে, যেন উপরে উঠিতেছি। দূরে কয়েকটা - পাহাড় লক্ষিত হইতেছে, আর তাহারই শিখরদেশে যেন এক একখানি ছোট ছোট ঘরের স্তায় দেখা যাইতেছে। মধ্যস্থলে বরাবর রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। মধ্যে মধ্যে জলের কল রহিয়াছে, আর রাস্তার দুই পার্শ্বে নানা জাতীয় বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে। এখন আমাদের বেশ বোধ হইতেছে যে, আমরা অনেক উপরে উঠিয়াছি। আমি রাস্তার ধারে আসিয়া দেখিলাম যে, অনেক নিম্নভাগে বৃক্ষ সকল রহিয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে দুই চারি খানি দীন দুঃখীর কুটারও ও দেখা যাইতেছে। ইহার স্ত্রী পুত্র লইয়া সেই পাহাড়ের নিম্ন দেশে মনের আনন্দে বাস করিতেছে। আমরা যত উপরে উঠিতেছি, পবন দেবের অঙ্গুগ্রহ তত বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা উঠিতে উঠিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু পবন দেব এত বেগে প্রবাহিত হইতেছেন, যেন আমাদেরকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছেন। এতক্ষণ দূর হইতে যে গুলি আমরা এক একখানি ছোট ছোট ঘরের ন্যায় দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেগুলি এক একটা প্রকাণ্ড বাড়ির মত দেখিতেছি, এবং পাহাড়গুলিও খুব বড় বড় এবং অনেক উচ্চ দেখাইতেছে। আমরা যাইবার পথে অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত সাহেবদের বাংলা দেখিলাম। একটা সাহেবদের গির্জা, একটা কুঠাশ্রম, ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেল অফ পুলিশের বাড়ি, কন্সারভেটর অফ ফরেস্ট সুপারেন্টিং ইঞ্জিনিয়ার, টেলিগ্রাফ সুপারিন্টেন্ডেন্ট, লগনের ডেপুটী কমিশনার প্রভৃতি কয়েকটা গম্ভীর দেখিলাম। কন্সারভেটর বাংলাও দেখিলাম। (Sea View Hotel) নামক একটা হোটেল, তাহা ছাড়া একটা ডাক বাংলাও আছে। এটা গেল (Englisah Quarter)

অর্থাৎ সাহেবদের বিভাগ। আর দক্ষিণ পার্শ্বে দিয়া একটা রাস্তা বরাবর সমুদ্র গর্ভে নারিয়া নামিয়া গিয়াছে এবং তাহারই দুই পার্শ্বে যে সকল পাহাড় আছে, তাহারই উপর আমাদের দেশীয় রাজা, মহারাজা, জমিদার প্রভৃতি কতকগুলি ধনকুবের বাড়ি আছে। ইহারই নাম (Native Quarter) অর্থাৎ দেশী লোকের পাড়া। এখানে বাড়ির সংখ্যা অতি অল্প এবং তাড়াতাড়ি অত্যন্ত মহাখ। সেইজন্য আমাদের ন্যায় হতভাগ্যের এখানে স্থান নাই। এতক্ষণে আমরা ওয়ালটেনারের সর্বোচ্চ স্থানে আসিয়া পৌছিয়াছি, এখান হইতে সমুদ্র বেশ দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহা অনেক নীচে। আমরা জল হইতে প্রায় ৫০৬০ ফিট উপরে দাঁড়াইয়া আছি। আমরা কিঞ্চিৎ বিশ্রামার্থ এই স্থানে একটু বসিলাম এবং প্রকৃতির সেই অনির্কটনী শোভা দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম। উপরে দেখিলে বিশাল নীল আকাশ, আর নিম্নের দিকে চাহিলে কেবল অকুল সাগরের নীল জল ভিন্ন আর কিছুই নয়ন গোচর হয় না। এখানকার সমুদ্র গর্ভে বিস্তর ছোট পাহাড় লক্ষিত হয়; সেইজন্য এ সমুদ্রে স্নান করিবার তত সুবিধা নাই। দূর হইতে ঢেউগুলি আসিয়া সেই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া শুভ্র ফেনরাশি চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিতেছে, এ দৃশ্য এখান হইতে বড়ই চমৎকার দেখায়। এ দিকে উপরে পবন দেব অহরহ তাঁহার শীতল সমীরণে আমাদেরকে নিঃশ্বাস করিতেছেন। অপর দিকে নিম্ন হইতে সাগর জলের ঘাত প্রতিবাত এবং জলকল্লোল আমাদের কর্ণ কুহরে মধুবর্ণ করিতে লাগিল। আবার তাহার উপর পর্বত শিখরস্থ বাটীগুলির দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। এখানে প্রত্যেক বাড়ির একদিকে নানাবিধ ফলের বৃক্ষ, অন্যদিকে গোলাপ জুই,

বেল, মরিচা, মালতি টগর, করবী প্রভৃতি নানাবর্ণের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই পুষ্প সকল পবন হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উছাদের সৌরভে দ্বিক সকল আমোদিত করিতেছে। আমরা এই সকল অতুলনীয় নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শন করিয়া মনে করিলাম যে, এই বৃষ্টি ইজের আমরাবতী এবং তাহারই নন্দনকানন।

এখানে সর্বত্রই ৪টা বড় রাস্তা আছে, তন্মধ্যে ২টা রাস্তা সর্পাকৃতি হইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিম্নগামী হইয়া সমুদ্র গর্ভে মিশিয়াছে। একটা রাস্তা সমুদ্র উপকূল দিয়া বরাবর ভিজাগাপাটাম ডলফিন নোয়ের নিকট গিয়াছে। আর একটা রাস্তা ওয়ালটেনার সহরের উপর দিয়া ভিজাগাপাটাম সহরের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে, এইটা সর্বাপেক্ষা প্রধান রাস্তা।

আমরা এই সকল স্বভাবের অপূর্ণ শোভা দেখিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলাম, ফিরিতে আর ইচ্ছা হয় না, মনে হয় যুগান্তর কাল এখানে এক নিহৃত স্থানে বসিয়া কেবল বিভ্রাণকীর্ণ করি, আর প্রাণ ভরিয়া এই সকল বিচিত্র শোভা সন্দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করি। বড়ি দেখিলাম, ৫টা বাড়িয়াছে, আমার বহুটা তাড়াতাড়ি উঠিলেন এবং বলিলেন, অনেকদূর বাইতে হইবে, আর বিলম্ব করা উচিত নহে। অগত্যা নানিতে আরম্ভ করিলাম। আমরা যত নিম্নে নামিতে লাগিলাম, পবন দেবের অঙ্গুগ্রহ ততই কমিয়া আসিতে লাগিল। আমরা যখন এক মাইল নামিয়া আসিয়াছি, তখন বেশ গরম বোধ হইতে লাগিল। আমরা সেই পূর্ব কথিত সমুদ্র উপকূলের রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। এ দিকে তপনদেব তাঁহার অচণ্ড উত্তাপ সঞ্চরণ করিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর বিশ্রামার্থ জালফিন নোয়ের

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ডালফিন নোজ সমুদ্র গর্ভ হইতে উদ্ভিত একটা প্রকাণ্ড পাহাড়। পাঠক একটু স্থির হউন, সবই ভুলিতে পাইবেন, এ পাহাড়ের কথা পরে বলিতেছি। সব কথা একেবারে বলিতে খিচুড়ী রন্ধন হইয়া বাইবে এবং সে খিচুড়ী ভাত মুখরোচক হইবে না; তাই বলিতেছি, “সবুবে মেওয়া ফলে” আপনাকে এই মতের পক্ষপাতী হইতে হইবে।

আমরা সেই একই রাস্তা দিয়া বরাবর চলিয়াছি। দক্ষিণ দিকে কেবল আম, আম, কাঁঠাল নারিকেল ও রাশি রাশি কদলী বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে, আর বাম দিকে সমুদ্রের বিশাল বেলা ভূমি ধু ধু করিতেছে। সেই বেলা ভূমির পার্শ্বেই সাগর জল তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। এ দৃশ্য বড়ই রমণীয়। আমরা আবার দেখিলাম, সেই ডালফিন নোজের অপর পার্শ্বের সাগর জলটা হঠাৎ লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে। এ আবার কি দৃশ্য! সমুদ্রের এক পার্শ্বে লাল জল কিরূপে আসিল। অপর পার্শ্বের জলটাতে কে যেন সিন্দুর ঢালিয়া দিয়াছে। তখন দেখি, অরুণ দেব ডালফিন নোজের পার্শ্ব দেশে ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছেন, এবং তাঁহারই ছায়া সাগর জলে পড়িয়া এই অপরাপন্ন শোভা ধারণ করিয়াছে। তখনও অরুণ দেব একেবারে অদৃশ্য হন নাই। কণকাল পরে অরুণ দেব একেবারে ডুবিয়া গেলেন। এদিকে তমসা রাণী একখানি নিলাধরী শাড়ী পরিধান করিয়া আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং চারিদিকে বেটন করিয়া কেলিলেন। আর সে লাল জলও নাই, সে নীল জলও লক্ষিত হইতেছে না। তমসা রাণীর প্রভাবে এখন সমস্তই কাল বর্ণে রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। বাস্তবিক এই কাল নয়ন বিমোহন দৃশ্য যিনি একবার স্বচক্ষে দর্শন

করিয়াছেন, তিনি জীবনে কখনই ভুলতে পারিবেন না। আমিও এইবার পাঠকবর্গের নিকট বিদায় লইয়া অন্তকার মত বিশ্রাম করিতে বলিলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

(Special)

## Handicrafts.

## সহজ শিল্প শিক্ষা

## HOW TO MAKE FILTER?

কেমন করিয়া জল পরিকারের ফিল্টার প্রস্তুত করিতে হয়।

—

দূষিত জল পান করিয়া বিবিধ উৎকট পীড়া জন্মে, এইজন্য জল পরিকার করিয়া পান করা উচিত। আমাদের দেশে এখন ম্যালেরিয়া, কলেরার দেশ উজার হইতে বসিয়াছে, সাধারণ লোকে সামান্য একটু পরিশ্রম করিয়া নিজের সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতেও কাতর। এ দেশে এখন কুঁড়ের বাধান, আমাদের ঘরে ঘরে ফিল্টার এক একটা নিজেরা করিয়া লইতে কতি কি? সেই জন্য কেমন করিয়া ঘরগড়া ফিল্টার প্রস্তুত করিতে হয় বলিব। বিদেশী আমদানী ফিল্টার ক্রয় করিতে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লইলে সে সকল পরসী বাঁচিয়া যায়। ফিল্টার প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ, আমাদের দেশে ইতিপূর্বে একটা ফ্রেমের উপর কলসীতে বাণী কয়লা, ইত্যাদি দিয়া ফিল্টার করা হইত, কিন্তু তাহাতে অনেক স্থান লইত, নানা ঝগড়া ছিল, সেই জন্য বিদেশী আমদানী ফিল্টার এদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তারের স্থান পাঠাইয়াছিল। ইহাতেও

ব্যয় বাহুল্য হওয়ার কেহ আর ফিল্টার ব্যবহারই করে না, কিন্তু নিজেরা একটা প্রস্তুত করিয়া রাখিলে ক্রমে তাহারই জল পান করা অভ্যাস হইয়া দাড়াবে পাবে।

## ফিল্টারের পাত্র।

একটা মাটির ফুলের টব ভোগাড় করিতে হইবে, অবশ্য একটু ভাল এবং বড় হওয়ার আবশ্যিক। সেটা জলের খরচ বৃদ্ধিয়া ছোট বড় যেমন আবশ্যিক, স্থির করিয়া লইতে হইবে। যাহারা বড় লোক, অবস্থাপন্ন তাহার আন্দানী ফিল্টার ক্রয় ব্যতীত যে অন্য কোনরূপ পছন্দ করিবেন, সেটা হুয়াশা বটে। কোমর দিগকে উৎসাহিত করিলে এদেশেও ফিল্টারের মাটির পাত্র প্রস্তুত হইতে পারে। চলম সহ ফিল্টার করিতে হইলে অন্ততঃ ১২ ইঞ্চি গভীর, ১২ ইঞ্চি উপরের পরিধি এবং ৮ ইঞ্চি নিম্নের পরিধি হওয়া উচিত। এইরূপ ফিল্টারে প্রায় ২০০ গ্যালন জল ধরিতে পারিবে, তাহা হইলে একটা ছোট খাট গৃহস্থের চলিয়া যাইতে পারিবে। আট দশ আনা ব্যয়ে এমন একটা পাত্র করান যাইতে পারে। ফুলের টপ না হইলে সেইরূপ যে কোন প্রকারের মাটির পাত্র দ্বারাও হইতে পারে। তবে ইহার মুখ প্রশস্ত হওয়ার আবশ্যিকতা আছে।

## ফিল্টারের কয়লা।

প্রত্যেক ফিল্টারে কয়লা থাকে, নচেৎ জল নির্দোষ এবং পরিকার হয় না। বিলাতি ফিল্টারে ২ প্রকার কয়লা থাকে। (১) সাধারণ কাঠের কয়লা (২) জাত্তব কয়লা। এই জাত্তব কয়লাকে Animal charcoal বলে। হাড়কে পোড়াইয়া এই কয়লা প্রস্তুত হয়। এটা হিন্দুর দেশ, অনেকে জাত্তব কয়লা ব্যবহার করিতেও আপত্ত্য করিতে পারেন,

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

কিন্তু সমস্ত ডাক্তার খানায় বিলাতী ফিল্টার দ্বারা পরিষ্কৃত জল ইতিমধ্যেই ঔষধাদির সহিত সকল সংসারেই চলিতেছে। যাহা হউক, তাহার বিস্তৃত কাঠের কয়লাও ব্যবহার করিতে পারেন। তবে ফিল্টারিং চারকোল যে কেমন করিয়া প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়, তাহা এ প্রবন্ধে বলিবার আপত্ত্য কি?

এই কাঠের কয়লা, এবং আস্তব কয়লা, গোলাকৃতি; শুঁড়া ও খণ্ড খণ্ড সকল আকারের ডাক্তার খানায় পাওয়া যায়। ১ প্‌উ ও ১০ ১২০ মূল্যে বিক্রয় হয়, আর এক পাউণ্ড হইলেই একটা ফিল্টার প্রস্তুত হইতেও পারিবে।

যদি খণ্ড খণ্ড চারকোল বা এইরূপ কয়লা ধরিয়া করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে শুঁড়াইয়া চূর্ণ করিতে হইবে, যেমন লবনাদির শুঁড়া, সেইরূপ শুঁড়া করিলেই হইবে। খুব মিহি শুঁড়ার আবশ্যক নাই। এই চূর্ণ কয়লা গুলিকে প্রথমে একটা পাত্রে দিয়া এমন ভাবে কাঠের জাল তাহার নিচে দিতে হইবে, যেন শুঁড়াগুলি লাল হইয়া উঠে। এইরূপ গরম করিয়া লইবার কারণ, কয়লার মধ্যে এক প্রকার ঘনীভূত গ্যাস থাকে, সেইটা উত্তাপে নষ্ট করিয়া দেওয়াই এইরূপে উত্তপ্ত করিয়া দেওয়ার কারণ। এই উত্তপ্ত কয়লা শীতল হইলে একবার শীতল জলে ধৌত করিতে হয়। তারপর ফিল্টারে বালুকা থাকে, তাহার কথা বলিতেছি। ফিল্টারের বালী একটু মোটা হওয়ার আবশ্যক, খুব মিহি বালী ছিদ্র পথে গিয়া পরিষ্কৃত জলের পথ অবরোধ করিতে পারে। বালীকে ফিল্টারের মধ্যে দিবার সময় বারম্বার ধৌত করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতে হইবে।

এখন ফিল্টারে বালী এবং কয়লা কেমন করিয়া স্থাপন করিতে হয়।

—:~:—

মাটির যে পাত্রে কথা বলিয়াছি, সেই পাত্রে নীচে একটা ছিদ্র থাকে, সেই ছিদ্রের উপর এক খণ্ড গোলাকার প্লেট বা সেইরূপ পাথরের কোন খণ্ড দিতে হইবে। তাহার উপর কতকগুলি কাঁকর অথবা মোটা বালী দিয়া তাহার উপর পরিষ্কৃত বালী গুলি বিছাইয়া অন্ততঃ ১৯ ইঞ্চি পুরু করিয়া দিতে হইবে। ইহার উপর উপরোক্ত কয়লার চূর্ণের ১৯ ইঞ্চি একটা স্তর করিয়া দাও। এখন আর কিছু করিবার পূর্বে ইহাতে জল দিয়া পরীক্ষা কর, যে, ইহার মধ্য দিয়া জল গলিতে পারে কিনা। যদি অনায়াসে জল চলিতে পারে, তাহা হইলে বেশই হইল। তাহার পর আবার ২ ইঞ্চি বালী দিয়া জল দিয়া পুনরায় পরীক্ষা কর। যদি ৪৫ মিনিট সময়ে এক গ্যালন জল তাহার মধ্য দিয়া পরিষ্কৃত হইয়া বাইতে পারে, তাহা হইলে ফিল্টার ঠিক হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কয়লা বালী অথবা উভয় প্রকার দ্রব্যই খুব মিহি। সুতরাং মোটা দানার আবশ্যক। আবার যদি শীঘ্রই জল গিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে দানা খুব বেশী মোটা। এইটুকু বুঝিয়া বালীও কয়লার আকার ঠিক করিয়া লইতে হইবে। স্তরের সর্বন্যে বালী দেওয়া আবশ্যকতা এই যে, জলে কয়লার যদি কোন ক্ষুদ্র খণ্ড গিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা বালিতে আটকাইয়া বাইবে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের বালীটাকে কোন রূপে দৃঢ় করিতে হইবে, নচেৎ জল পড়িলে তাহা জলের সঙ্গে গিয়া চলিয়া বাইবে। সেই জন্ত যেখানে প্রথম প্লেট খণ্ড দেওয়া আছে, তাহার সর্ব

নিম্নে অর্থাৎ ঠিক ছিদ্রের উপর একখানী ক্ষুদ্র প্লেট ঘেঁড়ের উপর খুব স্থল ছিদ্র করিয়া মাটির পাত্রে সেই ছিদ্রের চতুর্দিকে ছুরি দ্বারা কাটিয়া গোল চাকৃতিটা বসাইয়া ফিট করিয়া দিতে হইবে, জল বাইবে, অথচ বালী বাইবে না। ইহার উপরে যে প্লেট খানা রহিল, সেটাকে ঠিক মাপের গোল করিয়া কাটিয়া এমন ভাবে ফিট করা উচিত যে, তাহা আবশ্যক হইলে খুলিতে পারা যায় অথচ নড়িয়া না বেড়ায়। অল্প পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট স্থানে স্থানে দিয়াও আটকা দেওয়াও বাহতে পারে। আমাদের বোধ হয়, বালীর স্তরের উপর এবং কয়লার স্তরের উপর পৃথক পৃথক স্থল ছিদ্র বিশিষ্ট গোলাকার প্লেট দিলে মন্দ হয় না। কারণ ফিল্টার পরীক্ষার করিবার সময় বালী ও কয়লা বেশ পৃথক থাকিতে পারে। উপরোক্ত প্রকার প্লেটের উপর স্থল ও ঘন ঘন ছিদ্র করিতে হয়।

তাহার পর ইহার উপর একটা ঢাকনী দিতে হইবে, নচেৎ জলে পোকা মাকড় পড়িতে পারে। সর্বোপরি এইরূপ প্লেটের একটা সচ্ছিন্ন চাকৃতি দিলে মন্দ হয় না। বায়ু প্রবেশের পথ ও থাকে, অথচ সহজে পরীক্ষা করা যায়, দেখিতেও ভাল হয়। এখনও ফিল্টারটা প্রস্তুত হইয়া গেল। এখন ইহা হইতে পরিষ্কৃত জল ধরিবার একটা পাত্রে আবশ্যক। যে সকল ফিল্টার আমরা ক্রয় করি, তাহাতে ফিল্টার এবং জল ধরিবার পাত্র একত্র করা। কিন্তু আমরা যে গার্হস্থ্য ফিল্টার প্রস্তুতের কথা বলিলাম, ইহার নিম্নে আমরা অনায়াসে কলসী বা সেইরূপ কোন পাত্র দিয়া একত্র স্থাপন করিতে পারি। কিন্তু আমরা আরও একটু আধুনিক প্রকারের করিতে চাই, তাহা হইলে একটা প্রশস্ত সুখ ওয়ালা মাটির পাত্রে করিয়া লইতে পারি, যাহার মুখে আমাদের ফুলের টবের মত ফিল্টারটির গলা

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

পর্দা ভাঙ্গার মধ্যে বাইতে পারে অথচ কানার আটকাইয়া বুলিতে পারে, এরূপ করিলে, নিম্নের পাতে জল ধরিবার বখেট হার থাকিবে। তাহার পর সেই পাতটার গায়ে আমরা জলের কলের মুখে যে টপ্ কক থাকে, তাহা ফিট করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে ঐরূপ হুটীতে মিলিত সমস্ত ফিল্টার-টাকে একটা টেবিলের উপর ধরের এককোনে রাখিয়া কক ঘুরাইয়া আবশ্যকীয় জল লইতে পারি। এইরূপ ফিল্টার প্রত্যেক ঘরে করিয়া রাখিলে অনেক রোগ হইতে আমরা পরিজ্ঞান পাইতে পারি।

ক্রমাগত ফিল্টারে জল পরীক্ষার হইতে হইতে বাণী ও কয়লা গুলি ময়লার পূর্ণ হইয়া উঠে। সুতরাং মধ্যে ২ বাণী ও কয়লা পরিবর্তন করিয়া দিতে হয়। আগাবীবারে আমি কেমন্ করিয়া পকেট ফিল্টার প্রস্তুত করিতে হয়, শিক্ষা দিব, ইহা অনারসে পকেটে লইয়া যাওয়া বাইবে এবং যেখানে সেখানে, পুক-রিণী ও খালে বিলে ফেলিয়া দিয়া বিস্তৃত জল পান করা বাইতে পারিবে, এই পকেট ফিল্টার এদেশে ৫০/৬ টাকা মূল্যেও এক সময় বিজ্ঞাপনের চোটে বিক্রয় হইয়াছে জানি।

করিরার ও শিখিবার অনেক, কিন্তু এদেশ পরমা দিয়া ক্রয় করিতে সন্দেহ, কিন্তু হাতে হেরতের কিছু করিতে অগ্রসর হয় না। অকর্মণ্য হুড়ে কাতীর দশাই এই।

## Home Industry.

### গার্হস্থ্য শিল্প শিক্ষা।

কেমন করিয়া আলুকে কঠিন করিতে হয়।

—:—

আলুকে কঠিন করিয়া কত প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। এই আলুকে কঠিন করিয়া কৃত্রিম হুতি দস্তের জায় কঠিন করিয়া সাহেব

দের বিলিয়ার্ডের বল প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহা ঠিক হুতি দস্তের স্থান হইবে, এমন কি ইহার উপর এন্থ্রোক করাও চলিবে। এইরূপে আলুকে জমাইয়া এদেশেও হাতির দাঁতের অমুকরণের অনেক দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। যথা ছাতার বাট, খেঁচনা, ইত্যাদি। এখন কেমন্ করিয়া আলুকে কঠিন করিতে পারা যার তাহা দেখাই হেছি।

৪তাগ সলফিউরিক অসিডকে ৫০ তাগ জলে সলিউশন করিয়া লইয়া তাহাতে ছাল দাড়ান আলু এই সলুইশনে নিমজ্জিত করিয়া ৩০ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর এই আলু গুলিকে লইয়া যে কোন দ্রব্যের লোহ বা টিলের এমন কোন ডাইস বা ছাঁচের মধ্যে রাখিয়া প্রবল চাপ প্রদান দ্বারা বিলিয়ার্ড বল, পুতুল প্রভৃতি প্রস্তুত করা হইয়া থাকে তখন এই আলু শুভ্র গজ দস্তের স্থান দেখায় এবং বিলক্ষণ কঠিন হয়।

চক্চকে অল্প শব্দে পাকা লিন্সিড অয়েল বা মসিনা তৈল মাখাইয়া শুক করিয়া রাখিয়া দিলে মড়িচা ধরিতে পারে না।

মড়িচা ঘুচাইবার জন্য কেরোসিন তৈল উৎকৃষ্ট দ্রব্য, মাখাইয়া ছই চার দিবস ফেলিয়া রাখিয়া তাহার পর সূক্ষ্ম এমিরি কাগজ দ্বারা ঘষিলে মড়িচা উঠিয়া বাইবে।

### লোহার সিল্ককে অদাহ্য করিবার উপায়।

—:—

Fire proof কায়ার প্রক্ক আয়রণ সেক্ বা লোহার সিল্কের মধ্যে অর্ধাংশ ছইখানা প্লেটের মধ্যে যে কাক থাকে, তাহার মধ্যে প্যারিশ প্রাণটার বা কটকিরি চূর্ণ (Alum) দিয়া পূর্ণ করিয়া বিলাতি কায়ার প্রক্ক বা কুস প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ইহাদের ভেদ

করিয়া উত্তাপ ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না, ইহার নাম Now conductor of heat.

এদেশের বাহার লোহার সিল্ক প্রস্তুত করেন, তাহার এইরূপে কায়ার প্রক্ক বা কুস প্রস্তুত করিতে পারেন। এইরূপ বা কুস বা সিল্কের ভিতরের কাগজ পত্র গৃহে অগ্নি লাগিলেও নষ্ট হয় না।

## Anti-Rust Compound. মড়িচা নিরোধী সিল্কচার।

—:—

কল কজা বেশিনারীতে মড়িচা ধরে, কিন্তু এমন জিনিষ আছে, তাহা লাগাইলে মড়িচা ধরে না। ইহার নাম সেইজন্ত অ্যাণ্টি রস্ট বা মড়িচা নিরোধী সিল্কচার। এ জিনিষটাকে কেহ প্রস্তুত করিয়া পেটেণ্ট হিসাবে বিক্রয় করিতে পারেন। কলের যে সকল পাট বা অংশ চক্চকে রাখার আবশ্যক, তাহা সেই সব দ্রব্য অংশে ব্যবহার হইয়া থাকে।

### প্রস্তুত প্রণালী।

—:—

কপূর আধ আউন্স ইহাকে দ্রবীভূত লর্ডের সহিত মিশাইয়া ফেল, তাহার পর ইহাতে ব্লাকডেল এমন পরিমাণ মিশ্রিত কর যেন তাহার রংটা লৌহের মত দেখায়। এইরূপে অ্যাণ্টি রস্ট প্রস্তুত হইয়া গেল। ইহার ব্যবহার প্রণালী প্রথমে উত্তম রূপে যে স্থানে ইহা ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাকে যথাযথ্য উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এই কমপাউণ্ড বা মিশ্রনটাকে লাগাইয়া দিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর কোমল বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া ফেল, ইহাতে সহজে মড়িচা ধরিবে না, ইহা পরীক্ষিত।

S. A. 493.

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাশুল পাঠান।

দেশীয় ভৈষজ্য-ঔষ-সংগ্রহ।

## ইন্দ্রযব।

(উদ্ভূত)

(কলেরার মহৌষধ।)

গ্রীষ্মকালে বঙ্গের সর্বত্রই, বিশুদ্ধিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। কখন কখন শীতকালেও কলেরা রোগের আবির্ভাব দেখা যায়। ইন্দ্রযব এই বিষম রোগ নিবারণের অত্যন্তম ঔষধ। ইহা “এনথেল মিষ্টিক” অর্থাৎ কুমিয়ার। সুতরাং কুমিয়ারিত কলেরার ইন্দ্রযব আরও বিশেষ কাজ করিয়া থাকে। ভারতের লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. ডি, প্রথম সিবিল সারজন বারাকপুর নিবাসী পরোলকপত মহাশয় ডাক্তার ভোলানাথ বসু একমাত্র ইন্দ্রযব ব্যবহার করিয়া বহু সংখ্যক বিশুদ্ধিকাগ্রস্ত রোগীকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইন্দ্রযব আর কিছুই নহে; ইহা কুরচির ফল মাত্র। ইহার গঠন শশার বিচির মত। বাজারে সূর্যনা বেণের দোকানে পাওয়া যায়। দুই পরসার ইন্দ্রযব বেণের দোকান হইতে আনিয়া তাহা হইতে মিশ্রিত অম্লমুক্ত কাটাকুটী গুলি ফেলিয়া দিয়া তাহা পরিস্কৃত জলের সহযোগে বাটিতে হয়। পরে ঐ বাটা ইন্দ্রযব এক সের পরিস্কৃত জলে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিতে হয়। এক পোরা জল থাকিতে নামাইতে হয়। নামাইবার পর ঐ জল শীতল হইলে পরিকার ঔষধ রক্তের নেকড়ার ছাঁকিয়া লইতে হয়। জল ঠাণ্ডা হইলে ব্যবহারের উপযোগী হয়। দুই ঘণ্টা অন্তর এক চামচা ঐ জল খাওয়াইতে হয়। দান্ত শীঘ্র শীঘ্র হইলে ঐ ঔষধ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর সেবন করান বিধি। ছোট শিশুর কলেরা হইলে অতি ছোট চামচার এক-চামচা। পূর্ণ বয়স্কের বহু চামচার এক চামচা। ইন্দ্রযব ডাক্তার বহুর বিশেষ পরিকীর্ণ ঔষধ। গবর্ণমেন্ট এই

ঔষধ সম্বন্ধে ডাক্তার বহুর একখানি রিপোর্টে আছে। ১৮৬৮ খৃঃ অব্দে একবার সমস্ত ফরিদপুর জেলার এপিডেমিক কলেরা হয়, সে সময় তাঁহার ব্যবস্থা মত ইন্দ্রযব প্রয়োগে বহুসংখ্যক কলেরা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। তিনি সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট জজ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারিগণকেও কলেরা ও রক্তাশিশুর রোগে ইন্দ্রযব দিবার ব্যবস্থা করিতেন। ডাক্তার বহু নানাধিক পন্থার যৌক্তিক বৎসর ফরিদপুর জেলার সিবিল সারজন ছিলেন। ডাক্তার বহুর ইচ্ছামুসারে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট তাহাকে ঐ জেলার রাধির ছিলেন। আমাদের মনে হইতেছে, ১৮৬৮ খৃঃ অব্দের বঙ্গদেশের স্তানিটারী কমিসনের রিপোর্টে ডাক্তার বহুর ইন্দ্রযব প্রভৃতি দুই একটি দেশীয় ঔষধের নাম উল্লেখ আছে।

গ্রীষ্মকালে গৃহস্থ ব্যক্তি মাত্রেই ইন্দ্রযব সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। ইহা বাজার হইতে আনিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দিয়া তৎপর তাহাতে মিশ্রিত কাটাকুটী বাছিয়া ফেলিয়া দিতে হয়। ঐ ইন্দ্রযবগুলি গুঁড়া করিতে হয়। ঐ গুঁড়া গুলি পরিকার বস্ত্রে ছাঁকিয়া পাউডার করিয়া রাখিলে যখন তখন ব্যবহার করার সুবিধা হয়। এই কলেরার সময় বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তির পক্ষে ঐ পাউডার বড় উপকারী। ইন্দ্রযবের পাউডার অল্পপরিমাণ জলের সহিত মুখে ফেলিয়াও সেবন করা যাউতে পারে, কিন্তু রোগী বড় দুর্বল হইলে ইন্দ্রযবের গুঁড়া সুবিধা নহে। ইন্দ্রযবের সিদ্ধ জলই প্রশস্ত। কলেরার সময় শুদ্ধ ইন্দ্রযব ব্যবহার করিলেই চলিবে না। আত্মসম্বন্ধ কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে। রোগীর মল মূত্র বাটা হইতে সরাইতে হইবে। ঐ মলমূত্র কোন দূরবর্তী স্থানে পুড়িয়া ফেলিতে হইবে রোগীর গৃহ পরিকার করা আবশ্যক, গৃহে স্নগন্ধ জব্য রাখা করা উচিত।

গৃহে পরিকার বস্ত্র সকলান রাখা উচিত। রোগীর মলমূত্র বস্ত্রাদি তৎক্ষণাত্ সরান উচিত। ডাক্তার বাবু বলিতেন, গ্রীষ্মকালেই হউক বা অন্য সময়ে হউক যখন চারিদিকে কলেরা এপিডেমিক রূপে পরিণত হয়, তখন সকলেরই সাবধানে আহাতি করা কর্তব্য। ঐ সময়ে মানসিক বা শারিরিক অধিক পরিশ্রম করা আদৌ উচিত নহে। মতপান, রাতি-জাগরণ, উরমুজ শশা প্রভৃতি অগত্যা কল মূল্যাদি ও অতিরিক্ত তৈলযুক্ত জব্য পচায়ত বহু জাতীয় মৎস্ত, চর্কিয়ুক্ত মাংস মুসলমানের পক্ষে গোমাংস একেবারে কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করা উচিত। পচা মৎস্ত ও বাসী-জব্য বিষবৎ পরিত্যজ্য।

আমাদের বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রেও ইন্দ্রযবের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

ইন্দ্রযব—ত্রিদোষনাশক, ধারক, কটুরস, শীত বীর্ষা, অগ্নি প্রদীপক এবং জ্বর, অতিসার, বমি, বীষ, কুষ্ঠ, অর্শরোগ, গগদোষ, বাত-রক্ত, কফ ও শূল নাশক। হিতবাদী

## উদ্বে মুগিলান্ (Acacia Arabica)

বা

বাবলাগাছ।

ভাষানাম।—আরবী—উদ্বে মুগিলান্, গিমরা; ফরাসী—মুগিলান; হিন্দি—বাবুল কীকর; ইংরাজী—ইণ্ডিয়ান গম ম্যারাবিকটী (Indian Gum Arabic Tree); সংস্কৃত—বকল, কিকিরাত; মহারাষ্ট্রী—বাহুঠঠ, বাডল, বাবুঠঠ, কীকর; গুজরাটী—বাবল; কর্ণাটে—পুলই; তৈলঙ্গে—বলবন্ত, নদতুঙ্গ; উৎকলে—গুইডা; বোম্বায়ে—রোমিকডি; দাক্ষিণাত্যে—কলিকীকর; মালয়ালে—বাবলাগাছ।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



**পরিচয়।**—বাবলাগাছ আরই পথ-পাথে ও জলাশয়ের নিকটবর্তী ভূমিতে বিনা বন্ধে জন্মিয়া থাকে। গাছ বেশ বড় এবং তীব্র সুস্বাদু কণ্টকে আবৃত হইয়া থাকে। ইহার পাতা আমলকীর পাতা অপেক্ষা আকারে ছোট এবং সবুজবর্ণ। ছালের উপরি-ভাগ ধূসরবর্ণ এবং তিতর জঁং লাল। ইহার ফুল গোলাকার হরিজাবর্ণ ও অল্প সুসন্ধী হইয়া থাকে। ইহার শুঁড়ি কাল ও মোটা হইয়া থাকে। ফলের শিখী দীর্ঘ ও ধূসরবর্ণ।

বাবলাগাছ আর এক প্রকার হইয়া থাকে। ইহার কাঁটা অপেক্ষাকৃত ছোট ও সংখ্যায় অল্প। ইহাকে স্থলববুল বলা যাইতে পারে। ইহার শিখী স্থল ও অগ্রভাগ বক্র হইয়া থাকে। ইহার কাঁঠা লালের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। ইহা পূর্ববঙ্গে “কাঁটো-নাগেশ্বর” এবং কোচবিহারে “জগন্নাথ পাগল” নামে অভিহিত হয়।

বাবলাগাছ এসিয়া মহাদেশে—ভারতবর্ষ, আরব এবং আফ্রিকাতে—মিসর, সেনিগাল প্রভৃতি দেশে জন্মিয়া থাকে। ইহার ছাল, ফুল, ফল ও পাতা ব্যবহৃত হয়।

**প্রকৃতি।**—ইহার প্রত্যেক অংশেরই প্রকৃতি (মেকাজ) তীব্র শ্রেণীর শীতল ও ক্রান্ত।

**আম্বাদ।**—কষায় ও জঁং তিক্ত।

**অপকারিতা।**—পাকস্থলী, অন্ত্রমণ্ডলী ও বকঃস্তলের পক্ষে অপকারী।

**শোধন।**—কাতিয়া, মধু, গোলমরিচ, বানাকলা দ্বারা ইহার শোধন হইয়া থাকে।

**প্রতিনিধি।**—পলাশের ছাল ও পিয়ারার ছাল।

**ক্রিয়া।**—খারক, বীৰ্য্যভঙ্গক ও ঘোনিম্ভোচক।

**মাত্রা।**—ছাল, ফল, ফুল ও পত্র ৬ মাষা।

**আময়িকপ্রয়োগ।**—খাককান গরম অর্থাৎ উষ্ণতাবশতঃ ক্ষুদ্রকম্প হইলে—বাব-লার ফুলের আরক পান করিলে প্রশমিত হয় এবং আভ্যন্তরিক অঙ্গসমূহ সবল হয়। ইহার কচিপাতা রাত্রে জলে ভিজাইয়া উত্তুক স্থানে রাখিয়া, প্রাতে সেই জল পান করিলে প্রমেহ ও প্রস্রাবের আলা নিবারণ হইয়া থাকে; দ্বিতীয় প্রকার—৩ তোলা কচি পাতা রাত্রে জলে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে হাতে চট্কাইয়া ছাঁকিয়া ২ তোলা গব্যদুগ্ধ মিশাইয়া সেবন করিবে। এই প্রকার দুইদিন ব্যবহার করি-বার পর তৃতীয় দিবসে স্নাত বাদ দিয়া আরও তিন চারি দিবস ব্যবহার করিবে। প্রমেহ, উদরাময় ও আমাশয়রোগে ইহার কচিপাতা চিনির সহিত বাটিয়া সেবন করিলে উপকার হয়। বাবলার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পান করিলে দাঁড় বন্ধ হয় এবং অঙ্গ-মণ্ডলীর বদ্ধমূল বাহির হয়। ইহার পাতা, ছাল ফল, ফুল ও নির্ঘাস প্রত্যেক দ্রব্য সম-পরিমাণে লইয়া চূর্ণ করিয়া প্রাতে জলসহ সেবন করিলে শুক্রের তরলতা অল্প সময়ে রোতঃপাত, অতিরিক্ত স্বপ্নদোষ ওক্রমেহ ও জীলোকের প্রদররোগে উপকার হয়। মাত্রা ২ মাষা হইতে ৩০ মাষা। ইহার কচিপাতা বাটিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শুষ্ক হয়; এবং উষ্ণতাবশতঃ কোন স্থান ফুলিয়া গেলে, ইহাতে উপকার হয়। ইহার ফুল পিনাস রোগে ব্যবহার্য। ইহার ফল বাটিয়া সর্প, বৃশ্চিক ও ক্ষিপ্ত কুকুরাদির দ্বারা দংশিত-স্থানে প্রলেপ দিলে ও মুখে চর্কণ করিলে বিষ নষ্ট হয় ইহার ফল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে

একখণ্ড কাপড় পুনঃপুনঃ ভিজাইয়া শুক করিবে; এইরূপে ৫৭ বার ভিজাইয়া শুক করিবার পর সেই বস্ত্রখণ্ড ব্যবহারে প্রদর নাশ করে ও ঘোনি সঙ্কোচ করে। বাবলার ছাল চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ দ্বারা দাঁত মাজিলে মাড়ি শক্ত হয় এবং ইহার কচি শাখা দ্বারা দাঁতন করিলে দন্ত দৃঢ় হয়। ইহার ২০ তোলা পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে অত্যন্ত দাঁড় ও বমন হয়। ইহার ফুল চূর্ণ করিয়া সমপরিমাণ মিশ্রি মিশাইয়া প্রত্যহ সকালবেলা এক “কাফেলাত” (হাতের তোলাতে বটটা ধরে) পরিমাণ সেবন করিলে এরকান অর্থাৎ পাণ্ডু রোগ (Jaundice) আরোগ্য হয়। বাবলার কচি শিম্বির রসে এক খণ্ড মোটা কাপড় সাতবার ভিজাইবে ও শুক করিবে। পরে সেই কাপড় এক টুকরা কাটিয়া লইয়া তাহা খাঁটি দুগ্ধে ভিজাইয়া চট্কাইয়া সেই দুগ্ধ সেবন করিলে পুরুষের বীৰ্য্যন্তকন হয়। বাবলার ছাল এক ভাগ ১০ ভাগ জলে সিদ্ধ করিয়া অধিক থাকিতে নামাইয়া বোতলে পুরিয়া রাখিবে; স্ত্রীলোক বাহে, প্রস্রাব করিবার পর ইহা দ্বারা জলশোচ করিলে প্রস-বাস্তে জননেন্দ্রিয়ের দুর্বলতা দূর হইয়া সঙ্কুচিত হইবে। ইহার পাতার রস নাকে টানিলে পক্ষাঘাত রোগ আরোগ্য হয়। হাকিম জালিফুসের মতে ইহার শিকড়ের ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে ব্যবহার করিলে প্রদর রোগে উপকার পাওয়া যায়।

**আয়ুর্বেদমতে প্রয়োগবিধি।**

**অতিসারে—**বাবলার কচিপাতা শীতল জলে মিশাইয়া সেবন করিলে অতিসার রোগ আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত), ফুল ববুলের (কাঁটা নাগেশ্বরের) পাতার রস অতিসার নাশ করে। (শাকর্ধর।)

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাশুল পাঠান।

**উপদংশে—**বাবলার শুকপাতা চূর্ণ করিয়া উপদংশের ক্ষতে ব্যবহার করিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। (চক্রবর্ত্ত)

**স্নায়ুরোগ—**বাবলার বীজ জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে স্নায়ুক রোগ প্রশমিত হয়। (ভাব প্রকাশ)

**নেত্ররোগ—**বাবলার পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জ্বাথ পুনরায় পাক করিয়া গাঢ় হইলে মধুসহ নেত্রে অঞ্জন করিলে চক্ষু হইতে জলস্রাব নিবারণ করে।

(ভাব প্রকাশ)

**অস্থিভঙ্গে—**অস্থি ভঙ্গ হইলে বাবলার ছাল চূর্ণ মধুসহ তিন দিবস সেবন করিলে ভগ্নস্থির সন্ধান হইয়া থাকে।

(ভাব প্রকাশ)

**জলোদরে—**বাবলার ছালের কাপ গাঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ পাক করিয়া তক্তের সহিত পান করিয়া মিতাহারী হইয়া ত্তরূপান করিলে জলোদর রোগ আরোগ্য হয়।

**ভাস্কারীমতে ব্যবহার।**

বাবলার শতকরা ২০ ভাগ ট্যানিন (Tannin) থাকে। ইহা অত্যন্ত সন্ধ্যোচক।

বাবলার ছাল কষার ও বলকারক। ইহা "ওকবার্কের" পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার কাথ গলার ক্ষত ও লালাস্রাবে কুল্লির নিমিত্ত এবং ক্ষত দ্রোত করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শ্বেতপ্রদর রোগে এই কাথের পিচ্কারী উপকারী। ক্ষত বিদীর্ণ হইলে বা ক্ষতের মাংস অপসারিত হইলে বেজালা উপস্থিত হয়, ইহার কাথ সেবন করিলে বেদনার উপশম হয়। রক্তাশায় রোগে মলমূত্রে পিচ্কারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। দস্তমূলের ক্ষত ও তাহার শিথিলতা ও বেদনা

প্রভৃতিতে ইহার কাথে ফটকিরি মিশাইয়া কুল্লি করিলে বিশেষ উপকার হয়। ইহার ছাল ও বাদামের ছাল পোড়াইয়া চূর্ণ করিয়া উত্তার সহিত লবণ মিশ্রিত করিলে উত্তম দস্ত ধাবন চূর্ণ প্রস্তুত হয়। বাবলার শিথী কাশ-রোগে উপকারী। বাবলার কচিপাতা বাটিয়া ক্ষতে প্রলেপ দিলে ক্ষত আরোগ্য হয়। বাবলার ছাল ওকবার্কের পরিবর্ত্তে গন্তর্গমেট হাঁসপাতালে ব্যবহৃত হয়। ডাঃ কানাই-লালের মতে ইহা ওকবার্ক অপেক্ষা ত্বকিকতর ফলপ্রদ। ডাঃ দয়াল চাঁদ সোম বলেন—ভিন্ন ভিন্ন প্রকার প্রদর রোগে বাবলার ছালে কাথ ব্যবহারে "এলাম ও জিক লোশন" অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া গিয়াছে। ইহার উক্ত লোশন অপেক্ষা ফলপ্রদ অথচ উত্তেজক নহে। অতিসার রোগে যখন রোগীর অজ্ঞাতসারে মল নিসৃত হয়, তখন বাবলার কাথের পিচ্কারী বড়ই উপকারী। বাবলার কচিপাতা পিষিয়া সেবন করিলে আমাতিসার ও প্রমেহ পীড়ার উপশম হয়। হাকিম।

## সামাগ আরবী (Acacia Gummi)

বা

বাবলার আটা।

ভাষানাং—আরবী—সামাগ আরবী; ফারসী—আরদে মুগিলান, আজদোয়ায়ে তাজী; হিন্দি—ভান্সরী গোঁদ; উর্দু—বাবুল কা গোঁদ; ইংরাজী—ইণ্ডিয়ান গম আরাবিক (Indian Gum Arabic) সংস্কৃত—বকলুনির্যাস।

**ঐতিহাসিক তত্ত্ব—**ইউনানবাসী হাকিম সওকারেবুস যীতখুটের জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্বে ইহাকে কস্মি নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। এই 'কস্মি' শব্দ হইতে

অতঃপর 'গাম' (Gum) শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং পূর্বকালে আফ্রিকা অপেক্ষা আরবদেশে এই জাতীয় বৃক্ষ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইত বলিয়া ইহাকে সামাগ আরবী বা আরবী গম (Gum Arabic) বলা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই বৃক্ষ পশ্চিম আফ্রিকার অন্তঃগত 'সেনেগাল' নামক দেশে অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং তথা হইতে ইউরোপে রপ্তানি হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বঙ্গদেশের সর্বত্র এবং রাঢ় অঞ্চলে এটেল মাটিতে বকলু বৃক্ষ বিনা যত্নে অতি উত্তমরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। রাঢ়ের বকলু বৃক্ষের নির্যাস আরবী গোঁদ অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। ইহাই বর্ত্তমান আরবী গোঁদের পরিবর্ত্তে এদেশে ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইতেছে।

**পরিচয়—**বাবলার গাছ হইতে আপনা হইতেই এই গোঁদ নির্গত হইয়া থাকে। অস্ত্র দ্বারা কর্জন করিলে অধিক পরিমাণে নিসৃত হইয়া থাকে। এক একটা গাছ হইতে ১/১০ হইতে ১/১ সের পর্য্যন্ত গোঁদ নির্গত হইয়া থাকে। ইহার বর্ণও নানারূপ হইয়া থাকে। যথা—লালের আভাযুক্ত, হরিদ্রা, উজ্জল ও স্বচ্ছ। বৃক্ষ যত অধিক বয়স্ক হয়, উহার গোঁদও তত বর্ণহীন হইয়া থাকে। কচি গাছ হইতে গাঢ়বর্ণের গোঁদ নির্গত হয়। বর্ণহীন গোঁদ বহুকাল যাবৎ আর্দ্র আবহাওয়ায় (জলবায়ু) থাকিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়।

**প্রকৃতি (মেজাজ)—**উষ্ণ ও রূক্ষ। উষ্ণতার মোতাদল অর্থাৎ অধিক উষ্ণও নহে, অধিক শীতলও নহে। রূক্ষতার ইহা বিত্তীর শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করা হয়। মতান্তরে উহাকে শীতল ও রূক্ষ বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে।

**আস্বাদ।—**ইহা প্রায় আবাদবিহীন, কেবল জ্বংষ মিষ্ট।

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

**অপকারিতা।**—ইহা কোষ্ঠরুদ্ধ  
রোগীর পক্ষে অপকারী। এবং নিম্ন অঙ্গের  
পক্ষেও অপকারী।

**শোধন।**—কাতিরা, বিহিমানা,  
গোলাপজল ও খেত চন্দন।

**প্রতিনিধি।**—চাকের গঁদ, হাক্কুজান  
ও মিষ্টাদামের গঁদ।

**ক্রিয়া।**—কাশি ও আমাশয়নাশক।

**মাত্রা।**—৩ মালা হইতে ২ মালা  
পর্যন্ত।

**আময়িক প্রয়োগ।**—ইহা শিরার  
মুখে সঞ্চিত হইয়া শিরার মুখ বন্ধ করিয়া  
দেয় বলিয়া রক্তস্রাবে ব্যবহার্য। ইহা বন্ধঃ-  
স্থলকে স্বেদন করে, দাঁত বন্ধ করে এবং পাক-  
স্থলী ও অস্থিমণ্ডলকে স্বেদন করে। বন্ধঃস্থলের  
বেদনা, কাশি গলা খুসখুস করা এবং বন্ধঃস্থল  
ও কুসকুলের রোগে উপকারী। কঠোর  
পরিষ্কার করে এবং কক্ষ সরল করিয়া বাহির  
করিয়া দেয়। আমাশয়, মধুমেহ ও শুষ্কমেহ  
রোগে উপকারী। পিত্তাধিক্যবশতঃ দাঁত  
হইলে তাহা বন্ধ করে। কাশী দূর করে।  
উষ্ণ প্রকৃতির ঔষধের অপকারিতা দোষ নষ্ট  
করে। গুল রক্তগণে ভাজিয়া সেবন করিলে  
শরীরের যে কোন স্থান হইতে রক্তস্রাব  
নিবারণ করে (জরায়ু ও অর্শের রক্ত বাতীত)  
ডিষের যেতাৎপের সহিত মিশ্রিত করিয়া  
অগ্নিদগ্ধস্থানে লাগাইলে উপকার হয়। গোলাপ  
জলের সহিত বলিয়া চক্ষে লাগাইলে চক্ষুবেদনা  
আরোগ্য হয়। মুখে অল্পপরিমাণে গঁদ  
মাখিয়া চুসিতে থাকিলে খুসখুসে কাশি  
আরোগ্য হয়।

বিষ উদ্বাহ হইয়া অতিশয় বমন ও বিরে-  
চন জন্মাইলে ইহা সেবনার্থে প্রযোজ্য। কোন  
মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হইলে যদি কোন  
দ্রব্য না মিশাইয়া তলার পড়িয়া যায়, তাহা

হইলে উহার সহিত ব্যবহার আটা মিশাইলে  
শুদ্ধদ্রব্য সকল অধঃপতিত হয় না। এতদ্বাতিত  
বতীকা প্রস্তুত করিবার জন্য গঁদ ব্যবহৃত হইয়া  
থাকে। উদরাময় ও আমাশয় সংযুক্ত জর-  
রোগে বাবলার আঠার চূর্ণের সহিত কুট-  
নাইন প্রয়োগে কল পাওয়া যায়। বাবলার  
আঠা স্নেহে ভাজিয়া সেবন করিলে পুষ্টিকর  
ও বলকর হইয়া থাকে এবং জননেত্রির  
দূর্বলতা দূর করে।

## কৌতুককন।

—:—

প্রসিদ্ধ লেখক এডিসনের এক বন্ধু  
ছিলেন, তিনি এডিসনের সহিত খুব তর্ক  
বিতর্ক করিতেন। একসময় এই বাবু এডি-  
সনের নিকট কিছু টাকা ধার করেন, পরদিন  
হইতে বন্ধু যেক্রপ স্বাধীন ভাবে কথা বার্তা  
তর্ক বিতর্ক করিতেন, তেমন আর করেন না  
বরং এডিশন বাহা বলেন, তাহারই পোষকতা  
করিতে থাকেন। পণ্ডিত এডিশন এজন্য  
মনে মনে বড় কষ্ট অনুভব করিলেন এবং  
ইহাও বুঝিলেন যে, তাঁহার ঋণই বন্ধুর স্বাধী-  
নতা হরণ করিয়াছে। পরদিন বলিলেন  
সখা, হয় যে স্বাধীনতার সহিত আমার সহিত  
কথা বার্তা কহিতেন, সেইরূপেই আলাপ  
করিবেন নচেৎ কলা আমার প্রদত্ত ঋণ অতি  
অবশ্যই পরিশোধ করিবেন।" বুঝুন, ঋণ কি  
ভরানক। ঋণীর তুল্য অধঃপতন ভিক্ষকেরও  
হয় না।

একজন বাত রোগী প্রসিদ্ধ ডাক্তার সি-  
কে আকরণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল “ডাক্তার-  
দেব বাত রোগের কি ঔষধ নাই? ডাক্তার  
বলিলেন, “আছে বৈকি, প্রত্যহ কাত ১০ আনা  
পরমা ব্যয়ে আহার করিবে, এবং প্রত্যহ

সেই ১০ আনা পরমা পরিশ্রম করিয়া উপার্জন  
করিবে; এইরূপ করিলে বাত রোগ থাকিবে  
না, ডাক্তার ঠিকই বলিয়াছেন, প্রত্যহ সাধাশুধা  
আহার আর নিয়মি পরিশ্রম করিলেই স্বাস্থ্যো-  
ন্নতি হইয়া বাত ভাল হইবে, ইহা হুনিশ্চয়।

কাতের ডাক্তার রোগীকে শয্যা শয়ন  
করাইয়া মুখ হাঁ করিতে বলিলেন, রোগী  
এমন মুখ বিস্তৃত করিল যে, মুখের কোন্  
ফাটিয়া বাইবার যোগাড়। ডাক্তার বলেন,—  
এত মুখ ফাঁক করার আবশ্যক নাই, যে  
হেতু মুখের বাহিরে দাঁড়াইয়াই আমার কাজ  
চলিবে। “Dont trouble to stretch  
your mouth so widely, I intend to  
stand out side to draw your teeth”.

ফিলাডেলফিয়ারনগরে এক ডাক্তার সাহেবের  
বাড়ীতে একজন উদ্রলোক একজন (under  
taker) অর্থাৎ বাহারা সাহেবদের অন্তেষ্টিক্রিয়া  
করে, তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, মনুষ্য  
কি ডাক্তার সাহেবের কারবারের অংশীদার?

Undertaker বলিল আমরা বহু দিনই  
একত্রেই আছি বটে, “I always carry  
the doctors works home when  
it is done, ডাক্তারদের কাজ শেষ হইলেই  
আমরা লাশ পাতার করি, সেই জন্য ডাক্তার-  
দের বাড়ীতে খোজ খবরটা নিতে হয়।”

## ধাত্রীগ্রাম কুবি-ব্যাক।

—:—

বর্দ্ধমান জেলার ধাত্রীগ্রামে একটা বৌগ  
জনদান সমিতি বা কুবিব্যাক আছে। এই  
ব্যাকের কিরূপ উন্নতি হইতেছে, আমরা-অজ-  
নদান করার ব্যাকের সেক্রেটারী ডাক্তার  
প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কুবিব্যাক  
সম্বন্ধে বাহা লিখিয়াছেন, পাঠকগণের অনুরোধে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লাইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

অল্প তাহা নিয়ে প্রকাশ করিলাম। বাঙ্গালার  
প্রত্যেক গ্রামেই এইরূপ কৃষিব্যাক স্থাপিত  
হইলে যে কৃষকগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত  
হইতে পারে, “কাজের লোক” তাহা আমরা  
অনেকবার দেখাইয়াছি। ধাত্রীগ্রামের কৃষি-  
ব্যাকের ক্রমোন্নতি দেখিয়া আমরা সুখী  
হইলাম।

প্রবোধ বাবু লিখিতছেন,—

কালনা সবডিভিসনের সুযোগ্য সার্কল  
অফিসার বাবু আন্তোনিও দেব, এম, এ, মহা-  
শয়ের উদ্যোগে এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে।  
উহারই পত্রানুসারে কো-অপারেটিভ সোসা-  
ইটির রেজিষ্টার সাহেব কর্তৃক প্রেরিত উক্ত  
সমিতি বিষয়ক আবশ্যকীয় কাগজ পত্রাদি  
প্রাপ্ত হইয়া আমরা যৌথ ঋণ দান সমিতি  
স্থাপনের চেষ্টা করি। কিন্তু মেম্বরের অসীম  
দায়িত্বের বিষয় জ্ঞাত হইয়া অনেকেই মেম্বর  
হইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। অবশেষে  
কয়েক জন যুবক সম্মিলিত হইয়া উক্ত অসীম  
দায়িত্ব বিশিষ্ট সমিতি স্থাপনে কৃত সক্ষম হও-  
য়ার ১৯১৪ সালের ২৬ শে জুন তারিখে ধাত্রী-  
গ্রাম কৃষিব্যাক নামে এই সমিতি রেজিস্ট্রী  
হয়।

প্রথমে স্থানীয় কয়েকজন কুসীদজীবী  
তাহাদের ব্যবসায় ক্ষতি হইবার আশঙ্কায়  
কামনোবাঞ্চে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করেন,  
কিন্তু সূত্রের বিষয় এই যে, ভগবত রূপায় এত  
সকল বাধা বিঘ্ন আমরা কতকাংশে অতিক্রম  
করিয়াছি।

আমাদের ব্যাকের বর্তমান মেম্বর সংখ্যা  
৮৬ জন ও মূলধন ২৫১৩০/৮ টাকা। তদাধো  
২২৮৪/০ টাকা মেম্বর ও অগ্রাঙ্গ লোকের  
নিকট বার্ষিক শতকরা ৯ টাকা সুদে আমা-  
নত (Deposit) গ্রহণ করিয়া বার্ষিক শত-  
করা ১২ টাকা সুদে স্থানীয় কৃষক প্রভৃতির  
মধ্যে ঋণ দেওয়া হইয়াছে। এবং ২২৯৪/৮

টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে মজুত আছে। আমরা  
ঋণ গ্রহীতাদের নিকট ঠিক কিস্তীমত টাকা  
আদায় পাইতেছি। এই ব্যাকের প্রতি স্থানীয়  
সবডিভিসনাল অফিসার বাহাদুরের বিশেষ  
সহায়ত্ব আছে। রেজিস্ট্রী করা সমিতির  
বিশেষ সুবিধা এই যে, অনাদায়ী টাকার  
মামলা উপস্থিত হইলে সমিতির দাবী আইন  
অনুসারে অগ্রগত (১৯১২ সালের ২ অক্টোবর  
১৯ ধারা)। যে কেহ আমাদের ব্যাকে টাকা  
জমা রাখিতে পারেন। আমরা বার্ষিক শত-  
করা ৯ টাকা হিসাবে সুদ দিয়া থাকি। পত্র  
লিখিলে নিয়মাবলী পাঠান হয়। নিয়ে  
রেজিষ্ট্রার সাহেবের মন্তব্য লিখিয়া দিলাম।

Office of the Registrar of Co-  
Operator Societies, Bengal.

Registrar's audit order.

I have perused the audit note  
of Dhatrigram Krishi—Bank and  
I am glad to find that the Society  
has been classed as B and I expect  
that next year it will be promoted  
to class A.

(Sd) J. M. Mittra.  
Registrar.

শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,  
Secretary

## Homoeopathic Notes হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

ফেরন কস—নিমোনিয়ার যেখানে রোগীর  
মুখ দিয়া উজ্জ্বল লালবর্ণ রক্ত উঠিতেছে, সেট  
সময় এই ঔষধ পরম বহু স্বরূপ, একমাত্র  
ঔষধ বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।

কালেগুলা—একখানি হোমিওপ্যাথিক

কাগজে দেখিয়াছিলান যে, কালেগুলা টিংচার  
অতি অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলে বৃদ্ধদের  
মূত্রধারণে অসমর্থতা In continuance of  
urine ভাল হয়। ইহা পরীক্ষা করা উচিত।

বার্কেরিস—A dark urine of high  
specific gravity 1028 to 1035, free  
from sugar should always suggest  
Barberis, মূত্র ঘোর, আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২৮  
হইতে ১০৩৫, কিন্তু তাহাতে শর্করা থাকে না  
ইহাই বার্কেরিস প্রয়োগের সিদ্ধি প্রদ লক্ষণ।

হাইপেরিকম—ডাক্তার এলেনের মতে  
গয়ের উঠাতে উপশম, ইহাই হাইপেরিকমের  
একটি পরীক্ষিত লক্ষণ।

## পিত্তশিলায় হাইড্রাস্টিন

ডাক্তার বার্ণেট পিত্তশিলাজনিত শূল  
বেদনার কয়েকটি রোগীকে (Hydrastin)  
হাইড্রাস্টিন মূল অরিষ্ট ১০ ফোটা মাত্রায় গরম  
জলের সহিত সেবন করাইয়া আরোগ্য করিয়া  
ছিলেন।

## শিশুর শয্যামুত্র।

ডাঃ গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,  
১টি শিশু সন্ধ্যা বেলায় এত অঘোরে ঘুমাইত  
যে, তাহাকে জাগান দার না এবং সন্ধ্যা রাতেই  
শয্যায় মুত্র ত্যাগ করিত, ক্রিয়াজোম্ ১ মাত্রা  
দেওয়ায় আরোগ্য লাভ করে।

## ছেলেদের নিদ্রাহীনতায় লাইকো- পোডিয়ম্।

একটি শিশু মাই থাইত, দিবা ভাগে বেশ  
ঘুমাইত, কিন্তু রাত্রিকালে চীৎকার করিত।  
লাইকোপোডিয়ম (১২) শক্তি প্রয়োগে এই  
রোগ আরোগ্য হয়।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## মহিম বাবুর মুখ্যযোগ সংগ্রহ।

## রক্তামাশয়।

১। কীকই গাছের ২টী মূল খেত চন্দনের সহিত বাটিয়া খাওয়াইলে রক্তামাশয় ভাল হয়।

২। কুসুমার রস ১তোলা খাওয়াইলে রক্তামাশয় ভাল হইবে।

৩। আমরুলের পাতার রস অর্দ্ধ কাঁচা সেবন করাইলে রক্তামাশয় ভাল হয়।

৪। ম্যাকোজীন বা বিলাতি গাব কলের ছাল বা খোসা ঘোল বা দধির সহিত বাটিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে সেবন করিলে রক্তামাশয় ভাল হইবে।

Dr. Ashu Tosh Nath.

৫। ভোপমারী অর্দ্ধ কাঁচা ও অর্দ্ধেক ভাজা চূর্ণ করিয়া সামান্য কাশীর চিনির সহিত মিশাইয়া সিকি তোলা মুখে ফেলিয়া জল দিয়া খাইলে উপকার হইবে। দিবসে অবস্থা বিশেষে ২বার খাওয়া যাইতে পারে।

শ্রী প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্য

## হিকার ঔষধ।

পাকা বাতাবী লেবুর রস একটু চিনির সহিত মিশাইয়া খাইলে হিকা থামিয়া যায়।

ডাঃ আশুতোষ নাথ।

## ধবলের ঔষধ।

কুলহ বা কুঠী কলাইয়ের ডাল বাটিয়া খেতী স্থানে প্রলেপ দিলে খেতী না ধবল রোগ সারিয়া থাকে। ২৩ মাস পরীক্ষা করা আবশ্যক।

Dr. K. Chatterji.

মুচকী দানা এবং কাঁচিদধি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ধবল ভাল হয়। লালুচে হইয়া উঠিলে তাহা আরোগ্যের লক্ষণ জানিবে।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

## দন্ত কতের ঔষধ।

জৈষ্ঠমধু—

সিকি তোলা

গোল মরিচ

ঐ

কটিকারীর মূল

ঐ

জল

দেড় পোয়া

সিদ্ধ করিয়া ২৩ দিন কুজী করিলে দন্ত কত আরোগ্য হইয়া থাকে।

শ্রীরামগতি সরকার।

## গার্হস্থ্য সঙ্কেৎ।

—:—:—

“বাহাকে রাখ, সেই একদিন রাখে,” ইহা চিরপ্রসিদ্ধ প্রবাদ। অনেক পরিত্যক্ত দ্রব্যের আমরা ব্যবহার জানি না, অর্ন্যস্থার ফেলিয়া দিই, কিন্তু সেই সকল পরিত্যক্ত দ্রব্য দ্বারা অনেক সাংসারিক কার্য চলিতে পারে।

## ভাঙ্গা বালতী।

বালতী ছোঁরা হইয়া যাইলে আমরা তাহা আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিই। কিন্তু আমরা যদি বালতির তলা ফুটা হইলে একটু সিমেন্ট গুলিয়া তলার একটা পুরু লেপন দিই, তাহা হইলে আর জল পড়ে না, আরও ৬৭ মাস বেশ চলিয়া যাইতে পারে। তলার পিচ্ গলাইয়া ঢালিয়া দিলেও বহু দিবস চলিয়া যায়। কিন্তু যে বালতির গাত্রে ফুটা হইয়া যায়, তাহা সহজে মেরামত হয় না কিন্তু তেমন বালতিও ফেলিয়া দেওয়া উচিত নয়। ইহা দ্বারা ৩টা কার্য সুন্দর সুসম্পন্ন হইতে পারে।

১। ফুলের টব, ২। তোলা উনান ৩। জল পরিকারের ফিল্টার।

বালতি যদি বড় হয় এবং যদি গাত্রে অনেক ফুটা এবং তলা ফুটা হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বালতিটাকে মাটি পূর্ণ করিয়া গাছ বসাইলে টবের কাজ হইবে। বড় বালতি-

তে তোলা উনান হয় না, কারণ মুখের পরি- শুর অধিক বলিয়া অধিক কয়লা পুড়িয়া যায়। যদি কেবল তলার ফুটা হইয়া থাকে, তবে আমরা কাজের লোকে ইতিপূর্বে বালী ও কয়লা দিয়া বেরূপে ফিল্টার করিবার কথা বলিয়াছি, সেইরূপে ইহার সম্ভাব্য ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বালতি ছোট হইলে তাহাতে তোলা উনান প্রস্তুত করিলে বড় সুন্দর উনান হইয়া থাকে। ইহার মুখ ছোট, কয়লা কম পোড়ে এবং অতি সুন্দর রন্ধন কার্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কলিকাতার অনেক বড় সংসারের ঘরেরাও এমন উনান প্রস্তুত করাইয়া রন্ধন কার্য সমাধা করিয়া থাকেন।

এইরূপ বালতির তলা হইতে ৩৪ ইঞ্চি উপরে বালতির গাত্রটাকে প্রায় ৫৬ ইঞ্চি ফাটিয়া কয়লার উননের মুখের মত করিয়া কাটিয়া দিতে হয়। এই দিকে হাওয়া প্রবেশ করিবে। তাহার প্রায় ৩ ইঞ্চি উপরে গোটা কতক লোহার সিক মাপমত কাটিয়া বালতির গাত্রে ছিদ্র করিয়া পরাইয়া দিতে হয় যেমন কয়লার উনান হইয়া থাকে, সেইরূপে বাল- তির গাত্রে ছিদ্র করিয়া পরাইয়া দিতে হয় উপরে যতটুকু স্থান বাকী থাকে, সেই স্থানটার মাটি ও গোবর মিশ্রিত করিয়া ভিতরটা লেপিয়া দিতে হয় এবং হাঁড়ি বেশ বসিতে পারে, এইরূপে মাথা পর্যন্ত সুন্দর রূপে মাটি ধরাইয়া তাহার পর শুক করিয়া লইতে হয়। এইরূপে সুন্দর উনান হইয়া থাকে। আমরা মনে করি, এইরূপ বালতির উনান কেহ প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয়ার্থ দিলেও অনেকে সাদরে ক্রয় করিয়া থাকেন। লোহার দর অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছে, বাজারে একটা লোহার উনান অন্ততঃ ২ সের কয়লা ধরে, তাহার দাম হইয়াছে ১০, ১০, এইরূপ উনান করিয়া কোন বেকার লোক যদি বাজারের বাহারা লোহার



উনান বিক্রয় করে, তাহাদের নিকট রাখিয়া দিয়া আসে তাহা হইলে অতি সম্ভব বিক্রয় হইয়া যায়। ভাঙ্গা কানেক্সা প্রভৃতি ফড়েরা সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়, এইরূপে ভাঙ্গা টবও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। ছোট।০ সেরা স্তুতের টিনেও এই কাজ সুন্দর হইতে পারে। তাই বলিতে ছিলাম, “বাহাকে রাখ সেই রাখে” গৃহস্থধর্ম করিতে হইলে এগুলিও উপেক্ষার কথা নহে।

বেকার বসিয়া অরক্ষণ করা সহজ কার্য হইলেও লজ্জাকর ব্যাপার, তাহার সন্দেহ নাই। তবে আমাদের জাতিটা এখন অকর্মণ্য বলিয়া এত লজ্জাকর মনে করে না। আমরা “রাড়ীর ছেলে গোবিন্দ, পেট ভরিলেই আনন্দ” এই সার ধর্ম বুঝিতেছি ভাল। কলিকাতার প্রত্যেক বাজারেই এক একটা স্ত্রীলোক কলারের বড়ী, বিক্রয় করে। বাহারী ঝাসাড়ে, তাহার এই বড়ী পরসার ৮।১০ টা ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। কোন বেকার ভদ্র লোক যদি পল্লীগ্রামের সংজাতির বিধবা-গণকে কলাই দিয়া মজুরী দিয়া বড়ী প্রস্তুত করাইয়া কলিকাতার বাজারে বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাহার উপার্জন ১৫।২০ টাকার চাকুরী অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে, ইহা আমরা এক ভদ্র লোককে করাইয়া দেখিয়াছি। ইহাচার পল্লী-বিধবানিগকে সাহায্য করাও হয় এবং উপার্জনও হইয়া থাকে।

### “উদ্যোগই লক্ষ্মী”

এক ভদ্রলোক পল্লীগ্রামে দেবার্চন ধূপের কারখানা করিয়া সেখানকার বহু অনাথা মহিলাগণের সাহায্যে ধূপ প্রস্তুত করাইয়া ১ পরসা প্যাকেট প্রত্যেক মসলার দোকানে দিয়াছেন, এই ধূপের অসম্ভব কাট্টি হইয়াছে। এক পরসা বলিলে কি হয়, আমরা জানি, ভদ্রলোক অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিতেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বহু অনাথা ভদ্র মহিলার অন্ন সংস্থান হইতেছে। কিন্তু বাবু বাঙ্গালী মেশের ভাত খারিয়া মাংস ১৫ টাকার চাকুরী করি যাও এই কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া নাসিকা কুঞ্জন করিতে ছাড়েন না।

### মৌলিকত্বে অর্থ আছে।

কত দেখাইব, একজন ভদ্রলোক, ডাক্তার। তিনি এক প্রকার চাট্‌নী প্রস্তুত করিয়া শাল পাতে যেমন আবাক জলপানের দোনা হয় সেইরূপ আমচূর্ণ ও মসলা তৈল মিটে দিয়া এক পরসার মোড়ক করিয়া তাহাতে ছাপাইয়া লেবেল দিয়াছেন এবং যেখানে স্থল পাঠশালা, তাহারই পার্শ্বে এবং নিকটবর্তী স্থানে রাখিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ছেলের এই অন্নমধুর চাট্‌নী অতিশয় মুখপ্রিয় এবং আনন্দদায়ক। জিনিসটার এত অসম্ভব কাট্টি হইয়াছে, যে প্রত্যেক দোকান হইতে ডাক্তার বাবু গড়ে ২০, ২৫ প্রত্যহ পাইয়া থাকেন। দোকানদারগণের কমিশন বাদে গড়ে এই লাভ হয়। তিনি প্রায় দৈনিক ৬০ পাইয়া থাকেন, ইহা মৌলিক। ক্ষুদ্র হইলেও অর্থকরী। এই ক্ষুদ্র হইতেই ইনি বড় হইয়া বড় কাজ করিতে পারিবেন। দেখান গিয়াছে অনেক, কিন্তু কেহ কিছু করেন কৈ? ছোট্টা কাঁথায় শুইয়া লাখ টাকার স্বপ্ন দেখা আমাদের রোগ দাঁড়াইয়াছে। দেশের পরিস্থিতি নাই, কিন্তু বড় বড় কাজের গবেষণা আছে।

মিষ্ট্রিজ অফ্‌ দি কোর্ট অফ্‌ লণ্ডন।

(বিলাতি বান্ধাই।)

১৬ ভলিউমে কমপ্লিট পূর্ণ মূল্য ৪০/-  
আমরা ১০/- টাকায় দিতেছি। অপারকগণ  
৪০/- মূল্য কাগজের মলাট প্রতিমাসে এক এক  
খণ্ড লইতে পারেন ইহা সচিত্র এবং ইংরা-  
জীতে।

ম্যানেজার “কাজের লোক”

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

## Editor in Council. সম্পাদকীয় মন্ত্রণাসভা।

প্রমোত্তর এবং পত্রাদি।

—:—:—

শ্রীবিখনাথ সরকার গ্রাহক নং ৩২২৫

মহাশয়,

তিনিয়াছি যে, লেমোনেডের পাউডার সঙ্গে থাকিলে যেখানে সেখানে লিমোসেড প্রস্তুত করা যায়। যদি অল্পগ্রহ করিয়া একটা কর-  
মূল্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমার এবং  
অপরের উপকার হইতে পারে। \* \* \* \*

উত্তর। লেমোনেড পাউডার প্রস্তুতের নিয়মিত প্রক্রিয়া আমেরিকার “সারেটি-  
ফিক আমেরিকান” নামক পুস্তকে প্রকাশিত  
হইয়াছিল, আপনার এবং সাধারণের জ্ঞান  
নিম্নে প্রকাশিত হইল।

### Portable Lemonade

বা

### Lemonade Powder.

Suger বা চিনি ৪ পাউন্ড  
Tartaric acid ৩ আউন্স  
Essence of Lemon সিঁকি আউন্স  
একত্র ১/৩ বা ১/৪ আলাদা জলে মিশাই-  
লেই লিমোসেড হইবে। ইহাতে বরফ দিয়া  
পান করিলে সুখপ্রদ হইবে। এ লিমোনেড  
এফারভেসিং নহে, অর্থাৎ ফুটিবে না।

### Effervescing Powder.

প্রত্যেক বোতলে লিমোনেডের অন্ত।

(১) চিনি ২ ড্রাম  
এসেন্স অফ্‌ লেমন ২ কোঁটা  
বাইকানেট অফ  
পটাস অর্ধ ড্রাম

এইগুলি একত্রে মিশাইয়া একটা পুরিয়া  
করিতে হইবে। অন্ত একটা পুরিয়ায় ৩৫ হইতে  
৪০ গ্রাণ ওজননের সাইট্রিক অথবা টারটারিক

অ্যাসিড দানাদার অবস্থায় অর্থাৎ চূর্ণ না করিয়া, মুড়িয়া রাখিতে হইবে। তাহার পর যখন লেমোনেড্ করিতে হইবে, তখন একটা লেমোনেড্ বা সোডাওয়াটারের বোতলে প্রথম নং পুরিয়াটা দিয়া বোতলটিকে গলার নিম্ন পর্যন্ত জল দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে, তাহাতে ২নং টারটারিক বা নাইট্রিক অ্যাসিডের দানা ফেলিয়া দিয়াই বোতলের মুখটার হাত দিয়া ২১২ বার ঝাঁকিয়াইবা মাত্র বোতলের ভিতরের গুলিটা ভিতরের বাষ্পের জোরে উঠিয়া বোতলের মুখে আটকাইয়া যাউবে। এখন ইহা পানোপযোগী ভাল লিমোনেড্ হইয়া গেল।

(প্রাপ্ত)

## “সাহিত্য পঞ্জিকা”

### “Literary Year Book”

(An annual record of Bengali Literary activity.)

“সমসাময়িক ভারত” কার্যালয়,

—:—:—

মোরাদপুর (পাটনা)

২০ শে ফাল্গুন, ১৩২২।

প্রকাশ্যদেয়,

ইংরাজীতে ধরূপ “Literary Year Book” আছে আমাদের সেরূপ কিছুই নাই। এরূপ একখানি পুস্তকের আবশ্যকতা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের এই “সাহিত্য পঞ্জিকা” চারিভাগে বিভক্ত হইবে। (১) বঙ্গীয় জীবিত লেখকগণের নাম, ঠিকানা, পুস্তকের নাম, পুস্তক উপজ্ঞান, কি ইতিহাস, অর্থাৎ কোন প্রণীত পুস্তকের সংস্করণ ইত্যাদি

(২) এই বৎসরের সাময়িক পত্রিকাদির উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধের সারাংশ (৩) বঙ্গভাষার প্রকাশিত সকল পত্রিকাদির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (৪) বঙ্গের পাঠাগারাদির তালিকা। খরচ বাদ দিয়া যাহা লাভ হইবে তাহার এক-তৃতীয়াংশ মোরাদপুর পাঠাগারের গ্রন্থনির্মাণ তহবিলে এক তৃতীয়াংশ বৈজ্ঞানিক কৃষ্ঠাশ্রমে ৩ অষ্টাংশ সাধারণ হিতকর কার্যে ব্যয়িত হইবে। সাহিত্য সম্মিলনে (বঙ্গীয়, উত্তর বঙ্গীয়, অস্তান্ত) যাহারা সভাপতি ও অধ্যক্ষনা সমিতির সভাপতি হইয়াছেন তাঁহাদের ছবি প্রস্তুত হইবে। সাহিত্য সম্মিলনগুলিরও ছবি দেওয়া হইবে। অপর কোন গ্রন্থকার ছবি দিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাকে ছবি প্রস্তুতের ব্যয়, আটপেপারের মূল্য ও ছবি ছাপিবার খরচ দিতে হইবে।

পুস্তক, সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদির বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হইবে। “সাহিত্য পঞ্জিকা” ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী আকারের হইবে এবং প্রতি পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ১০৯ করিয়া লওয়া হইবে। পুস্তক ২৫০০ করিয়া ভাগ কাগজে ছাপা হইয়া প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হইবে এবং মূল্য যথাসম্ভব কম করা হইবে। আমরা এই নূতন ধরণের পুস্তক প্রকাশের জন্ত সকলের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। মাননীয় কাশীমবাজারামিষপতি ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রাখাল রাজ রায়, বি, এ, মহাশয় মাসিক পত্রের উল্লেখ যোগ্য প্রবন্ধাদির সার সংকলন করিতেছেন। মাসিকের সম্পাদকবর্গ অগ্রগ্রহ করিয়া নিজ নিজ মাসিক আমাদের কাছে পাঠাইয়া দিলে আমরা সহজে এই কার্য সম্পন্ন করিতে পারিব। অস্তান্ত সংবাদপত্রাদির সম্পাদকগণ দয়া

করিয়া নিজ নিজ পত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

পত্র লিখিবার সময় রিপ্লাই কার্ড বা টিকিট দিয়া পত্র দিবেন।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ সমাদ্দার,

অধ্যাপক, পাটনা কলেজ।

## তসর ও বাফ তা।

আমরা ভাগলপুরীর তসর ও বাফ তার কাপড় খুব সস্তা দরে বিক্রয় করি। বিনা মূল্যে নতুন পাঠাই। সর্ব সাধারণের সুবিধার জন্ত ভাবতবর্ষ ও অস্তান্ত সকল স্থানে এজেন্ট বহাল করিতেছি। বিস্তারিত নিয়মাবলির জন্ত শীঘ্র আবেদন করুন।

**Khelafat & Brothers,**  
Bhagalpur city.

### “Businessman” Poor Charitable Dispensary.

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্ষর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা পরভূখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃস্বলের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া যাহা সাধারণ হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,  
“কাজের লোক” সম্পাদক।

২৫২এ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭ নং অক্ষর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

## কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.



১০ম বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. X.

৫ম সংখ্যা।

MAY 1916.

মে ১৯১৬।

No. 5.

"Every man's house is his castle" প্রত্যেক লোকের গৃহ তাহার রাজ-প্রাসাদ তুল্য—অহরহ পরদারে বাওয়া উচিত নহে—আত্মসম্মান নষ্ট হইবার সম্ভবনা, হইয়াও থাকে। নিজের গৃহে অহরহ হইয়া তাহারই সৌষ্টব বৃদ্ধি করিবে, ইহাতে দুইটা লাভ, গৃহের লোক তুমাকে আবশ্যিকমত পার এবং তোমার প্রতিবেশীরও সময় নষ্ট হয় না।

ক্রোড়পতি হটলেও যদি তাহার বিনয় শিষ্টাচারের অভাব থাকে, তাহা হইলে সেই লোকই প্রকৃত নীচ।

বুদ্ধের সম্মান সর্বদেশে সর্ব জাতীর মধ্যেই প্রশংসার এবং অমূল্যমূল্য হইলেও আধুনিক তথ্য কথিত সত্য বাঙ্গালী যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে

এই শিষ্টাচারের অভাব দেখা বাইতেছে। ইহারা বৃদ্ধ দিগকে উপহাস করিয়া গৌরব বিবেচনা করে। উচ্চ শিক্ষার বাঙ্গালীর এইরূপ সফল দাঁড়াইতেছে। সিগারেট চুকট মুখে ইচোড় পক্ষ বর্ষেরগণ যখন বুদ্ধগণের সহিত বাক বিতণ্ডার প্রবৃত্ত হয়, তখন বাস্তবিকই বিসদৃশ হইলেও অকৃত রকমের দেখায়।

বাঙ্গালার যথেষ্টচারিতার প্রবল প্রভাব, সেইজন্যই সামাজিক এত অধঃপতন।

জর্জ হারবার্ট বলিয়াছিলেন যে, "One good mother is worth a hundred schoolmaster" ঠিক কথা। এদেশেও আর সেকালের জননী দুলভ। বিলাসিনী জননীর সম্মান সম্ভতি বিলাসপ্রিয় হইয়া

দাঁড়ায়। সংস্কারের আবশ্যক এইখানে, গলদ এইখানে।

"The child can not help imitating what he sees. Everything is to him a model of manner, of gesture, of speech, of habit, of Character"

বালক তাহার শৈশবস্থায় বাহ্য দেখে তাহাই শিক্ষা করে, না শিক্ষা করিয়াই থাকিতে পারে না। সে আদব কারদা, চাল-চলন, হাত পা মুখের সঞ্চালন বা অঙ্গ ভঙ্গি চরিত্র, কথাবার্তা এই সমস্তের যেমন দেখে, তাহাই আদর্শ ভাবিয়া শিক্ষা করিয়া থাকে। সুতরাং জনকজননী যেমন চলন, ছেলেরও সেই রূপ স্বভাব, চালচলন ও আদব কারদা হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার আর বিচিন্তা কি? সেইজন্য অল্পকরণপ্রিয় জনক জননীর বিলাসিতার আদর্শ দেখিয়া, যথেষ্টচারিতা দেখিয়া

ছাত্রদের বার্ষিক অর্দ্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

বেশও স্বভাব চরিত্র বিপ্লবীয়া বার। সংস্কার করিতে হইলে আগে ঘর সামলাইবার আবশ্যক।

নিম্ন শ্রেণীর লোকেদের বিধবার হুঃখে কুড়ীরে শোকাশ্র বর্ষণ না করিয়া নিজে-দিগকে খাঁটি চরিত্রবান এবং বিলাসশূন্য করিতে হইবে, ছেলেরা তখন আদর্শ জনক জননীর আদর্শ দেখিয়া, ধর্ম পরায়ণতা দেখিয়া ভদ্রলোক হইয়া উঠিবে। বধন মাহুব ভদ্র-লোক হয়, তখন বখেছারিতা হুঃরে যায়, ধর্মভাব আগে, পরহঃখকাতরতা জন্মে। আর ভিতরে পুতিন্দ্রমর আবর্জনা পুরিয়া উপরে চন্দন লেপনে হুর্গন্ধ নিবারিত হইবে না।

এই সারতথ্য। প্রকৃত ভদ্রলোকই পরিত্রাস্তা হইয়া থাকে। প্রাচীন কালে এইরূপই ভদ্রতা দ্বারা আর্থাগণ সমগ্রজগতে পরিচিত হইয়া ছিলেন। পাশ্চাত্য Gentleman এর উপর চিকন চাকন বটে, কিন্তু ভিতর সাফ কৈ? এই অমুকরণেই আমরা উপর চিকন চাকন করিতে বাইরা বিলাসী হইয়া বংশ কলুষিত করিয়াছি। এই গুণেই শিখিয়াছি, চুড়িয়ার জামা, ছোট বড় চুল, মুখে চুকট, আড্ডায় চা পান, বুদ্ধকে অবজ্ঞা, ভিকারীকে জ্বলে না দিলে বাজেল ভদ্রলোক হওয়া চলে না। জর্জ হারবার্ট বলিয়াছেন যে একটা সংজননী ১০০টা স্কুলের শিক্ষকের সমান। সে সময় হরত সম্ভব ছিল যে, ১০০টা স্কুলের শিক্ষক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া একটা ছেলেকে মাহুব করিয়া তুলিতে পারিত, কিন্তু এখনকার হাজার শিক্ষকেও গাধা পিটাইয়া যেমন ঘোড়া করা যায় না, তেমন আধুনিক শিক্ষা দিয়া একটা মাহুকের ছেলে প্রস্তুত করিতে পারেন না। কিন্তু এদেশে সেকালে

একটা গুরুতেই দিগবিজয়ী পণ্ডিত প্রস্তুত করিয়া দিতেন, তাহার জ্ঞানের প্রোভিতে ভুবন আলোকিত হইত। গুরুকে ঠেকান বিভ্রম কথা তখন শুনা যাইত না।

এপিক্টিটস্ নামক একজন বড় পণ্ডিত ছিলেন। সেই দেশের জটনক আইন ব্যবসায়ী খুব বস্তা। রোমে একটা মোকদ্দমার জন্ত যাইতে ছিলেন; পথিমধ্যে তিনি পণ্ডিত প্রবর জায়শাস্ত্র বিশারদ এপিক্টিটসের সহিত সাক্ষাত করিয়া তর্কশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু উপদেশ লইয়া যাইবার জন্ত মনস্থ করিলেন এবং তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, আগন্তুক তাঁহার সাক্ষাতের উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। পণ্ডিত প্রবর বিলাস শূন্য, মুক্তিকার পায়ে আঙ্গুরাদি করিয়া দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করেন। তিনি সেই আঁক জমক বিশিষ্ট আইন ব্যবসায়ীকে দেখিয়াই বুঝিলেন যে, ইহার শিক্ষার তেমন দৃঢ় উদ্দেশ্য নহ, বলিলেন, মহাশয় আপনি ত দর্শনশিক্ষা করিবেন না, কেবল আমার অবস্থার এই সকল বাহ্যিক বিষয় লইয়া সমালোচনা করিবেন মাত্র। আমার নিকট শিক্ষা করিলে আমারই মত এইরূপ অবস্থার থাকিতে হইবে।

আগন্তুক বলিলেন, আমি যদি আপনার জায় বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে, আপনার মত থাকিতে যাই, তাহা হইলে আমাকে রাত্তার ভিকারী হইতে হয়। তাহা হইলে বাড়ী ঘর, সুন্দর গৃহ সরঞ্জাম এসকল হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

এপিক্টিটস বলিলেন, আমি ঐ সমস্ত বস্তুর প্রায়শী নহি কিন্তু আপনি তাহা হইলেও আত্মপেক্ষা নীল। কারণ আমার পৃষ্ঠ পোষক আবশ্যক হয় না, আমাকে কাহারও ভোবামোদ করিতে হয় না, আমি মুক্তিকার

পায়ে আহার করি, কিছু ঐ মুক্তিকা পায়েই আমার ক্ষুধা এবং আমার নিনেব সমস্ত থাকে, আমার পবিত্র হৃদয়ই আমার পক্ষে রাজত্ব স্বরূপ। তুমি অহরহ অর্থ অর্থ করিয়া পুরিয়া বেড়াইয়া নিজের বাসনা পরিতৃপ্ত করিতে পার না, কিন্তু আমার বাসনা সর্বদাই পরিতৃপ্ত, এক সন্তোষই আমার হৃদয়ে বহুমূল্য রত্ন স্বরূপ, চরিত্র নির্মল, ইহাই আমার মূল্যবান রাজত্ব। বাহার চরিত্র গঠিত হয় না, তাহার শিক্ষার বিপরীত কল দাঁড়াইয়া থাকে। এদেশের শিক্ষাদারই তাণ্ডাই হইয়াছে।

## Thrift.

### সঞ্চয়।

—:—:—

জগদ্ধিখ্যাত পণ্ডিত আইল বলিয়াছেন, "We live beyond our means, we throw away our earnings and throw our lives after them" অর্থাৎ আমরা অনেককেই আমাদের অবস্থার বাহিরে চলিয়া থাকি, এবং আমাদের উপার্জিত সমস্ত অর্থ আমরা ফেলিয়া ছুড়াইয়া দিয়া শেষে জীবন পর্যন্ত সেই অর্থের পশ্চাতে বিসর্জন দিয়া থাকি।" অবস্থার বাহিরে চলিলে তাহার পরিণাম কেতীষণ, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু আমরা কনিক মুখের জন্ত অনেক সময় কষ্টোপার্জিত অর্থকে অসার বিলাসিতায় ব্যয় করিয়া নিজের অর্ন্তমানে বীর জী পুত্র আত্মীয় স্বজনকে অনন্ত হুঃখের মধ্যে ফেলিয়া যাই। এই সকল ভাবিয়া চলিলে সঞ্চয়ের আবশ্যকতা এবং উপকারিতা উপলব্ধি হইতে পারে, কিন্তু আমরা ভবিষ্যৎ ভাবিবার ক্ষমতাও হারাইয়াছি। তাই কত ধনধান্য পূর্ণ সংসারের ছেলে ঘরে পথের কাঞ্চাল হইতেছে।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।

এই ইংরাজ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, "Men must prepare in youth and in middle age, the means of enjoying old age pleasantly and happily" অর্থাৎ মানুষকে যৌবন অবস্থাতেই চেষ্টা করিতে হইবে যে, বৃদ্ধ বয়সে সে যেন শেষের কয়দিন সুখে অঞ্চলী অপ্রবাসী হইয়া কাটিয়া যাইতে পারে, প্রকৃত পক্ষে ইংলণ্ডের নিতান্ত মধ্যবৃদ্ধি লোকের যুবক গণেরও ব্যাধি কিছু জমা থাকে। সেখানে ব্যয় বাহুল্যতা স্বত্বেও সঞ্চয় প্রবৃত্তি অনেক যুবকের আছে, তাহারা সঞ্চয় করিয়া ক্রমে ব্যবসায় বাণিজ্যেই বড় হইয়া থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ যুবকই বিলাসী, অপব্যয়ী, অহর দর্শী। বৃদ্ধ বয়সের জীবনোপায়ে কথা, আপন বিপদের কথা ইহাদের মনে স্থানও পায় না। সেই জন্য আমরা অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, চাকরী বাইলে অনেকেরই হাড়ির হাল হইয়া পড়ে।

এক বৎসর অজন্মা হইলে ধরের তৈজস পত্র বন্ধ পড়িয়া যায়। বৃদ্ধ বয়সে নিজের এবং পরিবারবর্গের হুঃখের সীমা থাকে না। ছেলেদিগকে মিতব্যয়িতা শিক্ষা না দিলে তাহারা যৌবনে সংযত হস্ত হইতেই পারে না। আমাদের দোষ, আমাদের যখন উপায় করিবার ক্ষমতা থাকে, দুপয়সা রোজগার হয়, তখন আমরাই ছেলে মেরেকে অপব্যয়ী এবং বিলাসী করিয়া দিই, বাবু সাজাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি, তাহারা যৌবনে আর সেই অসংযত অভ্যাসকে সংযত করিতে সক্ষম হয় না, অপব্যয়ের অভ্যাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া দরিদ্রতা আনয়ন করে। তাহারা প্রমত্ততর, রুগ হইয়া উপার্জনেও অক্ষম হয়। ৪০ বৎসর পূর্বে এত বিলাসিতা ছিল না, এত ছেলেকে বাবু সাজাইবার পিতা মাতার প্রাণপণ চেষ্টা ছিল না, তাহারা সাধা সাধি খাইত, গৃহস্থালীর

কার্যে পিতা মাতাকে সাহায্য করিত, শীত-তপে কাঁড় হইত না, চক্ষে রঙ্গীন চসমার ঝুলি লাগাইয়া রোদ্দে বাহির হইত না, ফলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিত, তাহারা সঞ্চয়ী হইত। ১০-১৫ টাকা চাকরী করিয়া দোলচুর্গোৎসব করিয়া অজস্র ব্যয় করিয়াও জীবনের শেষে প্রচুর অর্থ, জমী জায়গা পুকুর বাগান রাখিয়া সংসারের ভাব লোকের স্বচ্ছন্দে চলিবার বিশেষ সংস্থান রাখিয়া যাইত, অরের জন্য কাঠকেও ভাবিতে হইত না। কিন্তু আজ আমরা হাজার টাকা বেতন পাইয়াও সেই সকল সংকর্য্য করিতে পারি না, সঞ্চয় তত্ত্বের কথা। কেন এমন হয়? কিসে এত অর্থ উড়িয়া যায়, শুদ্ধ কৃষিকার জন্য, বড়লোকের দেখাইবার ব্যস্ততার মাত্র। এমন ঘটনা কত দেখাইব—সঞ্চয় ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই—অর্থ চাই, যেক্ষণে হউক, প্রত্যেক লোককে কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতেই হইবে, নচেৎ এদেশের শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইবে।

"Thrift does not require superior or Courage, nor Superior intellect, nor Super human virtue, it merely require common sence and power of self-registing" সঞ্চয় করিতে কিছু অসাধারণ সাহসের আবশ্যক হয় না, অসাধারণ বুদ্ধিরও আবশ্যক হয় না, অমানসিক ক্ষমতারও আবশ্যক হয় না, সঞ্চয় করিতে আবশ্যক কেবল সাধারণ বুদ্ধি এবং নিজের খেয়াল প্রসূত আকাঙ্ক্ষা দমনের একটু ক্ষমতা। এই দুইটা গুণেই মানুষ সঞ্চয়ী হইতে পারে। অর্থ সংগ্রহের একটা সময় আছে, অর্থ ব্যয়েরও একটা সময় আছে। যৌবনকালে লোকে নানা কার্যে উপার্জন করিবে, বৃদ্ধ বয়সে সেই অর্থ ব্যয় করিয়া নিজের, দেশের এবং দেশের হিতসাধন করিবে, ইহাই জগতের সত্য সমাজের রীতি। কিন্তু পরিভ্রাণ, এদেশের লোক

যৌবনেই অপব্যয়ী হইয়া অর্থ ও স্বার্থ নষ্ট করিয়া যখন কার্যে অক্ষম হয়, তখন কপর্দকশূন্য হইয়া অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়। আমেরিকান জনৈক ধনবান ব্যক্তি মিঃ বার্নস বলিয়া ছিলেন যে, প্রত্যেক লোক যদি নিজের জমা খরচ রাখিয়া এক দিনের হিসাবও পরীক্ষা করে, তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে যে, আনন্ডকীর ব্যয় অপেক্ষা অনাবশ্যকীয় ব্যয়ের সংখ্যাই অধিক। যদি সেই অনাবশ্যকীয় ব্যয় গুলি ছাটিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে সেই অর্থ জমাইয়াই ধনবান হওয়া যায়। আমার অতি নিঃস্ব অবস্থা হইতে উন্নতির এইমাত্র ইহাই উল্লেখযোগ্য উপায়। আমরা প্রকৃতই যেমন আর, তাহার বাহিরে চলিয়াই ভবিষ্যতের হুঃখের ভিত্তিস্থাপন করিয়া থাকি। এদেশের অবস্থা ফিরাইতে হইলে এই কুঅভ্যাস আগে দূরীভূত করিবার জন্য আমাদের দেশের অসংখ্য বিলাসী যুবক গণকে শিক্ষা দিতে হইবে। যদি এই অপব্যয়ের অভ্যাস আমাদের কমিয়া যায়, তাহা হইলেই আমরা সঞ্চয়ী হইয়া অর্থবান হইতে পারিব ইহা ত স্বাভাবিক।

হৃদিশ্রু আকাঙ্ক্ষার দমন এবং সংযম শিক্ষার জন্ত যে আমাদের পূর্ক পুরুষগণ এত উপদেশ দিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। এই আকাঙ্ক্ষার দমন করিতে শিখি নাই বলিয়াই আমরা আজ সাবান, এসেন্স না হইলে, চুড়িদার নানা কাশনের জামা, নবাবী মোগলাই নানা ধরনের পোষাক পরিচ্ছদ না হইলে আমরা যেন বাঁচি না, থিয়েটার নাচ গান এ সকলে সৃষ্টা হে কিছু ব্যয় না করিলে যেন আমাদের সুখ শান্তি হয় না। হৃদিশ্রু আকাঙ্ক্ষার টানে জুতা লাখি খাওয়া কঠো-পার্জিত অর্থ আমরা এইরূপে বিসর্জন দিই, আকাঙ্ক্ষার বশে Common sense বা সাধারণ বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পায়। কিন্তু অর্থকে

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



আকাজার খীনা নাই, আকাজা অসীম অনন্ত, ধোলা ত ঘিটবার নয়, কখন মিটেও না। তবে এ অনন্ত আকাজার পোষন করা কেন? এতপক্ষে কত কোড়পতি চলিয়া যায়, কত রাজা মহারাজা চলিয়া যায়, কেহ চক্ষু তুলিয়া বিশ্বের বিস্তারিত চক্ষে কিরিয়াও দেখে না। তবে আমি সামান্য আয়ে সে নবাবী চাল দেখাইতে ব্যস্ত হই কেন? এত অর্থব্যয়ে বিলাসী হইয়া লোককে দেখাইবার জন্য উন্নত হই কেন? যদি এইটা চিন্তা করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলে প্রত্যেক ভদ্র লোককেই লজ্জিত হইতে হয়। কিন্তু সে জানে সে ভদ্রলোক আমাদের দেশে এখন কৈ? আমি ২০ টাকা ৩০ টাকা উপার্জন করিতে কত লাখি খাই, কিন্তু পরক্ষণেই কেমন করিয়া রাজা উজিরের চাল দেখাইতে ব্যস্ত হই, একজ্ঞ লজ্জিত ও হইনা, এত অধঃপাতে গিয়াছি। কিন্তু যদি আমি অবস্থার বাহিরে না চলিয়া সক্ষম হইতাম, উপার্জিত অর্থ রক্ষা করিতে পারিতাম ধন হইতাম, তাহা হইলে আমি যাহা করিতাম, আমার তাহাই সাজিত, এত লোক হাসিত না। আধুনিক যুদ্ধকণ বলিয়া থাকেন, ভদ্র-লোকের জ্ঞান পোষক পরিচ্ছন্ন পরিতে হইবে ত? কিন্তু মহামায়া বিভাগের মহাশয়, ডাক্তার মহোদয় সরকার, তার গুরুদাস বন্যোপাধ্যায় মহাশয়, সেকালের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ইহারা সাদা সিঁধা চালচলনে কি ভদ্রলোক মনে? তবে সাজা ভদ্রলোক হইতে হইলে সাদা উপায় অবলম্বন আবশ্যক হয় বটে।

বাহাই হউক, এইরূপে আমাদের সক্ষমের অভ্যাস নষ্ট হইতেছে। প্রত্যেক লোকের প্রত্যেক যুবকের প্রাণপণে এই কুঅভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের শিক্ষা এবং আইনের গুণে মুক্তি মিছরীর সমান দর, লক্ষ্যশক্তি এবং বুদ্ধকরাসের ছেলের সমান চালচলন পাড়াইয়াছে, তখন মিছে কেন সাজা

বাবু বা সাজা ভদ্রলোক হইবার জন্য অপব্যয় করা। হে ধীমান! অবস্থার বাহিরে চলিও না, সক্ষম কর, বড় হও, দেশের উপকার কর, সংঘনী নম্র বিনয়ী হও, স্ত্রী পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাব, বৃদ্ধ পিতা মাতার সুখ সচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা কর, সহস্র কঠ তোমাকে হাঁটুর উপর কাপড় পড়িলেও, ৭ টাকার জুতার পরিবর্তে চটা পায়ে দিলেও, চায়ের পরিবর্তে চাই খানা বাতাসা খাইয়া জল খাইলেও ভদ্রলোক, বড়লোক বলিবে। ত্যাগ স্বীকার শিক্ষা কর, পরার্থে জীবন উৎসর্গী কৃত কর, কেবল নিজের সুখ সচ্ছন্দ্যের মত্ত থাকিও না, তাহা হইলেই অগৎ বিখ্যাত ভদ্রলোক, ভুবনব্যাপী যশোলাভে সমর্থ হইবে, তদ্র সাজিতে হইবে কেন?

### বিশ্বাসের অভাবেই সব মাটি।

তুমি যে আমার ভাল করিবে, এ বিশ্বাস না জন্মিলে তোমার কার্যে আমার আস্থা হওয়া সক্ষম নহে। সে বিশ্বাস জন্মাইতে হইলেই তোমার সং আচার ব্যবহার, কার্য কলাপ দেখাইতে হইবে ত। কিন্তু কোন শিক্ষিত ব্যক্তি আমাদের সাধারণের প্রতিনিধি হইয়া যখন উচ্চ আসনে উপবেশন করেন, তখন বাহাদুরের তিনি প্রতিনিধি; তাহাদের লোকমতের প্রতি উপেক্ষা প্রশ্রয় করিয়া, তাহাদের সুখস্বার্থের কথা তুলিয়া গিয়া, নিজের স্বার্থ সাধনে উন্নত হইয়া পড়েন। এমন ঘটনা জেলা বোর্ড লোকাল বোর্ড, মিউনিসিপালিটি সভা, সন্নিগনী সকল স্থানেই প্রতি নিরন্তর দেখিয়া দেখিয়া সাধারণ লোকের এইরূপ একটা বিশ্বাস পাড়াইয়া বাইতেছে যে, এদেশের অনেকেই বাহারা শিক্ষিত বা বড়লোক বলিয়া পরিচিত বা বিখ্যাত, তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এখন শুদ্ধ অসম্ভব কেন, নিরাপত্তা নহে। সাধারণ লোক এবং দেশের গুরু মান্য বাহারা, তাহাদের

মধ্যে যে এইরূপ একটা গভী স্রুটি হইতেছে। ইহা উত্তর পক্ষেরই পক্ষে, সমগ্র দেশের পক্ষে নিশ্চরই মঙ্গল জনক নহে।

বাহারা শিক্ষিত, জ্ঞানবান, তাঁহারা অশিক্ষিত অসহায়গণের প্রতি সর্বদা মেহশীল, সহানু-ভূতিবান হইয়া তাহাদের মঙ্গলসাধন করতঃ তাহাদের জন্ম অধিকার করিবেন ত? কিন্তু পরিতাপ, এদেশের গণ্যমান্য লোকের নিকট দীন দরিদ্র অগ্রসর হইতে সাহস করে না, এই জন্য পরস্পর পরস্পরের উপর সহানুভূতি শূন্য। এইজন্য এদেশের সাধারণ লোকের স্বার্থ সাধন, কংগ্রেস প্রভৃতিতে বড় একটা আগ্রহ দেখা যায় না। দুর্বলকে নিগ্রহ করিয়া নিজের স্বার্থ সাধন করা অবশ্যই প্রকৃত Gentlemanly বা ভদ্রলোকের কাজ নয়। বামসার, বাণিজ্য, সাধারণ হিতকর কোন কার্যের জন্য হোমরা চোমরা বড় বড় বাবু যখন অগ্রসর হন, সাধারণ লোক তখন ছুরে দাড়াইয়া দেখে শুনে, কিন্তু কাছ দিয়া ঘেঁষে না, যেহেতু বিশ্বাস নাই এইজন্য এখন আর ইহাদের বক্তৃতা, ইহাদের আবাহন কাহারও জন্ম অধিকার করিতে সক্ষম হয় না। এইরূপ অবস্থা কেবল আধুনিক বড় বেশী স্বার্থ জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অবিস্মৃতিভারতের ফলে পাড়াইয়াছে। এ দেশের হিতসাধন করিতে হইলে, এদেশের সাধারণ লোককে উপেক্ষা করিলে চলিবে না। তাহা হইলে এদেশের কখন কোন হিতসাধন সম্ভব হইবে না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার গুণে আমরা এই লোকমত উপেক্ষা করিতে শিখিতেছি।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## পল্লীকথা।

—:—

অতিশয় গরম পড়িয়া গিয়াছে, পল্লীগ্রামে  
ভয়ানক জল কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। পুকুরের  
জল শুষ্ক হইয়া গিয়া যকসঙ্গ হইয়াছে।  
নিরীহ পল্লীবাসী গবর্ণমেন্টের নিকট আবেদন  
নিবেদন করিতে জানে না, ইহাদের মুখপানে  
তাকাইয়া জেলা ও লোকাল বোর্ডের এই  
দারুন নিদাঘের সময় মুক্তহস্ত হওয়া উচিত।  
জলকর, পথকর দেয়, তাহাদের ন্যায়তঃ পিণা-  
সার জল প্রার্থনা অসম্ভব দাবী নহে। শুষ্ক  
ওভারসিয়ারের রিপোর্টের উপর নির্ভর  
করিলেই দারীকের শেষ হয় না। আমরা  
বহুবার জেলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ড সমূহকে  
দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে, সামান্য ২।১০  
টাকা রাত্তা সেরাসত এবং অস্থায়ী কৃপ খন-  
নের অল্প দিলে পল্লীর উন্নতি সাধন হইবে না।  
এতোক গ্রামের অন্ততঃ ১টা জলাশয়ের সংস্কার  
করে একেবারে কিছু খানা ব্যয় করিয়া পল্লী  
বাসীগণের আর্জনাৎ কতকটা প্রশান্ত করিতে  
হইবে। কিন্তু এ প্রার্থনা শুনিবার কেহ নাই।  
সদাশয় ইংরাজ রাজত্বে জল কষ্টে প্রাণ ব্যয়,  
ইহা শ্রবণ যোগ্য নহে। কিন্তু অনেকস্থলে  
তাহাই হইতেছে।

আমাদের বধন এইরূপ অবস্থা, শুধন  
গ্রাম্য লোকের ও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে?  
বারবার চৌকিরাও আমরা শিলা করি না।  
পল্লী পুষ্করিণীর সংস্কার অল্প স্থানীয় লোকগণ  
নিজেয়াই পরিশ্রম করিয়া কিছু না করিলে  
উপায় নাই। একথা আমরা বহুবারই বলিয়াছি,  
যে মিজেদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজে  
দিসকেই করিয়া লইতে হইবে। এদেশের  
আবেদন মিবেদনে কোন কল হয় না। গ্রাম্য  
জন্ম ইত্যর সকলে দিলিয়া গ্রাম্য আবেদন উন্নতি

করে গ্রাম্য জলাশয়ের সংস্কার কার্যে লাগিয়া  
বাও, তাহাচার ক্রম এবং পানীর জলের সুবিধা  
হইবে। অনেক গ্রামে আদৌ জল নাই, তাহারা  
তিন চারি ক্রোশ দূর হইতে গাড়ীতে করিয়া  
এই দারুণ রোজের সময় অল্প স্থান হইতে জল  
লইয়া গিয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে।

বহুস্থলে জল কষ্টে সাংঘাতিক পীড়ার  
সংবাদেও অভাব নাই। গ্রাম্য জমিদার  
ও বড়লোক সকলে সহরবাসী, সহরের লোক  
বরক সম্বৎ পানে ইলেকট্রিক পাথার নিয়ে  
হুখে দিন কাটাওয়া থাকেন। এ মর্মেতদী  
পিপাসিতের কাতর চিৎকার তাহাদের দূর  
স্পর্শও করিতে পারে না। হতভাগ্য পল্লীবাসী-  
গণ নিয়বে প্রাণ বিসর্জন করে—অগ্নিতে  
জলাভাবে সর্বস্ব হারায়, দেশ সহায়ত্বিত শূন্য,  
মামলাবাজ, মোকদ্দমায় সর্বস্ব খোয়াইয়া  
জন্মের বশে পথের ভিকারী হইতেই অভ্যস্ত।  
সংস্কার্য করিবার লোক নাই, আর দেশে  
জলাশয় পুষ্করিণী দিবার লোক নাই, হিন্দুর  
হিন্দু লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই সকল সংস্কার্য  
লোপ পাইতেছে।

অজুহাত অভাব। কিন্তু ও হাত পুচা  
নর্দমায় জন্ম ত দিয়া মোকদ্দমা চালাইয়া  
আদালতের পর আদালত বাইতে পার,  
তাহার পর দাঁত খিচাইয়া ঋণজালে সন্তান  
সন্ততিকে জড়াইয়া মরিতে পার? অভাব ত  
আমরাই সৃষ্টি করি কিনা!

আমাদিগকে বাঁচিতে হইলে এরূপ অপ-  
ব্যয় উপসর্গ কমাওয়া পরস্পর পরস্পরকে  
মামিয়া চলিয়া বিবাদ বিসম্বাদ গ্রামেই মিমাংসা  
করিয়া লইতে হইবে এবং মিজেদের স্বয়ং  
বজ্রসত্তার বাহা কিছু মিজেয়াই করিয়া লইতে  
হইবে। যদি অপব্যয় কমাওয়া আমাদের  
বজ্রসত্তা করিয়া লইতে পারি, তবে অনর্থক

প্রাণের ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

হইলেও জলকর, পথকর, দিবাও আদায়ের  
কষ্ট অসম্ভব করিতে হইবে না। আমরা  
চৌকিদারী টাক্স দিয়া আদৌ চৌকিদার  
না থাকিলেও মিজেয়াই সারসারাত পাহারা  
দিয়াও কাতর হইব না। নিজের সম্পত্তি  
আমরা মিজেয়াই রক্ষা করিষ তাহাতে কতি  
কি? নাকে কীনা উঠিয়া বাইবে।

শেষে রাজার নয়, রাজ কর্মচারীর  
নহে। আমরা জানি না যে, কেমন করিয়া  
বাঁচিতে হয়। পল্লী গ্রামের বালক, লছমে  
আমিরা ক্রম করে, থিয়েটার সভা সমিতি,  
সাহিত্য সন্মিলন করে, কিন্তু পল্লীগ্রামে বাইরা  
তাহারা নিজের আত্মীয় স্বজনদের স্বয়ং হুশের  
কথাও আলোচনা করে কি? সে শিক্ষাই হয়  
নাই। বাঁচিতে না জানিলে বাঁচার কে?  
চিরকালে ঘুটে কুড়ানীর ছেলে সহরে আসিয়া  
বাবু হইয়া সে ঘরের কথা ভুলিয়া যায়, দেশে  
বাইতে চায় না। অভাব সৃষ্টি করিয়া লইলে  
অভাব হইবে না? সমস্ত সংপ্রভৃতি এই  
অভাবের জন্মই লোপ পায়।

আগেকার লোকের প্রভৃতি ছিল, তাঁহারা  
হারী সংস্কার্য ব্যাধি নাম রাখিয়া বাইতেন।  
জলাশয় খনন, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, দীন হুখীর অল্প  
অতিথিশালা প্রভৃতি করিতেন। বহুকাল তাঁহা  
দের পুণ্যময় কার্যের অল্প আমরা জলকষ্ট,  
অন্নকষ্ট অসম্ভব করিতে পারি নাই। তাঁহারা  
রাজদ্বারে কানুনি গাইতে বাইতেন না, স্বতঃ  
প্রবৃত্ত হইয়া নিজের উপার্জিত অর্থে এই  
সকল পরহিতকর কার্য নিঃশঙ্কে সমাধান  
করিয়া অনন্ত কীর্তি রাখিয়া বাইতে চাহি-  
তেন। আর আজ আমরা স্বার্থে অনায়াসবান,  
উদ্ধত চা, চুর্কট, বিলাস প্রভো নিমজ্জিত হইয়া  
নিজের গ্রামাচ্ছাদনের সংস্থানে অক্ষম হইয়া  
অগভীর চিরস্থায়ী জাতি হইয়া কুকুরের ন্যায়

জীবন প্রতিবাহিত করিতেছি, দেশ গ্রাম, সমীর, জলন এই ব্যর্থপর জ্বরে এক বৃহত্তর অঙ্গ স্থানও পার না। যেইজন্য আমাদের আসন্ন অতাব।

বে দুইটি বিশিষ্ট কারণে আমাদের এই অতাব, সেকালের লোকের তাহা ছিল না সেকালে ধর্ম তর ছিল, চক্রে স্বর্গ সাক্ষ্য করিয়া লোকে কেনা কেনা করিত, কখন বিচারালয়ে ফাইত না। ইহাওয়ার অল্প আরও তাহাদের অভাব হইত না, বহু অর্থ বাচিয়া যাইত। একটু জটিল বিষয় হইলে গ্রামের পাঁচজন কজলোকে সম্বাদ করিয়া মীমাংসা করিয়া দিত। আমরা এখন সে ধর্মতরে ভীত নহি, আমাদের সেই পাণে হতভাগ্য জাতি হইয়া য় ব কর্মকল ভোগ করিয়া পিপাসার জীবন বিসর্জন করিতেছি। ইহাই আমাদের নিয়তি, ইহাই আমাদের কর্মকল।

তাহার উপর আমরা অলস, অকর্মণ্য পর-স্থাপেক্ষি জাতি, নাকে কানিয়া মরির, তবু নিজের বাচিয়ার কিছু করিব না। শত শত গ্রামবাগী পূর্ব পুরুষগণের প্রদত্ত জলাশয়কে সংস্কার না করিয়া ডাঙ্গার পরিনত করিয়া কৃষি এবং পানীর জলের সংস্থান নষ্ট করিয়াছি, তথাপি এক কোদাল মাটি কাড়িয়া তাহার সংস্কার করিনাই। এপাণের ত একটা কল আছে? এই জলাভাবে মুতুই তাহার পরি-বাস। ইহার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, নিজেরা নিজেদের উপায় করা। ও কাঁদিয়া কিছু হইবে না।

## ওয়ারালটোরার যাত্রীর পত্র।

ভিজাগাপাটায়।

—১০১—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইহা একটা সমুদ্রতীরবর্তী নগর। উল্কিন নোজের পাদদেশে হইতে বরাবর ওয়ারালটোরার পর্যন্ত যে সমস্ত ভূখণ্ড আছে, তাহাই ভিজাগাপাটায় নামে আখ্য প্রাপ্ত হইয়াছে। এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ০৫,০০০, তন্মধ্যে প্রায় সমস্তই মাদ্রাজী; উহাদের মধ্যে তিন প্রকার শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়; হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান। এখানে প্রধানতঃ তেলিও তাহা প্রচলিত। এই উল্কিন নোজের নিকট আরও একটা পাহাড় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার সর্বোচ্চ শিখরে একটা সাহেবদের গির্জা আছে, উহার কিছু দূরে একটা মুসলমানদের মসজিদ আছে; তাহার কিছু নিয়ত্যাগে একটা শিবমন্দিরও দৃষ্ট হয়। জনরব যে, এই মন্দির নাকি মহা-রাষ্ট্র নরপতি বালাজি বিখনাথ রাওরের প্রতি-ষ্ঠিত। এখানে রোমেন্ কেশলিক্দের একটা খুব বড় মূল আছে, তাহাতে বিস্তর সাহেবদের বালকগণ অধ্যয়ন করে। ইহাতে অনেক পাত্রী সাহেবও বাস করেন। এখানে সমুদ্র তীরে একটা অবজারভেটরী অর্থাৎ দিক নিরূপন বহু, একটা ক্র্যাগ টাপ্ অর্থাৎ নিশান তত্ত আছে, তাহা ছাড়া মিউনিসিপ্যাল অফিস, জেলা কোর্ট, দেওয়ানী আদালত ও একটা বৃহৎ হাঁসপাতাল আছে। আরও এই সমুদ্র তীরে কতকগুলি গভর্ণমেন্টের গভমাত্র উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর বাটি আছে। সহরের তিতরে ভিজাগাপাটায়ের রাস্তার বাটি, পুলিশ, অফিস, কলেজটরেন্ট অফিস ও একটা গভর্ণ মেন্ট ট্রেনিং স্কুল আছে। এখানে কি উপায়ে

বালকগণ চাব বাসের উন্নতি করিতে পারে, তাহাই বিবরণে লিখা দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া এখানে আরও ২৩টা বিভাগের আছে। এখানে কলিকাতার ভার মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও বড় বাজার আছে। ঐ সকল বাজারে সমস্ত প্রকার দ্রব্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। ওয়ারালটোরারে কোন বাজার বা দোকান প্রভৃতি নাই। তথাকার সমস্ত লোককেই এখানে বাজার করিতে আসিতে হয়। উপ-দোকান বাজার ব্যতীত এখানে আরও তিনটা ছোট ছোট বাজার আছে। তন্মধ্যে ছত্রমের নিকটে যে বাজারটি আছে, তাহাতে সপ্তাহে দুইদিন সোমবার এবং শুক্রবার হাট বসে, অর্থাৎ অনেক দূর অঞ্চল হইতে সমস্ত প্রকার দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে এখানে আমদানী হয়। এখানে উৎকৃষ্ট গরু ঘুত ১৫ পের, মহিষের ঘুত ১০ হইতে ১১ পাওয়া যায়। দুগ্ধ (উৎকৃষ্ট) ১০ পরদা সের। এখানকার ওজন কলিকাতা অপেক্ষা ১৫ তোলা অধিক বাজারের অভ্যন্তর তরি তরকারি ও শাক শসী পর্যাপ্ত পরিমাণে কলিকাতা অপেক্ষা সিকি মূল্যে বিক্রয় হয়। কিন্তু আলু ১০ আনা সেরের নিম্নে পাওয়া যায় না। ভাল চাউল, উৎকৃষ্ট অড়-হর কিসা মুগের ডাউল, সরিষার তৈল প্রভৃতি মোটেই পাওয়া যায় না। বাজারীর উপযোগী উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্যাদি এখানে বড় একটা পাওয়া যায় না। এখানে হালুয়ার ভার এক প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহা একদিন আমরা খাইরাছিলাম, উহা দেখিতে আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট হালুয়ার ভার, কিন্তু খাইয়া দেখিলাম, উহাতে চিনির পরিবর্তে লবণ দেওয়া হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে লকার টুকরা লক্ষিত হইতেছে। আমরা ত খাইয়া অবাক! রাতার দুই পার্কে নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রীর দোকান সর্বদাই শোভা পাইতেছে। এই সহরের তিতর দিরা যাইতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

হইল। বহু পুরাতন মন্দির আমাদের নয়ন-পথে পতিত হইয়াছিল, উহা দেখিলেই বোধ হয় যে, শতাব্দিক বর্ষ পূর্বে ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। এখানকার বাটগুলি অধিকাংশই একতলা এবং তাহার ছাদ খোলার দ্বারা প্রস্তুত কিন্তু উহা আমাদের দেশের খোলার বরের তায় নহে। খুব মজবুত এবং দেখিতেও সুন্দর। প্রথমে ২৪ ভবক খোলা সাঝাইয়া তারার মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট ইষ্টকের প্রাচীর দিয়া এমনি সুরক্ষিত ভাবে প্রস্তুত যে, উহা ১০০ শত বর্ষ মধ্যে মেরামত না করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না এবং আমাদের দেশের কোটা বাড়ি অপেক্ষা অধিক দিন স্থায়ী এবং দেখিতেও বেশ সুন্দর। এখানে ২৪টা উকীল এবং ব্যারিষ্টারের দোতলা বাড়ি দেখিলাম, এগুলি দেখিতে অনেকাংশেই কলিকাতার তায়, কিন্তু উহার জানালা ও দরজাগুলি বড়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হইল। তাহা ছাড়া সম্প্রতি এখানে ৩৪ খানি দ্বিতল এবং ত্রিতল নূতন বাড়ি প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম, তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের, উহার ছাদ বারান্দা জানালা কপাট প্রভৃতি সমস্তই কলিকাতার তায় লক্ষিত হইল।

এখানে আর একটি নূতন প্রথা প্রচলিত দেখিলাম। প্রত্যেক গৃহস্থ প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহার বাটির দরজার ঠিক সম্মুখে বাড়ি দিয়া নানারূপ চিত্র বিচিত্র আঁকিয়া থাকে। হিন্দু মুসলমান সকলেই এই মতের পক্ষপাতী। এমন কি, দোকানদারেরা পর্যন্ত এই মতাবলম্বী দেখা গেল।

এখানে বিবাহের একটি নূতন প্রথা দেখিলাম। বিবাহের ৮ দিন পূর্বে কনের বাড়ির স্ত্রীলোকগণ প্রত্যহ নৃত্য গীত বাজ করিতে করিতে তাহার আত্মীয় স্বজনের বাড়ি বাইবে এবং তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া

হইয়া আসিয়া ভোজনাদি করাইয়া তৃপ্ত করিবে। বিবাহের দিন বর কনের বাড়ি বিবাহ করিতে বাইবে না, কতাকে সেইরূপ গীত বাজ করিতে করিতে বরের বাড়ি আসিতে হয় এবং সেট খানেই বিবাহাদি কার্য সম্পন্ন হইয়া যায়। এখানে সম্ভব স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা দেয় না; কিন্তু বিধবারা অর্থাৎ বাহাদের স্বামী মরিয়া গিয়াছে, তাহারা ঘোমটা না দিলে সমাজচ্যুত হয়।

এখানে লোক মরিয়া গেলে রোদনের কোলাহল উঠে না; বরঞ্চ মৃতের আত্মীয় স্বজন মহা আনন্দ সহকারে একখানি বাঁশের খাট প্রস্তুত করে এবং তাহা নানাবিধ পুষ্প এবং বুদ্ধ পত্রদ্বারা সজ্জিত করিয়া তাহার চারি কোনে পূর্ণ কুন্ত স্থাপন ও কদলী বৃক্ষ বন্ধন করিয়া মৃত দেহটিকে নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া লগাটে চন্দন চর্চিত এবং নাসিকার তিলক কাটিয়া রাশি রাশি পুষ্পমালা বিভূষিত করিয়া সেই খাটের উপর শয়ন করাইয়া দেয় এবং চারিজন লোক উহা বহু করিয়া নানাবিধ বাজ তাণ্ড সমভিষ্যাহারে প্রায় ৫০ জন লোক নৃত্য গীত করিতে করিতে মহা সমারোহে অশ্রুপান ক্ষেত্রে যাত্রা করে। এখানে মৃত্যু হইলে কোন প্রকার শোক চিহ্ন দেখা যায় না, ইহারা বলে যে, মাহুয় দেখান হইতে আসিয়াছিল, অন্য সেইখানে চলিয়া গেল, তাহার জন্ত আবার দুঃখ কিসের? বাহা হউক, এ প্রথাটা মন্দ নয়।

আমরা এক সপ্তাহ হইল, এখানে আসিয়াছি এবং এখানকার সমস্ত চাল চলন দেখিয়া অবাক হইয়া রহিয়াছি। বাহা হউক, কল্য ভোরে আমরা ডলফিন নোঙ বেড়াইতে বাইব স্থির করিলাম।

## ডলফিন নোঙ।

পরদিন সন্ধ্যাকালে আমরা গায়েখান করিয়া বরাবর বাসা হইতে বাজারের পার্শ্ব দিয়া সমুদ্র উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখনও পশ্চিম গগনে চাঁদ হাসিতেছিল, তখনও নক্ষত্ররাজি আকাশের কোলে ঘন অর্ধ নিম্নলিত নরনে চাহিয়াছিল, চারিদিক একেবারে নিস্তব্ধ, কোন লাড়া শব্দ নাই। ক্রমশঃ সাগর কন্টোল আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে লাগিল, আর কচিং হই একটা পক্ষী তাহার কুলার হইতে বহির্গত হইল। আমাদের নতকের উপর দিয়া উড়িয়া বাইতেছিল। ঠিক এই সময় আমরা জলের নিকট আসিয়া নাবিককে আমাদের পার হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলাম। নাবিক তখন নিত্রা বাইতেছিল, আমাদেরকে দেখিয়া তাহারে তাহার কি বলিল, আমরা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু তাহার গলায় বরই আমাদেরকে বেশ বুঝাইয়া দিল যে, সে বড়ই বিরক্ত হইয়াছে এবং এখন বাইতে রাজী নয়। আমরা অগত্যা কি করি, এই সাগরকূলেই একটু বেড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে এই স্থানে কয়েকজন পুলিশকে দেখিতে পাইলাম, ইহারা এদেশীয় ধিবর জাতি, প্রাতঃকালে সমুদ্রে মৎস্ত ধরিতে বাইবে তাহারই বন্দোবস্ত করিতেছে। এই বার বেশ আলো দেখা দিয়াছে এবং আবার আমরা সেই নাবিকের নিকট বাইয়া একেবারে তাহার নৌকার উত্তীর্ণা বসিলাম। নাবিক তখন দেখিল যে, কাবুরা “নাছোড়বান্দা” অগত্যা নাবিক আর কিছু না বলিয়া তাহার দাঁড় করিয়া বসিল। পাঁচ মিনিট মধ্যেই আমাদেরকে সেই পাহাড়ের তলদেশে নামাইয়া দিল। আমরা দেখি তাহার কেবল বড় বড় প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, আর তাহারই পার্শ্ব

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।



দিয়া পাহাড় জম্বল উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপ উঠিতে উঠিতে কতগুলি সিঁড়ির মত দেখিতে পাইলাম। আমরা সেই সিঁড়ি দিয়া বরাবর উপরে উঠিতে লাগিলাম। চারিদিকে কেবল জঙ্গলও কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ সকল মধ্যে মধ্যে রাজ বিছ করিতে লাগিল। আর অর্ধ মাইল উপরে উঠিয়া আমরা একটা মন্দির দেখিতে পাইলাম, প্রথমে ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস হইল না, একটু ইতস্ততঃ করিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তথায় বেশ একটা শিবলিঙ্গ স্বর্ভদ্রান রহিয়াছে, কিন্তু সেখানে জন মানবের সমাগম নাই। বাহা হউক, আমরা মহাশয়কে প্রণাম করিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম। এই-বারে আমরা একেবারে উপরে উঠিয়াছি এবং চারিদিকে বিস্তর তাল এবং নারিকেল বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইতেছি। উপর হইতে সমুদ্রের দৃশ্য বড়ই সমলীয়। সাগররাজ যেন সমস্ত রাজ্যি কঠিন পরিশ্রম করিয়া একখানি কিরোজা মংয়ের অঙ্গরাখা গারে দিয়া একটু শ্রম করিয়া তাহার প্রম অপনোদন করিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে এক একবার আকাশের দিকে চাহিতেছেন। এদিকে সমুদ্রের সূর্য কোণ হইতে দিনমণি রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া ক্রমশঃ মাথা তুলিতেছেন, ঠিক যেন সীমরঞ্জল হইতে একখানি প্রকাণ্ড লোহিত ধর্মের খাল জল হইতে উপরে উঠিতেছে। ঐক্যবিক কি অপূর্ণ দৃশ্য, কি অপূর্ণ শোভা, কি অঙ্গৌকিক ব্যাপার। আমরা এই জঙ্গলনীর শোভা নির্গম্বে লোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, আর সেই পরম পিতা পর-বেদ্যকে কোটা কোটা ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম। আমরা এইবার পাহাড়ের উপরি-ভাগে বেড়াইতে লাগিলাম এবং তাহার কেন্দ্র-বিন্দু উপনীত হইয়া দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড পৌহদও প্রোথিত রহিয়াছে। তনা গেল, ইহার মাঝি মহারাষ্ট্র নরপতিদিগের কীর্তি।

এই পাহাড়টি আর তিন মাইল লম্বা এবং এক মাইল প্রস্থ। উপরে উঠিতেও এক মাইল পথ। ইহার তিন দিকে জল। কেবল পশ্চাৎ দিকে নারিবার একটা রাস্তা আছে। তনা গেল এই পাহাড়ের মধ্যে মধ্যে ভল্লুক ও বস্ত্র বরাহ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ছাড়া সর্পভয়ও নিভান্ত অল্প নহে।

আমরা কিরদুর অগ্রসর হইয়াছি মাত্র, এমন সময় দেখিলাম, একটা ভল্লুক মধ্যে একটা প্রকাণ্ড সর্প মুখ বাড়াইয়া রহিয়াছে। উহা আর ৪ ইঞ্চি মোটা, আর লম্বা যে কত তাহা অনুমান করিতে পারা গেল না। কারণ সর্প হইতে ২০ হাত মাত্র বাহিরে ছিল। আমাদের পদ শব্দ পাইয়া সর্পটা ধীরে ধীরে গুহা মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা বরাবর আর ৩ মাইল চলিয়া আসিয়াছি, এবার আমরা সেই সিঁড়ি দিয়া না নামিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চড়াই ও তরাই করিতে করিতে একেবারে নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বলা বাহুল্য, তখন পাহাড়ের উপর তপন দেবের কিরণ বেশ দেখা দিয়াছিল; কিন্তু সে কিরণ এখনও এখানে পৌছায় নাই। আমরা নিম্নে আসিয়া বেশ একটা সুন্দর বাগান দেখিতে পাইলাম। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যস্থলে একটা সুন্দর পুষ্করিণী। তাহার চতুর্দিকে কেবল তাল, নারিকেল এবং কদলী বৃক্ষে পরিপূর্ণ। আর মধ্যে মধ্যে খেত, পাত, মীল, লোহিত প্রভৃতি নানা রঙের পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া এক একটা কুঞ্জ-বনের সৃষ্টি করিয়াছে। সরোবরের জলে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, হংসগণ জল-কেন্দ্রী করিতেছে। এতদুপ আরও মসোহর, আরও সুন্দর, আরও নয়নরঞ্জক, আরও হৃদয়-গ্রাহী। পাঠক মহাশয়, বড়ই কোতের বিবর, আমি বলি কবি হইতাম, তাহা হইলে আল

এই সমুদ্রের প্রকৃত বর্ণনা করিয়া আপনাদের মনোরঞ্জন করিতাম, আর আমিও কুড়াই হইতাম। কিন্তু চুড়াগাবনভা তাহা হইল না। বাহা হউক, পণ্ডিতেরা অনেক স্থলে বসিয়া গিয়াছেন “মধু মতাবে শুভঃ সত্যং” অর্থাৎ মধু না পাইলে অনেক সময় শুভ দিয়া কার্য সাধিতে হয়; কি করিব, আপ-নাচকও সেই মতাবলম্বী হইতে হইবে। আমরা সেই সন্ধ্যাবে নামিলাম এবং কিঞ্চিৎ জলপান করিলাম। জলটা যেমন শীতল তেমনি সুমিষ্ট। কি আশ্চর্য্য! ইহার পার্শ্বেই সমুদ্রের জল একেবারে লগ্নাক্ত, সুখ দিবাস ধৌ নাই, আর ইহার জল এত সুমিষ্ট! আমরা একটু জল বাইরা সিঁড়ি হইয়া এই সরোবরের তটী কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিলাম, অতঃপর বেলা হইয়াছে, দেখিয়া ঘাটের নিকট আসিয়া পার হইয়া বাসায় কিরিয়া আসি-লাম।

এখানে এই করদিন অবস্থান করিয়া এখানকার কয়েকটা মাত্র তেলিগু কথা শিক্ষা করিয়াছি, তাহাই পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থে এস্থলে প্রকাশ করিলাম :—

বাক্য।	তেলিগু।
হৃৎ ...	পালু।
দধি ...	পেরিগু।
স্বত ...	মেইয়া।
রুডা ...	এরাটি পাণ্ডু।
লবণ ...	অণু।
জল ...	নীলু।
আলু ...	বাক্যনী হুপ্পা।
এক পরসা...	কানি।
হুই পরসা...	ডাকু।
তিন পরসা...	কানি মুড়ী।
হুই আনা...	এস্তামুলু।
তিন আনা...	মুড়া আনা।
গাড়ি ...	ব্যাতি।
দাঁড়াও ...	উণ্ডু।
ইহার মূল্য কত ...	এতাদু।

পুরাতন “কাঁজের লোকের” সূচীপত্রের দ্রষ্টব্য ১০ ‘আনা’ ডাকমাণ্ডল পাঠান।



## স্বায়ত্তশাসন।

দেড় শতাধিক বৎসর হইল, ইংরেজ হস্তে ভারতবর্ষের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে। এই দীর্ঘকালে ভারতবর্ষের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে আর যুদ্ধবিগ্রহ নাই, সুতরাং লোকের অন্তর্ভুক্তি জাগ্রত হইতেছে। ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাস লোকের প্রাণে নূতন আশা ও নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়াছে। একই গবর্ণমেন্টের অধীনে বাস করাতে জনসাধারণের মনে একই লক্ষ্য জাগিয়া উঠিতেছে, সর্বত্র বাতারাভের সুবিধা হওয়াতে সকলকে আপনার বলিয়া মনে হইতেছে। ইংরেজ শাসনের ফলে সর্বত্র স্বাধীনতা স্পৃহা বর্ধিত হইতেছে। শিক্ষিত ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন না পাইলে আর তৃপ্ত থাকিতে পারিতেছেন না। প্রত্যেক দেশ আপনার লোকের দ্বারা শাসিত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী সার হেনরী ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান বলিয়াছেন, “গবর্ণমেন্ট যত ভাল হউক না কেন, স্বায়ত্তশাসনের তুল্য কিছুই নয়।” ঠিক কথা ইংরেজ শাসনের দ্বারা এদেশের অনেক উপকার হইয়াছে, কিন্তু স্বায়ত্তশাসন লাভ হইলে এদেশের আরও ভাল হইবে।

বাজলা গবর্ণমেন্টের সদস্য মিঃ পি, সি, ল্যারন বলিয়াছেন, “আমরা জানি, প্রত্যেক দেশের লোকের স্বদেশ শাসন করিবার অনপনের অধিকার আছে। ইংরেজেরা তাঁহাদের ক্ষম হইতেই ইহা শিক্ষা করেন এবং উপলব্ধি করেন। ইহাই তাঁহাদের রাজনীতি, স্বরণ্য-

তীত কাল হইতে তাঁহারা এই রাজনীতিই পালন করিতেছেন।”

সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ জাতীয় মহাসমিতির অভিভাবে কোন ইংরেজের নিয়ন্ত্রিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। “প্রত্যেক ইংরেজের দৃঢ়মত এই, যদি স্বর্গীয় দূত আসিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন, তবে তিনি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাঁহার হস্তে কখনও সমর্পণ করিবেন না। যদি এই ক্ষমতা তিনি পরিহার করেন, তবে তিনি আর ইংরেজ নামের খোঁয়া থাকিবেন না, তবে তিনি ইংলণ্ডের ক্ষেত্র ও বৃক্ষের দিকে আর সাহস করিয়া তাকাইতে পারিবেন না। আইনের মূল্য বেশী কিছু নয়। সকল যুগেই এমন স্বেচ্ছাচারী অথচ দয়ালু রাজা ও বিজ্ঞ ব্যবস্থাপ্রণেতৃগণ ছিলেন, যাহারা প্রজার বৈভব, এমন কি মৃত্যু ও সন্তোষ বৃদ্ধি করিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা প্রজার অন্তর্নিহিত নৈতিক ও মানসিক শক্তি উদ্দীপিত, চরিত্র সুদৃঢ় ও বুদ্ধি প্রসারিত হয় নাই। আত্মোন্নতি, আত্মপ্রতীতি ও আত্মোদ্ধারের লেশমাত্র কণি উত্তেজনায় জাতীয় ভবিষ্যৎ উন্নতির, যে আশা নিহিত আছে, এরিষ্টোটেলের মনঃকমিত কোন ব্যবস্থাপ্রণে তাহা নাই।” আমেরিকার যুক্তরাজ্যের রাষ্ট্রপতি লিঙ্কলন বলিয়াছিলেন, “লোকের দ্বারা লোক হিতার্থ লোক শাসন” তাহাই প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন। সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন, “তরুণ স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত হওয়াই ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা।”

আমাদের আত্মসম্মানবোধ জাগিয়াছে। স্বায়ত্তশাসন লাভ না করাতে ভারতবাসী প্রতিপদে আত্মসম্মানে আঘাত অস্বত্ব করিতেছে। তাই জাতীয় মহাসমিতি স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য দৃঢ়স্বরূপ করিয়াছেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত দেশসমূহে তরুণ শাসন প্রণালী প্রচলিত

তরুণ শাসন প্রণালী প্রাপ্ত হওয়া এবং ঐ সকল দেশের সহিত সমান ভাবে সাম্রাজ্যের সকল প্রকার ক্ষমতা ও দায়ের অংশী হওয়া জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য। বর্তমান শাসন প্রণালীর অবিচলিত সংস্কার সাধন, জাতীয় একতা সংবর্দ্ধন ও সাধারণ হিতসাধন স্মৃতি উদ্দীপন এবং দেশের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক ও কৃষি-শিল্প সম্বন্ধীয় সংস্থানের প্রসার দ্বারা বৈধ উপায়ে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে হইবে।

বিগত ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ সভাপতির পদে বৃত্ত হইয়াছিলেন। সেই অধিবেশনে এই প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আরও অধিকতর ও বাস্তবিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। শাসন কাৰ্যের উপর ভারতবাসীর কর্তৃত্ব লাভের জন্য শাসন প্রণালী সংস্কৃত ও উদার করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতি এই নিদর্শন করিয়াছেন যে,

(১) ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করা কর্তব্য এবং আর ব্যর সম্বন্ধে তাহাদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত।

(২) ব্যবস্থাপক সভার সভ্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া উহাকে প্রকৃতপক্ষে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় করা ও শাসন-কর্তাদের উপর উহার প্রকৃত কর্তৃত্ব দেওয়া উচিত।

(৩) গবর্ণমেন্টের বর্তমান কাৰ্য্য নিরীক্ষক একজিকিউটিভ কাউন্সিল সমূহ পুনর্গঠন করা ও যে প্রদেশে ঐরূপ কাউন্সিল নাই, তথায় উহা গঠন করা বিধেয়।

(৪) ভারত-সচিবের কাউন্সিল উঠাইয়া দেওয়া বা সংস্কৃত করা উচিত।

স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য মূল্য আর লাইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

(৫) যে সকল প্রদেশে ব্যবস্থাপক সভা নাই, ওখান উহার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যিক।

(৬) ভারত-সচিব ও ভারত গবর্ণমেন্টের সম্পূর্ণ বিধিক প্রেরণ স্বীকার করা উচিত।

(৭) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রসারতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

জাতীয় মহাসমিতি শাসন সংস্থার সম্বন্ধে উপরি উক্ত বিধি সকল জনসাধারণকে বুঝাইবার এবং কি প্রকার শাসন সংস্থার করা উচিত তাহা নির্ধারণ কবিবার ভার ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির উপর অর্পণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় লোকের বাস। অধিকাংশ হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা বেশী। হিন্দু ও মুসলমান এক প্রাণ হইয়া শাসন প্রণালী নির্ধারণ না করিলে, তৎপ্রতি কেহ কর্পণাত করিবে না। তাই মহাসমিতি মসলেন লীগের সহিত পরামর্শ করিয়া নূতন শাসন প্রণালী নির্ধারণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

বহুকালের পর ভারতবাসীর নিজে জড়িতহে। ভারতবাসী আপনাকে চিনিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের শক্তি সামর্থ্য তথাকথিত বুদ্ধিতে পারিতেছে। সুতরাং তাহারা স্বদেশ শাসনের অধিকার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইরাছেন।

ভারতবাসী আর কালবিলম্ব না করিয়া স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনাধিকার পাইতে চান। তাহারা এই চান যে

(১) জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপালিটির সমস্ত সভ্য কর-মাক্ষণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে। গবর্ণমেন্ট কর্তৃক সভা মনোনয়ন প্রথা সম্পূর্ণরূপে রহিত না করিলে ভারতবাসী সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। যদি গবর্ণমেন্ট এই আশা পূর্ণ না করেন, তবে হই একজনের বেশী সভ্য

মনোনয়ন করিতে পারিবেন না, এইরূপ নিয়ম করা উচিত।

(২) জেলাবোর্ড প্রভৃতির সভাপতি সভ্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন; গবর্ণমেন্টের হস্তে সভাপতি নির্বাচনের ক্ষমতা থাকা উচিত নয়।

(৩) জেলাবোর্ড প্রভৃতির কার্যের উপর গবর্ণমেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করা কর্তব্য। উহাদিগকে যতদূর সম্ভব স্বাধীনভাবে কার্য করিতে দিতে হইবে।

(৪) সমস্ত দেশে গ্রাম্য সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। উহার সভ্যনির্বাচন অধিকার গ্রামবাসীদেরই থাকিবে। গবর্ণমেন্ট সভ্য নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। গ্রামের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ভার সমিতির হস্তে অর্পণ করিয়া কার্য সুনির্বাহের জন্ত যথেষ্ট অর্থপ্রদান করিতে হইবে।

(৫) বঙ্গের সমস্ত জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির কার্য সুশৃঙ্খল করিবার জন্ত এক গবর্ণমেন্ট বোর্ড থাকিবে। তাহার অধিকাংশ সভ্য বে-সরকারী হইবেন।

(৬) দেশের শ্রেষ্ঠ লোক সমূহ জেলাবোর্ড সমূহের সভ্য হইতে চেষ্টা করিবেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কার্য ধর্ম কৰ্ম মনে করিয়া সম্পাদন করিবেন।

বাকালী গবর্ণমেন্ট বে-সরকারী লোকদিগকে মিউনিসিপালিটির সভাপতি পদে নিয়োগ করার অস্বল্প মত প্রকাশ করিয়াছেন; যে সকল মিউনিসিপালিটির সভ্য এক্ষণে গবর্ণমেন্ট কর্তৃক মনোনীত হন, সেই সকল মিউনিসিপালিটিতে নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন করার সম্বন্ধে মত জানিতে চাহিয়াছেন। বাকালী গবর্ণমেন্টকে এইজন্য আমরা ধন্যবাদ দিতেছি। আমাদের অনুরোধ এই মিউনিসিপাল কার্য যেমন প্রদেশের লোকের হস্তে সমর্পণ করার প্রস্তাব হইয়াছে, জেলাবোর্ডের

কার্যভারও এইরূপ স্থানীয় লোকের হস্তে প্রত্যর্জন করিতে হইবে।

মাদ্রাসে অতি অমূল্য কথা বলিয়াছেন:—“স্বাধীন সভা সমিতি সমূহই মানুষকে স্বায়ত্তশাসনের যোগ্য করে। যদি মানুষকে স্বাধীনভাবে সভা সমিতি করিতে না দেও, তবে স্বায়ত্তশাসন শিক্ষার যে প্রধান বিঘ্ন, তাহাই কাড়িয়া গুওরা হইবে।”

আমরা তাই বলিতেছি, জেলাবোর্ড, মিউনিসিপালিটি ও গ্রাম্য সমিতিতে জনসাধারণকে যদি স্বাধীনভাবে কার্য করিতে না দেওয়া হয়, তবে ভারতবাসী আর কোথায় আপনাদের স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে? অতএব আর কাল-বিলম্ব না করিয়া আমাদেরকে জেলাবোর্ড প্রভৃতি কার্য স্বাধীনভাবে পরিচালনা করিতে দিতে হইবে।

আমরা জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির কার্যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারিব না। আমরা বাকালী, মাদ্রাজ, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করিতে চাই, অর্থাৎ রাজপুরুষ দ্বারা নয় কিন্তু জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা প্রদেশসমূহ শাসিত হউক, ইহাই দেখিতে চাই।

স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে কিন্তু আর ব্যয়ের উপর যদি কর্তৃত্ব না থাকে, তবে সে স্বায়ত্তশাসন বৃথা। গার জেমস ওয়েটল্যান্ড এক সময়ে ভারতগবর্ণমেন্টের রাজবন্দী ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, “ভারতের রাজবন্দী মালীক ইচ্ছেন, ভারত গবর্ণমেন্ট।” আমরা বলি, ভারতের রাজবন্দী প্রভৃতি মালীক ভারতবাসী; ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য তাহা ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট গৃহীত করিয়াছে। এবং, সেই সময় মিউনিসিপাল কার্য ভারত গবর্ণমেন্টের হস্তে প্রত্যর্জন হইয়াছে। স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক গবর্ণমেন্টের জন্ম

পুরাতন “কালের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ টাকা কর্তৃত্ব পাইয়া

প্রদান করা কর্তব্য। ভারত গবর্ণমেন্ট রেল-ওয়ে, পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ, অফিস, লবণ, আয়দানি রপ্তানি উদ্দেশ্যে আর ভারী মিঞ্জের কার্য নিরীক্ষা করুন, প্রাদেশিক রাজস্ব প্রদেপের উন্নতি কল্পে ব্যয়িত হউক। যদি ভারত গবর্ণমেন্টের অর্থাতাব হয়, তবে প্রদেশ সমূহ সে অভাব মোচনের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে পারিবেন।

আমরা ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্য সংখ্যা বেশী করিতে চাই। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সভ্য সংখ্যা সরকারী সভ্য সংখ্যা অপেক্ষা বেশী বটে কিন্তু বেসরকারী কতকগুলি সভ্য জন সাধারণের প্রতিনিধি নহে, তাঁহারা কার্যতঃ গবর্ণমেন্টেরই অঙ্গগত। আমরা এই চাই যে, ব্যবস্থাপক সভায় জন সাধারণের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী করা হউক।

আমরা চাই, ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইবে, তাহা গবর্ণমেন্ট কার্যে পরিণত করিতে বাধ্য হইবেন।

বর্তমান সময়ে প্রাদেশিক ও ভারতগবর্ণমেন্টের কার্য নিরীক্ষক কাউন্সিলে এক এক জন ভারতবাসীকে নিযুক্ত করা হয়। ইহাতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি কিন্তু তৃপ্ত হইতে পারি নাই। আমরা কার্য নিরীক্ষক কাউন্সিলের অন্যান্য অঙ্গাংশ মেম্বারের পক্ষে আশা দেয় দেশীয় লোককে নিযুক্ত করিতে চাই।

কার্য নিরীক্ষক কাউন্সিলের দেশীয় মেম্বারদের নিয়োগের ভার আমরা গবর্ণমেন্টের উপর রাখিতে চাই না, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার প্রজাপ্রতিনিধি বেসরকারী সভ্যগণ বাহাদুরকে নিরীক্ষক করিবেন, তাঁহারা ইহা মেম্বার হইবেন, এইরূপ নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইবে। প্রাদেশিক গবর্ণমেন্ট সমূহকে নান্দা বিষয়ে বাধীন না করিলে স্বায়ত্তশাসন যেমন সম্ভব হইতে পারিবে না, সেই-

রূপ ভারত গবর্ণমেন্টকে ভারত সচিবের কাউন্সিলের দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে ভারতগবর্ণমেন্ট জনসাধারণের মতামতসারে কার্য নিরীক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উপনিবেশ সমূহ শাসনের জন্য ইংলণ্ডে কোন কাউন্সিলের প্রয়োজন হয় নাই, উপনিবেশ মন্ত্রী সমূহ কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, ভারত গবর্ণমেন্টের উপর কর্তৃত্ব করিবার জন্য ভারত সচিব ও তাঁহার সমস্তদেরও কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে এক জনের স্থলে দশকর্তা হইয়াছেন এবং প্রত্যেক কর্তার জন্য বৎসরে বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিতে হইতেছে। ভারত সচিবকে বৎসরে ৭৫ হাজার টাকা বেতন স্বরূপ প্রদান করি, কিন্তু তাঁহার সমস্তের বেতন ও কাউন্সিলের অপরায়ণ ব্যয়ের জন্য ৪১,৮৩,৫০০ টাকা দিতে হয়। এইরূপে প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় নষ্ট হইতেছে। অতএব ভারত সচিবের কাউন্সিল উঠাইয়া দিবার জন্য প্রবল আন্দোলন করিতে হইবে।

ভারতের মত বৃহৎ দেশ জগতে অল্পই আছে। ইহার সভ্যতা, ইহার বিদ্যা, যেমন প্রাচীন, জগতের আর কোথাও তেমন নাই। এই দেশ হীন হইয়া থাকিবে, বিধাতার এরূপ ইচ্ছা নাই—বিধাতার ইচ্ছায় এদেশে নব-শক্তির জন্মনির্ভাব হইয়াছে, আপনাকে আহতি দিয়া জন্মভূমির কল্যাণ সাধনের ইচ্ছা প্রবল হইয়াছে। এই শুভ সময়ে ভারতের ৩১ কোটি নরনারীর একাগ্রতা সম্মিলিত হইলে নবজগৎ আবির্ভাব হইবে।

ভারতের নবজীবনের উপর সমস্ত সাম্রাজ্যের জীবন নির্ভর করিতেছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ আর্থার বলিরাছেন, “ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোন আতি বা সম্মানের কৃত্রিম ও বাহ্য প্রদানের উপর নয়, কিন্তু তুল্য অধিকার

সম্পন্ন বাধীন আতি সমূহের ঐকান্তিক প্রীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।” ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারত-বর্ষের মত শ্রেষ্ঠ দেশ আর নাই। এই দেশকে হীন করিয়া রাখিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কখনও কল্যাণ হইবে না।

লর্ড হার্ডিং ভারতবর্ষ হইতে বিনায় গ্রহণ কালে গত ২৭এ মার্চ তারিখে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে বলিরাছেন, “আমি দেখিয়াছি, বিগত কয়েক মাস এদেশের সভা ও সংবাদপত্রে ভারতে স্বায়ত্তশাসন, উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও হোমরুলের উল্লেখ করা হইয়াছে। যে অবস্থার কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছে, বক্তা ও লেখকগণ তাহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা চিন্তা করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। ইহার যদি উপনিবেশ সমূহে গমন করিয়া তথাকার অবস্থা দেখিয়া আসিতেন, তবে ভাল হইত। উপনিবেশ সমূহের ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, রাজপুরুষদের লেখনীর আঁচড়ে তথাকার স্বায়ত্তশাসনের বিকাশ হয় নাই, কিন্তু ক্ষুদ্র ও অল্পস্বত্ব বিবর্তন তথাকার সমস্ত প্রেীর লোককে ক্রমশঃ একতাহুয়ে আবদ্ধ এবং উন্নততর অধিকার লাভের দ্বোন্দ্ব করিয়াছে। স্বায়ত্তশাসন লাভ যে ভারতবাসীর লক্ষ্য হইয়াছে, আমি এক মুহূর্তের জন্যও তাহার নিন্দা করিতেছি না। ইহা অত্যন্ত বৈধ আকাঙ্ক্ষা এবং সমস্ত বিজ্ঞানোক্ত ইহার সহিত সহায়ত্ব প্রকাশ করিবেন কিন্তু ভারতের বর্তমান অবস্থার কেবল আল্প হির করিলে কোন ফল হইবে না, কিন্তু এদেশের বর্তমান সমাজ, রাজনীতি ও অবস্থা সমুদ্রুত প্রবের কার্যতঃ মীমাংসা ও রাজনীতি সম্বন্ধে যে সকল পরিবর্তনের আশা সম্ভাবনা, তাহা হির করাই প্রয়োজন। একত অক্ষা উপলব্ধি করা ও বাধাসাহ্য তাহা আরও করাই

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

শ্রেষ্ঠ কার্য। ভিত্তাহীন ভাবে অতিমাত্র আশা উপাধন ও অপূরণীয় দাবী করিতে উৎসাহিত করিলে রাজনীতিক উন্নতি লাভে বিলম্ব ঘটয়া থাকে। আমি জানি অনেক বিজ্ঞ ও চিত্তাশীল ভারতবাসীর মতও তাই। নিরাশার সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে আমি সরলভাবে মনের কথা প্রকাশ করিতেছি না, ভারতের বৈধ ও ভাষ্যসম্মত অভিল্য বাহাতে শীঘ্র পূরণ হয়, আমার জ্ঞান আর কেহই উজ্জ্বল তেমন ব্যাকুল নহে। অকালে কোন অনুষ্ঠান প্রবর্তিত হইলে তাহার বে প্রতিফলিত হয়, সেই বিপদ এড়াইতে আমি ইচ্ছা করি।”

দেশের যে অবস্থা হইলে স্বায়ত্ত শাসন সম্ভব, আমরা সেই অবস্থা আনয়ন করিতে সক্ষম করিরাছি। ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মুখ সকলকে একই আশায় উদ্বীপিত করিব, সকলের প্রাণে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করিব; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকলকে প্রীতি সূত্রে গ্রথিত করিব; জননী জম্মভূমির কল্যাণ সাধনের জন্ত সকল নরনারী একপ্রাণ হইয়া অজ্ঞানতা ও দরিদ্রতা দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইব। ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ভারতবাসী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভার বহন করিবে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত অধিকার পাইবে, ইহাই আমাদের লক্ষ্য।

আশাত না করিলে হার উদঘাটিত হয় না, বিনা শ্রমে শত জন্মে না। এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া এক দিকে বিজ্ঞা দান, বাহ্য দাবীর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, অপর দিকে দেশের শাসনভার নিজ হস্তে পাইবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হই।

আমাদের চেটায় কলে অনেক কার্য হইতেছে। ভারতের অল্প সংখ্যক শিক্ষিত মোড়ের চেটায় সিরিল সার্কিস পরীক্ষার স্মরণ পুস্তিবর্তিত হইয়াছে, স্থায়ী বিচার বহিঃকর্তৃক প্রকৃষ্ট রূপ হইয়াছে। ব্যবস্থাপক

সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, জনসাধারণের নিরীক্ষিত লোক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন, সভ্যদের অধিকার প্রসারিত হইয়াছে। তাঁহাদের চেটায় অনেক প্রদেশে মন্ত্রিপতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রদেশের মন্ত্রিসভার এক একজন ভারতবাসী মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতগবর্ণমেন্টের মন্ত্রিসভায় এক জন ও ভারত সচিবের মন্ত্রি সভায় দুই জন ভারতবাসীকে সদস্য পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কতিপয় শিক্ষিত লোকের চেটায় অশেষ অনিষ্টকর বঙ্গবাবুজেন্দর রহিত হইয়াছে; গবর্ণমেন্ট পবলিক ওয়ার্কসেসের আর জেলা বোর্ডের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন; মিউনিসিপালিটিতে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন স্থাপনের উদ্যোগ করিয়াছেন; আসামে ও সমুদ্র পারে ভারতীয় কুলি প্রেরণের নিয়ম রহিত করার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইয়াছে।

অল্প লোকের চেটায় অসাধারণ কল হইয়াছে। নগর ও পল্লীবাসী ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত শ্রেণীর লোক যদি জম্মভূমির কল্যাণ সাধন ব্রত গ্রহণ করেন, তবে আমরা এতকাল যাহা পাই নাই, তাহাও প্রাপ্ত হইব। স্বদেশের শাসনভার আমরা লাভ করিব, এই মহৎ লক্ষ্য সাধনের জন্ত যুবক বৃদ্ধ সকলে একপ্রাণ হই।

## Home Industries

### সহজ গার্হস্থ্য শিল্প।

—:—

#### খান কাপড়ে ছাপার পাড় প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমত খান কাপড় খানাকে জলে কাচিয়া মাকড়সা করিয়া লইয়া একবার ইরিয়া করিয়া লইতে হইবে। ছাপার ছাঁচ কেহ

কেহ কাঠেরও করেন, অথবা চীনের বা দস্তার প্যাডের উপর বাহারী টেনমিল প্লেটের কাজ করে, তাহারিগকে দিয়া লতা পাতা ফল ফুল বিশিষ্ট এক ইঞ্চি হইতে অর্দ্ধ ইঞ্চি প্রশস্ত প্লেট করাইয়া লইতে হয়। কেহ কেহ প্যাডের উপর গান কবিতা, নাম ইত্যাদিও দিয়া থাকেন।

তাহার পর একটা মৃদিকা পায়ে গরম রা ঠাণ্ডা জলে মগাই খয়ের খানিকটা দিয়া গলাইয়া লইতে হইবে, এই খয়ের বা জলের পরিমাণ এমন হওয়া উচিত, বাহাতে খুব ঘন বা খুব পাতলা না হয়, এখন যদি কাঠের ছাঁচ হয় তাহা হইলে ঐ রকমের ডুবাইয়া এক খানা কাঠের তক্তার উপর ২০ পুরু কাপড় দিয়া প্যাডের মত করিয়া তাহার উপর যে কাপড়ের পাড় ছাপিতে হইবে, তাহার পাড়টা টাইট করিয়া সমতল করিয়া বসাইয়া তাহার উপর ছাপ দিতে হইবে। ছাঁচ যদি দস্তা বা চীনের হয়, তাহা হইলে পাড়টার উপর ছাঁচের প্লেটখানি বসাইয়া তাহার উপর একটা ন্যাকড়ার পুটলীকে জবীকৃত মগাই খয়ের ডুবাইয়া ঐ প্লেটের কাটা কাঁক গুলিতে বেশ করিয়া মাথাইতে হইবে যেন সে-রং কাপড়ের পাড়ের অপর পৃষ্ঠায় ফুটিয়া উঠে। কাপড়ের সমস্ত পাড়টার ছাপ দেওয়া হইলে আঙুলে আঙুলে কাপড়খানি তুলিয়া শুক করিয়া লইতে হইবে, যেন ছাপা জ্বুড়াইয়া না যায়।

তাহার পর একটা অল্প পায়ে বাই কার্ক অক্ পটাসকে ঘনভাবে গলাইয়া তাহাতে ছাপা শুক কাপড়ের কেবল পাড়ের অংশটুকু ডুবাইয়া লইয়া তৎক্ষণাৎ শীতল জলে বায়নার যৌত করিয়া লইলে পাড় পাকা হইবে। বাই কার্কনেই অক্ পটাসের সলুশন বত ঘন হইলে পাড়ের রং ভদ্র উজ্জল এবং দারী হইবে। অনেক রকমের যুবক এই উপায়ে

এখন ছাপার ব্যাপক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



পাণ্ডা হাণ্ডার কার্য করিলে দাসিক ১০।১৫ টাকার চাকরী অপেক্ষা অনেক অধিক রোজ গার হইবে। অনেক মুসলমান, হিন্দুস্থানী এই কার্য করিয়া দিব্য রোজগার করিয়া থাকেন। কিন্তু বাঙ্গালী বাবুর চাকরী অপেক্ষা স্বাধীন ব্যবসা প্রিয় নহে। তাই এত অল্প-কষ্টের হাফাকার।

### পুরাতন কার্পেট বা গালচেতে রং করিবার সহজ উপায়।

পুরাতন কার্পেট বা গালিচা বিবর্ণ হইয়া যাইলে তাহার রং পুনরুদ্ধারের জন্য কেহ চেষ্টা করেন না। কিন্তু এ কৌশলটা জানা থাকিলে অনেক সময় উপকার হইতে পারে।

চীনের শিরিস অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তরল করিয়া লইয়া একটা শক্ত কড়া ত্রুস উক্ত সলুইশনে ডুবাইয়া বিবর্ণ স্থান গুলিতে ঘষিয়া যাও। এইরূপে রং উজ্জ্বল হইবে। যে স্থানে একেবারেই রং উঠিয়া গিয়াছে, সেট স্থানে শিরিসের সহিত সেই রং মিশ্রিত করিয়া একরূপে ত্রুস ডুবাইয়া ঘর্ষণ করিলে সেখানটা সুন্দর হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

### সাইকেলের টায়ার এবং রবার জুড়িবার ও তালি দিবার সিমেন্ট।

ছোট ছোট রবারের টুকরা ১০০ ভাগ  
রজন ১০ ভাগ  
বিভিন্ন চাঁচ গালা ১৫ ভাগ

এই গুলিকে গলাইবার জন্য যতটুকু আব-  
জ্ঞক (Carbon-bi sulphide) কার্বন বাই  
সলফাইড দিয়া গলাইয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু  
ইহা অগ্নির উত্তাপে গলিবে কিনা, বিলাতি  
প্রস্তুত প্রণালীতে তাহা পরিষ্কার করিয়া  
প্রকাশ নাই। ইহা উত্তাপে কি এমনি মিশ্রণে  
গলিবে, তাহা পরীক্ষা করা উচিত। ইহা দ্বারা

চামড়ার সহিত চামড়া এবং সকল প্রকার  
রবার জোড়া লাগিবে। আমাদের বোধ হয়,  
অগ্নির উত্তাপ না দিলেও গলে, কারণ পরবর্তী  
প্রক্রিয়াতেও অগ্নির উত্তাপের উল্লেখ নাই।

### দ্বিতীয় প্রকার।

কুচুক (Cout-chouc) ৭ ভাগ।  
ইণ্ডিয়ান রবার ১ ভাগ।  
কার্বন বাই সলফাইড ৩২ ভাগ।

প্রথমে কুচুককে কার্বন বাই সলফাইড  
দ্বারা গলাইয়া তাহাতে রবারের কুচা গুলি  
ফেলিয়া দিয়া কিছু দিন রাখিয়া দিলে গলিয়া  
যাইবে, তথাপি ঐ দ্রবীভূত দ্রব্যটাকে স্পাচুলা,  
(ডাক্তার পানার যে ছুরি দ্বারা ঔষধাদি মাড়িয়া  
মিশ্রিত করা হয়) দ্বারা মাড়িয়া উত্তমরূপে  
মিশ্রিত করিয়া একটা কাচের শিশিতে ছিপি  
বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ ছিপি  
খোলা থাকিলে কার্বন বাই সলফাইড উড়িয়া  
যায়। গলাইবার সময় অনবরত নাড়িয়া  
মিশাইতে হইবে। শিঃ শিঃ

### ৩য় প্রকার।

রবার বেঞ্জোইনের সহিত অগ্নির উত্তাপ  
দিলেই গলিয়া যায় এবং চট চটে আটার মত  
হয়। ইহা দ্বারাও রবারের সহিত রবারের  
তালি দেওয়া হইয়া থাকে।

### কবিরাজী কেশ তৈল।

সুগন্ধী কুলেল তৈল—১৬ আউন্স,  
এলকাসেট রুট বা লাল পাতার শিকড়,  
রক্তের জন্য, ইহাতেই লাল রং হইবে।  
তাহার পর ইহাতে অয়েল বার্গামট, অয়েল  
লেমন, অয়েল লাভেণ্ডার, প্রত্যেকটা ২ ড্রাম  
দিতে হয়, তাহার পর ৩০ কোটা চন্দন তৈল

৩০ কোটা অয়েল নিরোলী দিয়া বোতলের মুখ  
বন্ধ করিয়া শীতল স্থানে রাখিয়া দিতে  
হয় এবং মধ্যে মধ্যে ছাঁকরাইয়া দিতে হয়।  
তাহার পর শিশিতে লেবেল দিয়া বিক্রয়  
করিতে হয়। ইহার সহিত সুপরিষ্কৃত রেক্টার  
তৈল, টিং কাহারাইডিস করেক কোটা মিশাই  
লেই টাক পর্যন্ত ভাল হইয়া যায়। এসকল কথা  
“কাজের লোকে” আরো বহুবার আলোচিত  
হইয়াছে।

### জাপান ও ভারতবর্ষের শিল্প।

—১০১—

“বেঙ্গল একনমিক জরনালে” অধ্যাপক  
হামিলটন জাপানের শিল্পোন্নতি-শীর্ষক একটি  
প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অধ্যাপক হামিলটন  
প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, জাপানীরা গবর্ণ-  
মেন্টের আশ্রুকুলা লাভ করিয়াই শিল্পক্ষেত্রে  
এমন অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতে পারি-  
রাছে। জাপানের নৈসর্গিক অবস্থা, জাপানী-  
দের জাতীয় চরিত্র সমস্তই শিল্পের অত্যুন্নতির  
অশ্রুকুল।

জাপান গবর্ণমেন্ট আপনাদের অবস্থা আপনি  
বিলক্ষণ অবগত বলিয়া অসমসাহসিক পদাধি-  
লম্বন করিবার সময়ে অতি বিজ্ঞের মত আড়ট  
হইয়া পড়েন না। গবর্ণমেন্ট নূতন ব্যবসায়ের  
ক্ষেত্রে ভাগ্য পরীক্ষার জন্য অকুতোভয়ে অব-  
তরণ করেন। গবর্ণমেন্ট এইরূপে নূতন  
বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া উঠাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া  
অন্তঃপন জনসাধারণের হস্তে উহা অর্পণ  
করিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্ট যে নীতি অব-  
লম্বন করিয়াছেন, তাহার মর্ম এই যে, প্রজা  
সাধারণ শিল্পে উন্নতি লাভের নিমিত্ত সর্ব-  
প্রকার সুযোগ ও সুবিধা লাভ করুক। সব-  
শিল্পের উৎসাহের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট (১) রুতি

হাতের বার্ষিক অর্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।



দান করেন (২) রেলওয়ে অতি সামান্য মাপুল গৃহীত হয়।

গবর্ণমেন্ট বৃত্তিদানের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তদ্বারা সমগ্র রাজ্যের অতি উচ্চ স্বার্থ সংরক্ষিত হইয়া থাকে।

জাপান গবর্ণমেন্ট প্রজাসাধারণকে নূতন ব্যবসারে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত কিরূপ ভাবে বৃত্তি দান করেন, নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তি তাহা প্রকাশ করিবে।—“বোর্ড অব ট্রেড জরনালে” বিজ্ঞাপিত হইয়াছে;—জাপান গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত সত্তে তিনটি বৃত্তি প্রদান করিবেন—

প্রথম বৃত্তি।—৬ লক্ষ ইয়েন। ১ ইয়েন = ১৮/১০০ কাছাকাছি, মূলধন লইয়া কোন কোম্পানী নূতনভাবে, রং তৈয়ারী ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইলে বৃত্তির প্রার্থী হইতে পারিবে।

দ্বিতীয় বৃত্তি।—১২ লক্ষ ইয়েন, মূলধন লইয়া কোন কোম্পানী কারবলিক অ্যাসিড ও গ্লিসারিন তৈয়ারে প্রবৃত্ত হইলে সাহায্য প্রার্থী হইতে পারিবে।

তৃতীয় বৃত্তি।—৫ লক্ষ ইয়েন, মূলধন লইয়া কোন কোম্পানী ঔষধের কারখানা খুলিলে সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিবে।

সরকারী সাহায্যের নিমিত্ত কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ কৃষি ও বাণিজ্য বিভাগের মন্ত্রী নিকট আবেদন পাঠাইবেন। ঔষধের কারখানা খুলিতে হইলে হোম ডিপার্টমেন্টের মন্ত্রী ও অস্থতি লাগিবে। আবেদন করিবার পূর্বে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ অংশীদারদের নিকট হইতে মূলধন আংশিক আদায় করিয়া কোম্পানী রেজিস্ট্রী করিয়া লইবেন।

ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, এই ব্যাপার অতি ব্যয়সাধ্য, সুতরাং শিল্পোৎকর্ষের নিমিত্ত জাপান গবর্ণমেন্টকে প্রভূত অর্থব্যয় করিতে হয়। এই অর্থের জন্য প্রজারা করভার বহন করিয়া থাকে।

ভারত গবর্ণমেন্ট এই দেশের শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের দিকে অধুনা মনোযোগী হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু এতদিন এই বিষয়ে ভারতবাসী বিন্দুমাত্র উৎসাহ পায় নাই; বরং ভারত গবর্ণমেন্ট যে সকল ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বারা বিদেশী বণিকদিগেরই সুবিধা হইয়াছে। ল্যাক্সমায়ারের বস্ত্রব্যবসায়ীরা সরকারী অনুকূল ব্যবস্থার বলে ভারতবর্ষের বাজার অধিকার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের তাঁতী নিরস্ত হইয়াছে।

জাপান গবর্ণমেন্ট উক্ত রাজ্যের প্রজাসাধারণের শিল্পোন্নতির নিমিত্ত যেরূপ সর্ব্বব্যস্ত করিতেছেন, ভারত গবর্ণমেন্ট যদি সেইরূপ করেন, তাহা হইলে ভারতবাসী শিল্প ও বাণিজ্য গৌরব লাভের আশায় নূতন করভার বহনেও প্রস্তুত হইতে পারে।

ভারতবর্ষের নৈসর্গিক অবস্থা জাপানের মত নহে। ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র ও জাপানীয় চরিত্রের মত বলিষ্ঠ নহে; হইতেও পারেন না। শাসনপদ্ধতির উপর প্রজাসাধারণের চরিত্র অনেকাংশে নির্ভর করে। বর্তমানে ভারতবাসী যেমনভাবে শাসিত হইতেছে, তাহাতে মনুষ্যোচিত সদ্গুণরাজির বিকাশ অসম্ভব, জাপানীরা স্বাধীন। ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন লাভ করিলেই তাহার শক্তির বিকাশ হইবে। শিল্প ও বাণিজ্যের উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত ভারতবাসীর স্বায়ত্তশাসন লাভ একান্ত আবশ্যক।

জাপানের শিক্ষা।

জাপান শিল্প ও বাণিজ্যে অতি অসাধারণ উন্নতি লাভ করিতেছে। পৃথিবীর মধ্যে জাপান এক্ষণে এমন স্থান লাভ করিয়াছে যে, তাহার অবস্থা সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

ভারতবর্ষ এবং পাশ্চাত্য দেশ সমুদ্রে

সহিত তাহার ব্যবসার ক্রমশঃ বাড়িয়া যাউতেছে।

বহু শিল্পে জাপান অতি কি প্রবেগে উন্নতি লাভ করিতেছে। ১৯১৬ সালে জাপান বিদেশ হইতে যত টাকার তুলা আমদানী করিয়াছে, ১৯১৫ সালে তদপেক্ষা প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা অধিক মূল্যের তুলা ধরিদ করিয়াছে। ১৯১৫ সালে জাপানে ২৮ লক্ষ তাঁতে বস্ত্র বরন চলিয়াছে, বর্তমান বর্ষে তাঁতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইবার কথা। গত ৩৬ বৎসর জাপানী জুইস কনসল যে হিসাব টেডবোর্ডে দাখিল করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ যে, জাপান প্রত্যেক মাসে গড়ে ১ লক্ষ ৬০ হাজার বস্ত্র কাপড় প্রস্তুত করে। অধিবে এই সংখ্যা ১ লক্ষ ৬৫ হাজারে উঠিবে। ইহার মধ্যে ৮০ হইতে ৯০ হাজার বস্ত্র যুদ্ধে লাভ হইবে।

জাপান গেজি প্রভৃতির ব্যবসারে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। যুদ্ধের নিমিত্ত এই ব্যবসারে জাপান ভারতবর্ষ ও চীনের বাজার দখল করিয়া বসিবে বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।

জাপান তো এইরূপভাবে জাপানীর ব্যবসার সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য বিশেষভাবে উদ্বোধনী হইয়াছেন। এই উন্নতিশীল জাতির নিকটে আমাদের কি শিখিবার আছে?

অল্প ব্যবসারের কথা তুলিব না, একমাত্র বস্ত্র শিল্পের কথাই ধরা যাক। ভারতবর্ষের কি বস্ত্র শিল্পের নিমিত্ত বিদেশী মুদ্রাপেক্ষী হওয়া উচিত? যুদ্ধের তুলা দিয়া ভারতবর্ষ জাপানীর প্রয়োজনীয় পরিধের বস্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়া ও লক্ষা নিবারণ করিতে পারিবে না? জাপান ভারতবর্ষের বাজার অধিকার করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করিবে, এদিকে যুদ্ধের

মিলগনি ~~কাজের~~ লোক। ~~সাহায্য~~ ও ~~সিটিং~~ লোক।  
অজ্ঞানতার কারণে ~~কাজের~~ লোক। ~~সাহায্য~~ ও ~~সিটিং~~ লোক।  
জাপানী গবর্ণমেন্টের দ্বারা ভারতীয় গবর্ণ-  
মেন্ট সর্বপ্রথমে ~~অজ্ঞান~~ শিল্পের উন্নতি সাধনে  
উৎসাহী হউন, নতুবা এদেশের কল্যাণ নাই।  
সত্যিঃ।

## ব্যবসায়ীর কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন।

—:—

- ১। সত্যবাদী হইবে, বাহা অস্বীকার  
করিবে, তাহা সত্য পালন করিবে। কখনও  
কথার অভাব হইলে লোকে তোমাকে বিশ্বাস  
করিবে না।
- ২। কোন কাজ খাতিয়ে সমস্ত হইয়া করা  
উচিত নহে।
- ৩। প্রত্যেক জব্ব নির্দিষ্ট স্থানে  
রাখিবে। অল্প মূল্যের দ্রব্যাদির যত্ন করিবে  
এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ~~স্বত্ব~~ প্রতি লক্ষ্য  
রাখিবে।
- ৪। যে কাজ নিজে করিতে সক্ষম,  
তাহার অল্প অপরকে নিযুক্ত করা উচিত  
নহে।
- ৫। যখনকার যে কাজ, সেই কাজ তখ-  
নই করা উচিত। সমস্ত পক্ষে কাজ কেলিয়া  
রাখা উচিত নহে।
- ৬। ব্যবসায়ের গুপ্ততাব (Trade sec-  
ret) সর্বদা রক্ষা করিবে। নিজের মতলব  
কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।
- ৭। কার্যতৎপরতা আবশ্যিক। গ্রাহক-  
গণকে অস্বস্তি অপেক্ষা করান উচিত নহে।  
সকলের গ্রাহকদের কার্য বখাস্তব অবিলম্বে  
সেব করা উচিত।
- ৮। ব্যবসায় সত্যতার বিশেষ প্রয়োজন।

সত্যতাই দোকানের সুনাম বা credit এবং  
“credit is money.” এই সুনাম বাহাতে  
বলায় থাকে, তাহাই সব সময় করা উচিত।

৯। ধারে বিক্রয় করিবে না। একান্তই  
যদি ধার দিতে হয়, তাহা হইলে সাবধানে  
এরূপ স্থানে ধার দিবে, যথা হইতে শীঘ্র  
আদায় হইবে। বেশী লাভের আশায় বেশী  
দিনের জন্য ধারে দিবে না।

১০। ব্যবসায়ীর ক্রোধহীনতা, অহঙ্কার  
শূন্যতা এবং compromising spirit হওয়া  
আবশ্যিক।

১১। ব্যবসায়ীর মিতব্যয়ী হওয়া আব-  
শ্যিক, তবে বেহিসাবী মিতব্যয়ীতা করা উচিত  
নহে। ইংরাজীতে বাহাকে Penny wise  
বলে সেরূপ হওয়া উচিত নহে।

১২। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর শৃঙ্খলা শিক্ষা  
করা উচিত।

১৩। সংক্ষেপে সুস্পষ্ট ভাষায় খরিদার-  
কে বুঝিয়া দিবে। বক্তৃতা বা বুঝা ব্যাখ্যা-  
ভ্রম করিবে না।

১৪। প্রত্যেক পত্র, চালান প্রভৃতি  
বাঁহা পাঠান হয়, তাহার নকল রাখা উচিত  
এবং যে সব পত্র, চালান প্রভৃতি আসে, সে  
গুলিকে প্রতীভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখিবে।

১৫। সর্বদা টেবিল পরিষ্কার রাখিবে।  
উহার উপর নানারূপে কাগজপত্র যেন হট-  
গোল না রাখায়।

১৬। রোজের খাতিয়ে রোজ লিখিবে।  
খাতাপত্র সব সময় পরীক্ষা করিবে, যেন কাজ  
পড়িয়া না থাকে।

১৭। সঙ্গে সর্বদা একটি নোটবুক  
রাখিবে। কোন আবশ্যকীয় কথা যত্ন রাখা  
অপেক্ষা নোটবুকে লিখিয়া রাখা ভাল। নিচ্ছা-  
রিত কার্যের সময়, স্থান প্রভৃতি নোট করিয়া  
রাখিবে।

১৮। কাহারও আমিন হইতে বাধ্য

হইলে উহার গুরুত্ব নিরূপণ করিয়া তবে  
আমিন হইবে।

১৯। ব্যবসায়ীর পক্ষে অধ্যবসায়, ধৈর্য  
কাণ্ডনীতি, পরিচ্ছন্নতা ও প্রশমীলতা শিক্ষা  
করা একান্ত আবশ্যিক।

২০। আপনার লোককে ধার দিবে না।  
নাগিণ যোকদ্দমা বখাস্তব করিবে না।

শ্রীরাধারমণ সেন।

গোরক্ষপুর।

## Homœopathic Notes.

### হোমিওপ্যাথিক নোট্‌স।

কোষ প্রদাহ বা অর্কাটিস।

—:—

অণুকোষের কোন একটা কোষ ফুলিয়া  
লাল হয়, ভয়ানক প্রদাহ ঘটয়া তৎসঙ্গে স্থল  
ফুটানর মত বেদনা এবং পেশী-সমূহের  
আক্কেপ, এই আক্কেপ কোষ-রক্ত-পরিষ্কার  
বিস্তৃত হয়, কোষটুকুটি এবং যেন উপর  
দিকে টানিতেছে এইরূপ লক্ষণ বর্তমান  
থাকিলে নকুসতমিকা ঔষধ অতি সুন্দর কাজ  
হইয়া থাকে।

মূত্র বস্তুর পীড়া বা (Renal Colic)।  
এইরূপ বাম বা দক্ষিণ যে দিকেই হউক  
(যদিও Noxvomica দক্ষিণ দিকেই  
প্রেরণ করিয়া বকন বস্তুর উন্নয়নের প্রয়োজন-  
দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, সঙ্গে সঙ্গে মাঝার  
অত্যন্ত বেদনা থাকে, এমন স্থলে নকুসই অনুভূত  
তুল্য। এইস্থলে লাইকো, ক্যাফিয়ারিন এবং  
বারবেরিষের সহিত নকুসের পাখ্যাক্য তুলনা  
করা উচিত।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

## ক্যামোমিলার প্রয়োগের বিশেষ

লক্ষণ।

ক্যামোমিলা ত্রী ও শিশুদিগের পীড়ার অধিক ষাটিয়া থাকে। ক্যামোমিলা রোগের ঔষধ, শিশুর রাগিয়া পীড়া হইলে ক্যামোমিলা দ্বারা তাহার মল কল দূরীভূত হয়। ক্যামোমিলার রোগী বাতাস সহ্য করিতে পারে না। অস্থির হইয়া পড়ে, এই বেদনা যুক্ত স্থানে যেন একটু অসাড়তা থাকে।

ক্যামোমিলার রোগীর একগাল লাল ও গরম, অপরটা শীতল এবং ক্র্যাকাশে।

ক্যামোমিলার রোগী খোলা বাতাস সহ্য করিতে অক্ষম, বিশেষতঃ মস্তক ও কাশে আলো খোলা বাতাস লক্ষ্য করিতে পারে না।

ক্যামোমিলার শিশু রোগীকে কোলে করিয়া বেড়াইলে বাতাস অস্থিরতা নিব্রাহীনতা সম্বন্ধেই কম হয়।

ক্যামোমিলার রোগীর চর্ম উত্তপ্ত হইলেও কিন্তু আত্মতা থাকে এবং নিশ্বাস থাকে।

ক্যামোমিলার শিশু জিম্ব লইবার বারনা করে কষ্ট দিলে ছুঁড়িয়া কেলিয়া দেয়। অতিশয় ক্রুদ্ধ, সর্বদাই চট্টা থাকে, কোলে করিয়া বেড়াইতে বলে।

## Household Informations.

### সামান্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

কাপড়ে কালীর দাগ লাগিলে লেবু দিয়া ধুইয়া খুইলে উঠিয়া যায়। সাইট্রিক এসিড জলে ভুলিয়া লাগাইলেও কালীর দাগ উঠে।

সাধারণ চিকিৎসা ময়লা হইলে একটু সোডা ভুলিয়া সেই জলে ধোত করিলে পরিষ্কার হইয়া বাইবে।

আলকাতরা ও ছাপার কালীর দাগ প্রথমে কেরোসিন তৈল দ্বারা কচলাইয়া সেই স্থানে সাজীমাটির জল দিয়া পুনরায় কচলাইয়া ধোত করিলেই উঠিয়া বাইবে।

কটিক লোশনের দাগ লাগিলে পটাস আয়োডাইড জলে ভুলিয়া লাগাইয়া ধোত করিলেই উঠিয়া যায়।

হস্তের চর্মক নিবারণ করিতে আমাদের সস'প তৈলের খোল ভিজাইয়া হাত ধুইলে চর্মক দূর হইবে। সাবান অপেক্ষা খইল অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ দ্রব্য।

বিছুটা লাগিলে ও শোঁরা পোকা লাগিলে লাগিলে ইহাদের একপ্রকার স্থল লোম চর্ম মধ্যে প্রবেশ করে, ঐ রোঁরা তুলিতে হইলে অল্প চর্বার বাতি গলাইয়া ঐ স্থানে লাগাইতে হয়, যোম শক্ত হইলে রোঁরা উঠিয়া আসিবে। চুন লাগাইলেও ঐ প্রয়োগ রোঁরা ধ্বংস হইয়া যায়।

চকুতে কিছু পড়িলে ২১২ ফোঁটা রেডির তৈল চক্ষে দিলে করকরানী বন্ধ হইয়া যায়।

কাপড় বিছা বোলা মোমছি প্রভৃতি কাপড়াইলে ঐ স্থানে এসেটিক এসিড তুলার ভিজাইয়া তাহার উপর পাতলা টিসু কাপড় দিয়া জোরে বাঁওজ বাকিয়া দিলে ময়লা নিবারণিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিত শিশুকে ক্লোরাইডাইন সেওয়া উচিত নহে।

## Notes of Interest.

### আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়।

—:০:০:—

বর্তমান জেলার মানকর, তকিপুর প্রভৃতি স্থানে ডাকাতির সম্পর্কে ২০ জন ডাকাতের বিচার সদর সব ডিভিশনাল অফিসারের একসাথে সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে। তিনি ১০ জনের প্রত্যেকের প্রতি দুই বৎসর ও ৭ জনের প্রত্যেকের প্রতি তিন বৎসর কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন।

সম্প্রতি বিলাতে এক খানা পুরাতন ডাক টিকিট ৭৮ ৫০ টাকার বিক্রীত হইয়াছে।

পবর্গকেট নিয়ম করিয়াছেন, গেজেটেড গবর্ণমেন্ট কর্মচারীদের মেডিকেল সার্টিফিকেট “এম্বুয়েল মেডিকেল লিটে” যে সকল ডাক্তারের নাম আছে, তাঁহারা ই দিতে পারিবেন। সে সার্টিফিকেটে সিবি বা প্রেসি ডেন্সি সর্জনের নাম থাকরের প্রয়োজন নাই।

### “Businessman”

### Poor Charitable Dispensary.

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অকুর দত্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

পরদুঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মকঃবলের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া কহা সাধারণ হিতাথে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতাথে ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তদ্বাবধারণক

অধীন প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

“কাজের লোক” সম্পাদক।

২৫২এ মেমুরাবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎ কর্তৃক ১৭ নং অকুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

## কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র গাহস্থ্য মাসিক পত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ ।

৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

New Series.

JUNE 1916.

নব পর্যায় ।

জুন ১৯১৬ ।

Vol. X

No. 6.

### আর্য্য নীতি ।

—:—:—

গণপতিপুরাণে কথিত আছে ।

অধমা ধনমিচ্ছন্তি ধনমানোহি মধ্যমাঃ ।

উত্তমা মানমিচ্ছন্তি মানোহি মহতাঃ ধন ॥

অর্থাৎ মানব সমাজের অধম ব্যক্তিগণ কেবল ধনেরই ইচ্ছা করেন, মানের প্রতি দৃষ্টি রাখেন না। যে কোন প্রকারেই হউক, ধন উপার্জন হইলেই হইল। ইহা মানব চরিত্রের অধম নীতি সন্দেহ নাই। মধ্যবৃত্ত লোকে ধন এবং মান উভয়ই ইচ্ছা করিয়া থাকেন কিন্তু বাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহারা সম্মান ইচ্ছা করেন এবং সম্মানকেই মূল্যবান বিবেচনা করেন। কিন্তু এই সম্মান জ্ঞান আদানের এখন নাই—যে কোন নীচ কার্যে অর্থ আছে, তাহা করিতে এখন কেহ সঙ্কতি হন না।

বনেপি সিংহা ন নমন্তি কর্ণঃ  
বৃত্তক্ষিতা নাংশ নিরীক্ষণক।  
ধনৈর্বিহীনাঃ স্কুলেষু জাতা  
ন নীচ কর্ম্মণি সমারভবন্তি ॥

গঃ পুঃ ।

যেমন বনবাসী সিংহ, ক্ষুধার কাতর হইলেও কর্ণ নম্র করে না এবং মন্তক অবনত করিয়া স্বীয় বাহমূল নিরীক্ষণ করে না, সেইরূপ সমাজজাত ব্যক্তি নিতান্তদীনহীন ও দরিদ্র হইলেও নীচকর্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহে না।

“সর্বং পরবশং হুঃখং সর্বমাশ্রয়শং সূখং  
এতদ্বিনাশং সমায়েন লক্ষণং সূখ হুঃখয়োঃ ॥”

পরবশ থাকিয়া বত সূখই ভোগ করা যায়, তাহা সমস্তই হুঃখ এবং স্বাধীন থাকিয়া হুঃখ পাইলেও তাহা সূখ বলিয়া বোধ হয়। ইহাই সামান্যতঃ হুঃখ এবং সূখের পার্থক্য।

গঃ পুঃ ।

স্বাধীনবৃত্তে: সফলং ন পরাধীন বৃত্তিতা ।

যে পরাধীন কর্ম্মাণো জীবন্তোপি চ তে মৃত্য ॥

স্বাধীন বৃত্তিই সফল, পরাধীন বৃত্তির সফলতা নাই। যাহারা পরাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা অর্জন করিয়া থাকেন, তাহারা জীবিত হইলেও মৃতবৎ ।

শীত বাতাতাপ ক্রেশান সহন্তে যান পরাপ্রিতাঃ  
তদং শেনাপি, মেধাবী তপন্তগা সূখী ভবেৎ ॥

পরাপ্রিত ব্যক্তি শীত, বাত, আতপে বত ক্রেশ সহ করে, জ্ঞানী লোকে তাহার একাংশ সহ্য করিয়া তপস্তা করিলেও সূখী হইত।

হিঃ উঃ ।

এইরূপ অসংখ্য আর্য্য নীতিবাক্য স্বাধীন জীবিকার প্রশংসা করিয়া দাস্য বৃত্তির নিন্দা-বাদ করিয়াছেন। কিন্তু আমরা স্বাধীন জীবিকার পন্থা মাত্রকেই পদদলিত করিয়া

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

দাসত্বভিত্তিকেই নিরোধিত করিয়া জীবিতে মৃতবৎ হইরাছি। আমাদের দুঃস্বপ্ন অনিবার্য। এই দাসত্বভিত্তি গ্রহণ করিয়া আমরা অলস অকর্মণ্য হইরাছি স্বাধীন জীবিকা এবং প্রমসাদ্য কার্যের নাম শুনিলে আমরা মুচ্ছিত হইরা পড়ি। দাসত্বভিত্তি দ্বারা মানবের অধঃপতন হয়, হৃদয়ের স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া মানবকে কুকুরের অধম করিয়া দেয়। আমাদের অনেকেরই অবস্থা তাহাই দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য দাসত্বভিত্তি সকল দেশেই আছে বটে, কিন্তু তাহারা এত অকর্মণ্য হয় না। মূলধন সংগ্রহের জন্য দাসত্ব করে বটে, সক্ষম হইলেই স্বাধীন জীবিকা দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিয়া ফেলে। এদেশে দাসত্ব ভিত্তিটাকে গৈতুক, পুরুষাভ্যুত্থান করিয়া বাইবার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকি। এইজন্য আমাদের দ্বারা আর আন্দোলন হওয়া সম্ভবে না। মাহুদ দাসত্বভিত্তি করিতে করিতে স্বাধীন জীবিকার পন্থা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারে, এমন উদাহরণ কর্ম জগতের ইতিহাসে বিরল নয়, কিন্তু আমরা দাসত্বভিত্তিই ভালবাসি, স্বাধীনতার সিংহ সদৃশ হৃদয় দাসত্ব নিরত কুকুর সদৃশ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। কারণ হৃদয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে, নজর ছোট হইয়াছে, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নাই, মুষ্টি প্রমাণ অগ্নেই যেমন অনেক জীবজন্তু সন্তুষ্ট হইয়া পদানত থাকে, ঠিকই সেই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সিংহ শাবককে চিড়িয়াখানার এত যত্ন আদরে রাখিয়া কি তাহাদিগকে বাইতে দেওয়া হয় না কিন্তু সে তাহাতে সন্তুষ্ট নয়, সে স্বাধীন জীবিকার প্রয়াসী—সে তাহার আহাৰ্য্য নীচে অর্জন করিতে চায় শীকার ধরিয়া বাইতে চায়। কিন্তু একটি কুকুর পুথিয়া উচ্ছিষ্ট এক মুষ্টি অন্ন দিলেও সে তাহারই আশায় তোমার দ্বারা পড়িয়া থাকে, তুমি আদর করিয়া তাহার মন্তকে সপাত্রকা চরণ

স্পর্শ করিলেও সে ভাবে গমগদ হইয়া লুটাইয়া পড়ে। তাড়াতালেও, স্বাধীনতা দিলেও সে বাইতে চাহে না। কেন? দাসত্বটাই এমন আরামী ও অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, দাসত্বভিত্তি তাহার বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহা ছানাপোনা কেবল পরাশ্রিত হইতে যায়, দাসত্ব তাহাদের বংশগত বৃত্তি। আমরাও চাকুরি বিভাগটিকে একেবারে বংশগত করিয়া তুলিয়াছি, আমাদের ছেলপুলে ঐ চাকুরী বিভাগই ভালবাসিবে—স্বাধীন ভাবে শীকার ধরিতে চাহিবে কেন? এইজন্যই এ জাতীর সমুদ্রে বতই সহজ সাধ্য স্বাধীন জীবিকার পন্থা দেখান হউক না কেন, সে তাহাতে অগ্রসর হইতে চাহিবে না—তাহার তাহাতে প্রবৃত্তি নাই, কারণ চাকুরী বিভাগ বংশগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, স্বাধীনতার গোরব বুঝা সম্ভবই নহে। এতটা কি ভাল? দাসত্বভিত্তিটিকে একেবারে বংশগত করা কি সুবিধাজনক? মূলমান, হিন্দুস্থানী, মারোয়াড়ী এবং ভারতের অনেক জাতি এখনও স্বাধীন জীবিকার জন্য মান সম্মানের দোহাই দিয়া বসিয়া থাকে না; কিন্তু বাঙ্গালী বাবুর চাকুরী না হইলে চলে না। প্রমকাতর, অলস, বিলাসী, কাজেই মাস গত হইলে নিঃশ্বাসে কিছু আনিয়া কোনরূপে ভরণপোষণ চালাইয়া তাস পাশাটা লইয়া দিন কাটাইয়া বাওয়া কাজ হইলেই আপনাকে খত বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, স্বাধীন জীবিকার জন্য তাই যত্ন নাই; কিন্তু ইহাও সুনিশ্চিত যে, বতদিন বাঙ্গালী স্বাধীন জীবিকার গোরব না বুঝিবে, ততদিন দুর্দশারও মোচন হইবে না। তাই বলি আনান্দিক সাবধান হইতে হইয়াছে, একেবারে চাকুরী বৃত্তিটিকে বংশগত করিয়া তোলা উচিত হইবে না। নিজের যদি গত্যন্তর না থাকে, চাকুরী কর কিন্তু সমান সম্মতিগতক স্বাবলম্বন শিক্ষা দাও, স্বাধীন জীবিকার জন্য উৎসাহিত কর, ইহাতে

তাহাদের—সমগ্র দেশের এবং তোমার বংশের কল্যাণ সাধিত হইবে। পরবর্তী বংশাবলী নিশ্চয়ই স্বাধীনবৃত্তির পক্ষপাতী হইবে। আর কুকুরভিত্তি অবলম্বন করিবে না। দাসত্ব অবস্থা বিশেষে করিতে হয়, কিন্তু সেই দাসত্ব কৃত অর্থে স্বাধীন জীবিকার লক্ষ্য তুলিয়া বাওয়া কদাচ উচিত নহে। যদি আমরা তাহা না করি, তাহা হইলেই দাসত্বভিত্তি বংশগত অভ্যাস মধ্যে দাঁড়াইয়া, মানব হৃদয়ের বাবতীয় স্বাধীন বৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলে, যে জাতির মধ্যে এইরূপ লোকের সংখ্যাখানি, তাহারা আর স্বাধীনতার মধুর আশ্বাস বুঝিতে চায় না, চিরদিন অকর্মণ্যই থাকিয়া যায়।

## ভারতীয় শিল্প কমিশন।

গত ১১শে মে তারিখে ভারত গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত প্রস্তাব প্রচার করিয়াছেন,—

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার স্তার ইব্রাহিম রহিমতুল্লাহ প্রেসের উত্তরে স্তার উইলিয়ম ক্লার্ক ঘোষণা করেন যে, এপর্যন্ত ভারত গবর্ণমেন্ট দেশীর শিল্পের উন্নতিবিধানের নিমিত্ত বতটা চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা অধিকতর চেষ্টা ও যত্ন করিবার সময় আসিয়াছে। ভারতবর্ষে দুইটা বিখ্যাত বয়ন-শিল্পের প্রধান আভা—প্রথমতঃ তুলা, দ্বিতীয়তঃ পাট। এ ছাড়া আরও কয়েকটা শিল্প আছে, বাহার প্রয়োজনীয়তা নিত্য উপেক্ষণীয় নহে। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতবর্ষে এককাল মুখ্যতঃ কাঁচা মাল যোগাইয়া আসিতেছে। গবর্ণমেন্টের চুক রিকাস, এদেশের শ্রম-শিল্পকে বর্তমান অবস্থা অপেক্ষা অনেক উন্নত ও বিস্তৃত করা

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



হাউজে পারে। তাঁহাদের মতে এই উদ্দেশ্যে সাধনের নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা আর ছাড়িয়া দেওয়া কর্তব্য নহে।

পূর্বে ভারত গবর্ণমেন্ট চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এদেশে শিল্পোন্নতির বাধা বিস্তর যথেষ্ট। ভারতবাসী মহাজনেরা মূলধন ছাড়িতে চাহেন না, তাঁহাদের ভরসা খুব কম। দক্ষ মজুর পাওয়াও দুঃস্থ, এবং এদেশের কাঁচা মাল কোথায় কি পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করা সহজ সাধ্য নহে। বড় ব্যবসাদার এবং বিচক্ষণ লোকের দ্বারা এই সকল অসুবিধা সম্বন্ধে নিগূঢ় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এ অল্প ভারত গবর্ণমেন্ট একটা কমিশন বসাইতে মনস্থ করিয়াছেন। এই কমিশনের কয়েক জন মেম্বর ভারতীয় অবস্থা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইবেন, আর কয়েক জনের একজন অভিজ্ঞতা অল্প দেশের শিল্পোন্নতি ক্রমে সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে থাকিবে। এ ছাড়া আর কয়েকজন ঐ কমিশনে থাকিবেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা সাধারণ শিল্পসম্পত্তা সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে, প্রচুর রহিবে। ভারত গবর্ণমেন্ট জানেন যে, বর্তমান যুদ্ধের সময় একরূপ অসুস্থকান নিত্য সহজ নহে। কিন্তু বহুবিসেচনার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, এই তদন্ত কমিশন এখনই নিয়োগ করা কর্তব্য; তাহা হইলে যুদ্ধের পর এদেশের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হইবামাত্রই আর কালবিলম্ব না করিয়া কমিশনের পরামর্শ অনুযায়ী এদেশের শিল্পোন্নতির চেষ্টা হইতে পারিবে।

এই কমিশন আপাততঃ দুইটা বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ইহারা ভারত গবর্ণমেন্টের বর্তমান রাজস্ব সম্পর্কীয় ব্যবস্থার আলোচনা তুলিবেন না। সেদিন ব্যবস্থাপক সভায় সত্বকারী আর ব্যয়ের হিসাব পেশ করিয়া

রাজস্ব-সম্বন্ধে বিনিয়োগিত হইবে, তুলার উপর তৎকাল সম্বন্ধে এদেশের সহিত অস্ত্রান্ত রাজস্বের যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা যুদ্ধের পর পুনর্বিবেচিত হইবে। ইতিমধ্যে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলিবার আবশ্যকতা নাই। ভারতীয় শিল্পের রক্ষা নিমিত্ত নূতন তৎকাল প্রবর্তনের প্রস্তাবও আপাততঃ ঐ কারণে পরিত্যক্ত হইবে; কারণ তাহা হইলে এদেশের সহিত পৃথিবীর অস্ত্রান্ত রাজস্বের রাজস্ব বটত সম্পর্ক নড়চড় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ইহাও প্রস্তাবিত হইয়াছে যে, সম্প্রতি ভারতে ও বিলাতে শিল্পশিক্ষা সম্বন্ধে যে সকল তদন্ত হইয়া গিয়াছে এবং যে সকল তদন্তের রিপোর্ট আপাততঃ ভারত গবর্ণমেন্টের বিচারার্থীনে আছে, তদ্বিষয়ে এই কমিশন আর মাথা ঘামাইবেন না।

উল্লিখিত বিধিনিষেধের মধ্যে থাকিয়া এই কমিশন ভারতীয় শিল্পোন্নতির সম্ভাবনা সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন এবং এই কর্তব্য বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদের মন্তব্য প্রকাশ করিবেন (ক) এদেশের শিল্প বাণিজ্যে ভারতীয় মূলধন খাটাইবার পক্ষে নূতন পন্থা কিছু আছে কিনা; (খ) গবর্ণমেন্ট এ দেশের শিল্পোন্নতি বিষয়ে সাফা সম্বন্ধে উৎসাহ দান করিতে পারেন কি না এবং যদি পারেন, তাহা হইলে (১) দেশবাসী জনসাধারণকে বিনামূল্যে শিল্প শিক্ষা দান করিয়া, (২) শিল্প বিশেষের পরিচালনা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ উপায় প্রদর্শন করিয়া, (৩) শিল্পগণকে সাফা বা পরোক্ষভাবে আর্থিক সাহায্য দান করিয়া, অথবা (৪) ভারত গবর্ণমেন্টের বর্তমান রাজস্বনীতির পরিবর্তন না করিয়া অল্প কোন উপায়ে, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে।

ভারত গবর্ণমেন্ট ভরসা করেন যে, এই কমিশন এদেশে সম্মিলিত হইবার পর হইতে বাৎসরিক মাসের মধ্যে তাঁহাদের রিপোর্ট দাখিল

করিবেন। নিম্নলিখিত অঙ্গলোকগণের সম্মুখে কমিশন গঠিত হইবে। প্রেসিডেন্ট—ভারত এক, এইচ, হলও; সভাপতি—মিঃ এ, চ্যাটার্জি; ভারত অঙ্গলোকগণ—মিঃ হিম; মিঃ ই, হপকিন্স; মিঃ সি, ই, লো, আই, সি, এস; পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য; ভারত রাজস্বসাধন মুখোপাধ্যায়; মিঃ রাইট অনারবল ভারত হোরেন্স মানকেট; মিঃ এক, এইচ, ইয়ার্ট ও ভারত ডি, জে, টাটা কমিশনের সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত হইবেন।

## মুর্শিদাবাদ—ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীর সভাপতি—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুরের অভিভাষণ।

—:—

ওঁ নমো ব্রাহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।  
অগচ্ছিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥  
বেনাধীনং জগৎ সর্বং মন্ত্রাধীনং দেবতাঃ।  
তে মন্ত্রা ব্রাহ্মণাধীনান্তম্ভ্যং ব্রাহ্মণা দেবতাঃ ॥

জানি না কি কর্মসূত্রে আমি আজ এখানে। আমার মত ব্যক্তিকে আপনারা এই ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর সভাপতিত্বে কেন বরণ করিয়াছেন বুঝিতে পারি না। যখন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভা হইতে আমার চক্রধরপুরের আশ্রমে তারবোপে সংবাদ পাইলাম যে, তাঁহার্য মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ-মহাসম্মিলনীতে আমাকে সভাপতি করিবার অল্প প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন আমি যুগপৎ আশ্চর্য্যবিত ও হুঃখিত হইলাম। আশ্চর্য্যবিত হইবার কারণ আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা। হুঃখিত হইবার কারণ—গো ব্রাহ্মণ রক্ষার জন্য যে মহাসভা ভূদেবগণ কর্তৃক আহুত হইবে, তাহাতে আমার মত

পুরাতন “কাজের লোক” শেখ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

শম-নম-তপো-বিধীন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যক্তিকে সভাপতি করিবার প্রয়োজন হওয়ার মনে হইল যে, বঙ্গ দেশের ব্রাহ্মণ-সমাজের জগতি চরম সীমার উপনীত প্রায়।

তারসংবাদ পাইবার সময় আমি অস্থূল ছিলাম; সুতরাং ব্রাহ্মণ সভার প্রস্তাবিত সম্মান গ্রহণে অক্ষম হইলাম বলিয়া তারযোগে উত্তর দিলাম। কিন্তু সভা আমাকে ছাড়িলেন না, দ্বিতীয়বার অস্থুরোধ করিলেন। তখন “ব্রাহ্মণ্য ব্রাহ্মণ্যে গতিঃ” এবং “কর্মণ্যো-বাধিকারতে মা কলেষু কদাচন” ভাবিয়া অক্ষমতা সঙ্কেত স্বীকার করিলাম।

মনে হইল, সমাজের বর্তমান অবস্থার বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণসভা ও মহাসম্মিলনীর আবির্ভাব ঠিক সময় মতেই হইয়াছে। ইহারা যেরূপ ভাবে কার্য্য করিতেছেন তাহা আশাশ্রয়। সুতরাং আমার বস্তুতঃ ক্ষমতা উদয়স্বারে উক্ত সভার কার্য্যে আমার যোগদান কর্তব্য।

আরও মনে হইল যে, এই উপলক্ষে শাস্ত্র সন্নিধান, কর্ম্ম সন্নিধান ও ধর্ম্মসন্নিধান নব্য সম্প্রদায়কে সম্বোধন করিয়া করযোড়ে যদি কিছু নিবেদন করি, তাহা হইলে তাঁহারা আমার কথায় সম্ভবতঃ কর্ণপাত করিবেন। কারণ—

- ১। আমি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের একজন উপাধিকারী বলিয়া পরিচিত।
- ২। আমি বুদ্ধ।
- ৩। আমি রাজকার্য্যে এক প্রকার উচ্চপদেই অধিষ্ঠিত ছিলাম।
- ৪। আমি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নানা স্থানে রাজকার্য্য করিয়াছিলাম এবং অনেকের নিকট সুপরিচিত।
- ৫। আমি শাস্ত্র-বিশ্বাসী ও নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম করিয়া থাকি।
- ৬। আমি আশু ২৫ বৎসরের এক কাল পাত্ৰালোচনা করিতেছি।

এখানে আশিবার আমি একটি কারণ—

এই বহুসম্মিলনে (ব্রহ্মপুত্রের অংশ) প্রায় ২২ বৎসর পূর্বে বহু রাজকার্য্য করিতাম, তখন এ স্থানের লোক আমাকে বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করিতেন। স্থানীয় সংবাদপত্র সমূহ আমার স্থানান্তর হইবার সময় আমাকে যেরূপে প্রশংসা করিয়া ছিলেন—তাহা বেশ মনে আছে। বিদ্যাকালে জনসাধারণ কত আদর ভালবাসা ও সমারোহের সহিত আমাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—তাহা জীবনে তুলিবার নহে। আমার নামে বিদ্যারীগান ও সংস্কৃত স্তোত্র বাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা কাণে এখনও বাজিতেছে। সেই অভিনন্দনের একটি বিশেষ বস্তু দেখিয়া আশ্চর্য্যাবিত হইয়াছিলাম। তদুপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বিদ্যার দেওয়া হইয়াছিল। তখন বুঝিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণের আদর মা ভাগিরথীর অঙ্কুরিত ব্রহ্মপুত্রেরও সম্ভব। এবং অজকার মহা-সম্মিলনীও তাহা প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং ব্রহ্মপুত্রবাসীর পূর্বাচরিত সৌজন্যজনিত কৃতজ্ঞতা আমাকে অস্থূলতা সঙ্কেত তাঁহাদের আস্থানে, এখানে উপস্থিত হইতে উৎসুক করিয়াছে।

আমি বুদ্ধ-বয়সে আত্মচিন্তা ও ভগবৎ-পাসনা মনের সাধে করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় না থাকিয়া কোলাহলশূন্য দূরদেশে বাস করিতেছি। মৃত্যু নিকট, পরকালের জন্ত প্রস্তুত হইতেছি। যে সময়টুকু ভগবৎ-পাসনা অথবা সংশাস্ত্র পাঠে ব্যয় না করি, তাহাই অপব্যয় হইবে মনে হয়; তাই নিতৃত স্থানে এক প্রকার লুকাইয়া থাকি। “বিবিক্তদেশসেবিত্তমরতিজ্ঞানসংসিদ্ধি” প্রভৃতি ভগবৎপদার্থে পালন করিবার চেষ্টা করি। সভা সমিতিতে উপস্থিত হইতে মন চাহে না। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ মহাসম্মিলনীর আহ্বান—

ভগবানের আদেশ বলিয়া মনে হইল, তাই এ আহ্বান নিরোধার্থ করিয়া তাঁহাদের সেবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছি। আমি তাঁহাদের তেনা বা অগ্রণী হইবার উপযুক্ত নই, কারণ আমি বেদজ মুখ্য ব্রাহ্মণ নহি, তবে ঐরূপ ব্রাহ্মণ হইবার চেষ্টা করিতেছি নাত্র।

“বহুনাশু জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্ বাৎ প্রপত্ততে,” “বাহুদেবঃ সর্কর্ম্মিত” ইত্যাদি গীতোক্ত কথা কখনই নিফল হইবে না। কোনও না কোনও জন্মে আমি নিশ্চয়ই এই জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণ হইব—আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আরও মনে হইল—হিন্দুর মধ্যে বাহারা শাস্ত্রে সম্বোধন করেন, বাহারা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং প্রারশ্চিন্তের প্রয়োজনীয়তা মানেন না, বাহারা দেবদেবীর পূজা বুধা পরিশ্রম মনে করেন, বাহারা প্রতিমাপূজা পুতুলপূজা মনে করেন, বাহারা কোনরূপ যোগের প্রয়োজনীয়তা মানেন না, বাহারা গুরুবেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস করেন না, তাহাদিগকে হই চারিটা কথা বলিবার সুযোগ ভগবান দিতেছেন। এ সুযোগ ছাড়িব না।

আজ কতিপয় বৎসর কাল শরীর, বাহু ও মানস তপঃ, বাহা গীতার ভগবান্ বুঝাই-রাছেন, তাহার কিক্রিয়াত্ব অভ্যাসে যে প্রত্যক্ষ ফল স্বকীয় জীবনে পাইয়াছি, তাহাই শাস্ত্রসন্নিধান হিন্দুকে বলিবার জন্ত আসিয়াছি।

হে ভূদেবগণ! আপনাদের সাধর আহ্বানে কৃতার্থ হইয়াছি। আপনাদিগকে নমস্কার-পূর্ব্বক এখন একবার সম্রাটের এবং ব্রিটিশ-রাজ্যের কল্যাণকামনার ভগবৎ-চরণে প্রার্থনা করি, আহুন! সম্রাট তিন্ন জাতীয় হইলেও তিনি ভগবানের দিব্যবিত্তি। “নরাণক নরাধিপঃ” ভগবানের কথা। বিশেষতঃ আমাদের রাজা কাহারও ধর্ম্মকর্মে হতক্ষেপ করেন না। প্রত্যুত ধর্ম্মালোচনার আদা-

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

দ্বিগুণে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ব্রিটিশরাজ আমাদের সর্ববিধ কল্যাণের জন্য ভগবৎপ্রেরিত।

ব্রিটিশরাজ আমাদের রাজা না হইলে আমাদের কি দুর্দশা হইত, তাহা বর্ণনা করা যায় না। হে ভগবন! আমাদের ধর্মপরায়ণ রাজার মঙ্গল করুন। দারুণ যুদ্ধে তাঁহাকে এবং তাঁহার সাহায্যকারী রাজগণকে জয় প্রদান করিয়া পৃথিবীর শান্তি পুনঃস্থাপিত করুন। এ ভীষণ লোকসংহারক যুদ্ধ দেখিয়া আমরা বড়ই ভীত হইরাছি। ঠাকুর! সংহারমুক্তি সংবরণ কর।

আপনারা হয় ত ভাবিবেন, অভিভাষণের ভূমিকা কিছু ছোট করিলে ভাল হইত। আমারও সেই অভিমত। কিন্তু আমি নিজেকে সভাপতির আসনের অযোগ্য জানিয়াও কেন উহা গ্রহণ করিয়াছি, তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ কিছু বলা আবশ্যক বোধে এত কথা বলিলাম।

### অভিভাষণ।

কেহ কেহ বলেন—“সভা সমিতি করিয়া কি হইবে? সভা সমিতিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম পুনঃস্থাপিত হইবে না; সভায় ধর্ম কণ্ড হয় না। উহা অভ্যাসের জিনিষ—উহা আচরণের বস্তু। ঘরে বসিয়া নিজে নিজে ভাল হইলেই সমাজ উন্নত হইবে, যেহেতু সমাজ ব্যক্তিরই সমষ্টি।” এ কথাগুলি সবই সত্য। প্রকৃত ধর্মকর্ম সভা সমিতিতে কখনও হয় না। সভায় হৈ চৈ অধিকাংশ হয়। কিন্তু যে স্থলে প্রায় সকলেই নিরীকৃত, তথায় তাহাদিগকে জাগ্রৎ হইতে হইলে কয়েক জনের হৈ চৈ আবশ্যক নয় কি? ঘরে বধন আগুণ লাগে, তখন যদি প্রায় সকলেই নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তবে ধাহারা জাগ্রত, তাহারা যদি এই ভাবে বসিয়া থাকেন যে,

নিরীকৃতগণ অগ্নির তাপ পাইলে আপনা আপনি আগিয়া উঠিবেন; তাহা হইলে নিরীকৃতগণের অধিকাংশেরই মরিবার আশঙ্কা হয় না কি? আমাদের সমাজে আগুন লাগিয়াছে জানিবেন, সে কথা জানাইবার জন্যই এই মহাসভার আহ্বান। ধাহারা নিরীকৃত নন, তাহারাও এক্ষণে তমোগুণাচ্ছন্ন যে, তাহারাও মনে করেন যে, আমাদের আর কিছু হইবার নয়, আর ধর্ম রক্ষা করা হয় না—এ কালে আর প্রাচীন ধর্ম থাকে না, এবং দেশ কাল পাত্রের মতে চলিতে হইবে। আমরা অতি দুর্বল, এখন আর কালশ্রোত বারণ করা যাইবে না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ এবং চাকুরিয়াগণের মধ্যেও ধাহারা ধর্মবিশ্বাসী, তাহারা এই শ্রেণীতে। তাহাদের বল সঞ্চারের জন্য, এবং তাহাদিগকে আশঙ্ক করিবার জন্যও এই সভার আহ্বান।

ধাহারা নূতন শিক্ষার ফলে অন্ধ-ধর্মী বলিয়া ঐষি প্রকাশিত ধর্মের নিন্দা করেন, বর্ণাশ্রম-ধর্মের বর্তমান কালের অমূল্যযোগীতা ব্যাখ্যা করেন, আর্ধ্য সভ্যতার উপযুক্ত সম্মান করিতে জানেন না, তাহাদিগকে সেই আর্ধ্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইবার জন্যও এই সভার আহ্বান।

লোকে পুস্তক পড়িতে চায় না, কিন্তু অনেকে কথা শুনিতে পারে, তাহাদিগকে কতকগুলি প্রকৃত সত্য শুনাইবার জন্যও এই সভার আহ্বান।

বর্তমান সমাজ, ধর্ম ও শাস্ত্ররক্ষকব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে, গুরু পুরোহিতকে, কুলের বিতুঙ্ক-রক্ষক, জাতীয় পবিত্রতামরক্ষক কুলাচার্য্যাদিগকে উপেক্ষা করিতেছেন। তাহাদের রক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন না। পণ্ডিত ও পুরোহিতগণও উপেক্ষিত এবং লালিত হইয়া বিবরী সমাজের কুহুটীতে ক্রমে ধর্ম ও আচার প্রভৃতি হইতেছেন, শাস্ত্র চর্চার উদ্যোগ হইতে-

ছেন, পাণ্ডিত্য উচিতরূপে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না। তদ্বিবন্ধন পাশ্চাত্য সভ্যতার আক্রমণ হইতে সমাজকে রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক নিকট পরাভূত হইতেছেন। পণ্ডিত পুরোহিতদিগকে বুঝান আবশ্যক যে, এখনও চেষ্টা করিলে, এখনও রীতিমত শাস্ত্রাত্যাস এবং ধর্ম ও সনাতন রক্ষা করিলে এখনও তাহারা বর্ণাশ্রমধর্ম ও সমাজ রক্ষা করিতে পারেন এবং তাহাই তাহাদের প্রধান কর্তব্য। সামাজিক বিষয়ীকেও বুঝাইতে হইবে যে, গ্রাসাচ্ছাদন নিকাহের পরেই তাহাদের প্রধান কর্তব্য—গুরু, পুরোহিত ও পণ্ডিত রক্ষা, যেহেতু তাহারা ধর্মরক্ষার ও শাস্ত্র-রক্ষার হেতু। পণ্ডিত ও পুরোহিতদিগকে এবং বিবরী সামাজিকদিগকে ইহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবার জন্যও এ সভার আহ্বান।

বর্তমানে বিবরীগণ কেবল অর্থোপার্জনেই ব্যস্ত। কিন্তু কেবল অর্থের দ্বারাই সুখ শান্তি হয় না। ধর্মহীন হইয়া অর্থ লাভে বরং সমাজ হইতে সুখ, শান্তি, সম্ভোবাদি সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। যে সুখের জন্য অর্থোপার্জনে ব্যস্ততা, সেই মূল উদ্দেশ্যই বর্তমানে ভুল। ধর্মরক্ষা শাস্ত্ররক্ষা, দেবতার শ্রীতিবিধান ও দেবালয় রক্ষা, পণ্ডিত, গুরু, পুরোহিত রক্ষা, গোচারণ ভূমি রক্ষা, বিতুঙ্ক জলাশয় রক্ষা ইত্যাদির উপযুক্ত বিধান সমাজে হইলেই সমাজে প্রকৃত সুখ শান্তি রক্ষা হইতে পারে এবং সমাজের প্রকৃত উন্নতি সম্ভাবিত হইতে পারে। এই সমস্ত কথা বুঝাইবার জন্যও এই সভার আহ্বান।

সকলেই অর্থচিন্তায় ব্যস্ত হইয়া সমাজকে উপেক্ষা করিতেছেন, তাহার ফলে নানা সামাজিক উপদ্রব ও কুজিয়া প্রভৃতি প্রশ্রয় পাইতেছে। বিবাহবিধিতে নানা কুপ্রথা উপস্থিত হইরাছে, প্রকৃত কোলিভের অর্থায়ন নবধা

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য আর লাইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

কর্মবিশিষ্ট জ্যোতিষের অবনতি হইতেছে, বালকগণ কুশিকা পাইতেছে এবং ধর্মজ্ঞ হইয়া অহুতিত জ্যোতির আশ্রয়কার স্বরূপে অমুখী হইতেছে এবং সমাজকেও অমুখী করিতেছে। এ সমস্ত গুরুতর বিষয় বুঝাইবার জন্য এবং এখনও সমাজকে এই সমস্ত উপদ্রবের হস্ত হইতে রক্ষার জন্য সকলকে উৎসুক করিবার জন্যও এই মহাসভার আহ্বান।

এখনও প্রকাণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজ আমাদের পিছনে রহিয়াছেন, তেরলক্ষ ব্রাহ্মণ এখনও বঙ্গদেশে বর্তমান আছেন, তাহার অধিকাংশই এখনও ধর্মে বিশ্বাসী। এই সমাজশক্তি উদ্বেষিত হইলে ধর্মরক্ষা সহজ সাধ্য, তবে উপযুক্ত বিভূত্বমতি পণ্ডিত ব্যবস্থাপক, বিভূত্বাচার ধার্মিক ধর্মোপদেশক সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের হস্তেই সমাজকে অর্পণ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে সমাজে উচ্চপদ দিতে হইবে, বিরুদ্ধাচারীকে সুপথে ফিরাইতে হইলে, অর্থমাত্রের সম্মান না করিয়া সৎ-কার্যেরই সম্মান করিতে হইবে। এই সকল গুরুতর বিষয় বুঝাইবার জন্যও একরূপ মহাসভার প্রয়োজন।

একরূপ মহাসভাতে সমস্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সম্মিলিত হইলে সহ সহস্র ব্রাহ্মণের সমবেত ও সমুচ্চারিত বাণী লোকের হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া বিশ্বাস উৎপাদন করিবে, নিজিত শক্তির উন্মেষণ করিবে এবং কার্যোৎসাহ জন্মাইবে, এই আশাতেই এই মহাসম্মিলনীর আহ্বান।

ডাই কলিভেল্লিগান—সভা সমিতিতে ধর্ম-কর্ম হয় না, এই মহাসভাও ধর্মকর্মের অনুষ্ঠান জন্য আহুত হয় নাই। ব্রাহ্মণের ততোভাব হুক করিবার জন্য তাহাদের ক্ষুদ্র উপরোক্ত উদ্দেশ্য সমূহের সিদ্ধির জন্য ব্যক্তি ও রাজনৈতিক ভাষার উন্মেষণ করাই এই মহাসম্মিলনীর আহ্বান হইয়াছে।

আলোচ্য বিষয় মধ্যে আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে। বিবাহব্যাপারে যে পণপ্রথার উল্লেখ আছে, তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও ধর্ম অধর্মজনক। বিবাহে এই পণপ্রথা সমাজ শরীরের একটা সংক্রামক ক্রতবরূপ, অচিরেই ইহার উচ্ছেদ না করিলে সমাজকে ধ্বংস করিবে। হিন্দুমাঝেই যদি প্রতিক্রিাবদ্ধ হইয়া পণ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলেই এ পাপ দূর হইবে।

রাষ্ট্রীয় কুলীনগণ মধ্যে মেল বন্ধনের কঠোরতা আজকাল অনেক শিথিল হইয়াছে। আমি নিজে বালকগণকে প্রতিযোগী মেলে বিবাহ দিয়াছি। বরং আশা করি—যখন মেলবন্ধনের সহিত ধর্ম অথবা শাস্ত্র বা আচার সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধ নাই, প্রত্যুত উহা রক্ষা করিতে যাইয়া অনেক সময় অবিবাহ্য বিবাহ-রূপ পাপ-সমাজে প্রবেশ করিতেছে। সুতরাং উহার কঠোরতা হ্রাস করিয়া কালীঘাটের সম্মিলনীর সিদ্ধান্তানুসারে কার্য্য করিলে মনে হয়, সমাজের উপকার হইবে।

অজ্ঞাত আলোচ্য বিষয়গুলি সমস্তই প্রয়োজনীয়। তৎসম্বন্ধে আমার পৃথক বক্তব্য নিম্নপ্রয়োজন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে সমস্ত বিষয়ই মীমাংসিত হইবে আশা করি। পূর্ক পূর্ক মহাসম্মিলনীর সিদ্ধান্ত সর্বথা গ্রাহ্য।

নিম্নপ্রণেত্রের হুটনোটে দেখিলাম—“বিশেষপ্রত্যাগতকে সমাজে গ্রহণ করা হইবে কি না, এ বিষয়ের আলোচনা বর্তমান অধিবেশনে স্থগিত রহিল।” আমার এ সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে—বলা বাহুল্য, এ বক্তব্য আমার ব্যক্তিগত। কেহ না ভাবেন যে, ইহা দ্বারা বর্তমান মহাসম্মিলনীর কোনরূপ অতিপ্রার প্রকাশ করিতেছি। বিশেষ প্রত্যাগতের গ্রহণ সম্বন্ধে কালীঘাটের মহাসম্মিলনীতেই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমার মনে হয়—পূণ্যের ভারতম্য হেতু উপস্থিত

হওয়ার তৎসম্বন্ধে নূতন বিচার আবশ্যক, সে বিষয়ে ভবিষ্যৎ অবস্থা পর্যালোচনার প্রয়োজন। এ সম্মিলনীতে সে বিষয় স্থগিত রাখা সম্ভব হইয়াছে। এ কথাটি একটু পরিষ্কার ভাবে বলিতেছি, পূর্ক লোক ক্ষেত্রের বিলাত প্রভৃতি দেশে ঘাইত। কর্তমানে ইউরোপে মহাপ্রবল আরম্ভ হওয়ার কেহ কেহ রাজ্যের আদেশে, কেহ বা রাজপক্ষের সাহায্যার্থ স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ইউরোপে গিয়াছেন। তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিলে ব্যবহার্য্য হইবেন কি না, এ বিষয়ে বিচার হয় নাই, মহাসম্মিলনীতে এই বিচার করা উচিত হইলেও তাহা নানা কাবণে এ ক্ষেত্রে হইয়া উঠিল না। তবু বাঁহারা রাজ্যের আদেশে বা রাজ্যের সাহায্যার্থে গিয়াছেন, তাঁহারা এদেশে জানিয়া সদাচারপ্ররায়ণ হইলে তাঁহাদিগের ব্যবহার্য্যতা বিষয়ে অতুল্য মত আছে, একথা স্বধর্মপরা-রণ শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি।

সভা ও সম্মিলনীর প্রয়োজনীয়তা দেখাইয়া এক্ষণে শাস্ত্র সাহায্যে যাহা বুঝিয়াছি, এবং যাহা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা বলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ হিন্দু নামে পরিচিত অথচ শাস্ত্রে সন্নিহান, শ্রোতৃগণকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। হিন্দু শব্দটি ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা নহে। উহা অজ্ঞদেশীয় শব্দ। আমাদের ধর্মের নাম সনাতন ধর্ম, অর্থাৎ নিত্যধর্ম। এই ধর্ম চিরকাল-ছিল, আছে, ও থাকিবে। যে সকল গুণ থাকিলে জীবকে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারা যায়, সেই সকল গুণসমূহের নাম সনাতন ধর্ম। ইহা সার্বভৌমিক সনাতন ধর্ম। ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা নাই, ক্রীষ্টান্ বন, মুসলমান বন, বৌদ্ধ বন, জোরো অষ্ট্রিয়ান বন, সকল ধর্মই এই সার্বভৌমিক সনাতন ধর্মরূপ মহৎ বুদ্ধের শাখা প্রশাখা মাত্র। সমস্ত ধর্মেরই নীতি শাস্ত্র এক, সমস্ত



ধর্মশাস্ত্রই পবিত্র, এবং তিন্ন তিন্ন জাতির  
তাদের নিজ নিজ ধর্মই অমূল্যের। তবে  
ভারতবর্ষের সমস্ত ধর্মই অমূল্যে সনাতন-  
ধর্ম নামে পরিচিত। ইহার অনেকগুলি  
বিশেষত্ব আছে। প্রধানতঃ তাহা  
বলিতেছি।

১। এখানে বর্ণাশ্রম-ধর্ম বিহিত এবং  
তাহা পালন করিতে হয়।

“অত্রাপি ভারতঃ শ্রেষ্ঠঃ জম্বুদীপে মহাস্থানে।  
বতো হি কশ্মীরেষা ততোহত্রা ভোগভূময়ঃ ॥  
অত্র জম্বুদ্বীপাং সহস্রৈরপি সন্তনঃ।

। কদাচিত্ত লভতে ভক্তমাত্ম্যং পুণ্য সঞ্চয়ং ॥”

জগতে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ভূমি; কারণ ইহা  
কশ্মীরি এবং অজানা ভূমি ভোগভূমি।  
এখানে অসংখ্য লোকের মধ্যে কদাচিত্ত কেহ  
জম্বুদ্বীপ পুণ্য সঞ্চয় হেতু মহত্ব জন্মগ্রহণ  
করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই  
চতুর্ভুজ লইয়া ভারতের সমাজ। “চতুর্ভুজ  
ময়ান্তঃ গুণকর্ম বিভাগশঃ”—গীতা। এই  
চতুর্ভুজের কর্ম ও ধর্ম পৃথক পৃথক। বর্ণা-  
শ্রমবিহিত ধর্ম জগতে ভারত ছাড়া আর  
কোথাও নাই।

২। ভারতের ধর্ম বিশ্বাস এই যে সর্বত্র  
ভগবান্ বিজ্ঞান। উপাসক যে মূর্তিতে ইচ্ছা  
ভগবানকে উপাসনা করিতে পারেন।  
আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সলিল, পৃথিবী, দিক,  
চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, লতা, তৃণ, শিলা, প্রাণী,  
ঘট, পট প্রভৃতি সর্বত্র এবং সমস্ত ঘেঁই  
ভগবানের সত্তা ভারতের আধ্যাত্মিক অস্তিত্ব  
করিয়া থাকেন। ভগবান্ বলিয়াছেন—

“নো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বত্র সর্বত্র ময়ি পশ্যতি  
তত্ত্বাং ন প্রপশ্যামি স চ মে ন প্রপশ্যতি ॥”  
“মন্তঃ পশ্যন্তঃ নাশ্রুং কিঞ্চিদপি ধনজর।  
ময়ি সর্বদিকঃ প্রোক্তং স্ত্রে মণিগণ ইব ॥”

“যো যো যাং যাং তস্য তস্যঃ শ্রদ্ধাভিকুনি-  
কৃতি,

তত্ত্ব তত্ত্বাং শ্রদ্ধাং তামেব বিবদাম্যহং ॥

স তস্য শ্রদ্ধা বৃক্ষস্তারাদনমীকতে।

লভতে চ তস্যঃ কামান্ মনৈব বিহিতান্

হি তান্ ॥”

যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং আমাতে  
সর্বত্র দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না,  
অর্থাৎ আমি প্রত্যক্ষ থাকিয়া রূপাদৃষ্টিপাতে  
তাঁহাকে অনুগ্রহ করি। আমি ছাড়া জগতে  
কিছুই নাই, মালায় মণিগণ যেমন স্ত্রে  
গ্রথিত থাকে, তেমনি আমাতে এই সমস্ত বিশ্ব  
গ্রথিত রহিয়াছে। যে যে ভক্ত আমার যে  
যে তত্ত্বকে অর্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, আমি  
সেই সেই ভক্তের সেই সেই তত্ত্বতে অচলা  
শ্রদ্ধা বিধান করি। এবং সেই সেই তত্ত্ব  
হইতে ভক্তগণ যে সকল অভিলষিত কাম  
পাইয়া থাকেন, তাহা আমিই প্রদান করিয়া  
থাকি।

৩। ভারতীয় ধর্মের তৃতীয় বিশেষত্ব এই  
যে, জগতের মধ্যে কেবল এইখানেই জ্ঞান-  
যোগিগণ—“সোহং,” “অহং ব্রহ্মস্মি,”  
“শিবোহং,” “সচ্চিদানন্দরূপোহং,” “তব-  
মসি” ইত্যাদি অদ্বৈতজ্ঞানের মহাবাক্য উচ্চা-  
রণ ও উপলব্ধি করিবার অধিকারী, জীবাত্মা  
ও পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান ভারতে ব্রাহ্মণ-  
জন্মেরই সম্ভবে। অন্যত্র নহে। পাশ্চাত্য  
দার্শনিকগণ এই তত্ত্ব দার্শনিকতত্ত্বরূপে বুঝি-  
য়াছেন; কিন্তু ইহার উপলব্ধি যে সম্ভবপর  
তাহাও এ পর্যন্ত বুঝিতে সক্ষম হন নাই।

৪। আধ্যাত্মের প্রধান ভিত্তি জন্মতির  
বিশ্বাস। আজ যিনি শূদ্র, কর্মপ্রভাবে তিনি  
জন্মান্তরে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ হইতে পারেন,  
এবং আজ যিনি ব্রাহ্মণ, তাঁহার কর্মদোষে  
জন্মান্তরে অধম বর্ণান্তরে হইবার কথা।

৫। ভারতীয় ধর্মের অপর একটা  
বিশেষত্ব আচার—“আচারহীনঃ ন পুনতি  
বেদাঃ” আচারহীন ব্যক্তিকে বেদও পবিত্র  
করেন না। আচার মানিয়া কাঁচা করিলে  
বেদটি সত্য সত্যই শিবমঞ্জির হয়। এবং  
তখন পৃথক্ আর বেদালয়ে উপাসনার জন্য  
যাইবার প্রয়োজন হয় না। তিন্মুখ শাস্ত্র বেদ,  
স্মৃতি, পুরাণ ও তত্ত্ব। বেদই মূলশাস্ত্র। ইহা  
অপৌরুষেয়, ইহাতে ভ্রম, প্রমাদ ও বিশ্রুতি  
(প্রভাষণ) নাই; ইহা অনাদি ও অনন্ত।  
স্মৃতি, পুরাণ সমস্তই বেদমূলক ও আধিপত্য-  
শিত; স্মৃতির আদ্য। যন্ত্রও স্মৃতি ভগ-  
বানেরই উক্তি। এই সকল শাস্ত্র যাহা শিক্ষা  
দেন—তাহাই আধ্যাত্মিক শিক্ষণীয় ও পাল-  
নীয়। এই সকল শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মধ্যে  
যাহার যেমন অধিকার, সে সেই মত কর্ম  
করিলে আধ্যাত্মিক অক্ষয় থাকিবে।

## Collections.

The new Indian Invention of  
Match-making machine.

দেয়াশলাইএর নূতন কল আবিষ্কার।

—:—

আজকাল শিল্পোন্নতি বিষয়ে আন্দোলন  
চলিলেও কাজে কিছুই হইতেছে না। শিল্পো-  
ন্নতি সম্বন্ধে অধুনা অনেকেরই মধ্যে গবর্ণ-  
মেন্টের মুখাপেক্ষতা দেখিতে পাওয়া যায়।  
গবর্ণমেন্ট কিছু না করিলে আমাদের সমস্ত  
কর্মশক্তি বেন জড়তাভাগ্য হইয়া যায়।

কিন্তু কৃষিক্ষেত্র, শিল্পক্ষেত্র, দিগ্বিদিক  
হইতে নিজের সৈন্যবিন কাঁচাও গবর্ণমেন্টের  
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বাই কেন? গবর্ণমেন্ট  
কি আমাদের কিছু করিতে নিষেধ করিয়া-  
ছেন? বর্তমানে আমাদের দেশে বাহ্যিক  
ধনীপদাচ্য, তাঁহাদের রূপাদৃষ্টি হইলে অনেক

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থস্বল্প আর সইন না, এখন পূর্ণস্বল্প দিতে হইবে।



কানই তো সহজসাধ্য হইয়া আসে। বাহারি ধনবান ও শক্তিবান, তাঁহারি দেশের ক্রন্দনে কর্ণপাত করেন কৈ? তাঁহারি তো সুবন্দনে বিস্তার। ব্যথিতের বেদনা নিবারণ করিতে তাঁহাদের প্রাণ কাঁদে কৈ? তাঁহারি চিরকাল ভয়ের ক্রোড়ে লালিত পালিত। সুতরাং দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ কি প্রকারে অমুভব করিবেন? প্রত্যুতঃ বাহাদের উপর দেশের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে, তাঁহারাই আজ নিমিলীভনোয়। কেহ যেন মনে না করেন, ধনী সম্প্রদায়ই আমাদের নিম্ননীয়। এখনও এমন অনেক মহৎ ব্যক্তি আছেন, বাহাদের উপর শত শত দরিদ্রের জীবনযাত্রা নির্ভর করে, বাহাদের অর্থসাহায্যে এখনও দুই চারিটা শিল্পের ক্ষীণজ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে। ইহারি নিঃসন্দেহ আমাদের গুরুত্বতার পাত্র।

গত ২৯এ বৈশাখের “বাক্সালীতে” প্রকাশ, “জিপুরার মুসলমান কালীকচ্ছের ধর্মপ্রাণ কর্মবীর ডাক্তার ত্রিযুত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় দিয়াশালাইয়ের কল প্রস্তুত করিয়াছেন। এই কলের মূল্য এক হাজার টাকা। একটি কলে ২০ জন হইতে ২৫ জন লোক কাজ করিতে পারে, এবং উহার কলে দৈনিক ২৫ হইতে ৩০ গ্রোস দিয়াশালাই উৎপন্ন হইতে পারে। একজন ম্যানেজার, দুইজন কেমিস্ট্রী জানা আই, এ, পাশ যুবক, দুই জন লোহার কাজ জানা কর্মকার, অবশিষ্ট ১৫ জন সাধারণ মজুর সঙ্গ লোক হইলেই চলে। ব্যয় মাসিক—

ম্যানেজার একজন—	৩০।
আই-এ পাশ দুই জন—	২৫+২৫=৫০।
কর্মকার দুই জন—	২০+১৫=৩৫।
মজুর ১৫ জন ১০। হিঃ—	১৫০।
কার্টের খরচ মাসে—	৫০।
পা খরচ মাসে—	২৫।

বিজ্ঞাপন খরচ—

২৫।

অভ্যন্তর খরচ—

৩৫।

২০ জন কর্মী লোক বারি কল চালাইলে মাসে ৪০০ খরচ। কিন্তু দুইজন কাজ করিলে ৬০০ হইতে ৭৫০ টাকার দিয়াশালাই মাসে বিক্রয় হইতে পারে। তাহা হইলে দেখা যায়, মাসে ২০, ২৫ টাকা লাভ থাকে। কলের উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে কর্মীগণ কর্ত্তে সুশিক্ষিত হইলে দৈনিক ৩৫ হইতে ৫০ গ্রোস দিয়াশালাই প্রস্তুত হইতে পারে।

মাননীয় মিঃ মোনাহাম, জিপুরার ম্যাজি-স্ট্রেট মিঃ ইমার্সনকে লইয়া অবাচিতভাবে এই কল দেখিয়া গিয়াছেন এবং কলটিকে সমস্ত পেটেন্ট করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বাক্সালা দেশের যে কেহ ইচ্ছা করিলে মহেন্দ্র বাবু বিনা ব্যয়ে তাঁহাকে দিয়াশালাইয়ের কাজ শিক্ষা দিতে রাজি আছেন।

প্রাপ্তকালের বিবরণ পাঠে জানা যায়, পাঁচ হাজার টাকা হইলে একটি দিয়াশালাইয়ের কারখানা সুন্দররূপে চলিতে পারে। প্রতি জেলার প্রতি মহকুমাতেই দুই চারিটা কল স্থাপিত হইতে পারে। প্রতি কলে ২০ জন লোক প্রতিপালিত হয় ও মাসিক ন্যূনপক্ষে ২০০ টাকা লাভ থাকে। এইরূপ একটি কাজ ধনী ব্যক্তির মধ্যে অনেকেই করিতে পারেন। এই কলের প্রতি সুখী-বৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া কর্তব্য।

উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত জলপাইগুড়ী, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া ও কোচবিহারে খ্যাতনামা অনেক জমিদারের বাস। আমরা আশা করি, এই দেশহিতকর কলের প্রতি জমিদারবর্গের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইবে। (রংপুর দর্পণ)

শ্রীগণেশচন্দ্র চক্রবর্তী।

## A New Process of making Blue-Black Ink.

### আমের কসি।

—:—

ভারতবর্ষে প্রচুর আম জন্মে। সেই আম ভক্ষণ করিয়া কসিটা লোকে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু উহা কেলিবার জিনিস নয়; উহা কাজে লাগাইতে পারা যায়। হই এক মণ্ডাহ পূর্বে আমরা এ বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, অনেকেই আমের কসির সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহিয়াছেন। সকলকে পৃথকভাবে পত্রোত্তর দেওয়া সাধ্যাতীত; বিশেষতঃ বাহারি পত্র লিখিবার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন, অথচ আমের কসিকে কাজে লাগাইতে পারিলে কিছু না কিছু উপকার পাইতে পারেন, তাঁহাদের জ্ঞান ও আমরা আবার আমের কসির কথা পাড়িলাম। এই আমের সময় প্রতি গৃহস্থের ঘরেই আচার প্রস্তুত করিবার জন্ত কিছু কিছু কাঁচা আম ব্যবহৃত হয়। আম থাকিলে ধনী নির্ধন কোন লোকেই ‘বৎসরকার কলের’ স্বাদ গ্রহণে বঞ্চিত থাকেন না। সুতরাং ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকিলে অনেকেই একটি অপচয় নিবারণ করিয়া দেশের কিকিৎ ধন রক্ষার সহায়তা করিতে পারেন।

আমরা যে বিষয়ের আলোচনা প্রস্তুত হইতেছি, তাহা রসায়ন শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং পত্রীকার কৃতকাব্য হইতে হইলে রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে কিকিৎ জ্ঞান থাকিলে কাজটি সহজ হইয়া আসে। সে বাহা হউক, বাহারি রসায়ন শাস্ত্র কিছুই জানেন না, তাঁহারি বাহাফে

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্যই দিতে হইবে।

কৃতকার্য হইতে পারেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা আলোচনা করিতেছি।

আমের কসির মধ্যে ট্যানিক এসিড মারক উৎকৃষ্ট করার একটা পদার্থ আছে, উহাই কালির প্রধান উপাদান। হরিতকী, বহেড়া, মাজুল প্রভৃতি কলেও এই পদার্থ অস্বাভিক পরিমাণে বর্তমান আছে। অধুনা লিথিয়ার ইংরেজী ব্রুয়াক কালি প্রধানতঃ মাজুল হইতে প্রস্তুত হয়। মাজুল দেখিতে ফলের মত হইলেও আসলে উহা প্রাণীজ পদার্থ আকৃতি ফলের ভায় বলিয়া উহা মাজুল (ইংরেজীতে Gall nut গল নট) নামে অভিহিত। উহা আমাদের দেশের জিনিসও নহে। আলেগ্নো এবং এশিয়ার যেখানে এখন যুদ্ধ হইতেছে, সেই দেশে ডুমুর জাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের শাখা প্রশাখার এক প্রকার কীট বাস করে। তাহার প্রজাপতির গুটি বাধিবার ধরণে স্রীষ দেহনিঃসৃত লালায় আবরণ নির্মাণ করিয়া তন্মধ্যে কিছুকাল অবস্থিত করে; পরে উপযুক্ত সময়ে সেই আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া যায়। সেই আবরণটির আকৃতি মটর হইতে ডুমুরের ভায়। কীট আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার পূর্বেই সেগুলি লংগ্রহ করিতে হয়। তাহারই নাম মাজুল। মাজুল প্রাণীজ পদার্থ, কিন্তু উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতেও অস্বাভিক পরিমাণে ট্যানিক এসিড পাওয়া যায়। আমের কসিতে কিছু বেশী পরিমাণেই আছে। সেই জন্ত উহা হইতে উৎকৃষ্ট কালি হইতে পারে।

কাঁচা অথবা পাকা সরস বা শুষ্ক সকল প্রকার আমের কসি হইতেই কালি প্রস্তুত করা যায়। কালির অপর একটি উপাদান লোহ। মাজুল, আমের কসি এবং ঐ ধরণের কবার ত্রব্যের ট্যানিক এসিড ও লোহ মিশ্রিত হইয়া কালিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ কালি এই দুইটা পদার্থের রাসায়নিক সম্মিশ্রণ

লনের ফল। লোহ হীরা কল হইতে সংগৃহীত হয়। সেই জন্ত মাজুল ভিজাইয়া বা সিদ্ধ করিয়া তাহা হইতে ট্যানিক এসিড বাহির করিয়া লইয়া তাহাতে হীরা কল মিশ্রিত করিলে মিশ্রিত ত্রব্যটি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিবে। উহাই কালি। লোহার কড়াতে আমের কসি সিদ্ধ করিয়া লইলেও কালি হইতে পারে। কিন্তু এই কালিতে যে পরিমাণ এসিড থাকে, তাহার আরও লোহ আকর্ষণের শক্তি থাকে। সুতরাং সে কালিতে লিথিলে উহা ঈদ পেনের লোহ আকর্ষণ করিয়া লয়; কাজেই কলমে শীঘ্র মরিচা ধরিয়া কলম ধারাপ হইয়া যায়। অতএব লোহপাত্রে সিদ্ধ করিলেও কিছু হীরা কল মিশ্রিত করা আবশ্যিক। হীরা কল আরও একটা কাজ হয়। হীরা কল লোহের সঙ্গে গন্ধক জাবক (Sulphuric acid) থাকে, তাহা কাগজের ভিতরে প্রবেশ করিয়া লিখন-টিকে স্থায়ী করিয়া থাকে। এইরূপে প্রস্তুত কালি দিয়া লিথিয়ার সময় লেখা ফলের মত দেখায়। পরে উহা যত শুষ্ক হইতে থাকে, অর্থাৎ উহাতে যত হাওয়া লাগিতে থাকে, ততই উহার ভিতর হইতে উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ ফুটিয়া বাহির হইতে থাকে। এরূপ ঘটবার কারণ এই যে, বায়ুই অক্সিজেন সহযোগে কালির বর্ণ উৎপন্ন হয়। লোহার কড়ার সিদ্ধ করিবার সময় কিঞ্চিৎ হীরা কল মিশাইবার সময় যে একটু হাওয়া লাগে, তাহাতেই ঐ সামান্য কাল রংটুকু ফুটে। বিলাত হইতে আমদানী অথবা এখানে প্রস্তুত ব্রুয়াক কালিই আজকাল সকলে ব্যবহার করেন। কালি শুধু কাল না করিয়া ব্রুয়াক করিবার দরকার কি? ঐ দিকে রং টুকু ঢাকিবার জন্ত। ব্রুয়াক কালি দিয়া লিথিয়ার সময় প্রথমে দু'রং দেখা যায়। পরে যত হাওয়া লাগিতে থাকে, তত কাল রং দু'রংকে ধর্ম করিয়া নিজের আধা ভিত্তর করে। কালি

ব্যবহার করিবার পূর্বে তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে হাওয়া লাগাইয়া ঘোর কাল রং ফুটাইয়া তোলা যায় বটে, কিন্তু তদপেক্ষা লিথিয়ার পর কাগজেই রং ফুটে ভাল। ইহা কালির স্থায়িত্বের অনেকটা সহায়তা করে।

কালি ভাল না হইলে তাহাতে ছাতা পড়ে। ছাতা-পড়া নিবারণ করা যাইতে পারে। বিক্রয়ার্থে বোতলে বা ঘোরাতে কালি ভরিবার পূর্বে তাহাতে ছাতা পড়াইয়া দিতে হয়। ইহা করিতে হইলে নিম্নলিখিত পদা অবলম্বন করিতে হয়। যে পাত্রে কালি প্রস্তুত করিতে হইবে, উহা মাটির, চীনা মাটির কড়ির বা কাচের হওয়া আবশ্যিক। কালি প্রস্তুত করিবার সময় তাহাতে এতটা জল লইতে হইবে যে, দেড়মাস কি দুইমাস ধরিয়া শুকাইবার পর নির্দিষ্ট পরিমাণ উপযুক্তরূপে ঘন কালি অবশিষ্ট থাকে। কালি তৈয়ার করিয়া পাত্রটি ঢাকা দিয়া ৫৬ দিন রাখিলে দেখা যাইবে, উহার উপর ধূসর বর্ণের একখানি সর পড়িয়াছে। ঐ সরখানি সাবধানে তুলিয়া ফেলিয়া দিয়া আবার ৫৬ দিন ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ প্রক্রিয়া করিতে করিতে এবং সর ফেলিয়া দিতে দিতে যখন দেখা যাইবে, কালিতে আর সর পড়িতেছে না, তখন বন্ধিতে হইবে, সর পড়া শেষ হইয়াছে। এইবার উহা যত দিনই থাকুক না কেন, উহাতে আর কখনও সর পড়িবে না। তারপর উহা বোতলে ভরিতে পারা যাইবে।

ব্রুয়াক কালি তৈয়ার করিতে হইলে কাল কালিতে দু'রং মিশাইতে হয়। দু'রং নীলবড়ি হইতে প্রস্তুত করাই নিম্নম। কিন্তু নীলবড়ি জলে অদ্রবনীয়। উহাকে অদ্রবনীয় করিতে হইলে অতি বিস্তৃত নির্জল গন্ধক জাবক (নর্ডহসেন সলফিউরিক এসিড—হীরা কল চুর্নাইয়া এই এসিড প্রস্তুত করিতে হয়) দিয়া নীলবড়িকে দ্রবীভূত করিতে হয়। কিন্তু

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

ইহা করা অতি কঠিন, আর নীলবড়িতে কালির  
রুং রুং ভাল দেখায় না। ইহার পরিবর্তে  
আর্দ্রাণীর আমদানী এক প্রকার কাঁচ রুং  
কালিতে ব্যবহৃত হইত। তাহাতে কালি  
প্রস্তুত করা খুব সহজ হইয়া পড়িয়াছিল।  
কিন্তু এখন আর্দ্রাণী হইতে রংয়ের আমদানী  
আদৌ নাই। (দর্শক)

## ওয়ারালটেরার যাত্রীর পত্র।

পূর্ব প্রকাশিতের পর।

সীমাচল।

—:—

ভিজাগাপাটাম হইতে সীমাচল ৭ মাইল  
পথ। সম্রাতি ওয়ারালটেরার পূর্বে “সীমা-  
চলম্” বলিয়া একটি ছোট ষ্টেশন হইয়াছে।  
এখান হইতে সীমাচল পাহাড় ৩ মাইল;  
এই তিন মাইল রাস্তা গো বানে যাইতে হয়;  
উহার ভাড়া ১০ আনা হইতে ১০ লাগে।  
কিন্তু আমরা ট্রেনে না যাইয়া এখান হইতে  
একেবারে যাতায়াতের জন্ত গাড়ী করিয়া  
লইলাম; কারণ ফিরিবার সময় সেখানে  
অনেক সময় গাড়ী পাওয়া যায় না। এখান  
হইতে সীমাচল যাতায়াতের গাড়ী ভাড়া  
২১০ টাকা দ্বাৰ্য্য হইল। আমরা প্রাতঃ-  
কালে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বেলা ৭ টার  
মধ্যে যাত্রা করিলাম। গাড়ী বরাবর ভিজা-  
গাপাটাম সহরের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিল।  
প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে আমাদের গাড়ী সহর  
অতিক্রম করিয়া মাঠের মধ্যে আসিল।  
এখানেও কেবল লক্ষা এবং তাহাকের চাষ  
ভিন্ন আর কিছুই নয়ন গোচর হয় না। আশে  
পাশে কেবল পাহাড়, এবং সেই পাহাড়ের  
পার্শ্ব দিয়া রাস্তাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়া  
গিয়াছে। বেলা ৮ টার সময় আমাদের  
গাড়ী সীমাচলম্ ষ্টেশনের নিকট আসিল।

ষ্টেশনটা দক্ষিণ দিকে রাখিয়া আমাদের গাড়ী  
বরাবর উত্তর মুখে চলিতে লাগিল, এইরূপে  
কত মাঠ, কত পাহাড় ও কত গ্রাম অতিক্রম  
করিয়া বেলা ১০ টার সময় লকট চালক  
আমাদিগকে সীমাচল পাহাড়ের নিম্নদেশে  
পৌছাইয়া দিল এবং গাড়োয়ান বলিল,  
“আপনারা পাহাড়ে উঠুন, আমি আমার  
অবদলকে জল পান করাইয়া আমিও একটু  
বিশ্রাম করি, আপনারা যতক্ষণ না ফিরিবেন  
ততক্ষণ আমি এইখানে উপস্থিত থাকিব।”  
এই কথা শুনিয়া আমরা পাহাড়ে উঠিবার  
জন্ত বাইতেছি, বলা বাহুল্য তখন প্রচণ্ড মার্ত্তও  
কিরণে আমাদের মস্তক দগ্ধীভূত হইতে-  
ছিল; পিপাসার কণ্ঠ শুক হইয়া যাইতেছিল।  
ক্ষুধাও বেশ পাইয়াছে, এখানে ২৪ খানি  
দোকান রহিয়াছে বটে কিন্তু চুড়া, শুড় এবং  
পাকোড়ি ভিন্ন ইহাদের নিকট আর কিছুই  
পাওয়া যায় না। একটি দোকানে দধি এবং  
হুগ্ধ রহিয়াছে দেখিয়া আমরা তথায় যাইয়া  
হুইজনে কিছু হুগ্ধ পান করিলাম এবং একটু  
সুস্থ হইয়া বসিলাম। আমরা মনস্থ করিলাম  
যে, পাহাড়ের নিম্নদেশে যাহা যাহা কিছু  
দেখিবার আছে, প্রথমে তৎসমুদায় দেখিয়া  
অবশেষে পাহাড়ে উঠিব। পাহাড়ের ঠিক  
নিম্নে একটি হিন্দু মন্দির দেখিতে পাইলাম,  
প্রবেশ করিয়া ১টি শিব মূর্ত্তি দর্শন করিলাম।  
তাহার পার্শ্বেই একটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন  
বিশ্রামাগার রহিয়াছে, কিন্তু ইহা সাধারণের  
জন্ত নহে। রাস্তা, জমিদার কিবা কোন  
উচ্চ পদস্থ কর্মচারীগণ সীমাচল দর্শনে আগ-  
মন করিলে এইখানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন।  
সময়ে সময়ে অনেক ইংরাজগণও সীমাচল  
দর্শনার্থ আগমন করেন, এবং এইখানে দুই  
তিন দিন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। ইহার  
দর্য্য কোন ধরচা দিতে হয় না। ভিজিরাণা  
গ্রামের মহারাজা সেইজন্য এই বাড়ি প্রস্তুত  
করাইয়া দিয়াছেন। এই বাড়ির ঠিক পার্শ্বে  
একটি পুষ্পোদ্যানও লক্ষিত হইল। আমরা  
উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আম,  
জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, কমলা লেবু ও  
কমলী বৃক্ষ সকল কেমন শ্রেণীবদ্ধ হইয়া  
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং তাহারই ছায়ায়  
দুই জনিজন পথিক বিশ্রাম করিতেছে।  
আমরাও একটি বৃক্ষতলার আশ্রয় লইয়া এই  
সকল নয়ন বিমোহনকারী শোভা সন্দর্শন  
করিতে লাগিলাম। উদ্যানের মধ্যস্থলে পাহাড়  
হইকে বরণা নামিয়া একটি সরোবরের সৃষ্টি  
করিয়াছে, তাহারই কূলে গোলাপ, জুঁই,  
মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি বিবিধ প্রকার পুষ্প  
প্রফুল্লিত হইয়া রহিয়াছে। এ অঞ্চলে এরূপ  
বৃহৎ গোলাপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।  
একটি পুষ্পের পরিধি প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি এবং  
সেই পুষ্পেই যেন উদ্যানটা আলোকিত করিয়া  
রাখিয়াছে আর তাহার সেই প্রাণ মাতোয়ারা  
সৌরভে চতুর্দিক আমোদিত হইয়াছে।  
আমরা সেই বৃক্ষের তলার কিয়ৎকালের জন্ত  
বিশ্রাম করিলাম। বেলা প্রায় ১২টা বাড়ি-  
য়াছে, এ সময় সূর্য্য কিরণ যে কি ভয়ানক,  
তাহা আর পাঠককে বুঝাইয়া দিতে হইবে  
না। কিন্তু ঠিক সেই সময় আমরা সেই  
বরণার সন্নিকটস্থ বৃক্ষছায়ার উপবেশন করিয়া  
ঠিক যেন সাক্ষ্য সমীরণ সেবন করিতেছি  
আর সেই সকল পুষ্পের স্বর্গীয় সৌরভ  
আভ্রাণ করিয়া যেন মস্তিষ্ক শীতল হই-  
তেছে। আমরা আর কাল বিলম্ব না করিয়া  
গাড়োয়ান করিলাম এবং সেই বরণার কিঞ্চিৎ  
জল পান করিয়া পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ  
করিলাম। আমরা ওয়ারালটেরারে আসিয়া  
অবধি এরূপ জল কখন উদরস্থ করি নাই।  
এই জল যেমন শীতল তেমনি সুস্বাদু। কি  
বলিব, বত পান করি, ততই আরও পান  
করিবার ইচ্ছা হয়।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ব মূল্য দিতে হইবে।

জনসাধারণের সুবিধার জন্ত ভিজিয়ান। প্রায়ের মহাশয়। প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া এই সীমাচল উত্তিবার প্রস্তরনির্মিত-সিঁড়ি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। আমরা বরাবর এই সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। সিঁড়ির দুই পার্শ্বে নালায় জায় জল নিকাশের পথ আছে, দক্ষিণ পার্শ্বে দিয়া কোম্পানীর জলের পাইপ উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এই পাইপ উপরে একটি বৃহৎ কক্ষায় মিলিত হইয়াছে। এই সীমাচলের জলই সমগ্র ভিজাগাপাটাম এবং ওয়ালটেমারে সরবরাহ হইতেছে। এ জল সোডা চূণ প্রভৃতি দিয়া রিকাইন করা হয় না। প্রকৃত স্বর্ণায় জল প্রবল বেগে পাইপের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে এবং সেই জলই লোকে সর্বত্র ব্যবহার করিতেছে, তাই এ জল এত স্বাস্থ্যকর, এত সুস্বাদু এবং এত উপকারী, আমরা ক্রমাগত সেই সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম, কতক দূর উঠিয়া একটি চাতাল দেখিতে পাইলাম, কারণ একেবারে সমুদায় সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠা অসম্ভব, সেইজন্য মধ্যে এই চাতাল অর্থাৎ বিশ্রাম স্থান করা হইয়াছে। আমরা এইখানে একটু বসিয়া আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। আবার ২০০ শত সিঁড়ি অতিক্রম করিবার পর আর একটি চাতাল পাইলাম। এখানে একটি ছোট কক্ষ আছে, কলের জলের জায় অনবরত জল পড়িতেছে। নিম্নে একটি চৌবাচ্চার জায় করা আছে, কাহারও জলের আবশ্যক হইলে উহা হইতে ব্যবহার করিতে পারে। এই চৌবাচ্চা জলে বোঝাই হইলেও উহার জলত আর বন্ধ করিবার উপায় নাই, কাজেই সেই জল সিঁড়ির দুই পার্শ্বে নালা দিয়া নিম্নে নামিয়া বাইতেছে। এতক্ষণ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া আমাদের পিপাসা বড়ই বলবতী হইয়াছিল। সেইজন্য আমরা সেই জল কিঞ্চিৎ

মুখে দিয়া দেখিলাম, ঠিক যেন বরফের জায় শীতল, আর তেমনই সুমিষ্ট। আমরা এই জল আকর্ষণ পান করিলাম এবং সেই চাতালে একটু বিশ্রাম করিলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার উঠিতে লাগিলাম। যত উঠিতেছি, সিঁড়ি আর ফুরায় না; আমরা এপর্যন্ত ৮০০ শত সিঁড়ি উঠিয়াছি; কিন্তু ইহার শেষ ত দেখিতেছি না। আরও কতক্ষণ উঠিবার পর সিঁড়ির দুই পার্শ্বে কয়েকটা প্রস্তর মূর্তি দেখিতে পাঠিলাম, কিন্তু ইহারা কোন দেবতার মূর্তি, তাহা কিছুই চিনিতে পারিলাম না। এইবার ক্রমশঃ সত উপরে উঠিতেছি, ততই পাণ্ডার আমদানী হইতেছে। কেহ বা সিন্দুর লইয়া আসিয়াছে, কেহ বা পুষ্পখাল্য লইয়া আসিয়াছে—কেহ বা বিষপত্র লইয়া আসিয়াছে; আমরা বুঝিলাম, ইহারা প্রত্যেকেই কিছু আশা করে। আমরা তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া উঠিতে লাগিলাম, তাহারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। তখন আমরা মনে করিলাম এইবার আমরা উপরে আসিয়াছি; কিন্তু তখনও সিঁড়ি ফুরায় নাই, আমরাও নাহোড়বান্দা, এই সিঁড়ি শেষ না করিয়া ছাড়িব না। আর কিছুক্ষণ এইরূপ উঠিবার পর সমুখেই দেখিলাম, প্রকাণ্ড মন্দির এবং সিঁড়িও এইখানে শেষ হইয়াছে। নিম্ন হইতে উপর পর্যন্ত সর্বশুদ্ধ ১০০৭টা ধাপ আছে। এইবার আমরা বুঝিলাম, এই ঠিক স্থানে আসিয়াছি। বেলা তখন ১১ টা বাজিয়াছে। আমরা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইলাম, কিন্তু তখন ভোগ মাগাদি হইয়া গিয়াছে এবং মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই মন্দিরে শিবমূর্তি বিরাজমান আছেন। কিন্তু আমাদের হ্রদয়বশতঃ দর্শন হইল না। বাহা হউক আমরা সেই মন্দিরটা প্রদক্ষিণ করিয়া উদ্দেশে সেই ভূতভাবন

ভগবান মহেশ্বরের চরণ বন্দনা করিলাম। মন্দিরটা বাহির হইতে দেখিলে বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ভিতরের কারুকার্য সকল এখনও যেন নূতন বলিয়া পরিচয় দিতেছে। মন্দিরের বাহিরেই একটি প্রকাণ্ড গরুড় তন্ত। তাহার চতুঃপার্শ্বে পাণ্ডাদের অর্থাৎ তথাকার অধিবাসীগণের কুটির। এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, এখানে নাকি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ ছিল এবং তিনি বহুতে নাকি এই শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

সীমাচল হিন্দুদিগের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে বৎসরে ২টি মেলা হয়। একটি চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে, অপরটি একাদশীর দিন। প্রথমোক্ত পূর্ণিমার নাম “কল-তানাম” ইহা পঞ্চদিন ব্যাপী সমারোহ। দ্বিতীয়টির নাম “চন্দনঘাতা”; ইহা কেবল একদিনমাত্র হইয়া থাকে। ঐ সময় এখানে অনেক দেশ দেশান্তর হইতে প্রত্যাহ আর দশ হাজার লোকের সমাগম হয়। আমরা এখান হইতে আরও কিঞ্চিৎ উপরে উঠিলাম। সেখানে কেবল অমি কাঁঠাল এবং কমলা লেবুর বাগান। এখানে সকল বৃক্ষের ফলই অতি উৎকৃষ্ট। নিম্নের বাগানে যেরূপ গোলাপ দেখিয়া আসিয়াছিলাম, উপরে যত যাই, ততই রাশি রাশি সেইরূপ গোলাপ ফুটিয়া বাহিয়াছে। সীমাচল এই গোলাপের জন্তই প্রসিদ্ধ। উপরের রাস্তা বড়ই বন্ধুর; কারণ এখানে সিঁড়ি নাই, কেবল উচ্চ এবং নিচু পাথর সকল ইতস্তত পড়িয়া রহিয়াছে; উহার উপর দিয়াই বাইতে হয়। আর আশে পাশে কেবল কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমরা আর উপরে উঠিলাম না। বরাবর মিচো-নামিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমাদের শকটচালক গাড়ী লইয়া আমাদের জন্ত অপেক্ষা করিতেছে। উঠিবার

পূরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



সময় আমাদের বেরণ কষ্ট ও পরিশ্রম হইয়াছিল কিন্তু নামিবার সময় আমাদের কোন কষ্ট হয় নাই। যাহা হউক, আমরা আর কালবিলম্ব না করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। বেলা তখন ৪টা বাজিয়াছে। গাড়োয়ান বেগে অগ্রচালনা করিয়া সন্ধ্যার সময় আমাদের কাছে সেই টাণার ছত্রে পৌছাইয়া দিল। ভেঙে বাজালী, সমস্ত দিন ভাত না খাইয়া বড়ই দুর্বল হইয়াছি, তাহার উপর আবার এই পথশ্রমে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি; সেইজন্য পাঠকগণের নিকট বিদায় লইয়া একটু বিশ্রাম করিতে চলিলাম।

আমার এই কৃৎ “ওয়ালটেরার যাত্রীর পত্র” এইখানে সমাপ্ত হইল। সিমলা, দার্জিলিং এবং অন্যান্য স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সমরাস্তরে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

বিনীত—

জীনীলকণ্ঠ সুখোপাধ্যায়।

## HOMOEOPATHIC NOTES.

### হোমিওপ্যাথিক নোট্‌স।

#### এব্রোটেনম্।

#### ABROTANUM.

সাউদার্ন উড্ (Southern wood)

ইহা কম্পোজিটা শ্রেণীভুক্ত।

ক্রমাগত কোষ্ঠবদ্ধতা এবং উদরাময়, অজীর্ণ খাদ্য মলের সহিত নির্গত হয়। শৈশব কালীন শীর্ণতা রোগ। অত্যন্ত শীর্ণ বিশেষতঃ পায়ের শীর্ণতা specially marked emaciation of legs, (আইড্, সানিক, টিউব) চর্ম-কোমল, শিথিল, তালু হইয়া গুলিয়া পড়ে (এইরূপ শীর্ণ হাড়ের চর্ম কোমল ও শিথিল হয়, তালু হইলে স্ট্রামিউর, সানিকিউলা

ঔষধের সহিত তুলনা করিয়া পার্থক্য স্থির করা উচিত।)

কররোগে (in marasmus) মস্তকের দুর্বলতা, মস্তক বাড় পৌঁছা করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে না (ইথুলা) কেবল নিম্নাঙ্গের শীর্ণতা, অত্যন্ত ক্ষুধা, অধিক আহার করে, কিন্তু ভাল খাইলেও শীর্ণতা—মাংসহীন (Loosing flesh while eating well) (আইড্, নেট্র-মিউ, সানিক, টিউবারকিউলিয়াম)।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কঠোরক সংকোচন, তজ্জন্ত খালধরা এবং শূলানী বেদন, বাত ক্ষতি আরম্ভ হইবার পূর্বেই ব্যাথাতিশয় নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

হঠাৎ উদরাময়, অথবা অল্প কোন প্রাব বদ্ধ হইয়া যদি বাত হয়, অর্শ বা আমাশয়ের সহিত ক্রমাগত বাত। গেটে বাত—গাঁট, অনমনীয়, ক্ষীণ, বিকনের প্রায় বোধ হয় (pricking sensation) খোঁচানি বেদনাবৎ বোধ, হাত পায়ের কজায় ব্যথা এবং প্রদাহ হয়।

চলৎশক্তি রহিত—সর্সাজ ব্যথা। Itching chilblains চুলকানিযুক্ত শীতকত, অর্থাৎ শীতজনিত চর্মরোগ, (Agar.)

শিশুদের অতিশয় দুর্বলতা এবং দূষিতজ্বর (A kind of hectic fever) দাঁড়াইতে পারে না।

শিশু হঠাৎ স্বভাব, খিটখিটে এবং হতাশ (Cross and despondents) উগ্র স্বভাব, নিষ্ঠুর, অমাত্রনিক কার্যে প্রবৃত্তি।

মুখের আকৃতি—জরা, বৃদ্ধের প্রায় ফেকাশে, এবং রেখাযুক্ত (Wrinkles)।

সম্বন্ধ—ফোড়াতে হিপার সল্ফের পর, প্রুরিসি বা ফুসফুসে জলসঞ্চয় রোগে একো-নাইট এবং ব্রাইরোনিয়াস পর, যখন আক্রান্ত দিকে স্বায়রোধকর চাপযুক্ত বেদনা থাকে।

অধিকার।

ডাক্তার কাউপারথোরেট শিশুদিগের কোরও (Hydrocele) রোগে, মূত্রপাণ্ডুরোগে ব্যবহার করিয়া সুফল পাইয়াছিলেন।

ডাক্তার ম্যাস শিশুদিগের শীর্ণতা রোগে (Marasmus) সার্সাপেল্লা, আরোডিন, নেট্রাম মিউর, এবং এব্রোটেনমের তুলনা করিয়া করিয়াছেন। কারণ এই শীর্ণতা রোগে উপরোক্ত ঔষধগুলি প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সার্সাপেল্লার শীর্ণতা—গলা সর ও শুষ্ক কৃষ্ণিত।

আরোডিনে—সার্সাজিক শীর্ণতা। নেট্রাম মিউরে—রোগী প্রায় ভাল কিন্তু শীর্ণ হয়, এই শীর্ণতা গলকোশেই অধিক।

এব্রোটেনমে—রোগীর রাস্তসবৎ ক্ষুধা, কিন্তু সার্সাজিক শীর্ণতা, বিশেষ পদদ্বয়ে।

ডাক্তার রাইমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভৈরবজাতক দেখা যায়, ইহা ক্যালি বাই ক্রমিকার প্রায় আমবাতিক (Rheumatic) ও আমরক্তের (Dysentric) লক্ষণের পর্যায়শীলতাভাব প্রকাশ করে।

ডাক্তার সোরেনার লিখিয়াছেন যে, আর্টিমিশিয়া তিন প্রকারের ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়, ডাক্তার ডিভেন্টার আর্টিমিশিয়া এব্রোটেনামটাই ভাল বাসিতেন এবং যেখানে শিশুর ক্ষুধা ভাল অথচ খাইলেও জীর্ণ হয় না সেই স্থানে উপযুক্ত মনে করিতেন। মৃগী রোগে ইহা ব্যবহৃত না হইয়া আর্টিমিশিয়া ভুলগারিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সচরাচর নিম্নক্রমই ব্যবহার্য।

পুরাতন “কাজের লোক” গের হইতে চলিল, তৎপর লটন।



## EDITOR IN COUNCIL.

### সম্পাদকীয় মন্তব্য-সভা।

মাননীয় শ্রীযুক্ত “কাজের লোক” সম্পাদক, মহাশয় সমীপে—

মাননীয় মহাশয়,

সাইকেলের লঠনে আলোইবার জল Cycle oil কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার একটা কর্মসূচী প্রকাশ করিলে চিরায়ত্তগৃহীত হইবে। আমি আপনাদের প্রথম হইতেই গ্রাহক, আশা করি, উত্তর লাভে বঞ্চিত হইব না।

শ্রীযুক্তগোপাল চট্টোপাধ্যায়।

গ্রাহক নং ২৮৭৩।

উত্তর। নিম্নলিখিত উপায়ে আপনি সাইকেল অয়েল প্রস্তুত করিলে সন্তুষ্ট হইবেন।

Sperm oil	8 part
Parafin oil	3 part
Camphor	1 part

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিলেই উৎকৃষ্ট সাইকেল অয়েল প্রস্তুত হইবে। ইহা আপনি ভাল লেবেলাদি দিয়া বাজারে বিক্রয়ও করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সুখোপাধ্যায়।

হুম্মানের দোরান্দোয়র প্রতিকারপ্রার্থী।

উত্তর। হুঃখের বিষয় আমরা এ বিষয়ে কোন বিশেষ পরামর্শ দিতে পারিলাম না।

## Things worth remembering.

### স্মরণযোগ্য তথ্যাবলী।

—:—

রোগীর কক্ষস্থ বায়ুসংশোধনের উপায়।

১। পেরাজ একটা উৎকৃষ্ট সংক্রামক রোগজীবাণু নষ্টকারক। অনেক সংক্রামক

ব্যাধির ক্ষয়করকণী পেরাজকে কাটিয়া এক খানা ডিসের উপর দিয়া কক্ষের মধ্যে রাখিলে গৃহস্থ দূষিত বায়ু সংশোধিত হয়।

২। নরনারাই কক্ষমধ্যে হস্তপ্রকাশনের জন্য জল রাখা উচিত।

৩। একটা পায়ে Chloride of lime নীতল জলে সলিউশন করিয়া রাখিয়া দিলে গৃহস্থ দূষিত বায়ু সংশোধিত এবং রোগজীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এই সলিউশনকে আলোড়িত করিয়া দিতে হয়।

৪। গৃহমধ্যে কোন জীবজন্তু মরিয়া পড়িয়া দুর্গন্ধ হইলে একখানা জলজ্ব অঙ্গারে একটু আলকাতরা গোড়াইয়া দিলে বায়ু সংশোধিত হয় এবং দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

৫। আমাদের ধূপধূনার গন্ধ চিরকালই বায়ু সংশোধনে প্রসিদ্ধ।

৬। দাঁতের গোড়ার বেদনা হইলে এক খানা Horseradishকে চাচিয়া তাহার কুচা যে ধারের দস্তে বেদনা, সেই ধারের হাতের কজীতে বাঁধিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারিত হয়। ঐ কুচা যে ধারে বেদনা, সেই ধারের মাড়ীর উপর দিয়া রাখিলেও বেদনা উপশম হইবে।

৭। গৃহে আলোক আলোইয়া দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শুইয়া অনেকের অকস্মাৎ মৃত্যু হইয়াছে, এ অভ্যাস অবশ্যই নিষিদ্ধ।

## Home Industries.

### গার্হস্থ্য শিল্প।

—:—

এই বর্ষা কালে জুতাকে ওয়াটার প্রুফ করিয়া লইলে সহজে নষ্ট হয় না। সায়েন্টিফিক আমেরিকান নামক পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া আছে—

পুরাতন “কাজের লোক” লেখ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

মসিয়ার তৈল ১০ ভাগ  
তেঁতার চর্কি অর্ধ ভাগ  
মৌ-মোম অর্ধ ভাগ

অগ্নির উত্তাপে উত্তমরূপে গলাইয়া মিশ্রিত করতঃ এই গরম অবস্থাতেই জুতার একটা ত্রণ দ্বারা লাগাইয়া দিতে হইবে। কাল জুতা হইলে ইহার সহিত সামান্য পরিমাণ আইভরি ব্ল্যাক মিশাইলেও মন্দ হইবে না। ইহা চীনে করিয়া পেটেন্টে করিয়াও বিক্রয় করা যায় কিন্তু গরম করিয়া ব্যবহারের ব্যবস্থা।

## Electric Toothache-Cure.

### দন্তশূলের বৈদ্যুতিক আরক।

ক্যান্ডর ১ আউন্স  
সলফিউরিক ইথার ১ আউন্স  
টাং লডেনম ১ আউন্স  
টাং কেইনী ১ আউন্স

এই সমস্ত তুলিলে ১ ড্রাম শিশিতে পুরিয়া লেবল দিয়া বিক্রয়োগযোগী করিতে হয় এবং প্রত্যেক শিশির মূল্য ৯.০ হইতে ১০ আনা করিলে প্রচুর বিক্রয় হইয়া থাকে।

ব্যবহারের প্রণালী—একটু তুলাকে উক্ত আরকে ভিজাইয়া দস্তের যে স্থানে বেদনা তাহাতে লাগাইয়া দিলে মুহূর্তে যন্ত্রণা দূর হইবে। কিন্তু ঢোক গিলা নিষিদ্ধ।

### উৎকৃষ্ট লোমনাশক চূর্ণ।

ক্যালসিয়াম সলফাইড ৪ আউন্স  
চিনি ২ আউন্স  
টার্স পাউডার ২ আউন্স  
অয়েল লিমন (ওজনে) ৩০ গ্রেণ  
অয়েল লিপারমেন্ট (ওজনে) ১০ গ্রেণ

উত্তমরূপে মিশাইয়া শিশিতে পুরিয়া বিক্রয় করিতে হয়। ইহার কিঞ্চিৎ লইয়া জলে তুলিয়া লোমমুক্ত স্থানে লাগাইয়া একটু

পরে দুইরা ফেলিলে চুল উঠিয়া যায়। ইহা ব্যবহারের পর হস্ত উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া উচিত।

### কেমন করিয়া কয়প্রাপ্ত মুদ্রার লেখা শুদ্ধিকে পুনর্জীবিত করিতে হয়।

যে সকল মুদ্রা ক্রমাগত ব্যবহার করিয়া কয় প্রাপ্ত হইয়া যায়, সেই সকল পোছা টাকা পরমাকে অগ্নির উত্তাপে ক্রমশঃ উত্তপ্ত করিলে তাহার লেখাগুলি ফুটিয়া উঠিয়া থাকে। এই উপায়ে অচল পুরাতন মুদ্রাকে পুনর্জীবিত করা যায়।

Decorator's Assistant 143.

### কাগজ বা টিকিটে আটা বা গদ লাগাইবার নূতন উপায়।

টিকিটের পৃষ্ঠদেশে যেমন গদ মাখান থাকে সেইরূপ গদ মাখাইয়া রাখিলে লেবেলাদি সামান্য জলে স্পর্শ করিয়া লাগাইয়া দিলে বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে। সেইরূপ গদ প্রস্তুতের একটা প্রক্রিয়া আছে। সে পদ্ধতি নিম্নে লিখিত হইল।

#### প্রক্রিয়া।

১ পাউণ্ড আকারে আত্মী গদকে ৩ পাউন্ড জলে মলাইয়া তাহাতে ১ টেবেল স্পুন-ফুল গ্লিসারিন এবং ১ টেবেল স্পুন মধু মিশ্রিত করতঃ একটা ক্রানেলের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লও। তাহার পর সেবেল বা টিকিটের পৃষ্ঠদেশে কাগজ খানাকে কোন সমতল জমিনের উপর রাখিয়া স্পঞ্জ দ্বারা পাতলা একটা পোর্চড়া টানিয়া বাতঃ ক্রম ব্যবহার করিও না।

যদি এই পদ্ধতি অনেকদিন ব্যবহার রাখিতে চাও, তাহা হইলে ইহাতে কয়েক কোটা অয়েল স্কোভল বা কয়েক ডেলিভারি মাফিয়া রাখিয়া থাক, ঠিক থাকিলে।

গ্লিসারিন এবং মধু দিবার উদ্দেশ্য সহজে পরস্পর জড়াইয়া যাইবে না এবং রোজে কৌড়াইয়া যায় না। আর এই পর্য্যন্ত থাক।

কাগজের দুই লাতা বসতঃ কাগজ চালানই কর্তন হইয়াছে, বাধা হইয়া কাগজের আকার কিছু ছোট করিতেই হইতেছে। পাঠকগণের নিকট এজ্ঞা আমরা অপরাধী, কিন্তু অবস্থার দ্বারা ব্যবস্থা না করিলে উপায় নাই।

### নানাকথা।

—o—

নরওয়ের রাজধানী কোপেনহেগেন হইতে প্রকাশিত “টাইডল টেণ্ড” নামক সংবাদ পত্রে ইউরোপীয় যুদ্ধান্তের পর হইতে যতগুলি নরওয়ে দেশীয় জাহাজ ডুবো জাহাজ কর্তৃক কিংবা “মাইন” সংঘর্ষে নষ্ট হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। তালিকার প্রকাশ যে, সর্বমুদ্র ১১ খানা নরওয়ে দেশীয় জাহাজ উক্ত প্রকারে নষ্ট হইয়াছে; আর পাঁচখানি জাহাজের অবশিষ্টের কতি হইয়াছিল, সেগুলিকে যেমন করিয়া হইয়াছে। আক্রমণে ৭৭ জন নাবিক প্রাণ হারাইয়াছে। জাহাজগুলির ও তাহাদের মধ্যে যে মাল বোঝাই ছিল, তাহার মূল্য মূল্য একটা জাহাজের সমিক হইবে। কেবল মাত্র নরওয়ে দেশীয় ২০ খানা জাহাজ নষ্ট হওয়ার কত টাকার ক্ষতি হইয়াছে, তাহা বিবেচনা করিলেই অসংখ্য উপস্থিত হয়।

এইরূপ অন্যান্য দেশেরও কত জাহাজ ও মাল নষ্ট হইয়াছে। কাল মূল্য।

আবার কেরোসিনে আবৃত্ত্য।—

৪ লাখ মায়ের লেন নিবাসী রত্নবালা দাসীর মৃত্যু সম্বন্ধে করোনারের তদন্ত শেষ হইয়াছে। দাসীদেবীর মৃত্যু প্রকাশ পাইয়াছে যে, গত ২৬শে এপ্রেল বাড়ীর লোকেরা রত্নবালাকে তাহার নিজ কক্ষে আগুনে পুড়িতে দেখিতে পায়। তাহার মৃত্যুর দরজা ভিতর হইতে খিল দেওয়া ছিল, ঘরে তাহার স্বামী ছিল না। দরজা খুলিয়া দেখা যায়, রত্নের মৃত্যু হইয়াছে এবং তাহার মৃতদেহের পার্শ্বে একটা কেরোসিনের বোতল রহিয়াছে। মৃত্যুর স্বামী বলিয়াছে, পূর্বদিন রাতে সে বাড়ী ছিল না। পাঁচ জন জুরীর মধ্যে তিন জন বলেন, রত্নবালা আবৃত্ত্য করিয়াছে; অপর দুই জন বলেন, স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিয়াছে বটে, কিন্তু কেমন করিয়া তাহার দেহে অগ্নি সংযোগ হইল, তাহা প্রকাশ পায় নাই।

### পোন্ধারের দোকানের ডাকাতি।

বহুলোক গ্রেপ্তার।

কর্পোরেশন স্ট্রিটের কাকরচাঁদ দত্ত নামক পোন্ধারের দোকান হইতে মোটরে-চড়া ডাকাত আসিয়া রক্তলতার দেখাইয়া যে ৮০০০০ টাকার অলঙ্কার লইয়া দিয়াছিল, এতদিনে বোধ হয় তাহার কিনারা হইল। সম্মতি ভবানীপুর অঞ্চলে পরগুর, চাউল-পটী, কাঁসারিপাড়া ও হরিণ মথারি স্ট্রিটে অনেকগুলি বাড়ীতে খানাতল্লাস হইয়া গিয়াছে। ফলে একজন বাঙ্গালী পোন্ধার ও ৮ জন বাঙ্গালী যুগ (আধিকারী-হাজ) গ্রেপ্তার হইয়াছে। কলকাতার নন্দনের লেনে একজন পশ্চিম লোকের বাড়ীতেও খানাতল্লাস হইয়াছে। তাহাকে গ্রেপ্তার করা

পুরাতন “কাগজের লোক” দেয় হইতে চলিয়া, তৎপূর লইল।

হইয়াছে এবং শুধুমাত্র টাকার অলঙ্কার পাওয়া  
গিয়াছে।) প্রকাশ্যে কলিকাতা হইতে যথেষ্ট  
কড়কড়িৎ অলঙ্কার লনাকড় করিয়াছে। এই  
পশ্চিমা যোকটা কুস্তীগীর পালেজিন এবং  
বাক্সালী ছোকরারা তাহার সাক্ষর—তাহার  
কাছে কুস্তিখেলা শিক্ষা করে বলিয়া প্রকাশ  
পাইয়াছে।

## মহিম বাবুর মুষ্টিযোগ সংগ্রহ।

—:—:—

### চোক উঠার মুষ্টিযোগ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১। লেবুর রস দিয়া লোহপাত্রে উপর  
সুপারী বসিয়া চণের পাতার উপর প্রলেপ  
দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়। যেন চক্ষের তিতরে  
না যায়, তাহা হইলে জালা করিবে।

মনোময়।

২। রক্তচন্দন বিষয়া চক্ষুর পাতার  
প্রলেপ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হয়।

৩। ছোট পেঁয়াজের রস এক ফোটা  
চক্ষের মধ্যে দিলে জল কাটিয়া চক্ষুর লাল ও  
বেদনা উপশম হইতে পারে।

৪। হাতিগুড়ার পাতার রস এক ফোটা  
চক্ষের মধ্যে দিলে চক্ষু উঠা ভাল হইবে, ইহা  
পরীক্ষিত ঔষধ।

২ চামচা হুৎ একসের জলে জাল দিয়া  
ফুটাইয়া সেই জলের ভাপরা চক্ষু চাহিয়া  
লইলে মহৎ উপকার হইবে।

এই চক্ষে হুৎের ভাপরা দেওয়ার কথা  
তোমিষপ্যাথিক চিকিৎসা প্রকরণেও  
যোদিত।

এক ফোটা কলিকাতা তেল-মিষ্টা দ্রব্যের  
পাত্রে লবণ বসিয়া ১ বার বালি জলে

বাত্তে অর্থে দ্রবীভ করিবে, তাহারপর তেলাক  
অর্থে কোন কলম দের, সেইরূপে চক্ষের  
কিনারক দিলে অতিশয় উপকার হইবে।  
মনোময়।

### হাঁপাণীর ঔষধ।

কুমারী পাতার গাছে একপ্রকার কীট  
তুলনীর গুচ্ছ ডাটা দিয়া বাসা করে, সেই  
বাসা কীট সমেৎ তাহার বাহুলীতে পুরিয়া  
গললেণে ধারণ করিলে আরোপ্য হয়, কিন্তু  
এইরূপ পোকের বাসা পাওয়া কষ্টকর।

### পালাজ্বরের ঔষধ।

আঁশ শেওয়ার পাতা জর আসার পূর্বে  
রোগীর হইকাণে বান্ধিয়া দিলে পালাজ্বর  
বন্ধ হইবে, কিন্তু রোগীকে এ ঔষধ প্রকাশ  
না করাই ভাল। কারণ তাহা হইলে বিশ্বাস  
ধাকিবে না। পরদিন মানব বা জীব জন্তর  
সম্মুখে না পড়ে, এমন স্থানে কেলিকা দেওয়া  
উচিত।

তেলাকুটার পাতা খেতো করিয়া পুঁটলী  
করিয়া পালার দিবস অতি প্রত্যায়ে রোগীকে  
শোঁকাইলে ১ দিন অন্তর পালা জর ভাল হয়।

নীল অপরাজিতার পাতা অথবা পালতে  
মানবের পাতা ঐরূপে শোঁকাইলেও পালা  
জর বন্ধ হয়।

### দ্রোহিক জ্বর।

কুমীরে পোকের যেটে বাসা তাকিয়া কচি  
বাচ্চাটা কলার মধ্যে পুরিয়া-খাইলে এই জ্বর  
বন্ধ হয়।

(চন্দ্রকান্ত ঘোষ।)

### কোড়া কাটা ইষ্টর বন্ধ উপায়।

১। আঁপাতের পাতা যবন দ্বারা বাঁটিয়া  
পাকা কোড়ার মুখে প্রলেপ দিলে কোড়া  
কাটিয়া বাইরা পূজ বাহির হইয়া পড়িবে।

(বিসময় রায়)

২। কাল কিসদার পাতা বাঁটিয়া কোড়ার  
উপর প্রলেপ দিলে কোড়া কাটিয়া যায়।

পুলিন ঘোষ।

### পুরাতন জ্বরের পাঁচন।

ইহা যে খুবই উৎকৃষ্ট পাঁচন, তাহা ইহার জ্বা  
সমূহের ভালিকা দেখিলে বুঝা যাইতে পারে।

গুলক, কাগমেব, ক্ষেতপাবড়া, নিমহাল,  
চিরতা, লালতে, জিফলা, জোয়ান, মটরী,  
পেপের আটা, সোনামুখী, কলখা, আলি, বামিনী  
হরিজা, দাক হরিজা, হিং, পিপুল মূল, চিতা,  
মুখা কালজীরা, বামান হাটী, হরিতকী,  
অনন্তমূল, যেতপুরুনী পলতা, দেবদাক,  
আকন্দ, সজনার ছাল, সিউলী পাতার রস,

উপরোক্ত ঔষধ গুলীর প্রত্যেকটি ১০  
ওজনের পরিমাণ লইয়া সিদ্ধ করিয়া এতাহ  
একবার সেবনীয়। (চন্দ্রঘোষ)

### আমাদের মন্তব্য।

প্রত্যেক জ্বরের গুণ বিধায় করিলে  
এই ব্যবস্থা পত্র উৎকৃষ্ট, কিন্তু মহিম বাবুর  
একটু গলদ এই, কত জলে কতকণ সিদ্ধ  
করিয়া কতটুকু থাকিতে নায়াইতে হইবে,  
পূর্ণবয়স্কের পরিমাণ কত, প্রতিদিন নূতন  
করিয়া খাইতে হইবে কিনা, এসকল মহিম বাবু  
পরিষ্কার করিয়া তাহার পাণ্ডুলিপিভে পিথেন  
নাই, হুতরাং আমাদের অনুরোধ, তিনি যেমন  
অবিলম্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া “কাজের  
লোক” প্রকাশের জন্য প্রেরণ করুন। নচেৎ  
পাঠকগণ কোন বিটকণ কথিয়ারেয় সহিত  
পরাক্রম করিয়া যেন ব্যবহার না করেন।

“কাজেরলোক” সম্পাদক।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

## কবিতা

পাট উৎপাদনের জন্য বাইটেট,  
অক্সোডা ব্যবহার করিবার  
প্রণালী।

পাট জমিতে বুনিলে জমির উর্বরাশক্তি  
হ্রাস হয় অর্থাৎ জমির মধ্যে তাহার পৌষগো-  
পযোগী যে খাদ্য পান, তাহা সম্যক গ্রহণ করে  
বলিয়া জমি দীর্ঘই শক্তিহীন হইয়া পড়ে।  
সেই অভাব জমির শক্তি হ্রাসের রূপান্তরে ও পাটের  
ঐক্য সাধনার্থে জমিতে রাসায়নিক দ্রব্য  
যেমন কর্তব্য; অতএব ৫০ মণ গোবালের সার  
সহিত ১ মণ সুপার ফসফেট ও ১ মণ নাইট্রেট  
অক সোডা মিশ্রিত করিয়া জমির উপর ব্যবহার  
করিতে হইবে।

কোনওরকম হইতে কখনওই তাহা হইতে  
কান্নাচাড় কখনও কখনও পাঠের পক্ষে  
নিষেধক অথবা কখনও-কখনও পাঠের  
না, হইলে কখনও নাইটেই অথবা মোড়া পাঠে  
ব্যবহার করিলে পাঠের উন্নতি হয় এবং কতি  
হইতে তাহা রক্ষিত হয় ।

এই কারণে আমরা পাঁচ টাবীদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা একবার নাইটেট অফ সোডা পরীক্ষা করেন এবং আমরা সম্ভাব্য সম্মিলনদিগকেও অনুরোধ করি, যেন তাঁহারা পরীক্ষার জন্য উক্ত সারের আমদানী করিতে তাঁহাদের সভ্যগণকে সাহায্য প্রদান করেন। নাইটেট অফ সোডা এবং কস্ফেট্ সম্ভূত সার রাসায়নিক সার-ব্যবসায়ীদিগের নিকট পাওয়া হাইন্তে পারে।

মিছে কয়েকটা পরীক্ষার কাজ দেওয়া  
হইল। উহাকে দেখা যাইবে, যে আপনার  
কয়েকটা মারফত শুদ্ধা, খুল বা মোবর সামান্য  
সহ নাইটেই অক-সোতা ব্যবহার করিলে  
কি প্রকার সুখিক কলম পাওয়ার সুভাবনা  
আছে।

ଅନୁକ୍ରମ: ୧, ୨, ୩, ୪।

বন্দীরা কৃষি বিভাগের ডেপুটি ডিরেক্টর  
এফ. শিখ সাহেবের তত্ত্বাবধানে বাক্সালার  
জেলা ২৪ পয়শনার অন্তর্গত জামালপুর মহ-  
কুমার বাবু জিতেন্দ্র নাথ বহু কর্তৃক ১, ২, ৩  
নং পাটে ৬ বারাসাত মহকুমার দোগাছিয়া  
রাজিবপুরে বাবু এস, এন, ঘোষ কর্তৃক ৫নং  
পাটে উক্ত সার ব্যবহারের পরীক্ষার ফল :—

ক্রি.	বিধা প্রতি সার।	বিধা প্রতি উৎপন্ন ফসল।			
১		১নং	২নং	৩নং	৪নং
		মণ	মণ	মণ	মণ
২	দেশ প্রচলিত সার ... ..	৩।০	৪	৪	৫।।০
	নাইট্রেট অক্সোসোডা $\frac{১}{১০}$ মণ ... ..	$\frac{১৩}{৪}$	$\frac{১৩}{৪}$	$\frac{১৩}{৪}$	১।।০
	বেজিক স্থপার ফসফেট $\frac{১}{১০}$ মণ ... ..				
	নাইট্রেট অক্সোসোডা ও বেজিক স্থপার ফসফেট ব্যবহারে বিধা প্রতি উৎপন্ন ফসলের বৃদ্ধি ... ..	৩।০	$\frac{১৩}{৪}$	$\frac{১৩}{৪}$	২
	বর্ধিত উৎপন্ন ফসলের দাম ... ..	টাকা	টাকা	টাকা	টাকা
	বিধা প্রতি সারের দাম :—	২৬,	৩০,	৩০,	১৬,
	নাইট্রেট অক্সোসোডা, টাকা ২৫/৩ } ... ..	৪,	৪,	৪,	৪,
	বেজিক স্থপারফসফেট ,, ১৫/২ } ... ..				
	বিধা প্রতি মোট মুদ্রা ... ..	২২,	২৬,	২৬,	১২,
	সার ব্যবহারে একর প্রতি মোট মুদ্রা ... ..	৬৬,	৭৮,	৭৮,	৩৬,

নাইটেট অক্সোজ প্রায়ই জলটি ধাওয়া যায় ; সেই জন্ত উহা ব্যবহার করিবার ক্রিয়ার পূর্বে সুন্দররূপে চূর্ণ করিয়া লওয়া আবশ্যক ।  
অপূর্ণগর শক্তের বিশদ বিবরণ ও উৎস্রব্ধীর কাগজাদি নিয়মিত ঠিকানায় পত্র লিখিলে পাইতে পারিবেন :—

দি চিলিমান নাইকোট প্রেপেগাণ্ডা, ১নং রয়াল এক্সচেঞ্জ মেন্স, কলিকাতা।

২৫২৫ মেম্বারবারার ইটি, কলিকাতা, ললিত প্রেসে, ঐসারনাপ্রসার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অঙ্ক র  
মন্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।

New Series.

নব পর্য্যায়।

Vol. X.

৭ম সংখ্যা।

JULY 1916.

জুলাই ১৯১৬।

No. 7.

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “আমি মুক্তি চাই না, আমি ভক্তি চাই না। “বসন্ত-বলোকঃ চরন্তঃ, বসন্তের ছায় লোকের কল্যান সাধন করাই আমার ধর্ম।” এইত উৎকৃষ্ট ধর্ম।

জীবনে পরোপকারে আত্ম নিরোগের তুল্য ধর্ম নাই। সংকীর্ণতা পরিত্যাগ কর, স্বার্থ বিসর্জন দাও, বিশ্বকে আপনার করিয়া লও, দেখিবে, এই ভুলোকই স্বর্গ হইয়া দাঁড়াইবে।

পরকে আপনার কল্পিয়া কৌশল জান কি? স্বার্থত্যাগ—নিজ স্বার্থেই মনুষ্য বিসর্জন দিও না। স্বার্থ ছাড়া পরার্থও আছে, নিজের স্বার্থ সংসাধিত না হইলে যেমন মনকষ্ট, পরের স্বার্থ নষ্ট হইলেও তেমনই মনকষ্ট হয়, এটা যদি না বুঝিবার শক্তি থাকে, তবে নরাকারে

তুমি পড়। এই পণ্ডিত ছরীকরণের জন্ত নিঃস্বার্থতাই মূল মন্ত্র।

কর, সাধনা কর, এই মূল মন্ত্রের সাধনা কর, সিদ্ধি লাভ হইলে পণ্ডিত ঘুটিয়া প্রকৃত মনুষ্য লাভে সক্ষম হইবে, বাহ্য প্রকৃত মনুষ্য, তাহাই দেবদ। হে ধীমান! এই দেবদ লাভে উপেক্ষা করিও না।

শান্তি কোথায়? - বিশ্বপ্রেমে। স্বার্থত্যাগ না করিলে সেই বিশ্বপ্রেম লাভ হয় না। বিশ্ব প্রেম ব্যতীত মুক্তি কোথায়? স্বার্থই বন্ধন, জীব এই বিশ্বপ্রেম দ্বারা জীবন্ত হইতে পারে।

এই বিশ্বপ্রেমে আত্মধর্ম ভেদ জ্ঞান নাই, এই বিশ্বপ্রেমে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ,

মাৎসর্য্য, দূর হর, স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্বলন্ত রিগ্না যায়, সেই জ্যোতিতে সর্বজনকে আশ্রিত করিতে পার, তখন আর হিংসা ঘেব আসে না, আপনি সব আপনাতে, সবতে তাহাকে দেখিয়া মানব বিশ্বদ হইয়া যায়, আহা! সে কি অপার আনন্দ! সেই বিমল আনন্দই ইহলোকে স্বর্গ—স্বর্গ আবার কোথায়?

ভক্তাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্যের শরণ লও, শুদ্ধ ধর্মের তান করিয়া আর বিশ্বকে প্রভাবিত করিও না।

ধন দৌলত, পুত্র পরিবারে এত আসক্তি কেন? যথা কর্তব্য সাধন করিয়া নির্দল হৃদয়ে সংসারে বিচরণ কর, অতি আসক্তিই স্বার্থের মূল, অতি স্বার্থপরতাই নরকের প্রশস্ত পথ, শান্তির অন্তরায়। এত আসক্ত না হইলে এত

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



বার্ধক্য হইতে না, সাক্ষর আত্মীয় প্রতি-  
বেদীর শোণিত পানে উত্তত হইতে হইত না।  
এই আবেশই অব্যাপ্তন।

বাহার সংকীর্ণ হৃদয়, সেই কলুষিত হৃদয়ই  
অপরের হৃদয়কেও সংকীর্ণ দেখিতে পায়।  
হিংস্রক জগতকে হিংস্রক দেখিয়া নিরপ-  
রাধীকে গালি দেয়। ভাবা মোগীর ভ্রাতৃ  
সমস্ত জগতকে হরিজ্ঞা বর্ণের দেখে এবং  
প্রত্যেক লোককেই শত্রু ভাবিয়া শত্রু করিয়া  
ভুলে। এ ভ্রান্তির ধারণা হ্রস্ব কর, হৃদয়  
প্রশস্ত করিলেই দেখিতে পাইবে, কেহই  
তোমার শত্রু নয়, সব মিত্র, সব আপনায়।  
পরকে আপনায় করার ইহাই রহস্য।

বিনয়, নম্রতা, দীনতাতেই মহত্ব  
পরিচুত হয়, ধন মান যথেষ্ট থাকুক, মহত্বের  
অভাবই জগৎ আপনায় না হইয়া পর হয়।  
নির্বোধ! কিছুই কি অহঙ্কার সাজে?

জগৎ প্রকৃতিই প্রকৃতময়, তুমি তাহাকে  
আধার দেখিলে সে আধারই দেখাইবে।  
সংসারকে যেমন দেখিবে, সেইরূপই দেখিতে  
পাইবে। এ সংসারের দোষ নয়, দোষ তোমার  
নিজের। হৃৎক্ষে হাকাকার করিয়া কোন  
লাভই নাই, তবে বুঝা কেন বিবাদিত হও?

আর্থের আসমুজ় শিপিমা মিটিবার নয়,  
আসক্তি সংযত কর, অরেই তুই হও, জগৎ  
তোমার চক্রে তখন হাস্যময়ীই প্রতীয়মান  
হইবে। জগৎও হাসিবে, তুমিও হাসিবে।  
তখন শত্রুও মিত্র হইয়া তোমার পার্শ্বে  
দাঁড়ইয়া অভাবনীয় কল্যান সাধন করিবে।  
এক বিদ্যাপ্রেমই তখন জগৎকে অর্গে পরিণত  
করিবে। এই ধর্মই প্রেত ধর্ম। এই ধর্মের  
সাধনার লাগিয়া বাও।

## যত আকাঙ্ক্ষা তত দুঃখ।

আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই, দুঃখেরও সীমা  
নাই। সেই জন্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির জন্ত  
আধ্য-ব্যয়িগণ, জগতের মহা মহা পণ্ডিতগণ  
পরামর্শ দিয়াছেন। ভোগ বাসনাতেই অসন্তো-  
ষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাহার সন্তোষ-আরম্ভ-  
ধীন, তাহার অভাব অমৃতব করিবার অবশ্য  
আসনা। "We lessen our wants, by  
lessening our desire" আকাঙ্ক্ষার সংযম  
না হইলে কুবেদের ভ্রাতৃ ধনশালী হইলেও  
অভাব ঘুচিবে না, শান্তি পাইবে না, এই যে  
আমরা অচরহ বিলাস বাসনা পরিতৃপ্তির জন্ত  
বিবিধ ভাষ্য এবং অস্ত্রাভা উপায় অবলম্বন  
করি, কিন্তু একটা স্থায়ী পরিতৃপ্তি লাভ  
করিতে পারি কি? অভাব ঘুচে কি? তাহা  
ঘুচিবার নয়। হৃদয়ের শান্তি এক মাত্র  
বাসনার সংযমতায়, অস্ত্র দ্বিতীয় উপায় নাই  
বলিলেও অত্যাক্তি হয় না।

একজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধনবান  
ব্যক্তি সারাজীবন ধনোপার্জনে জীবন  
অতিবাহিত করিয়া তখনও যখন তাঁহার  
আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত লাভ করিতে পারে নাই,  
তখন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হারে,  
আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি নাই দুঃখের সীমা নাই।"  
অল্পে সন্তোষলাভ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য।  
"The greatest wealth is content-  
ment with little."

হে ধীমান, স্থবী হইতে বাসনা করিলে  
সন্তোষ লাভের জন্য যত্নবান হও, হৃদয়ে শান্তি  
লাভ করিবে। তোমার দেশ দীন হইতেও  
দীন হইয়া পড়িতেছে, অর্থাভাবে কোন সং-  
কাব্যই আর দেশে অল্পীভূত হইতে পারিতেছে  
না, ধনী দীন সকলেই বেঁচে বইয়া পড়েন

দায়ি বিলাস-মহির উপর পড়িতে কাশ্মান,  
আমরা বেন আকাঙ্ক্ষার দাস হইয়া পড়িয়াছি  
তাই আমাদের এত দুঃখ, এত দীনতা।

অভাব আমরাই সৃষ্টি করিয়া আমরাই  
তাহাতে পড়িয়া মরি, অন্য কাহার দোষ নাই,  
দোষ আমাদের। আকাঙ্ক্ষার দীন হইয়াও  
নিজের অর্থ, নিজের অবস্থা না বুঝিয়া দরিদ্রের  
সন্তান হইয়াও ধনীর অমুকরণ করিয়া আমরা  
যে প্রত্যেকই অভাবের সৃষ্টি করিয়া দুঃখ  
দরিদ্রতাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনি, একথা  
আমরা যে বুঝি না তাহা নহে, বুঝি, কিন্তু  
আমাদের নিজস্ব ধন সংযম হারাইয়া সর্বনাশ  
করিয়াছি, পাশ্চাত্য সভ্যতার অমুকরণ করিতে  
বাইয়া সত্য অবস্থাকে কৃত্রিম উপায়ে লুকাইতে  
বাইয়াই সর্বনাশ করিয়াছি, তাই এত দুঃখ  
বাড়িয়াছে।

বাহার অহরহ নিজের অভাব বহি হৃদয়  
ছারখার করিয়া ফেলিতেছে, সেকি অপরের  
কৃপা ভাবিবার অবকাশ পায়? আমাদের দশা  
ঠিক তাহাই হইয়াছে। এই জন্ত আমরা  
দেশ বা দেশের কথা এখন আর ভাবিতেই  
পারি না।

## আমাদের ভবিষ্যৎ।

—:o:—

নানাকারণে আমাদের ভবিষ্যৎ চিন্তায়  
যুগ নিকটগত হইয়া আসিতেছে। চাকুরীর  
বাস্তব বাস্তবীর তেমন আর আদর হইবে  
না। এরূপ ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প বাণিজ্য,  
বাহা বৎসামাত্র চাকুরীর অনারামলক কিঞ্চিৎ  
পাইয়া আমরা উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি এবং  
আশ্রিতছি, সেই চাকুরীজীবী আমাদের

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

সুসরার মাঠের দিকে, জাতীর ব্যবসারের দিকে অতি আগ্রহ মননে যে তাকাইতে হইবে, তাহার আর ভুলই নাই। সেই অজ্ঞ আগ্রহ হইতে সতর্কতাবলম্বন করিয়া কিছু কিছু শিল্প বাণিজ্যের শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া এদেশের, বিশেষ বাঙ্গালীর ছেলের অতি আবশ্যকীয় বিষয় হওয়া উচিত। কিন্তু এদেশের ছেলেরও সেরূপ শিক্ষার প্ৰুহা নাই, পিতা-মাতারও আগ্রহ নাই, তাহা যেমন আমরাও জানি, তাঁহারাও জানেন। কিন্তু পরিভাগ, আমরা এখন ভবিষ্যৎ চিন্তা ভুলিয়াই গিয়াছি। আমরা বহুবার দেখাইয়াছি যে, অর্থের অভাবই আমাদের জাতীর অধঃপতনের মূল, ছাতির জোর নাই, চাকরীর পরস্যা ডাইনে আনিয়া বাঁয়ে কুলায় না, প্রত্যেক লোকেরই অন্য একটা side line বা অজ্ঞ আগ্রহের পহা ধাকা আবশ্যক, সেটা বিশ্রাম সময়ে করিয়া কিছু কিছু উপার্জন এবং সঞ্চয় না করিলে আমাদের দৈন্য দশায় প্রতিকার হওয়া সম্ভব নহে। সর্বদেশেই চাকরী আছে, চাকরী করিয়া কোটি কোটি লোক জীবিকা অর্জন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা আমাদের ন্যায় এত আশ্রয়ী, এত বিলাসী হইয়া পড়েন না। বিশ্রাম সময়ে কিছু না কিছু উপার্জনের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকেন। কাজেই অচিরে কিছু মূলধন সংগ্রহ করিয়া অবস্থার পরিবর্তন করিয়া কেলেন। আমাদের বাঙ্গালীর সে গুণ নাই, চাকরীকে আমরা বংশগত করিবার জন্য প্রয়াসী, কাজেই কোনরূপে চাকরী বাজায় করিয়া মেসের চোদ্দপোয়া বিছানার পড়িয়া আশ্রয় উপভোগ করিয়াই চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া থাকি। এদিকে সংসারে হাড়ী ঠন ঠন কেঁড়ে চন্ চনের অভাব হয় না। এই অভাব মোচনের জন্ত “কাজের লোক” আমরা আজ দশবর্ষ কঠোর পরিশ্রম করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠ বিড়ালের সাগর বন্ধনের জায় বিবিধ

উপার্জনের পহা প্রদর্শন করিয়াছি, কিন্তু পরিভাগ, অল্প লোকেই আমাদের এই চেষ্টা উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ১০ বৎসরে আমরা নানা বিষয়ে পরিপূর্ণ করিয়া ‘কাজের লোককে’ বিশ্বকোষ সমূহ করিয়াছিলাম, কিন্তু যে আশার বুক বাঁকিয়া আমরা এত পরিশ্রম করিয়া-ছিলাম, সে আশা তেমন ফলবতী করিতে পারিলাম না। তাহা হইলে প্রত্যেক পিতাকে তাঁহার পুত্র পৌত্রের জন্ত “কাজের লোকের” গ্রাহক হইতে দেখিতাম। কিন্তু সেরূপ এদেশের এখনও হয় নাই। কিন্তু হইবার আবশ্যক হইয়াছে। আমাদিগকে যথা সম্ভব বিলাস বিদ্রম কমাইয়া সঞ্চয়ী হইতে হইয়াছে, শিল্প সাহিত্যের আদর করিতে শিখিতে হইয়াছে। কৃষি এবং দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে মস্তক চালনা করিতে হইয়াছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বন্ধ শোচনীয় হইয়া আসিতেছে, ইহা বুঝিবার জন্ত অধিক মাথা ঘামাইতে হইবে না। সকলেই তাহা বুঝিতেছেন। কিন্তু প্রতিকারের চেষ্টা কৈ? এই মহাবুদ্ধির সময় এদেশে বহু শিল্পের, ব্যবসারের অভাবের আমরা আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু হৃৎধের বিষয় তেমন কিছুই হইল না। পবর্নমেন্টও এ দেশের লোকে কিছু করে, এমন আশা করিতেছেন, উৎসাহ দিতেছেন, কিন্তু কেহই তাহাতে কর্পাস্ত করিল না। আমরা গত-বারে দেখাইয়াছিলাম যে, মানব নিজেই তাহার অদৃষ্টের জন্য দায়ী ‘Man is his own star’ ইহা ঐক্য সত্য। সামান্য কেরিওরালা উপার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু তাহাতেও সে সুখী বিবেচনা করে কেন? যেহেতুক সে স্বাধীনতার মধুর আবাদে মুগ্ধ হইয়া এত কঠোর পরিশ্রম করিতে কাতর নহে। আমরা জানি, অনেক চাকরী জীবী সাজা বাবু অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা ভাল। বহুবার আমরা দেখাইয়াছি, সামাজিক উচ্চতা অল্পততা এখন

অর্থের উপরই অধিক নির্ভর করিয়া থাকে শুদ্ধ বংশমর্যাদার এখন আর গৌরব নাই বাহার অর্থ আছে, সে নীচ বংশোদ্ভব হইলেও এখন আর সমাজে তাহাকে অনাদৃত হইতে হয় না। কেন? তত্ত্ব সন্ধানগণ যদি সত্যম জনক কোন কার্যেই প্রবৃত্ত হইবার জন্য অগ্রসর করেন, তাহা হইলে তেমন কার্যেরই বা অভাব কি? শত শত পহা রহিয়াছে, বাহা সম্ভাঙ্ক ঘরের ছেলেরাও করিতে পারেন। দরিদ্রের কাঁকা সম্মান অপেক্ষা স্বাধীন জীবির ক্ষুদ্র কার্যের দ্বারা উপার্জিত বহুলতার সম্মান বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। অধনী অগ্রবাসী হইয়া জীবন কাটাইয়া বাইলেই মধ্যবৃত্ত তত্ত্বলোকের এখন বখেট বসিয়া বিবেচনা করা উচিত। পূর্ব বঙ্গীর অনেক কার্য সম্ভান মাথায় করিয়া কেরি করিয়া আম বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত হন না, ইহা প্রশংসারই কথা। আর একটা কথা তাবিতে হইবে যে, অল্প মূলধন লইয়া কাজ করিলে নিত্য খুচরা ধরিদারের অধিক আবশ্যক, তাহাতে লাভও অধিক হইয়া থাকে; এমন কি ব্যাঙ্গ দিয়া টাকা লইয়া কারবার করিয়াও লাভ হইতে পারে। সামান্য মূলধন লইয়া বৃহৎ কারবারের স্বপ্ন দেখা উচিত নহে, চোড়া ধরিবার বাহাদের ক্ষমতা নাই, কেউটে ধরিবার সাহস তাহাদের পক্ষে শুদ্ধ ধুটতা নহে, সাংখ্যাতিক। আমাদের অনেকেরই সজ্জিত নাই, দেশীয় যৌথকারবারে এক কপাক দিতেও এদেশের শতকরা ৯৯ জনের সংস্থান নাই। এমন অবস্থায় বড় বড় কারবারের কথা লইয়া আলোচনার কোন ফলই নাই। আমাদের যেমন অবস্থা, যেমন মূলধন, সেইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমে ক্ষুদ্র মূলধনকে বখাখায়া বৃদ্ধি করিতে হইবে, যখন ক্রমশঃ সঞ্চয় হইয়া মূলধন বৃদ্ধি হইবে, তখন আমাদের দশজনে কোন যৌথকারবার করিতে সাহস এবং আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে, তাহাতে প্রবৃত্তি

পুরাতন ‘কাজের লোক’ শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

বাইবে, তখন আতে আতে বিনা উপরোধ  
অনুরোধেই লোকে বৃহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হইবে।  
তাই আমরা বলি, প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে  
শিল্পে শিল্পে ক্ষুদ্র শিল্পে বাণিজ্যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হউন, তবে আমাদের অবস্থার  
পরিবর্তন হওয়া সম্ভব, নচেৎ কোন কালে বড়ী  
পুজা নাই, একেবারে দশপুজার আরোজন  
করিলে বাহা কিছু কঠোপার্জিত মূলধন, তাহা  
নষ্ট হইয়া দ্বন্দ্বের তালিয়া বাইবে। এই জন্যই  
আমরা “কাজের লোক” অসংখ্য সহজ সাধ্য  
শিল্পে বানিজ্যে বিবরক পছন্দ প্রদর্শন করিয়া  
সাহসনয়ে সকলকে আহ্বান করি। পাশ্চাত্য  
অর্থনীতি অর্থবার দেশের অল্পকুল হইতে  
পারে, কিন্তু দেশকান পাত্রভেদে তাহা প্রতি-  
কুল হইয়া দাঁড়ায়, আমরা যে নিঃস্ব,  
সামান্য পুঁজীবিশিষ্ট, আমাদের ক্ষুদ্র মূলধন  
কোন যৌথ কারবারে নষ্ট করা অপেক্ষা  
ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ব্যবসায়েরই অধিক উপযোগী।  
বহি অনভিজ্ঞতা বশতঃ যৌথ কারবারটী নষ্ট  
হইয়া যায়, তাহা হইলে শত শত নরনারীর কষ্ট  
সঞ্চিত অর্থও নষ্ট হইয়া যায়। তখন তাহাদের  
আর কেহ কখনও কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে  
অগ্রসর হইতে সাহস করিতে পারে কি?

সেই অল্প ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ব্যবসায়, কৃষি  
শিল্প দ্বারা আমাদের বর্তমান মজল হইবার সম্ভা-  
বনা, বৃহৎ কার্য দ্বারা তেমন হইবার সম্ভাবনা  
খুবই কম, এই অল্পই আমরা ক্ষুদ্র কার্যের  
পক্ষপাতী। এদেশের এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
কার্যেই এদেশের সমস্ত অভাব মোচন হইত,  
এবং জ্বলন্ত জ্বয়েই সংসার চলিত বলিয়াই  
লোকে লোকচিত্রকর বহু কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া  
দেশের এবং দশের মজল সাধন করিত।  
কিন্তু আজ বড় বড় উচ্চ বেতনের রাজকর্ম-  
চারীও তেমন কার্যে অগ্রসর হইতে পারেন  
না কেন? যে হেতুক তাহাতে নিজেরই ব্যয়  
সংকুলান হয় না, সংকর্য ত চুরের কথা।

সংসারে বসবাস করিতে হইলে আপন বিপদ  
আছে, রোগ শোক অন্ন ক্লান্তি আছে, সেই  
অল্প সাংসারিককে বহু বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ  
করিয়া সত্যতাই আশ্রয়কার অল্প প্রস্তুত হইয়া  
থাকার আবশ্যকতা হয়। সকলেরই সেই অল্প  
অন্ন বিত্তর, চিকিৎসা, সামাজিক আচার  
ব্যবহার, নীতি রীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ  
করিতে হয়, সেই অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেক ব্যয়  
সংক্ষেপ করিতে পারা যায় এবং বহু সঞ্চয়ও  
হইতে পারে। সেই সঞ্চিত অর্থের দ্বারা মূল  
ধন বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এইজন্যই “কাজের  
লোক” আমরা একাধারে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য  
নীতি, চিকিৎসা বিবরক প্রবন্ধ ব্যতীত অল্প  
বিষয়ের অবতারণা করি না। আমরা দশ বর্ষ  
কাল এই উদ্দেশ্যে লক্ষ্যপ্রস্ট না হইয়া “কাজের  
লোক” পরিচালনা করিয়া আসিতেছি।  
হে ধীমান! আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টা উপলব্ধি  
করিতে প্রয়াস পাইয়া আমাদের উৎসাহিত  
করিবেন কি? আপনি কৃতবিদ্যা, ধন কুবের  
হইলেও দেশে ইহার বহুল প্রচারের অল্প আপ-  
নার সাহায্য আবশ্যক, এবং সেই সাহায্যে  
একটা মহৎ উদ্দেশ্যও সাধিত হইতে পারে।  
প্রার্থনা। একবার আমাদের প্রতি মনোযোগ  
প্রদান করুন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যজাত মূল  
ধনের সমষ্টিতেই জাতীয় ধনের সৃষ্টি হয়, আমা-  
দের বেকরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়া আসিতেছে,  
তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সৃষ্টি ব্যতিত  
গত্যন্তর নাই। “কাজের লোক” তেমন  
কার্যের অসংখ্য উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে এবং  
হইবে।

## দ্বিরাগমন সমস্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বেলা পাঁচটা। এমন সময় দুইজন তরু  
লোক রেলপাড়ী হইতে নামিয়া পলাশপুরে

পাড়ী দেখিবার জন্য বাইতেছেন। শ্যামধন  
মিঃ পলাশপুরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, ইহঁরনে  
একখানি গো গাড়ী পাঠাইয়া নিয়াছেন।  
সন্ধ্যা হইবার অনেক পূর্বেই গো-গাড়ী ছাড়া  
হইল, কিন্তু ঠিক সন্ধ্যার সময়ই গাড়ীটা দামো-  
দর নদীর তটে আসিল। চৈত্র মাসের শেষ।  
নদী সৈকত এখনও শীতল হয় নাই। ক্রমে  
সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, রাজী, জ্যোৎস্নাময়ী,  
আকাশে চন্দ্রমা হাসিতেছে। চন্দ্র কিরণ  
মন্বালোভিত বীচি রাসার সংযোগ হইয়া  
কি এক সুপূর্ণ শোভা ধারণ করিয়াছে।  
অদূরে শৃঙ্গারমবে এক একবার তটভূমির  
নিশ্চলতা ভুল করিতেছে। উচ্চ শাখার পিকবর  
সেই জ্যোৎস্নার গা ঢালিয়া দিয়া পক্ষম  
বয়ে বসন্তের মহিমা গান করিতেছে।  
জ্যোৎস্নাময়ী রাজি দেখিয়া তরুলোক দুইটারও  
মনের আশ্রয় উছলিয়া উঠিলে। তাঁহারাও  
এই মধু মাসে, মধুকণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে  
তীরভূমি সুরিত করিয়া চলিতে লাগিলেন।  
গাড়ীখানি শ্যামধন মিঃর বৈটখানার  
গারে আসিয়া লাগিল।

শ্যামধনবাবু অতি ব্যস্ত হইয়া তাঁহাদিগের  
অভ্যর্থনার জন্য বাহিরে আসিলেন। এদিকে  
অমনি অন্যের মধ্যে সংবাদ গেগ যে, ননী-  
বালাকে দেখিবার জন্য উত্তরপাড়া হইতে দুইজন  
তরুলোক আসিয়াছেন। অমনি অন্যের পাড়ীর  
সাজাইবার ও তাঁহাদের খাবারের আরোজন  
ও ধুমধাম পড়িয়া গেল। তরুলোক দুইটা শ্যাম-  
ধনের বৈটখানার সাজানার পারিপাট্য  
দেখিয়া বিবাহের কদ'টাও বাড়ীতে আরম্ভ  
করিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া পাড়ী  
দেখিবার কথা হইল। কিছুক্ষণ পরে কত  
আসিয়া তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া বসিল।  
কন্যা পছন্দ হইল, কিন্তু একান্তে বলিলেন  
নাকটা একটু মোটা হইলে সমস্ত চেহারাটাই  
কদম্ব হইত। বিবাহের দিনটির হইল।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

বধূ সময়ে বিবাহ সম্পন্ন হইল। বানী সান্দ্রী নরম ঢাকা, অলঙ্কার, বরযাত্রগণের পাখের প্রভৃতিতে শ্যামধনের ৫৫০০ টাকা খরচ হইল। মেয়ে স্বয়ং পাখিও এই ভাবিয়া পাড়ারগণের শ্যামধন পূর্বে দেশের মধ্যস্থি চাকুরীজীবী কককান্তের একমাত্র পুত্র মিলিয়ে হতে তাঁহার একমাত্র কন্যা ননীকালকে সমপন্ন করিলেন।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রাতঃকাল হইল। রাজিআগরণে সকলের শরীর অবসর। তাহাতে আবার প্রাণসমা ননীকে ৫৬ দিনের অন্ত শতর বাজীতে বিদায় দিতে হইবে। বেলা ৮টা বাজিল; তখন বরকতাকে আশীর্বাদ করিয়া পাখিতে দিয়া আসিল। পাখী হন হন শব্দে বুলি বলিতে বলিতে চলিতে লাগিল। শিঙা মাতা বতকণ দেখা যায়, ততক্ষণ দেখিলেন এবং চক্ষের জলে জারিতে লাগিলেন। পাখী যথা সময়ে ট্রেনে আসিল, কিছুক্ষণ পরে ট্রেন হ হ শব্দে পানাগড় ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

সকলে একটা মেড়া ভাড়া গাড়িতে চড়িয়া ছিলেন। গাড়ী আপন মনে নিজ গন্তব্য স্থানে যাইবার নিমিত্ত ভীষন বেগে ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে গাড়ী মানিকর ট্রেনে থামিল। প্রাটিকরনের লোক সকল কন্যা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, সকলেই বলিতে লাগিল এতরূপ কি মানুষের ধরে। পান ওয়াল ডাকিল, চাই পান সিগারেট। মোটাই ওয়াল বলিল, 'চাই মারকরের ডাকসেবে কদমা'। ট্রেন মার্করের আদেশে গাড়ী ছাড়িল। বরযাত্রগণ ট্রেনে মোড়া দেখা দিলেন; হঠাৎ একজন অন্ধলোক আসিয়া পান ধরিল :—

(তার) তুমিই জান তোমার বিচার।

কাণ্ডের লও মা তুলে কোলে,

কাউকে ভাবও নয়ন জলে—

পান শেষ হইল না। তবুও এখন পর্যন্ত মোটাই বিপদে অবতরণে পানের জ্বর বাজিতে ছিল। গাড়ী জত বেগে ছুটিতেছে; বৃক সকল পুজোর প্রথম কিরণ অবসর নবকে সজ্জা করিয়া নিরুপ তাবে বাজাই রাহে; বৃক সকল গজ শূন্য। চকুদিকে যৌত্রে ধী ধী করিতেছে, মাঠে জন মানব নাই। রাখালগণ ঘুরে অতি দূরে বৃক তলে কাপড় পাতিয়া শয়ন করিয়া মধুর স্বরে বাণী বাজাইতেছে। অতি দূরে গাড়ী সকল গাড়ীর লক্ষ ওনিয়া প্রাণ ভরে লাজুল উভোলন পূর্বক ছুটিতেছে। ক্রমে গাড়ী বন্ধ মানে আসিয়া থামিল। হ্যাটকোট পরিহিত হাই পথ্য বৃট বিহারী, মুগ্ধ হইতে অহরহ চুকট মুগ্ধ নির্গমনকারী, বেজ হস্তধারী সাহেব ট্রেন মার্কর প্রাটিকরনের একিক ওদিকে পদচারণা করিতেছেন। বন্ধ মানের বিখ্যাত রসনাত্তিকর মিহিনানা গিতাভোগ কেনি ওয়ালাদের মাধার মাধার কিরিতেছে। সকলেই ব্যস্ত। গাড়ী ছাড়িবার প্রথম বণ্টা পড়িয়া গেল। সকলেই নিজ নিজ স্থানে আসিয়া বসিল। কাহারও সঙ্গে বা জারনার জন্য হাতা হাঁতি হইয়া গেল। দ্বিতীয় বণ্টা বাজিয়া উঠিল, ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

গাড়ী যথা সময়ে বালি ট্রেনে থামিল। সকলে গাড়ি হইতে নামিয়া উত্তর-পাড়া ও বালির মধ্যস্থি খালপায় হইয়া মা গলার শোভা দেখিতে দেখিতে কলেজ সেনে আসিয়া থামিল। গৃহ মধ্যে শম্মধনি, হলুধনি পড়িয়া গেল। সকলে পাড়ারগণের নৃতন কনে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কলেজগণের ককধন বহুর বাটী। তিনি ৮০০ টাকা বেতনে কোনও মধ্যমণের অফিসে কলিকাতার চাকরী করেন। তিনি

উত্তরপাড়া হইতে কলিকাতা প্রত্যহ বাতাবাত করেন। প্রায় এদেশের পনের আনা লোক ঐরূপ ভাবে নিত্য বাতাবাত করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁহার এক বানি দ্বিতল বাটী আছে; বাটীর দিকে ডলার হুইকুটরী ও দ্বিতলে মাত্র একটা হল আছে। বাটীটা ইষ্টক প্রাচীরে বেষ্টিত। বাটীর মধ্যে ৪৫ বাড় কদলি বৃক্ষের সার, ২১০ টা আম, ৫৭৭ টা নারিকেল ও জুপারি গাছ এবং নানাবিধ ফুলের গাছ ও একটা তুলসী মণ্ডপ আছে।

পাকম্পর্শ প্রভৃতি বিবাহের আনুগমিক ব্যাপার সমস্ত শেষ হইয়া গেল; কুটুম্ব ও আত্মীয় স্বজন একে একে পাড়ারগণের মতের ফুলসজ্জার তফটা দেখিয়া এহানের ব্যবস্থা করিতেছেন। ননী বালা দুই একটা সমবরকা বালিকা লইয়া বেশ আছে।

ফুলসজ্জার তফটা শ্যামধন বাবু বেশ ভাল করিয়া পারেন নাই; মোটামুটি ১০০ টাকা খরচ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ককধন বাবু তাঁহার বৈবাহিকের বশ গাহিতে পারিলেন না। এই ব্যাপার হইতেই যেন পরম্পরের মধ্যে একটু ঝটকা বাধিল। ননীবালা প্রত্যহ গলা মানে যায়। এখানে কি ইত্তর কি তত্ত সকলেই নিত্য গলা মান করেন। পতিত পাবনী মা গলা ইহার চতুর্দশ হানটিকে তাঁহার পুণ্যময় অলঙ্কারিতে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার দুই পার্শ্ব কল কারখানার শোভিত, কিছু দূরে হরিভবর্ণ ক্ষেত্র, তারতবর্ষের ফুলগা ভালা এই মাতীর পার্শ্বকর্তা প্রকাশ করিতেছে। ননীবালা কখনও গলা মান করে নাই, প্রথমে তাহার গলার মাঝিতে তর করিত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে তর আনন্দে পরিণত হইল। গলার উপর বাম্পীর পোত জল কাঁপাইয়া অনেক মনমারী বহন করিয়া চলিতেছে। বীবরণ পানসী লইয়া মাহ

পুরাতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



ধরিবে, আরিগণ রাসককদের ধোনা-  
 জায়ে হানে উক্ত দিকে নিকটবর্তী  
 আত্মিকতার ধোণু নারিক বনিয়ে দিয়া বাই-  
 তেছে। হানিটা অতি পবিত্র। চারিদিকে  
 বিশ্বাসের বেড়ি। যা পতিত পবিত্র গড়ে  
 কুণ্ডল বনিয়ে ক্রিয়া দেখাধিকার পাখ  
 দিয়া দিয়া বাইতেছে। পদার্থ পশ্চিম পক্ষে  
 ননীবালা দান করে এবং পূর্ব পাখে কালি  
 মন্দিরে শোভা পূর্ণ করে। পৃথিবীতে  
 এমন কোনও পাকও নাই, বাহার জ্বর এ  
 হানে আসিল তজিরসে না আসিত হয়।  
 ধর্মই বিশ্বের শক্তি, সমাজের রক্ষক, ইহকালে  
 ও পরকালের উন্নতি ও মুক্তির সোপান।  
 কিন্তু এমন হানেও অধর্মের ভীষণ ধাতু প্রতি-  
 ধাত চণ্ডিতছে। জ্বরের উদ্দেশ্য বুঝা যায়।  
 যেখানে জানকের ধর্ম ও ভীষণ কেল্লহল  
 সেই হানেই ব্যাতিতার অন্ধ পানব প্রভুতির  
 ধানরূপ। বোধ হয়, মঙ্গলময় পরমেশ্বর পাপ  
 ও ধর্ম এই দুইটিকে সমভাবে ভীষণ ভীষণে  
 রাখিয়াছেন। লোভ প্রভৃতি দমন না করিলে  
 তা মুক্তির দ্বার উন্মোচিত হয় না; সেই জন্ত  
 ধর্মের নিকট পাপরূপ লোভকে তিনি রাখি-  
 য়াছেন। ধর্মের অনিশ্র বা মিশ্র যেমন অগ্নির  
 দ্বারা পরীক্ষা হয়, সেইরূপ ধর্মিকের ধর্ম  
 কপট কি লভ্য, পাপের বা লোভের দ্বারা  
 পরীক্ষিত না হইলে ঠিক করা যায় না। যিনি  
 একান্তরূপে সর্বস্বপু জর করিয়াছেন, তিনিই  
 তাহার করণীয় অধিকারী, নচেৎ কপট  
 ধর্মিক ও বখাথ ধর্মিকরূপে অভিযতি হয়।  
 সেই জন্ত বোধ হয় ভীষণ হানে লোভ, পাপ,  
 অধর্ম, হিংসা প্রভৃতি ধর্মের ব্যাধাত মূলক  
 নিত্য সহচরের আবাস স্থান। বাহারি যে পথে  
 বাইবার ইচ্ছা, সে তাহা গ্রহণ করে, ইহাই  
 যেন তাহার অভিপ্রায়। কি বলিতেছিলাম  
 জুলাই বাইবার।

ননীবালা আজ বাগের বাড়ী বাইতে

ওপাড়ার বোবেনের একটা মেয়ে  
 আমলে ননীবালায় নিকটবর্তী  
 নিখিতবৎ কুজিতালক কেক মঙ্গল বামিরা  
 ছিল। টেমের সময় হইলে পিতার সন্ত  
 ননীবালা ওকজনদিককে প্রণাম করিয়া পলায়  
 পুরে দিহিরা আসিল।

## সম্পাদকের নোট বুক।

### Editor's Note-Book.

অতিশয় হইয়াছে যে, পুস্তক সর্ব আতীর  
 সম্মানসম্বোধিত অতি প্রাচীন খেলনা।

একটা হস্তি হইতে পকাশ পাউণ্ড হস্তি-  
 দত্ত পাওয়া যায়।

বজ্রের গতি ঘটায় ২৮০ মাইল।

কলা এবং আলুর রাসায়নিক উপাদান  
 প্রায় এক।

সাবান যে কোন আকারেই হউক,  
 জগতে ৩০০ বৎসর পূর্বে প্রচলিত হইয়া-  
 ছিল।

জীলোকের মস্তিষ্কের শক্তি প্রায় ৩০  
 বৎসরের পর হইতেই ক্রীণ হইতে থাকে,  
 কিন্তু পুরুষের আরও ১০ বৎসর পূর্বে হ্রাস  
 হইতে থাকে।

টেলিগ্রাফের তার টেলিগ্রাফের পুটির  
 উপর ঢাকী হইতে অতি মাইল প্রায় ২৬ পাউণ্ড  
 খরচ পড়ে, কিন্তু মাটির দ্বারা ঢাকা হইতে

জিভি মাইলে ২৬০ পাউণ্ড খরচা পড়িয়া  
 থাকে।

ছেদনের খেলিবারি যে প্রভুরের মার্কেল,  
 তাহা জর্জানীতেই প্রভু হইত। বাক্তীর  
 মার্কেল জর্জ প্রভুরের কারখানার প্রভুরের  
 যে সকল জগৎপ্রবৎ বাতিল প্রভুরেরও পড়ে,  
 তাহাই জর্জ সাহায্যে চূর্ণ করিয়া এই মার্কেল  
 প্রভু হইয়া সমগ্র জগতের বালকবালিকার  
 জন্ত প্রেরিত হইয়া প্রচুর অর্থ রাশি উপার্জিত  
 হইত। বাতিল জগৎ আশ্রমিতে কঁচা হই  
 উপেক্ষিত হয় না। এদেশেও প্রভুরের বহু  
 কারখানা আছে, কিন্তু এখানে তাহার সত্যবহার  
 হইলে এদেশেও প্রচুর অর্থ থাকিয়া বাইত।

আমেরিকার নিউজার্সী প্রদেশের মতি-  
 লেরার নামক হানে মাত্র ৮টার পর কাহারও  
 কুকুর চিংকার করিলে অত্যন্তবায়ের জন্ত ৪  
 শিলিং করিয়া মনিবের জরিমানার ব্যবস্থা।

অর্থানীর অত্যন্ত নগরের গৃহস্থদিককে  
 বনের আবর্জনা বখা ছিন্ন বস্ত্র, চুলার ছাট,  
 ছিন্ন কাগজ, ধূনা মাটি পৃথক পৃথক কেলিতে  
 হয়, নচেৎ দণ্ড হইয়া থাকে। নগরের কর্তৃ-  
 পক্ষগণ এই সকল বাতিল জগৎকে যেন পৃথক  
 পৃথক কার্যে লাগাইতে পারেন, সেইজন্ত এই  
 নিয়ম।

ইয়োরোপে প্রায় ১০০০ খ্রিস্টীয় সময়  
 ইপুরে তিন বৎসরের অধিক জীবিত  
 থাকে না।

বিশ্বভিত্তিক বুদ্ধি এবং বাক্যে প্রভুত কারক-  
 পণ পড়ে অতি দ্রুত ৩০ ইইতে ৪০ শিলিং

এখন ছাত্রদের বার্ষিক নতুন মূল্য দিতে হইবে।



উপস্থিত আরও কিছু এদেশে কুঁড়েঘরোয়দের  
অনু হইল না।

ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি আর ৫০  
কারা-পেজার বা-প্রতিনিধি আনতক হইল।

চত্বলোকে যে পর্বত আছে, তাহার উচ্চতা  
আর ৩০০০ ফিট উচ্চ।

একখানা ভাল ইঞ্জিন সাধারণ ওয়্যগণ  
টানিয়া ১২ বৎসর স্থায়ী হয়।

অষ্ট্রিচ পক্ষী নৌড়াইলে মিনিটে ১ মাইল  
যাইয়া থাকে।

টেলিগ্রাফের সংবাদ ৩ সেকেন্ডে আট  
ল্যাটিক মহাসমুদ্রে পার হইয়া যায়।

চামড়ার ভ্রমণকারীর বাগ প্রথমে রোম  
নগরে জুলিয়াস সিজারের সময় প্রচলিত।

গরু মেবাদি জন্তুগণকে এক একটা  
রাখিয়া খাওয়াইলে মোটা হয় না, ছোড়া  
কিবা দলবদ্ধ থাকিলে মোটা হয়।

অস্ত্রায় শতকরা আর ১০ জন ডাক্তার  
হৃদরোগে প্রাণভ্যাগ করে। কেন এমন হয়?

বৈজ্ঞানিকগণ এখনও স্থির করিতে  
পারেন নাই যে, হৃদয় এবং ডলকিল ইহার  
আদতেই কখন ঘুরায় কিনা।

মাহুর "Speaking trumpet" বা  
কথা বলিবার তেরির মধ্যদিয়া কথা বলিলে  
বহুদূর পর্যন্ত সে শব্দ চলিয়া যায়, একজু রেল-  
ওয়ের ক্যাবিন্ ও রণস্থলে এই তেরির

সমস্যায়া আসছে। এই তেরি কেবলমাত্র ঠিক  
গ্রামোফোনের হরণের মতমঃ ইহা-বা-বা-বা  
হুট লবা হয় এবং কেব হরণের মধ্যদিয়া  
উচ্চঃবরে কথা কহে, তাহা হইলে সেই  
কথার শব্দ ২০ মাইল দূরের লোকে শুনিতে  
পার।

সকল জাতির কথা বরের বাস ভাগে  
বিবাহের সময় দাঁড়ায়, কিন্তু কু বা ইহাদির  
কতাকে বরের ডানধারে দাঁড় করান হইয়া  
থাকে।

বিত্তহীন লোকে কখনও লোহে মড়িয়া ধরে  
না। অপরিষ্কৃত মূলে কার্বলিক অ্যাসিড  
এবং অপরাপর দ্রব্য বিদ্যমান থাকতেই  
লোহে মড়িয়া ধরিয়া যায়।

ইংলণ্ডে ১৭ শতাব্দিতে যদি কেহ ধর্মী-  
লয়ে অঙ্গপস্থিত হইত, তাহা হইলে তাহাকে  
রাজদণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হইত। এখন আর  
সে রূপ হয় না। সেইজন্তই অনেক ধর্মীক  
লোকের অভাব হইয়াছে।

টাসমেনিয়ার নিয়ম, ১৩ বৎসরের  
কম বয়স্ক রাক কখনও প্রকাশ্য  
সমাজে ধূমপান করিতে পারে না,  
তাহা হইলে দণ্ডনীয় হয়। ভারতের অনেক  
পঞ্চম বর্ষীয় বালকেও প্রকাশ্য রাজপথে  
বিড়ি ও সিগারেট ফুকিতে দেখা যায়।  
অগচ এদেশে শিক্ষার বড়াই আছে বেশ।

খোস গল্প।

বিলাতে একটা পলী গ্রামের একটা  
হোটেলে এক ভ্রমলোক প্রথম উপস্থিত হই-  
লেন। রান্নের গৃহে টবে জল নাই, তোরালে  
নাই, সাবান নাই। তিনি ভৃত্যদিগকে  
ডাকিবার উদ্দেশ্যে ক্রমাগত বগীক্ষনি করিয়া

স্বাস্থ্য হইয়া লক্ষ্যকেন্দ্র করিয়া কেঁদে আসিল না।  
অবশেষে সুসমস্যা তিনি রান্না সন্ধান-জোরে  
কটাফকনি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন  
একজন ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল  
এবং মিঞাসা করিল, মহাপ্রভ, এক জোরে  
একজন বগীক্ষনি করিতে দিলেন কি  
আপনি? আসতক হলি, মিস্টারই, বালুভিতে  
জল-লাই, সাবান-লাই, তোরালে নাই। ভৃত্য  
বলিল, রান্নার, আপনি-এরূপে আর বগী  
বাক্সই-বের-না, তাহা হইলে হোটেলে যে সকল  
কুমারী এবং মহিলা মিলা বাইতেছেন, তাহা-  
দের ঘুম ভাঙ্গিয়া বাইবে।

আগতক। তবে আমার গতি কি  
হইবে।

ভৃত্য। ব্যস্ত হইবেন না, এই স্থানে  
অপেক্ষা করিয়া থাকুন। অন্য উপায় কি?

আগতক। আপনার এই উপদেশের  
অন্ত বাধিত হইলাম।

শ্রীম-বাহী একটু উত্তেজিত ভাবে বলেন,  
দেখ মাহুরের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে বাস্তব  
চেনা যায় না।

শ্রী। তাহা চিনিও না, আমি মাহুরের  
শ্রীম পোষাক পরিচ্ছদ দেখে তাহার-বাহীকে  
চিনি।

১ম বাবাজী। ব্যাখ তাই, লোককে  
ঠকাত্তে আমরা কত রকমই সাজি, লোকে  
দয়া করে কিছু নেয়, কিন্তু এ লোক না করে,  
বিনয় করে চাইলেও অনেকেই হতাশ করে  
না, তাই বলছিলাম, ভ্রমতাতেও দিন চালান  
যায়।

২য় বাবাজী। হুহু। অনেক সময়ে তা হয়  
না। ভ্রমতা দেখিলে আমার একবার গলিন  
মেয়াদ হয়েছিল।

১ম ভিকারী। কি রকম?

পুরাতন "কাজের লোক" শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

২য় পক্ষ—তখনই, প্রকটন পক্ষ। বোম্বাই  
কাল এক বোম্বাই মেজে পথের ধারে, কিছুক  
কম্বুজে বসে উপস্থান। প্রথমেই একজন ইংরেজ  
ডক্টরকে, সরাসরি করে আঁককে একটা সিরি  
মিক্স, আনি আঁকান সহকারে বসে, বহা  
শর, ধত্বাধ। যেমন এই কথা বলেছি, তখন  
লোক একজন সার্জনকে ডেকে বলে, এ  
কালিও নয়, বোম্বাইও নয়, অথচ বোম্বাই লোক  
লোক ঠকাকো। সার্জন প্রেক্ষার করে নিজে  
গেল। আবার জেল হয়ে গেল, তখনই লোক  
ডক্টরকে অনেক সময় বিপজ্জনক।

১ম ভিকারী। হুয় মুখ, সেটা ডক্টর  
দেখ না তোর ব্যবসার দেখ। বোম্বাই সাজা  
ছাড়া বুঝি আর ব্যবসা পাও নাই।

নীতিবাদী। কেবল দরিদ্রতা দরিদ্রতা  
করে আর নাকে কাঁপে না। "Money  
sometimes brings misery" অর্থে  
অনেক সময় দরিদ্রতা আনয়ন করে, "অর্থ-  
মন্ডন"।

দরিদ্র। তা' আহুক বাবা, তখন  
অর্থের হাত হতে মুক্তি হতে ইচ্ছা হলে টাকা  
কেলে-বিলে-চলে, কিন্তু দরিদ্রতা বাড়লে তার  
হাত হতে পরিচরণের উপায় কি?

নীতিবাদী নির্দোষ।

## বিবিধ তথ্য।

কাঠের কারখানা।—ভারত সরকার  
স্বাভাবিক কাঠের কারখানাটা ধরিত করিয়া  
সমস্ত মুক্ত করিয়া কাজ চালাইবার ব্যবস্থা  
করিয়াছেন। কারখানাটা বহুদিন ধাবৎ বন্ধ  
ধাকার তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, এতদিনে

সরকারের হস্তে পড়িত হইলে প্রথম দুকল  
কলিবে, আশা হয়।

কুত্র-পিতল—বাগিন মগের অনেক  
অধিবাসী একটা অতি কুত্র পিতল নির্মাণ  
করিয়াছেন। তাহা সুখের মধ্যে রাখা যায়  
এবং কাঠের সাহায্যে আঁড়ান করা যায়।  
কিন্তু পিতলের শক্তি এত দূর যে, গুলি শরীরে  
লাগিবারাই মারব মরিয়া যায়।

ভারতবর্ষে বন্দারোগ দিন দিন বাড়িয়া  
বহিতেছে। সংপ্রতি 'এম্পারর রিভিউ'  
পত্রে এলিস বীণে এই রোগের বিস্তারসম্বন্ধে  
লিখিত হইয়াছে,—তথ্য অধিবাসীরা যে  
সর্বদা তৈলময় করিত, তাহার ফলে তাহা-  
দের সহসা বৃষ্টির জল ঠাণ্ডা সহিবার ক্ষমতা  
অস্বীকৃত। এখন তাহারা "মতা" হইতেছে—  
জ্বরং ইজার আনা পরিতেছে। এই আব-  
রণের আধিক্যহেতুই তাহাদের মধ্যে সর্দি-  
কাশীর, নিউমোনিয়ার, ইনফ্লুয়েন্জার ও শেষে  
বন্দার প্রাদুর্ভাব হইতেছে। ভারতেও ঠিক  
তাহাই হইতেছে। শৈশবাবধি শিশুগণকে  
আমার উপর আমার তুলা ঢাকা আব্রুয়ের মত  
করিয়া রাখিয়া তাহাদের স্বাস্থ্যের সর্বনাশ  
করা হইতেছে।

উচ্চপদে বাল্যলী—রায় শ্রীমত আর, এম,  
লাহিড়ী বাহাদুর ভারতের ডাকঘর সমূহের  
অস্থায়ী সহকারী ডাইরেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত  
হইয়াছেন।

রস-কালি—নিউগ্রেগেডা দেশে এক  
রকম গাছ আছে, তাহার রস লিখিবার কালী-  
রূপে ব্যবহৃত হয়। লিখিবার সময় রং গাল

পুরাতন "কাঠের লোকের" সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাশুল পাঠান।

বোম্বাই, কয়েক বটা পর এই লেখা কাল  
দেখা যায়।

কাগজের কল—কলিকাতার একটা সাগ-  
কাইট গজের কল কাল হইবে। এই সাগ-  
কাইট পর হইতে উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত  
হইবে। এই কার্যে সাফল্য লাভ করিলে  
আম কাগজ প্রস্তুত করার ক্ষমতা হইতে হইতে  
কাঠের শাঁস আমদানী করিতে হইবে না।

## লর্ড কীচনারের কথা।

নৌবিক্রমের সংবাদে প্রকাশ, যে হ্যাম-  
সারার জাহাজে যে কয়জন রক্ষা পাইয়াছে,  
তাহাদের নিকট হইতে প্রায় করিয়া নিম্নলিখিত  
ব্যাপারটা বুঝা গিয়াছে।

যখন মাইনে গিয়া হ্যামসারার থাকা থাইল,  
সেই সময় জাহাজখানি একপাশ হইয়া ডুবিতে  
লাগিল। সে সময় তখনক বড় বহিতেছিল।  
সাগরতরঙ্গ জাহাজের উপর দিয়া বহিয়া  
বহিতেছিল। একখানি বোট যেমন জাহাজ  
হইতে জলের উপর নামান হইল, তখনই  
বোটখানি দুই টুকরা হইয়া গেল, এবং সেই  
বোটের লোকগণা জলের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল।  
লোকেরা যখন তাহাদের জাহাজের লাইফ  
বেল্ট টেননের দিকে অগ্রসর হইতেছিল, সেই  
সময় লর্ড কীচনার একজন নৌ-সেনানীর সহিত  
সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।  
সেই সেনানী চীৎকার করিয়া বলিলেন,  
লর্ড কীচনারের জন্ত পথ ছাড়িয়া দাও, তাহার  
পর উত্তরে কোরাটার ডেকের উপর উঠিলেন,  
তাহার পর কাপ্তেন তাহাকে সর্ব উচ্চস্থানে  
কোরজির উপর আশ্রিত বলিলেন। ৭১  
জন তেলার আগ্রহ লইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে

হয়জন রক্ষা পাইয়াছে। এই সংবাদ পাইবার  
কাঁচী নৌ সেনাপতি জেনারেল নিখিরাছেন  
যে, ইংরেজ নৌবহরের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া  
গত জীচনারের মত একজন বীর সৈনিক ও  
দেশের একজন মহৎ লোক যে এইভাবে মৃত্যু-  
মুখে পতিত হইলেন, তাহাতে আমি বিশেষ  
হত্বিত হইরাছি।

## পিচ রেণ্ড।

ভারতের খনিজ-সম্পদের তুলনা নাই।  
ভারতের প্রকৃতি রত্নপ্রসূ মা, লক্ষী—কত সমৃদ্ধি  
লইয়া উপযোগীর প্রতীক্ষা করিতেছেন।  
আমরা অন্ধ দেখিতে পাই না। আমরা পশু,  
প্রান্তর, কান্তার, গিরি লতন করিয়া মারের  
শুণ্ড ভাঙার খুজিতে পারি না। আমরা পক্ষা-  
ঘাতে অকর্ণণ্য, সমুদ্রে প্রকৃতির ঐশ্বর্য, পুরুষ-  
কার প্রয়োগে তাহার অধিকারী হইতে পারি  
না। ‘বা নাই, ভারতে, তা নাই জগতে’  
বলিলেও ও অভ্যক্তি হয় না—ভারতে কত  
ধাতুর আধিকার হইতেছে। সম্প্রতি গয়া  
জেলায় নওয়ালা বহুকুমার নিকটে বায়ুখাপ  
পাহাড়ে ‘পিচব্রেণ্ডে’র আবিষ্কার হইয়াছে।  
এই ‘পিচব্রেণ্ডে’র পরিমাণে ‘র্যাডিয়াম’  
আছে, জগতের অন্য কোথাও কোনও দেশের  
‘পিচব্রেণ্ডে’র সমৃদ্ধি নাই। ‘র্যাডিয়াম’  
বহুমূল্য ধাতু; ইহার মূল্য এত অধিক যে,  
অমূল্য বলিলেও অভ্যক্তি হয় না। ‘র্যাডিয়াম’  
বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। জগ-  
তের নানা ক্ষেত্রে ‘র্যাডিয়াম’ ব্যবহৃত হইতেছে।  
ইহার উৎপন্ন এত অল্প যে, পৃথিবীর প্রয়োজন  
বৈজ্ঞানিকেরা পূর্ণ করিতে পারিতেছে না।  
ভারতবর্ষে সেই ‘র্যাডিয়াম-গর্ভ’ ধাতুর আনি-  
কার হইল। প্রয়াগের ‘পারোনীয়র’ বলিতে-  
তেছেন, শীঘ্র এমন দিন আসিবে, যখন ভারত

কাজের লোক, কলিকাতা, জুলাই, সন ১৯১৬।  
পারিবে। বৈজ্ঞানিক ও ঐতিক প্রয়োজনে  
ব্যবহার্য র্যাডিয়ামের অভাব অভাব হইয়াছে।  
ভারত কালে সেই অভাব পূর্ণ করিবে।  
পারোনীয়রের লেখনীতে ফল চন্দন পড়ুক—  
কিন্তু প্রশ্ন এই, র্যাডিয়ামের ঐশ্বর্য কে ভোগ  
ভোগ করিবে? আমরা কি এই ‘পিচব্রেণ্ডে’র  
খনি আরম্ভ করিতে পারিব? আমরা এই  
সমৃদ্ধি জাতীর সম্পদে পরিণত করিবার  
অবকাশ পাইব? আমরা কি এক্ষেত্রে অগ্রসর  
হইয়া উদ্যম উৎসাহ ও পুরুষকারের প্রয়োগে  
লক্ষ্যলভের চেষ্টা করিব? অথবা আমরা  
চাহিয়া থাকিব, আর উদ্যোগী পুরুষসিংহেরা  
এই প্রাকৃতিক সম্পদের কলভোগ করিবে?  
তুলিতে পাই, বিহারীরা মানুষ চইরাছেন,  
তাহারা কি ‘পিচব্রেণ্ডে’র খনির কাজ দেশ-  
বাসীর আরম্ভ রাবিয়া সমগ্র ভারতের আশ  
হইবেন না?—নিজের কাজ আমরা কবে  
নিজে করিব? কবে আমরা যেমন তেমন  
চাকরী, ‘ঘি তাত’ তুলিয়া লক্ষ্যলভে জীবন  
পণ করিব? কবে আমরা রত্নভূমির রত্নরাজি  
আপনারা আহরণ করিতে শিখিব? প্রশ্নন।

## কলিকাতার ভোজনাগার।

—:—

কলিকাতার অধিকাংশ ভাতের হোটেল  
আর মাসের হোটেল সাক্ষাৎ নরক বলিলেই  
হয়। ভাতের হোটেলগুলি সাধারণতঃ ‘বি’  
নারী রক্ষিতার ‘ঠাকুর’ নামক রক্ষাকর  
স্বামিবে পরিচালিত। এই ‘বি’ সাধারণতঃ  
বিগতমোবনা, অতি নিম্ন শ্রেণীর বেক্তা, আর  
এই ঠাকুর যদি ‘বি’ অপেক্ষা অধিক বয়স্ক হয়,  
তাহা হইলে ‘বি’ ঠাকুরের রক্ষিতা। আর  
যদি ‘বি’ অপেক্ষা ঠাকুর কম বয়স্ক হয়, তাহা  
হইলে ঠাকুর ‘বি’র রক্ষিতা, এইরূপ কথ্য-

সুইদার সুইদাশনার কলিকাতার অধিকাংশ  
ভাতের হোটেল পরিচালিত। এই ঠাকুর ভাত  
রাখে, আর ‘বি’ কি ভল ভোলী প্রকৃতি কোণক  
ধের। ঠাকুর মাসে মাসে ‘বি’কে বহুনের আর  
খির জাতির কৈহ সন্নিহিত করে না। এই  
পাচক ও পরিচারিকার কুৎসিত মৈত্রি বৈ-  
ভাল, আর সবই থাকে, ইহাও অভ্যক্তি মৈত্রি  
ও অনিচ্ছা। মাসের হোটেলগুলির পাচকের  
জাতির কোন প্রয়োজন নাই, কারণ উহা  
ইংরেজী ধরনের হোটেল। অনেক ‘বি’  
প্রকৃতি অভ্যক্তি জাতি এই হোটেলের পাচক।  
এই সব অধিকাংশ হোটেলের মাসে যে কিম্বের  
মাস, কত দিনের মাস, তাহার কোন ধোজ  
খবর থাকে না, আচ্ছা করিয়া শিরাজ ও  
লক্ষ্যরী কৈহে উহার সর্ব দোষ চাকিরা গরম  
গরম খাইতে দেওয়া হয়। এইরূপ হোটেলের  
ভাত ও মাসে বাহারী খাব, তাইরা  
নরকের বিটা খাব। ধর্মহামির কথা ছাড়িয়া  
দিই। ইহাতে যে স্বাস্থ্যহানি হইতেছে, ইহা  
একই চিকিৎসীল লোক মাজেই বুঝিতেছেন।  
তাই গত বই জুন বৃষবার কলিকাতা কন-  
পোরেশনের মিটিংএ মাস বাহারুর ভাতের  
হরিদ্রম দস্ত বিজ্ঞানী করেন যে, গত ১৯১৫-১৬  
খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ভোজনাগারগুলির কি  
উন্নতি সাধিত হইয়াছে? প্রত্যন্তরে চেয়ার-  
ম্যান বলেন,—“ভোজনাগারগুলি চুনকাম  
করান, উহাদের মেজে সিমেন্ট করান, পর:-  
প্রণালীর পথ পরিষ্কার রাখা, খাদ্যাদি রক্ষার  
আধার নির্মাণ করান প্রকৃতি কার্যে গত  
বৎসর বর্ণেই দৃষ্টি প্রসূত হইয়াছে। সম্প্রতি  
চুন্নীর উন্নতির দিকে নজর পড়িয়াছে। একপ  
উন্নতি সাধিত হইয়াছে মোট ১৯৭টি ভোজনা-  
গারে এ ছাড়া আরও ২৯৮টি ভোজনাগারের  
নাম সরকারী খাতার লেখান আছে। স্বাস্থ্য-  
বিভাগের কর্মচারীগণ এই সকল ভোজনাগার  
মাঝে মাঝে পরিদর্শন করেন।” এই সব

পুরাতন কাজের লোক শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

হোটেলের পরিচার্য পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য মিউনিসিপালিটির বর হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বয়ংরাজ্যের ভাল; কিন্তু এরূপ কাজের যা দায়্য রাখিলে দোকানে ভোজন করা কোরি হিন্দুর কর্তব্য নহে। সাহেবী হিসাবে ইহা বতাই পরিচার্য হউক না, ইহাতে হিন্দুরা বজায় থাকি সম্ভবপর নহে। তবে হিন্দুই না করলেন যে, এ সকল বিষয়ে হিন্দুরানীর দোহাই দিতেছি। তুমিরা তত্ত্বিত হইয়াছি যে, কলিকাতার একজন চাকুরে “মহামহোপাধ্যায়ের” ছাইটি গ্রাফুরেট পুত্র রাখার চারের ও চপের দোকানে বসিয়া চা চপ খাইয়া বার। আর কাহাকে কি বলিব। ঐ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের চাকুরী গ্রহণের ফলে বৈবরিক উন্নতি হইয়াছে, “মহামহোপাধ্যায়” হইয়াছেন, ছেলেরা গ্রাফুরেট হইয়া বাবু বনিয়াছে, চাকুরে হইয়াছে, কিন্তু একটা মন্ত জিনিস হারাইয়াছে, এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আর—বিশিষ্টাঙ্গত ব্রাহ্মণ্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়াছে। ছেলেরের গ্রাফুরেট চাকুরে করিয়া বংশের বৈবরিক উন্নতি ও ব্রাহ্মণ্যাবনতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ একটি নয়, এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, একটি মাত্র উদাহরণ করিলাম। কালের বশে কাচের গোতে কাকল হারাইতে বসিয়াছে। যে ব্রাহ্মণ ধনের গোতে ধর্ম দেয়, ব্রাহ্মণ্য যে কি পদার্থ, সে জানই তাহার নাই। তাহা থাকিলে বুনো হান-নাথের জার তেঁতুল পাতা সিদ্ধ দিয়া ভাত খাইয়া ব্রাহ্মণ্যে মজল থাকিয়া কোটিপতির পদ কুহু জানে নিজে ধন হইত। তাই বলি, এই হোটেল লইয়া হিন্দুরানীর দোহাই দিই কাহার নিরুত্ত? এখন তুমি মাত্র জনদা!

যদুবাসী।

## আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিভাগ।

—১:—

“কাজের লোক” প্রকাশ করিয়া বাহা বৎ কিকিং লাভ হয়, তাহা আমরা আজ ৫ বৎসর কাল সাধারণের হিতার্থে প্রদান করিয়া “Businessman Poor Charitable Dispensary” বা “বিজনেস ম্যান দাতব্য ঔষধাগার” স্থাপন করিয়া প্রতিদিন বহু রোগীকে বিনা মূল্য ব্যবস্থা এবং ঔষধ দিয়া আসিতেছি, ইহা আমাদের পাঠকগণ “কাজের লোকে” ইহার বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া অবগত আছেন। এই ডিসপেনসারীর অবশ্য জনোন্নতিও হইয়াছে। আমি একা আর পারিয়া উঠিতেছিলাম না, একজন সদাশয় সুযোগ্য এবং সুচিকিৎসক ডাঃ দাস মহাশয়, প্রতিদিন নিয়মিত বসিয়া সমাগত রোগীগণকে অতি সত্বরে দেখিয়া থাকেন।

বহুদিন এই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা নাড়াচাড়া করিয়া বুঝিতেছি যে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা—প্রকৃত নিকীতিত ঔষধে অতি অল্প সময়ে ঠিক সমুত্তের জার জীবন রক্ষক এবং ফলদায়ী। সেই জন্য আমার ইচ্ছা, বাহাতে আমার প্রত্যেক গ্রাহক এবং পাঠক এই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা পদ্ধতিতে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ অন্ততঃ স্বীয় আত্মীয়স্বজন এবং পরিবারবর্গের সামান্য সামান্য রোগেরও চিকিৎসা করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমি “কাজের লোকে” একটি বতর হোমিওপ্যাথিক বিভাগ রাখিয়া তাহাতে তৈবজ্য তর, রোগ চিকিৎসা, চিকিৎসার কলাকল প্রকাশ করিব মানস করিয়াছি। বর্তমানে বাঙ্গালা ভাষার কোন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মাসিক পত্র নাই। বধা-

মাধ্য “কাজের লোকে” পাঠকবর্গের সেই আশার পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব মনে বিনয়-রাহি। এখন সুচিকিৎসকগণ, গ্রাহকগণ, এই বতর সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করিলেই চরিতার্থ হইব।

উপসহকারে আরও জানাইয়া রাখিতেছি যে আমাদের চারিটেবল ডিসপেনসারীতে অনেক সুচিকিৎসকই সময়ে সময়ে দয়াকরিতা বসিয়া রকঃস্বলের এবং স্থানীয় “পুরাতন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন। আমাদের গ্রাহকগণের কোন আত্মীয় স্বজনের যদি কষ্টারও এমন পীড়া থাকে, বাহা অন্যান্য চিকিৎসার ফল হয় নাই, সেইরূপ রোগীর পীড়ার আত্মপূর্জিক বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে আমরা এখান হইতে তাঁহার চিকিৎসার ভার লইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিব। রোগের বিবরণ লিখিবাম্ব আমাদের ফরম আছে (ডাকটিকিট পাঠাইলে তাহা পাঠাইয়া দিই এবং তাহা পূরণ দিলেই আমরা রোগের বিশেষ জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয় বুঝিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হই। ঔষধ পাঠাইবার সামান্য ব্যয়, তাহা ১০ আনা হইতে ১০ আনার অধিক হয় না সমস্ত রোগ-বিবরণ গোপনীয় রাখা হয়। আমরা বিনামূল্যেই এই চিকিৎসার ভার লই। তবে আরোগ্য হইয়া দরিদ্র ভাণ্ডারে বইচ্ছার যদি কেহ কিছু দিতে চাহেন, তাহাতে আপত্তি নাই।

বশব্দ

শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

“কাজের লোক” সম্পাদক।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্য দিতে হইবে।



(Special for "Businessman")

মেটরিক্সা মেটিকা

ভৈষজ্যতত্ত্ব।

লেখক—ডাক্তার কার্ণিকজ দাস।

একোনাইটম্ নেপেলস্।

র্যানকিউলসি প্রণীত।

সাধারণ নাম—একোনাইট, মক্স হড্ বা উলফস্ বেন্। জার্মান—ইসেনকেপ, টারহাট্। ফরাসি—একোনিট্ নেপেল্। ইতালীয়—নেপেলো। স্পেনীয়—নেপেলো। সংস্কৃত—বৎসনাভ। হিন্দী—বিষ্ বা বিব। বাঙ্গালা—কাঠবিষ। মাস্রাজী—নাভি।

উৎপত্তি স্থান—মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের, এবং কসিয়া, মধ্য এশিয়া ও স্বাভিনেভিয়া প্রভৃতি স্থানের পার্শ্বত্যা প্রদেশে, অর্থাৎ ভূমিতে ও বনোবধিপূর্ণ পতিত জমিতে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রেট ব্রিটেন ও উৎপন্ন হয়, সম্ভবতঃ অল্প দেশ হইতে আনিয়া রোপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডের পশ্চিম প্রদেশের এবং দক্ষিণ ওয়েলসের ছাগালীর্ণস্থানে বনো-ভিক্ষুরূপে ইহা পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে একোনাইটের গুণ ও ব্যবহার বিদিত আছে। কথিত আছে যে, মহাবীর হার্কিউলিস্ তাঁহার শেব অভিযাত্রার মার্কসি ও মিনার্ডা সম্ভতিবাহারে পাতালপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথা হইতে ত্রিশির সারসের সার্কেরসকে মর্ত্যপুর্বে আনয়ন করিবার জন্য পাতালের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা প্লুটোর অমুমতি প্রার্থনা করার, তিনি বলেন যে, যদি বিনা অস্ত্র সাহায্যে সার্কেরসকে লইয়া যাইতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই। প্লুটোর অমুমতি পাইয়া হার্কিউলিস্ সার্কেরসকে মর্ত্যপুর্বে লইয়া আসিলেন।

সার্কেরস্ স্ব্যাক্ষিপণ সধ্য করিতে পারিত না; বধ্যপুর্বে আসিয়াই উদগার করিতে লাগিল। যেখানে যেখানে তাঁহার বদন ভূমিতে পতিত হইল, সেই সেই স্থানে একোনিটস্ নামক প্রাণ-হকারক বিষাক্ত ওষধি উৎপন্ন হইল। পল্টস্ প্রদেশে প্রবাহিত একেরস্ নদী দ্বারা পাতালপুরে যাতায়াত করিতে হয়। ঐ নদী তীরে হিরাক্লিস্ নামক নগর অবস্থিত। হার্কিউলিস্ ঐ পার্শ্বত্যা স্থানের উপর দিয়া পাতালের কুকুরটী লইয়া আসিয়াছিলেন। ঐ স্থানের পাহাড়টী একোনিটন নামে অভিহিত। পলস্ এজিনিটা (Paulus Aginla) বলেন, দীর্ঘায়া হিরাক্লিস্ মধুপান করেন, তাহাদের একোনাইট খাইবার মত বিষাক্ত লক্ষণাবলী প্রকাশ হয়। জেনোফন (Xenophone) তাঁহার এনাবেসিস্ (Anabasis) নামক গ্রন্থে পল্টস্ প্রদেশের মধুর উন্নততা উৎপাদিকা শক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। আরিষ্টটল্, প্লিনি, ডিওডোরস্, সিকিউলস্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এই মতের পোষকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। একোনাইটের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও একটা গল্প আছে। প্রোমিথিয়স্ মৃগের মধুস্বাস্তি নির্মাণ করিয়া, স্বর্গ হইতে অপহৃত অগ্নি দ্বারা তাহাদের জীবন দান করিয়াছিলেন। অল্প জুপিটার জুড় হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং কতিপয় শতাব্দী দ্বারা তাঁহার স্বকৃত্যপ্রদেশ জনবসত স্থাপন করাইতে থাকেন। কথিত আছে, প্রোমিথিয়সের ক্ষতনিহত দূষিত আব হইতে একোনাইটের উৎপত্তি হইয়াছে।

একোনাইটের বিষাক্ততা যে অতি পুরা কাল হইতে বিদিত ছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। ওষধি তাঁহার মেটামার্কোসিস্ নামক গ্রন্থে এই বিষের উল্লেখ করিয়াছেন; ইজিরসের মারাবিনী পত্নী সিডিয়া তাঁহার সপত্নীপুত্র থিসিসকে হত্যা করিবার জন্য

বীর বাবী ছায়া এই বিষপ্রয়োগ করান, "For him a bowl of deadly Aconite she drugged."

ইহার পদ্য কবিগণও একোনাইটের বিষাক্ততার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন। কবি-বর সেকন্দীর তাঁহার চতুর্থ বেন্দ্রী নাটকে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন, "Though it do work as strong as Aconitum; or rash gunpowder."

প্রাচীন প্রকৃতি তথ্যবিদ প্লিনি ও ডিওডোরস্ মারাদেবী চেকেটকে একোনাইটের আবিষ্কারী বলিয়াছেন।

খৃষ্ট জন্মের ৩৭১ বৎসর পূর্বে থিওক্রেটস্ প্রথম একোনাইটের বর্ণনা করেন। তিনি দুই প্রকার একোনাইটের উল্লেখ করেন, উভয়ই তৃণ সূক্ষ্ম। ডায়কোরাইডিস ও দুই প্রকার একোনাইটের বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথমটী—ত্রিপত্র বা চতুঃপত্র, পত্র পাতার মত; দ্বন্দ্ব এক হাত লম্বা; মূল কাঁকড়া বিছার পুচ্ছের ন্যায়। দ্বিতীয়টী—পত্র বড় বড় খাঁজবিশিষ্ট; দ্বন্দ্ব দৃঢ় ও অপেক্ষাকৃত কাল; উচ্চে এক হাত বা কিকিঞ্চিক; বীজগুলি শুষ্কিমধ্যে থাকে; মূল কতকটা লম্বা ও কাল রং। ডায়কোরাইডিস বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার সম্ভবতঃ একোনাইটম্ নেপেলস্।

একোনাইটের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধেও মত ভেদ আছে। গ্রীক ভাষায় একোনি (Acony) শব্দের অর্থ প্রস্তর। প্রস্তররূপ স্থানে উৎপন্ন হয় বলিয়া বোধ হয় একোনাইট নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, "a" privative অর্থাৎ অভাবসূচক উপসর্গ, এবং কোনিস্ (konis) শব্দের অর্থ ধূলি; কারণ ইহা প্রস্তররূপ স্থানে উৎপন্ন হয় যেখানে ধূলি বা মৃত্তিকা নাই। নেপস্ (Napus) শব্দ হইতে নেপেলসের উৎপত্তি হইয়াছে।

পুরাতন "কালের লোকের" সূত্রীপত্রের জন্য /০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।



নেপন এক প্রকার কচু। একোনাইটের মূল  
বোধিত করুন মত।

কথিত আছে, নিবানেরা শাঙ্গুল লীকার  
কালে একোনাইটের মনে তাঁর কুখাইরা  
দেখিত, তৎকালে ইহাকে উল্লেখ্যে (Cottar-  
bane) বলে। ইহার ফুলের উপরে পাণ-  
টির আকৃতি helmet বা শিরদাঁড়ের ভাৱ,  
এবং প্রথমতঃ তিতরের পাণ্ডিকে আচ্ছা-  
দিত করিয়া রাখে; ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইলে  
পাঁচাদিকে সরিরা পড়ে এবং তিতরের  
পাণ্ডি দৃষ্টিগোচর হয়। সেই কারণ ইহার  
মঙ্গল ছড (monkshood) নাম ইহা আছে।

টোটে বচন, একোনাইট লক্ষ্যে আনির  
পক্ষে দ্বারাঙ্ক। \* \* \* মাংসাদী ক্ষত  
অপেক্ষা উদ্ভিজ্জীবি ক্ষতের উপর ইহার  
বিষক্রিয়া কম। \* \* \* কথিত আছে অধ  
ছাগ ও মেঘগণ ইহা নিরীক্ষণে ভ্রমণ করে।

ইহার ক্রিয়ায় স্থিতিবল :—অল্প বস্তু  
হইতে ৪০ বস্তু বা অবস্থা বিশেষে কয়েক  
সপ্তাহ।

প্রতিবেদক—একোনাইট দ্বারা বিবাক্ত  
হইলে, সর্ষপ, সজকেট অব জিক বা ইপিকাক  
দ্বারা বসি করান আব্রতক, হুয়া, উদ্ভিজ্জ অন্ন  
যথা তিনিমার, বা অন্নাবাদ কল দ্বাব্যহের।  
হোমিওপ্যাথিক প্রতিবেদক—ক্যান্ডর, নক্স-  
ডমিকা, পানিস, রোয়াকো। একোনাইট  
আবার ক্যান্ডোমিলা, ককিলা, নক্সডমিকা,  
পেট্রোলিয়াম, সলফর, সিপিরা, ডেরেটমের  
প্রতিবেদক। ডেল অকণ বা তদ্বারা বসি  
করাইলে ইহার বিষ ক্রিয়া বর্জিত হয়।

সাধারণ ক্রিয়া :—ইহা sensory দ্বার  
পীড়া উৎপাদন করে, প্রথমে ক্ষুধা ক্ষু-  
ধা করিয়া ক্রমে অসাড় হয়। সাধারণ আক্ষেপ  
৫ মিনিট কাল স্থায়ী। সর্ব শরীর রোমাঞ্চ।  
কষ্টদায়িকা অস্থিরতা, তাণ্ডব রোমের ভাৱ

অনবরত পদচারণার প্রকল্প। বাহ্যিক ও  
পদচারণা ভিতরদিকে অথবা শরীরের দিকে  
আকৃষ্ট, অস্থিরতা দৃঢ় ইতিবন্ধ; করতল  
এবিধ অস্থিরতা ও চরণগুলি স্থায়ীভাবে  
ভিতরদিকে বক্র হইয়া থাকে; কোন প্রকার  
আক্ষেপ হঠক ক্রমে বা কল্পন থাকে না।  
সকল সন্ধিতে তরুণ বীত প্রবাহের ভাৱ বাধ্য।  
সর্ব শরীরে পেশবৎ ও পক্ষফোটক সঙ্গ  
বাধ্য। মানসিক লক্ষণ পরিষ্কার থাকে,  
কিন্তু অল্পমাত্রায় অপ্রকাশিত থাকে। অস্থায়ী  
অবস্থা। অস্থিরতা ক্রমে যেন, কোন কোন  
শিরায় সর্ব রক্ত জমিয়া গিয়াছে; তৎপরে  
নিম্নোপস্থান, ও তাহার সহিত মাথা জালা,  
মনে হয়, যেম মস্তক ফুটত বলে পরিপূর্ণ। হৃৎ  
আক্ষেপ ও শীতল বর্ষ, প্রবল আক্ষেপ হয়।  
প্রথমতঃ জিহ্বা ও চোয়ালে সামান্য (চিন্-  
চিনে) উত্তাপাধুতি এবং তৎসহ মুখমণ্ডল  
বিভাগাকার হইয়াছে বলিয়া বিভ্রম, আত্মীয়  
বন্ধুগণের কথায় বা মরণ দৃষ্টি দ্বারাও এই ভ্রম  
দূর হয় না; এই ভাব ক্রমশঃ সর্ব শরীরে  
বিশেষতঃ হস্ত পদে ব্যাপ্ত হয়। শ্বাস প্রশ্বাস  
ধীরে ধীরে হয় এবং কষ্টদায়ক হয়। নাড়ী  
ক্রম ও অসমান। গাত্র উত্তাপে পুড়িয়া যায়।  
ইহা হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্রমত করায়, উত্তাপ বৃদ্ধি  
করায়, তৎসঙ্গে শীত জর, ও বর্ষ হয়; অধিক  
মাত্রায়, হৃৎপিণ্ড ও শ্বাসমণ্ডলীয় অবস্থা উৎ-  
পাদন করিয়া হিমাল অবস্থা আনয়ন করে।  
মানসিক বটে একটা অপরিবর্তনীয় আত্ম-  
সজিক।

দৈহিক পরিবর্তন মুখাকৃতির বিবৃতি;  
ভরহটক আকৃতি। উদরের ক্ষীণতা, গ্রীবাও  
পৃষ্ঠদেশে নীলবর্ণ দাগ সন্মুখ। মস্তিষ্কের  
ধমনী সমূহে অত্যন্ত রক্তাধিক্য; মস্তিষ্কের  
পদার্থ বিলুপ্ত হুকাতে দাগ। উত্তর ফুল ফুল  
ভারি, নীলাভ, প্লাম্বাফেন দ্বারা বেগুণী রং;  
রক্তে পূর্ণ; Crepitation বা কেশ ঘর্ষণ বৎ

পুরাতন কার্ভার লোক শব্দ হইতে চলিল, তৎপরে লউম

শব্দ পাওয়া যায় না। হৃৎপিণ্ডের দ্বারা Vent-  
ricle বা শিরবিজ্ঞাৎ হুত থাকে, মস্তক নিম্না-  
বদ্যে আঠাৎ রক্তের জমাটে পরিপূর্ণ  
থাকে। শ্বাসমণ্ডল, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং অস্ত্রের  
সিকম পর্যন্ত জাল হয় ও ঐ সকল স্থানে  
রক্তাধিক্য হয়। মস্তকস্থিত প্রাণালী ওলি,  
বিশেষতঃ অস্ত্রের শিরদাঁড়ি, দৃষ্টি রক্তে ক্ষীত  
হয়। উদরভাৱে (Abdominal Cavity)  
পীত বর্ণ রক্ত জমে। (ক্রমশঃ)

## Practice of medicine

বা

## চিকিৎসা বিধান।

—:—

### Acute cough.

তরুণ সর্দি।

অপর নাম—তরুণ রাইনাইটিস (Acute  
Rhinitis), মাথার ঠাণ্ডা (cold in  
head)।

ব্যাখ্যা—নানা গহ্বরের রৈম্মিক বিলীয়  
সর্দি জনিত প্রদাহ।

কারণ—ঋতু পরিবর্তন কালে, ঠাণ্ডা  
লাগিয়া, জলে ভিজিয়া, কিম্বা আর্জিহানে বাস  
করিলে হইতে পারে। নাসাগহ্বরে কোন  
প্রকার উত্তেজক পদার্থ (যথা তামাক, ধূঁ, কি,  
কোন রাসায়নিক পদার্থ প্রভৃতি) প্রবেশ  
করিলে হইতে পারে। অল্প কোন পীড়ার  
লক্ষণ স্বরূপও হইতে পারে, যথা হাম, ইনফ্লুয়েন্জা  
ইত্যাদি। সংক্রামক কারণও হইতে পারে।

নিদান—(Pathology) প্রথমাবস্থায়  
রৈম্মিক বিলীতে (Mucous membrane)  
রক্ত সঞ্চয় হয়, উহা ক্ষীণ ও উজ্জ্বল লাল বর্ণ  
হয় এবং প্রাব বন্ধ হইয়া যায়। ইহার অধা-  
বহিত পরেই তরল বর্ণহীন, উত্তেজক প্রাব  
নির্গত হয়; এই প্রাব লাগিয়া নাসিকা ও ঠে

হাসিয়া বাজা—ইহাঙ্গ পড়েই মেয়ে ও পুং  
মিজিত আক হয়।

লক্ষণ—প্রথমতঃ এক প্রকার শারীরিক  
দুর্বলতা অনুভূত হয়। প্রায় হাঁচি হইয়া  
আরম্ভ হয়; নাসাভ্যন্তর শুষ্ক ও অবরুদ্ধ হইয়া  
ঠকিয়া যায়, এমন কি মুখ দিয়া বাস  
নষ্ট হইতে হয়। কয়েক বন্টার মধ্যেই জলীয়  
স্রাব আরম্ভ হয়, এই স্রাব কখন কখন উত্তে-  
জনা দায়ক, এবং অবশেষে মেয়ে ও পুং  
সংযুক্ত হয়। কখন কখন শীত করে, এবং  
জ্বরও হইতে পারে।

স্থিতিকাল—কয়েক দিন হইতে দুই  
সপ্তাহ।

উপসর্গ—চক্ষুর স্বেতাংশের প্রদাহ; খাণ্ড-  
নাগীর প্রদাহ; শব্দবস্তুর প্রদাহ; ইউটেসিয়ান  
টিউবের প্রদাহ।

চিকিৎসা—প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক  
উত্তর প্রকারই হয়।

প্রতিরোধক—ঠাণ্ডা লাগার লক্ষণাবলী  
প্রথম প্রকাশ হইবা মাত্র বিছানায় বসিয়া  
এক পেয়লা গরম জল পাণ করিয়া সর্জনশরীর  
গরম কাপড় দ্বারা আচ্ছাদন করিলে শীতই  
বর্জন আরম্ভ হয়। বর্জন হইয়াই প্রায় সারিয়া  
যায়।

প্রথমাবস্থার—একোনাইট, বেলেডোনা,  
ক্যাফর বা জেনসিমিয়ম। স্রাব আরম্ভ হইলে  
এলিয়ম্ সিপা, কেলিবাইক্রমিকম্, পল্‌সেটিল  
বা সল্‌ফর। যদি মাক বন্ধ হয়, এমন কার্কে-  
লাইকোপোডিয়ম্, মলভমিক ও টিউ।

একোনাইট—অক্রমের প্রারম্ভে, বিশে-  
ষতঃ যদি শুষ্ক, শীতল বায়ু লাগিয়া হয়;  
প্রথমে শীত করে, পরে, জরভাব হইয়া উত্তাপ  
হয়। মাথাধরে, চক্ষু দিয়া জল পড়ে, হাঁচি  
হয়, কাঁপ ভেঁ ভেঁ করে। নিদ্রা হয় না,  
অত্যন্ত অস্থির হয়, এবং মৃত্যুর ভয় হয়।

ছাত্রদের বার্ষিক অঙ্ক মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

কৃত জ্ঞানঃ—৩১

লোরিংজ্ হুড্ হুড্ হুড্ হুড্ হুড্ হুড্ হুড্ হুড্ হুড্ হুড্  
বহিবাযুতে উপশম হয়।

এলিয়ম্ সিপা—নাসারন্ধ্র হইতে প্রচুর  
জলীয় স্রাব হয়, আলা করে ও হাঁজিয়া যায়;  
স্রাব অত্যন্ত জলীয়, নাসিকার অগ্রভাগ দিয়া  
কোঁটা কোঁটা পড়িতে থাকে। সর্জন  
অত্যন্ত হাঁচি হয়, বিশেষতঃ গরম ঘরে প্রবেশ  
কালে হয়। প্রচুর অশ্রুবর্ষণ হয়, চক্ষুর পাতা  
ক্ষীত হয়। বকের মধ্যস্থলে ও উপস্থানে  
কষ্টবোধ হয়।

এলুমিনা—প্রচুর স্রাব নিঃসরণকারী  
সর্দি, বাম নাশা হইতে স্রাব ও দক্ষিণ নাশা  
বন্ধ হইয়া থাকে। তৎপরে শুষ্ক অর্থাৎ স্রাব  
হীন সর্দি হয়, এবং উত্তর নাসা একেবারে  
বন্ধ হইয়া যায়।

এমন কার্কে—শুষ্ক অর্থাৎ স্রাবহীন সর্দি,  
নাসা বন্ধ বিশেষতঃ রায়ে, এবং চক্ষু দিয়া  
জল পড়ে।

এটিম্ ক্রুড—সর্দির সহিত নাসারন্ধ্র  
বা ও মার্ডি হয় ও স্রাবহীন বা স্রাববাহী  
সর্দি, বিশেষতঃ প্রাতে।—নাসাবন্ধ, বিশেষতঃ  
মধ্যাকালে; বহিবাযুতে ভ্রমণকালে নাসা  
এরূপ শুষ্ক হয় যে, কথা বলিতে পারে না।  
জিহবার স্বেতাচ্ছাদন এবং বমি বা বমনেচ্ছা  
এই ঔষধের প্রধান নির্কীচক।

আসেনিক—সর্দির সহিত, মাথা ধরা,  
অস্থিরতা ও অবসন্নতা। নাকের গোড়ার বন্ধ  
হইয়া থাকে। অত্যন্ত কষ্ট হয়, নাসা পরিপূর্ণ  
ও শীতল বোধ হয়। বন্ধ থাকে, অথচ স্রাব  
নিঃসরণ হয় (নলভমিকার মত)। স্রাববাহী  
সর্দি, সর্জন হাঁচি হয়, কিন্তু হাঁচিতে উপশম  
হয় না, বরতক, নিদ্রাহীনতা, ও নাসিকার  
ক্ষীতি থাকে। প্রচুর জলীয় স্রাব হয়, নাসা  
ও ওষ্ঠ আলা করে ও হাঁজিয়া যায়।

আরম্ হাইকিলম্—মেয়ে নির্ভত হয়, ভদ্রা  
নাসা ও ওষ্ঠ হাঁজিয়া যায় ও আলা করে।  
অনন্তর নাক খুঁটিতে থাকে, অবশেষে রক্ত  
বাহির করিয়া ফেলে।

ব্যারাইটা কার্বনিকা—অনন্তর সর্দি,  
ও নাসা বন্ধভাবে, স্রাব হয়—গলায় বর হাঁড়ীর  
মধ্যে কথা কহিবার মত হয়, এবং প্রাতে ও  
দ্বিবাভাগে শুষ্ক কাশি। নাসা বন্ধ ও শুষ্ক।  
ওষ্ঠ ও নাসা ক্ষীত হয়। শীতবর্ণ, গাঢ় মেয়ে  
নির্গত হয়। নাসা প্রাচীরে মার্ডি ভাবে।

(ক্রমঃ)

(Special for "Businessman.")

Home Industries.

গার্হস্থ্য-শিল্প।

—:—

Boston—বা লেই।

প্রায় সমস্ত আফিসেই এখন নানা প্রকা-  
রের লেই বা আটা ব্যবহৃত হইতেছে, কাগজ  
পত্র আঁটিবার জন্য এখন গদ ব্যতীত টিক  
ফাঠ প্রভৃতি নানা প্রকার নামের পেট  
বিলাত হইতে আমদানী করিয়া এদেশে আনা  
হয়। তাহা আমাদের দেশের ময়দার আটার  
মত, যুব চওড়া শিশিতে মায় তুলি বা ক্রস  
সমেৎ লাগান বিক্রয় হয়। যুদ্ধের জন্য  
এখন এ সকল আমদানী পেট বা আটা  
চুর্ণী হইয়াছে, কিন্তু এদেশে এখন এই  
জরাজীর্ণ প্রস্তুত করিয়া সেইরূপ লেবেলাদি  
দ্বারা বিক্রয় করিলে এদেশের একটা পুন্ডর  
কারবার চলিতে পারে। এ কাজটা উপে-  
ক্ষার নহে, কারণ প্রায় সকল আফিসেই  
আজ কাল ইহার ব্যবহার আছে। গদ দ্বারা  
মোট কাগজ জোড়া যায় না, কিন্তু এই আটা  
বহুদিন স্থায়ী হয় এবং অতিশয় জোর আটা।  
মড় প্যাকেট মোটা কাগজ দ্বারা করিতে

হইলে প্রত্যেক মরকার আটা প্রস্তুত করা  
যেমন নিম্নলিখিত, সেইরূপই অল্পবিধাভ্রমক।  
কিছির অল্পবিধা তুঁতে প্রত্যেক দিগ্ন প্রস্তুত  
আটাতেও ২১০ দিনে গন্ধ হয়, হাজা পড়ে, মলা  
নাছির দোরাখ্য থাকে। এই অল্প পাশ্চাত্য  
প্রণালীতে ইহা প্রস্তুত করণের উপায় অপর  
করিব। নারিয়ার বলিতেছি, ইহা সুখ্য কাল  
নহে, কেবল মাখার তৈল এর জুতার ও  
লিখিয়ার কালীর অল্প মতকি চালনা অপেক্ষা  
এদেশে এই অভিনব জব্যটা প্রস্তুত করিয়া  
চালাইলে সহজে ইহার প্রতিদ্বন্দীতার সম্ভাবনা  
থাকিবে না। চালাইবার উপায়, প্রত্যেক  
আকিলে প্রথমতঃ মনুনা স্বরূপ দিয়া এবং  
প্রত্যেক হেলসারী দোকানে বিক্রয়ার রাখিয়া  
চালাইতে হয়। প্রত্যেক শিশিতে মায় শিশি  
ক্লস কর্ক প্রত্যুতিতে ১০ অধিক ব্যয় পড়ে না,  
কিন্তু প্রত্যেক শিশি ১০ আনার বিক্রয় করি-  
লেও বিলাতি অপেক্ষা অনেক সুবিধা হইবে।  
বিলাতি প্রস্তুত এইরূপ পেট বাজারে এখন  
বড় শিশি ৫০, ৫০ আনার বিক্রয় হইয়া  
থাকে।

### Dextrine Paste.

#### ডেক্ট্রিন পেট।

প্রস্তুত প্রণালী—উত্তম জলে এমন পরি-  
মাণ ডেক্ট্রিন পাউডার মিশাইতে হইবে, যেন  
তাহা মধুর মত গাঢ় হয়। তাহার পর শিশিতে  
পুরিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়গণযোগী  
করিতে হয়। ইহাতে বতকণ জলীর অংশ  
পাকে, ততদিন সমান কমতা থাকে। ডেক্ট্রিন  
বড় বড় ডাক্তার থানার পাওয়া যায়।  
মূল্য স্থলত।

### Boilable Paste.

#### (স্বাদী আটা)

উৎকৃষ্ট শিরিস ৪ ভাগ  
জল (শীতল) ১৫ ভাগ  
জলে করেকবন্টা শিরিসটাকে কেলিয়া  
রাখিলে নরম হইয়া যাইবে। তাহার পর  
মুহ জলে গলাইলে গলিয়া সম্পূর্ণ বহু হইয়া  
পাকাইবে। ইহাতে ৩৫ ভাগ গরম জল  
মিশ্রিত কর এবং ঘন ঘন নাড়িতে থাক,  
তাহার পর অল্প পায়ে ৩০ ভাগ টার্কপেট,  
দিয়া ২০ ভাগ জলের সহিত ক্রমাগত নাড়িয়া  
মিশ্রিত করিলে দেখিতে ঠিক হুকের মত হইয়া  
যাইবে। দেখিতে হইবে, যেন জমাট থাকিয়া  
যায়। এখন এই টার্ক পেটটাকে, পূর্কোক্ত  
শিরিসের মিশ্রনটাকে চালিয়া দিয়া ঘন ঘন  
নাড়িতে হইবে, এবং এই সমস্তটাকে (Boil-  
ing temperature) অর্থাৎ যে উত্তাপে  
জিনিষটা হুসিদ্ধ হইয়া উঠে, এরূপ জলে দিতে  
হইবে। তাহার পর নামাইয়া শীতল হইলে  
ইহাতে ১০ কোঁটা কার্বনিক এসিড দিয়া  
পুনরায় নাড়িয়া মুখ চওড়া শিশিতে টাইট  
করুদিয়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা  
বহুদিন স্থায়ী হইবে এবং ইহার আটা খুব  
জোর এবং শক্তিশালী হইবে।

### Flour Paste.

#### (ময়দার আটা)

জল ১ কোরাট  
কটকিরি ৫০ আউল  
অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া শীতল হইলে ইহাতে  
ময়দা এমন ভাবে মিশ্রিত কর, যেন তাহা  
কীরের মত অবস্থায় পাকায়, তাহার পর  
পুনরায় অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া ফুটাইতে  
হইবে এবং ইচ্ছা মত ঘন ও শীতল হইলে  
ইহাতে ১৫ কোঁটা অয়েল স্কোভল (লবঙ্গের

তৈল দিয়া) নাড়িয়া মুখচওড়া শিশিতে  
করু বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা সহজে  
পড়িবে না এবং আকিলে মাঝেরে গুহীত হইবে।  
উপকরণ প্রত্যেক জব্যে বৎসারিত ময়দা-চুর্ণ  
এবং ২১৫ মিল দিয়া ফুটাইয়া ঘন করিলে  
১২ ঘাস থাকিবে, পাক হইলে একটু জল  
দিলে নরম হইবে।

### Stick-fast Paste,

#### টিক-ফাস্ট-পেট।

—:—:—

Wheaten flour 1 oz.  
Powder Tragacanth 1/2 oz  
Powdered Gum Arabic 1/2 oz.  
Salicylic acid 30 gr.  
Oil of Winter green 4 drops.  
Water. 12 oz

ক্রমে ক্রমে পাউডারগুলিকে মিশ্রিত  
করিয়া তাহার পর জল মিশ্রিত করতঃ অগ্নির  
উত্তাপে ফুটাইতে থাক এবং ক্রমাগত নাড়িতে  
থাক। এইরূপ ২০ মিনিট অগ্নির উত্তাপে  
রাখিয়া ঘনীভূত হইতে দাও। যখন ঠাণ্ডা হইবে  
তখন ইহাতে অয়েল উইন্টার গ্রীন মিশাইয়া  
পুনরায় নাড়িয়া দাও। এখন ইহা প্রস্তুত  
হইল।

সারেকটিক আমেরিকা।

### Rice-flour Paste.

#### চাউলের গুড়ার আটা।

ইহাও আকিলে ব্যবহার হয়।

চাউল গুড়ার আটা ১ আঃ  
মিলাটিন ৩ ভাগ  
জল ১/২ পাউন্ড

পুরাতন “কাঁজের লোকের” সূচীপত্রের অঙ্ক ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

অগ্নির উত্তাপে ক্রমশঃ নাকিরা কুটাইতে থাকে, কখন খেত বর্ণটা গাঢ় বা কাচের মত বন্ধ হইয়া উঠিবে এবং আবশ্যক মত বেশ ঘন হইয়া আসিবে, তখন নামাইয়া শীতল হইতে দাও। শীতল হইলে শিশিতে পুরিয়া প্রত্যেক বোতল বা কন্ডইলে ৮।১০ কোটা Oil cloves বা লবঙ্গের তৈল দিয়া পুনরায় একবার নাকিরা ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দাও। চাউল শুড়ি বেশ হাল্কা চূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

### Glycerine paste for office use.

গ্লিসারিন পেস্ট্ ( আফিসের জন্ত )

৩ আউন্স ফুটন্ত জলে ২ আউন্স আরবী গাঁদ গলাইয়া তাহাতে ৪ ড্রাম গ্লিসারিন মিশ্রিত করিয়া দিলেই এই জিনিসটা প্রস্তুত হয়। তাহার পর যেমন গাঁদের শিশি সেইরূপ শিশি যোগাড় করিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয় করিতে হয়।

শেষ কথা।

—:—

এইরূপ আটার বোতলের সাধারণতঃ মুখ চওড়া হওয়ার আবশ্যক। ইহা অনেকটা মেলিনস্ ফুডের বোতলের মত। মুখে কাঁচের বাটির ছিপি থাকে, তাহার মধ্যস্থলে একটা ছিদ্রের মধ্য দিয়া তুলি বা ক্রস দেওয়া হয়, সেই ক্রস দ্বারা কাগজে আটা মাখান হয়, ছিপি এবং ক্রস তন্নল আলতার শিশিতে, জুতার কালীর শিশিতে যেমন ক্রস থাকে, সেইরূপ। যে ক্রস ব্যবহার হয়, তাহা অনেকটা ঘেন দাঁতন কাটির মত।

বিক্রয়ের উপায় সমস্ত টেশনারী দোকানে সাইন বোর্ড দিয়া রাখিয়া আসিলে তাহারাই আফিসে আফিসে চালাইয়া দেয়।

### সাধারণ কাগজকে পার্জামেন্টের মত করিবার উপায়।

সাধারণ শক্ত সাদা কাগজকে ১ ভাগ জল এবং ৩ ভাগ সালফিউরিক অ্যাসিড দিয়া সলুইশন করিয়া তাহাতে কয়েক সেকেন্ড ডুবাইয়া তাহার পর পরিষ্কার জলে বতকণ অ্যাসিডের চিহ্ন উঠিয়া না যায়, ততক্ষণ যাবৎ খোঁত করিয়া কুচিত না হইয়া যায়, এখন তাবে শুক করিয়া নইলেই ঠিক পার্জামেন্টের মত হইয়া বাইবে। কাগজ বেশ দৃঢ়ও হইবে।

### সর্পাঘাতে তুলসী।

প্রস্থান পড়ে প্রকাশ :—

তুলসী হিন্দুর নিকট পরম পবিত্র বৃক্ষ। পুরাকালে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও ইহার গুণের নানাবিধ ব্যাখ্যা রহিয়াছে। বিব-বৈদ্যের মুখে শুনা গিয়াছে, ইহা সর্পবিষের ঔষধ। তাহার বলে, ইহার মূল গৃহে রাখিলে সর্প ভয় থাকে না। সম্ভ্রতি এই পরম পবিত্র তুলসী পত্রের রসে একটা মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রাণ পাইয়াছে। ঘটনাটা এই,—গদাই মালি নামক জনৈক উড়িয়া মালি ২২শে মে বেলা আন্দাজ ৭।টা ৮টার সময় গাছ তলায় পতিত একটা আর ধার। আধ ঘণ্টা পর হইতে তাহার গা ঝিম ঝিম করিতে থাকে, ক্রমশঃ তাহার সর্ব শরীর অবশ ও নীলবর্ণ হইয়া যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়ে। তাহার শরীরে সম্পূর্ণরূপে বিব জিয়া হইতে আরম্ভ হয়। তখনই ডাক্তার ও অন্যান্য বিব-বৈদ্যকে ডাকিবার জন্য চারিদিকে লোক ছুটিয়া গেল, কিন্তু যখন সকলে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রোগীর কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, নাড়ীও নাই, কেবল নাভির নিকট অল্প একটু নড়িতেছে মাত্র। বাঁচিবার আর কোনও

আশা নাই দেখিয়া ডাক্তারেরা বত প্রকাশ করার জন্য প্রাণ নিবানী কলম্বরণ ভট্টাচার্য নামক জনৈক বিব-বৈদ্য (জরী) একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য অর্ধ পোরা আন্দাজ রস হইতে পায়ে, একগ পরিমাণ তুলসীর পাতা আনিতে বলিলেন। সৌভাগ্য কণ্ডা নিকটে তুলসী গাছ থাকার তৎক্ষণাতঃ পাতা আসা হইল। তিনি নিম্নলিখিত সেই পাতার রস করিয়া রোগীর সর্বশরীরে বেশ করিয়া মাখাইয়া দিলেন এবং মুখের মধ্যে কর্ভে ও নাকিদ্বারে বতটা ধরে, পূর্ণ করিয়া দিলেন। আর অর্ধ ঘণ্টা পরে রোগী নড়িয়া উঠিল এবং মুখের মধ্যে যে তুলসীর রস দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও একটু গলাধঃকরণ করিবার সামর্থ্য হইল। ইহা দেখিয়া তখন সকলেই রোগীকে বিশেষ বদ্ধ সহকারে শুক্কা করিতে আরম্ভ করিল। আর দুই ঘণ্টা পরে সকলের সম্মুখে রোগী উঠিয়া বসিল ও কথা কহিল। তখন তাহার অসহ্য গাঙ্গদাহ হইতেছে, কিন্তু বেশীকণ হারী হয় নাই। ক্রমশঃ সে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করিল। তুলসীর এই অত্যন্তব্য গুণ দেখিয়া সকলেই বিশেষ বিস্মিত হইয়া পড়িল। সাধারণের নিকট ইহার গুণ প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই এত করিয়া বর্ণনা করিতে হইল। সর্প ভয় সর্ব হানেই আছে। অতএব যে কেহ ইচ্ছা করিলে ইহার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তুলসীর এত গুণ না থাকিলে নারায়ণ নামের বস্তকে ধারণ করিবেন কেন?

### ডাকাতিয়া হাস।

—:—

সম্ভ্রতি “মালদহ সমাচার” ডাকাতিয়া হাসের সম্বন্ধে এক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা উত্তরবঙ্গের কবিজীবীগণের এই অদ্ভুত

ছাত্রদের বার্ষিক অর্জমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

মারাত্মক ভাঙতিয়া ঘাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। “সমীচীন” নিবন্ধাঙ্কনঃ—

মহা ১১ই জুন রবিবার সাতারবিধা গ্রামের গোলাম আলি নামক এক ব্যক্তি তাহার ১২জন্ম বৎসর বয়সে জন্ম চবিবার অষ্ট মাঠে মারা গিয়াছে। জন্মের আনিতে একটা সন্তান “ভাঙতিয়া” ঘাস দেখিয়া বৎসর দুইটা তাহা খাইতেছিল, খাইয়া মাত্র একটা বৎসর কাশিতে কাশিতে তৎক্ষণাৎ পড়িয়া মারা যায়। তখন অপর বৎসরের সুখে হাত দিয়া উহা টানিয়া বাহির করে। ঘাস টানিবার সময় বৎসরের দন্তের আঘাতে তাহার হস্ত ক্ষত হয় এবং রক্তের সহিত বিষ মিশিয়া যায়। অল্পকণ পরেই গোলামও মারা যায়; অল্পের সহিত নানারূপ ঔষধ সেবন করান হওয়ার দ্বিতীয় বৎসরটা বাঁচিয়াছে। সামান্য ঘাসের বিবে একরূপ মৃত্যু ভীতিগ্রস্ত।

ভাঙতিয়া ঘাস মাঠে অনেক জন্মে। ঐ ঘাসে যে একরূপ মারাত্মক বিষ আছে, তাহা অনেকেই জানে না। অজ্ঞতার দোষে একরূপ কত লোক মারা যায়।

কৃষক ও রাখালদিগের এ বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত—মাঠে ঐ ঘাস দেখিবামাত্র তাহা সাবধানে তুলিয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত, মতেৎ আবার কাহারও গোলাম আলীর মত দশা ঘটতে পারে। এই বিষাক্ত মারাত্মক ঘাসের সম্যক বৈজ্ঞানিক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

ভাঙতিয়া ঘাসের আকৃতি সম্বন্ধে পশ্চিম বঙ্গের লোক সম্পূর্ণ অনজ্ঞ, একরূপ সাংঘাতিক ঘাসের আকৃতি প্রকৃতি সকল স্থানের লোকেরই বিশেষরূপ জানিয়া রাখা উচিত। আমরা এই বঙ্গীয় কৃষি বিভাগ হইতে সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হইবার আশা রাখি।

কাঃ সঃ

## মহাজন বাক্য।

—১—

১। বৈধা দ্বারা শির ও উত্তর, চক্ষু দ্বারা হস্ত ও পদ, মনঃ দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ, এবং বিভা দ্বারা মন ও বাক্য বলা করিবে।

২। কি পূজা, কি ইত্যর সমুদয় লোকের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ পূর্বক প্রশান্ত চিত্তে কাগ্ন হরণ করিবে।

৩। যৌবন, রূপ, জীবন, বিত্ত, আরোগ্য, ও প্রিয় সংসর্গ চিরস্থায়ী নহে, উহাতে আসক্ত হইবে না।

৪। অর্থ সকল অবস্থাতেই মনুষ্যকে ক্রেশ প্রদান করে।

৫। সুখ ও দুঃখ উভয়কেই সমান জান করা ও পরিত্যাগ করা কর্তব্য।

৬। অর্থ নাশ হইলে চিন্তিত হইবে না।

৭। মূর্খ ব্যক্তির দ্বারা উন্নতি লাভ করতঃ বিষয় ভোগে পরিতৃপ্ত না হইয়াই বিনষ্ট হয়।

৮। বিষয় তৃষ্ণার অন্ত নাই।

৯। শরীর চিরস্থায়ী নহে, তজ্জন্ত সর্বদাই ইহ লৌকিক বিষয় চিন্তা করা মনুষ্যের কর্তব্য নহে।

১০। কালক্রমেই সমুদয় সঞ্চিত পদার্থেরই ক্ষয়, উন্নত বস্তুর পতন, সংযোগ মাত্রেরই বিরোধ এবং জীবিত ব্যক্তি মাত্রেরই মরণ হইবে।

১১। সন্তোষই পরম সুখের মূল, পরম ধন ও জ্ঞান।

১২। চিন্তকে বশীভূত করিতে পারিলে শোক দুঃখ আরম্ভ হয়।

১৩। অজীত বিষয়ে চিন্তা করা কর্তব্য নহে।

১৪। অহুতাগ দ্বারা অজীত বিষয় লাভ হয় না।

১৫। কৃত্যাক্রিয় উদ্দেশ্যে অথবা প্রিয় বস্তুর বিরোধে দুঃখ করিলে দুঃখই বৃদ্ধি পাইবে।

১৬। চিন্তা না করাই দুঃখ শান্তি করিবার মহৌষধ।

১৭। জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ ও উত্তর দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারণ করা কর্তব্য।

১৮। নির্দোষ লোকের দ্বার শোক ও হর্ষে অতিভূত হইবে না।

১৯। সাবধান অতিক্রমে অবসর হইতে হয় না।

২০। পরিত্রাণে অধিকতর সোহ কিছই নাই। দারিদ্র্য দুঃখ বোচনের জন্য সত্যত যত্নবান হইবে।

২১। ধনই কুল মর্যাদা ও ধর্মবুদ্ধির নিদান।

২২। দেহ ও আত্মার অভ্যাস পরি-  
ত্যাগ করিবে। এ সকল কর্তব্যকর।

শ্রীমদলাল মুখোপাধ্যায়।

(পলঙ্গী)

## “Businessman” Poor Charitable Dispensary. বিজিনেসম্যান দারিদ্র্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্টোবর স্ট্রীট, বঙ্গবাজার কলিকাতা।  
পরদুঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-  
প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দারিদ্র্য  
ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃস্বলের  
রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ  
দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া বাহা সাধারণ  
হিতার্থে কেহ মেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে  
ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

“কাজের লোক” সম্পাদক।

২৫২ এ মেছুরাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা  
লগিত প্রেসে, শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্টোবর  
স্ট্রীট সেন হইতে প্রকাশিত।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্যই দিতে হইবে।



অত্রিৎ বার্ষিক বুলেটিন-১৯১৬

Registered

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture,



## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. X.

৮ম সংখ্যা।

AUGUST 1916.

আগষ্ট ১৯১৬।

No. 9.

"The parent who does not teach his child a trade, teaches him to be a thief." "ছেলেকে যদি পিতা ব্যবসায় শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে তিনি পরোকে ছেলেকে ঠোর হইতে শিক্ষা দেন।" অনেক অভিভাবক এই মতের পোষকতা করেন। কথাটা অসঙ্গতও নহে। এদেশের আধুনিক পিতা ছেলেকে ব্যবসায় বাণিজ্যে উৎসাহিত করিতে যত্নবান নহেন। কিন্তু ছেলের অর্থের অভাব হইলে সে যে অসহুপার অবলম্বন করিবে, ইহা বিচিন্ত্য নয়। কিন্তু কোন ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা দিলে তাহার নৈতিক উন্নতিও হইতে পারে।

"Labour may be chastisement but it is indeed glorious one." পরিশ্রম মারের ন্যায় শাস্তিপ্রদ কিন্তু তাহাও গৌরবজনক। ইহা একটা

সাধনা, কর্তব্য, সুখ-সোভাগ্যের সোপান বস্তু। শ্রমকাতর অলস ব্যক্তি এই পৌরব হইতে বঞ্চিত হইয়া চিরজীবন দারিদ্রের কঠোর গ্রাসে জীবন বলি দিতেই বাধ্য হয়।

"Most wretched and ignoble lot indeed is the lot of the idler." অলসের অদৃষ্টের ভার এমন শোচনীয় অদৃষ্ট আর নাই।

শ্রম ব্যতীত সুখ হইতেই পারে না অবস্থার পরিবর্তন হয় না; কিন্তু বাহ্যিক শ্রমকাতর, অলস, তাহার নিজ দুর্দশা নিজে সৃষ্টি করিয়া কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত না দিতে পারিয়া জনসাধারণের নিকট কেবল মল অদৃষ্টের মোহাই দিতেই বাধ্য হয়। ইহাই স্বাভাবিক। এদেশের আরো নীচ যুগসম এইমত আর পরিগ্রহ করিতে পারে না, কেবল অদৃষ্টের মোহাই দিয়া থাকে। ইহাও কাণ্ডকারখানার একটা লক্ষণ।

এই মোহাই দিয়া থাকে। ইহাও কাণ্ডকারখানার একটা লক্ষণ।

## দেশের ভবিষ্যৎ আশা।

একদিন ট্রামওয়ে ধর্মভাঙ্গা ট্রাটের পাড়ীতে আনিতেছিলাম; মাঠে জনস্রোতের সীমা নাই, ফুটবলের ম্যাচ ছিল। একজন ইংরাজ ভদ্র লোক বলিলেন—"বাবু! তোমাদের দেশের লোক যে গরীব, ইহা কেমন করিয়া অতি দেশের লোকে বিশ্বাস করিবে? বাহারি খিমেটারে, বায়কোপে, ফুটবল ম্যাচে, বোম্ব-কোডে এতি মিন অজস্র অর্থ ব্যয় করে, শৌখিন পরিচ্ছদে বিনাসিতার ধাঁহাধীরে এত ধরত, তাহারা যে গরীব একথা কেহ বিশ্বাস করে না।" আমরা বলিলাম, সাহেব দেশের অধিক সংখ্যক লোকেরই অবস্থাট শোচনীয়,

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ দুস্রা আর লাইব্রারী এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

করে কলিকাতা অধ্যয়নক্রমে, কলিকাতা, বিলাসী  
মাকালী যুবককে দেখিয়া দেশের প্রকৃত অব-  
স্থার বিষয়ে প্রান্ত ধারণা অনেক লাভ করিয়া  
লোকের কাছে, তাহা আনন্দাণ্ড আনি, কিন্তু  
সমস্ত সমাজেরই অধ্যয়নক্রমে, কলিকাতা, বিলাসী  
পোচনী হইতেছে তাহার আর সংশয় নাই।  
এই সকল আধুনিক শিক্ষার ফলে পাড়াইয়াছে।  
কিন্তু সেকালের শিক্ষার যুবকগণের এত উচ্চ-  
অলতা, এত বিলাসিতা, এত অপব্যয়িতা  
জন্মাইত না। তোমাদের দেশের লোক কর্মী  
—কর্মক্ষেত্রে কৈরিক উপার্জনের পরে, এইরূপ  
খেলা করে, সেটা সাজে। কিন্তু আমাদের দেশের  
ছেলে তোমাদের অধিকরণে অবশ্য এই সকল  
ব্যয় বাহ্যিক খেলার মাত্রি কর্তব্যকর্ম পর্যন্ত  
উপেক্ষা করিয়া আমোদ প্রমোদেই গা ঢালিয়া  
দেয়, এইটুকুই বিশেষত্ব। আমরা তোমাদের  
নিকট এতকাল শিক্ষা করিয়া তোমাদের  
যাহা সমস্ত, তাহার অধিকরণ করিবার প্রয়াসী  
হই নাই, এই স্থানেই আমাদের গলদ হই-  
য়াছে।

সাহেব বলিলেন—“যথার্থই তাই”।

ধনী নাই, দরিদ্র নাই সকল ছেলেরই  
সমান অবস্থা পাড়াইতেছে। অবশ্য পঠদশার  
শারিরীক বলবিধানের জন্য সেকালেও খেলা  
মূল্যবান ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু তাহা এত ব্যয়সাপেক্ষ  
এবং এত সময় নষ্টকর ছিল না। আমাদের  
হাড়, শুঁড়, কপাটা খেলাও শারিরীক উন্নতির  
পক্ষে যে কম উপযোগী ছিল তাহা নহে। কিন্তু  
আমরা অধিকরণ প্রিয় জাতি, এই ব্যয়বাহ্য  
কর, খেলাতেই এখন উন্নত হইয়াছি।  
কিন্তু থিয়েটার বারকোপেও কি ঐ শারিরীক  
বল বিধানের জন্য এত অর্থ ব্যয় করি; অবশ্য  
আমাদের পুরই রকম। কিন্তু মাতাল দরিদ্র  
অনিষ্টকারী খণ্ড আনিয়াও কেমন একটা  
টানের চোটে আয় সংবরণ করিতে পারেন না।  
আমাদের দরিদ্র দরিদ্র তরিত্য চিত্তা নষ্ট

হইয়াছে। আমরা এতটুকুই নিজের অভাব  
বুঝি, কিন্তু প্রতিবিধান করিতে যত্নবান নাই।  
কলিকাতা, বিলাসী, কলিকাতা, বিলাসী  
ব্যয়িতা একেবারে আমাদের স্বভাব হইতে  
কলিকাতা, বিলাসী, কলিকাতা, বিলাসী  
আমরা সমস্তই করিতে পারি, আমাদের  
Self denial বা আত্মসংযম নাই, খেলা  
উন্নতিবাহ্যই তাহাই করিয়া নাই।

এই যে খেলার সময়, এটা  
অমূল্যজনক। সেকালের ছেলের পিতা  
মাতা কত অনেক নষ্ট একটা বাধ্যবাধ-  
কতার সম্মুখ হইল। আধুনিক শিক্ষার  
সেটা নষ্ট হইয়াছে। এখনকার পিতা  
মাতার আর সাধ্য নাই যে ছেলেকে বশে  
রাখিতে পারেন ছেলে ১৬ বৎসরেই বাহীন।  
বুঝ পিতা উপদেশ দিতে বাইলে অপাঙ্গ ক্রুদ্ধিত  
করিয়া উপেক্ষা হাসিয়া বাপকে উড়াইয়া  
দিতেই কুটিত হয় না। বাহবা, কি চমৎকার  
শিক্ষাই আমাদের ছেলের হইয়াছে। আজী-  
বনের পরিপ্রভের উপার্জিত যৎ কিঞ্চিৎ নীতির  
গোপালদের করুণপোষণ শিক্ষার অস্ত্র ব্যয়  
করিয়া পিতা মাতার এই পুঙ্খানুপুঙ্খ  
প্রতি যত্ন করে, কেহ লজ্জায় মর্মের দুঃখ  
মর্মের চাপিয়া প্রকাশ করে না। এই সর্ব-  
নাশের আর প্রতিফল হইবে না। সে ভারতীয়  
সংসদ প্রভৃতি প্রকৃত ভ্রষ্টতা বুঝি আর  
এদেশে কখন কিরিয়া আসিবে না। স্বাভাবিক  
উপেক্ষা, বধর্মকে উপেক্ষা, বদেশকে উপেক্ষা  
এই দেশের ছেলের শিক্ষার ফল হইয়া  
পাড়াইয়াছে। কি হুঁদিনই আসিয়াছে। এখান-  
কার শিক্ষার একেবারেই নীতি শিক্ষার অভাব,  
মর্মের লাব গন্ধও নাই, তোতা শাখীর ভায়  
বুঝ বিভার শিক্ষা, সে শিক্ষা চোটেই লাগিয়া  
থাকে; ভিতরে ব্যয় না, স্বভাবের উন্নতি হয় না।  
তাই বুঝে নু হইলেও অভ্যন্তর পূর্ণ ম্যাস বায়ু  
এক সংস্কারক রূপে বিরাজ করিয়া থাকে।

কলিকাতা, বিলাসী, কলিকাতা, বিলাসী  
এখনকার শিক্ষার নাই। গলদ এই স্থানেই,  
কলিকাতা, বিলাসী, কলিকাতা, বিলাসী  
তথ্যবাহ্য বড় অধিকারের হইয়া  
উঠিতেছে। কিন্তু উপায় কি? বিধিনিষি-  
পনশক্তিনিষিষি বিধিনিষিষি শাসনা  
দিতে হইবে।

তাই বলিতেছিলাম এদেশের বর্তমান  
যুবকগণের উপর বিশেষ কোন আশা  
নাই, আশা করাও যায় না, যে করে সে ভ্রান্ত।

পক্ষীকে পক্ষীতে রুব, থিয়েটার, অহরহ  
অসৎ চিত্তা, নীতির চিত্তাই নাই, এত উপসর্গে  
পরিচেষ্টিত ছেলের নিকট দেশ কি আশা  
করিতে? বা দেশ কি আশা করিতে  
পারে? অর্থ প্রাচুর্য্য না হইলে কোন  
দেশের কখন উন্নতি হয় না। সেই অর্থ  
এদেশের ছেলে জন্মিয়া অবধিই অপব্যয়ই  
করিয়া শিক্ষা করে। কখন সঞ্চয় শিক্ষা হয়  
না। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কেবল ব্যয়েরই বৃদ্ধি  
হইতেছে, কাজেই এদেশের ছেলের চাকরী  
ব্যতীত উপায় কি? এম, এ, পাশ করিয়া ১০০  
টাকাও উপার্জন করিতে পারে না। বাপের  
পয়সাতেই পাঠ্যক্রমে এত লক্ষ লক্ষ, কিন্তু  
পিতার অবর্তমানে বহু যুবককে একেবারে  
অন্ধকার দেখিতে দেখিয়াছি। কিন্তু তখন আর  
উপায় কি? তখন কোথায় বা ক্লাব বড় আর  
কোথায় বা ফুটবল ম্যাচ—বাহ একেবারে অভা-  
বের কঠোর চাপে “চিড়েপেশা” তখন অহর-  
হরীদের কর্মকল কলিতে থাকে। অনেক  
অর্কাটীন যুবককে কলিকাতা কলিতে  
দেখিয়াছি। কিন্তু পাশ্চাত্য কর্মবীরগণের  
জীবনী পাঠে জানা যায়, বার্ষিক চেষ্টার তিনত  
ফার্মজী প্রভৃতি বনকুবেরগণ পাঠ্যক্রমেই  
আপনাদের চিৎকিতের শাসনা অর্থ পাড়াইয়া  
মূলধন সংগ্রহ করিয়া অর্থ বনকুবের হইয়া-  
ছেন। এদেশের জীবিতা ও দেশের ছেলের

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্যই দিতে হইবে।

কবিবর শ্রীমদ্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি ।

## মহাশয় বাক্য ।

—:—

পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

২৩। বিষয় বাসনাকে মনে স্থান দিবে না ।

২৪। আত্মীয়কে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবে ।

২৫। বায়ুর তার কাহারও আসত্ত হইবে না ।

২৬। লোভ হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হয় ।  
(ক) পরদোষ নিবন্ধন উহা পরিবর্জিত হয় ।

(খ) ক্রমা প্রভাবে লয় হয় ।

২৭। সঙ্কর হইতে কামের আবির্ভাব হয় । উহার সেবা করিলে বর্জিত হয় । বিস্তৃত হইলে নিবৃত্ত হওয়া যায় ।

২৮। কাম ও হর্ষ বশতঃ জেহী জন্মিয়া থাকে । প্রজ্ঞা প্রভাবে উহা নিনষ্ট হয় ।

২৯। শান্তি ভ্রম থাকিলে সকল দোষকে পরাজয় করা যায় ।

৩০। কুপ, অগ্নি ও কণ্টকের ন্যায় নৃশংস ব্যক্তিদিগকে নিরস্ত পরিত্যাগ করিবে ।

৩১। অস্ত্রের দোষ দর্শন করিলে তাহা প্রকাশ করিবে না । গুণ থাকিলে গুণ প্রকাশ করিবে ।

৩২। অকুসুমী জীৱ সহিত ও পরজীৱ সহিত সহবাস করিবে না ।

৩৩। নীচ ব্যক্তির নিকট হইতে উৎকৃষ্ট বিভা শিক্ষা করিবে ।

৩৪। (ক) অবিদ্যা হইতে (খ) জ্ঞান প্রাপ্ত করিবে ।

৩৫। গোষ্ঠ ও কামনাকে ত্যাগ করিবে ।

৩৬। সুখপান, সুখভোজ, সুখ সন্ধান, সুখসংগ্রহ, সুখসংগ্রহ, এই পঞ্চটা মহাপাতক, ইহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবে । এই সকল পাপ কার্যের প্রায়শ্চিত্ত নাই ।

৩৭। অধ্যয়ন, ভোগোচ্ছাদন, দান, শ্রদ্ধা, যজ্ঞাহুতান, ক্রমা, সরলতা, দয়া সত্য ও সংযম, এই সকল ধর্মের সম্পত্তি ।

৩৮। কৃতম, মিথ্যাতোষী ও দুরাচার গণকে যত্ন পূর্বক পরিত্যাগ করিবে ।

৩৯। সুখ হইতে দুঃখ ও দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হয় ।

৪০। অহরহ আশায় বশীভূত হইবে না । করিবে ।

৪১। একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হয় না ।

৪২। আশুপ, ঋণ ও শত্রুর শেষ রাখিবে না ।

৪৩। জীলোকের বাক্য শ্রবণ বা বিব- সনা জীকে দর্শন করিবে না ।

৪৪। ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া রাগ ঘেবে লয় করিতে হয় ।

৪৫। যেক্রম ধূমের দ্বারা অগ্নি আবৃত থাকে, সেইরূপ কামের দ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে ।

৪৬। অহরহ ও বিবেক অবল বৈরী বলিয়া উক্ত হয় ।

৪৭। ক্রিয়া ও ব্যাপার ব্যতীত কোন কার্যই হয় না ।

৪৮। আত্মাতে কোন প্রকার ক্রিয়া নাই । নিষ্ক্রিয় পদার্থ ।

৪৯। কোন কর্মফলের সহিত আত্মার সংযোগ নাই । আত্মার কথন জন্ম বা মৃত্যু নাই । আত্মা সর্বত্র ইন্দ্রিয় ও মন প্রভৃতির অগোচর বস্তু ।

৫০। অবিদ্যা দ্বারা জ্ঞান লুক্কায়িত থাকে ।

৫১। বায়ু বিষয়ের সংসর্গ বলিতে কল্পিত দুঃখ নিবৃত্তি এবং কলিযাং যুগের কারণ ।

৫২। শান্ত, অদ্বয়, অবিদ্যা, জ্ঞান, বে কামলাত হয়, তাহাকে জ্ঞান বলে । জ্ঞান মনে মনে সেই সকল বিষয়কে প্রত্যক্ষ অদ্ব- জ্ঞান করায় নাম বিজ্ঞান ।

৫৩। বিবেকের দ্বারা জ্ঞান, দুটিকে নিবারণ করিয়া সকল প্রকার বিষয় জ্ঞাননা পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় সমূহকে সংযত করিবে ।

৫৪। আপনাম তুলনায় দ্বারা প্রত্যেক প্রাণীতেই সুখ দুঃখ সম্বন্ধন করিতে হয় ।

৫৫। বিহিত কার্যের অহুতান করিলে দুর্গতি লাভ হয় না ।

৫৬। মন অতি চঞ্চল ও অদৃশ্য পদার্থ । বিবেক দর্শনের অভ্যাগ ও বৈরাগ্য দ্বারা মনকে দমন করিতে হয় ।

৫৭। প্রবন্ধ সহকারে চিত্ত সংযম করিলে মন পাপশূন্য ও নির্মল হয় ।

৫৮। সূত্রে প্রথিত ধর্মি- মুক্তার ন্যায় এই বিষ জৈবের প্রথিতভাবে আছে ।

৫৯। জৈবেরই সর্ব বস্তুর সনাতন বীজ । জৈব হইতেই সাম্বিক, রাজসিক ও তামসিক পদার্থ বা ভাব বিকশিত হইয়াছে ।

৬০। জ্ঞানী ভক্ত জৈবের আত্ম স্বরূপ ।

৬১। যিনি পরমাত্মাতে আত্ম সমর্পণ করেন, তিনিই জৈবকে লাভ করেন ।

৬২। যিনি অক্ষর ও পরম পদার্থ তিনিই ব্রহ্ম ।

৬৩। জৈবের দেহ ও প্রিয় কেহই নাই ।

৬৪। দেবতা মহর্ষি প্রভৃতি কেহই জৈ- বের উৎপত্তির কথা বলিতে পারেন না ।

জ্ঞানের অধিকার স্বর্গমূল্য আর নাই না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে চাইবে ।

পুরাতন "বাংলার সোনার" মুদ্রাপত্রের মূল ১০-সারি অনুসরণে প্রস্তুত।



আমরা চামার, যেহেতু আমরা চামড়ার ব্যবসার করি। সে ব্যবসার আমাদের জাতির একচেটিয়া। সে ব্যবসার কাড়িরা লইলে, আমাদের মুখের গ্রাস ছিনাইয়া লইলে, কি আমাদের উদ্ধার সাধন ঠিক মত হইবে?

(খ) দেশান্তরবোধের ভক্তিতে খুব মারিত্বে, আমরা দেশ, আমার জাতি বলিয়া, খুব বক্তৃতা করিতেছি, কিন্তু ইংরাজী সভ্যতার ঠেলায় দেশী কিছুই তো তোমরা ব্যবহার কর না। দিল্লীর নাগরা জুতা খাস ভারতের সামগ্রী। ইহাতে ইরাণ, তুরান, আরব, তুর্কী স্থানে ব্যবহার হয় না। অনাদিকাল হইতে ঐ আকারের জুতা ভারতবাসী পড়িয়া আসিতেছে। তোমরা ৫০ বৎসরের ইংরাজী নবিশ হইয়া সে জুতার ব্যবহার ছাড়িয়ে কেন? আজ নাগরা জুতার ব্যবহার থাকিলে আমাদের এ কথা বলিতে হইত না। নাগরা জুতার ব্যবহার আবার চলিবে কেন?

এই কয়েকটি জিজ্ঞাসা করিয়া দিল্লীর চামরার বলিয়াছে যে, আমরা এত দিন কবির-পত্নী বৈষ্ণব হইয়া ছিলাম, আমরা নিজেদের রূপিত বলিয়া পরিচয় দিতাম, আমাদের সমাজে একটা স্থান নির্দিষ্ট ছিল, একটা ব্যবসারনির্দিষ্ট ছিল; সে নির্দেশ যখন নষ্ট হইয়াছে, বর্তমান শিক্ষিত হিন্দু-সমাজ যখন পুরাতন জাতিবিচার আর রাখিতেছে না, যখন ব্রাহ্মণ বৈরা, কায়স্থ ও চামারের ব্যবসা চালাইতেছে, তখন হিন্দু সমাজের আশ্রয়ে আর আমাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সকলে মিলিয়া খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হইব এবং বাহার যেমন সুবিধা হইবে, সে তেমন ব্যবসার অবলম্বন করিব।

দিল্লীর সনাতন ধর্মসভার অধ্যক্ষ লালারামশরণ দাস চামারদের সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠান, এবং তাহাদের মুখে তাহাদের ব্যবসার কথা শুনিয়া

তিনি এই কয়েকটি প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করিয়াছেন,—

১। হিন্দুসমাজকেই নাগরা জুতা ব্যবহার করিতে হইবে। দরবারেও নাগরা জুতা পরিয়া বাইতে হইবে।

২। হিন্দুসমাজ চামা করিয়া লাখ টাকা তুলিয়া দিবে, সেই লাখ টাকা মূলধন করিয়া চামারেরা পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে চামড়ার শোধন কার্য আরম্ভ করিবে, বা ট্যানারী করিবে। সেই ট্যানারীর তৈয়ারী চামড়ার নাগরা জুতা তৈয়ার হইবে।

৩। নাগরা জুতা মেরামত বা সেলাই করাইতে হইলে, বা তাহাতে মাল বসাইতে হইলে চামারদের নিকট বাইতে হইবে। তাহাদের তৈয়ারী পুরাতন আকারের নাল জুতার ব্যবহার করিতে হইবে, এবং তাহাদের তৈয়ারী দেশী চামড়ার নাগরা মেরামত করিতে হইবে।

লালা রামশরণ দাসপ্রমুখ দিল্লীর গোড়া হিন্দুগণ এই ব্যবস্থা করাইতেই দিল্লীর চামার-কুল, আশ্রয় হইয়াছে, তাহারা বলিয়াছে যে আমরা আর পৃষ্ঠান হইব না। সনাতন-ধর্ম সভার পক্ষ হইতে একথা উঠিয়াছে, যে সকল ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণ, কায়স্থ, রাজপুত সাক্ষাৎ সঙ্কে ট্যানারির কাজ করিতেছে, বিলাতী জুতার দোকান খুলিয়াছেন, এবং চামড়া কাটিয়া জুতা তৈয়ার করাইতেছেন, তাহাদিগকে অপাংক্তের করিতে হইবে।

গোড়া হিন্দুরা একটা ব্যবস্থা তো করিয়া দিল, কিন্তু তাহারা বাবুসমাজ-সংস্কারক, তাহারা নেসান-বিল্ডিংয়ের কথা কহেন, জল অনাচরণীয় পতিত জাতিদের চৈলিয়া তুলিবার জন্য বক্তৃতা করেন, তাহাদের মধ্যে কেহই কিন্তু এ ব্যাপারে আগ্রহ হইয়া কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারা তো জানেন না, কি পদ্ধতি অনুসারে হিন্দু সমাজের ব্যসারপত

জাতি বা Profession Castes কামার, কুমার, চামার প্রভৃতি তৈয়ার হইয়াছে। একজাতীয় কেহ অপরের বৃত্তি গ্রহণ করিলে, কেন যে তাহার জাতি বাইত, এইবার তাহার মন্য তাহারা বুঝিবেন কি? চামাররা যে সকল প্যামেন্ট বা পুস্তিকা ছাপাইয়াছে, তাহার এক একটা বাবু-সমাজের মুখে মুখ-চপেটিকা-বন্ধন? তাই এই সকল পুস্তিকা পাঠ করিয়া পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের সমাজ সংস্কারকগণ নীরব হইয়া আছেন। বিলাতী জুতা তাহাদের যে বড় মিষ্ট লাগে, কাজেই তাহাদের পক্ষে এক্ষেত্রে কোন কথা কহিবার উপায় নাই। ভক্তলোক অপেক্ষা নীচ জাতির একতা ও আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, দেখিতেছি।

নীল।

—:—

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইউরোপে যুদ্ধ বাধার জগতে নানা জিনিষের অভাব হইয়াছে, কিন্তু রংএর অভাবে সকল জাতিই কষ্ট পাইতেছে। রংএর হৃত্তিক সমস্ত দেশে উপস্থিত হইয়াছে। কিরূপে এই রংএর অভাব বিদূরিত হইতে পারে, তাহা লইয়া সকল দেশের বড় বড় লোক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সম্প্রতি রংএর কষ্ট আংশিক মোচন করিতে হইলে এই চারিটা উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। (১) যুদ্ধ বাধিবার পূর্বে বাহার রং সরবরাহ করিত, তাহাদের সহিত ইন্টারন্যাশনাল (international) বা আন্তর্জাতিক বন্দোবস্ত, (২) পৃথিবীতে যে যে জাতি যুদ্ধের পূর্বে প্রচুর পরিমাণে রং যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার মক্চন, (৩) কতিপয় জাতীয় উদ্ভিদ রংএর ব্যবহার, (৪) পারিবারিক

• পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাশুল পাঠান।



রং উৎপাদনের সুচনা ও কার্য। প্রথমটী কক্কর কার্যে পরিণত হইবে, তাহা বলা যায় না। ইহাতে অনেক রাজনীতিক কথা আছে। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বিচার করিলে তাহা সম্পাদন তত্ত্ব অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না; তৃতীয় ও চতুর্থটি অনার্যসম্পাদ্য।

সমগ্র জগতের মধ্যে প্রতীচ্য দেশ অতি-শয় অধিক নীল রং ব্যবহার করে। কাজেই সর্ব সময়ে এই দেশে নীল সঞ্চিত থাকে। আশ্চর্যের বিষয় নহে। সমগ্র জগতে বৎসরে প্রায় ৮,০০,০০,০০০ পাউণ্ড নীল ব্যয় হয়। এই সমস্ত নীলই কৃত্রিম অর্থাৎ রাসায়নিক। এই নীলের শতকরা ৯০ ভাগ জাপানিই উৎপাদন করিত। এই নীলের ৭০ ভাগ প্রতীচ্য দেশ ব্যবহার করে, তন্মধ্যে এক চীনদেশে শতকরা ৫০ ভাগ ব্যবহার করে। চীনদেশে লোকে নীল রং সামান্য সামান্য কার্যেও ব্যবহার করিয়া থাকে। যে সমস্ত দ্রব্য রঞ্জিত হয়, তাহার মূল্যও তত অধিক নহে, এবং তাহাতে বিশেষ লাভ হয় বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু যেকোনই হউক না কেন, চীন প্রতি বৎসর অনেক নীল রং ব্যবহার করে। কাজেই চীনকে অনেক রং সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এইরূপ নানাকারণে যুদ্ধের প্রারম্ভে অস্তিত্ব দেশের লোকের মনে হইল, যদি অধিক মূল্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে সঞ্চিত নীল বিক্রয়ে অধিক লাভ হইবে দেখিয়া, নীলের ব্যবহার না করিয়া চীনারা স্বচ্ছন্দে সঞ্চিত নীলের অধিকাংশই বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারে। এই উপায়ে চীন হইতে আমেরিকা বহু শত টাকার নীল অত্যধিক মূল্যে খরিদ করিয়াছে। এখন চীনদেশে যাহা অবশিষ্ট নীল আছে, তাহার মূল্য মহাজনগণ এত বৃদ্ধি করিয়াছে যে, অনেকের পক্ষে নীল খরিদ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। তবে চীনে ১৯১৫ সালে মূল্য আর বৃদ্ধি পায় নাই,—

একই রূপ দরে চীন মহাজনগণ নীল ছাড়িয়াছে।

এরূপ শুনা বাইতেছে যে চীনগণ এরূপে নীলের ব্যবসা করার কোনও আশ্রয় ব্যবসারী কতিপয়গণের জন্য বহু টাকা দাবী করিয়াছে। এরূপ দাবী আইনসম্মত কিনা তাহা এখনও নির্ধারিত হয় নাই। চীন এইরূপে আরও নানাবিধ রংএর ব্যবসা করিয়াছে, কিন্তু নীলের ব্যবসাই তন্মধ্যে প্রধান।

চীনে কত পরিমাণ মাল সঞ্চিত ছিল, তাহা স্থির করা সহজ নহে। বড় বড় মহাজনদের বাড়িতে যে সমস্ত মাল ছিল, তাহা শেষ হইবার উপক্রম হইলে দেখা গেল যে, অনেক সাধারণ লোক এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণও প্রচুর নীল রাখিয়াছে। তাহারাও বাহাতে নীল ছাড়িয়া দেয়, তাহার জন্ত রীতিমত বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তাহারাও অবশেষে মাল বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে।

যতদূর সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা বাইতেছে যে, যুদ্ধের প্রারম্ভে চীনে ৫০,০০০ বাক্স নীল বিক্রয় করিবার উপযোগী ছিল। প্রত্যেক বাক্সে ১১৩ একের তিন পাউণ্ড মাল ছিল। এই নীলের মধ্যে জাপান ৬০০০ বাক্স মাল লইয়াছে। এই ৬০০০ বাক্সের মধ্যে জাপানও আমেরিকাকে কিছু বিক্রয় করিয়াছে। ইংলণ্ড ১০,০০০ বাক্স এবং আমেরিকা প্রায় ৩০ হাজার বাক্স খরিদ করিয়াছে। আমেরিকা উদ্ভিজ্জ নীলও কিছু আমদানী করিয়াছিল। যাহা হউক, এইরূপে আমেরিকার প্রতিবৎসর যত পরিমাণ নীল আবশ্যক হয়, তাহার সমস্তই উচ্চ মূল্য দিয়াও আমেরিকা সংগ্রহ করিয়াছিল।

কিন্তু এইরূপে আগাম উচ্চ মূল্য দিয়া, মাল খরিদ করার যথেষ্ট বিপত্তিও আছে। মালের সহিত ভেজাল বেশান থাকায় সেই মাল আমদানী করিয়া প্রচুর লোকসান হই-

বার ভয়ে প্রথমতঃ কোন ব্যবসায়ীই টাকা দিতে রাজী হয় নাই। ভেজাল বাস্তবিক বেশানও ছিল। এই সমস্ত ভেজালের মধ্যে খড়িওড়া, পাথরওড়া ইত্যাদি প্রধান। এমন কি, যে সমস্ত চীনের নীললোহার অনুর ছিল, সেই সমস্ত চীনের তলদেশে ফুস ছিঁড় করিয়া নীল অপসারিত করিয়া তাহার ভিতরে ভেজাল ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই সমস্ত দেখিয়া তুনিয়াও নীল খরিদ করা ভিন্ন কোনও উপায় না থাকায় অগত্যা আমেরিকা নীল খরিদ করিয়াছিল। কিন্তু অবশেষে আমেরিকা দেখিল, এইরূপ ভেজালের পরিমাণ অত্যন্ত।

যুদ্ধ বাধার অত্যন্তকাল পরেই কৃত্রিম নীল আর আশ্রয়িণী হইতে পাওয়া যাইবে না— এই ভয়ে আমেরিকার নীল সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা পুঞ্জীভূত হইয়াছে। স্বাভাবিক নীল সংগ্রহেও আমেরিকা বিশেষ যত্নবান হইয়াছিল এবং ইংলণ্ড হইতে অতি উচ্চ মূল্যে স্বাভাবিক নীল খরিদ করিয়াছিল।

এই ১৯১৬ সালে কৃত্রিম নীল আর পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। কাজেই নীল রং ভিন্ন যাহাদের কার্য চলিবে না, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বাভাবিক নীল উৎপাদনের বা আমদানির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। কৃত্রিম নীল প্রচলিত হইবার পূর্বে লোক স্বাভাবিক নীলই ব্যবহার করিত। তাহাওও কার্য বেশ সুচারুরূপে চলিত। কিন্তু কৃত্রিম নীলে কার্য সম্পাদন সুবিধাজনক হওয়ার লোকে স্বাভাবিক নীল পরিত্যাগ করিয়াছিল। এক্ষণে আবার দেখা বাইতেছে যে, স্বাভাবিক নীল না হইলে কার্য চলিবে না।

বঙ্গদেশ ও অধোধ্যা প্রদেশে যে সামান্য স্বাভাবিক নীল উৎপাদিত হয়, তাহাও ইউরোপ ও আমেরিকা খরিদ করিতেছে। দক্ষিণ আমেরিকাতেও সামান্য নীল উৎপাদিত হয়,

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

তাহাও আমেরিকা গ্রহণ করিতেছে। যুদ্ধের পূর্বে এনিয়ারি অধিক নীল ব্যয় করিত। এখন এনিয়ারি ব্যয় অত্যন্ত কমিয়াছে বটে, কিন্তু অজ্ঞাত দেশে আর্দ্র হ্রাস হয় নাই বলিয়া কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, সর্বজাতীয় নীলের চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে। জার্মানির কৃত্রিম, নীল শেষ হইয়াছে, কাজেই এখন স্বাভাবিক নীল না পাইলে কার্য চলা বন্ধ হইবে বলিয়া অনেকে ভীত হইয়াছে।

স্বাভাবিক নীল উৎপাদনের জন্ত ভারত-বর্ষ বিখ্যাত। এরূপ উৎকৃষ্ট নীল আর কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। সম্প্রতি জাভা দেশে যে নীল উৎপাদিত হইতেছে, তাহার গুণ ভারতের নীল অপেক্ষা সামান্য উৎকৃষ্টতর। কিন্তু ভারতে উৎপন্ন নীলের পরিমাণের সহিত কোন দেশের দ্রব্যই সমকক্ষ হইতে পারে না। ভারতের নীলের মধ্যে বঙ্গের নীল সর্ব প্রাধান অথবা সর্বদেশের স্বাভাবিক নীল অপেক্ষা এই নীলই সর্বোৎকৃষ্ট। এমন কি গুণে বঙ্গের নীল জাভার নীলকেও পরাস্ত করিয়াছে। বঙ্গের নীল এত বিখ্যাত যে, এই দেশের অতি নিকৃষ্ট নীলও অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হয়।

বঙ্গের যত নীল উৎপন্ন হয়, তাহা ইংল-জের কর্তৃত্বাধীনে বিক্রীত হয়। কাজেই এই উৎকৃষ্ট নীল পাইতে হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী হওয়া ভিন্ন অন্য জাতির গতাস্তর নাই। কাজেই সকল দেশের ভাগ্যে বঙ্গের নীল পাওয়া সহজ নহে।

কৃত্রিম নীল অপেক্ষা স্বাভাবিক নীলের ব্যবহারে অনেক গোলযোগও রহিয়াছে। তদ্ব্যতীত কৃত্রিম নীলের উপাদান সর্ব সময়ে সর্ব অবস্থায় সমরূপ, কিন্তু স্বাভাবিক নীলে তাহা হইতে পারে না। নীল ভিন্ন অন্য বিজাতীয় দ্রব্যের সংমিশ্রণও স্বাভাবিক নীলে সর্বত্র সমান থাকে না। তা ছাড়া কৃত্রিম

নীল ব্যবহারের যত স্বাভাবিক নীল ব্যবহারে তত অবিধা হয় না।

কোন কোন বিশেষ কার্য স্বাভাবিক নীল ব্যতীত সম্পাদিত হয় না। কোন কোন কারখানার দুই জাতীয় নীলই ব্যবহৃত হয়। কারখানার কর্তৃপক্ষগণ বলেন যে, মূল্য হিসাবে স্বাভাবিক নীল ব্যবহারে ব্যয় কিছু কম হয়। বর্তমান যুদ্ধে নীলের অভাব হওয়ার ইংলণ্ডের ব্যবসারিগণ স্বাভাবিক নীলেই সর্ব কার্য সূচাকরূপে সম্পাদিত হয় কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে যাইয়া বুঝিতে পারিতেছেন যে, সর্ব কার্যেই স্বাভাবিক নীল ব্যবহৃত হইতে পারে,—তাহাতে কার্যের কোন ক্ষতি হয় না। তাহারাই ইহার ব্যবহারে অভিনব প্রণালী পর্যন্ত আবিষ্কার করিয়াছেন। এই জন্ত তাহারাই বলিতেছেন যে, যুদ্ধ শেষ হইলেও তাহারাই আর কৃত্রিম নীল ব্যবহার করিবেন না, স্বাভাবিক নীলেই কার্য চালাইবেন।

আমেরিকা কৃত্রিম নীল উৎপাদনের চেষ্টা করিতেছে কিন্তু বিশেষ কৃতকার্য হইতেছে না। যাহা সামান্য উৎপাদিত হইতেছে, তাহার ব্যয় বেশী হওয়ার তাহার মূল্য এত অধিক হইতেছে যে, লোকে তাহা খরিদ করিয়া ব্যবসা চালাইতে সক্ষম হইবে না। জাপানে রং প্রস্তুত করিবার উপযোগী রাসায়নিক পণ্ডিত নাই কাজেই জাপান রংএর জন্ত অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছে ও করিবে। কিন্তু ইংলণ্ডের অবস্থা অন্তরূপ। ইংলণ্ডের নিজের যতটুকু পরিমাণ নীল আব-হয়, তাহার প্রায় সিকি অংশ নিজেই উৎপাদন করিতেছে, তদ্ব্যতীত অন্তঃস্থাতীয় রংও নিজে উৎপাদন করিতেছে। কিন্তু ইংলণ্ডে এখনও নিজের অভাব মোচন করিয়া অন্য দেশে চালান দিবার উপযোগী রং উৎপাদনের মাল মসলা অত্যধিক ব্যবহৃত হইতেছে। ইংলণ্ডের কার্য প্রণালী হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্যই দিতে হইবে।

যে, শক্তি স্থাপিত হইলে ইংলণ্ডই সর্বদেশে রং সরবরাহ করিবে।

এই যুদ্ধে ইংলণ্ডের ব্যবসারিগণ, গভর্ণ-মেন্ট, রাজা প্রজা সকলেই দেশের প্রকৃত অভাব কি কি তাহা বেশ ধরিতে পারিতেছেন। যুদ্ধ শেষ হইলে সেই সমস্ত অভাব নিবারণ করিবার জন্ত ইংলণ্ড যে প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিবে, এখন হইতেই তাহার সূত্রপাত হইতেছে। ইংলণ্ডের ধনবানগণ অর্থ সাহায্য দ্বারা দেশে নানাবিধ কারখানার উন্নতির জন্ত বহুপরিচর্য হইয়াছেন। সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। যুদ্ধের শেষে তাহা বিপুল আকার ধারণ করিয়া সমগ্র জগৎকে স্তুতি করিবে। (বিজ্ঞান)

## EDITOR'S NOTE-BOOK.

### Coconut Fibre refuse.

## নারিকেল-ছোবড়ার গুড়া।

অনেকেই অবগত আছেন যে, নারিকেল-ছোবড়ার দ্বারা এক্ষণে দক্ষিণ ভা গদি, পাপোস প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া উচ্চ দরে বিক্রয় হইতেছে। যখন লোকে ইহার ব্যবহার জানিত না, তখন ইহা অল্পদে ফেলিয়া দিত বা ইহা দ্বারা উনান পুজা করিয়া ফেলিত। এক্ষণে ইহা বহু লোকের অয়ের সংস্থান হইয়া নীড়াইয়াছে। যে সকল কারখানায় এই নারিকেল ছোবড়ার দড়ীদড়ী প্রস্তুত হয়, সেখানে এই নারিকেল ছোবড়া পরিষ্কার করিবার সময় অনেক গুড়া পড়িয়া থাকে। আগে সেই সকল গুড়া লোকে গাড়ী করিয়া লইয়া যাইলেই কারখানার মালিক কৃতার্থ জ্ঞান করিত এবং কারখানার আবর্জনা বলিয়া বিনা মূল্যে বিদায় করিতে পারিত বলিয়া লাভবান বিবেচনা করিত।

কিন্তু মাহুঘের উদ্ভাবনী শক্তি যখন পরি-

তাক্র জব্যেরও সম্ভাব্যতার করিতে চেষ্টা হয়, তখন পরিত্যক্ত নগণ্য দ্রব্য হানাত বহু ক্ষতি-পক্ষের পথ পরিকার হইয়া আইসে। বিলাতের "গার্ডেনার" নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এখন এই নারিকেল ছোবড়ার গুড়া আর নগণ্য নহে। এই নারিকেল ছোবড়াকে চাপ দিয়া জমাইয়া নানা রকম রন্ধিত করিয়া এক প্রকার কার্পেট প্রস্তুত হইতেছে। তাহা ঘরের মেঝে ও সিঁড়ির উপর পাতিয়া দেওয়া হয়। ইহার স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে, ইহার উপর চলিলে আরাম অনুভব হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে। তাহার পর এই গুড়া একটা উৎকৃষ্ট সার, রুগ বৃক্ষ, লতা ও গুল্মের নীচে দিলে অবিলম্বে বৃক্ষলতাকে সতেজ করিয়া দেয়। ইহার উপর বীজ বপন করিলে সহজেই বীজ অঙ্কুরিত হয় এবং সতেজ চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কারণের জন্য পাশ্চাত্য কৃষিক্ষেত্রে সমূহে এক প্রকার শৈবাল ব্যবহৃত হইত, তাহাতে অল্পাক্রমে পদার্থ থাকায় অনেক স্থলে চারা মরিয়া যাইত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এই নারিকেল ছোবড়ার গুড়া পরীক্ষা করিয়া অতি সুন্দর ফল হইয়াছিল। যে সকল গাছের গোড়ার জল বসিয়া গাছ মরিয়া যাইবার উপক্রম হয়, সেই সকল বৃক্ষের মূলদেশে নারিকেল ছোবড়ার গুড়া দিলে জল টানিয়া লইয়া বৃক্ষকে সজীব করিয়া দেয়। এই সকল কারণে এই সকল পরিত্যক্ত গুড়া এখন বিদেশেও রপ্তানী হইতেছে। এবং ১ টন এইরূপ ছোবড়ার গুড়ার মূল্য ২৫ শিলিং পর্যন্ত উঠিতে দেখা গিয়াছে। আমাদেব দেশের টাকার এক টন প্রায় ১৮০।

"Field" সেইজন্য আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন যে, "The pity of it is this coco-nut-fibre refuse has become so expensive as to be out side of the limit of the garden bill, অর্থাৎ হাঃখের

বিষয় যে, এই নারিকেল ছোবড়ার গুড়া এক মূল্যবান হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বাগানের বা কৃষি কার্যের ব্যয়ের সীমার বহির্ভূত সীমারও বাহিরে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু পরিভাষা, গুড়া এত মূল্যবান হইলেও এদেশে কেহ এ তথ্য অবগতই নহে, এই পরিত্যক্ত গুড়া যে আবার অর্থকরী হইতে পারে, এ ধারণাই নাই। কতবার দেখাইয়াছি যে, এদেশের অনায়াসলব্ধ অনেক দ্রব্য বিজ্ঞাতে ও অনজ্ঞাত দেশে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। আমাদের দেশ প্রকৃতই রত্নপ্রসূ, কিন্তু অধুনা অকাল কুস্মাণ্ডের দল বাড়িতেছে।—অল্প চক্ষু অল্প দিয়া দেখাইলেও দেখিতে পার না। এ রোগের ঔষধ নাই। ছেলে হইতে বুড়োকে পর্যন্ত ফুটবল, বারম্বোপ, থিয়েটারের, ক্রবের খবর জিজ্ঞাসা কর দেখি, সব বলিতে পারিবে, কিন্তু ভাতের খবর জিজ্ঞাসা কর, তাহার কোন সংবাদই রাখে না। দিক্ অন্ধকরণপ্রিয় জাতিকে।

—•—

### Pine-apple and its sweetness.

## আনারস এবং ইহার মিষ্টতা।

—••—

আনারসের মিষ্টতা তাহার পাতা হইতে সংগৃহীত। ইহাতে চিনি আছে, তাহা ইহার পাতা এবং বোটা হইতে কলে নীত হয়। কিন্তু যদি ফল তুলিয়া গাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তাহা হইলে ইহাতে চিনির অংশ কম হয় বলিয়া মিষ্টতাও কম হইয়া যায়। মিঃ ডব্লিউ পি, কিম্বী আমেরিকার জনৈক ঐরিক্স রসায়ন তত্ত্ববিদ, হোনো লুস নামক রসায়নাগারে এই আনারসের গুঢ় তথ্যগ্রন্থস্থান করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, যে আনারস যখন অপরি পকাবস্থায় থাকে, তখন তাহাকে তুলিয়া রস

পাকান যায়, তাহা হইলে গাছে পাকান আনারসের এবং এই অপরিপক (Green) অবস্থায় আনারসের চিনির পরিমাণ সমান, কারণ সেই অপরিপকাবস্থায় তাহার পাতার সবুজ অংশ হইতে চিনি সংগ্রহ করিয়া পাকিয়া উঠে বলিয়াই বোধ হয় গাছ পাকা আনারস এবং অতিশয় সবুজ অপক আনারসের চিনি সমান হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পাকা আনারসকে গাছ হইতে তুলিয়া রাখিয়া দাও, চিনির অংশ হ্রাস হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, আনারসে ষ্টার্চ বা অল্প ঋণার্থ নাই যে, তাহা ইহার পরিপকাবস্থাতে চিনিতে পরিণত হইয়া, চিনির অংশ বর্দ্ধিত করিবে। সেই জন্য পাতার রস হইতেই ইহার চিনির অংশ কলে পরিচালিত হইয়া ইহার মিষ্টতা বৃদ্ধি করে। কারণ ইহার পাত্রে এবং ইহার বোটাতে Starch বা খেত-সার বর্তমান আছে। আনারসের যেমন এই রূপ হয়, কদলীতে ঠিক তাহার বিপরীত দেখা যায়। কদলী অপক অবস্থায় প্রচুর খেত সারে পরিপূর্ণ, কিন্তু ফল পাড়িয়া পাকাইলেই সেই খেত সারাংস চিনিতে পরিণত হইয়া মিষ্টতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ভগবানের অপূর্ণ সৃষ্টি কৌশল! মানবের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য তিনি কত কৌশলেই কত জব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু কৃত্রিম মানব তবু হয়ত স্রবয় মদিরায় আত্মহারা হইয়া দিনান্তেও তাহার নামও স্মরণ করে না।

### Tamato as a Food.

টমেটো কাঁহাকে বলে জানেন? বিলাতি বেষণ বাহাকে আমরা বলি, তাহারই নাম টমেটো। Dr. Kellon বলেন যে, টমেটো নিঃসন্দেহই মূল্যবান খাদ্য। যেখানে মৌগীর রক্তের অভাব Impoverishment হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহা অতিশয় হিতকর। কারণ ইহাতে লৌহ আছে। ডাক্তার বলেন "As

ছাত্রদের বার্ষিক অঙ্ক মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

a food for supplying iron, it is far superior to many of the combination of iron so commonly used as a means of enriching the blood” অর্থাৎ রক্তের সংশোধন মানসে লোহের সংমিশ্রনে যত প্রকার ঔষধাদি ব্যবহার করি, টমেটো তাহাদের অপেক্ষা বহু গুণে শ্রেষ্ঠ। ইহা আহার এবং ঔষধ দুই। টমেটো বা বিলাডি বেগুন এদেশেও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে।

### Abraham Lincoln and Protection.

আব্রাহাম লিন্‌কলন এবং রক্ষণনীতি।

Abraham Lincon once said, “I do not know much about the Tarri, but I do know this much, when we buy goods abroad, we get the goods and the foreigners get the money, when we buy goods made at home, we get both the goods and the money.”

লিন্‌কলন আব্রাহাম, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন যে “দেশীয় শিল্প এবং বাণিজ্যের নিয়মাদি লব্ধক্ আমি অধিক কিছু জানি না, তবে এটা বুঝি যে, যখন আমরা বিদেশীয় পণ্য ক্রয় করি, তখন আমরা জিনিস পাই এবং বিদেশীয়গণ অর্থরাশি লাভ করিয়া থাকে কিন্তু যদি আমরা আমাদের স্বদেশজাত দ্রব্যই কেবল ক্রয় করি, তাহা হইলে আমরা দেশের জিনিস এবং দেশের টাকা উভয়ই পাইয়া থাকি।” কথায় তাই। গবর্ণমেন্টকে স্বদেশের শিল্প বাণিজ্য রক্ষার জন্য আমরা প্রার্থনা করি নত্যা, কিন্তু আমরা যদি স্বদেশের দ্রব্য স্বদেশেই বখাসি দিয়া ক্রয় বিক্রয় করি, তাহা হইলে

দেশীয় শিল্প বাণিজ্য কিংবা আইন কাহ্নমের রক্ষা হইয়া যায়; নত প্রতিদ্বন্দ্বিতাভেদে আমেরিক দেশীয় শিল্প নষ্ট হইতে পারে না। দেশের অর্থ এবং দেশের দ্রব্য সামগ্রী দেশেই বজায় হয়, এবং বিদেশীয়গণকেও উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা যায়। যে দেশের এই জ্ঞান নাই তাহা কখনই উন্নতি লাভে সমর্থ হয় না। রাজনীতির বিবিধ কূট তথ্যের জন্য অনেক সময় সকল গবর্ণমেন্টই শিল্প বাণিজ্য রক্ষার আইন করিতে ইতস্ততঃ করিতে বাধ্য হন, কিন্তু দেশের লোক প্রকৃতই সেই রক্ষার জন্য নিজেই লইয়া দেশের উপকার সাধন করিতে পারে, ইহা তাহাদের হাতের কাজ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার দোহাই অনর্থক মাত্র।

### Homoeopathic. হোমিওপ্যাথিক মেটরিয়াল মেডিকাল

ভৈষজ্য তত্ত্ব।  
একোনাইটম্ নেপেলস।  
(পূর্ব প্রকাশিতের পর।)

—:—:—

বিষক্রিয়া Toxicology :—পচা দ্বিকে বাঁকিয়া যায়; হির নেত্র; পুতলি সংকোচিত, মুখলাল; চোয়াল ধরিয়া থাকে; হস্ত পদ শীতল এবং নাড়ী পাওয়া যায় না; শ্বাস প্রশ্বাস ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ ও কষ্টকর; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দুর্বল, ও থামিয়া হয়। হস্ত পদে পিপীলিকা গমনরত হুড় হুড়ি ও কম্প, তৎসহ বিজ্বল ব্যথা। অপর একটা রোগী, প্রথমে উত্তাপ ও গলাভ্যন্তরে সংকোচ ভাব অনুভব করিয়াছিল; এবং সমগ্র শাওবাহিকা নালীর জ্বালা লব্ধক্ অত্যন্ত উত্তাপ ও অহির হইয়াছিল।

তাহার মানসিক ও অনুভব পত্রিক কোন বৈলক্ষণ্য হয় নাই; জিহ্বা খেঁতাভ, বমনরত; আরে কোন ব্যথা ছিল না। এই ঔষধের প্রাথমিক ক্রিয়া নিম্নাং দৃষ্টি হইয়াছিল, নিম্নাং অনবরত নড়িতেছিল, এমন কি বসিয়া থাকিলেও নড়িতেছিল; তাহার গলাভ্যন্তরে তরানক ব্যথা হইয়াছিল, এবং অত্যন্ত অহির ও মৃত্যুর ভয় হইয়াছিল। সার্কি বি বটী কাল পরে, আর সোজা হইয়া থাকিতে পারিল না, এবং এক প্রকার আক্ষেপ আরম্ভ হইল, অর্থাৎ হাত পা সজোরে শরীরের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল, অঙ্গুলিগুলি মুটিবদ্ধ ছিল এবং অঙ্গুষ্ঠ হস্তাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ছিল; এতদ্ব্যতিরিক্তের আলোড়ন বা Concussion of the brain কিছুমাত্র ছিল না; মুখমণ্ডলে শীতল চট্‌চটে ঘর্ম্ম হইয়াছিল; উর্দ্ধনেত্র হইয়াছিল, চক্ষের কেবল খেঁতাংশ মাত্র নরমগোচর হইয়াছিল। রেডিয়াল বা টেম্পরাল ধমনীতে নাড়ী পাওয়া যায় নাই; এই আক্ষেপ প্রায় তিন মিনিট কাল ছিল, ইহার সহিত সঙ্ঘাতে শব্দ হইতেছিল, এবং ইহার পরে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। অত্যন্ত উত্তাপ হইয়াছিল এবং তাহার উবেগ প্রকাশ করিতেছিল; মনে করিতেছিল যে তাহার অস্তিমকাল উপস্থিত; তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রায় পরিষ্কার ছিল, কেবল মাঝে মাঝে দুই একবার একটু গোললাল হইতেছিল, সেই সময় বোকায় মত চক্ষু বুজিয়া পড়িয়াছিল, মাথা চলিয়া গড়িয়াছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ দৃষ্টি হীন হইয়াছিল, চতুঃপার্শ্বই ব্যক্তি বা বস্তু চিনিতে পারিত না। পুনরায় বসি করিয়াছিল, অনবরত বমনরত ছিল ও পুনরায় আক্ষেপ হইয়াছিল। আরও দুই বটী পরে তাহার দৃষ্টি শক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু আক্ষেপ পূর্বের ভায় সুহৃদু হইতেছিল, এবং পূর্বাপেক্ষা গুরুতর হইয়াছিল। গারোভাপ

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপ্রস্তরের জন্ম /০ জানা ডাকমাণ্ডুল পাঠান।



একজন সুস্থে কবিতা লিখিল; কবিতা বাক্য  
কম হইল, এবং বাক্যের ভাবী দীর্ঘত্ব হইল,  
বাক্যের মনুষ্যত্ব হইল, এবং মনুষ্য-লক্ষণ  
কিছু-বাঁকিয়া গেল; খাস-প্রাণের বক্তৃতা  
শব্দ হইতে লাগিল; পদ্যের মধ্যে স্নেহের শব্দ  
দূর হইতে প্রথম দোচর হইতেছিল; এইরূপ  
বহুলাংশে, তাহাকে বাঁহা-কিছু কথা বলা  
হইয়াছিল, সবত-শুনিত পাইয়াছিল এবং  
উদরে কিছুক্ষণ রাখা ছিল না। প্রথম বার  
আবেগের পর তাহার হৃৎকল এরূপ অনাড়  
হইয়াছিল যে, সজোরে হৃৎকল করাতেও  
বুঝিতে পারিল না। এই অবস্থার আরও  
দুই-বর্ষা বাকিয়া, হৃৎকলের স্পন্দন ও  
নাড়ীর গতি পুনরায় অস্বাভাবিক হইতে লাগিল,  
উত্থাপ ও সাধারণ স্বচ্ছন্দতা পুনরাবির্ভূত  
হইল; আরও এক-বর্ষা কাল মধ্যে তাহার  
সুখের চেহারা ভাল হইল, এবং খাস-প্রাণ  
সহজ হইল ও অব্যাহত চলিতে লাগিল। অঙ্গ-  
কণ নিম্নার পর রোগী আগিয়া উঠিয়া গারে  
বাঁহা অস্বাভাবিক করিতে লাগিল; পিচকারী  
দেওয়াতে কাল ও অত্যন্ত দুর্বল বল নির্গত  
হইল; প্রসার অঙ্গ ও অত্যন্ত ঘোলা; উদর  
একবারে বাঁহা হইল; জিহ্বা প্রান্ত ও শ্বেত  
বর্ণ। কয়েক দিন পর্যন্ত রোগীর সুখাভিভূত  
ভীতিভিঁর প্রকাশ পাইত।

নিম্নলিখিত লক্ষণ কয়টা একোনাইটের  
বিশেষত্ব:—

(১) ভয়ানক হুচিহ্নতা ও মৃত্যুর ভয়;

এমন কি রোগী মৃত্যুর দিন নির্দেশ করে।

(২) অত্যন্ত অস্থির হই ও এপাশ ওপাশ  
করে।

(৩) শুষ্ক, শীতল বাহু প্রবাহ লাগিয়া  
কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হইয়া পীড়া হয়।

(৪) নাড়ী কঠিন, পূর্ণ, দ্রুত।

(৫) শিথল ও স্নায়ু-বৃদ্ধি।

(৬) হঠাৎ প্রবল বৃদ্ধি।

(৭) কলিঙ্গ বাকিলে মৃত্যুর সময়  
কিন্তু দাঁড়াইতে বৃদ্ধি হয়।

(৮) একই নড়িলে চড়িলে বা সামান্য  
শব্দ দ্বারা আক্রান্ত হলে অসহ্য ব্যগ্রতা।

মনোবৃত্তি—সামান্য কারণেই অসন্তোষ  
হুচিহ্নতা হয়, চীৎকার করে, হৃৎকল প্রকাশ করে  
ও ভয়ানক করে; বিপদাশঙ্কা, নৈরাশ্য,  
উদ্বেগের মৌলন।—অত্যন্ত উদ্বেগ, তৎসহ  
হৃৎকল, খাসকষ্ট, দেহ ও মুখমণ্ডলের  
উত্তাপাবিক্য এবং সর্বদা দীর্ঘ, ইহার পর  
মৃত্যুর সঙ্কল্প ও বৃদ্ধি হ্রাস হয়, এই সঙ্গে  
মুখমণ্ডলের অস্থির আকর্ষণতা।—আসন্ন  
মৃত্যুর আশঙ্কা হৃৎকল প্রকাশ, মৃত্যুর দিন  
নির্দেশ। হুচিহ্নতা, উদ্বেগ, ও চিত্তচাকলা,  
বিশেষত: রাজে।—অবিদ্যাত্তরিত বিবরণ  
প্রাণদুষ্টি, যেন দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে।  
সুস্থাবস্থার দৈবশক্তির প্রাণ কার্য করে।—  
মানুষ দেখিলে ভয়, ও মানবের প্রতি যুগ।  
—ভীতি বা ক্রোধের স্বভাব, অর্থাৎ সহজেই  
ভীত বা ক্রুদ্ধ হইবার উপক্রম।—সামান্য  
শব্দ, এমন কি সঙ্গীত ধ্বনিও অসহ্য বোধ  
হয়। শব্দ বা গোলমালে চমকিয়া উঠে  
(আনিকা—শব্দ বা গোলমালে পীড়া বৃদ্ধি  
হয়)।—বিভিন্ন প্রকার খেয়াল; কখন  
হৃৎকল, খিটখিটে, হতাশ ও তমোৎসাহ;  
আবার কখন আনন্দিত, উত্তেজিত, আশাপূর্ণ,  
এবং মৃত্যুগীতে রত।—ক্রমাগত হৃৎকল ও  
ক্রন্দন।—নিজের পীড়া সম্বন্ধে উদ্বেগ, এবং  
আরোগ্য হইবে না মনে হয়। পীড়ার বিষয়  
অতিরিক্ত করে; মনে করে আর কেহই  
এরূপ কষ্ট পায় নাই, এবং শীঘ্রই মৃত্যু হইবে  
আশঙ্কা করে। (আসন্নিক—ভয়ানক স্বপ্ন  
দেখিয়া হতাশ হয় ও মৃত্যুর আশঙ্কা করে,  
বিশেষত: মধ্যরাত্রে হইতে ভোর ও বটিকা  
পর্যন্ত)।—কসকল একাকী থাকিলে মৃত্যুর  
ভয় হয়।—ক্যাটন-হৃৎকলের পীড়াক্ষণত:

মৃত্যুর ভয়।—এপি-কিউসবার স্বপ্ন এরূপ  
করিতে পারিলে না মনে হয় এবং মৃত্যুর  
আশঙ্কা হয়। (নিম্নপ্রদত্তের ভয়—বেলে-  
ডোনা, মলটন, ভেয়েটান)।—শব্দ। না গ্রহ  
হইতে পলায়ন করিতে চায়।—মন যেন  
অবলম্বিত হইয়াছে, চিত্ত করিতে অক্ষম, মনে হয়  
বৃদ্ধিভিত্তি ক্রিয়া যেন পাকায় প্রবেশে  
সাধিত হইতেছে।—সাময়িক মনোবৃত্তি ও  
উদ্বর্ত্ত।—অস্থির মনোভাব।—বিবরণতা।  
—প্রলাপ, বিশেষত: রাজে। প্রলাপের  
সহিত ক্রমাগত একবার হাস্য ও একবার  
অশ্রুবর্ষণ। পান করে, স্বপ্ন ভ্রমে, শীত  
দেয়। মৃত্যুদোরাল্য; সহজেই ফুলিয়া যায়।  
—অকস্মাৎ ভয়, ভূতের ভয়।—কার্য ও  
অঙ্গভঙ্গী দ্বারা নিবৃত্তি প্রকাশ (উদ্ভাব)।—  
মানসিক দৃষ্টান্ত অর্থাৎ মনোবৃত্তি সর্বদাই  
পরিবর্তনশীল।—কলহ স্বভাব।—মানসিক  
পরিপ্রমে অক্ষম (মানসিক পরিপ্রমে আগ্রহ—  
ক্রোমিন)। কোন বিষয় চিন্তা করিতে কষ্ট  
হয় বা পারে না।—সকল কার্যই অত্যন্ত  
তাড়াতাড়ি করে।—সর্বদা স্থান পরিবর্তন  
করে বা অবস্থার পরিবর্তন করে অর্থাৎ  
একবার শুইয়া থাকে, আবার পরক্ষণেই উঠিয়া  
বসে, কখন অর্ধশায়িতাবস্থায় বসে, কখন  
সোজা হইয়া বসে, কখন সম্মুখে বসিয়া বসে,  
কখন ডান পাশে শুইয়া থাকে, কখন বাম  
পাশে, কখন চিৎ হইয়া, কখন উপুড় হইয়া  
শোয়।—একটুতেই চমকিয়া উঠে।

মহাত্মা হানিমান বলিয়াছেন, যখন কোন  
রোগীর জন্য একোনাইট মনোবৃত্তি করিলে,  
তখন উহার মানসিক লক্ষণাবলী স্বস্বরূপে  
ও সতর্কতার সহিত মিলাইবে।

কয়েক দিবস পূর্বে একজন কলিঙ্গ রোগী  
দেখিতে গিয়া দেখিলাম, দাত ও বমি উভয়ই  
বর্ধন, দুই-বর্ষা মধ্যে ১৯১২ রায় বমি ও  
১৯১০ বার দাত হইয়াছে। অত্যন্ত বিপদ।

হৃৎকলের বাকিল অস্বাভাবিক আর লইবে না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।



শৈশবকাল হইতে হইতে লাগিল। রাত্রিকাল নিদ্রা গুণ প্রায়। তাঁহার মনে হইতে লাগিল যে, সেই রাত্রিতে তাঁহার মৃত্যু হইবে, আর আরোগ্য হইবার আশা নাই। একোন্সাইট ২০ মিলিস। প্রথম বার একোন্সাইট খাইবার পর বমি বন্ধ হইল, ও রাত্রি ২ বার মাত্র দাত হইয়াছিল। প্রাতে রোগী নিজে উঠিয়া দাত করিলেন এবং সুস্থতা অল্পকাল করিতে লাগিলেন। পূর্বরাত্রি একোন্সাইট খাইবার কিছু পরেই প্রস্রাব হইয়াছিল। বিকালে রোগী বেশ সুস্থ। ব্যাধি বা বমি আর হয় নাই, করেক বার প্রস্রাব হইয়াছিল।

নিদ্রা—ঘুমাইতে অত্যন্ত ইচ্ছা, এমনকি বেড়াইবার সময়ও ঘুম আসে, কিন্তু প্রায় মগ্ন্যাক্ত ভোজনের পর নিদ্রা আসে, অনবরত জড়ন হয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিস্তার করে। Nightmare অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থার কার্য করে, উঠিয়া বেড়ায়, কথাবার্তা কহে ইত্যাদি। অনিদ্রা, তৎসহ উবেগ ও অস্থিরতা, এবং যন্ত্রণায় ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করে, দক্ষিণ পার্শ্বে বা চিৎ হইয়া শুইতে অক্ষম। রাত্রি বার টার পর অনিদ্রা (এমন কার্স, এন্টিম, ক্রুড, আসে, নয়তন,) (রাত্রি বারটার পূর্বে অনিদ্রা—আর্পি, বেলে, ব্রাইও, ক্যালকে, কার্কভেজ, চায়না, কফি, ফস, পলাসেটো রস্টল ভেরেটম, সলফর) নিদ্রিতাবস্থায় চমকিয়া উঠে। জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন দেখে ও এলোমেলো চিন্তার উদ্বেগ হয় এবং শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠে। অনেককাল পর্যন্ত স্বপ্ন দেখে, ও বন্ধ দেশে কষ্ট; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পর সমস্ত কথা মনে থাকে। স্বপ্নে দৈবদেশ

প্রাপ্ত হয়। কিম্বা, ক্রিমাতে ক্রিমাতে উত্তর হয় ও খাদ্য প্রাণস্কৃত হয়। অল্পকাল স্থায়ী নিদ্রা। পাশ করিয়া শুইতে পারে না। নিদ্রাকালে চিৎ হইয়া মাথার নীচে একটা

হাত দিয়া তইয়া থাকে, কিম্বা উপনিষ্ট করে সম্মুখে হুকিয়া থাকে। ব্যায়াম কালে নিদ্রা আসে।

(ক্রমঃ)

## Practice of Medicine.

### তরুণ সর্দি।

—:—

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বেলেডোনা—সর্দির সঙ্গে গলায় ঘা। মাথা ব্যথা। মুখ লাল। নিদ্রা আসে, কিন্তু নিদ্রা হয় না।

বোমিন—এককালীন নাসারন্ধ্র বন্ধ ও শ্রাববাহী সর্দি। নাকের নীচে ও চারিধার হাজিয়া যায়। দক্ষিণ নাসা বন্ধ থাকে। নাসায়ুলে চাপ বোধ। মাকড়শার জাল রহিয়াছে বোধ হয় ও সড় সড় করে।

ব্রাইওনিয়া—রাগাধিত ভাব; চুপ করিয়া থাকিতে চায়। শ্রাববাহী সর্দি, সর্সনা ইঁচি, এবং মাথা ধরে যেন ফাটিয়া যাউবে বোধ হয়। ঘাড় শক্ত হয়। যখন শ্রাব কমিয়া গিয়া মাথা ধরা আরম্ভ হয়।

ক্যালকেরিয়া কার্ব—অনেক দিন পর্যন্ত অল্পে অল্পে সর্দির শ্রাব হয়। ঋতু পরিবর্তনের সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া হয়। সমস্ত হাত পা ভারি হয়। প্রচুর শ্রাব হয় ও মাথা ধরে। রাত্রি নাসারন্ধ্র শুষ্ক থাকে; দিবাভাগে আর্দ্র থাকে।

ক্যালকেরিয়া ফুরিকা—প্রচুর চর্গক বিশিষ্ট, গাঢ় হরিভাত পীতবর্ণ, ডেলা ডেলা স্লেমা নির্গত হয়।

ক্যান্থর—সর্দির প্রথমাবস্থায় শীত করে ও ইঁচি হয়। নাসিকা শীতল। প্রচুর শ্রাব হয়।

ক্যাপসিকম—নাসিকা হইতে রক্তমিশ্রিত

স্লেমা নির্গত হয়। ধোয়ে ধোয়ে ইঁচি হয়। শুষ্ক সর্দি; নাক শুষ্ক, শুষ্ক করে, আলাও করে।

কার্কোএনিমিলিস—শুষ্ক সর্দি, নাক নিম্ন খাস চলে না; প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সময় হয়, শয্যা ত্যাগের পর চলিয়া যায়, কিম্বা পূর্বরাত্রি হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। শ্রাববাহী সর্দি, শ্রাণশক্তি হ্রাস হয়, জড়ন হয় ও ইঁচি হয়। নাকবন্ধ হয়, বিশেষতঃ বাম নাসা।

কার্কোভেজিটেবিলিস—সবল ব্যক্তিরে ঠাণ্ডা লাগার লক্ষণ প্রথম প্রকাশ হইবার সময়। সর্দি, শ্রবজ, এবং বক্ষাস্তরে ক্ষতাহত। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে সর্দি হয়। ইঁচিতে চেষ্টা করে, ইঁচি হয় না।

কপ্তিকম—শুষ্ক সর্দি, অনবরত থাকে, বা নাক বন্ধ থাকে ও খাস কষ্ট হয়, মুখ দিয়া খাস নইতেও কষ্ট হয়। প্রচুর শ্রাববাহী সর্দি, রাত্রি চক্ষু জুড়িয়া যায়, কিম্বা রাত্রি কষ্টকর কাশি এবং সর্সনা মাথা ধরে, সর্দির সহিত শ্রবজ, উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিতে পারে না।

ক্যামোমিলা—শিশুদের বা কোমল শিশু বিশিষ্ট ব্যক্তিরে অর্থাৎ বাহাদের একটুতেই পীড়া হয়। অত্যন্ত খিট খিটে স্বভাব, শিশু হইলে সর্সনা কোলে করিয়া থাকিতে হয়। এক কপোল লাল ও অপকট মলিন। নাক বন্ধ থাকে, উষ্ণ, জলীয় স্লেমা নির্গত হয়। ইঁচি হয়।

চায়না—নাসারন্ধ্র হইতে জলীয় শ্রাব, ও নাক বন্ধ। ইঁচি হয়, নাসারন্ধ্র চারিধা বে ফুসুড়ি হয়, স্পর্শ করিলে ব্যথা করে। শুষ্ক সর্দি, তৎসঙ্গে দীতে ব্যথা ও চক্ষু দিয়া জল পড়ে। প্রচুর শ্রাববাহী সর্দি, নাক নিম্না কোঁটা কোঁটা স্লেমা পড়িতে থাকে, সর্দি বসিয়া যায়।

এখন ক্রান্তদের বার্ষিক পূর্ণ মূল্যই দিতে হইবে।

**সিনা**—মধ্যম প্রচুর সর্দিয়ার পর সন্ধ্যাকালে নাক বন্ধ হয়। নাক হইতে দুর্বল আব।

**কককুল**—প্রচুর সর্দি।—নাক দিয়া রক্ত মিশ্রিত স্লেমা নির্গত হয়, নাক দিয়া হঠাৎ চুর জলীয় আব হয়। হাঁচি হয়।—তুফ সর্দি, সামান্য মাত্র আব হয়। অনিচ্ছা।

**কুপ্রম**—সর্দি, শুষ্ক ও আববাহী। সর্কদা হাই তুলে। সর্ক শরীরে সর্দি জনিত জড়তা হয়।—নাকে রক্ত জমিয়াছে, এইরূপ অনুভব করে।

**ডলকামারা**—আর্দ্র, দীর্ঘ বায়ু সেবনে যদি সর্দি হয়, এবং সামান্য ঠাণ্ডা লাগিয়া যদি পুনরাক্রম হয়। বর্ষিবায়ুতে বুদ্ধি, এবং আবহ গৃহ মধ্যে উপশম বোধ হয়।

**ইউক্যালিপ্টাস**—নাক বন্ধ হয়; তরল জলীয় আব; নাকের উপরে চাপ বোধ।

**ইউপেটোরিয়মপারফোলিয়েটম**—আববাহী সর্দি, অনবরত ধারা বহিতে থাকে। অস্থি ও মাংসপেশীতে ব্যথা। হাঁচি হয়।

**ইউফে সিয়া**—চক্ষু দিয়া জল পড়ে, জালা করে, এবং নাসিকা হইতে আব হয় কিন্তু জালা করে না। প্রচুর আববাহী সর্দি ও প্রবল কাশি; প্রচুর গয়ের বাহির হয়।

**ফেরম আইওটেডম**—নাক, বায়ুনালী ও শব্দনালী হইতে স্লেমা আব।

**জেন্সিমিয়ম**—প্রত্যেক ঋতু পরিবর্তনে ঠাণ্ডা লাগিবার ধাত। বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে ঠাণ্ডা লাগে। জলীয় আব হয়, জালা করে; নাসারন্ধ্রে চারি ধার লাল ও ক্ষত হয়। নাক শুষ্ক শুষ্ক করে, প্রাতে অভ্যন্ত হাঁচি হয়, গলার তিতর হইতে বায়ু নাসা পর্যন্ত উষ্ণ জল প্রবাহিত হইতেছে বোধ হয়।

**গ্রানিটম**—নাক শুষ্ক শুষ্ক করে; চুল-কাশ। নাসারন্ধ্রে শুষ্ক, উত্তপ্ত ও জালা করে,

কিবা আঠাবৎ স্লেমা বসিয়া থাকে। ক্রমাগত একবার আব হয় ও শুষ্ক হইয়া যায়।

**গ্যোফাইটিস**—হাঁচি হয়। নাক বন্ধ থাকে। সঙ্গে হাঁচি ও মাথা ভার। শুষ্ক সর্দি, মাথা ভার, বৃক্কে ব্যথা, মুখে ও মস্তকের সম্মুখাংশে উত্তাপ। অভ্যন্ত বমনোচ্ছা ও মাথা ধরা, কিন্তু বমি হয় না। ফুলের গন্ধ সহ্য হয় না। নাসাতন্ত্রের মামড়ি পড়ে।

**হিপার সল্ফার**—মার্কিউরিয়স ব্যবহারের পর, কিবা যদি পারদের অপব্যবহার হইয়া থাকে। একটু হাওয়াতে ঠাণ্ডা লাগে। মাথা ধরে, নড়িলে চড়িলে বাড়ে। নাসিকার প্রদাহজনিত ক্ষীতি, ফোটকবৎ ব্যথা, বিশেষতঃ নাসাপক্ষে।—অথবা কেবল এক নাকে সর্দি।

**হাইড্রাস্টিস**—পুরু আটার মত আব হয়, আবটা নাসারন্ধ্রের পশ্চাদিক দিয়া গলার মধ্যে পড়ে। জলীয় জালা জনক আব।

**ইমেসিয়া**—সর্দির সহিত কপালে ব্যথা; তিইরিয়া ধাত। প্রচুর সর্দি পড়ে। শুষ্ক সর্দি।

**আইওডিন**—উষ্ণ জলীয় আব। নাসিকার মূল দেশে ও কপালের সংযোগস্থলে ব্যথা। নাক বন্ধ। হাঁচি হয়।

**ইপিকাক**—সর্দিতে নাক বন্ধ থাকে ও বমনোজ্ঞেব হয়; কিবা সর্ক শরীরে টানা ব্যথা।

**জুগাস্ সিনেরিয়া**—নাক শুষ্ক শুষ্ক করে; হাঁচি হয়। পরে প্রচুর, জালা-বিহীন, ঘন স্লেমা নির্গত হয়।

**জুক্স ইফিউস**—নাসিকা মধ্যে সর্দি হইবে এইরূপ অনুভূতি।—শুষ্ক সর্দি।

**কেলিকার্ব**—শুষ্ক সর্দি, নাক চুলকাশ, এবং কয়েক দিন পর্যন্ত নাক দিয়া খাস

হইতে কষ্ট।—নাক বন্ধ।—সর্দির সহিত রক্ত মিশ্রিত স্লেমা নির্গত হয়।

**কেলি ক্লোরিকম**—প্রবল সর্দি, তৎসহ হাঁচি ও প্রচুর স্লেমা নির্গত হয়।

**কেলি মিউরিয়েটিকম**—সর্দি; সাদা, পুরু স্লেমা নির্গত হয়। গলানালীর উপরি-ভাগে আবরণ পড়ে, সহজে উঠে না। নাক দিয়া রক্ত পড়ে।

**কেলি নাইট্রিকম**—প্রবল সর্দি, নাক বন্ধ শ্বাশ্বতকির হাস, এবং স্বর ভঙ্গ। নাসা-পক্ষের চক্ষুদিকে কামড়ানি, ব্যথা ও জালা করে।

**ক্রিয়জোট**—শুষ্ক সর্দি। সর্কদা হাঁচি হয়, বিশেষতঃ প্রত্যবে।

**ল্যাকক্যানিকম**—সর্দি; এক নাসা বন্ধ ও অপরটা ঝোলা থাকে; ক্রমাগত এইরূপ হয়, অর্থাৎ পূর্বের বন্ধ নাসা খুলিয়া যায় ও দ্বিতীয়টা বন্ধ হয়। নাকের পাশ ও মুখের কোণ ফাটিয়া যায়। নাসিকার অস্থিতে চাপ দিলে ব্যথা বোধ হয়।

ডাঃ কার্তিকচন্দ্র দাস।

## বেলেডোনা ব্যবহারে সাবধানতা।

—:—

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় সামান্য Brain Conjection (ব্রেন কন্জেকশন) মস্তিষ্ক প্রদাহে বেলেডোনা ব্যবহার করিতে নিবেদন করিয়াছেন, তিনি বলেন যে কখন কখন বেলেডোনা দ্বারা মস্তিষ্ক প্রদাহ উৎপন্ন করিয়া রোগীকে কষ্ট দিয়া থাকে, সুতরাং ইহা ব্যবহারের সময় বিশেষ বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করা উচিত।

চুল কাটার পর অল্পমাত্রার সোরিয়ম বেলেডোনা, সোনিয়ম, সিলিয়া ব্যবহারে কিছু ফলনা করিয়া ঔষধ নির্দোষ হওয়া উচিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

## তুলসীর গুণ।

—:—

আয়ুর্বেদ বলেন—ইহা কক নিঃসারক, মূত্রকারক, ম্যালেরিয়া নাশক, পরাঙ্গপুই কীট নাশক, শুষ্কারক, পাচক, বিষনাশক, রক্ত-রোধক, বমনকারক, এবং প্রদাহনিবারক। নির্বৃষ্ট রক্তাকর, প্রভৃতি বৈষিকগ্রহে তুলসীর দাহকারক, পিত্তজনক, দীপন, তীক্ষ্ণ প্রভৃতি গুণের উল্লেখ আছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, “শুদ্ধকৃষ্ণা চ গুণৈস্তল্যা প্রকীৰ্ত্তিতা” অর্থাৎ খেতকৃষ্ণ ভেদে তুলসী গুণের বেলায় সমান।

বাত, কক, শ্বাস, কাশি, ক্রমি, বমন, হৃগ্নকুষ্ঠ, মূত্রবিকার, গুল্ম, বিষদোষ, মূত্রকৃচ্ছ, রক্তদোষ, জ্বর হিকা প্রভৃতি পীড়ার ইহার ব্যবহার অল্পমোদিত। সর্দি জ্বর বহুবিধ পীড়ার এবং পার্শ্ববেদনা প্লুরেসি, নিউমোনিয়া প্রভৃতি পীড়ার ইহা ব্যবহার হইয়া থাকে। প্লেগা নিঃসরণ কার্যে ইহার শক্তি অমূল্য। কবিরাজ মহাশয়গণ জ্বর, প্রদর ও প্লেগজ পীড়ার তুলসী ব্যবহারের বড় পক্ষপাতী। সবিরাম ও স্বল্প-বিরাম জরে তুলসী ব্যবহার শাস্ত্রানুমোদিত।

শীতলতা জ্বর হইলে মাত্র তুলসীপত্ররস একটু লবণ সহ উষ্ণ করিয়া খাইলে আর দ্বিতীয় মাত্রা ঔষধ আবশ্যক করে না। ম্যালেরিয়া জরে বিলাতী ডাক্তারগণ আজকাল তুলসী ব্যবহার করিতে আর বাড়ীতে তুলসীর গাছ রাখিতে আদেশ করিতেছেন। আয়ুর্বেদের তুলসী ব্যবহার আর হিন্দুশাস্ত্রের তুলসীর পবিত্রতা আজকাল বহু বিলাতী ডাক্তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার চরম নিদর্শন বলিয়া গণ্য করিতেছেন। পূর্বে অনভিজ্ঞ ডাক্তারগণ আর অস্বকরণকারী দেশীয় ডাক্তার তারারা আয়ুর্বেদকে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা শাস্ত্র বলিয়া উপহাস করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ছুরি উন্নতির জন্ত জগত এখন চাহিয়া দেখি-

তেছে যে, হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন কথাই অবৈজ্ঞানিক নয়। আয়ুর্বেদে ও বিজ্ঞান-শাস্ত্রের পূর্ণ পরিণতির পরিপূর্ণ উদাহরণ, হিন্দুর প্রত্যেক অঙ্গুষ্ঠানই বিজ্ঞানমূলক। শব্দ্য হইতে উঠিয়া পুনঃ নিজা বাইবার সময় পর্যন্ত প্রত্যেক সামসারিক ঘটনাটী পর্যন্ত বিজ্ঞান শাস্ত্রের অঙ্গুমোদিত অঙ্গুষ্ঠান। তুলসীর পবিত্রতা আর হিন্দুগৃহীর বাড়ীতে তুলসীবৃক্ষ স্থাপন পদ্ধতি মানবশরীরের কীদৃশ হিতকারী, তাহা এখন জগত চাহিয়া দেখিয়া বিস্ময় হইতেছে।

ম্যালেরিয়া দেশ উৎসন্ন করিল; কিন্তু ইহা নূতন ধ্বংসের পথ নহে। বাহাকে আজকাল ম্যালেরিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়, তাহা পূর্বে শারদীয় জ্বর অর্থাৎ শরত ঋতুর জ্বর নামে অভিহিত ছিল। এই জ্বরের প্রতিষেধক তুলসীবৃক্ষ রোপণ প্রথা কুইনাইন সিনকোনা হইতে কম নহে। বাহাউক, জ্বরপীড়ার আমরা তুলসীর আশ্চর্য্য শক্তি বহুবার পরীক্ষা করিয়াছি এমন কি অল্পপরিমাণে কুইনাইন তুলসীরসে বড়ী করিয়া খাওয়াইয়া এবং খাইয়া যথেষ্ট উপকার পাইয়াছি। এক সময়ে আমি কুইনাইনের অভাবে তুলসীর পত্রের রস ২ ড্রাম গুলঞ্চেরপালো ২০ গ্রেণ, আটসচূর্ণ ২০ গ্রেণ একত্রে দুই বড়ী প্রস্তুত করিয়া অনেক ম্যালেরিয়া পীড়িত ব্যক্তির জ্বর আরোগ্য করিয়াছি। আমি নিজে অত্যপন্ন আর কুইনাইন খাই নাই। জ্বর দমন করিতে তুলসী একটা অতিশয় প্রধান ঔষধ। আবার তুলসীপাতার শুঁড়া নাসিকা রোগে মহোপকারী ঔষধ নতুনরূপে ব্যবহার করিতে হয় বা রস টানিয়া লইতে হয়।

একটি ব্রাহ্মণ কামিনী দীর্ঘকাল নাসিকা পীড়া ভোগ করিয়া শেষে তুলসীপত্ররসেই আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। বিবাক্ত জ্বর

দংশন যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তুলসী অতি উপাদেয় উদ্ভিদ।

বুন্টিক, বোলতা, খীমফল, চেলা এবং সিদিমন্তের আঘাত জ্বর যন্ত্রণা নিবারণ করিতে তুলসীপত্রের রস এবং লবণ অমোঘ ঔষধ। আমাকে এক সময়ে রাজি ওটার সময় চেলা নামক বুন্টিকজাতীয় জন্তুতে দংশন করে, তখন যন্ত্রণার সর্পদংশন হইয়াছে বলিয়া আমার পিতা এবং আত্মীয়গণ ব্যস্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু একটা ১৫।১৬ বৎসরের ভৃত্য বলে যে, চেলার কাটিরাছে, তুলসীর রস দিয়া দেখি। ৮কাশীতে রাজিতে তুলসী পাওয়া কঠিন হইল, তখন ডাক্তারী “লাইকার এমন অ্যাসিড” লাগান হইতে লাগিল, কিছুতেই কিছু হয় না দেখিয়া ঠাকুরপুজার নিশালা হইতে তুলসী কুড়াইয়া তাহার রস ২০ বার লাগাইতেই যন্ত্রণা নিবারণ হইল। বলা বাহুল্য, একেজ্ঞে কাল তুলসী প্রধান। একটা বিধবা রাধুনীকে ভীমকল নামক বোলতা-জাতীয় কীটে বাতাসার দোকানে কাটিয়াছিল, আমি তাহাকে কাল তুলসীর রস দিয়া সুস্থ করিয়াছিলাম।

শিশুর কর্ণে বেদনা হইলে এবং ঠাণ্ডা লাগিয়া বুক সর্দি বসিলে তুলসীপত্রই এদেশের গৃহিনীগণের একদিন প্রধান ঔষধ ছিল। এ অবস্থাতে কর্ণে ২।১ কোটা রস দিতে হয়, আর মধুসহ অল্প লবণ এবং তুলসীরস খাইতে দিতে হয়। একরূপ অজানাব্যাধি আছে, উহা অধিক উষ্ণতা ও পরিশ্রম জন্ত রোজে ঘুরিলে উৎপন্ন হয়, এই উৎপাতে তুলসীই উৎকৃষ্ট তেজ। সৈক্যচূর্ণসহ তুলসীর মূত্ররীর রস নাসিকা মধ্যে প্রবেশ করাইলে তৎক্ষণাৎ অজানতা নিবারণ হয়। যে সকল কিশোরী বা যুৱতী হিষ্টারিয়া নামক ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাদের তুলসীর রস ও সৈক্য প্রদান ঔষধ। চর্মের

এক-ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

উপর এক প্রকার কুকর্ষণ—ইহা অনেক সময় চুলকণা উপস্থিত করে ও চর্মরোগের স্রোতে অবস্থান জট্ অতিরিক্ত বর্ধিত হয়। একরূপ দ্রুতগতি। উপস্থিত করে। এই দুই কারণেও তুলসীপাতার রস উৎকৃষ্ট মহৌষধ।

দুতন সর্দি পীড়ার তুলসী ও আম্র প্রাচুর্য ও সক্ষার খাইলে সহজেই উপশ্রব নিবারণ হয়। তুলসীর সুস্বাদু ও গরমজন খাইলে অধীর্ণ রোগ আরোগ্য হয়।

জন্মিহি তুলসীহিত বর্ষ বর্ষের পোকা কলার তরিতা খাইলে শিশু শৃগাল ও কুকুরের কংশমজনিত বিষ দূর হয়। বলা বাহুল্য ইহা আম্রদেশের পরীক্ষিত নহে। তুলসীর উপ-কারিতা সম্বন্ধীয় হই একটি প্রত্যক্ষদর্শীর কথা এবার বলিতেছি।

বিবাহের ফুলসজ্জার দিন ত্রীর নাসিকার ওজিনা নামক ব্যাধির দ্বর্গকে বিরক্ত হইয়া স্বামী ক্রমাগত ৩৪ বৎসর পর্যন্ত ডাক্তারী এবং কবিরাজী বহু ঔষধ ব্যবহারে হতাশ হইয়া চিকিৎসার জট কলিকাতার বাইতে ছিলেন, পথে দৈব দুর্যোগে রক্ত জল হওয়ার একহৃদয়ের বাড়ীতে গিয়া অবস্থান করেন। এইস্থানে হৃদয়ের জননী তত্ত্বালোকের বালিকা ক্রীসহ কলিকাতা গমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, উত্তর শুনিয়া স্বভাব জননী বলে যে, “যাবু হুইদিনে তোমার ত্রীর পীড়া আরোগ্য করিয়া দিতেছি।” এই বলিয়া বৃদ্ধা একখানা তাঁবু কুঠীতে করিয়া ঔষধ লইয়া তত্ত্ব-বালিকার নাকে ৪৫ কোটা প্রদান করিল। আমার হৃদয়গর্ভে বসে ঔষধ প্রবেশ করিল। এইরূপে সেই রক্ত জল থাকিতে থাকিতে ৩ বার নাসিকার ঔষধ দেওয়া হয়। তৎপরেই ইচ্ছার তত্ত্ব লোকের ত্রীটি তৎসম হাঁটিতে হাঁটিতে হিন্দুর মত অতিদ্রুতগতি একটা রোগের দ্বারা নাসিকা হইতে ত্যাগ করিল। অবশিষ্ট সেই তত্ত্বদ্বারা নাসিকা পাতলা

হইল। আমার যে ঔষধটি গুরুত্বপূর্ণ নিকট বৃদ্ধ-মহিলার কাছে না, ডাক্তার হুই হইল না। মাথায় মিলিয়ে পাতলা হইল কান্ধাখানিল, মাথা কান্ধাখানিল হইল।

কখন বাবুটি সেই বৃদ্ধাকে কিছু উপহার দিয়া সেই ঔষধটি শিখা করিয়া দেশে ফিরিলেন। বৃদ্ধা বৃদ্ধ তুলসীর রস আর সৈন্ধবচূর্ণ ভাত-পাত্রে উক করিয়া নাসিকায় দিয়াছিল। সেই ভাত সুবতী বাল্যকাল হইতে মস্তকের স্বেদ-পীড়ার কষ্ট পাইতেন, আবহ ক্রম স্বেদা তাহার নাসিকার ভাজাল ফুস অর্থাৎ নাকের মধ্যস্থ-খাতের মধ্যে জমাট হইয়া নিঃসরণ হইত না। তাহাতে নাসিকার ক্ষত হইয়াছিল। স্বেদাবহ আর ক্ষতের পুত্র একত্রে দূর্গন্ধ জন্মাইয়া সময়ে সময়ে অতীব বস্ত্রণ দিত তুলসী তাহা আরোগ্য করিল। ইহা প্রকৃত ওজিনা পীড়া নহে, তখন তাহা জানা গেল। বলা বাহুল্য, ওজিনা হইলে তাহাও ভাল হইত।

আম্র একটি ১৪১৫ বৎসরের সাহা জাতীয় কামিনী স্বামীগৃহে বাইবার অনিচ্ছায় পার্শ্ববর্তী একটি কারখা সুবতীর হিষ্টিরিয়া পীড়ার অনুকরণ করিত, এইরূপ ব্যাধি হইলে বৈদ্যক প্রবর্তনী করিতে হয়, এই সুবতী তাহা সমস্তই নকল করিত। তখন স্বামী বেচারী বিপদাপন্ন হইয়া আমার শরণাগত হয়। আমি গিয়া দিবসে ২ বার সুবতীকে দেখিয়া বুলিলাম, সুব-তীর পীড়া প্রকৃত নহে, অনুকরণ মাত্র। তখন আমি কার্ভেন্ট অব গ্যামোনিয়া তঁকাইয়া সুবতীর হিষ্টিরিয়া ফিট নিবারণ করিলাম। কিন্তু আমার প্রস্থানের পর এক ঘণ্টা কাল বাসে নকল পীড়ার আবার আক্রান্ত হইয়া প্রলা-পচ্ছলে বলিতে লাগিল যে, ডাক্তারের চূর্ণ আর নিশাদলের গন্ধ আমার “আমন” আমি ছাড়িব না অর্থাৎ সুবতী কালিকা দেবীর আবেশে অস্বিষ্টাঙ্গ ভাঙ্গ করিতে লাগিল। তখন আমার আমার ডাক হইল, এবার আমি

তথু হাতে গিলিঙ্গিলাক, কিন্তু তাই বাড়ীতে তুলসীর বৃন্তাবন দেখিয়া কতকটা তুলসীর রস প্রস্তুত করিয়া সৈন্ধবচূর্ণ সহ কলার পাতার নলবোমে ফুৎকারে সুবতীর নাসিকায় প্রবেশ করাইয়া দিলাম। অবশেষে কালীর অবিরতাব পূর্ণ হইল, স্বামীগৃহে বাইতে হইল।

আমার শ্রমলক পুত্র হুইবর্ষের শিশুরাজিতে, কাদিয়া কাদিয়া কর্তের মধ্যে হাত দিতে লাগিল, তখন তাহার ২৪টা অক্টোভারিত বুলি কুটি-য়াছে, সে বলিল যে, ‘দলে দলে কা।’ অর্থাৎ কাণজালা করে। এই সময় আমি চাপ তরোয়াল ধীন সর্দার। ঔষধের নাম মাত্র আমার সঙ্গে নাই। বড় বিপন্ন হইয়া পড়ি-লাম। সহস্রা তুলসীর কথা মনে পড়িল, শ্রমলক কল্পকে দিয়া তুলসী আনাইয়া তাহার রস আর বরের কোনের কাপাসের কাঁচা ফলের রস উক করিয়া কাণে কয়েক ফোটা দিলাম, শিশু নিদ্রিত হইল। এই দিন হইতে আমি বালক বালিকার কর্ণবেদনার নিম্নের ব্যবস্থা অজ্ঞারী চলিয়া আসিতেছি।

তুলসীর রস ৩০ কোটা, কাপাসের কাঁচা-ফলের রস ২০ কোটা, রসুনের রস ৩ কোটা মধু ১০ ড্রাম একত্রে মিশাইয়া রাখিতে হয়। আবশ্যক মতে ২৩ কোটা কর্ণে দেওয়া বিধি। বলা বাহুল্য, মধুর তত্ত আনশ্রকতা নাই।

আমার কোন বন্ধ তুলসীর তত্ত-সম্বন্ধে তাহার পরিজ্ঞাত ও পরীক্ষিত আরও কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়াতে তাহাও এইস্থানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

বাবুই তুলসী প্রবেশ বা শরণার্থী পীড়ার একটি মহৌষধ। এই তুলসীর ইহা পূর্বদিন ভল কিছাইরা রাখিয়া কাঁপড়ে ছাকিয়া পরিষ্কৃত জল পর দিন প্রাতে রোগীকে খাটিতে দিতে হয়। হুই ডিন দিন ব্যবহারেই সুভোগের সমর আলা বর্ণনা দূর হয়।

উদরাময়েও তুলসী আশ্চর্য কার্য করে।

পুরাতন “কালের চাকর” পত্র হইতে চলিয়া, উৎসর্গ লইল।



এ পীড়াতেও এরূপ কুলসী বীজের সমস্ত ব্যবহার করিতে হয়, কেবল তাহার সহিত পাঁচ কলা কিছু সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়।  
উপরে কুড়ি হইলে কুলসী পাতার সম ব্যবহার করিয়া বিশেষ কল পাওয়া গিয়াছে।

ডাঃ শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য।  
(ত্রিশূল)

## দ্বিরাগমন সমস্তা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

—:—:—

ছট একখানি পত্র ও আসিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়িয়াছে, জামাই বজীর সময়। শ্রামধন বাবু কত সাধে কত আশায় বুক বাঁধিয়া জামাইকে পাঠাইবার জন্য বৈবাহিক মহাশয়কে অহুরোধ করিলেন। বিনয়ের কলেজ অসেকদিন বন্ধ হইয়াছে। তাহার পলাশপুরে আসিবার একবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পিতার অসুস্থতা ব্যতিরেকে আসিতে পারে না। কৃষ্ণধন বাবু কুল সজ্জার কিছু অঙ্গহানি করিয়া ছিলেন বলিয়া পাঠাইলেন না। অগত্যা শ্রামধন মনের দুঃখে ৩০ টাকা ডাকযোগে পাঠাইলেন। মনে মনে কত কি ভাবিলেন, এই মোষণের বাড়ীর বন্ধিমের চন্দননগরে বিবাহ হইয়াছে, কৈ তাহার তো ওদেশের লোক হইয়াছে তেমন বেশী কিছু তত্ত্ব তাগাদা করেন না। অদৃষ্টে বাহা আছে তা হইবে। পাঁচ দিন পরে ৩০ টাকা কিরিয়া আসিল। তখন শ্রামধনের বুক ছাট্টিয়া গেল, শরীর অবসন্ন হইল, কেবল নীরবে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস কেঁদিয়া মনের আশ্রয় নন্দে গাপিয়া রহিলেন।  
একবৎসর এইরূপে কাটিয়া গেল। শ্রামধন নীরবে অনেক দুঃখ এই ভাবে লুপ্ত করিলেন।

পুত্রান ও শীতের সময় ঠিক একরূপই কল ফলিল। শ্রামধনের অবস্থা এখন ততঃসজ্জার নর যে, তাহার বৈবাহিকের সমোচিত আশা পূরণ করিতে পারেন। তিনি এখন এক মামলার অভিভূত। যদি মোক্ষদার জিহ্মে পারেন, তবে মনের সাধ পূর্ণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি মোক্ষদার হারিয়া গেলেন। আট হাজার টাকা তাহার জমি পুষ্করিনী নিলাম করিয়া বিপক্ষপণ আদায় করিয়া লইল। এখন তাহার অবস্থা বড়ই শোচনীয়, অভি কষ্টে দিনপাত হয় মাত্র। সুবর্ষার অভাবে অজন্মাপ্রোত লক্ষ লক্ষ নরনারীকে দগ্ধ করিতেছে। এদেশের লোকের ধান্যই অর্থ ধান্যই মান ও সকল সুখের আকর। এক বৎসর ধান্য না হইলে লোকের আর কষ্টের সীমা থাকে না। এদেশের অধিকাংশ লোকের চাকুরীর সখ্য নাই বলিলেই চলে। যাহার ঘরে কিঞ্চিৎ খাদ্য আছে সে কোন ভাবনাই রাখে না।

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিনয়কৃষ্ণের বিবাহ প্রায় দেড় বৎসর হইয়াছে। কৃষ্ণধন এখন এক সমস্যার পড়িয়াছেন; বধুমাতাকে না আনিলেও নয়; কিন্তু কিরূপেই বা আনেন। যে বধুর পিতা সামান্য ধরত করিয়া জামাতার মনোমত জিনিষপত্র দিতে পারেন না, তাহার কত্তা আনিয়া এ গৃহ কলঙ্কিত করা কখনই কর্তব্য নয়। কিন্তু বধুমাতা যে স্বয়ং লক্ষ্মী হইয়া নারীরূপে এই ধরার অন্তর্গত হইয়াছেন, তাহা মনে মনে স্বীকার করিতেই হইল। তাহার মনে কক্ণার সঙ্গার হইল; কিন্তু পরকণ্ঠে আবার অর্থলিপ্সা জাগরিত হইল। পরিশেষে অর্থই অস্বার্থরূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণধনের হৃদয়কে আক্রমণ করিয়া ফেলিল। তিনি তৎক্ষণাৎ

মোক্ষদা কলর আনিয়া বৈবাহিককে পত্র লিখিতে বলিলেন। পত্রের মর্ম এইরূপ—

শ্রীমোক্ষদা

শরণ

উত্তরপাড়া

২২শে জ্যৈষ্ঠ

সবিনয় নিবেদন মিদং—

বৈবাহিক মহাশয় অনেক দিন পত্রাদি পাই নাই। আমি শ্রীমতী বধুমাতাকে আনিবার জন্য ২৪শে আবার তারিখে দিনদ্বির করিলাম। আশা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন। ইতি—

একান্ত বশব্দ—

শ্রীকৃষ্ণধন বহু।

পুঃ—

একটা কথা লিখিতে ভুল হইয়াছে। আপনাকে দ্বিরাগমনের সময় কিছু দিতে হইবে না, কেবল মাত্র ৪০০ টাকা নগদ দিলেই চলবে।

পত্র লেখা শেষ হইল, ছইবার উপযুপরি পত্র পড়িলেন, ভাবিলেন, আমার মত লোক হইয়া এইরূপ সামান্য একটা দাবী করা অন্যায় হয় না। আমার ছেলে ইন্টার মিডিয়েট প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে; আর আমার বাড়ীর পার্শ্বে সরকার মহাশয়ের ছেলে দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াও ছই শত টাকা অধিক পাইয়াছে। ছইশত টাকা স্বদের সুদ ধরিয়া যদি ৪০০ টাকা আদায় না করিতে পারিলাম, তবে আর আমার মান মর্যাদা থাকে কই? যে কোন প্রকারেই হউক, টাকা আদায় না করিয়া বধুকে আনিতেছি না। পত্র যথাসময়ে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। অর্থ লিপ্সা কি ভয়ানক! মানুষ যতই অর্থ সঞ্চয় করে, ততই অধিক অর্থ পোষণের আশা বলবতী হইতে থাকে।

পুরাতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



অবধি সকল অনর্থের মূল। ইহারই জন্য পৃথিবীতে এত হানাহানি, মিভাশুত্র, ভ্রাতার ভ্রাতার, রাজার রাজার ইহারই অন্য কারণ। অর্থের অসব্যবহারে মানুষ পুষ্ট পক্ষিণে নিমজ্জিত হয়; আবার অসব্যবহারেও মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত হয়। অর্থ যেমন সকল সুখের আকর তেমনি সকল কষ্টের কেন্দ্রবিন্দু। মানুষের আশার সীমা না থাকিলে বড়ই কষ্ট-ভোগ করিতে হয়। লোভ মানুষকে সর্বদাই নীচু দিকে লইয়া যায়। তাই কৃষ্ণন বাবু আজ লোভের বশবর্তী হইয়া বড় একটা বিবাহ তুল করিলেন, এ তুল বড় বাজে তুল নহে। ইহাতে তাহার হাতে গড়া সোনার সংসার ছাড়াই হইতে চলিল।

### ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাঠক! চলুন একবার শ্রামধনের অবস্থা দেখিয়া আসি। শ্রামধন মোকদ্দমার হারিয়া অবধি দিন দিন ভাবিয়া ভাবিয়া কল্যাণে পরিণত হইরাছেন। তাহাতে আবার নবীন যুগের ব্যবহার তাহার প্রাণে দারুণ আঘাত দিয়াছে। তিনি নবীন বিবাহ দিয়া ভাবিয়া ছিলেন, আবার এক কস্তা ও কৃষ্ণনবহর এক পুত্র; বোধ হয়, ঈশ্বর দম্পতি যুগলকে বেশ সুখেই রাখিবেন। কখনও একমুঠা ভাত ও বস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না। কিন্তু মানুষের আশাহীন সর্বকাল কার্য ঘটে না, মানুষ এক ভাবে, আর এক হইয়া পড়ে। বাহা বিধির বিধান, তাহার সংগঠন হইবেই হইবে।

শ্রামধনের পারিবারিক অবস্থা এখন প্রতিদিন কীর্ণ হইতে কীর্ণতর হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে পেটের পীড়ার সন্ধান হইল। ডাক্তার আসিলেন, রোগী দেখিয়া খাইবার ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। শ্রামধনের দৃঢ় বিশ্বাস যে, সে আর এ ব্যাধি নিরুতি পাইবে

না। তিন দিন গত হইল। রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হইতে লাগিল। চতুর্থ দিনে কৃষ্ণন বাবু নিখিঁত বিরাগমনের কর্কট আসিল। পত্রের উপর উত্তরপাড়ার মোহর দেখিয়া প্রাণে একটা কীর্ণ আশা জাগিয়া উঠিল; ব্যস্ত হইয়া পত্রখানি পড়িলেন। বাহা পড়িলেন, তাহাতে তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, যেন সমস্ত আকাশ তাহার মাথার উপর ভাঙিয়া পড়িল। দারুণ মনকষ্টে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। মনে মনে ভাবিলেন, মৃত্যুর সময়ে আবার বিরাগমন সমস্ত পড়িল। শ্রামধনের চক্ষু অন্ধকারায় ভাসিয়া গেল ননী ছুটিয়া আসিয়া পিতাকে পাখা করিতে লাগিল। পিতা ধীরে ধীরে হস্তখানি কস্তার মাথার উপর দিয়া যেন ঈশ্বরের নিকট তাহাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন। গৃহিনীর চক্ষে দ্রব দ্রব ধারা পড়িতে লাগিল। ঘন ঘন শ্বাস পড়িতে দেখিয়া মনের আবেগে গৃহিনী কাঁদিয়া উঠিল। কস্তাও উচ্চৈশ্বরে কাঁদিয়া উঠিল। পাড়ার লোক জড় হইল। রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হইল, হস্তপদ নীতল হইল, চক্ষু পলকহীন হইল, শ্রামধনের প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

### সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শ্রামধনের অকাল মৃত্যুর সংবাদ উত্তর পাড়ার আসিল। সকলের মন কিছুক্ষণের জন্য খারাপ হইল। বিনয়ের মনে অত্যন্ত কষ্ট হইল। তাহার বাতড়ীর ও ত্রীর ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবিয়া বিনয়ের হৃদয় কাটিয়া গেল। নয়ন কোণে এক ফোঁটা অশ্রুবিন্দু দেখা দিল; কি করিবে? পিতার আদেশ ভিন্ন সে কিছু করিতে পারে না।

কৃষ্ণন পুনরায় তাহার পুত্রের বিবাহ বাগিড়েই দিলেন। একবর্ষ গত হইয়াছে। নতুন বধু বৃদ্ধা বাতড়ীর সহিত ছই একবার

বেশ বচসা করিয়া প্রহার করিয়া পিড়পুড়ে চলিয়াও গিয়াছিল। বিনয়ের মাতা নতুন বধুর ব্যবহারে মর্ম্মাহত; গৃহস্থের কাহারও মনে সুখ নাই; অহরহ কলহ ঝগড়ার কাক পর্যন্ত তাহাদের গৃহে বসিতে পার না।

বিনয় মনের কষ্টে দিন দিন কল্যাণে পরিণত হইতেছে। কস্তা বাবুও মনের হুঃখে এখন ঘরে খুব কর্ম আসেন। একদিন বিনয় রাত্রি ১১টার সময় ছাদের উপর পদচারণা করিতেছে। পিতা মাতা এইমাত্র আগার করিয়া শয়নকক্ষে আসিয়াছেন। বিনয়ের স্ত্রী সরযু এখনও ঘর দ্বার পরিষ্কার করিতেছে। রাত্রিটা বেশ মনোরম। আকাশে নবমীর চাঁদ উজ্জ্বল। বিনয় আপন মনে কত কথা ভাবিতেছে। হঠাৎ তাহার নবীর কথা মনে হইল; চক্ষে জল আসিল, ভাবিল ননীও সরযুতে কত প্রভেদ। বিনয় মনে মনে সরযুকে স্নেহ করে।

( আগামীবারে সমাপ্য )

### "Businessman"

#### Poor Charitable Dispensary.

বিজ্ঞানসম্মান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্ষর দস্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।  
পরহুঃ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও মফঃস্বলের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। আরোপ্য হইয়া বাহা সাধারণ হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অবীম জীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

"কাজের লোক" সম্পাদক।

২৫১২ এ মেছুরাবাজার ষ্ট্রিট, কলিকাতা  
জলিত প্রেসে, জীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্ষর  
দস্তের পেন হইতে প্রকাশিত।

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ ডাকমাঙ্কল পাঠান।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ ।

New Series.

নব পর্য্যায় ।

Vol. X.

৯ম সংখ্যা ।

SEPTEMBER 1916.

সেপ্টেম্বর ১৯১৬ ।

No. 9.

"Activity breeds ambition energy, progress, power and inactivity breeds idleness, laziness and sloth" নিষ্কর্মা বসিয়া থাকিও না, কর্ম উচ্চ আশা, উদ্যমশীলতা, উন্নতি, ক্ষমতা প্রভৃতি প্রকৃত মানব-সুখিবার উপাদান সমূহের জন্মদাতা, অকর্মা অলস, অড়তরত হইয়া মানব জীবনের সার্থকতা নষ্ট করিয়া ফেলে।

পাশ্চাত্য কর্মবীরগণ বলেন, "Keep going—doing something is better than doing nothing." অসাক্ষ অড়তরতের ভাবি বসিয়া থাকিও না, কিছু না করিয়া অপেক্ষা কিছু করা অর্থাৎ কে কোন একটা কর্মসম্মত কার্যে লিপ্ত থাকি। ঘটকালেই অলস রাখিলে যেমন তাহা চিরজরে

নষ্ট হইয়া যায়, নাহয় অকর্মা হইয়া বসিয়া বসিয়া জীবন কাটাইলে জীবন অকর্মণ্য হয়।

আম অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিও না, তোমার দেশ, তোমার অবস্থা পোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, বসিয়া থাকিবার তোমার অধিকার নাই। কর্মই মানবজীবনকে উন্নত করিবার একমাত্র উপায়।

ছিছি, কেমন করিয়া নিশ্চিত হইয়া অহরহ বিলাস বিভ্রমে মজিয়া সারাদিন কাটাও, সমগ্র জগত কর্মে ব্যস্ত, আর তুমি নগণ্য বীন, কেমন করিয়া আপনায় এবং দেশের সম্বন্ধে তুমি তত্ত্ব আন্দোলন প্রমোদে অর্থ এবং সময়ের অপব্যয় করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারি বলিতে পারি না। সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে এমন কোন কর্মসম্মত কার্যই তুমি কর না,

বাহার অন্য তুমি আত্মপ্রসাদের মধুর আশ্বাসিন ভোগ করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পার।

"Keep going" কিছু কর, জগত তোমার নিকট কিছু কাজ চায়, তত্ত্ব জয়গা জোড়া করিয়া আত্মপ্রসাদে মজিয়া থাকিও অমার্জনীর অপরাধ।

Confidence is the basis of Business.

বিশ্বাসই ব্যবসায়ের ভিত্তি ।

পাশ্চাত্য অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ বলেন—The whole business world rests on a foundation of confidence, when confidence is gone, the business

পত্রের ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

is good. অর্থাৎ বিশ্বাস। অগতঃ ব্যবসায়  
অধিকাংশ কেবল বিশ্বাসের ভিত্তির উপর স্থাপিত  
যখন এই বিশ্বাসের মূলে দুর্ভাগ্যবশত হ্রাস পড়িল  
ব্যবসায়ও নষ্ট হয়। যদি প্রকৃতই কেহ স্থায়ী  
ব্যবসায় বাণিজ্য করিতে চায়, তাহা হইলে  
তাহাকে জনসাধারণের অক্ষর বিশ্বাস অর্জন  
করিতে হইবে, নচেৎ সে ব্যবসায় বাণিজ্য  
স্থায়ী হইবে না। এদেশের প্রায় অধিকাংশ  
ব্যবসায়ী এই বিশ্বাস অর্জনের প্রয়াসী নহেন,  
যেহেতু এই হউক, যিনিগত পালঙ্কয়ের মত কার্য  
করিয়া কিঞ্চিৎ উপার্জন করাকেই ব্যবসায়ের  
মূল নীতি বলিয়া ধরিয়া লইয়া ভবিষ্যতের  
উন্নতি অবনতি, স্থায়ীত্ব অস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে অসঙ্গত  
দৃষ্টি করেন না, এই স্থানে গলদ। এইজন্য  
এদেশের অতি অল্প ব্যবসায়ীই স্থায়ীত্ব লাভ  
করে। ভ্রাস্কর্য্যকৃত লভ্য লইয়া বণ্টনস্তব মূলভে  
ক্ষেতাকে যে বিক্রয় করাই আধুনিক ব্যব-  
সায়ের মুখ্য যুক্তি, এদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যব-  
সায়ী তাহা বুঝেন না, এই জন্যই অরিলম্বেই  
বিশ্বাস হারাইয়া বসেন এবং কারবার নষ্ট হইয়া  
গণেশ উলটাইয়া পলাইয়া যান। স্থায়ী নাম  
বা স্থায়ী কাজ কারবারের অর্থ যেন তাঁহাদের  
আস্থাই নাই। এইজন্য এদেশের ক্ষেত্র  
দোকানদারদিগকে বিশ্বাস করিতে পারে না।  
যত দিন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়বলী না হইবে,  
যতদিন তাহার গলা কাটা অভ্যাস না ঘুচিবে,  
যতদিন ব্যবসায়ের উন্নতি হইতেই পারে না।  
একজন ক্ষেত্রার সফলতার দ্বারা বণ্টনস্তব মূল্যে  
আস্থা স্থাপন করা সম্ভব হইতে পারিলে তাহার  
সহিত ক্রয় বিক্রয় লক্ষ্যশীল চলিয়া যায়, তাহাই  
নহে, তাহার সহিত দোকানদারের বহু মূল্য-  
বান নাম ও বশ চলিয়া যায়। সেই অসম্ভব  
সম্ভব যুক্তি ক্ষেত্রার শত শত লোকের নিকট সারা  
জীবন সেই ব্যবসায়ীর অপবন ঘোষণা করিয়া  
খোঁড়, তখন তাহারি বিষয় কলসরূপ ধ্বংস  
অনিবার্য হইয়াই পড়ে। একবার confi-

dence অর্থাৎ বিশ্বাস হারাইলে আর তাহা  
শাওরাই যায় না। আমাদের দেশের নিকিত  
স্থাপিত বিশ্বাস ভাঙিয়া পড়িলে বিশ্বাস স্থাপন  
করিতে পারে না। অনেকে বরং সাধেবের  
দোকানে দিগন্ত মূল্য ক্রয় করিয়া লান-  
নিত হয়, তথাপি দেশীয় ব্যবসায়ীর কাজ দিয়া  
পারক পক্ষে অগ্রসর হইতে চায় না। ব্যব-  
সায়ের সমস্ত যুক্তি ব্যক্তির পক্ষে বিশ্বাসই  
মূলধন হইয়া দাঁড়ায়। ইহাই ব্যবসায়  
বাণিজ্য উন্নতির প্রাথমিক শিক্ষা। এই  
বিশ্বাসের উপর অনাস্থাবান হইয়া কাজ করিয়া  
লোকে হুইবার প্রতারণিত হইয়া বড় বিশেষ  
কতিগ্রস্ত মনে করে না, কিন্তু ব্যবসায়ীর অতি  
মূল্যবান বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার আত্মবিশ্বাস হ্রাস  
মনোকষ্ট ভোগের অক্ষর ভিত্তি স্থাপিত হইয়া  
যায়। ইহা নিশ্চয়ই তরানক কথা। কিন্তু  
এদেশের বহু ব্যবসায়ীই ইহা বুঝেন না।  
পূর্বেই বলিয়াছি, গলদ এইস্থানে। ব্যবসায়ীর  
নিখুঁত নীতিজ্ঞান থাকা উচিত একথা বিস্মৃত  
হইলে ব্যবসায় রক্ষা হইতে পারে না। বহু  
বার এই কথা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু  
শোনে কে? লোক ঠকানই এদেশের  
ব্যবসায়ীর ব্যবসায়নীতির মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।  
এ গলদ সংশোধিত হওয়া আবশ্যক।

### দেশীয় রাজ্যে কল-কারখানা।

মহিশূর ও বরোদা রাজদরবার। তাঁহাদের  
রাজ্যে কলকারখানা স্থাপন করিয়া শিল্পের  
উন্নতির জন্য যথোচিত চেষ্টা করিতেছেন, ইহা  
সময়ের শুভ লক্ষণ। আমাদের গবর্ণমেণ্টও  
শিল্পোন্নতির জন্য কমিশন বসাইয়া অভিজ্ঞ  
দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া এবং যৌথিক উৎসাহ  
প্রদান করিয়া সাধারণতঃ তাঁহাদের কর্তব্য-  
পালন করিতেছেন। মহিশূর ও বরোদা  
রাজ্য কেবল তাহাই করিতেছেন না, যে

হুইলে বরোদা লাহোয়া এইরূপ করা আবশ্যক,  
তাঁহারা তাহাই প্রদান করিয়া নষ্টশিল্প উদ্ধা-  
র করিতেছেন।

### বরোদা রাজ্যে চর্কির কল।

বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত বলিমারা নামক  
স্থানে মিঃ সর্দারসহি নামক এক ব্যক্তি বহু  
দিন পূর্বে একটা চর্কিবাতির কল স্থাপন  
করিয়াছিলেন। কিন্তু আবশ্যকীয় মূলধনের  
অভাবে কলটি কয়েক বৎসর কোনও কার্য  
করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। তিন বৎসর  
পূর্বে বরোদা রাজদরবার এই সকল বিষয়  
অবগত হইয়া সরকারী ব্যক্তি হইতে প্রয়োজন-  
মত ঐ কলের জন্য অর্থ প্রদানের বন্দোবস্ত  
করেন। এই সুযোগপ্রাপ্ত হইয়া কলটি পুন-  
র্বার সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কলে এখন  
প্রতিদিন দুই হাজার পাউন্ড মহলা তৈল দ্বারা  
বাতি প্রস্তুত হইতেছে। যে বাতি প্রস্তুত  
হইতেছে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিক্রয় হইয়া যাই-  
তেছে। কলে সহজে সাবান প্রস্তুতেরও  
আয়োজন হইতেছে।

### জাপানের কথা।

“যুদ্ধের সুযোগে জাপান বেশ  
দুই পরমা রোজগার করিয়া লইল”—  
একথা আবার বুদ্ধ-বর্ণিতা সকলের মুখে  
ভনিত পাই। কেমনা সকলেই দেখিতেছি,  
আমাদের নিক্ত ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির জন্ম-সম্ভার  
জাপান দেশ হইতেই আমদানি হইতেছে।  
মোজা, গেলি, বেশলাই, সাবান, স্নান, পেটরা,  
কাপড়, অলঙ্কার, খেলনা, কত নান্য করিব,  
সমস্তই আসিতেছে, কেবল আসিতেছে না  
হয়। এই যে জাপানের বিখ্যাতী মুখা, ইহা

পুরাতন কাজের লোক! সেব হইতে চলিল, তৎপন্ন লউন।

কিছু অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মিটিবে? আবার পত্রিকার রাজনৈতিক ব্যাপার আলোচিত হইবার উপযুক্ত না হইলেও এসবকে দুই একটি কথা ইহাতে আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বাণিজ্য-জগতে দুই প্রেয়স লোক দেখিতে পাওয়া যায়, একজন ক্রেতা ও অপর জন বিক্রেতা। দুইএরই আধিক্য। কিন্তু ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতা অধিকতর লাভ করে। যখন এরূপে স্বার্থ নষ্ট হওয়া স্বাভাবিক, তখন ক্রেতা কেনে কেন? ক্রেতা কেনে, কেননা সে জানে যে, সেও পরমুহূর্তে অস্বাস্থ্য পণ্য লইয়া বিক্রেতা হইবে এবং বিক্রেতা ক্রেতা হইবে। যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক এইরূপ, তখন তাহাদের উভয়েরই অবস্থার উন্নতি ও পরস্পর পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে। ইউরোপ ও আমেরিকা এইরূপ ক্রেতা ও বিক্রেতা। কিন্তু বর্তমান বাণিজ্য-জগতে কেবল ক্রেতার স্থানে দাঁড়াইয়া আছে—এসিয়া, আর বিক্রেতা ইউরোপ ও আমেরিকা। এই এসিয়ায় বাণিজ্য বিস্তারের জন্যই বর্তমান মহাযুদ্ধ। এই মহাদেশে আবাস-বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এককাল ইউরোপ ও আমেরিকা চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল। এসিয়ায় অতুল্য ধন সম্পদ, প্রাচীনতম জাতি-সমূহের বহুকাল সঞ্চিত পুঙ্খপুন্নি অর্থরাশি বিগত দুই শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপ ও আমেরিকা সৃষ্টিতেছিল। এসিয়া দিন দিন পরিষ্কৃত হইতেছিল। এসিয়া কি কেবল ক্রয়ই করিতেছিল? বিক্রয়ও করিতেছিল। কিন্তু বিক্রয়ের অবস্থা তাহিলে আরও কাতর হইতে হয়। এসিয়া বহু কষ্টে পণ্য ব্যবসায় কাঁচা মাল উপস্থাপন করিয়া অভ্যন্তর মূল্যে তজ্জাত দ্রব্য সস্তার ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে পুনঃ ক্রয় করিতেছিল। এসিয়া বিক্রয় করিয়াও কতিপয় হইতেছিল।

এরূপ সময়ে জাপান একবার মতকাহুলিয়া

চাহিল। সেসময় অবস্থা ভাল করিয়া তৎপরতা বুরিয়া কেনিল। ধীরে ধীরে বহুকাল সঞ্চিত অর্থসম্পদ পরিচালনা করিবার জন্য প্রাথমিক চেষ্টা করিতে লাগিল। নিজেকে জগতের মধ্যে “এক জন” করিবার জন্য প্রচেষ্টা সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। সেই সাধনার কালে জাপান এসিয়াখণ্ডে অধিতীর প্রতাপশালী, অধিতীর রাষ্ট্রনাযক, অধিতীর সক্তিশালী জাতি হইয়া উঠিল। আমেরিকা ও ইউরোপ সত্তরে জাপানের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এমন সময়ে যখন জাপানেরই কল্যাণের জন্য ইউরোপে যুদ্ধ বাধিল। এক্ষণে এসিয়ায় ইউরোপের বাণিজ্য-প্রভাব একবারে প্রায় লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাজেই এই সুযোগে আজ জাপানে এসিয়ায় বাণিজ্য গ্রাস করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে।

বাণিজ্যের এই অত্যন্ত উন্নতি জাপান একদিনে করে নাই, যুদ্ধ বাধিলে করে নাই, শিক্ষায় অমনোযোগী হয় নাই, সুযোগ আসিলে তবে কার্য করিব ইহা ভাবিয়া কার্যে ওদাঁত ও আলস্ত দেখায় নাই। সমস্ত পরিপাটি করিয়া রাখিয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। যেমনই সুযোগ আসিল, অমনই সুখার্ভ সিংহের জায় সম্পদ দিয়া সকলের উপর আপত্তিত হইল।

জাপানের নিকট রূপ যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করিতেছে। ভারতে জাপানের একাধিপত্য হইয়া উঠিয়াছে। চীন গ্রাস করিবার জন্য জাপান ছুটিয়াছে, বুরিয়া গ্রাস করে। কাউন্ট ওকুমা অর্থ সংগ্রহের জন্য চেষ্টায় আছেন। এবড় চীন সাম্রাজ্যের বাণিজ্য গ্রাস করিতে হইলে প্রচুর অর্থের আবশ্যক। ওকুমা লণ্ডনে যখন লন্ডন চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় কোন ফল হয় নাই। এক্ষণে আমেরিকার সম্মিলিত রাষ্ট্রে টাকা সংগ্রহের চেষ্টা চলিতেছে। এখানে সকল হওয়া সম্ভব। যদি না

হয়, তবে যুদ্ধ অবস্থানের পূর্বেই জাপান দ্রব্য-সস্তার লইয়া রূপ সাহায্য করণীয় বাজার উপস্থিত হইবে, এমন কি, কলানীয়া নিকট হইতে অর্থ সাহায্য অসম্ভব হইবে না। যদি জাপান আমেরিকা হইতে রূপ সাহায্য সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই অর্থ সাহায্যে জাপান এমন ভাবে চীনের বাণিজ্য আক্রমণ করিবে যে, তখন আবশ্যক হইলে সাজুরিয়া হইতে যে ভাবে বৈদেশিক বাণিজ্য বিদূরিত হইয়াছিল, সেই ভাবে চীন হইতেও বৈদেশিক বাণিজ্য বিতাড়িত হইবে। এই বাণিজ্য-লব্ধ অর্থে জাপান নৌ-শক্তি ও সৈন্য-শক্তি এত বৃদ্ধি করিতে পারিবে যে, তখন জাপানের দিকে চাহিতেও সমস্ত জগতের হৃৎকম্প হইবে।

জাপান সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। এইবার ভারতের বাণিজ্য দেখা যাউক। ভারত ক্রয় করিয়াই ক্ষান্ত। ভারতের স্বদেশী বাণিজ্যে গবর্ণমেন্ট সেরূপ সাহায্য করিতে পারিবেন না। বোধ হয় পারা সম্ভব নহে, তবে ভারতের কি হইবে? আমার বিশ্বাস, যদি জননায়কগণ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে ভারতে মূলধনের অভাব হয় না। যদি তাহার ইচ্ছা করিতেন, যদি তাহাদের কর্তৃ-ক্ষেত্র কেবলমাত্র কলিকাতা ও প্রধান প্রধান নগরে কেন্দ্রীভূত না করিয়া সর্বত্র প্রসারিত করিতেন, যদি দেশের ব্যবসায়ীগণকে অসভ্য ও মূর্খ বলিয়া ঘৃণা না করিয়া, তাহারাই যথার্থ দেশের পরম বন্ধু, অতএব সর্বদা পুজনীয় বলিয়া তাহারিগণকে গ্রহণ করিতেন, যদি তাহাদের ভুল ভ্রান্তিতে উপদেশ দিতেন, তাহা হইলে হয়ত ভারতের অবস্থা অন্তরূপ হইত। দেশে যে করটি বড় লোক রহিয়াছেন, তাহারিগণকে অহুলি পর্কে গণনা করা বাইতে পারে। ব্যবসা বল, শিক্ষা বল, কোন নৃহন কার্য বল, সভা বল, সমিতি বল, সর্বত্রই

পুঙ্খপুন্নি “কাজের লোক” গণ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



এই বিদ্যালয় মহারাজা বাহাদুরের  
কলিকাতার ৮ই জুন তারিখে খোলা  
হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে মাট্রিকুলেশন  
পরীক্ষা পর্যন্ত পড়ান হইবে কিন্তু ভৎসনে ছাত্র-

Of these, however, about 90 per cent. can not come unless they have scholarships. The Maharajah is providing 10, but many more are wanted. The special features are manual training and education combined, opportunities

**If you care to review any por-**

পুরাতন "কাঁজের লোকের" সৃষ্টাংশের অন্য ১০ ডাকমাডল পাঠান।



tions of our pamphlet I would draw your attention specially to those marked.

I remain

Your faithfully,

J. W. PETAVEL.

হানাতাববশতঃ এবারে এসম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিবার সুবিধা পাইলাম না, আমরা আগামী বারে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিব।

কাঃ সঃ

## গবর্ণমেন্ট কৃষিবিভাগের গবেষণা।

—:—

আমাদের সদায় গবর্ণমেন্ট একটি কৃষি বিভাগ রাখিয়াছেন, তাহাতে চাষের গবেষণা হয়। মধ্যে মধ্যে সেই গবেষণার ফলে ২১১৮৮৮ কর্ক কাগজ আমরা পাইরা থাকি। সম্প্রতি আমগাছের পোকা সম্বন্ধে একটা গবেষণা পত্র পাইরাছি। তাহার মর্ম এই যে, আম গাছের বিশেষতঃ কলমের আমগাছে এক প্রকার কীট জন্মে, তাহারা কচি ডালের মধ্যে ছিদ্র করিয়া কোঁপরা করিয়া গাছ মট করে। তাহারা দেখিতে চাউলের পোকায় মত, সাদা ডিম পাড়ে।

মারিবার উপায়—খুব ঘন ঘন গাছ দেখিতে হয় এবং টীপে বা বাতাস করিয়া হটক, মারিরা ফেলিতে হয় বা যে ডালে এইরূপ পোকা হইয়া উঠিলে ডাল কোঁপরা করিতেছে, দেখিলেই ডাল কাটিয়া দিলেই জাতাজ চুকিয়া যায়। ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে এবং অন্তর্ভুক্ত হানেও নাকি এইরূপ পোকা দেখা যায়। বাস্তবিক ইহা আবহাওয়ার গবেষণা সম্বন্ধে

নাই। বেঙ্গল গাছে এইরূপ পোকা হইলে সামান্য কৃষক রক্ষণগণও এ গবেষণা জ্ঞাত আছে। কৃষি বিভাগের এই সকল গবেষণা ইংরাজীতে না হইয়া বাংলায় ছাপাইয়া দিলে তবু উপকার হয়। নিয়ে ১৯১৬ সালের ২য় গবেষণার ইংরাজীটুকু প্রকাশিত হইল।

### Agricultural Department, Bengal.

Leaflet No. 2 of 1916.

*The Mango Shoot borer (Alcidest frenatus, Fat.)*

It is a serious pest of mango trees, especially grafted ones, as the grub damages the young shoots by tunnelling through them. It has been observed doing great damage every year (March to December) to the mango trees in the Botanical Garden of the Dacca Farm. The pest has also been observed elsewhere.

**Life History**—The female weevil which resembles the Rice weevil, but is much bigger (about  $\frac{3}{4}$  long) first bores through the young shoot with its beak and then lays an oval-shaped, yellowish white egg inside, generally one in a shoot. The egg hatches into a young white legless grub which tunnels downwards and thus destroys the shoot. When full grown, it pupates inside the tunnel and then the weevil emerges. The egg hatches into a young

white legless grub which tunnels downwards and thus destroys the shoot. When full grown, it pupates inside the tunnel and then the weevil emerges. The weevils are very commonly to be seen on the young shoots, either coupling or laying eggs, and so also the eggs or grubs are to be seen inside the affected shoots.

**Remedies**—As it is a borer it cannot be checked by the external application of insecticide, but the following method will keep the pest in great check.

As soon as new shoots are formed, they should be examined every now and then and the weevils, if found, should be destroyed. Then as far as possible, the affected shoots white eggs or grubs are to be destroyed. If this is done, properly from the beginning the amount of damage may be greatly minimised.

P. C. Sen,

Entomological Collector.

## মহাজন-বাক্য।

—:—

(পূর্বপ্রকাশিতের পর।)

৭৮। বার্ষিক কাঁচের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, মিট বাক্য ও মঙ্গলজনক কার্য দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিবে।

৭৯। অন্তরঃপ্রাণ কীৰ্ত্তন করিবে এবং সকলেরই নিকট আত্মীয়তা প্রদর্শন করিবে।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্যই দিতে হইবে।

৮০। প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য ধর্মোপদেশ  
বিনে, প্রকৃতির কার্য করিবে, তাহাতে  
প্রয়োজন হয়।

৮১। ধর্ম, অর্থ, কাহ্ন ও সন্তোষ  
প্রধান। অনাগত ক্রিতে উহার অঙ্গীকরণ  
করা কর্তব্য।

৮২। নয়ন রূপের পক্ষপাতি। যৌবনে  
রূপের পূর্ণ বিকাশ হয়।

৮৩। সকল সময় দুঃখের সংঘাত  
রাখিবে।

৮৪। পাপ বুদ্ধি দ্বী অন্তরালে দর্শন  
আলসা চরিতার্থ করে।

৮৫। কল্যাণ, বধু প্রভৃতির চরিত্র ততো-  
চিত্ত রাখিতে হইলে নিজে নিজে সতর্ক হওয়া  
আবশ্যিক।

৮৬। অবগুণ্ঠন প্রথা ত্রীলোকের পক্ষে  
সম্পূর্ণ উপযোগী।

৮৭। বিবাহ একটি পরিজ বস্তু।

৮৮। স্বাস্থ্য সকল ক্ষমের মূল ও সত্যই  
সকল ধর্মের মূল।

৮৯। সাধী সারীর বাসগৃহই পবিত্র  
তীর্থ।

৯০। ক্রোধ মানব-মনের বিকার  
বিশেষ।

৯১। ক্ষমা দেবপ্রকৃতির লক্ষণ।

৯২। কলহ অত্যন্ত অশান্তিকর পদার্থ।

৯৩। দ্ব্যর্থকাল হইতে তত্ত্ব শিক্ষা  
করিবে।

৯৪। মনকে কাশলা রঞ্জিত করিয়া  
সংগে ধাবিত করিলে বিয়ের আশঙ্কা  
হয় না।

৯৫। মারী অস্তিত্বের ভিত্তি রূপ।

ক্রীন্দলানুযোপাধ্যায়

সম্পাদিত।

## সিমলা বাত্মীয় পত্র।

—১৩—

আত্মকাহিনী।

আমি দৈবচক্রে পড়িয়া মাসা হানে কিছু  
দিন পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে বাধ্য হইয়া  
ছিলাম। আমি কোন উদাসীন বা ভগবৎ-  
ভক্ত নহি পূর্ণ সাংসারিক; কিন্তু মানব জীবনের  
অভিনয়ে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটয়া পড়ে,  
যাহাতে মানুষ সংসার অপেক্ষা সুদূর জনমানব-  
পরিপূর্ণ নিকল্লরকেও শান্তির আলয়  
ভাবিয়া উদাসীন পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য  
হয়। তাহাও সংসার রঙ্গভূমির একটা অভি-  
নয়, আমি না, কাহার অলঙ্কিত ইন্দ্রিতে আমি  
কিছুদিন এই অভিনয় দেখাইবার বাসনায়  
অবতীর্ণ হইয়াছিলাম। আমার ভ্রমণবৃত্তান্ত  
পাঠকগণের গোচ্যার্থে আনয়ন করিবার পূর্বে  
আমার ক্ষুদ্র জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত  
কাহিনী বর্ণন করিব।

আমি একজন দীন ব্রাহ্মণ সন্তান, আমার  
পিতা বড়ই দরিদ্র ছিলেন। আমরা চারি  
সহোদর ছিলাম, তন্মধ্যে আমি ছিলাম মধ্যম।  
লেখা পড়ার আমার তেমন আগ্রহ ছিল না  
বলিয়া আমার পিতা আমাকে সুত্রাক্ষণের  
কার্যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কেমনা আমার  
পিতৃদেব এই সুত্রাক্ষণ কার্যে একজন সুদক্ষ  
লোক ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট শিক্ষা  
করিয়া এই কার্যে দক্ষতা লাভ করিয়া-  
ছিলাম। কিন্তু আমি স্বাধীন ব্যবসায়ের  
পক্ষপাতি ছিলাম, নিজে কিছু করিয়া স্বাধীন  
হইয়া থাকিব, ইহা আমার আত্মজীবনের বাধ।  
ছয় মাস ছাপাখানার কার্য করিবার পর  
আমার কর্তৃপক্ষের আমাকে একটা ১০/-  
টাকা বেতনের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।  
আমি সেই মূল টাকায় মধ্য হইতেই মৎস্যিক  
বৈচায়া আমায় চিরকালিকত কোন ব্যব-  
সায় করিবার সত্তা অন্বেষণ চিন্তা করিতে

ছিলাম। এই সময় আমার পিতৃদেব আমা-  
দ্বিগকে অকুল সংসারস্রোতে কেঁদিয়া ইহ-  
জীবন পরিত্যাগ করিলেন। পুত্রের বিনিময়ে,  
আমাদের সংসার বহুল ছিল না, আমরা যে  
কেমন করিয়া সংসার চালাইব, তাহা ভাবিয়া  
হির ক্রিতে পারিলাম না। একটা বিপদের  
কথা বলিতে তুলিয়া গিয়াছি। আমার  
পিতৃদেব আমাকে বড় ভাল বাসিতেন, তিনি  
অন্য বরসেই আমার বিবাহ দিয়াছিলেন।  
স্বর্গীয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের  
কল্পায় সহিত আমার বিবাহ হইয়াছিল।  
পিতার স্বর্গারোহণের পর অতি বৎসামাত্র  
আগে যে কেমন করিয়া সংসার চলিবে, ইহার  
কোন উপায় উপায়ই হির করিতে পারি-  
লাম না।

ছাপাখানার কাজ করিতেছিলাম, কিন্তু আমি  
একটা কলব হির করিলাম। আমার মনে  
হইল হে, আমার মূলধন নাই, কিন্তু আমি যদি  
কলিকাতার দোকানদারদের জিনিস লইয়া  
বিজ্ঞাপন দিয়া মফঃস্বলে সরবরাহের কার্য  
করি, তাহা হইলে কি কিছু কাজ করিতে পারি  
না। "There is will there is way"  
যেখানে ঐকান্তিক বাসনা, সেখানে সিদ্ধি-  
লাভের পন্থা অবশ্যই পাইব। এই প্রবাদ বাক্যে  
দৃঢ় আস্থা স্থাপন করিয়া আমি ৫০০ শত পোষ্ট  
কার্ড ছাপাইয়া তাহাতে আমি, বড়ি, সাবান,  
এসেল, পুতক প্রভৃতির বিজ্ঞাপন দিয়া ডাই-  
রেক্টরী দেখিয়া মফঃস্বলে ছাড়িয়া দিলাম।  
আমার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া মাত্র  
দশটা টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম, তাহাতে  
সোষ্টকাড প্রভৃতি ছাপাইয়া পাঠাইতেই প্রায়  
নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। আশ্চর্য মফঃস্বল  
হইতে অর্ডার পাইলাম, কিন্তু উপায় ৭ কেমন  
করিয়া এ সকল দ্রব্য সরবরাহ করিব? আমি  
মূলধনশূন্য ব্যবসায়ী। আমি সেই অর্ডারগুলি  
লইয়া দোকানদারদিগকে দিয়া আসিলাম এবং

ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার আর কইব না, এখন মূলধন নিতে হইবে।

বলিলাম, টাকা আসিলে আমাদের আশঙ্কা আমাদের কিছু কমিশন দিবেন। তাঁহারী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু টাকা না আসিলে কিছু পাইব না এই দৃষ্ট রহিল। প্রথম মাসেই এইরূপে আমি প্রায় ৪০ টাকা কমিশন পাইলাম।

এইবার আমি দ্বিতীয় উৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। এটিকে ছাপাখানার স্বাধিকারীণ আমার কার্য তৎপরতা এবং পারদর্শিতা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন এবং আমার ছাপাখানার অধিক (ম্যানেজারের) পদে নিযুক্ত করিলেন এক্ষণে আমি ৩০ টাকা বেতন পাইতে লাগিলাম।

পিতার মৃত্যুর অন্নদিন পরেই যেমন অধিকাংশ ঘরে অধুনা হইতেছে, সেইরূপ আমাদের সংসারেও জাত্ববিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং তৃতীয় ভ্রাতা আমাকে এবং আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কেলিয়া অত্র ভাড়া লইয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, ভগবানের অহুগ্রহে আমি এখন কিছু কিছু উপার্জন করিতে ছিলাম। কোনরূপে কার্যরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলাম। আমার সংসারে বাইতে উপস্থিত ৫টা, আমি, আমার মাতাঠাকুরাণী, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, আমার স্ত্রী, আর আমার এক বৎসরের একটা কন্যা। আমি বিলাসী ছিলাম না। প্রাতে ৬টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত আমি কঠোর পরিশ্রম করিতাম। আমার আকিসের কার্য সমাপন করিয়া আমি রাত্রি ১১টা পর্যন্ত নিজের কার্যে মনোনিবেশ করিয়া আমার sideline-টার উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিতাম, "Success treads on the every right effort" প্রত্যেক বথার্থ চেষ্টার সাহস কৃতকার্য হইয়া থাকে, একথা আমার জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। ক্ষুদ্র আমি, বহু সঙ্গতিহীন প্রায় মাসিক দুই টাকার লাভ করিতে লাগিলাম। এখন আমার

বয়স ৪২ বৎসর, কিন্তু এই বছরে আমি এইরূপ উপার্জন করিতেছিলাম, তখন আমার বয়স বিংশতি বৎসরের অধিক হইবে না, আমি বর্তমান "কাজের লোক" নামক পত্রিকার বিনি এখন সম্পাদক, তাঁহার বিশেষ বেতনভাজন ছিলাম, তিনি তখন আমাকে বর্ষেই উৎসাহিত করিতেন, আজ তাঁহারই অহুগ্রহে আমি আমার ক্ষুদ্র জীবনের কাহিনী বর্ণন করিতে বাধ্য হইয়াছি এবং তাঁহারই অহুগ্রহে আমার জ্ঞান নিঃস্ব কেমন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইতে মূলধন সংগ্রহ করিয়া সং উপায়ে নিজের বসংবাটী এবং বৎকিঞ্চিৎ টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে পারিয়াছিলাম, বর্ণন করিতেছি এই সত্য বৃত্তান্ত পাঠে আধুনিক বিলাসপরায়ণ বহু যুবকের চক্কুরিয়া দিত হইতে পারে। এইজন্যই এই আত্মকাহিনীর অবতারণা, এজন্য আমি ক্ষমাই। যাহা, সংসারে আমার যখন এইরূপে স্বচ্ছলতা উপস্থিত হইতেছে, সেই সময় আমার স্নেহময়ী জননী ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন, আমার এ শোকের সীমা নাই, স্ত্রী এখনও বালিকা মধ্যে গণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোনরূপে শোক স্তম্ভ হৃদয়কে আশস্ত করিয়া আমি পুনরায় কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। এখনও আমার বাসস্থান নাই, পরগৃহে সামান্য ভাড়ার মাত্র দুইটি ক্ষুদ্র কক্ষ এতগুলি লোক বাস করিতেছিলাম। সেইজন্য কোনরূপে একটু বসংবাটী করা আমার লক্ষ্য ছিল, প্রাপ্যপণে সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছিলাম। বণাসাধ্য মিতব্যয়ী হইয়া সংসার চালাইয়া আসিতেছি, এমন সময় আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাটী যে আমাকে কার্যে কিছু কিছু সাহায্য করিত, সেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিল। শোকের উল্লস শোকে জর্জরিত হইয়া পড়িলাম, হৃদয় অস্থির গেল, একটা বালিকা বধু আর আমি, বড়ই শকটে পড়িলাম, যখন

করিলাম, এ সময়ে সুখিনা আমার ঘর। আর কিছু হইল না। উভয়েই হইলেও এই সংসার সমুদ্রে ইচ্ছাপূর্ণ তরঙ্গের মত প্রকির্বাতে আর কতক্ষণ লক্ষ্যস্থির রাখিব। সেইমত নিমিত্ত অরহাৎ রথ দেখিবার, এক ঐশ্বরিক-বসনধারী লক্ষ্যপূর্ণ যে আমাকে বলিতেছেন—“বৎস, এ সংসার প্রমোদ কাননের মত শান্তি নিকেতন নয়, কর্মই মানব জীবনের সর্বস্ব, কর্ম পরিচাল্য করিলেই মানবের মুক্তা; লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলেই সমস্ত ব্যর্থ” আমার চক্ষু তানিয়া গেল, আমি বেথিলাম, তেমন কেহ নাই, আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, আমার পার্শ্বে আমার ক্ষুদ্র সহধর্মিণীটী তাহার ক্ষুদ্র পিতৃ কন্যাকে লইয়া শায়িতা। স্বপ্ন হোক, কিন্তু রুগিলাম, মাহুঘের সর্বনাশ হউক কিন্তু মাহুঘের লক্ষ্য এবং উৎসাহ জ্বল হইলেই প্রকৃতই সর্বনাশ হয়। আমি ভাবিলাম, আমিও ত অমর নহি, রূপ-ক্ষেত্রে মৃত্যুর সম্মুখে বহু পাতিরা লোকে ঝড়ায়ী যুক্ত করিতে পারে, আর আমি এই শোক দুঃখময় সংসারের নিত্য ঘটনার এত কাতর হইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইব? আমার আমি, রহস্যকে অবতীর্ণ হইলাম। আমি আমার সামান্য মূলধন ঘারা নিঃস্ব গ্রাহকারগণের প্রোদ্যবলী জয় করিয়া প্রচুর বিজ্ঞাপন দিয়া বিজয় করিতে লাগিলাম। আমি এক লাভের আশা স্বপ্নেও কখন ভাবি নাই, আমি এক বৎসরের মধ্যে ২৫০০ টাকা খরচ খরচা ব্যয় লাভ করিয়াছিলাম। অধিকন্তু নিজের একটা ছাপাখানা করিয়াছিলাম এই বৎসরেই আমি কলিকাতার একখানি ক্ষুদ্র ত্রিভুজ বাটী জয় করিয়া নিজের গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। আমি এখনও এই একই কার্য করি, এত বাধাতেও আমার উৎসাহ কিছুমাত্র কমে নাই, ইতিমধ্যে আমার একটা তরানক দ্রষ্টব্য ঘটনা গেল। আমার সহধর্মিণী অকস্মাৎ রিউটিকা রোগে প্রাণ

হাওয়ার বার্ষিক জন্ম মূল্য আর লইয়া না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

ভাগ করিলেন, তবু তাহাই নহে, তাহার পর  
৩টা নিম্ন সন্তানও কালক্রমে পতিত হইল।  
যেমন নদীতে বান আসিয়া অকস্মাৎ প্রমোদ  
উদ্যান ভাসাইয়া লইয়া সেই স্থানে জুবার খবল  
বালুকা কনা দ্বারা মরুভূমি সাজাইয়া রাখিয়া  
যায়, আমার স্নেহের সংসার উদ্যানের সেই দশা  
হইল। আমার সমস্ত উদ্যম, উৎসাহ, একে-  
বারে নিবিয়া পেল, আমি যেমন এ জিজ্ঞাসে  
কোথাও একটু শান্তি পাইব না, এমন মনে  
হইতে লাগিল। আমি ছিন্ন ধ্বংসের শব্দ শ্রবণ  
উদ্যম প্রায় শান্তির ছায়া খুঁজিবার জন্য এক  
মাত্র ৭ম/বর্ষীয় পুত্রটিকে লইয়া বাড়ী  
দূর ছাড়িয়া পর্যটনে বহির্গত হইয়াছিলাম।  
আমি আবার সংসারে কিরিয়া সংসারেই আছি  
এবং কাজকর্মও করিতেছি বটে, অবশ্য উদা-  
সীন হই নাই, কিন্তু আমি আর বিবাহ করি  
নাই, এই ক্ষুদ্র শিশুটির শিকা দীকার জন্য  
বতরু আমায় কর্তব্য ভগবান নির্দেশ করিয়া-  
ছেন, তাহাই আমি করিয়া যাইতেছি, আমি  
যখন নানাবিধ ভ্রমের পর সিমলা যাত্রা  
করিয়াছিলাম, তখন “সিমলা যাত্রীর পত্র”  
বলিয়া ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিবার জন্য “কাজের  
লোক” সম্পাদক অজরোধ করিয়া ছিলেন, কিন্তু  
আমায় তখন হৃদয়ে শান্তির অভাবে তাহার  
আদেশ বা অজরোধ রক্ষা করিতে পারি নাই।  
কথার কথার পাঠকগণকে অনেক হরত অনা-  
বস্তকীর কথার এতক্ষণ রাখিয়া দিয়াছি, উল্লস  
কমা প্রার্থনা করিতেছি। মাহুদ প্রকৃত  
উদ্যোগ দ্বারা বড় লোক না হউক, অন্ততঃ  
আমায় ভ্রম অন্ন বস্ত্রের বে সংস্থান করিতে  
সক্ষম হয়, আমার দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষীভূত  
হইয়াছিল এবং আমার বিশ্বাস, যুবকগণ  
আমায় মত উদ্যোগী হইলে জীবন-সংগ্রামে  
পশ্চাৎপদ হইবেন না। অতঃস্থানান্তর,  
আগামীকালে আমার প্রবাসকাহিনী পাঠক-  
গণকে উপহার দিব।

## Science.

### বৈজ্ঞানিক তথ্য।

—:—

বজ্রাঘাতের সময় হৃৎকের আত্মদান টক  
হইয়া যায় কেন জানেন? যেহেতুক বৈজ্ঞানিক  
ক্রিয়া দ্বারা বাতাসের “ওজোন” নামক এক  
প্রকার পদার্থের সৃষ্টি হয়, ওজোন অক্সিজনের  
ঘনীভূত অবস্থান্তর মাত্র। এই অক্সিজনের  
অস্বাভাবিক পদার্থ, সেইজন্য হৃৎ টক হইয়া উঠে।  
হৃৎকের একটা গুণ এই যে, বায়ু হইতে ইহা  
অস্বাভাবিক পদার্থ শোষণ করিয়া লইতে পারে,  
এইজন্য অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা হৃৎকেই এই  
কল্লাবাহাদ অধিক প্রকটিত হয়। হৃৎ গরম  
করিলে অক্সিজান উড়িয়া যায়, তখন হৃৎকের  
স্বাভাবিক আত্মদান কিরিয়া আইসে।

হৃৎকে আলোড়িত করিলে তাহাতে  
মাখন উঠিয়া পড়ে কেন? যেহেতুক হৃৎকে  
আলোড়িত করিলে ঈষৎ উষ্ণ হইয়া উঠে,  
সেই জন্য হৃৎকের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেল (Cell)  
অর্থাৎ কোষ কাটিয়া যাইয়া তাহা হইতে  
একটা ঘেহ পদার্থ উৎখিত হয়, তাহাই মাখন।

হৃৎ আলোড়িত করিবার সময় তাহাতে  
এক প্রকার নীলাভ বর্ণ পরিলক্ষিত হয়, ইহার  
কারণ—হৃৎকের মধ্যে উদ্ভিজ্জ সারাংশ বিদ্যমান  
থাকে, গাভীপণ ভূগাদি বহু সবুজ উদ্ভিজ্জ  
তরুণ করে, সেইজন্য হৃৎ আলোড়িত হইয়া  
শেল বা সূক্ষ্ম কোণগুলি জালিয়া যায়, তাহাতে  
উদ্ভিজ্জ সমূহের বর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে।  
অস্থবীকণ দ্বারা পরীক্ষা করিলে ইহা স্পষ্ট-  
নির্ভ হইয়া থাকে।

গ্রীষ্মকালে উষ্ণ এবং মন্থন বস্ত্র ব্যবহার  
করিলে কেন উপকার পাওয়া যায় কিম্বা?

বৈজ্ঞানিকগণ, বলিয়াছেন ইহা শরীর রক্ষার  
পক্ষে হিতকর ব্যবস্থা। কারণ, সূর্য্যরশ্মি ঐ  
মন্থন এবং চাকচিক্যশালী বস্ত্র প্রতিক্রিয়া  
হইয়া ইতিমধ্যে আইসে। কাজেই শরীর উষ্ণ  
হয় না, সূক্ষ্ম থাকে। সেইজন্য ইতিমধ্যে করা  
গাভী চাকচিক্যবস্ত্র ব্যবস্থা প্রব। সকলেই  
দেখিয়াছেন, শীতকালে সামান্য আলগা সূত্র  
বস্ত্রেও শীত ভাবে, কিন্তু গরম বস্ত্র বেশ আটকা  
গায়ে দিলেও শীত করে। ইহার কারণ সূত্র  
বস্ত্রের সূত্র সূত্র ছিদ্র, সেইজন্য শরীরের উত্তাপ  
রক্ষা করিতে সক্ষম, কিন্তু পশমী সূতা হিতি  
হাপক, ইহার ছিদ্রগুলি দ্বারা শরীরে শীতল  
বায়ু প্রবেশ করিতে পার, কাজেই গরম বস্ত্র  
গায়ে জড়াইলেও বাহিরের শীতলতা রক্ষা  
করিতে পারে না। সেইজন্য গরম বস্ত্র হাজার  
জড়াইলেও শীত ভাবে না।

চা খাইতে গরম জলের আবশ্যক হয়  
কেন? যে হেতুক চায়ের মধ্যে এক প্রকার  
তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তাহাতেই গরম জল  
ঢালিলেই সেই তৈলবৎ পদার্থ বাহির হইবার  
সুবিধা হয়। কিন্তু সেই চা খাওয়ার পর কেহ  
যদি পুনরায় গরম জল ঢালিয়া পান করে  
তাহা হইলে তাহাতে টানিক অ্যাসিড বহি-  
র্গত হয়, ইহা সংকোচক সেইজন্য সমগ্র শারি-  
রীক যন্ত্রের প্রাণ বন্ধ হইয়া ক্রিয়া বিকার  
জন্মাইয়া শিরঃশীতা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি  
উপসর্গ আনয়ন করে। যাহাদের দ্বারিক  
হ্রস্বলতা, ডিসপেপ্সিয়া, হাঁপানী কাশী প্রভৃতি  
রোগ, তাহাদের চা খাওয়া উচিত নহে।

আপনি “বেকারের উপায়” না পাঠ  
করিয়া থাকেন, শীত জর কখন কখন হইবে  
যাত্রা।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



## বিরাগমন সমস্ত।

—:—:—

(পূর্ব একাশিতের পর)

সরযু বিবাহের পরও উত্তরপাড়ার কোনও যুবকের নিকট পড়িত। যুবক মানে মানে বিনয়ের বাটীতে কাজের অছিলায় আসিত। বিনয় অতি গোপনে যুবকের সহিত সরযুকে ইঙ্গি ঠাটা করিতেও দেখিয়াছিল। এই সকল মনের মধ্যে সাত পাঁচ ভাবিয়া তাহার ককালসার হইয়াছে। হঠাৎ এত মাত্রে যেন খিল খোলার শব্দ হইল। বিনয় অতি সাবধানে নামিয়া আসিল; কিন্তু চতুরা সরযু পদশব্দ পাইয়া ব্যাপারটা সামলাইয়া নিজ কক্ষে আসিয়া শয়ন করিল। শয়ন-গৃহ শূন্য দেখিয়া তাহার মনে একটা সন্দেহ হইল ও হৃদয় ভরে হু হু করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে বিনয় সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া এক পদাঘাতে সরযুকে ভূতলশায়ী করিল, সরযুর কুন্তল হইতে একখানি পত্র পড়িয়া গেল। বিনয় পাঠ করিয়া স্তম্ভিত হইল। ভয়ে সরযুর প্রাণ উড়িয়া গেল। বিনয় বসিয়া পড়িল; বহুকণ পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল—পিতা তোমার অর্থলিপ্সার এই পরি-গাম। এ পাণ গৃহে আর আমার স্থান নাই। বিনয় নিঃশব্দে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গেল।

## অক্টম পরিচ্ছেদ।

—:—:—

পলাশপুরে ননী বাংলায় জননী ননীকে লইয়া বড় বিব্রত। এখন ননীবালা দেখিল যে, তাহার পার্শ্বিক হৃৎ আর বাটবে না, তাহাকে এই হীন অর্থহাতেই দীলপাত করিতে হইবে, তখন সে দেবদর্শনার মন দিল। সে প্রত্যহ সকালে উঠিয়া পূর্ণ চন্দ্র কয়ে এবং দান করিয়া দেব পূজা করে, তাহার পর মাতার

সহিত পূজা করে ও বোন দেহ। মাতা অনেক কষ্টেই মিলিয়া কহেন। ননী একদিন অতি প্রত্যবে প্রবেশন কর দান করিতে গিয়াছিল। দান করিয়া স্বয়ংক্রমে কব-পাঠ করিতে করিতে হঠাৎ একটা লোককে নদীর তীরে শায়িত অবস্থায় দেখিল। কোতুল বশতঃ নিকটে গিয়া বাহা সে দেখিল, তাহাতে তাহার শরীর রোমাকিত হইল। এ যে তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত হৃদয় সর্বস্ব বিনয়। ননী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। অদূরে কৃষকগণ চীৎকার শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখিল, এক যুবক মৃতবৎ পড়িয়া আছে। যুবক হাত দিয়া বুঝিল, এখনও দেহে প্রাণ আছে। ননী কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইল। সকলে মিলিয়া যুবককে ননীনের গৃহে লইয়া গেল। নদীর মাতা আমা-তার এতাদৃশ দুর্ভাগ্য দেখিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার আনাইলেন। ঔষধের ব্যবস্থা হইল। বিনয় ৪৫ দিনের মধ্যে একটু সুস্থ হইল। চক্ষু মেলিয়া বিনয় সবই নুতন দেখিল। পদতলে এক যুগীকে পদসেবা করিতে দেখিয়া আরও চমকিত হইয়া উঠিল। কিছুকণ পরে বিনয় তাহাকে চিনিলা এবং নীরবে এক কোঁটা অশ্রুবর্ষণ করিল। উভয়ের চক্ষে চক্ষে মিলন হইল। কিছুকণ চুপ করিয়া বিনয় বলিল, বিরাগমন সমস্তার পূজণীয় শতর মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করি-লেন, আমি সংসার ত্যাগী হইয়া নিজের দেহ অতল জলে বিসর্জন দিয়াছিলাম এবং আমার অর্থলিপ্সু পিতা মাতা আমার দ্বিতীয় বার পরিণত পাণিসী সরযুকে লইয়া পুড়িয়া মরিতেছেন। সমাজের এই বর পণের কি ভীষণ পরিণাম।

অনেক ছাত্র—গল্পী।

সমাপ্ত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থসূচ্য আর লইব না, এখন পূর্ণসূচ্য দিতে হইবে।

কা: পো—৩৮

## HOME INDUSTRIES.

### গাইড মিল্প।

—:—:—

### Red marking Ink.

কাপড়ে লাল মার্কা দিবার কালী।

Salt of Steel সল্ট অফ স্টীল ১ ড্রাম লইয়া তাহাকে লিখনোপযোগী করিবার জন্য মসিনাতৈল যতটুকু আবশ্যক দিয়া পাথরের খলে মাড়িতে হইবে, তাহার পর ইহাতে vermilion বা লিপ্পুর অর্দ্ধ ড্রাম ওমনে দিয়া পুনরায় মাড়িয়া শিশিতে করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে। লিখিবার সময় কুইল পেন্স বা স্প্রু ডুলি দ্বারা লিখিতে হইবে। ইহা সহজে উঠিবে না।

### Best Macassar Oil.

Sweet oil—	4 oz.
Tinct. Cantharidis	30 Drops.
Oil of Rose	5 "
Oil Bargamot	5 "
Oil Niroli	30 "

প্রথমে কুইট অয়েলটাকে অ্যালকোলেট দিয়া লাল রং করিয়া লইয়া উপরোক্ত বাকী দ্রব্যগুলি মিশাইয়া শিশি পূর্ণ করতঃ মধ্যে মধ্যে শিশি নাড়িয়া দিবে। ৭৮ দিন পরে ব্যবহার যোগ্য হইবে। ইহা কোন এসিড বিলাতি মাকাসার অয়েলের প্রস্তুত এগাণী। ইহা যেমন সৌরতে মনোহর, তদুপে উৎকৃষ্ট মূল্যবান বেশ ভৈল। বেশ পতন, টাক, শিরঃপীড়ার জন্য ইহা চিরাপ্রদে ব্যবহার্য। বিক্রয় করিলে ১ টাকার ২ আঃ শিশি বিক্রয় হয়।



পুরাতন "কমিউনিস্ট লীগ" "সুচীপত্রের" লম্বা ১০ সারি ডাকবাতিগুলি পাঠান।

ছড়ের সহিত রোগ বীজাঙ্ক বাকিয়া যায়। ইহা বারা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কারণ ছড়ের চীন বা বোতল সম্পূর্ণ পরিষ্কার হওয়া সম্ভব নহে। যদি এই কাজের ব্যাগ প্রচলিত হয়, তাহা হইলে ছড়ের চীন বা বোতলের ব্যবহার একেবারে উঠিয়া দাইবার সম্ভাবনা।

## Glycyrrhiza Glabra.

যষ্টিমধু।

ভাষানাম।—আঃ—আললেহুসু; ফাঃ—বেক মাহের; হিঃ ও উঃ—লোলাটি; বাঃ—যষ্টিমধু; ইং—লিকারিস রুট (Liquorice root); মহঃ—যষ্টিমধু; গুঃ—জৈবীমধনোমূল; কর্ণ—যষ্টিমধু তৈঃ—মধুযষ্টিমধু। সং পর্যায়—যষ্টিমধু, যষ্টি, মধুক, ক্রীতক।

পরিচয়।—ইহার গাছ ১১ গজ কিম্বা ২ গজ পরিমিত লম্বা হয়। ইহার শিকড় অত্যন্ত লম্বা হয়; এবং উহা সোজাভাবে নিম্নদিকে বর্জিত হয়। কাঁচা শিকড়ের উপরিভাগ পরিষ্কার, জৈব হরিজাবর্ণ, মেটে রং লালবর্ণের আভাযুক্ত হইয়া থাকে; উহার ভিতর হরিজাবর্ণ ও রসাল। ইহাকে সহজেই কাটা যায়। ইহাতে একপ্রকার গন্ধ আছে। ইহার আত্মদ মিষ্ট ও তীব্র। শিকড় শুক হইলে কখন কখন শিকড়ের উপরিস্থিত খোসাটি উঠিয়া যায় এবং উহা কোঁকড়াইয়া যায়। ঔষধার্থে এই খোসা কেচিয়া দিয়া ব্যবহার করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহা বিবিধা ও বমন উৎপাদক। অত্র একপ্রকার যষ্টিমধু আছে—উহা ভিত্ত হইয়া থাকে। ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় না। বে যষ্টিমধুর মূল সমিষ্ট ও অসম্পূর্ণ, তাহাই উৎকৃষ্ট। ইহার ৩৭ বন বৎসর পর্যন্ত কর্তমান থাকে। ইহার পাতা সবুজ, মূল হরিজাবর্ণ ও জৈব-রস।

প্রকৃতি।—শেষ রাসিলের মত ইহা মোতাদেল অর্থাৎ সমতুল্যমিষ্ট। মতাদেল—ইহা প্রথম শ্রেণীর উষ্ণ ও সিক্ত; প্রথম শ্রেণীর উষ্ণ ও রস। দ্বিতীয় শ্রেণীর উষ্ণ ও প্রথম শ্রেণীর রস।

অপকারিতা।—মূত্রাশয় ও প্রীহার পক্ষে অপকারী।

শৌধন।—মূত্রাশয়ের রোগের অত্র কাত্তিরা; প্রীহা রোগের অত্র ওলেসোর্থ (গোলাপ ফুল)।

ক্রিয়া।—বহুত, মূত্রখালী ও হৃৎ-হৃদের পক্ষে উপকারী।

মাত্রা।—৪ মাষা হইতে ১ তোলা।

আময়িক প্রয়োগ।—গাঢ় বা বিকৃত ধাতুসমূহকে মোতাদেল করে অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করে। মিশ্রিত ধাতুকে শোধিত করে, পিপ্পসা দূর করে, শিরা ও পেশী সবল করে, পাকস্থলীর জ্বালা নিবারণ করে, কঠ ও বক্ষঃস্থল সরল করিয়া স্নেহাকে নির্গত করিয়া দেয়। শরীরের বিকৃত রস দান্ত দ্বারা বাহির করিয়া দেয়। শরীরস্থ দূষিত বায়ুকে বিলীন করে, প্রস্রাব ও মূত্রাস্রাব স্বাভাবিকরূপে খোলসা করে। বক্ষঃস্থলের পীড়া যথা—খাস, কাশ, ইপানী প্রভৃতিতে ইহা বিশেষ উপকারী। ইহা ব্যবহারে কঠব্র পরিকার হয়, প্রস্রাবের জ্বালা নিবারিত হয় এবং প্রীহা, অর্শ ও পুরাতন অরে উপকার পাওয়া যায়। ইহা চক্ষুতে লাগাইলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধি হয় এবং চক্ষুর হরিজাবর্ণ দূর হয়। ইহার কাঁচা পাতার রস ব্যবহারে বর্ণজনিভ বগলের জ্বক দূর হয়।

আয়ুর্বেদীয় মত।

যষ্টিমধু—শীতল, শুষ্ক, মধুরস, বলাকারক, চক্ষুর হিতকর, বর্ণ প্রসাদক, শুষ্কজনক ও

বরবর্জক। ইহা বায়ু, শিথ, ক্রমহৃষ্ট, অগ্ন, শোথ, বিকলোহ, জ্বর, তৃষ্ণা, প্রাণি ও কব্র রোগনাশক। বাক্সা ১০০ কাল।

দিশর বা আরক-সেপাতা যষ্টিমধুকে চূর্ণ করিয়া ছড়ের সহিত পাক করিয়া আত্ম, বল, অগ্নি, বর্ণ ও ব্রহ্ম বর্জিত হয়। কতকগুলি রোগী কেবল হৃৎপান করিয়া একমাত্র পান্য হৃৎপান সহিত শুষ্কচূর্ণ ও যষ্টিমধুচূর্ণ পান করিলে পুষ্টি-বল ও আরোগ্যলাভ করিলে। জল ও চিনি সহ যষ্টিমধু এবং কটুকীর কক পান করিলে হৃৎপানের উপশম হয়। যষ্টিমধু ও গাভারী কলের কাথ দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল ব্যবহারে বাতরক্ত আরোগ্য হয়। যষ্টিমধু চূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া, সেই স্কন্দচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া, মত হইলে আধকপালে আঁরাম হয়। যষ্টিমধুর চূর্ণ বা কাথ পান করিলে বা লেহন করিলে পাণ্ডুরোগে উপকার পাওয়া যায়। যষ্টিমধু ও খেতচন্দন ছাড়ে পেথন করিয়া ছড়ের সহিত পান করিলে রক্তবমন নিবৃত্ত হয়। যষ্টিমধু ও কিসমিন্দু হৃৎপান পান করিলে হৃৎ-যেগ ধারণ অন্য উদাবর্ত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। যষ্টিমধুচূর্ণ করিয়া কাপড়ে ছাকিয়া সেই স্কন্দচূর্ণ এবং তাহার চতুর্থাংশ মিঠাবিচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সরিষা প্রমাণ এই চূর্ণ নাকের ভিতরে রাখিলে, সর্ক-প্রকার শিরঃরোগ আত্ম প্রশমিত হয়। যষ্টি-মধুকে কুম্ভাকার রসের সহিত পিষিয়া তিন দিন পাক করিয়া সেবন করিলে অপমায় রোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধু ও কিসমিন্দু হৃৎপান হৃৎপাক করিয়া সেই হৃৎপান দিলে পিত্ত-জনিভ কর্ণরোগ প্রশমিত হয়। যষ্টিমধুচূর্ণ মধু সহ লেহন করিলে হিকা নিবারিত হয়। যষ্টিমধু, হুঁ দিগুন, কিশমিন্দু তিলতৈল, দ্রুত ও হৃৎপান প্রলেপ দিলে ইক্ষুপুণ্ড আরোগ্য হইয়া হৃৎপুণ্ড কেশ জন্মে।

একম ছাড়নের কারিক পূর্ণমুখ্যই নিতে হইবে।

## জাতকীরী মত।

লিনিউরিনোবী জাতীর ব্যাক্স প্রিকে-  
টোরিয়স নামক জন্তর মূল কিম্বা মৃত্তিকাজ্য-  
তত্ত্বস্থিত কল। ইহাতে লাইসিয়াইজিন,  
এজেন্টাইট, খেতসার আণবালিক পদার্থ,  
খুনামুল তৈল, কফেট অব লাইম, ম্যাগনেট  
অব লাইম এবং ম্যাগ্নিসিয়া ও কাঠকর থাকে।  
বটিমধুচূর্ণ বটিকা ঔষধে মাথাইবার জন্ত ব্যব-  
হৃত হয়। ইহার পরিবর্তে কুঁচের মূল ব্যব-  
হার করা বাইতে পারে।

ইহা নিষ্কারক। ইহাতে একপ্রকার  
শার্করিক পদার্থ থাকে বলিয়া ইহার আবাদ  
মিষ্ট। ইহা ঝড়ি ও কানিতে উপকারী।  
বিবিধাজনক ঔষধের সঙ্গেও ইহার প্রয়োগ  
করা হয়।

বটিমধুর সার।—বটিমধুর মূলচূর্ণ অর্ধ  
সের, জল পাঁচ পোয়া,—১২ ঘণ্টা ভিজাইয়া  
রাখিয়া পরে ছাকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ  
বটিমধু পুনরায় আর পাঁচ পোয়া জলে ৬  
ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইবে; পরে  
উত্তর জল ২১২ ডিগ্রী পর্যন্ত উত্তপ্ত করিবে।  
অবশেষে ক্রানেল কিয়া পশলী বস্ত্র দ্বারা  
ছাকিয়া লইয়া জলবেদন যন্ত্রের উত্তাপে গাঢ়  
করিয়া লইবে।

মাত্রা।—১০—৩০ রতি বা তদ্রূপ। হৃদ্মা  
কাশি ও বায়ুনলীর উদ্দীপনায় ইহা ব্যবহার্য।

বটিমধুর পাক।—বটিমধু কুট্টিত ১ ছটাক,  
ডেডস ফল অর্ধ ছটাক, জল দশ ছটাক, অর্ধ  
ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইবে। পরে  
উহার সহিত চিনি বা মিষ্টী ৪ ছটাক মিশ্রিত  
করিয়া খন না হওয়া পর্যন্ত পাক করিবে।

মাত্রা।—সিকিটোলা হইতে অর্ধতোলা;  
ইহা শিশুদিগের কানিতে প্রয়োজ্য। অজ্ঞাত  
শ্লেষ্মাশাক ঔষধেব সঙ্গেও ইহা ব্যবহৃত  
হইয়া থাকে।

বটিমধু চিবাইয়া বা চুবিয়া খাইলে ল্যাম-

বার বৃদ্ধি করে, সুতরাং ইহা কর্তৃত্বকারী।  
ইহা ভক্ষণ করিলে ইহাতে শ্লেষ্মা গলার  
উত্তেজনা জন্মায়। প্রদাহজনিত পীড়া, প্রতি-  
শ্রাব, কাশ, বরভেদ, বাস, এবং বাগেজির  
(Larynx) ও শ্বাসনালীর উত্তেজনা জাত  
রোগে উপকারী।

হাকিম—মশিহর রহমান।

## CURIOUS FACTS.

## বিচিত্র প্রসঙ্গ।

—:—

## জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

পৃথিবীতে জন্মিতেছে মিনিটে, ৭০, ঘণ্টায়  
৪২০০, দিনে ১০০,৮০০ ও বর্ষে ৩,৬৭২, ২০০  
জন এবং মরিতেছে মিনিটে ৬৭, ঘণ্টায়  
৪,০২০ দিনে ৯৬,৬৮০ ও বর্ষে ৩৫, ২১৫—  
২০০ জন লোক। সুতরাং মিনিটে ৩,  
ঘণ্টায় ১৮০, দিনে ৪,৩২০ ও বর্ষে ১,৫৭৬,  
৮০০ জন লোক বাড়িয়া যাইতেছে। শতাধিক  
বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীতে  
লোক ছিল, ৬৪০,০০০,০০০, শেষে ১৮২৮  
খ্রীষ্টাব্দে হয় ১,৫০০,০০০,০০০ আর এখন  
হইয়াছে ১,৮০০,০০০,০০০ জন। এই পরি-  
মাণে বর্দ্ধিত হইতে থাকিলে সুদূর ভবিষ্যতে,  
পৃথিবীতে মানবজাতির স্থান-সংকুলান হওয়াই  
দুর্ঘট হইয়া পড়িবে।

## গোলাপ ফুল ও গোলাপী আতর।

অনেকে বলেন,—গোলাপফুল পূর্বে  
এদেশে ছিল না। মুসলমান সম্রাটদিগের দ্বারা  
বসোয়া হইতে ইহা আনীত ও রাজ্যী হুম-  
জাহান কর্তৃক ইহা হইতে আতর প্রস্তুত হয়,  
একথা কতদূর যথার্থ, তাহা নিরূপণ করা  
কঠিন ব্যাপার। তবে গোলাপফুল ও গোলাপী  
আতর যে অতি প্রসূর পদার্থ, নরম মন ও

মাসিকার একান্ত প্রীতিদায়ক, তাহাতে মত-  
বৈধ নাই। এই ফুল রূপে ও গুণে যেমন  
মনোহর, ইহার আতরের মূল্যও সেইরূপ  
অত্যধিক। অনেকে শুনিবে বোধ হয়  
আশ্চর্য হইবেন,—এখনও গাজীপুরে বার  
টাকা বোতলের গোলাপ জল ও লক্ষাংশ টাকা  
ভরীর গোলাপী আতর প্রস্তুত হইয়া থাকে!!  
পূর্বে এখানে হুইলফ গোলাপফুলে একভরী  
মাত্র আতর প্রস্তুত ও তাহা একশত মুদ্রায়  
বিক্রীত হইত!! পৃথিবীর আর কোনও ফুলেই  
এরূপ সুন্দর ও কোনও ফুলের আতরই এরূপ  
বহুমূল্য নহে।

## বংশবৃদ্ধির নিদর্শন।

গত ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী  
তারিখে, এক মহা প্রস্তুতী, “রেসুন শিশু প্রদ-  
র্শনী” হইতে ৫০ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিল।  
কেবল বংশবৃদ্ধির জন্যই এই পুরস্কার। রম-  
ণীর দ্বাদশটি পুত্রকন্তা—ইহাদিগের মধ্যে  
দশটি বিবাহিত ও সন্তানসম্প্রতি সংখ্যার পর-  
ত্রিশটি। একটিমাত্র জীলোক হইতে পুত্র,  
কন্তা ও গোল, দোহিত্র প্রভৃতিতে সপ্ত চত্-  
ত্রিশ সংখ্যক নরনারীর উদ্ভব!! বংশবৃদ্ধির  
অপূর্ব নিদর্শন। মধরমণী কত বর্ষ বয়সে  
যে, এই সকল পুত্রাদির প্রস্তুতী হইয়াছিল,  
তাহা জানা যায় নাই, তবে এই পরিমাণে  
প্রত্যেক নারীর সন্তান জন্মিতে থাকিলে,  
অতি অল্প দিনের মধ্যেই যে মহাজাতির সংখ্যা  
বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে, তাহাতে  
সন্দেহ নাই।

## বহুমূল্য জড়োয়া আসন।

বরোদারাজ সুপ্রসিদ্ধ গাইকবাড় মহো-  
দয়ের একখানি আসন আছে। আসনখানি  
৮ হাত দীর্ঘ এবং নানা আকারের বহুতর  
মণিমুক্তা, নীলকান্ত, পদ্মরাগ প্রভৃতি রত্নের

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

যারা খচিত ও বিবিধ পুষ্প, পত্রাদির দ্বারা সজ্জিত  
রূপে পরিচিতি। নিম্নী-দরবারের শিল্প  
প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে, এই বিচিত্র আসনের কিয়-  
দংশ মাত্র অবলোকন করিয়া দর্শকবৃন্দের  
নয়নমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আসনখানির  
মূল্য এক কোটি বিংশতি লক্ষ মুদ্রা !! এরূপ  
অপূর্ব ও মূল্যবান জড়োয়া আসন ভারতে  
দ্রুত।

## HOMEOPATHY.

### মেট্রিয়ামেডিকা

বা

### ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

—•—

#### একোনাইটম্ নেপেলস্।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অর—প্রদাহ জনিত অর, ও স্থানীয়  
প্রদাহ হয়, প্রবল উত্তাপ, গাত্র শুষ্ক থাকে ও  
জ্বালা করে (অর্জ থাকে—বেলে), কখন  
কখন অরের পূর্বে শীত করে, বা অরের  
সঙ্গেই কম্প হয়; অতিরিক্ত পিপাসা (পিপাসা  
কিন্তু জল খাওয়া বা গিলিতে পারেনা—বেলে,  
অদম্য পিপাসা পরে বমি—ব্রাই; পিপাসার মুখ  
হইতে উদর পর্যন্ত জ্বালা করে—ক্যানো।);  
মুখমণ্ডল ক্ষীত, উত্তপ্ত ও লোহিত বর্ণ হয়  
(মুখমণ্ডল ও চক্ষু ঘোর লাল—বেলে।);  
কিঞ্চিৎ কপোলদ্বয়ে লাল দাগ হয় (এক কপোল  
লাল অপরটা মলিন—ক্যানো।); অথবা  
মুখমণ্ডল একবার লাল ও একবার মলিন  
হয়, বিশেষতঃ উষ্ণতার সময় মলিন হয়।  
অনিদ্রা (নিদ্রা আসে, চমকিয়া নিদ্রা ভঙ্গ হয়  
—বেলে।); অত্যন্ত অস্থির ও এপাশ ওপাশ  
করে, কখন উদ্বিগ্ন হয়, মৃত্যুর আশঙ্কা করে  
বা চীৎকার করে ও গুণ গুণ করিয়া অস্পষ্ট

বাক্য বলে। নাড়ী পূর্ণ এবং কঠিন বা চাপা;  
অত্যন্ত শিরঃস্রাব, মাথা তুলিতে পারে না,  
চাপবোধ বা স্পন্দন হয় (ব্রাই; কপাল দিয়া  
শান্ত্যন্তরীণ পদার্থ বাহির হইয়া পড়িবে মনে  
করে—বেলে; আধকপালি—ক্যানো।);  
উঠিলে শিরোমূর্খন (ব্রাই; অন্ধকার বা অগ্নি-  
ফুল্লি দেখে—ক্যানো); নৈশ প্রলাপ  
(উন্নত প্রলাপ, দোড়িয়া পলায়ন করিতে চায়  
—বেলে; দিবারাত্র প্রলাপ, চক্ষু বুজিলেই  
হয়; নিজের বৈবয়িক কার্যের কথা বলে,  
বাড়ী ঘাইতে চায়—ব্রাই।) অধরোষ্ঠ এবং  
মুখান্তর গুচ্ছ হয় (বেলে; কেবল অধরোষ্ঠ  
গুচ্ছ হয়—ব্রাই।); জিহ্বা পরিষ্কার এবং  
আর্দ্র (লাল ও ফাটা—ক্যানো) তাড়াতাড়ি  
অথচ ইতস্ততঃ করিয়া কথা কহে (ক্রান্ত এবং  
অস্পষ্ট কথা—বেলে; সংক্ষেপে কথা কয়—  
ব্রাই।)। প্রস্রাব গাঢ় লাল বর্ণ (অন্ন ও  
পীতবর্ণ—বেলে; উত্তপ্ত ও জ্বালাজনক—  
ক্যানো।)। বক্ষদেশে যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে  
শ্বাস ক্ষুদ্র ও ক্রান্ত হয়; বক্ষে বা পার্শ্বে হৃদয়বিদ্ধ  
বাধা (ব্রাই।); থুকথুকে কাশি। বুক ধড়-  
ফড় করে। হাতে পায়ে বাধা।

পাকশয়িক বা পৈত্তিক অর, বিশেষতঃ  
রোগের প্রারম্ভে এবং যখন পৈত্তিক লক্ষণ  
প্রবল থাকে—যথা, জিহ্বার পীতবর্ণ আচ্ছাদন  
থাকে (পুরু পীতভাষ বা খেতভাষ আচ্ছাদন—  
বেলে, মার্কি, নম্ম; কটা পীতবর্ণ আচ্ছাদন—  
ব্রাই; পুরু পীতবর্ণ—ইপি, ককু; খেতভাষ  
—পলসে; হৃদয়ের দ্বার খেতবর্ণ—এটি-ক্রু;  
লাল এবং ফাটা বা পীতভাষ—ক্যানো),  
মুখের স্বাদ তিক্ত (ব্রাই, ক্যানো, মার্কি,  
নম্ম, পলসে।), এবং জল ব্যতীত সর্বপ্রকার  
পানীয় ও খাদ্য তিক্ত লাগে (খাদ্য তিক্ত  
লাগে—ইপি, ক্যানো।); অত্যন্ত পিপাসা;  
তিক্ত, হরিতাক্ত বা স্নেহায়ুক্ত জল মুখে উঠে

ও বমি হয়, ক্রমি বমি; উদর পার্শ্ব ক্ষীত ও  
টান বোধ; যকৃৎ প্রদেশে ক্ষতবৎ বাধা,  
বাধা সরিয়া সরিয়া হয় এবং চাপ বোধ হয়।  
মলবদ্ধ থাকে বা মুহুমুহ সামান্য দাউ হয় ও  
কৌৎ দিয়া হয়। লাল এবং অন্ন প্রস্রাব।  
শুক উত্তাপ; নাড়ী পূর্ণ এবং ক্রান্ত, অনিদ্রা ও  
অস্থিরতা। কলহ স্বভাব এবং সহজেই রাগা-  
বিত্ত হয় বা হুঃখ প্রকাশ করে।

সর্দি অর,—উত্তাপে গাত্র দাহ, নাড়ী পূর্ণ  
ও প্রদাহসূচক; শ্বস ভাঙ্গা কর্কশ; আক্রান্ত  
দিকে বাধা, শ্বাস গ্রহণ কালে, কাশিবার সময়  
বা কথা কহিবার সময় বাধা বৃদ্ধি; শুষ্ক থুকথুকে  
কাশি, অনবরত শব্দনালী বা গলনালী মধ্যে  
মুড়মুড় করিয়া কাশির উদ্রেক হয়; শ্বাসরোধ,  
কাশিবার সময় বা শ্বাসগ্রহণ কালে বুকের  
স্থানে স্থানে বাধা; রাত্রি কাশি ও স্বরভঙ্গ  
বৃদ্ধি হয়; নিবাত্তাগে থুকথুকে কাশি হয়,  
কিন্তু হাঁপাইতে হয়; পিপাসা, অনিদ্রা,  
এপাশ ওপাশ করে; মাথা জ্বালা করে, মুখ  
ও চক্ষু লাল হয়; কখন আক্ষেপজনক কাশি  
হয় এবং ভেক্ষণনিবৎ শব্দ হয়, গয়েরের সহিত  
সামান্য খেতভাষ বা রক্তমিশ্রিত স্নেহা নির্গত  
হয়।

বাতজ্বর—সকলসমূহে বাতজনিত প্রদাহ,  
ক্রান্তগামী বাধা বা ছিঁড়িয়া যাওয়ার মত বাধা,  
বসিয়া থাকিলে উপশম হয়, কিন্তু রাত্রি অসহ  
হয়; এই সঙ্গে ক্রোধ হয়, নানারূপ অভিযোগ  
ও তিরস্কার করে। আক্রান্ত স্থানে লোহিত  
বর্ণ ও উজ্জল ক্ষীতি, এবং স্পর্শ ও সঞ্চালন  
একেবারে অসহ্য, সুরাপান বা অল্প উত্তেজক  
দ্রব্য সেবনে যন্ত্রণার বৃদ্ধি বা পুনরাবির্ভাব হয়,  
মানসিক হুস্তিত্বাভেদ হয়। প্রবল অর, শুষ্ক  
উত্তাপ, পিপাসা, কপোলদেশ লোহিতবর্ণ,  
বা মুখমণ্ডল একবার লাল ও একবার মলিন।  
আবাতজনিত অর—যদি তরুণ প্রদাহের

ছাত্রদের বার্ষিক অর্জমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।



চিরু আরম্ভ হয়, এবং বিবম আরে ও সান্নি-  
পাতিক আরে কেহ কেহ ইহার প্রয়োগ  
করিয়া থাকেন।

সবিরাম আর বা ইন্টারমিটেট কিবার :  
ঐক্যিক ; চাতুর্ধিক। সময়ের কিছু স্থিরতা  
নাই, সাধারণতঃ সন্ধ্যাকালে হয়। শুক অথচ  
শীতল বায়ু সেবনে যদি হয় ; যে সময় দিবা-  
ভাগে উত্তাপ ও রাত্রে শীত সেই ঋতুতে ;  
ভজিয়া গেলে (ডল্কা, রস্) ; দেহ অনাবৃত  
করিলে বা বায়ুপ্রবাহে বসিয়া থাকার দরুন  
যদি ঘর্ম বন্ধ হইয়া হয় ; ভয়ের দরুন। শীত  
—পদযুগল হইতে আরম্ভ হইয়া বক্ষঃদেশে যায়

সেই সঙ্গে আত্যন্তিক উত্তাপ এবং মস্তকে  
উষ্ণ জল রহিয়াছে এইরূপ অস্বভূতি। অনাবৃত  
থাকিলে বা কেহ স্পর্শ করিলে শীত বোধ ;  
সামান্য নড়িলে এমন কি গাত্রাচ্ছাদন একটু  
তুলিলে শীত করে বিশেষতঃ উত্তাপাবস্থায়  
(নয়ন)। সন্ধ্যার প্রাকালে হাত পায়ে শীত  
করে ও শীতল হয় ; তাহার পরে বমনোদ্বেগ  
হয়, আহারের পরে থামিয়া যায়, আহারের  
জন্ত বিশেষ আগ্রহও থাকে না, অনিচ্ছাও  
থাকে না, পরে মুখমণ্ডলে উত্তাপ, এবং নৈরাশ্র  
ও দুশ্চিন্তা উপস্থিত হয়। সর্বাঙ্গীন শীত,  
সেই সঙ্গে আত্যন্তিক শুষ্ক উত্তাপ, কপাল ও  
ও কানের অগ্রভাগ উত্তপ্ত ; কপোলযুগল  
লোভিতবর্ণ ও হাত পায়ে ব্যথা ; অথবা গাত্র  
শীতল ও সর্বাঙ্গীন শীত, এক কপোল উত্তপ্ত  
ও লাল এবং অপরটা শীতল ও মলিন  
(ক্যামো, ইপি।) মুখমণ্ডল উত্তপ্ত, হাত পা  
ঠাণ্ডা, স্থিরদৃষ্টি চাহিয়া থাকে, পুস্তকি সংকে-  
চিত, আলোক কম হইলে একটু একটু করিয়া  
প্রসারিত হয়। প্রথমে অঙ্গুলি সমূহের অগ্র  
ভাগ শীতল হয় ও শীত করে এবং মলিন হয়,  
তাহার পর পায়ের নিম্নতল ও পদদ্বয়ের  
স্থলংশে ঋণ ধরে, অবশেষে কপালে শীত

করে। শীত পাদদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া  
মস্তকে যায়, কিন্তু উত্তাপ মস্তক হইতে আরম্ভ  
হইয়া পাদদেশে যায়। প্রবল আর ; শুষ্ক ও  
দাহজনক উত্তাপ, মস্তক ও মুখমণ্ডল হইতে  
আরম্ভ হইয়া সর্বাঙ্গীণে ব্যাপ্ত হয় ; উত্তাপের  
সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে পৃষ্ঠে শীত ও কম্প হয়  
সেটা নীচের দিক হইতে আরম্ভ হইয়া উপর  
দিকে যায়। অত্যন্ত ভয় হয়, অস্থির, উদ্ভিন্ন  
ও এপাশ ওপাশ করিতে থাকে। গাত্রাচ্ছাদন  
সহ্য হয় না, কিন্তু অনাবৃত থাকিতে ভয় করে  
(ক্যাম্পা, সিকে।)। অত্যন্ত পিপাসা,  
প্রচুর জল পান করে ; জল ব্যতীত সব তিক্ত  
লাগে (শীত, উত্তাপ ও ঘর্ম প্রত্যেক অব-  
স্থাতেই প্রচুর জলপান করে—ব্রাই, নেটম্-মি।  
কেবল উত্তাপাবস্থায় জলপান করে—ইপি।)  
উত্তাপাবস্থায় কাশি—ব্রাই। শীতের অবস্থা  
ও তাহার পূর্বে কাসি—রস্।) ঘর্ম আরম্ভ  
হইবামাত্র শরীর আচ্ছাদিত করিতে হয়,  
আচ্ছাদিত স্থানে ঘর্ম অধিক হয় (এন্ট-টা)  
কিন্তু যে পাশে শুইয়া থাকে কেবল সেই  
দিকে ঘর্ম হয় (চায়না, নাইটিক এসিড্)।  
সর্ব শরীরে প্রচুর উষ্ণ ঘর্ম হইয়া স্নায়বীয়  
উত্তেজনা, অস্থিরতা এবং উদ্বেগের শাস্তি হয়  
(ঘর্ম হইলে সকল যন্ত্রণার শাস্তি হয়—নেটম্-  
মি)। ঘর্মে অন্ন গন্ধ। জিহ্বায় শ্বেতবর্ণ  
আচ্ছাদন, প্যাপিলিগুলি লাল ও উঁচু হয়।  
নাড়ী শীতাবস্থায় সবিচ্ছেদ ও স্রবৎ ; উত্তা-  
পাবস্থায় দ্রুত পূর্ণ, কঠিন ও সজোর। মিনিটে  
১২০ বা অধিক। (ক্রমশঃ)

## PRACTICE OF MEDICINE

### প্র্যাক্টিস্ অব মেডিসিন।

তরুণ সর্দি।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ল্যাকেসিস্—বহুকালব্যাপী শুষ্ক সর্দি  
ও স্বরভঙ্গের পর নাক ও গলা হইতে পীতবর্ণ  
শ্লেষ্মা নির্গত হয়। প্রায়ই একটু একটু সর্দি  
হয়। সর্দি বন্ধ হইয়া যে সকল রোগ হয়।  
প্রতিদিন প্রচুর সর্দি। প্রচুর শ্লেষ্মা নির্গত  
হয়, চক্ষু দিয়া জল পড়ে এবং কাশি হয়।

ল্যাক্টোকা ভিরোসা—অনবরত হাঁচি  
হইয়া বৃদ্ধির ব্যথা বৃদ্ধি হয়। মস্তক ও শরী-  
রের উর্দ্ধাংশে শুষ্ক ও কষ্টদায়ক উত্তাপ, সেই  
সঙ্গে হাত পা ঠাণ্ডা, চক্ষু জালা করে ও জল  
পড়ে।

লাইকোপোডিয়াম্—স্রাববাহী সর্দি,  
নাক ফুলিয়া যায় ; ঠাণ্ডার দরুন মাথা ধরে ;  
জালাজনক স্রাব। শুষ্ক সর্দি, রাত্রে শ্বাস  
লইতে পারে না। নাসিকার উপর দিক বন্ধ।

ম্যাগ্নেসিয়া কার্বো—শুক সর্দি, নাক  
বন্ধ হইয়া রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হয়। একবার  
নাক বন্ধ হয়, আবার প্রচুর সর্দি পড়ে। নাক  
অত্যন্ত স্রুড় স্রুড় করে ও হাঁচি হয়।

ম্যাগ্নেসিয়া মিউরিয়েটিকা—কঠিন  
সর্দি, একবার শুষ্ক ও একবার স্রাববাহী,  
মাথা ভার, জাগ্রত ও স্বাদ একবারে নষ্ট  
হয়। নাসিকা হইতে পীতবর্ণ পুয়ের মত  
দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা সংযুক্ত স্রাব হয়।

ম্যাগ্নেসিয়া সলফ—বাম নাসা  
জালা করে, ঘেন সর্দি হইবে বোধ হয়, কিছু  
কিছু পীতবর্ণ শ্লেষ্মা নির্গত হয়। প্রচুর সর্দি  
অথচ নাক বন্ধ। নাকে কথা। হাঁড়ীর  
ভিতর কথা কহিবার মত গলায় স্বর।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



**মার্কিউরিয়াম আইওডাইড রক্ত্রম**  
—সর্দিতে কানে ভালা লাগে; নাসিকার  
দক্ষিণ দিক উত্তপ্ত। মুখ দিয়া নাসার পিছন  
হইতে টানিয়া গয়ের কলে।

**মিজিরিয়াম**—সর্বদা হাঁচি ও শ্রাববাহী  
সর্দি। নাকের ভিতর হাজিয়া যায়।

**মিউরিএটিক এসিড**—সর্দি ভা ব,  
নাক শুখাইয়া কষ্ট হয়; জ্বালাদায়ক শ্রাব।  
নাক বন্ধ।

**নেট্রুম আর্সেনিকম**—নাকে সর্দি,  
সেই সঙ্গে মাথা ধরা ও নাসিকার মূলদেশে  
ব্যথা, চক্ষু শুক ও বেদনায়ুক্ত। জ্বলীয় শ্রাব  
হয়; গলার ভিতর ফোঁটা ফোঁটা শ্রাব  
পড়িতে থাকে। নাকের গোড়ায় বন্ধভাবে ও  
ব্যথা অসহ্য করে।

ডাঃ কার্তিকচন্দ্র দাস, কলিকাতা।

## ভ্রম সংশোধন।

আগষ্ট সংখ্যায় ১৩৬ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে  
গুরুত্ব সর্দি চিকিৎসায় ভ্রমক্রমে ককুলসের  
স্থলে “কককুল” হইয়াছে, ইহা “ককুলস”  
হইবে। ১৩৩ পৃষ্ঠায় ১ম কলামে Tarri ভুল  
“Tariff” হইবে।

## Agricultural.

### কৃষি বিষয়ক।

#### খেজুর-চিনি

—:—

যে যশোহর আজ ম্যালেরিয়ার বাসভূমি,  
—যে যশোহর ম্যালেরিয়ার প্রকোপে অজলা-  
কীর্ণ ও জনহীন হইতে বসিয়াছে, যে যশো-  
হরের নদী সমূহ মজিয়া উঠিয়া শৈবালসমাজের  
বন্ধ হইতে কেবল বিষবাপ বিস্তার করিতেছে,  
—অন্নকাল পূর্বেও সেই যশোহর চিনির

কারবারের প্রধান আড়ং ছিল। যশোহরের  
খেজুর-চিনি ভারতের সর্বত্র—এমন কি,  
ভারতের বাহিরেও রপ্তানী হইত। কোট-  
চাঁদপুর, চৌগাছা, কেশবপুর প্রভৃতি স্থানে  
বহু কারখানা ছিল। চিনির ব্যবসায় লাভ  
দেখিয়া ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাসে ওয়াইলী  
কোম্পানী চৌগাছায় চিনির কল বসাইয়া-  
ছিলেন। তখন বেঙ্গল সেন্ট্রাল রেলপথও  
প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কলিকাতা হইতে নৌকায়  
মাল চালান হইত, আর যশোহর পর্যন্ত পাকা  
রাস্তাও ছিল। সেই গতায়তের অসুবিধার  
সময় চৌগাছায় কল বসাইয়া ইউরোপীয়  
ন্যানেজার পাঠান কিরূপ লাভের আশার  
সত্ত্বে হইত, তাহা সহজেই অসুমেয়। কোট-  
চাঁদপুরেও কল ছিল।—সরকারী রিপোর্টে  
দেখা যায়, তখন চৌগাছা খেজুর গাছে পূর্ণ  
ছিল। চৌগাছার কল অনেক দিন পরে বন্ধ  
হয়। তাহার পর মিটার নিউহাউস চৌগাছায়  
আবার কল বসান ও বেঙ্গ ডানলপ কোম্পানী  
সেই কল চালাইয়া পরে বন্ধ করেন। কল  
বন্ধ হইবার বিবিধ কারণ ছিল। ১০ হাজার  
টাকার মাল ১ লক্ষ টাকায় কিনিলে—মূল-  
ধনের হ্রদ পোষাইয়া লাভ হয় না। এক্ষেত্রে  
তাহাই হইয়াছিল। যশোহরকে কেন্দ্র করিয়া  
নদীয়া ও ২৪ পরগণার কোন কোন স্থানেও  
চিনির কারবার চলিয়াছিল। এখন সে কাজ  
বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার একটা  
প্রধান ব্যবসা নষ্ট হইয়াছে—সহস্র সহস্র  
লোক কাজ হারায়াছে। লর্ড কার্জন এক-  
বার বিদেশী—“রাজসাহাব্যপুষ্টি” চিনির উপর  
শুধু বসাইয়া এ দেশের চিনির ব্যবসা রক্ষা  
করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

লর্ড কার্জন একবার বলিয়াছিলেন, সর-  
কারের কোন কাজে নামিতে কিছু বিলম্ব হয়।  
এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বর্তমানে লোক  
চিনির ব্যবসায়ের সর্বনাশ হেতু খেজুর বাগান

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্যই দিতে হইবে।

কাটিয়া মাঠাল জমী করিয়া ধানের ও পাটের  
চাষ করিতেছে। এখন সরকার কিসে খেজুর-  
চিনির ব্যবসা রক্ষা পায়, তাহার চেষ্টা করিতে-  
ছেন। এ বিষয়ে যে বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত  
হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, ১৮৩৬-৩৭  
খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে ১৩ হাজার টন চিনি  
রপ্তানী হইয়াছিল, আর ১৮৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে  
রপ্তানীর পরিমাণ ৬৩ হাজার টন হয়। এখন  
—এই হ্রদশায় সময়েও বৎস ১ লক্ষ টন চিনি  
উৎপন্ন হয়—তাহার মূল্য ৭৫ লক্ষ টাকা।  
আমাদের বিশ্বাস, লেখক চিনির দাম লিখিতে  
শুড়ের দাম লিখিয়াছেন।

সরকার হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, প্রতি  
একরে ৩৫০টি গাছ বসাইলে তাহাই হইতে ৩  
টন শুড় পাওয়া যায়। ইক্ষুর চাষে এত শুড়  
পাওয়া যায় না। আবার ইক্ষুর চাষ অনি-  
শ্চিত—অভাবুষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা প্রভৃতিতে  
কোন কোন বৎসর চাষের অসুবিধাও হয়।  
খেজুর গাছে সে অসুবিধা নাই। রসের পরি-  
মাণে বড় ভারতম্য হয় না। আবার ইক্ষুর  
চাষে আকমাড়াই কল কিনিতে অনেক খরচ  
করিতে হয়। খেজুর-শুড়/করিতে সে ব্যয়  
বাঁচিয়া যায়। সত্য বটে, আকের চিনি  
করিতে সিটাতেই অনেক জ্বালানি হয়,  
খেজুর-চিনি করিতে জ্বালানি কাঠ কিনিতে  
হয়; কিন্তু খতাইয়া দেখিলে ইহাতে অধিক  
খরচ পড়ে না। আবার খেজুর গাছের সঙ্গে  
সঙ্গে ভালগাছ বসাইলে বড়ই সুবিধা হয়।  
শীতের সময় খেজুরের ও গ্রীষ্মের সময় তালের  
রস পাওয়া যায়। তাহাতে সমস্ত বৎসরই  
কাজ চলিতে পারে।

পূর্ব উত্তর আমেরিকার আদিম নিবাসীরা  
শুড় প্রস্তুত করিত। তাহারাও গাছ চাটিয়া  
যশোহর জেলার ব্যবস্থার নতির মত নলি  
ব্যবহার করিত। গামলার রস ঢালিয়া তাহার  
তল প্রস্তুত করিত। রসে ফেলিয়া শুড় প্রস্তুত

করিত। ইহার পর তাহার রস আল দিয়া  
ও ক করিত। এখন ওয়ার উন্নত প্রণালীতে  
চিনি প্রস্তুত হইতেছে।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

—:—

### হুভিক্কে মৃতন ব্যবসায়ের মুক্তপাত।

ব্রাহ্মণবেড়িয়া মহকুমার হুভিক্কে সাহায্য-  
দান সময়ে গবর্ণমেন্ট তথাকার সরাইল থানার  
এলাকার স্থানে স্থানে জীলোকদিগের দ্বারা  
শিক্ষার্থী করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন;  
উদ্যোগে কালীকজ ও কাটালিসার নামক গ্রাম-  
ঘরের কেন্দ্রই প্রধান। গ্রাম তিন শত জীলোক  
এখানে বাসের, বেতের ও মুক্তার নানা প্রকার  
দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করিয়া চাট, পাট,  
বাক্স, ব্যাগ ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেছিল।  
গবর্ণমেন্ট ইহাদিগের জন্ত কাঁচা মাল কিনিয়া  
দিতেন এবং এই সকল জীলোকের ভরণ  
পোষণের নিমিত্ত চাউল দিতেন। গ্রামে  
গ্রামে ঘুরিয়াও যে সকল জীলোক এই হুভিক্কে  
সময়ে ভিক্ষা পাইত না, তাহারা জীবনে ভিক্ষা-  
বৃত্তি ভিন্ন অন্য কার্য জানিত না, তাহারাও  
এই থানার সাহায্যদান প্রণালীর শুণে এক  
স্থানে বসিয়া এই সকল শিল্প শিক্ষা করিয়া  
ভিক্ষা বৃত্তিকে হের বলিয়া বৃত্তিতে আরম্ভ  
করিয়াছিল। এমন সময় গবর্ণমেন্ট হঠাৎ  
রিলিক কার্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গবর্ণ-  
মেন্ট অসময়ে সাহায্য দান বন্ধ করিলেন,  
তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি; জিপুরা জেলার  
স্থানীয় সংবাদ পত্রও তাহা বলিয়াছেন এবং  
বলিতেছেন। সে অন্য কথা। কিন্তু এক্ষণে  
কথা এই হইতেছে, যে সকল জীলোক জীবিকা-  
নির্বাহ করিতে প্রস্তুত, তাহাদিগের দ্বারা

প্রস্তুত দ্রব্য বাজারে বাহাতে আমদানী ও  
বিক্রয় হয়, বাহাতে জীলোকী উৎসাহ পায়,  
তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত না করিলে যে সং-  
কারণের ক্ষয়পাত হইয়াছিল, তাহা নষ্ট হইয়া  
যাইবে। সকল জীলোক “মুক্তা” নামক  
উদ্ভিদের বৃদ্ধি দ্বারা যে ব্যাগ এবং কাগজ রাধি-  
বার টুকুরি প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে, তাহা  
কলিকাতা এবং ঢাকার যদি আমদানী করা  
যায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ের হিসাবে যেরূপ  
লাভ হইবার সম্ভাবনা, দেশে নূতন একটা  
শিল্পের প্রচারে দেশেরও সেই প্রকার লাভ  
হইবার কথা। মুক্তার দ্বকে জীহুটাদি স্থানে  
নীতলপাট বহুকাল হইতে প্রস্তুত হয়; তদ-  
পেক্ষা মোটা কার্য তাহারা করে, তাহারা  
চিকুনি বা চাট প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।  
নীতলপাটের কলিকাতায় আমদানী আছে।  
কিন্তু চাটের আমদানী নাই। এই চাটের  
ছোট ছোট আগুন (যাহা সরাইল এলাকার  
শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে) তাহা কলিকাতায়  
আমদানি করিলে অন্ততঃ কলিকাতায় যেসে  
কুশাসনের স্থান অধিকার করিবে; এই আগুন  
চাট কুশাসন অপেক্ষা পুরু এবং স্থায়ী।  
বাজার করিয়া তরি তরকারী এবং অন্যান্য  
জিনিসপত্র মুক্তার ব্যাগে করিয়া আনিবার  
বেশ সুবিধা; ইহা দেখিতে সৌখিন, মুইলে  
নষ্ট হয় না, এবং দীর্ঘ কাল স্থায়ী। মুক্তার  
দ্বক খুব শক্ত অথচ হিতাহিতাপকণ্ড সম্পন্ন।  
ইহার দ্বারা ঘড়ির চেন, হইতে জাহাজ বাধি-  
বার কাছি পর্যন্ত প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার  
দ্বকে কলে চাপ দিয়া যদি কেহ ট্রাক প্রস্তুত  
করে, তাহা হইলে খুব হালকা অথচ মজবুৎ ট্রাক  
ও ট্র্যাট তৈয়ারি করা যায়। কিন্তু সে  
পরের কথা। এক্ষণে বাহা প্রস্তুত হইতেছে,  
তাহা আমদানী করিবার সময় হইয়াছে।  
কলিকাতায় কি কেহ এই সকল দ্রব্য আম-  
দানী করিবেন না?

ইণ্ডিয়ান কমিশন—ভারতের শিল্প  
ব্যবসায় সম্বন্ধে অল্পসংখ্যক উদ্ভূত কমিশন  
গঠিত হইয়াছে, তাহার কার্যের সুবিধার জন্য  
প্রত্যেক প্রদেশে এক একটা কমিটি স্থাপিত  
হইয়াছে। বাংলাদেশের কমিটিতে ডাক্তার  
নীলরতন সরকার, রায় রাধাচরণ পাল বাহা-  
দুর প্রভৃতি নিযুক্ত হইয়াছেন। বাংলা দেশে  
যে সকল কারবার চলিতেছে, যে সকল কার-  
বার হইতে পারে, কারবারের বিষয় কি ইত্যাদি  
বিষয় আদেশিক কমিটি অল্পসংখ্যক করিবেন।  
এই কমিটি বিশেষজ্ঞ লোকের সাহায্য গ্রহণ  
করিবেন। তাহারা সাহায্য দিতে ইচ্ছুক,  
তাহারা কলিকাতা রাইটাস বিল্ডিং এর  
ঠিকানা নিঃ সোরানকে চিঠি লিখিবেন।

### "Businessman"

### Poor Charitable Dispensary.

### বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অজুর দত্তের লেন, বহুবাাজার কলিকাতা।  
পরহুঃ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-  
প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য  
ঔষধালয় চলিতেছে। সন্মগত ও মফঃস্বলের  
মোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ  
দেওয়া হয়। আরোগ্য হইয়া বাহা সাধারণ  
হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে  
ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

"কাজের লোক" সম্পাদক।

২৫১২ এ মেছুরাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা  
ললিত প্রেসে, শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অজুর  
দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য আর লাইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২১০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহিত্য মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।

New Series.

নব পর্য্যায়।

Vol. X.

১০ম সংখ্যা।

OCTOBER 1916.

অক্টোবর ১৯১৬।

No. 10.

আমাদের প্রিয় গ্রাহক, পাঠক এবং  
পৃষ্ঠপোষক মহোদয়গণ, মহামায়ার শুভাগমনে  
অতীত ঘটনা, অতীত কঠোরতা বিস্তৃত হইয়া  
আপনারা আনন্দোৎসবে কয়েক দিন অতি-  
বাহিত করুন। আমরাও এক বর্ষ কঠোর  
পরিশ্রমের অন্ত আপনাদের নিকট এই কয়েক  
দিনের অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি। চিরন্তন  
প্রবাহুধারী “কাজের লোক” বিজ্ঞান সাধন  
সত্তা বণ লক্ষ্যে ধারণ করিয়া নবোদয় মাসের  
প্রথমে শুভ আশীর্বাদ লাভের অন্ত আপনা-  
দের দ্বারে উপস্থিত হইবে।

কার্য্যাব্যাক, “কাজের লোক”

### এস মা।

সমগ্র পৃথিবীব্যাপী সমর-কোলাহল  
অভাবের কঠোরতার পৃথিবাসী নিঃশেষিত—  
সমগ্র পৃথিবীর বীররক্তে ধরিত্রী প্রাবিত, কি  
ভয়ানক যুগ! এ যুগে, মহামারী! কেমন  
করিয়া দীন বঙ্গবাসীর দীন সংসারে আজ  
তোমার আগমনে আনন্দের রোল উঠিবে?  
তবু না দেখিয়া সন্তান শত দুঃখ চাপিয়া  
ক্ষেণেকের তরে অপার আনন্দে ভাসিয়াই  
থাকে, ইহাই স্বাভাবিক। ইচ্ছাময়ী। হিন্দু  
জানে সমস্তই তোমার ইচ্ছার অধীন, তোমার  
কার্য্যে অন্তত হয় না। আনি না, কোন্‌ শুভ  
কামনায় জগতে এই মহাসমর। কল্যাণময়ী,  
যদি আসিয়াছ, অচিরে রাজা ও প্রজার কল্যাণ-  
সাধন কর—শান্তির অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া  
বহুকরাকে রক্ষা কর।

না, আমাদের এমন আনন্দের দিনেও  
চক্ষের জল ভিন্ন কখন নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ  
দেখাইতে পারি। না—মারিভর, ম্যালেরিয়া,  
হুর্ভিক্ষে দেশ ক্ষণে পরিণত। আমরা  
সংযম হারাইয়াছি, নিজের অভাব নিজেরাই  
সৃষ্টি করিয়াছি; আমরা বিলাসের দাস হইয়া  
অতি দুর্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি—তুমি  
কর্ম্মরূপিনী, কর্ম্মীর জননী, আমরা যে  
অকর্ম্মণ্য অলস, তবে কেমন করিয়া তোমার  
ককণালাভে সমর্থ হইব? আমাদের এ অক্ষ  
দেখিয়া তবে কেন তোমার দয়া হইবে  
দয়াময়ী! এইজন্য উৎসবে, আনন্দে, হর্ষের  
পরিবর্তে সমস্ত বঙ্গবাসীর চক্ষে অক্ষ বই আর  
কিছুই দেখিতে পাইবে না। দুর্বলের যে  
অক্ষই একমাত্র সখল জননী।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

করবারি, কঠোর সাধনা না করিলে তুমি কার্যকেও  
করা কর না, আমরা সে সাধনা করিতে পারি  
না। তুমি কেন আমাদের প্রতি করুণা-  
কটাক্ষপাত করিয়া কঠোর করিবে।

অগতজননী! এই কুজ দুর্জন প্রতিটাকে  
কর্মী কর, আমাদের বুধা বাকসর্ব্ব হরণ  
কর, আমাদের আবার সেই সংঘ  
সাধিকতাপূর্ণ প্রাচীন আর্ধ্য নীতিতে প্রতিমান  
করিয়া দাও, তবেই আমরা কাম্য হইব,  
নচেৎ বহুদেশে প্রশানে পরিণত হইবে।  
হৃদয়ভেদে, দশহুতে দশকর্ম সাধন করিয়া তুমি  
মুর্খিত্বী দশভূজা, মায়ের এ আশ্বর্ষ দেখিয়া  
কে সন্তান অলস, বিলাসী, অকর্ম্মণ্য হইয়া  
পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাতৃদয়া সন্তবে  
না জানি; কিন্তু জননী, অধম সন্তানে হাত  
ধরিয়া না উঠাইলে, সন্তানের দাঁড়াইবার  
সম্ভাবনা থাকে না। আমাদের প্রার্থনা,  
আমাদের তুমি, কর্ম্মে প্রতিমান করিয়া  
প্রকৃত মহত্ব প্রদান কর, তাহা হইলেই  
বৈশিষ্ট্য অর্জন করা হইবে।

অভাবের কঠোর চাপে আমরা নিশ্চেষ্ট,  
সে ক্ষমাবের আমরাই সৃষ্টি করিয়া আমরাই  
তাহার কর্ম্মকল ভোগ করি। আত্মসংযম  
হইয়াইয়া বুধা বিলাস মনিসার দীর্ঘতার  
মাকড় খিড়ারের সাহায্য করিতেছি, সক্ষম  
ও অর্ধের মিডব্যক্তি জাতি না; হিজিফি-  
জামল—পরম্পরের শোণিতগানের জন্ত  
লাভ্যমিত, এ মারমীর পুতিগন্ধের মহা-  
মহত্বের স্থান পাইতে পাকে না, তাই  
আমাদের এত দুর্জন; তাই নরকের কঠোর  
বরণার; উজ্জ্বল হাটকারের বহু পুরপুর  
তোমার করুণা কটাক্ষ করিও, পরিজ্ঞানের  
উপায় কে? তাই জননী! তোমার আগমনে  
আমাদের কপিকের তরেও চমক ভাবে,

সাক্ষ্যসোচনে তাই মা মা করিয়া তিনটি দিনের  
জন্য রেণুজের, তুমি বাই তোমার চরণে  
হইতেই সর্ব্বকর্ম্মের সাক্ষ্যসোচনে  
মনে করি।

কিন্তু জননী, এ তোমার আধ্যাত্মিক  
পূজা নয়, তুমি চাও কর্ম্মের পূজা, তুমি  
কর্ম্মীর-জননী, আমরা যে পতিত এবং অক-  
র্ম্মণী তোমার কি করুণা-সীমা আটক না,  
শতশাখা বহু তোমার সন্তানগণের সুখসচ্ছ-  
ন্দতার জন্য তুমি কি না রাখিয়াছ, মা, আমাদের  
ত পরমুখাপেক্ষী হইবার কথা নয়, তোমার  
মিষ্টান্ন অপারাগ-কর্ম্মী সন্তানগণকে  
যে উদ্যোগ ও অধ্যবসারের গুণে অব-  
স্থার উন্নতি করিয়া অগতে গরীবান,  
আমরাও উদ্যোগী ও কর্ম্মকুশল হইলে  
তোমনি হইতে পারিতাম, কিন্তু আমরা  
আমাদের অর্ধ্যনীতিক পদদলিত করিয়া  
অনুকরণপ্রিয় হইয়া সর্ব্বনাশ করিয়া পর-  
প্রত্যাহী হইয়াছি, এ কর্ম্মকলজনিত দারিদ্র্য  
মোচন উদ্যোগ ব্যতীত হয় না। এস করুণা-  
ময়ী, এস, স্থায়ী বহুবাসীর জননী, তিনটি  
দিনের জন্ত আসিয়া বহুভূমিকে সর্ব্বোপরিপত-  
কর, সর্ব্বমঙ্গলে, তোমার পাম্পর্শে অগতের  
মঙ্গল হউক, বঙ্গের মঙ্গল হউক, রাজা ও  
রাজ্যের মঙ্গল হউক। আর কি চাহিব;  
আমাদের অভাব তুমিই জান জননী!  
তোমার ঐ হৃদয়ব্রাহ্মী চরণে আমাদের  
ভক্তি উপহার গ্রহণে কৃতার্থ কর মা।

## মহাজন বাক্য।

হিন্দুনীতি-সার-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রথম পর্ব্বের পর।)

শুরুলোকের অর্জনা ও সকল প্রকার

প্রতি সরল ব্যবহার-কর্ম্ম-অন্যায় কর্তব্য।

ক্রেতাবিহীন, কর্ম্মপরিচয়, সত্যবাদী  
ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণই সাধু বলিয়া পরি-  
চিত হন।

নিরবস্থিত, সঠিক, জিতেন্দ্রিয় সর্ব্বভূত-  
মিত্রবী, নিরত্যাগরূপ, শ্রেয়সিহীন, পবিত্র,  
বিধান, লজ্জাশীল, সত্যবাদী ও স্বকর্ম্মপরিচয়  
লোকই প্রকৃত সাধু।

শ্রেয়সিহীন হইলেই নিকৃষ্টপদ লাভ হয়।  
পরদ্বারাপচরণ ও পারদারিক কার্যে  
দোষ্য কাব্য করিবে না।

বালিকা, বৃদ্ধা ও অনাথ্য জীবনকে  
বক্ষণ করিবে না।

দুঃখক্লিষ্টাপন্ন ব্যক্তি অশেষ রূপে  
ভোগী হয়।

বাজক, বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণকে ভোজন না  
করাইলে অগ্রে ভোজন করিবে না।

লোক সকলকে ভয়, পাপ, বিষ, দারিদ্র্য  
ও ব্যর্থ হইতে সজ্ঞা পরিজ্ঞান করিবার  
যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

মদ্য, মাংস ও পরদারে আসক্ত হইবে না।

মাতা পিতার শুভ্রতা ও ভ্রাতৃগণের প্রতি  
মেহ প্রদর্শন করিবে।

অশ্লিষ্ট শরণাগতকে রক্ষা করিবে  
(কদাচ পরিত্যাগ করিবে না)।

কৃতর্কে অমরজ, বহুভাবী, অব্যবহিত  
চিত্ত ও কটুভাবী হইবে না।

অতিথি, শ্রেয়সবর্ণ ও আত্মপরিচয় সক্ষম  
লোক অপমান-তুল্য ভোজ্য-প্রদান করিবে।

অতিথিকে বিদূষ করিও না।

পরম্পর সাক্ষাৎ হইলে কুলপ্রভু জিজ্ঞাসা  
যথায়োগ্য অভিবাদাদি করিবে।

সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদিগকে  
অভিবাদন করিবে।

স্বধাতুমুখে মল মূত্র পরিত্যাগ করিবে না।

ত্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায়।

পুরাতন "কালের লোক" শ্রেণী হইতে চলিত, তৎসম্পাদন।



## সিমলা যাত্রা।

—১০১—

১৯১২ সালের ১৫ই জুলাই বুধবার, তখন পঞ্চাশের দশক। ঠিক সেইদিন রাত্রি ৮টার সময় শুভযাত্রা করিয়া আমরা একমাত্র সমগ্রবর্ষীয় পুজুটিকে সঙ্গে লইয়া একখানি টিকা পাড়ি করিয়া বঙ্গবাসী হাওড়াতে জাহাজী উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং গঙ্গার সেতু পার হইয়া একেবারে হাওড়া স্টেশনে আসিয়া উঠিলাম। কিন্তু কোথায় বাইব, এখনও তাহা স্থির নাহি। আমি টিকিট ধরে বাইলাম এবং ক্রিয়াকাল চিত্তা করিয়া সিমলার টিকিট খরিদ করিলাম। তখন রাত্রি ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি enquiry অফিসে জানিলাম, পাঞ্জাব মেলে বাইলে সুবিধা হইত, কিন্তু তখন বিবর তখন ঐ গাড়ি ছাড়িয়া দিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া আশ্চর্যজানিলাম যে, বোম্বে মেলেও যাওয়া যায়, কিন্তু মোগলমরাই পৰ্য্যন্ত ঐ গাড়িতে বাইতে পারিব, পরদিবস বেলা ১০টার সময় ঐখানে আশালা এক্সপ্রেস পৌছিল, সেই গাড়িতে একেবারে আশালা বাইতে পারিব, তাহার পরদিন প্রাতঃকালে ঐখানে পাঞ্জাব মেলে পাওয়া বাইবে, তাহাতে চড়িয়া বঙ্গবাসী কাঁকা বাইতে পারিব। আমি তাহারই উপদেশানুসারে বোম্বে মেলে উঠিয়া বসিলাম। রাত্রি তখন প্রায় ১১টা, আমার পুজুটা তখন নিদ্রায় বড়ই কাতর হইয়াছে দেখিয়া (Hanging bed) অর্থাৎ ঝুলান বিছানায় উপস্থিত হইতে পরম করাইয়া দিলাম, আর আলি-নিদ্রাযুক্ত বসিয়া কেবল আকাশ পাড়ল চিত্তা করিতে লাগিলাম। সিমলার কাহারও সহিত পরিচয় নাই, কাহার নিকট বাইব, কি করিয়া, কিরূপেই বা এই মাহুতীন শিশু সন্তানটিকে রক্ষা করিব ইত্যাদি চিন্তার আধার

হইয়া একেবারে আলোড়িত হইতে লাগিল। চিন্তার স্রোত নাই, যত চিন্তা করি, ততই পুজুটিকে একটা বৃত্তের চিত্তা আসিয়া ক্রম-অধিগম্য করে। আমি অবশেষে সমস্ত নিদ্রা চিত্তা ছাড়িয়া দিয়া সেই চিত্তাবলির চরণ চিত্তা করিতে লাগিলাম এবং মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে প্রভো, তুমিই ত আমার সন্ত লইয়াই, কেবল একটি মাত্র আশা, একটি মাত্র ভরসা, একমাত্র অর্কের নদী-বঙ্গ এ পুজুটিকেও তোমারই চরণ প্রান্তে ফেলিয়া দিলাম, রাখিতে হয় রাখিও, লইতে হয় লইও।

এদিকে গাড়ী সাহেব কলীকানি করিয়া তাহার সব্ববর্ষের পতাকাটা নাড়িতে লাগিলেন, ওদিকে এগ্নি হটতে বংশীধ্বনি হইল এবং গাড়িও ছাড়িল। ঠিক ১টা ৩৫ মিনিটের সময় আমাদের এই গাড়ি ছাড়িল। আমি গবাক্ষ ধার দিয়া বেন অয়ের মত হাওড়ার স্টেশনটা দেখিয়া লইলাম এবং কলিকাতা মহানগরী আমার অগ্রভূমিকে উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলাম। ঠিক সেই সময় কেন জানি না, কয়েক ফোটা অশ্রু আমার নয়ন এবং গণ্ড বহিয়া পড়িয়া গেল।

এদিকে গাড়ি স্টেশন ছাড়িয়া বাহিরে আসিল। জন্মঃ স্টেশনের সংলগ্ন সমস্ত স্থান অতিক্রম করিয়া মাঠে পতিত হইয়া ভীষণ শব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া একেবারে এটুও বেগে ধাবিত হইল। আমরা পুজুটা তখন গাড়ি নিজের অভিত্ত, কেবল আমি সেই গবাক্ষ ধারে বসিয়া আছি। মধ্যে মধ্যে এক একটি স্টেশন আসিতেছে, আর তাহার আলোকবাণী আমার নয়নপথে পতিত হইতেছে, আমার চক্রে পলক ফেলিতে না ফেলিতে কোথায় অদৃষ্ট হইতেছে, আর তাহা নয়নগোচর হইতেছে না। চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আমরা অন্ধকারের মধ্যে কিরূপেই বাইতে পারি।

না। এইরূপ রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিট নাড়ি বজরানে আসিয়া পৌছিল।

### বঙ্গবাসী।

কলিকাতা হইতে বঙ্গবাসী ৩৫ মিনিট। এখানে এই গাড়ী ১০ মিনিট অটলকা হইবে। বঙ্গবাসী একটা একটা সহর ও জেলা এবং এখানে কয়েকটি দেখিবার জিনিসও আছে। এখান হইতেই হইল মাইল দূরে রাজশ্রীনাথ, দেওয়ানী ও কোজিয়ারী জাদিলাউ, বাজিরা, পোশাপুর, নারিক বৃহৎ বাগিচা, মহারাজার পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত সর্বমঙ্গলদায়ক মন্দির প্রভৃতি আরও কয়েকটা মন্দিরোদ্যান স্থান আছে। তাহা ছাড়া এখানে হইতে ৫ মাইল দূরে বঙ্গবাসী সহরস্থ প্রান্তভাগ দিয়া দামোদর নদ প্রবাহিত। যে নদের প্রবল প্রকোপে সময় সময় কত জনপদ, কত গ্রাম ভাসিয়া লইয়া যায়, কত নত নত দীন হুঁসী কুটারপুত্র হইয়া অসাহসে এবং অনশনে জীবন বিসর্জন দেয়, কত সহস্র সহস্র গোমহিষ, ছাগাদি গৃহশাসিত পশু কালক্রমে পতিত হয়, এই সেই ভীষণ নদ দামোদর। ইহারই এই সচরাচর অর্ধ খটক বটে, কিন্তু সময়ে সময়ে এত বর্ষিত হয় যে, পারাণীর দৃষ্ট হয় না। ইহাও একটা দেখিবার জিনিস।

এখান হইতে ১০টা স্টেশন অতিক্রম করিয়া গাড়ী একেবারে এসানসোল জংশনে পৌছিল, এসানসোল কলিকাতা হইতে ১১ মাইল। এই স্টেশনটা পূর্বে এরূপ অদৃষ্টপাট ছিল না। রাণীগঞ্জ পূর্বে প্রধান ছিল, কিন্তু কয়েক বৎসর হইতে রাণীগঞ্জ হইতেই, আই, আর, কেম্পানীর সবত আকস্মিক ওরাকসপ প্রভৃতি এখানে উঠিয়া আসিতে এইসটির এক উন্নতি হইয়াছে। এখানে গাড়ী কয়েক মিনিট বিশ্রাম করিয়া এবারী সীতারামপুর জংশনে উপস্থিত হইয়াছে। এই স্থানে বিতর করবার খনি দেখা য়গল। আমা-

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



গের গাড়ী এইবার হইতে বক্রপাণী হইয়া  
ওয়েস্ট লাইনের উপর পতিত হইল। তখন  
বাড়ী ১১টা বাজিয়াছে; কিন্তু আমার কক্ষ  
নিরা নাই, আর সেই পরাক্ষর বসিয়া  
ইহাঙ্গ বাহাদুরের এই সকল দ্রুত ক্রি-  
কলাপ অবাক হইয়া দেখিতেছি। গাড়ী অল-  
পমতই দ্রুতগত্রে, তাহার আর বিলম্ব নাই।  
এইবার আমাদের গাড়ী বরাকর নামক ঠেশনে  
আসিল, বরাকর একটি ছোট রকমের ঠেশন,  
কিন্তু রেলের দুই পাশে বিস্তর করলার খনি দৃষ্ট  
হইল। এখানে অতি অল্পকণ আদিয়া গাড়ী  
আবার ছাড়িয়া দিল, কিন্তু রেলের উত্তরপাশে  
বিস্তর করলার খনি থাকায় এখানে গাড়ী  
অতি ধীরে-ধীরে চলিতে লাগিল। অতঃপর  
আমাদের গাড়ী খাতিবাদ নামক ঠেশনে  
আসিল। এটিও ছোট ঠেশন। এখান হইতে  
গাড়ী ছাড়িয়া গিয়া জম্মো জংশনে আসিয়া  
পৌছিল। এখান হইতে পরশনাথ পাহাড়ের  
সেই রমণীয় দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত  
হইল। বাড়ী তখন ২১টা বাজিয়াছে।  
মিলার গাড়ীর অল্পকণে পাহাড়টির সমুদয় দৃশ্য  
অলঙ্করণ দেখা গেল না। আমি দেখিলাম,  
ঠিক যেন আকাশের কোলে একখানি কৃষ্ণ-  
বর্ণের ঘেঁষা উঠিয়াছে। পাঠক, কোভ করি-  
বেন না, যদি তখন সূর্যালোকে এই স্থানে  
উল্লাপন করেন, তবেই ইহার সেই নয়ন  
বিরোধন সৌন্দর্য্য অল্পকণে নিরীক্ষণ করিয়া  
নয়ন মন চরিতার্থ করিতে পারিবেন।

জম্মো জংশন হইতে গাড়ী ছাড়িয়া  
হাভারীবাগ রোড নামক ঠেশনে আসিল।  
হাভারীবাগ কলিকাতা হইতে ২১৫ মাইল।  
এখানকার জনবাহ্য অতিশয় আশ্চর্য্য এবং  
অস্বাভাবিক যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সর্ব-  
ত্রই যথার্থ ব্যবস্থা এখানে যথেষ্ট পাওয়া  
যায়। এখানে অনেকগুলি গণ্যমান্য লোকের

বাগা আছে, তাহার সমস্ত কলসে বায়ু পরি-  
বর্তন করিয়া এখানে আসিয়া বাসবাস করিয়া  
থাকেন। অনেক চিকিৎসকগণ তাহাদের  
যোগ্যকে এখানে আসিবার জন্য উপদেশ  
দেন। এ অঞ্চলের মধ্যে হাভারীবাগকে  
একটা প্রকৃত বাহানিবাস বলিলেও অত্যুক্তি  
হয় না। হাভারীবাগ রোড ঠেশন হইতে  
নগরে আসিবার জন্য মটর এবং অস্ত্র  
জানেরও ব্যবস্থা আছে। এখানে গাড়ী ছয়  
মিনিট অপেক্ষা করিয়া আবার প্রবল বেগে  
ধাবিত হইল এবং ১১টা ঠেশন অতিক্রম  
করিয়া উবার কিং প্রাকালে একেবারে  
গঙ্গা জংশনে পৌছিল। তখন আকাশ বেশ  
পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। আমি গাড়ীতে  
বসিয়াই বিজুন্দির, বুদ্ধগয়ার মন্দির এবং  
অস্ত্র দেব দেবীর মন্দির সকল দেখিতে  
লাগিলাম, আর মনে করিতে লাগিলাম, এই  
সেই গয়াক্ষেত্র। যেখানে নীতা দেবী রাজা  
দশরথকে বালির পিণ্ড দান করিয়াছিলেন,  
যেখানে নীতাদেবীর বসে বটবৃক্ষ অমরত্ব লাভ  
করিয়াছিল এবং বাহার অভিসম্পাতে কন্ত  
নদী অন্তঃশীলা বাহিতেছেন এবং যে বিজুপাদ-  
পদ্মে পিণ্ডদান করিলে জীব উদ্ধার হইয়া যায়,  
আমি আশ সেই মহাতীর্থে আসিয়া উপস্থিত  
হইয়াছি। এখানে প্রত্যহ শত শত লোক আগ-  
মন করিতেছেন এবং পিতা মাতার প্রাণ্যাদি  
ক্রিয়া ও পিণ্ডদান করিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার  
করিয়া জীবন সার্থক করিতেছেন। কিন্তু  
দ্রুতগতিবশত উপস্থিত আমার জীবন  
সার্থক করিতে পারিলাম না। এখানে  
তিন স্নানগার পিণ্ডদান প্রথা আছে। যথা—  
বিজুপাদপদ্মে, কন্ততটে ও বটবৃক্ষমূলে। আর  
এখান হইতে ৫ মাইল দূরে তৃতীয় প্রেত-  
শীলা বলিয়া একটা পাহাড় আছে, তাহার  
আশ্রয়স্থ্য কিম্বা অপবাতদ্রুত হইয়াছে

তাহার পিণ্ড এই পাহাড়ের দিতে হয়।  
লোকে এখানে আসিয়া সচরাচর পাণ্ডার  
বাড়ীতেই আশ্রয় লইয়া থাকে, তাহা ছাড়া  
এখানে তিনটা মন্দিরশালাও আছে, এখানে  
যে কোন হিন্দু পঞ্জিবার তিন দিবস বিনা  
খরচে থাকিতে পারেন। এখানে ১০ মিনিট  
বিলম্ব করিয়া আবার গাড়ী ছাড়িল। এই  
বার বেশ আলো দেখা গিয়াছে, কাক ডাকি-  
তেছে—পক্ষীগণ বৃক্ষোপরি কলরব করি-  
তেছে। যুগ যুগ প্রভাত সমীপ বহিতেছে,  
আর সেই বিশাল প্রান্তরের পূর্ব কোণ  
হইতে স্নোহিত বর্ণে রঞ্জিত সূর্য্যদেব উদ্ভিত  
হইতেছেন। এই বিচিত্র দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া  
আমি অল্পকণের জন্য সমুদয় শোক বিস্মৃত  
হইয়াছিলাম। ঠিক এই সময় আমাদের গাড়ী  
শোনভুজ উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইল।  
এখানে “শোন ইষ্ট বেঙ্গ” বলিয়া একটা  
ঠেশন আছে। এই ভীষণ নদীর প্রস্থ ৩  
মাইল। ই, আই, আর, কোম্পানি অল্প  
অর্থ ব্যয় করিয়া ইহার উপর এক প্রকাণ্ড সেতু  
নির্মাণ করিয়াছেন। যখন এই সেতুর উপর  
গাড়ী চলিতে লাগিল, তখন তাহার শব্দ আরও  
ভীষণতর হইল। এই সেতুটি এত উচ্চ যে,  
নিম্নদিকে তাকাইয়া দেখিলে বাস্তবিক ভয় হয়  
নদীটির প্রস্থ ৩ মাইল, ইহা সমুদয় জলে পরি-  
পূর্ণ নহে, মধ্যে মধ্যে অনেক বালুকাময় চর  
পড়িয়াছে, আর মধ্যে মধ্যে জলও লক্ষিত হই-  
তেছে, তাহার মধ্যে অসংখ্য পিলার অর্থাৎ স্তম্ভ  
ক্রমাগত চলিয়া গিয়াছে, আর সেই সকল স্তম্ভের  
উপরিভাগে নানা প্রকার লৌহযন্ত্র দ্বারা এমন  
সুরক্ষিতভাবে সেতু প্রস্তুত হইয়াছে যে, এত  
বড় ভীষণ ভারবাহী গাড়ী অল্পকণে উহার উপর  
ভারান্বিত করিতেছে। বাস্তবিক এই সেতুটি  
দেখিবার উপযোগী। এই স্নোহুৎ সেতুটি  
অতিক্রম করিতে আমাদের গাড়ীর ৫ মিনিট

কালের লোকই “কালের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাস্তব কথা থাকে না।

সময় গান্ধিরাহিল। এখানে ৮ মিনিট অপেক্ষা করিয়া আমাদের গাড়ী শশারাম অংশনে পৌছিল। ইহা একটা ছোট্ট ষ্টেশন। এখানে ৩ মিনিট হাড়াইয়া বাকি ১১টা ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বেলা ১টা ৫ মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী একেবারে মোংলসরাই আসিয়া উপস্থিত হইল। মোংলসরাই খুব বড় ষ্টেশন, ইহা কলিকাতা হইতে ৪১৯ মাইল। এই ষ্টেশনে আমাদের গাড়ী বদল করিতে হইবে। আমি তাড়াতাড়ি আমার লুজটীকে অগ্রে নামাইয়া পরে সমস্ত জব্বা সামগ্রী নামাইয়া লইলাম। তখন আপনাদের আশালা এক্সপ্রেস আসিতে ১ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। আমাদের এ গাড়ী এখানে অর্ধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় দীর্ঘযাত্রা কেলিতে কেলিতে জব্বলপুরাভিমুখে ধাবিত হইল, আর আমরা এখানে বসিয়া আশালা এক্সপ্রেসের জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এ অঞ্চলে আমাদের উপযোগী আহারাদির কোন কষ্ট নাই। উত্তম কল, মূল, হুগ্ধ, দধি, রাবড়ি, উৎকৃষ্ট পুরী ও ক্ষীরের পেড়া প্রভৃতি যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমি উপরোক্ত পুরী, রাবড়ী ও কিছু মিষ্টান্ন খরিদ করিয়া পিতা পুত্র উত্তমরূপে জলযোগ করিলাম।

কানী, লক্ষৌ, অবোধা, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে বাইতে হইলে এইখানে গাড়ী বদল করিয়া আউদ এবং রোহিলখণ্ড রেলওয়ে চড়িয়া বাইতে হয়।

বেলা ঠিক ১০টা টার সময় আমাদের গাড়ী আসিল। আমি তাড়াতাড়ি একটা ফুলি ডাকিয়া আমার জব্বা সামগ্রী গাড়ীতে উঠাইয়া লইলাম এবং লুজটীকে সমস্তব্যবহারে আমিও সেই গাড়ীতে আরো-

হুগ্ধ করিলাম। এ গাড়ী এখানে ২৫ মিনিট বিশ্রাম করিয়া বেলা ১০টা ৫৫ মিনিটের সময় ছাড়িল। এ গাড়ী ৩ টিক পূর্বের গাড়ীর ভার উল্লেখ্যে ছুটিতে লাগিল। এক্সপ্রেস আর যেনে কোরি প্রভেদ দেখি লান না। বাহা হটক, দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ী চুনার ষ্টেশনে পৌছিল। চুনার ষ্টেশনটা লক্ষ্য প্রস্তর নির্মিত। এখানে গৃহাদি প্রস্তুত করিতে হইলেইটক এবং সুরকীর আবশ্যক হয় না। সুরকির পরিবর্তে বালি এবং ইটকের পরিবর্তে এই পাথরই ব্যবহৃত হয়। এ অঞ্চলে অধিকাংশ বাড়িই এইরূপ প্রস্তর নির্মিত। এই প্রস্তর এখানে খুব সুলভ মূল্য পাওয়া যায়। আর এই প্রস্তর নির্মিত গৃহ গুলি দেখিতেই বেশ সুন্দর হয়। গাড়ী হইতে বসিয়া চুনার দুর্গ আমার চক্ষে পতিত হইয়াছিল। দুর্গটা দেখিলেই বহু প্রাচীন বলিয়া মনে হয় এবং সংস্কারভাবে একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা একটা পাহাড়ের উপর অবস্থিত এবং সেই জন্তই ইহার বাহ্যদৃশ্য অতিশয় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। এখান হইতে গাড়ী ছাড়িয়া মূর্জাপুর নামক ষ্টেশনে আসিল। এ ষ্টেশনটা একটু বড় রকমের এবং সমুদ্র প্রস্তর নির্মিত। মির্জাপুর একটি বেশ সহর এবং এখানে নানা প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, তন্মধ্যে প্রস্তর নির্মিত নানাবিধ জব্বা অতিশয় সুলভ মূল্য পাওয়া যায়। এখানে আমাদের গাড়ী ৮ মিনিট বিশ্রাম করিয়া বেলা ঠিক সাড়ে তিনটার সময় বিজ্ঞাচল ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

ঐনুলকবী মুখোপাধ্যায়।

## SHOPPING BY POST.

### ডাকে ক্রয় বিক্রয়।

এখন আর লোকে বহু ব্যয় করিয়া সহরে আসিয়া বাজার করিয়া লইয়া বাওয়ারি হুরিয়া বোধ না করিয়া ডাকেই ক্রয় বিক্রয় করিতেছে। সমগ্র পাশ্চাত্য দেশসমূহে ডাকে বাজার করার প্রথাটা যেমন প্রচলিত হইয়াছে, অবশ্য তাহার তুলনার ভারতবর্ষে এ প্রথার তত প্রচলন না হইলেও প্রতি নিয়তই ডাক বিভাগের ভিঃ পিঃ পোষ্টের সংখ্যাধিক্য হইতেছে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, এদেশেও ডাকে ক্রয় করার প্রথা বেহুবিধ জনক, তাহা এক্ষণে লোকে উপলব্ধি করিতেছে। এই পদ্ধতির যতই উন্নতি হইবে, ততই লোকের ব্যয় বাহুল্য লাঘব হইবে, এবং কি গৃহস্থ, কি দোকানদার তাহার খরিদ জব্বার পড়তা কম পড়িবে। কিন্তু আমাদের দেশের একটা গলদ আছে, সেইটি না সংশোধিত হইলে ইহার অধিক উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। পাশ্চাত্য দেশে ইহা বলে যে shopping by post অর্থাৎ ডাকে বাজার করা। বিলাতে ও আমেরিকার বড় বড় কারম আছে, তাহার সমস্ত বিক্রয় জব্বার বথার্থ বর্ণনা করিয়া বহু চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ক্যাটেলগ বা মূল্য তালিকা প্রস্তুত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর নগরবাসীকে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সেই মূল্য তালিকার সমস্ত জব্বারই বহুদূরী বিজ্ঞাপন লেখক দ্বারা এমন বর্ণনা করা আছে এবং চিত্র দেখান হইয়াছে যে, তাহা দেখিয়া লোকে জিনিষ পাঠাইবার অর্ডার দিতে বাস্তব হইয়া উঠে। দিল্লার কবেক বটলার ড্রান্স, মন্টো মোমারী ওয়ার্ড প্রভৃতি নিউইয়র্ক নগরের এমন সকল বৃহৎ মূল্য তালিকা আমরা দেখিয়াছি যে, তাহাতে

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

লব টাকা ব্যয় হইয়াছে ইহা অনুমান করিতেও  
ক্ষমতা হইতে হয় না।

আমরা সেই মূল্য তালিকার বর্ণনার  
মধ্যস্থত প্রাপ্তির জন্য অর্ডার করিয়া  
দেখিয়াছি যে, বর্ণনার এবং দ্রব্যে কোনই  
পার্থক্য নাই। ইহাতে আমরা কি বুঝিয়া  
ছিলাম? আমরা বুঝিলাম যে, নিকটেই হটক  
বা স্ট্রেরেই হটক, ইহার ক্রেতার সহিত  
শর্তা করে না। ইহার সৎ, বিশ্বাসী এবং  
তৎপরতার সহিত মাল সরবরাহ করিতে  
পারে। সুতরাং সামান্য জিনিষ হইলেও  
আমেরিকা হইতেও যদি মাল আনান যায়,  
তাহা হইলে চক্ষে দেখিয়া ক্রয় করিবার  
আবশ্যক হয় না। ইহার এইরূপ সত্যতার  
সহিত কাজ করে বলিয়াই সর্বত্র জনতের  
লোকে সংসারে যাহা কিছু মানবের  
আবশ্যক, তাহা ধরিল করে। এই সকল  
কারণে জুতার কিতা হইতে ঘোড়ার  
গাড়ী, গোবাক পরিচ্ছদ, হীরক, অহরং  
প্রভৃতি সমস্তই মানবের প্রয়োজনীয়  
দ্রব্য পাওয়া যায়। গুটরা ও পাইকারী দর  
পার্শ্বে পার্শ্বে দেখা থাকে। জনতের বড়  
বড় ব্যবসারীও ইহাদিগকে অর্ডার দিয়া  
মাল আনা ইহা ব্যবসা করিয়া থাকেন।  
এই সত্যতা, দ্রষ্টব্য বর্ণনাই যেমন ইহা-  
দের সেলমাটার বা দোকানদার, লোকে  
বিক্রয়ের সময় যেমন কথার দ্রব্যের  
ভাল মন্দ বুঝায় এবং বিক্রয় করে, ইহাদের  
বর্ণনা দীর্ঘবে সেই কাব্য সমাধা করে।  
এইজন্য এই সকল Mail Order হাউস বা  
ডাকে মাল সরবরাহকারী ব্যবসারীগণের  
এত উন্নতি হইয়াছে এবং লোকেরও অভিশর  
সুবিধা হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের দেশের ব্যবসারীগণের  
বর্তমান দিকে অনেকেই দুটি রাখা আবশ্যক

বলে করেন না এবং ক্রেতাও অনেক স্থলেই  
সৎ করেন। কেননা সেখা যার, ব্যবসারীকে  
জিনিষ পাঠাইবার আদেশ করিয়া বহু লোক  
অকারণ কেন্দ্র দিয়া থাকেন, তিনিও কর  
কেন্দ্র হয় না। কিন্তু আমাদের কেন্দ্র  
মাতাগণের এইরূপ আচরণের জন্য কোন  
প্রতিবাদের ব্যবস্থা নাই। পোষ্টা-  
পিসের শিরদণ্ডও অনেক সময় অকারণ  
মালিক লইল না বলিয়া সেবাকরে একটা  
কৈকিরং দিয়া প্রেরককে কেন্দ্র পাঠান  
এই স্থানেই সমস্ত চুকিয়া যায়। কেন্দ্র  
জিনিষের কেন্দ্রমতাকে পরে আমরা  
লিখিয়া আনিতে পারিয়াছি, পোষ্টপিসন  
জিসিগ যে দিন আনিয়াছিল, মালিক সেদিন  
যবে ছিল না বা অর্থাভাবে ছিল, পরদিন  
আনিতে বলায় পিসন আনে নাই, কেন্দ্র  
দিয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে দারীজ্ঞান  
শুভ পরীবাণীগণ খেচ্ছায় অকারণ কেন্দ্রও  
দিয়া থাকেন। যে কোন কারণেই হউক,  
কেন্দ্র আসিলে ব্যবসারীর ক্ষতি হয়।  
ডাকে মাল লওয়া এবং বিক্রয় করার ক্রেতা  
এবং বিক্রেতারও সুবিধা অনেক, ডাকঘরের  
আয়ও বর্ধিত, কিন্তু অকারণ কেন্দ্র আসার  
জন্য যদি ডাকবিভাগ হইতে সাধারণের উপর  
কোন কড়া নিয়ম আরি হয়, তাহা হইলে  
লোকে অকারণ কেন্দ্র দিতেও শঙ্কিত হয়,  
অন্ততঃ বুঝিয়া সুজিয়া অর্ডার দিতে পারে।  
এই ব্যবস্থা না থাকায় অনেক দোকানদার  
ডাকে মাল পাঠাইতে ভয় করে সুতরাং  
ডাকবিভাগের কার্যেরও অনেক ক্ষতি হয়।  
যাক, আমরা দেশের লোককেও বলি যে,  
ক্রেতা এবং বিক্রেতারও যথাসম্ভব সৎ হওয়া  
উচিত, তাহা হইলে ব্যবসারের সুন্দর সুবিধা  
হইতে পারে।

বহু দূর হইতে পাথের ব্যয় করিয়া

আমরা মাল বহন করিয়া লইয়া যাইলে  
আমরা দেখিয়াছি, পড়তার ব্যয় অধিক পড়ে  
সুতরাং ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই  
আহাতে ক্ষতি হয়। কিন্তু লোকে যদি একখানা  
পোষ্টকাত লিখিয়া যবে বলিয়া মাল পাইতে  
পারে, তাহা কদাচই নিজে আসিয়া নানা  
স্থানে ঘুরিয়া খড়ি করার ব্যয় অপেক্ষা অধিক  
হইতে পারে না। Shopping by mail  
or Post পদ্ধতি এদেশে অপরাপর দেশের  
ভার প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইহার  
উন্নতি করিতে হইলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা  
উভয়কেই তত্ত্বলোক এবং সৎ হইতে হইবে,  
পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে,  
আপনার ভাবিতে হইবে, অকারণ পরস্পর  
পরস্পরকে কদাচই ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে না  
ইহা ধারণা রাখিতে হইবে, তবে এ কার্যের  
উন্নতি সম্ভব হইবে। কিন্তু পরিচাপ এই  
বিষয়েই এদেশের গলদ। শিক্ষার দ্বারা  
এই গলদ সারা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের  
হর্ভাগ্যবশতঃ তাহা হইতে পারে নাই।  
এদেশের ক্রেতা আপনার দেশের বিক্রেতাকে  
বিশ্বাস করিতে পারে না, বিক্রেতাও ক্রেতাকে  
বড় শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, উভয়ের মধ্যে  
বনিষ্টতা জন্মে না। এ কলক এ দেশ হইতে  
কত দিনে যাইবে বলিতে পারি না।

ইউরোপ এবং আমেরিকার এইরূপ  
ব্যবসারীগণকে আমরা তাহাদের মূল্য  
তালিকা লইয়া নিশ্চিত ভাবে টাকা পাঠাইয়া  
দিতে পারি, এবং টাকার উপযুক্ত মালও  
পাই, কিন্তু দেশী লোক দেশের ব্যবসারীকে  
অগ্রিম টাকা দিতে সাহস করে না, ইহার মধ্য-  
স্থলে কোন বাধা বিস্তার আছে তাহা অনু-  
সন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, জনত  
পাবক শিখার ভার অবিশ্বাস। এই কারণেই  
তিনিতে মাল পাঠাইবার আদেশ জরূর হয়।

পুস্তক "কাজের লোক" শেষ হইতে চুলিল, তৎপর লউন।

সকলই খুঁজি ও অসংখ্য নীতি ভাঙাই মলা, ভাঙা না হইলে এদেশে একাজ আর আশ্রয় আমরা দেখিতে পাইতাম না। এইরূপ পরস্পরের প্রতি অসিদ্ধান্ত উল্লিখিত পরিচায়ক ভূমিকা নহেই, অধিকন্তু এই অসিদ্ধান্তের ভিত্তি কোন ব্যবসায় বাণিজ্যেরই উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে, নচেৎ জগতের সমস্ত জাতিরই বোধ মূলধনে বড় বড় কাজ চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এদেশে চলে না কেন? “Honesty” বা সত্যতার অভাবই ইহার মূল কারণ, তাই বলি নাকে কানিলে কি হইবে, আগে নিজের গলায় সারিতে হইবে। আমাদের জন্ত কেহ কিছু করিয়া দিয়া দুঃখ মৈনেন প্রতিকার করিবে না, পরস্পর পরস্পরকে সাড়াবা করিয়া নিজে দেয় পছন্দ নিজের দিকে করিয়া লইতে হইবে কিন্তু প্রত্যেকেই একবার নিজের বুক হাত দিয়া বল দেখি, সে উপায় কয় জন অবলম্বন করিয়াছে? নাকে কানিলে দুঃখ ঘুচিবে না, উপরতির উপায় গুলি অবলম্বন করিতে হইবে। “চোরের রাজ্যবাসই লাভ” এটা উন্নতি বা ব্যবসায়ের নীতি নহে।

সহর এবং পল্লীগায়ে সমানভাবে এই কার্য চলিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক লোককেই সত্যতার আশ্রয়ে কার্য করিতে হইবে। আগে সং হও, সত্যতার গুণেই দীনও সমগ্র জগতের সাহায্য পায়। সত্যতাই সর্বত্র ও সাধন।

## Homeopathic.

## হোমিওপ্যাথিক

## মেট্রিক্স মেডিকা।

## একোনাইটম নেপেলস।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রসবাত্তিক জ্বর।—প্রবাহ হ্রাস, কলম হয়, গাভ ঠাণ্ড করে, সমগ্র

তলপটে বাবা; তৎপরে অত্যন্ত উত্তাপ হয়, উত্তাপ অবিরাম থাকে, পিপাসা, জ্বরবাস; সমস্ত মাথা ধরে, সর্বদা মাথা বেদন হইতেছে বোধ হয়; ঘন করে ঘন ঘন বিছানা ঘুরিতেছে এবং দক্ষিণ পাশে কিরিয়া শুইয়া থাকিতে চায়। তদবধি কার্য করে ও কথা বলে, খিটখিটে, রাগান্বিত, আশঙ্কাপূর্ণ, উদ্বিগ্ন হয়, নিদ্রা হয় না। আহায়ে অসিদ্ধা, খাওয়ার ক্ষমতা বমনো-জ্ঞেয় হয়। নাকী কঠিন এবং ক্ষত। অস্ত্রের স্থানে স্থানে হুটীবিদ্ধ, তীক্ষ্ণ, কর্তনব্য ও জালাজনক ব্যথা, ব্যথা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়; সময়ে সময়ে পেট কাঁপে; ঘন ঘন প্রস্রাব করে, প্রস্রাবকালে কষ্ট। তরল জলীয় ও বজ্রগাম্যক উদয়াময়; লোকিয়া প্রাব বহু হয়, তল শিথিল এবং শূন্য।

দুঃখস্বর।—চর্ম উষ্ণ শুষ্ক, অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিরতা ও উদ্বিগ্ন। তল উষ্ণ, শক্ত ও ক্ষীণ, কিন্তু দৃঢ়শূন্য।

মস্তক।—শিরোগ্রন্থন, বিশেষতঃ মাথা তুলিলে হয়, কিম্বা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার সময়, মাথা নাড়িলে (আর্নি, ক্যালকে, কার্কেণ্ডে, হিপা, ক্যালসি, সিকা, মফস্) বা হেট করিলে হয়, সর্বদা মাথালের মত মাথা দোলে, সংজ্ঞাহীন হয়, চক্ষু কাপসা দেখে, গা বমি বমি করে। গরম ঘরে প্রবেশ কালে ললাট চাপিয়া রহিয়াছে বোধ হয়।—মাথা ধরে, ঘন মস্তকের কোন অংশের স্থানে স্থানে উচ্চ হইয়াছে বোধ করে, একটু নড়িলে চড়িলে এমন কি কথা কহিলে এবং জলপান করিলে শিরঃপীড়া বৃদ্ধি হয়। মাথার ব্যথা, তৎসঙ্গে বমনোজ্ঞেয়, বমিও হয়। মস্তকে আঘাত লাগিবার ভায় শিরঃপীড়া, তৎসহ সর্বদা বা হাত পায়ে আহতব্য ব্যথা।—মস্তক ঘন ললাটদেশে সংকোচিত হইয়া রহিয়াছে মনে হয়।—অকিণোলকের পশ্চা-তাপে চাপবৃদ্ধ টানা শিরঃপীড়া।—ললাটে

চিরকাল কাটাব শিরঃপীড়া, ঘন অবিসমূহ বা নাসিকার মূলদেশে ব্যথা অসহনীয়, ব্যথাতে কর্তব্য জ্ঞানশূন্য হয়, বহির্বায়ুতে বিচরণ করিলে বৃদ্ধি হয়। ললাটদেশ পূর্ণ ও ভারি, ঘন কোন ভারি জিনিস সহিষ্ণু হইতে ও উহা সমগ্র মস্তক সহিত ললাট মধ্য দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, কিম্বা চক্ষুর ভাহাদের কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবে মনে হয়। মাথার, ললাটে বা ললাট পার্শ্বে অঙ্গ বিদ্ধব্য এবং ধপ্ ধপ্ ব্যথা, ঘন কোকা হইয়াছে মনে হয়; কখন কখন বিচরণ কালে ঐরূপ ব্যথা ও উপবেশন করিলে উপশম হয়।—ললাটের বামপার্শ্বে ছিড়িয়া বাগরাক মত ব্যথা, তৎসঙ্গে কাল ভীষণ গর্জন ও ঘণ্টা বাজবৎ শব্দ অসহনীয় হয়, ঘন একটা গোলা নাড়ি প্রদেশ হইতে উপরদিকে উঠিয়া ব্রহ্মতালু ও মস্তকের পশ্চাদংশ দীপ্ত করিয়া ছিল।—জালাজনক শিরঃপীড়া, ঘন হুটু জলমধ্যে মস্তক আলোড়িত হইতেছে।—মস্তকে রক্তসঞ্চার, তৎসহ দুঃখমস্তকের উত্তাপ ও আরক্তিমতা, কিম্বা মস্তকে উত্তাপাশুভূতি, মস্তকোপরি ঘর্ষ, এবং দুঃখমস্তকের মালিন্য।—ললাট, নাসিকা ও পার্শ্বে জ্বরিত ভাঁজের ভায় শব্দ। ব্রহ্মতালুতে কেশাকর্ষণব্য অঙ্গ-ভূতি।—প্রচুর ঘর্ষ নির্গমনের পর ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথার ব্যথা, সেই সঙ্গে কাণ ঘেঁ। ঘেঁ করে, অস্ত্রের ব্যথা ও মাথার সর্দি।—নড়িলে, কথা কহিলে, অঙ্গ শরনাবস্থা হইতে উখিত হইবার সময়, এবং পান কালে মাথার বজ্রণ বৃদ্ধি হয়, বহির্বায়ুতে উপশম হয়। সর্দিজনিত মাথা ব্যথা (কেলি-হাইড্রি রক্তিক, ল্যাকে)। বাতাস লাগিলে মাথার ব্যথা। জলপান কালে বা কথা কহিলে মস্তক নড়িতেছে বোধ হয়। মাথা বহু হইয়াছে বোধ।

মস্তকে রক্ত জমে, মাথা ধপ্ ধপ্ করে ও পূর্ণ ভাব, অনবরত মাথা ঘুরে, বিশেষতঃ

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।



শিলিতে হয় এবং রাতে আগুন থাকিতে হয়। সর্দিজ্বর হইয়া অত্যন্ত মাথা ধরে, মাথার সমুখভাগ ধরে। দিবাভাগে সর্দির আব প্রচুর হয়, রাতে শুক থাকে। নাসা-রক্তের একবার করিয়া বন্ধ হয়, একবার করিয়া খুলিয়া যায়। মাথার স্পর্শ সহ্য হয় না, কিন্তু আচ্ছাদিত করিলে উপশম হয়। শিশু বায়ুতে বতকণ থাকে, সর্দি কম বোধ হয়, গরম ঘরে থাকিলে বৃদ্ধি হয়।

**গুলিয়ম এনিমেলি**—জনীর আব. নাক হাজিরা যার ও জ্বালা করে; বহির্বাযুতে বৃদ্ধি।

**অসমিয়ম**—সর্দিতে নাসিকা মধ্যে পূর্ণতাব। নাসিকা ও শব্দস্বর মধ্যে বায়ু অসহ্য হয়। নাসার পচ্ছাদন হইতে গয়েরের টুকরা বাহির হয়।

**ফাইটোলেকা**—সর্দি, এক নাসা-বন্ধ ও নাসার পচ্ছাদন দিয়া স্লেয়া প্রবাহিত হয়। নাসিকা ও চক্ষে সর্দি হইবে এইরূপ অসুস্থিতি।

**প্লাটিনা**—তক সর্দি কেবল এক নাসা-রক্তে হয়।

**প্রম্বম এসেটিকম**—প্রচুর সর্দি। জনীর স্লেয়া আব হয়।

**পনস্টিলা**—সর্দির পূর্ণাবস্থায়, যখন পূক, পীতাত, বা পীতাত হস্তির্ঘণ আব হয়, জ্বালা করে না; বায়ু ও জ্বাণকি নষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ)

## শিশুরোগ নির্ণয়।

—:—

শিশুর তাহাদের মনোভাব বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। তাহাদের পীড়া কালীন পার্শ্বিক অবস্থা সহু চিকিৎসককেই বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহাদের রোগ নির্ণয় করিতে হইলে আকৃতি, প্রকৃতি, অঙ্গভঙ্গী,

উত্তাপ, শ্বাসপ্রশ্বাস, মলমূত্র প্রকৃতি মনোভোগ সহকারে পরীক্ষা করিতে হইবে।

**তাপ পরীক্ষা**—সাধারণতঃ শিশু দিনের উত্তাপ এক ডিগ্রী অধিক অর্থাৎ ১০০°। যদি দেখা যায় উত্তাপ ১০২°র উপর বা ১০০°র নীচে হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে যে শিশুর পীড়া হইয়াছে।

১০২° বা ১০০° উত্তাপে অল্প অল্প মনে করিতে হইবে।

১০৫° উত্তাপে স্তব্ধতর পীড়া।

১০৬° বা ১০৭° উত্তাপে বিপদ।

১০৯° বা ১১০° উত্তাপে মারাত্মক।

কণ্ডুজর, অবিরাগ অর, কুসকুলের প্রদাহ বাতজ্বর, বন্ধ্যাকান প্রভৃতি রোগে যদি ক্রমে ক্রমে উত্তাপ কমিয়া আসে, বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়, তাহা হইলে ভাল।

সাধারণতঃ বৃত্তার পূর্বে উত্তাপ কমিয়া আসে।

উত্তাপ ১° ডিগ্রী বৃদ্ধি হইলে নাজীর সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ কুসকুলের প্রদাহ ও সারিগাতিক জ্বরে, উত্তাপ অধিক হয় (১০৪° বা অধিক)। সারিগাতিক জ্বরে প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে সন্ধ্যার পর উত্তাপ বৃদ্ধি হয়। প্রথম সপ্তাহে উত্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হওয়া খারাপ চিহ্ন। পালা জ্বরে প্রায় কম্প হয়, কিন্তু দুই বৎসরের ছোট শিশুদের প্রায় কম্প হয় না। সুখ, ঠোঁট ও নথের নীচে কাল হইলে কম্পের অবস্থা বুঝিতে হইবে।

**শ্বাস প্রশ্বাস পরীক্ষা**—শিশু জন্মের পর হইতে দুই বৎসরের পূর্বে পক্ষত শ্বাস প্রশ্বাসের কোন নিয়ম থাকে না। শিশু বত ছোট হয়, শ্বাস প্রশ্বাস উৎসে হয়; শিশুর সময় হিরণ্যবে থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে ৩০ বার হয়। অগ্রজ হইলে চকল হয়। শিশুদের শ্বাসপ্রশ্বাস মিনিটে ৩০ বার;

যদি কোন উত্তেজনা হয়, মিনিটে ৮০ বার হইতে পারে। শিশুদের বায়ুকাষ গ্রা: cells) ভাল করিয়া বিকশিত হয় না, তজ্জন্ত বায়ু অধিক প্রবেশ করে না; তজ্জন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস দুর্বল।

যদি ক্রুপ (croup) কাশি হয়, শ্বাস প্রশ্বাসে কাক ডাকিবার মত (crowing-) শব্দ হয়।

যদি পেরিসের প্রদাহজনিত কাশি হয় তাহা হইলে ঘণ্টা বাতকণ শব্দ হয়।

যদি আক্ষেপবৃত্ত কাশি হয় ও যদি গণ্ডার ভিতর প্রদাহ থাকে, তাহা হইলে শব্দতর হয়। যদি নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস হয়, প্রথমে শুক কাশি থাকে, হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া শ্বাস গ্রহণ করে, শ্বাস প্রশ্বাস মিনিটে ৬০ হইতে ৮০ বার হয়, নাসাপ্রাচীষ উঁচু নীচু হয়, গরের কেলিতে পারে না, শ্বাসরোধ হয়।

যদি পুরিসি হয় ও ব্যথা অধিক হয়, তাহা হইলে আক্ষেপ হইয়া শ্বাসবন্ধ হয়।

যদি পেরিটোনাইটিস হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস অসমান ক্রুত হয়, শিহরিয়া উঠে ও শ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়।

যদি মস্তিষ্কের কোন বেগি হয়, তাহা হইলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ কার্তিকজ্ঞান দাস।

## সাময়িক প্রসঙ্গ।

**বাদালী বর কাউট**—বাহাদুর বরস ১৮ বৎসরের কম, তাহার অতিভাবকের অসুস্থিতি লইয়া বর কাউট দলভুক্ত হইতে পারে। প্রতি শনিবার অপরাহ্ন ৫টা ও প্রতি রবিবার প্রাতে ৮টা ও অপরাহ্ন ৫টার তাহার ২০৪৪ মোটার শাকুলার রোডে মিলিত হইয়া কাওরাজ, সকেত প্রমুখ; আইজের দেবা ও সত্তরণ শিল্প করে। কলিকাতার উত্তরায়নের

পুরাতন “কার্জের লোকের” সূচীপত্রের প্রস্তা/০ আলা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

কাঃ লোঃ—৪২

কাউন্সিলের স্থানীয় জমি মহারাণী বনীন্দ্রচন্দ্র সর্কী বাহাদুরের সাক্ষীগণ সোভাই বাগানে শিকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। তাহার কাউন্সিলের ইচ্ছা হইতে ইচ্ছক, তাহার ৪৬ নং বিডন স্ট্রীটে ডাক্তার এস. কে. বাল্লিকের নিকট আবেদন করিতে হইবে। প্রত্যেক মূলের সংগ্রহে বর কাউন্সিল গঠন করিবে ছাত্রদের বহুল হইতে পারে।

ভারত রত্নের ভাণ্ডার।—ভারত রত্ন-ভাণ্ডার, কিন্তু আমরা তাহাকে চিনিলাম না। সাক্ষির মোকদ্দম কারখানার কর্তব্যাক্ষর মার মোকদ্দমী তাতা বলিয়াছেন, সাক্ষিতে যে খনিজ লোহা পাওয়া যায়, তাহার মূল্য টন প্রতি ১৪, কিন্তু ইংলণ্ডে এই প্রকার লোহার মূল্য ১৫ টাকা। সাক্ষির খনিজ লোহা ইংলণ্ডের খনিজ লোহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইংলণ্ডের খনিজ লোহার যদি ৫ ভাগ খাঁড় পাওয়া যায়, সাক্ষির লোহার ৬ ভাগ খাঁড় পাওয়া বাইরা থাকে। ঢাকা ও ঢুলী হইতে যে খনিজ লোহা সাক্ষিতে আনা হয়, তাহার মূল্য ৩ টন প্রতি ৫৮/৬ আনার বেশী হয় না। খনিজ লোহা সত্তা হওয়ার তাহা কোম্পানী ১৫ হইতে ২০ টাকার মধ্যে এক পিগ লোহা তৈয়ার করিতেছেন, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে এক টন পিগ লোহা তৈয়ার করিতে ৩৫ হইতে ৪০ টাকা খরচ হয়। তাতা কোম্পানী এখন প্রতি বৎসর ২,৮০,০০০ টন খনিজ লোহা ব্যবহার করিতেছেন, কারখানা বড় করিলে ৮,২০,০০০ টন খনিজ লোহা ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ভারতে কে এমন লোহা ছিল, তাহা কে জানিত?

বঙ্গের চিনি গুড়।—লর্ড কারমাইকেল স্বয়ং চুটাই ও উপদেশের দ্বারা বাঙ্গালা দেশে

ইচ্ছা ও খেজুরের চিনি গুড় অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করিতে সকলকে উৎসাহিত করিয়াছেন। ১৯১৪ সালে চুড় আরম্ভের পরেই কৃষি রসায়নবিদ মিঃ আলোট বঙ্গের সর্বত্র গমন করিয়া চিনি গুড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব কিনা তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি বহুক্ষেপ দেখিয়াছিলেন, বাঙ্গালা দেশে এমন হাজার হাজার খেজুর গাছ আছে, বাহা কেহ কাটেনা, তিনি প্রত্যেক গাছ কাটিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করেন।

স্বর্ণমুদ্রার চেষ্টার চিনি গুড় বেশী পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। ১৯১৩-১৪ সালে ২,১৮,০০০ একার, ১৯১৪-১৫ সালে ২,৩০,০০০ একার ১৯১৫-১৬ সালে ২,৩৩,৫০০ একার ভূমিতে আকের চাষ হইয়াছে। ১৯১৩-১৪ সালে ৪৮,২৬,৫০০ হানসর আকের চিনি গুড় ও ১২,৪৭,০০০ খেজুরের চিনি গুড় হইয়াছিল, ১৯১৫-১৬ সালে ৫১,৭৬,৬০০ হানসর আকের ও ১২,৮৩,৮০০ হানসর খেজুরের চিনি গুড় উৎপন্ন হইয়াছে। মিঃ আলোট তালের গুড় সম্বন্ধেও অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি অশিক্ষিত লোক দিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, তাড়ের ভিতর দিকে পাতলা করিয়া চূন মাখিয়া দিলে তালের রসে গাঁজা হয় না, উহা হইতে বেশী চিনি হইয়া থাকে।

### বাঙ্গালী সৈন্য।

সৈন্য কলেজটি হইয়া টাউন হলে এখন বাঙ্গালী—সৈনিকবৃদ্ধগণ দেশের মুখ রক্ষার জন্য, রাজ্যের জন্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া বাজা করিল তখন, সে যুগ দেখিয়া আনন্দের সীমা ছিল না। খেজ, ইহাঙ্গাই বঙ্গের জসজ্ঞান—আমাদের জীবনে—আমরা যে একদল দেখিব, এমন অপাণ্ডি কখন করি নাই। বিত্তীয় দল অবিলম্বেই পরিচ হইবে। বর্ধমানাধিপতি মহা-

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্যই দিতে হইবে।

রাজাধিরাজ বাহাদুরের সভাপতিত্বে সৈন্য বর্ধমানের একটা সভা হইয়াছিল, বর্ধমান কৈ মুখ রক্ষা করিবে না? ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দলের জন্ত সহ যুবক অগ্রসর। সনাতন স্বর্ণমুদ্রা এইকাল যে স্থিতি দিতে ইতঃততঃ করিয়া ছিলেন, এক্ষণে সেই স্থিতি দিয়া বঙ্গের অপারম সাধারণের ধনবাহাই হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

## Agricultural Notes.

(সার সংগ্রহ)

### খেজুর চিনি।

(২)

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, গুড় অনেকটা জাল করা যাইতে পারে। এক্ষণে মুৎপাদনের রস জাল দেওয়া হয়। পাত্রগুলি প্রত্যহ ধোত করা হয় না—পাত্র পোড়া গুড় জমিয়া থাকে। তাই গুড় পরিষ্কার হয় না—কৃকবর্ণ হয়। ১৮৯২-৯৪ খৃষ্টাব্দে ত্রিযুক্ত ভূপালচন্দ্র বহু বনোহরে গুড় প্রস্তুতের পরীক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি মুৎপাদনের পরিবর্তে লোহ কটাহ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছিলেন—গুড় ভাল হয়, আর সেই গুড় হইতে সেক্টি-ফিউগাল কক্ষে চিনি শায়া হয়। দেশে লোহ-কটাহে রস জালাইবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে ভাল গুড় প্রস্তুত করা যাইবে। আর এক কথা—গুড় জাল দিবার সময় রস ছাঁকিয়া লওয়া প্রয়োজন; নহিলে গুড় পরিষ্কার হয় না।

বাগদার পাট্রী শেওলা দিয়া গুড় সাক করা হইয়া থাকে। ইহাতে অর্ধব্যয় অতি সাবিত্র বটে, কিন্তু চিনি প্রস্তুত করিতে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। সেক্টি-ফিউগাল কল ব্যবহার করিলে গুড় হইতে অতি শীঘ্র চিনি প্রস্তুত

হয়; তাহাতে টাকা বহুবার খুরিরা আসাতে লাভ হয়। কুপাল বাবু বলেন, ভাল গুড় লইয়া সেটি ফিউগাল কলে অতি উৎকৃষ্ট চিনি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইরাছিলেন। তাহার মত এই যে, এই কল ব্যবহৃত হইলে চাবীরা উৎকৃষ্ট গুড় প্রস্তুত করিবে।

রস ধরিবার প্রথারও পরিবর্তন করিতে হইবে। তাঁড়ের বদলে ঢাকনিওয়ালা ধাতু-পাত্র ব্যবহার করিতে না পারিলে পাত্র সাফ করিবার ব্যবস্থা হইবে না। এনামেলকরা পাত্রে রস ধরিয়া দেখা গিয়াছে, তাঁড়ে ধরা রস অপেক্ষা সে রস ভাল। ইহার কারণ এই তাঁড় সাফ করা হয় না—তাই তাঁড়ে ধরা রসও খারাপ হয়।

রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, গুড় তাঁড়ে না পুরিয়া পিপার বা ক্যানেষ্টারায় পুরিলে সুবিধা হয়। নাগরী ভাঙ্গিয়া গুড় লইয়া কলে দিতে হয়। সময় সময় নাগরির খাপরা গুড়ের সঙ্গে কলে পড়ে। তাহাতে কলের ফিল্টার ব্যাগের কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। আবার গরুর গাড়ীতে আনিবার সময় নাগরি ভাঙ্গিয়া গুড় নষ্ট হয়। পিপা বা ক্যানেষ্টারায় ব্যবহার করিলে সে ভয় থাকে না।

রিপোর্টে দেখা যায়, সেটি ফিউগাল কল বসাইয়া রস কিনিয়া চিনি প্রস্তুত করিলে যথেষ্ট লাভ হয়। ইহার জন্য বড় বড় কারখানা সংস্থাপিত করিলে যে লাভ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

একটি কথা জানা প্রয়োজন। রিপোর্টে যে কলের কথা বলা হইয়াছে, তাহা বসাইতে বা চালাইতে প্রথমত কিরূপ ব্যয় পড়িবে? আমাদের বোধ হয়, চাবী দিগের পক্ষে এরূপ কল সংস্থাপন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং যদি বড় বড় আড়তে কেহ কল সংস্থাপন করেন, তবেই কল হইতে পারে। ইহাতেও কিছু অসুবিধা যে নাই, এমন নহে। আমরা

পূর্বেই বলিয়াছি, চিনির ব্যবসারে অসুবিধা বুঝিয়া অনেকে খেজুর-বাগান কাটিয়া মাঠাল জমি করিয়া চাষ করিতেছে। কোন্ আশার তাহারা আবার খেজুর-বাগান করিবে? খেজুরগাছ বড় হইয়া রস দিবার উপযোগী হইতে সময় লাগে। বর্তমান নতুন গাছ বড় হইয়া রস দিবার মত না হয়, তত দিন রসের পরিমাণ অধিক হইবে না—কলে যথেষ্ট কাজ হইবে না—আবার রস না বাড়িলে লোক বাগানও বাড়াইবে না।

যাহা হউক, সরকার যদি আমদানী চিনির উপর শুক বসাইয়া বা অন্য কোন উপায়ে খেজুর-চিনির ব্যবসারে নতুন জীবন-সন্ধানের উপায় করেন, তবে লোকের উৎসাহ হইবে, অনেক লোকের অঙ্গের উপায় হইবে। এ বিষয়ে ‘অমৃতবাজার পত্রিকার’ প্রবর্তক শ্রীশ্রী কুমার ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অনেকে অবগত নহেন, কেবল ব্যবসা বজার রাধিবার ও কারখানাওয়ালাদের উৎসাহ দিবার জন্য তিনি অনেক দিন লোক-সান দিয়াও একটা কারখানা চালাইয়া ছিলেন। তাহার পর তিনি স্বয়ং নানাতথ্য সংগ্রহ করিয়া ও চৌগুছার শ্রীযুত দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের নিকট হইতে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া সে সকল ‘অমৃতবাজার পত্রিকায়’ প্রকাশ করেন ও সেই সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই সকল প্রবন্ধ যখন প্রকাশিত হয়, তখন যদি সরকার চেষ্টা করিতেন, তবে বোধ হয় এই ব্যবসার পুনরুদ্ধার সহজসাধ্য হইত, এখন সে কাজ আর সহজ সাধ্য নহে।

সরকার যদি রিপোর্ট বাহির করিয়াই নিশ্চিত না হন, পরন্তু যাহাতে বন্ধে খেজুর চিনির ব্যবসা রক্ষা পায়, তাহার উপায় করেন, তবে বঙ্গবাসীর মহত্বপূর্ণ সাধিত হইবে—শত শত নিরস বাঙ্গালীর অঙ্গের উপায় হইবে।

বঙ্গের পল্লীতে আবার বহুলোকের অবস্থার উন্নতি হইবে। আমরা আশা করি, সরকার বাহাদুর সে বিষয়ে অবহিত হইবেন; আর লিখিত প্রতি বিশেষাঙ্গত সরকারী সাহায্যে পুট চিনির প্রতিযোগিতার অবশ্য উপায় করিবেন।

## Editor's Note-Book. সম্পাদকের পকেট-বুক।

—:—

কানিডিয়ান কৃষকগণের শতকরা ৮০ জনের নিজস্ব ভূসম্পত্তি আছে, কৃষি দ্বারা ইহাদের অতুল মুখ ও সৌভাগ্য।

!—

জগতের সমস্ত জাতি অপেক্ষা গ্রেট ব্রিটেনই অধিক মাখনখোর, গড়ে প্রত্যেক প্রায় ১০ পাউন্ড মাখন ভক্ষণ করিয়া থাকে; জার্মানী গড়ে ৮ পাউন্ড, ফরাসি ৪ পাউন্ড এবং কসিয়া গড়ে ২ পাউন্ড মাত্র।

—

স্বল্প গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, জগতের প্রত্যেক এক লক্ষ লোক সংখ্যার মধ্যে ৩৪ জন অন্ধ।

—

পাশ্চাত্য সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে রাস্তার কাগজ ফেলা আইন বিরুদ্ধ। এইরূপ ছেঁড়া কাগজ রাস্তায় ফেলিলে নাকি রাজারও পরিজ্ঞান নাই। একটা গল্প শুনি।

একদিন প্রভুবে আমাদের স্বর্গীয় সম্রাট সমুদ্র এডওয়ার্ড ম্যারিয়েন বার্ড নামক স্থানের উত্তান পার্শ্ব রাস্তার ধারে একখানি আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রত্যাহা সমীরণ সেবন করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখে রাস্তার উপর কয়েকটা ছেঁড়া কাগজ পড়িয়াছিল। সহসা

ছাত্রদের বার্ষিক অর্জমূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

একজন পুলিশকর্মচারী আসিয়া রাজাকে একটু অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, আপনি কি এই কাগজগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছেন? সম্রাট বিনয় সঙ্গতার সহিত বলিলেন “না আমি ফেলি নাই”

রাজকর্মচারী একটু বিরক্তভাবে বলিল, ‘ফেলি নাই বলাটা আপনার সমস্ত হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহা কুড়াইয়া লইব না। আপনার বক্তব্যে এই বলিয়া পুলিশকর্মচারী সর্বপক্ষে সেহান হইতে প্রস্থান করিল। কর্মচারী বুঝিতে পারে নাই যে, সে কাহার সঙ্গে, কাহার সম্মুখে কথা কহিতেছিল।

আর একবার আমাদের সম্রাট সমুখ এডওয়ার্ড বখশ যুবরাজ, তখন তিনি প্যারিস নগরের এক উদ্যানের সম্মুখে বসিয়া বায়ু সেবন করিতে ছিলেন। ঘটমাচারে একখানি পত্র পাঠ করিয়া ছিঁড়িয়া রাজার নিকটপ করিয়াছিলেন। একজন পুলিশ কর্মচারী দূর হইতে আগাগোড়া সমস্তই দেখিতে ছিল। আসিয়া বলিল, “মহাশয় এই কাগজগুলি আপনি ফেলিয়াছেন, এক্ষণে নিজেই কুড়াইয়া লইয়া ভক্ততা রক্ষা করুন।”

যুবরাজ একবার পুলিশ কর্মচারীর মুখের দিকে তাকাইয়া সহাস্য বদনে যত্নক নীচু করিয়া কাগজগুলি কুড়াইয়া লইলেন।

পান্ডাত্য দেশের সম্রাট এবং সাধারণ প্রজার পোষাক পরিচ্ছদে বিশেষ পার্থক্য নাই। কাজেই পুলিশকর্মচারীগণ কে রাজা কে প্রজা চিনিতে পারে না।

### ছালপুরু মানুষ।

আফ্রিকা নিগ্রো জাতির ছাল বা চামড়া অতিশয় পুরু, ইংরাজ এবং অন্ত দেশের লোক অপেক্ষা দৃশ্যণ মোটা, বিশেষতঃ মস্তক ও পৃষ্ঠের চামড়া অধিক পুরু,

ইহাদের দেশের স্রোতের তাপ অতি প্রখর, বোধ হয়, সেইজন্য পুরুত্বের এত ছাল পুরু করিয়া ইহাদিগকে স্বাস্থ্য করিয়াছেন।

## EASY ENGINEERING. সহজ গৃহনির্মাণ শিক্ষা।

—:—:—

(১)

ইঞ্জিনিয়ারিং কঠিন বিজ্ঞান, বলা বাহুল্য আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে লিখিতে অগ্রসর হইতেছি না। তবে সংসারে থাকিতে হইলেই সকল বিষয়ে যেমন একটা মোটামুটি জ্ঞান লাভ করা আধুনিক সাংসারিকের আবশ্যকীয় বিষয়, সেই হিসাবে, আমরা কিছু কিছু সহজ সাধ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ই আলোচনা করিব মাত্র। কারণ, সাধারণ পল্লীগামবাসীর যাহাতে এ বিষয়ে মোটামুটি কিছু অভিজ্ঞতা জন্মে, সেইটাই আমাদের লক্ষ্যস্থল। এই কার্যে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিলে অনেকে কন্ট্রাক্টর বা ঠিকার কার্য অবলম্বন করিতে পারেন, তাহা কম লাভ জনক কার্য নহে।

এই কার্য শিক্ষার নাপা জোকা কার্যের দক্ষতার আবশ্যক, পণিত শাস্ত্রেও জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নচেৎ ইহার অনেক বিষয় বুঝিবার উপায় নাই।

### স্থান পরিষ্কার।

যে স্থানে গৃহ নির্মাণ হইবে, সেই স্থানটা আগে বৃক্ষলতা শূন্য করিয়া স্থানটিকে পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। বট অথবা প্রভৃতির মূল অতি গভীর মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। সেই সমস্ত শিকড় এবং বৃক্ষলতা সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করিয়া ফেলিতে হইবে, নচেৎ অট্টালিকার ভিত্তি প্রভৃতি কাটরা অট্টালিকা অবিলম্বেই অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।

নির্মাণস্থানে কোনরূপ ডোবা বা গর্ত

থাকিলে তাহাকে খুঁড়িয়া পুনরায় মাটি দিয়া হ্রস্ব করিয়া সমতল করিতে হইবে। পুরাতন মাটি বসিয়া বাইরাও ভিত্তি কাটরা বার। তখনও হ্রস্ব করাইয়া মাটি বসাইয়া লইতে হয়। পল্লীগামের বহুলোক অট্টালিকা নির্মাণের সময় এই সকল কার্য গুলিকে অতি সামান্য এবং নগণ্য মনে করেন, সেজন্য ২ ১০ বৎসরেই দালান কাটরা বার এবং গৃহস্থানী মনো-তাপ ভোগ করেন। সমস্ত স্থানটিকে সমতল করিয়া লইয়া তাহার পর বনেন কাটিতে হয়। এই বনেন সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে বিশেষ রূপে আলোচিত হইবে। অনেক সময় বাড়ী ভাঙ্গিয়া সেই স্থানেই বাড়ী প্রস্তুত হয়। এমন স্থানেও অগ্রে ভগ্ন গৃহের কাট কাটরা লোহ, কপাট জানালা প্রভৃতি গুলি নিরাপদ এক নির্দিষ্ট স্থানে গুছাইয়া রাখিয়া তাহার পর পুরোক্ত প্রকারে স্থানটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া লইলে তাহার পর বনেনের কার্য আরম্ভ করিতে হয়। পুরাতন সুরকী ইট বখা বোগা স্থানে রাখিয়া দিতে হইবে। ground বা জমী বত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, ততই ক্রাধোর সুবিধা হইয়া থাকে।

### ইমারৎ বা ইঁকনির্মিত গৃহ।

১। কোন স্থানে বাড়ী নির্মাণ করিতে হইলে প্রথমে সেই স্থানটির দীর্ঘ প্রস্থ মাপিয়া কোন “plan make.” বা নকসা ওয়ালাকে দিয়া সেই স্থানের একটা নকসা প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। ভাল নকসাওয়ালা বত-টুকু জমীই হউক তাহার মধ্যে এমন স্থানের ভাবে গুড়াইয়া গৃহের আবশ্যকীয় কক্ষ গুলি সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করিতে পারে যে তাহাতে বাড়ী প্রস্তুত হইলে গৃহস্থ আশ্চর্য হইয়া যায়। ইহায়া বানরক স্থানের অপব্যয় করে না। কলিকাতা সংরে প্রত্যেক বাড়ীরই

ছাত্রদের বার্ষিক শ্রদ্ধ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

এক একটা প্রান বা নক্সা করাইয়া আগে মিউনিসিপাল আফিসে মঞ্জুর করাইয়া লইয়া তবে বাড়ী তুলিতে হয়। সেই জন্য অল্প স্থানে অতি সূক্ষ্মর সূক্ষ্ম বাড়ী দেখিয়া মোহিত হইতে হয়। বাহারী এই কার্য্য করিয়া থাকেন, ডাফ্‌টম্যান বা নক্সা ওয়াল।

## EXCAVATION.

### ভিত্তি খনন।

প্রানের মত যেমন যেমন স্থানে দেওয়াল প্রভৃতি হইবে, সেই সকল স্থানে ভিত্তি বা বনিয়াদ খুঁড়িতে হয়। এই ভিত্তি ৫।৬ ফুট গভীর করিতে হইবে এবং তাহা যথেষ্ট অর্থাৎ প্রায় ২।৩ ফিট প্রশস্ত করিতে হয়। কারণ তাহার মধ্যে চলা ফেরার সুবিধা হইবে। এই সকল উত্তোলিত মাটিকে বনিয়াদের খাদ হইতে যথেষ্ট দূরে রাখিয়া দিতে হইবে, নচেৎ অকস্মাৎ বৃষ্টি হইলে বা লোকজন ঐ মাটির উপর দিয়া যাতায়াৎ করিলে মাটি গর্তে পড়িয়া বনিয়াদ পূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, তখন আবার খুঁড়িয়া মাটি বাহির করিতে ব্যয় যথেষ্ট হইতে পারে।

এই ভিত্তি খনন করা হইলে একবার মজুর দ্বারা সমস্ত ভিত্তি গুলিকে খুব জোরে ছন্দ করিয়া ঠিক সমতল করিয়া লইতে হইবে এবং লেভেল দেখিবার যন্ত্র দ্বারা লেভেল পরীক্ষা করিতে হইবে। বনের খোঁড়ার পর একবার খুব সাবধানে মনোযোগ দিয়া সমতল না দেখিলেই ভিত্তি কাটিয়া যায়, এবং তাহার উপর গৃহ নির্মাণ হইলে তাহার দেওয়ালও ফাটা অসম্ভব নহে, অনেক স্থানে এই জন্যই দেওয়াল ফাটিয়া যায়।

আগামী বারে Concreat বা বনিয়াদের কথা বলিব। এবারে স্থানান্তর বসন্ত: অধিক কিছু বলিতে পারা গেল না।

## পূজার বলি।

—(১০১)—

(কৃত্ত গল্প)

পূজার কয়েকদিন পূর্বে এক পল্লীগ্রামে সবে মাত্র প্রভাত হইয়াছে, নিবীড় জনলের কোনে, বিশাল অট্টালিকার নিয়ন্তল গৃহে তখনও অন্ধকারের যুদ্ধজায়া পরিস্ফুট, প্রকৃতির গায়ক বন বিহঙ্গেরা নিদ্রাতঙ্গ পাখা ঝাড়িয়া মিষ্ট স্বরে গান ধরিয়াছে, শৈকালিকার রানি, শিথিল দেহে ওরুতলে পতিত, স্থলপদ্ম বিরল-পত্র তরুরবকে সূর্য্যর মুখে হস্ত্য করিতেছে। এখনও মলিনচন্দ্রমা প্রভাহীন বদনে গগনের একপ্রান্তে অলসবৎ অবস্থিত। ঠিক এই সময়ে পল্লীর এক কৃত্ত কুটীরে এক নীচ জাতীয়া বৃদ্ধা বিধবা গাত্রোধান করিয়া সযাক্ষনী হস্তে গৃহ ও অঙ্গনাদি পরিষ্কার করিয়া কৃত্ত অর্ধভ্রম একটা ঘরে একটা ছাগশিশু ছিল, তাহাকে বাহিরে আনিয়া শামল তৃণপূর্ণ সমতলস্থানে বাঁধিয়া দিল, ছাগশিশু আক্সাদে বৃদ্ধার অঙ্গে অঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া আহায়ে প্রবৃত্ত হইল, বৃদ্ধা নিকটে বসিয়া তাহার গাত্রে হাত বুলাইয়া, শ্রামল কচি পত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়া তাহাকে দিয়া দেহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

দূরে গ্রাম্য অমীদারের বাড়ীতে পূজার বোধন বসিয়াছে, তাহার বাজনার শব্দ বৃদ্ধার কুটীরে আনিয়া পৌছিতে ছিল, সে বাদ্যরবে তাহার স্মৃতিসাগর মথিত করিয়া জন্মের নিভৃতপ্রান্ত হইতে একটা অব্যক্ত বেদনার স্রষ্ট করিতে ছিল, কৃষ্ণকায় সবল শিশু পত্র-কন্ডাগুলি একদিন এই কুটীরে পূজার আনন্দে কোলাহল করিয়া বেড়াইত; আজ তাহার। থাকিলে, এই তরুকুটীর আলো করিত; রেহমর সরলজন্ম স্বামী, সুখ ও দুঃখে আপ মায় জন্ম, তাহার ও মেহাজনন চিরদিনের

জন্ত মুদিত হইয়াছে। বৃদ্ধা নরন সুহীরা গৃহ কার্য্যে রত হইল।

অমীদার বাড়ীর সাদা চূণকান করা পূজার দালানে সূর্যালোক প্রবেশ করিয়া বাড়ের কলম গুলিতে নানা বর্ণ ফলাইতেছিল, কখনও বা মুহু বাতাস তাহাদের আলোকিত করিয়া স্রতিমধুর ঠুন ঠুন শব্দ উৎপাদন করিতেছিল, দালানে কয়েকটা তত্ত্ব যুবক ও অর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তি উপস্থিত এসঙ্গে কথাবার্তা করিতেছিল।

যুবক শ্রামাপদ অর্দ্ধ বয়স্ক এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “দেওয়ানজী মশাই?” এবার মহাপ্রসাদের আরোজনটা একটু বেশী রকম চাই, মাহুয হিসাবে এক খানি করে মাংস হলে চলবে না।”

দেওয়ানজী মিষ্টহাস্যে বলিলেন, প্রায় ২০।২৫ টা ছাগবলি হয়, তবুতো কুলাতে পারি না; লুচি সন্দেশ যেথ লোকে আগে মাংস খায়।”

চাটুয্যে মশায় কপটভাবে হাই তুলিয়া বলিলেন, “আর ব্রাহ্মণের মতি রতি এখন এমনই হ’য়েছে, যে ব্রাহ্মণ পুরাকালে কাঁচকলা ভাতে দিয়া হবিষ্য করিত, এখন তা’রা সুরগী খেয়ে পার করে দিচ্ছে।”

শ্রামাপদ হাসিয়া বলিল, “খুড়ো তখন তো ব্রাহ্মণেরা এমন মটনচপ কাউলকারী, হাঁসের রোট্ট রাঁধতে জানতো না, কাজেই কাঁচকলা ছিঁড়ে ভাতে দিয়ে ভাত খেত।”

কুমদ নামে যুবক বলিল, “তখন ব্রাহ্মণের ছিল আত্মত্যাগ, সত্যবাদিতা, চরিত্রবল, ধর্ম্মভাব, কাজেই সমাজে উন্নত স্থানে আসন ছিল, কিন্তু এখন ত্যাগ হুয়ে বা’ক, লোভ প্রবল, প্রতিবাসীর এক হাত জায়গা থেকে, আর যজ্ঞমানের পিতলের ধাল খানি পর্য্যন্ত নজরে আছে, সত্যবাদিতা বধন দেশেই নাই, তখন আমাদেরই বা থাকবে কেন? কাজেই

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্ত ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।



গজাঙ্গল হাতে আদালতে বিধা সাক্ষী দিবার সময় অগ্নান বদনই থাকে। চরিত্রবলের কথা আর কি বলবো, মনের বোতল একটা অম্পূর্ণ জিনিস, এ মনেই থাকে না, অভ্যস্ত কথা এ সত্যকালে বলতে লজ্জা পাই। ধর্ম ভাবের মধ্যে নিজে সব অধর্ম করি, অস্ত্র লোকে সমাজের বিরুদ্ধে যদি একটা সং কাব্যও করে, তবে সেই পুরান আইন ধরে একটু শক্তিসংকর করে তাকে এক ঘরে করি। ব্রহ্মশাপের ভো আর ক্ষমতা নাই, এখন বরং গলাবাজিতে কিছু কাজ হয়। লুকিয়ে ইষ্টার্প হোটেলের সব জাত এক হো'রে এক টেবিলে খাই, কিন্তু প্রেক্ষাপ্রভাবে যদি ভোজন হলে শূন্য আসে, তবে অর্ধভুক্ত খাদ্য পরিভ্যাগ করে নিষ্ঠার পরিচয় দিই।"

এ কথার উপর জবাব ছিল না, কাজেই সকলে বিমনাতাবে চুপ করিয়া রহিল। সত্যচরণ বলিল, "পাঁটার মা বুড়ীর একটা ছাগল আছে, খেয়ে দেয়ে বেশ নাহুশমুহুশ হয়েছে সেইটা বুড়ী দেয়, খেয়ে মা দশভুজার তৃপ্তি হয়।" জ্ঞানান বলিল, "চেয়ে দেখবো, কিন্তু বুড়ী কি দেবে? ছাগলটা তার প্রাণ?"

কুমদ বলিল, "আহা অভাগিনী স্বামী পুত্র সব হারিয়ে ঐ একটা জানোয়ারের উপর বাৎসল্য রেহ স্থাপন করে রয়েছে, তোমরা সেইটা ফাঁকি দিতে চাও? মা দশভুজার চক্ষে তুমি আমি আর ছাগলছানার কোন প্রভেদ নাই। ধর্মের নামে বুধা জীবহিংসা! আপনার মনের কুতাবকে বলি-দান কর, কাম, ক্রোধ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রতি বৎসরে একটা করে বলিদান দাও, তা'তে বিশ্বমাতা পরিতুষ্ট হ'বেন, না হ'লে একটা অসহায় পশুকে রসনার তৃপ্তিসাধনের জন্য বলি দিলে সর্বমঙ্গলা অসন্ত-উই হ'বেন।"

মাধু ঠাকুর নয়ন রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন,

ছাত্রদের বার্ষিক অর্ধ মূল্য আর লাইব্রারী, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

"কালকের ছোকরা, কলুকেতার থেকে রৈচ্ছ ভাব পেয়েছ, তুমি বেদ বেদান্তের কি জান? এস তো বিচার করে দেখি, কত বিধান হয়েছে।" কুমদ হাত বোড় করিয়া বলিল, আমি বেদ বেদান্ত পাখীর মত কণ্ঠ করি নাই যে আপনার সহিত বিচারে জিতবো, শুধু মনের অভ্যস্তরে যে বিবেকের বানী নিদানিত হতেছে, সেই শুনে কথা কই।"

মাধু ঠাকুর টিকি নাড়িয়া বলিলেন, "তবে আর কখনও ওসব কথা মুখে এনো না।" ঝগড়ার স্তম্ভপাত দেখিয়া পাঁচ জনে থামাইয়া দিলেন।

(২)

নবমী পূজার দিনে যখন বলিদানের ২৫টা পাঁটার স্থলে ২৪টা মাত্র দেখা গেল, তখন বাড়ী আশপাশ ও জঙ্গল খুঁজিয়াও একটা হারান ছাগলশিশুর সন্ধান হইল না। তখন জমিদার বাবু বিমর্ষমুখে বলিলেন, কি হ'বে? সেটা তো আর পাওয়া যাবে না, এখন কলুকেতা থেকে কিনে আনাবারও সময় নাই। আমাদের ঘোড়া পশু দিতে নাই, হয় ২৩ নয় ২৫, কিন্তু তা ২৩টার কম হ'বে, তা তোমরা পাড়ার আর একটা ছানার সন্ধান কর।"

সত্যচরণ বলিল, "উচ্ছিষ্ট ভাত খাওয়া ছাগে বলিদান হয় না, আমি জানি, পাঁটার মার একটা ছাগলছানা আছে, সেইটা হ'লে ঠিক হয়।" জমিদার বলিলেন, "উচিত মূল্য দিবে বুড়ীর কাছে থেকে নিয়ে এস।"

পাঁটার মা একটা পানা পুঙ্করের ধারে বসিয়া বাসন মাজিতেছে, পুঙ্করগীর ২১টা মংস্ত উচ্ছিষ্ট খাইবার লোভে পানা ঠেলিয়া মুখ বাড়াইতেছে, পাড়স্থ নিবিড় তরুরাজি হইতে মাহারাজা পাখী তাহা দেখিতেছে; এবং

কূলে কূলে বলাকাবুল সাগ্রহে তাহা লক্ষ্য করিতেছে।

জমিদারের কর্মচারী আসিয়া বলিল, "পাঁটার মা! ভোর সঙ্গে একটা কথা আছে, আমাদের বলির একটা ছাগল হারিয়েছে, এখনি এক বণ্টার মধ্যে একটা চাই, ভোর ঐ ছাগলটা আমাদের দে, ১০ কি ১৫ টাকা দাম এখনি দিবে বাচ্ছি।" বুধা প্রমাদ পশিয়া বলিল, দোহাই বাবু মাপ কর, আমি ছেলের মতন করে পালন করেছি, আমি দিতে পারবো না।"

নয়ান বলিল, "ভোর ছাগল মার ভোপে লাগবে, ওর অন্য সার্থক, আর ভোরও জন্ম সার্থক, ওর আর পশু জন্ম হ'বে না, দে! "পাঁটার মা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বাবু আপনি যদি ওকে ঘাস খাইয়ে হাতে করে মারুষ কর্তে, তাহলে বুঝতে; আমার আপনি মাপ কর বাবু!"

অনুরে ছাগলশিশুর অম্পষ্ট আর্তনাদ শুনিয়া তাহার প্রাণ চমকিয়া উঠিল, যেন বমরাজার সবল বাহ তাহার দুর্বল বক্ষ হইতে ছাগ শিশুকে ছিনাইয়া লইতে চাহিতেছে, সে বাসন রাখিয়া পশুকে ঘরে তুলিতে গেল।

গিয়া দেখে, বলবান কৃষ্ণকার দরওয়ারান তাহার মজু আকর্ষণ করিয়া টানিয়া লইতেছে, পশু বুড়ীকে দেখিয়া তাহার করুণ নেত্র মেলিয়া অব্যক্ত শব্দে যেন তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল; মাহারাজার শিশুও জানে, যে তাহার মাতা বলবান, সেও নিপীড়িত হইয়া মাতার কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করে। বুধার ক্ষমতা বা কি, সে কর্মচারীর পারে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবু গো! গরীবের জিনিসটা ছেড়ে দাও বাবু, আমার দয়া কর।"

কর্মচারী তাহার কাছে বনাম করিয়া ১০ টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিল, "চলবে নিয়ে চল। বুড়ীর সঙ্গে মিছে বকে বল নাই।"

দিতে হইবে।

তাহার পর ছাগশিশুর গমনে অনিচ্ছা ও  
বুঝার গায়ে মুখ লুকান, বুঝার কাকুতি ও  
রোদন, এবং পাখগুণের উপেক্ষা বর্ণনা  
করিতে আসিয়া অক্ষয়, যখন তাহার পশুসহ  
চলিয়া গেল, তখন সেই শূন্য ময়দান, শূন্য বটী-  
দণ্ড দেখিয়া মুহূর্ত্তে বুঝার মনে পড়িল, যেন  
দালানে দপতুজা মুষ্টি জলজল করিতেছে,  
মুগকাঠে এক অসহ্য ছাগশিশু, তাহার কি  
করণ দৃষ্টি, অসহ্যের কি অন্তরঙ্গ আকুল  
চীৎকার! চতুর্দিকে যেন শিশুর দল বধির-  
বৎ দণ্ডারমান, একটা পলক অতীত হইল,  
গভীরবাদ্য অসহ্যের নিরপরাধের মরণ  
ঘোষণা করিল, মুহূর্ত্তে ছিন্নমুণ্ড ধরাভালে  
পতিত, রক্তের শ্রোত বহিতেছে, বুঝার অন্তর  
ধড়কড় করিয়া উঠিল, “মা দয়াময়ী! ফিরে  
দে মা!” বলিতে বলিতে জমীদারের বাড়ীর  
অতিমুখে ছুটিল।

( ৩ )

জমীদারবাবু দীর্ঘাকার, ফুলকার, গোরবর্ণ  
পুরুষ, গোলাপী বেণারসী পরিধান ও বেণা-  
রসীর উড়ানী বক্ষে বাধা, হাতের অঙ্গুলীতে  
৫৭টা হীরার অঙ্গুরী ককক করিতেছে,  
পাঁচীর মা আসিয়া তাহার পায়ের কাছে  
কাঁদিয়া পড়িল “বাবু তুমি গরীবের মা বাপ,  
আমার ছানাটা দয়া করে ফিরে দাও।” বাবু  
পাখচরের কাছে ব্যাপার কি জানিয়া বলি-  
লেন, “এখন ফিরে দেওয়া অসম্ভব, পূজার  
আধ ঘণ্টা মাত্র দেবী আছে, তুই বরং আর  
একটা টাকা নিয়ে যা।”

পাঁচীর মার এক কথা, অনর্গল অশ্রুজলের  
সহিত এক প্রার্থনা, “ফিরে দাও, বাবু ফিরে  
দাও!” বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “আঃ।  
বুড়ী বড় জ্বালাতন কনুলে, একে তাড়িয়ে  
দাও!” আজামাজ ২৩ জন লোক অগ্রসর  
হইল, অগত্যা পাঁচীর মা সদরদ্বারের দিকে  
চলিল, কিন্তু তাহার মেহপালিতকে যমের মুখে

রাখিয়া বাইতেও পারে না, সদর দিয়া বাহির  
হইয়া বিড়কী দিয়া অক্ষরে গেল।

ফুলকারা পরমাহুকরী, মানাঙ্গকার ভূমিতা  
গৃহিণী নিমন্ত্রিতাগণের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত  
ছিলেন, পাঁচীর মা আসিয়া তাহার কাছে  
কাঁদিয়া পড়িল, তিনি সমস্ত ভনিয়া বলিলেন,  
“এখন তো আর উপায় নাই বাছা; সময়  
খাতিয়ে হ’লে না হয় আর একটা কিনে  
নেওয়া হ’ত, তুই মনে হুংখ করিসনি, পূজার  
ক’দিন এখানেই প্রসাদ পাস।”

বুড়ী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া বলিল,  
“আমি খেতে চাই না ঠাকরুণ! আমার  
ছাগলটা ফিরে দাও, আপনায় ছেলেটা মারা  
গেলে মনে বা লাগবে, আমার ছাগলটার  
জনাও ঠিক তাই মনে হচ্ছে।”

বুড়ী অতশত না ভাবিয়া বলিয়াছিল,  
কিন্তু গৃহিণী একেবারে তেলে যেখানে জলিয়া  
উঠিলেন, “বেরো বুড়ী আমার বাড়ী থেকে,  
আজ মহা নবমী, আমার একমাত্র ছেলের  
অকল্যাণ কচ্ছে।” পাঁচীর মা শশব্যস্তে  
পলাইল, রাস্তায় আসিয়া একবার সেই উন্নত  
অট্টালিকার প্রতি চাহিয়া দাঁড়াইল, জানালা  
দিয়া প্রতিমা দেখা যাইতেছিল, সজোরে  
পূজার বা বলিদানের বাজা বাজিয়া উঠিল,  
“জয় মা” শব্দে গগণ ও মেদিনী কাঁপাইতে  
লাগিল, কি রাক্ষসী চীৎকার! যে মানুষ  
সদয়তার বড়াই করে, সেই কি অসহ্যের  
প্রতি অত্যাচার করিয়া এমনি আনন্দধ্বনি  
করিতে পারে, তাহার পাশব চীৎকারে বুকি  
অসহ্যের মৃত্যুকালীন আকুল চীৎকার  
চাকিয়া ফেলিতে চার।

বুঝা প্রতিমার প্রতি চাহিয়া “মা বিশ্ব-  
মাতা এর বিচার ক’র মা।” এই কথাটা  
বলিয়া ছাগশিশুর মৃত্যু ভূমিতে ফেলিয়া পদ-  
দলিত করিয়া চলিয়া গেল।

( ৪ )

আজ বিজয়া দশমী বা বিসর্জন, বেলা

১২ টা বাজিয়াছে, রোজ কাঁকা করিতেছে,  
জমীদার বাড়ী পূজাবাড়ী হইলেও অনেকটা  
নিম্নক, ত্রিতলে গৃহস্থায়ী কক্ষে নেটের পরদা  
ফেলা রহিয়াছে, জমীদারের একমাত্র ছাদশ  
বর্ষীয় পুত্র বিহুটিকা রোগে মৃত্যুব্যার শাসিত,  
ডাক্তার আর তরলা দিতে পারিতেছেন না,  
পিতার অগাধ বিষম, অসীম মেহ, দৌর্ভাগ্য-  
প্রতাপ, এই দুই কারণে ধরিত্রী রাখিতে  
পারিতেছেন না। কালে তিনি অসহ্যের বুঝার  
ছাগটিকে যেমন নির্দয়ভাবে গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন, আজ বয়সজ্ঞ তাহার আশাধিকক্ষেণ-  
ভেমনই করিয়া গ্রহণ করিতেছে, কোন  
কাকুতি মিনতি তাহার অন্তর স্পর্শ করি-  
তেছে না।

জমীদার গৃহিণী মূর্খপুত্রের লগাটে হাত  
বুলাইতেছেন, রোদনকীত নয়ন দুটী অগলকে  
সন্তানের মুখপ্রতি চাহিয়া আছে, চঠাৎ বলিয়া  
উঠিলেন, “কাল এমনি সময়ে সে বুড়ী কেঁদে  
আমার এই কথা বলে গিয়েছিল।” ককক  
সকলেরই নয়নের পাতার পাতার জল তরিয়া  
আসিল, গৃহস্থায়ী হ’লি হাত ঘোড় করিয়া  
বলিলেন, “বুড়ী আমার মাপ কর, আমার  
প্রাণের ধনকে একবার আশীর্বাদ কর।”

যখন সন্ধ্যাকালে পাঁচীর মা গৃহকার্য  
সারিয়া নির্জুন দাবার বসিয়াছিল, সন্ধ্যার  
আকাশে ২১ টা তারা ফুটিতেছিল, ক্রীড়ার  
সবে মাত্র আরম্ভ হইতেছিল, তখন গ্রামপ্রান্তে  
নদীতীরস্থ অশানে যে গভীর মোলে হরিধ্বনি  
উঠিতেছিল, তাহা বুঝার কর্ণে গভকল্যের  
বিসর্জনের বাজনার মতই শুনাইতেছিল,  
সে ধ্বনি শুনিয়া তাহার উজ্জলহীন নয়নমুগল  
জলে তরিয়া লোল দীর্ঘ গণ্ডুল ভাসাইয়া  
দিতে লাগিল।

শ্রীহেমলিনী বসু।

সমাপ্ত।

ছাত্রদের বার্ষিক অর্জমূল্য আর লক্ষ্য না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

## কৌতুক কথা।

—(•••)—

পল্লীগ্রামের এক নিত্য সন্ন্যাস প্রকৃতির ব্রাহ্মণ কলিকাতার চাকুরী কতে এসেছিল। হঠাৎ ব্রাহ্মণের এক খানি নুতন গামছা হারাইয়া যায়। ব্রাহ্মণ তৎক্ষণে বড় মনঃক্লান্ত। লম্বা আঁর সে কেমন করিয়া আবার এক খানি গামছা কিনিবে, এই ভাবিতে ভাবিতে স্থির করিল যে, যদি কিছু দিন কামান বন্ধ করা যায়, তা হলে এই ক্ষতিটা পূরণ করা যেতে পারে। তাই হলো। গামছা খানার দাম ছিল ১০ আনা, মাসেতো ১০ আনা বাঁচিবে, ৬ মাস নাই কামাইলাম।

ছ মাস ব্রাহ্মণ কৌরব কর্তৃক করে নাই, মাথার চুল, দাড়ী, মথ সব দিয়া বড় হয়ে উঠেছে। একদিন সে একটা পুকুরে আবাক লম্বিত দাড়ী চুলওয়ালা ভক্ত লোককে দেখে সবিস্ময়ে তাহার মুখের পানে তাকিয়ে আছে। লোকটা অপ্রতিভ হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, মশায়! আমার মুখের পানে তাকিয়ে রয়েছেন, কিছু জিজ্ঞাসার আছে কি? ব্রাহ্মণ বলেন মশায়, আপনি শাল দোশালা হারিয়েছেন বোধ হয়। ভক্তলোক বলেন সে কি? কেন বলুন দেখি?

ব্রাহ্মণ। আজ্ঞে, আমি একখানা গামছা হারিয়ে আজ ৬ মাস না কামিয়ে পরসা বোঁগাছি, না জানি আপনি কত দামী জিনিসই হারিয়েছেন যে, দাড়ী গজিয়ে বুক ছাড়িয়ে পড়েছে। ওঃ গামছা হারানার যে এত কষ্ট, এবার তাই শিখলুম।

ভক্তলোক অবাক! বলেন না ঠাকুর, আমি চিরকালই দাড়ী রাখি। তা আপনার গামছার আমি দাম দিচ্ছি, এক খানি গামছা কিনে দাড়ী চুল মুড়িয়ে ফেলগে। সন্ন্যাস ব্রাহ্মণ খড় খড় করে লাগল।

কতকগুলো জাটা হেলে একদিন হাবড়া টেনে এসে গাড়ীতে উঠলো, পরক্ষণেই এক ভরানক মোটা ভক্তলোক সেই কামরার উঠে প্রায় ৪ জনের আঁরণা জোড়া করে বলে পড়লো।

হোড়াদের একজন বলে, মশায়, আপনার মাংসগুলো যদি বাঁস হতো, তা হলে আপনাকে একটা খাসের বোঁকা বলেও বলা যেতো।

ভক্তলোক বলেন—আমারও মাঝে মাঝে সেটা সন্দেহ হয় বটে, কেননা অনেক গাধা আমাকে দেখে খুব লালসার চোখেই তাকায় দেখছি।

ইউরোপের কোন স্থানের এক রাজার রাজপ্রতিনিধিকে বলেন, দেখ রাজপ্রতিনিধি, আপনাকে আমার গভীর পেচকের ভায় বোধ হয়।

রাজপ্রতিঃ। আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমাকে কেমন দেখায় তা আমি বলতে পারি না কিন্তু এটা জানি, অনেক সময় আমাকে আপনারই প্রতিনিধিত্ব কতে হয়।

তার আইজাক নিউটনের ভাইপো পাদরীর কাজ কর্তেন। যখন নবদম্পতি বিবাহ বেশে গির্জার বাইরা রেজদ্বী হয়ে বিবাহ সার্টিফিকেট নিয়ে পাদরীর ফি দিতে বাইত, তখন পাদরী বলতেন, যাও হতভাগ্য দম্পতিগণ, তোমাদের পরম্পরের গলায় ফাঁসি পরিয়ে যে অনিষ্ট করে দিলাম, তার ক্ষতি আর কিছু চাই না। আশ্চর্য্য জগতের নরনারী হাসতে হাসতে এই ফাঁসি পরে চলে যায়।

আদালতে এক বালক আসামীর উকীল বক্তৃতা করিতে করিতে হঠাৎ হেলেকে কোলে তুলে নিয়ে জুরিটিকে বলতে লাগলেন

আপনারা একবার দেখুন, এই রোক্তমান বালক “দেখলেই আপনারদের দয়া হবে।”

ফরিসাদীর উকীল তা চেয়েও বেহ দেখিয়ে বালককে জিজ্ঞাসা করেন, বলত বাবা, খোকা, কেন কান্দচো?

বালক। আমাকে চিম্টি কাটচে— বালকের চাপা কান হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে আদালত প্রতিধ্বনিত করে তুলে।

বিচারক। আইন ব্যবসায়ী হয়ে অকারণ একজন বালককে কোর্টের সম্মুখে অবস্থা চিম্টি কেটে কান্নিয়ে জুরীদের কদর অধিকারের চেহা বাস্তবিক নিষ্ঠুরতা।

ফরিসাদীর উকীল—বিদ্যান বন্ধুর, ও চালাকি কি চলে ভাই, আমরা সব চোরে চোরে মাথতুতো ভাই, ওবুছি আমিও জানি।

“Franklin said that rich widows are the second-hand goods that are sell at prime cost.” ফ্রান্সিস বলেছিলেন, সেকেনহাণ্ড পুঁজি জিনিস কম দরেই বিক্রয় হয়, কিন্তু সেকে ওহাও ধনী বিধবা খুব উচ্চ মূল্যেই বিকায়ী থাকে।

The only time a woman does not exaggerate is when she is speaking her own age.” মেয়েমানুষ আর সমস্ত বিষয় বাড়িয়ে বলে, কিন্তু নিজের বয়স কখন বাড়িয়ে বলে না।

The tongue of woman is her own sword. and she never lets grow rusty for want of using.

মেয়ে মানুষের জিহ্বা তাহার নিজস্ব তরবারি, কিন্তু সে তরবারিতে অব্যবহারেও কখন রসিচা ধরে না। সুখ ধরিলে আর রসে নাই।

এখন ছাত্রদের সার্বিক পূর্ণমূল্যই দিতে হইবে।

## Editor in Council.

### সম্পাদকের মন্তব্য সভা।

প্রঃ। ডাক্তার কুম্ভবিহারি চৌধুরী

এল, সি, এস, এস, প্রাহক।

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, জৈয়ার মূল ছোট বড় হই প্রকারের আছে, ইহার মধ্যে কোন প্রকার সর্ব বিবেক উত্তম?

উত্তর। জৈয়ারমূল আমরা এক প্রকারেরই জানি, তাহার পাতা একটু ছোট, পাতা রগড়াইলে এক প্রকার সুগন্ধ পাওয়া যায়। ইহা অনন্তমূলের গাছের মত লতানে গাছ; আপনি যে বড় জৈয়ার মূলের কথা লিখিয়াছেন, আমরা তাহা কখনও দেখি নাই, সুতরাং তাহার বিবরণ বিশেষ কিছু বলিতে অক্ষম। এই ছোট জৈয়ার মূল সর্বের মধ্যে ধরিয়া দেখা গিয়াছে যে, সাপ ফনা তুলিতে পারে না। ইহার আত্মাণে সর্ব নতুলির হয়।

শ্রীরাইমোহন সেন গুপ্ত। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, অমৃত দধি বা মিষ্ট দধি কেমন করিয়া প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

অমৃত দধি প্রস্তুত প্রণালী।

উত্তর। উৎকৃষ্ট দধি খাঁটি হুৎ ব্যতীত ভাল হয় না। অমৃত দধি প্রস্তুত করিতে হইলে খাঁটি গোহুৎই আবশ্যিক।

প্রক্রিয়া—প্রথমে একখানি পরিষ্কৃত কড়াইরে হুৎ জ্বালে চড়াইয়া যখন দেখিবে, হুৎ আর অর্ধেকের কম বরিয়া আসিয়াছে, তখন চুলা হইতে নামাইয়া লইবে। যতক্ষণ হুৎ জ্বালে চড়ান থাকিবে, ততক্ষণ নাড়িতে থাকিবেন এবং সর পড়িতে বা ধরিয়া বাইতে দিবেন না।

তাহার পর একটা মাটির পাত্রে তিনতর দিকে দধি উত্তমরূপে লেপন করিয়া উপরোক্ত হুৎ জৈবহুৎ ব্যবহার তাহাতে ঢালিয়া কাপা পর্যন্ত হুৎ ঢালিয়া দিবেন। তাহার পর

অপর একটা পাত্রে জল দিয়া উপরোক্ত হুৎ পরিপূর্ণ বৃত্তিকা পাত্রটি এমন ভাবে তাহার মধ্যে বসাইয়া দিবেন যেন, জলপূর্ণ পাত্রে জল হুৎপূর্ণ পাত্রে গলবেশ পর্যন্ত উঠিতে পারে, যেন সেই জল কদাচ হুৎ পাত্রে প্রবেশ না করে। তাহার পর অপর একটা তাকির তলদেশে ২ ইঞ্চি পরিমিত একটা ছিদ্র করিয়া উপরোক্ত জলপূর্ণ পাত্রে উপর উবুড় করিয়া ঢাকা দিয়া মরদার লেপন দ্বারা গোড় মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিবেন। অমৃত পুনরায় উপরোক্ত প্রকারে প্রস্তুত জলপূর্ণ পাত্রটি উনানের আগ্নেয় টানিয়া বাকির করিয়া তাহার উপর বসাইয়া রাখিয়া দিলেই ক্রমশঃ হুৎ জমিয়া দধি হইবে।

এই প্রকারে প্রস্তুত দধিকে অমৃত দধি বলে। ইহাকে মিষ্টান্নাদ বা চিনি পাতা দধি করিতে হইলে যে সময় হুৎ জ্বালে চড়ান থাকে, সেই সময় ১ সের হুৎ এক ছটাক শর্করা দিলেই সুন্দর মিষ্ট দধি প্রস্তুত হইবে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় বলিয়াছেন যে, বাঁধা দধি একখানি কাপড়ে করিয়া তাহাতে হুৎ এলাচচূর্ণ ও চিনি দিয়া ঘিশাইয়া ছাঁকিতে হয়, চিনি ও হুৎ এরূপ নিম্নে দেওয়া উচিত, যেন অধিক পাতলা বা অধিক মিষ্ট না হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রস্তুত দধিকেও অমৃত দধি বলে। ইহার সহিত কিঞ্চিৎ আম আদার রস ঘিশাইলে অতি মনোহর গন্ধ বিশিষ্ট এবং উপাদেয় হইবে।

দধি ভাল না জমিলে কখন দ্বারা ঢাকা দিয়া রাখিলে জমিয়া যায়, না জমিলে নাড়া চাড়া করা উচিত নহে। অধিক অমৃত পড়িলেও দধি জমে না। পল্লীবাসীগণের খাঁটি হুৎ কলিকাতার দ্বার এত হুল'ত নহে, কিন্তু হুৎের বিবরণ একটু পরিচয় করিয়া কিছু খাইতে জানেন না। অথচ বসিয়া মাটি ভাপান ছাড়া পাড়াপায়ে ত্রীপুস্করের কাজও থাকে

না। যেহেতু পুরুষ হুৎের ব্যবসা হইয়া গিয়া-ইতেছে।

## নানাকথা।

### বঙ্গালীপ্রবাসীর ছুটির কাজ।

মহামায়ার পূজার বেশ দেশান্তর হইতে প্রবাসী বঙ্গালী ঘরে কিরিয়া থাকেন, আর বাবু সাজিয়া পোষাক পরিচ্ছদের বাহার হুটাইয়া পল্লীকে যেন সহরের ভাষা করিয়া ছুটি কাটাইয়া দেন। এসকল বেশ—ডা' ছাড়া একটু কাজ করিলে ভাল হয়, মধ্যে ২১ দিন গ্রাম্য লোকগুলোকে লইয়া একত্র আমোদ আলাদার ছলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আচার ব্যবহার, কৃষি বাণিজ্যের প্রসঙ্গ জুলিয়া কিছু কিছু উপদেশ দিতে হয়, ইহাতে পরম্পরের ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি হয়, প্রতিবাসীগণ শিক্ষিত হয়। নিজের গ্রামের উন্নতির জন্য নিজেরা মনোযোগী না হইলে ক্রমে গ্রাম শাখানে পরিণত হইতে যায়। সহরে বিদেশে অজ্ঞান পরদা ব্যয়ে বাবু সাজিয়া বেড়ান অপেক্ষা নিজের গ্রামে দান ধরয়াং করিলে প্রকৃত ঋণতির বাড়িবে, দেশের সংকর্ষ ওলিতে মনোযোগ দিয়া কি করিলে ভাল হয়, সকলে মিলিয়া হির এবং কার্য করা একটা মত দেশ হিতকর কাজ। এটা একেবারে বিস্তৃত হইলে চলিবে না। এতে বড় বেশী সময় বাইবে না, কিন্তু লাভ যথেষ্ট হইবে।

### OPAL প্রস্তরের গুণ।

ওপ্যাল মূল্যবান প্রস্তর বিশেষ, লোকে অজুরীতে, রাজা রাজকুমারীতে ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রস্তর সম্বন্ধে সাংখ্যাতিক কিম্বদন্তী সমগ্র জগতে প্রচারিত আছে। পাশ্চাত্য ইতিহাসে এই প্রস্তরের বড় বদনাম, যে ইহা ব্যবহার করে, আরই সে সুখী হয় না। প্রমান তার ওয়াটার-কট' অ্যানি অক্

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্ম ১০ আনা ডাকমাণ্ডল পাঠান।

জিয়ার স্ট্র (Anne of Geierstien) এর বিবরণে বলিয়াছেন যে ইহা দ্বারা মলভাগ্য আনীত হয়। অপরাপর বহুলোকেও এই মতের পোষকতা করিয়া থাকেন। খুব মূল্যবান এক থানা ওপেল ভিয়েনার রাজদরবারের আছে। আর একখানি স্যাম্রাজী জোসেফাইনের ছিল। সেই ওপেল থানির নাম ছিল "Burning of troy". স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ অলফ্রুসের একখানি ওপেল ছিল, তিনি তাঁহার নবীনা প্রী (Mercedes) বিবাহের দিন উপহার দিয়া ছিলেন, রাণী বিবাহের পরই মৃত্যুমুখে পড়িত হন। রাজা রাণীর সমাধির পুরেই তাঁহার অগ্নিনি মেরিয়াডেল পুকারকে উপহার দেন, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ও মৃত্যু হয়। তাঁহার পর রাজা তাঁহার জালিকাকে (Princess Christiana)কে উপহার প্রদান করেন, দিনকতক ব্যবহারের পরই তাঁহারও জিন নাসের মধ্যেই সেই গতি হয়, এই সকল চর্যটনা স্বচক্ষে দেখিয়া রাজা স্বয়ং ব্যবহার করেন এবং অল্প দিন পরেই তাঁহারও মৃত্যু হয়, তাঁহার বিধবা রাণী তাঁহার পর একগাছি সোনার চেনে বাঁধিয়া বাড়িভের Virgin Almundone গলার কুলাইয়া দেন। এদেশে নীলা প্রস্তর সম্বন্ধেও এই প্রবাদ আছে, আসি স্বয়ং আমি অনেক ভ্রমলোক এই নীলা প্রস্তর যে দিন হইতে রাখিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে সাংঘাতিক পীড়ার আক্রান্ত ছিলেন। নীলা পরিত্যাগ করিয়া তিনি রক্ষা পান। এমন প্রস্তর শুদ্ধ বিলাসিতার জন্য না পরিবেশে বা কতি কি? কিন্তু ধনমানে রাজ্যের বস্ত্র অক্ষ এবং বস্ত্র হয়, তখন সে কিছুই দেখিতেও পায় না, শুনিতেও চায় না। এখনও অনেক বড় লোক জাল Opal পাইবার জন্য লাগিয়াছে, এমনও আমি দেখি।

### কাগজের গুলি।

কাগজের অথবা চর্চির গুলি খাত্ত নিষিদ্ধ গুলি অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকারক। যদি কাগজের গুলিকে বন্দুকে পুরিয়া নিকটস্থ প্রবেশ যায়, তাহা হইলে বন্দুকের শিলা অথবা লৌহ গুলি অপেক্ষাও অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। তবে কাগজের গুলি দূরবর্তী স্থানে কার্যকারী হয় না। একবার একখানা ১ ইঞ্চি কল্ট্রন কার্টের তক্তা উপর ১ ফুট দূরে বন্দুকের সাধারণ গুলি ছোড়ার একটি ছিন্ন হইয়া ছিল, কিন্তু তাহার উপর কাগজের গুলি ছোড়ার তক্তা থানা একবারে ভাঙিয়া গিয়াছিল। ৬ খানা টানকে একত্র করিয়া কাগজের গুলি করার সমস্ত খণ্ড গুলি আহত স্থানে একবারে প্রেক্ষার আঁটি ফেলার মত হইয়াছিল, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে একখানার একটি পরিষ্কার ছিন্ন হইয়াছিল মাত্র। নিকটের মারে কাগজের গুলি অধিক—ক্ষমতাশালী।

পৃথিবীর সাউথ আফ্রিকা সঙ্গীত বিক্রয়ের সর্বাপেক্ষা বড় বাজার। এখানে প্রতি বৎসর গড়ে ৩০০০০০ টাকার সঙ্গীতে যন্ত্র বিক্রয় হয়, তাহার মধ্যে প্রায় ১৫০০০০ টাকার শুদ্ধ পিয়ানো বিক্রয় হইয়া থাকে। জগতের আর কোনদেশে এত সঙ্গীত যন্ত্র বিক্রয় হয় না।

প্রতিপদ হইয়াছে, যে সময়ে বালিকার চুল যে পরিমাণ বৃদ্ধি হয়, সেই সময়ের মধ্যে বালকের চুল বালিকার চুল অপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৬ বৎসরে একটি বালকের চুল ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি বাড়িয়াছিল, কিন্তু সেই সময়ে একটি বালিকা চুল ছিঁড়িলে উপর বাড়িয়াছিল। কিন্তু ২১ হইতে ২৪ বৎসরের মধ্যে পুরুষের চুল শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

সুইডেনের নিয়ম, প্রত্যেক শনিবার, এবং বেসন পাইবার দিনে সমস্ত মদের দোকান

বন্ধ থাকে, কিন্তু রাজি প্রিয়ার পর্যন্ত সেতিংব্যাক গুলি খোলা থাকে। কোন গবর্ণ-মেন্টই টাল জমাইবার জন্য এমন উদ্যম করেন নাই।

### কাগজের ভূম্যলতা।

কাগজের প্রতি মিয়তই মূল্য বৃদ্ধি হইতেছে, ইতিমধ্যে মূল্য ৩ গুণ হইয়াছে। কি ব্যয় এবং কটে যে সংবাদপত্র চমিতেছে, তাহা দ্বারা চালাইতেছেন তাহারা জানেন। মূল্য বৃদ্ধি করিলে গ্রাহক থাকে না, এদেশের এই অবস্থা। ইহার পর যে কি হইবে বলিতে পারি না। গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতিকার না করিলে বহু মাসিক ও সাপ্তাহিকের হয়ত অকাল মৃত্যু ঘটিতে পারে। বাঙ্গালার কাজ চলত, তাহার পর ব্যবসায়ীদের এখন গোয়াবার দাঁড়াইয়াছে। জানি না কত দিনে জগতের শান্তি স্থাপিত হইবে। দেশের কাগজীগণ এ সময় যদি দেশী কাগজ করিত, তাহা হইলে তাহাদেরও অবস্থার উন্নতি হইত। হায় হইল! দেশের কাগজীরা কি আর আছে? সব আশ্রয় তাড়লো হারাইয়া পর মুখাপেক্ষী হইয়াছি, তবু চৈতন্য হইল কি? একেবারে যে অধঃপাতে গিয়াছি।

শরতের কয়েকটি লাভজনক কাজ।

১। বেণার মূল বা খসখস মূল্যবান সামগ্রী ইহা বিলাতে যায়। এই সময় মাঠে প্রচুর বেণার গাছ সংগ্রহ করাইলে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হয়।

২। শরতে পল্লীগ্রামের পুরুষের তড়াগ ও খাল বিলে প্রচুর শালুক এবং সুন্দি ফুল জন্মে, কুল কুটরা বাওয়ার পর এই সকল গাছে এক প্রকার পত্র গাছের ঢেঁড়ির দ্বারা ঢেড়ি হয়, তাহা তুলিয়া দ্রোজে শুক করিলে

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থ মূল্য আর লইব না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।



ভাগ হইতে বীজ রাহির করিতে হইবে। তাহার নাম ভাঁট, সেই ভাঁট হইতে থে হয়, কলিকাতা সহরে তাহার অতিশয় কাটতি, সেই ভাঁট শুষ্ক অবস্থায় কলিকাতার পাঠাইলে সাদরে হুড়িওয়ালারা ক্রয় করে। বহু স্থান হইতে কলিকাতার তাহা আমদানীও হইয়া থাকে। পুঁজি পাটা শূন্য অনেক লোকের ইহা দ্বারা কিছু উপার্জন হইতে পারে।

৩। সোলা সংগ্রহের এই সময়, কলিকাতায় এই সোলা সাহেবদের টুপি করিবার জন্য বিক্রয় হইয়া থাকে, তত্পূর্বে বেকারের উপায়ে ইহা লিখিয়া ছিলাম, পুনরায় এইটা স্বরণ করাইবার সময়।

## Home Industries.

### গাইস্ফ্য শিল্প।

#### Brass-Polish

#### পিতল পালিস।

পিতলের কারুকার্য বিশিষ্ট জিনিস ঘোড়ার সাজের পিতলকে পালিস করিবার অনেক নামের পালিস আমদানী হয়। আমাদের দেশেও ইহা আনাইয়া বিক্রয় করা যায়। সেইজন্য আমরা পিতল পালিসের কয়েকটা উৎকৃষ্ট করমূল্য পাঠকগণকে উপহার দিব, এগুলি আমদিগকে অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে।

#### ১ম প্রকার।

Oxalic acid. 3 parts  
Hot water 40 parts.

৩ ভাগ অক্সালিক অ্যাসিড টাকে ৪০ ভাগ গরম জলে গলাইয়া ফেলিয়া তাহাতে ১০০ ভাগ পিউমিস পাউডার (Powdered Pumice Stone) মিশাইয়া তাহাতে—

টারশিন ২ ভাগ।  
সফ্ট সোপ ১২ ভাগ।  
চর্কি ১২ ভাগ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া যেমন জুতার কালির কোটা, সেইরূপ কোটার পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় উপযোগী করিয়া বিজ্ঞাপন দিয়া বিক্রয় কর, যথেষ্ট লাভ হইবে। ঠাণ্ডা যে কেন এদেশে প্রস্তুত হইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না।

#### ২। তাত্র ও পিতল পালিস।

Rotten stone ৩ আঃ।  
সাবানের গুঁড়া ১ আঃ।

উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে, Brass Polish Powder একটু ত্রাকড়ার জল স্পর্শ করিয়া পিতলের জিনিসে মাখাইয়া তাহার পর শুষ্ক ত্রাকড়া দ্বারা যতই ঘর্ষণ করিবে, ততই উজ্জ্বল ও হাইপালিস হইবে।

৩। গন্ধক ও থড়ির গুঁড়া সম পরিমাণ দিয়া টহাতে ভিনিগার দিয়া আটার মত করিয়া লইতে হইবে। পিতলের জিনিসে এই পেট মাখাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিলে টহা শুষ্ক হইয়া যাইবে, তাহার পর নরম ত্রাকড়া বা ফ্রানেল দ্বারা ঘর্ষণ করিলে হাই পালিস হইয়া যাইবে।

#### Magic Polish for Brass.

সলফিউরিক অ্যাসিড ২০ ভাগ।  
ট্রাইক্রমেট অফ পটাসচূর্ণ ১০ ভাগ।

ইহাতে ওজনে সম পরিমাণ জল মিশাইয়া পিতলের জিনিসে মাখাইয়া তাহার পর খুইয়া ফেলিয়া ত্রাকড়ার Rotten stone চূর্ণ দিয়া ঘর্ষণ করিলে অতিশয় উজ্জ্বল হইবে। সাবধান, খাঁটা সলফিউরিক অ্যাসিডে হাত দিওনা, পুড়িয়া যাইবে। অস্ত্রান্ত মেটাল পালিসের কথা “কাঁচের লোকের” অস্ত্রান্ত তপিস্তে ইতিপূর্বে অনেক ব্যক্তি

হইয়াছে। পাঠকগণকে সে সবকিছু পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ পালিসের বাজীর কাটতি আছে।

## সেমাই।

### (VERMICELLI.)

—:—

সেমাই কাঁচকে বলে তাহা অনেকেই বোধ হয় অবগত নহেন। বরদা হইতে ইহা প্রস্তুত হয়। সুরি তাহার জায় ইহার আকৃতি। ইংরাজীতে ইহাকে Vermicelli কহে। দুই সিক্ক করিয়া খাইলে ইহা অত্যন্ত উপাদেয় ও সুখরোচক।

পশ্চিমাঞ্চলে ইহার প্রচলন অত্যন্ত অধিক। এই প্রদেশের শত শত অনাধা বিধবাগণ ইহা প্রস্তুত করিয়া স্বাধীন ভাবে নিজের জীবিকা উপার্জন করিতেছে। ইহা উত্তমরূপে করিলে একটি লাভজনক ব্যবসায়। আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত কৃতবিদ্য যুবকগণ “হা অন্ন” “হা অন্ন” করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহার কিস্ত একবার ভাবেন না যে, একাধা বাজালা দেশে করিলে বেশ চলিতে পারে। বাঙ্গালীর বুদ্ধি ও যোগত্যা আছে, যদি তাহার এ কাজটা একটু মৃদন প্রণালীতে করেন, তাহা হইলে শুধু বাঙ্গালা দেশ কেন, স্বদেশ ইংলণ্ডেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট হইতে পারে। কিন্তু বুঝা মানের ভয়ে এ কাজ করিতে কেহই আগ্রহ হন না।

পশ্চিমাঞ্চলের ত্রীলোকগণ হস্তবারা সেমাই প্রস্তুত করে। কিন্তু যদি কেহ কাঁচের, চিটি ছাপিবার কলের (Letter Copy Press) এর জায় কল (Press) প্রস্তুত করেন, বাহার নিরন্তর কাঁচও পদযুক্ত গোলাকার বা চতুর্কোণাকার বারকোসের জায় হইবে এবং তাহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিবে। এই

ছাত্রদের বার্ষিক অর্থমূল্য আদায় হইবে না, এখন পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

বারকোবাক্তি পাঞ্জটিতে মরদার ভাল রাখিয়া কলটি ঘুরাইতে থাকিবে, তাহা হইলে ঐ ছিদ্র হইতে সুরি ভাঙ্গার ভয় কুণ্ডলাকার পদার্থ নির্গত হইবে। এই গুলিকে মোড়ে শুক করিয়া বার্নির টিনের ভায় চতুর্কোণাকার টিনের মধ্যে রাখিয়া রান্ধাল দিয়া ঢাকনি বন্ধ করিবে। (Best Vermicelli) নামাক্তি পেবেল লাগাইয়া বিক্রয় করিলে দেশে ও বিদেশে বেশ বিক্রয় হইতে পারে। যুদ্ধের পূর্বে C. B. কৃত হই পাউণ্ড ওজনের টিন গুলি ৯ ডজন হিসাবে বিক্রয় হইত; এক্ষণে ইহা ১৮২০ হিসাবে বিলাত হইতে আসিতেছে। হই পাউণ্ড সেমাই তৈয়ার করিতে চারি আনার অধিক ব্যয় হয় না। এই কারবার যদি কেহ করেন, তাহা হইলে সফল ধর্মবান হইতে পারেন। এই সকল জিনিস অরেল-ম্যান টোরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

শ্রীরাধারমণ সেন  
গৌরকপুর।

Special for "Businessman".

## মহিম বাবুর সংগৃহীত মুক্তিযোগ।

—:—

### নালীকতের ঔষধ।

ইহা প্রসিদ্ধ চাঁদসীর কত রোগের মহৌষধ।

হিকির্ক শিকড় ছেঁচিরা নরম কলাপাতার বড় ছোঁলা করিয়া কত স্থানে দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিলে ক্ষতপূর্ণ হইবে।

(পদ্ম) চাঁদসী, সংগ্রাহক  
শশীভূষণ দে।

(২)

খারকোল বা বেটুল, ইহার মূল বাছুর

গরুর লাদ ও লোম কাট এই ডিনটা ত্রয়া সম পরিষ্কার লইয়া বাঁটিয়া কতের উপর দিয়া কুমরিয়া লতার পাতা দিয়া ১২ প্রহর বাকিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া রাখিয়া দিবে, ইহাতেই বা পুরট হইয়া শুকাইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা বিস্তৃত ভাবা দার নালীতে সারিবে।

(পদ্ম) চাঁদসী—

## আপনার দেহ

ঔষধ পরীক্ষারও ক্ষেত্র নহে, আর তাহা হওয়াও উচিত নহে। এইরূপে শরীরের উপর বিবিধ ঔষধ পরীক্ষা দ্বারা জীবনী শক্তি নষ্ট হয় এবং অকাল মৃত্যুকে আহ্বান করা হয় মাত্র, রোগ আরোগ্য হয় না। বহু বৎসর পূর্বে জনৈক মহাপুরুষ হিমালয় প্রদেশের গুহা লতা দ্বারা "সর্বমঙ্গলাদ্যুত" প্রস্তুতের ব্যবস্থা দেন, তাহা দ্বারা অগ্নি, অজীর্ণতা, স্বপ্নদোষ, শুক্র এবং ধাতুগত রোগ, বাবতীয় স্ত্রীরোগ, রক্তচুষ্টতা, পারদ চুষ্টতা, প্রভৃতি এত স্থান এবং স্থায়ীভাবে আরোগ্য হইয়াছিল যে, আমরা এক্ষণে বহু ব্যয়ে পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে দিতেছি ও দিতে প্রস্তুত আছি। ইহা অধিতীয় রক্ত পরিষ্কারক বলিয়া অচিরে সমস্ত শারীরিক বিধানকে কার্যক্ষম করে, ভয় বাহ্যকে পুনর্জীবিত করিয়া দেয়। পূর্ণ এক শিশির মূল্য ১৪০ টাকা মাত্র, ভি, সি; ডাকমাতল ৮০ আনা। এক শিশির বাধিক খাইবার প্রয়োজন নাই।

প্রাপ্তিস্থান—

সর্বমঙ্গলা কার্পেন্সী।

১এ শীতলা সেন, বিডন কোয়ার, কলিকাতা।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্যই দিতে হইবে।

## শক্তিবন্ধক

শক্তিবন্ধক—কৃশকার শরীর রক্ত মাংসে পুষ্ট, লাবণ্য ও কান্তিবৃত্ত এবং বলিষ্ঠ ও অত্যধিক পরিশ্রমক্ষম করে, চিত্তাশক্তিবৃদ্ধি, মস্তিষ্কশক্তি ও চিত্ত স্থির করে। বৈধ অবৈধ উপায়ে অতিরিক্ত শুক্রপাত হেতু উপসর্গাদি সমূলে দূরীভূত করিয়া অপরিণাপ্ত শুক্রবৃদ্ধি করে এবং বহু স্ত্রী সম্ভোগের শক্তি দান করে। মূল্য এক শিশি ১৪ বটি প্যাকিং ও ডাকমাতলসহ ২৪০ আড়াই টাকা মাত্র।

দি অগ্নিদীপক কোং,  
মথুরা, ইউ, পী।

## অগ্নিদীপক

অগ্নিদীপক—কুখামান্দা, অরুচি, পেট ভাঙ্গ, পেট গরম, পেট জালা, পেট ব্যথা, পেট ঘুটুঘুট ও গড়গড় শব্দ হওয়া উদগার বাহলা, অন্নোদগার, মধুরোদগার, বিবমিষা, বমন, হিকা, তৃকা, বুক ও গলা জালা, মুখে জল উঠা, অন্নশূল, উদরশূল, নাভিশূল, দূষিত ও কুপিত বায়ু, বহু দোষ এবং নানাপ্রকার অজীর্ণ ও বদভজম (বাহা অতিরিক্ত অপচনীয় খাদ্য ভোজন, অধিক রাস্তে আহার, শুক্রপাক দ্রব্য, কাঁচা বা অধিকপক ফল আহার, বেদান্তর আহার, অধিক মংস্য ও মাংস ভোজন অন্ত হয় তাহা) অচিরে আরোগ্য হয় ও শরীরের অবসরভাব ও মনের ক্ষুধিহীনতা দূর হয়। মূল্য ১ শিশি (৬০ বটিকা) এক টাকা মাত্র ডাক মাতল প্যাকিং।

প্রাপ্তিস্থান—দি অগ্নিদীপক কোং,  
মথুরা—ইউ, পী।

২৪২ এ বেহুলাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা  
ললিত প্রেসে, শ্রীসারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ২৭ নং অক্টোবর  
সংখ্যক পেন হইতে প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৫০ টাকা।

Registered No. C. 421.

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture

## কাজের লোক।

কার্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্র মাসিকপত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ।

New Series.

নব পর্যায়।

Vol. X.

১১শ সংখ্যা।

NOVEMBER 1916. \*

নবেম্বর ১৯১৬।

No. 11.

পূজার অবকাশের পর আবার আমরা কণ্ঠক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সহস্র গ্রাহক গ্রাহিকা, পাঠক পাঠিকাগণকে এবং আমাদের পৃষ্ঠপোষক বিজ্ঞাপনদাতাগণকে বিজয়ার সদয় সম্ভাবন এবং অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। সকলে আশীর্বাদ করুন, যেন “কাজের লোক” স্বীয় কর্তব্য পালনে সক্ষম হয়। আশা করি, সকলে কুশলে আছেন।

বর্ষ পরে মহামায়ার পূজার দিনটা দিনের জন্য বঙ্গ বৈষ্ণব আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, এবার অতিবৃষ্টির জন্য তাহা হইতে পারে নাই, পূর্বে ও পশ্চিমবঙ্গে প্রবল বন্যার, ভয়ঙ্কর ঝটিকার হাহাকার উঠিয়াছে, পশ্চিম বঙ্গে ২০ বৎসর ভালরূপ শস্য জন্মে নাই, এবারেও আমন ধানের খোঁরতর অনিষ্ট হইয়াছে—দীন দরিদ্রগণের কুটীরসমূহ পূজার পূর্বেই

ঝড়ে ধ্বংস হইয়াছিল, পূজার সময় অতিবৃষ্টিতে অসংখ্য গ্রাম অজয় এবং দামোদরের বস্তার ভাসিয়া গিয়াছে। অজয় তীরস্থ বহু গ্রামের সপ্তমী পূজার পর প্রতিমা ও গৃহ দ্বার ভাসিয়া যাওয়ার আর অন্য পূজা হইতে পারে নাই।

অনেক লোক দামোদরে বস্তার নৌকা ভুবিয়া ভাসিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মৃতদেহও ভাসমান দেখা গিয়াছে। এবার মহামায়ার পূজার আনন্দ কোলাহলের পরিবর্তে হাহাকার উঠিয়াছে।

জলপ্লাবিত স্থান সমূহে আশু সাহায্যের ব্যবস্থা না হইলে যে আরও লোক ক্ষয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

প্রতিবৎসরই এইরূপ দুর্ঘটনার বজের বাসস্থান মরুভূমিতে পরিণত হইতেছে।

তাহার উপর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে, প্রতিকারের কোন উদ্বেগ-যোগ্য উপায়ই হইতেছে না। জাতি নো, এদেশের ভবিষ্যৎ আরও কত ভয়ঙ্কর হইবে।

তাই বলিতেছিলাম, পূজার এবার আনন্দের লেশ মাত্রই হইতে পার নাই। সহরের বিলাস-শ্রোতে ভাসমান ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ অবশ্য দরিদ্রপল্লীবাসীর দুঃখের কথা মাত্রও উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। এ দুঃখ দরিদ্র পল্লীবাসীগণ নিজেরাই অজুতব একরে বৎ নিজেই ভোগ করে মাত্র। জাতি নো মহামায়ার কি ইচ্ছা, কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা নানা কারণে ক্রমেই মন্দ হইতে মন্দতর হইতেছে।

অবশ্য, দৈব বিপত্তির উপর মানবের

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

হাত নাই, কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে রাজা এবং প্রজার ঐকান্তিক চেষ্টা হইলে যুদ্ধের বিষম শত্রু ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাংঘাতিক পীড়ার হাত হইতে এখনও দেশের লোককে রক্ষা করা ও যাইতে পারে।

আমরা বহুবার বলিয়াছি এবং আবারও বলিতেছি, পল্লীগামবাসী রোডশেপ দেয় কিন্তু কদাচিৎ তাহার দেয় অর্থের সাহায্য পাইয়া থাকে। জেলা ও লোকাল বোর্ডের অর্থ মেম্বর এবং চেয়ারম্যানের আয়ত্তাধীন। পল্লীবাসী নিরক্ষর প্রজার সেই অর্থ যত দিন না তাহাদের গ্রাম্য রাস্তাঘাট এবং জলাশয়ের উদ্দেশ্যে উন্নয়নের সহিত ব্যয়িত হইবে, ততদিন পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতি সম্ভবপর নহে—কখনও হইবে না। এতোক গ্রামের রোড শেপের টাকা গ্রাম্য পঞ্চায়তের হস্তে সমর্পিত হইলে তাহারা নিজেদের অতি সুন্দরভাবে নিজেদের অবস্থা বুঝিয়া যখন নিজেদের রাস্তাঘাট, জল নিকাশের এবং জলাশয়ের সংস্কার কার্যে ব্যয় করিতে পাইবে, তখন এদেশের স্বাস্থ্য এবং অবস্থার উন্নতি হইবে। যদি আমাদের সদাশয় গবর্ণমেন্ট আশু এবিষয়ে মনোযোগী না হইতেন, তাহা হইলে বঙ্গ শ্মশানে পরিণত হইতে বড় অধিক বিলম্ব হইবে না। পল্লীবাসীগণের দুর্দশা দেখিয়া অতি পাষণ্ডের চক্ষেও জল আসে। তাহাদের দিকে গবর্ণমেন্টকে অগ্রে তাকাইতে হইবে, কারণ রাজা ভিন্ন তাহাদের পানে আর কে তাকাইবে?

যাহারা সাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ লোক্যাল বা জেলা বোর্ডের মেম্বর হইবেন, রাজদ্বারে তাহাদের প্রতিপত্তি বশতঃই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, পল্লীর প্রকৃত অবস্থা উচ্চ রাজকর্মচারীর গোচরে আসিতে চায় না। এদেশের কৃষিকা বশতঃ শিক্ষিত

লোকপণ স্বার্থাক, নিজেদের গ্রামের জন্য সমস্ত রাজস্ব এবং রাজকোষ লাগাইয়া দিতে পারিলেও তাহারা সন্তুষ্ট নহেন। এমন অবস্থার অপরাপর পল্লীবাসীর অবস্থা রাজস্বমীপে পৌছানই স্বভাবতঃ অসম্ভব। কোপাকার কে ভোটের জোরে মেম্বর হইয়া আর ভোটদাতাদের মুখের দিকেও তাকান কর্তব্য মধ্যে মনে করেন না। সুতরাং নিরীহ দীন প্রজার রোডশেপ পব্লিকের টাকায় “নেপোয়” দখি থাইয়া থাকে। এই নেপোয় রাহ আস হইতে পল্লীবাসীকে রক্ষার একটা উপায় গবর্ণমেন্ট না করিলে পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে না। ম্যালেরিয়ার প্রকোপও কমিবে না। এই ম্যালেরিয়ার প্রশমনকল্পে যে সকল জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে, তাহা আদৌ কার্যকারী নহে, কখনও হইবে না। কারণ এই ম্যালেরিয়া প্রশমনের দুইটি উপায়; প্রথম, পল্লীর বন জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া রাস্তা ঘাট দ্রুত করা। ২য়—পল্লীর দূষিত জলাশয়গুলির সংস্কার করা। তাহা হইলেই পল্লীর সমস্ত রোগ অন্তর্হিত হইবে, লোকের পারশ্রম করিবার শান্ত সামর্থ্য হইবে, অবস্থার উন্নতি হইবে।

এই কার্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে গ্রামের পঞ্চায়তগণের হস্তে গ্রামের উন্নতির ভারার্পণ করিতে হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই নিজের গ্রামের উন্নতি করিবে। এই উপায়ই শ্রেষ্ঠ উপায়। জানিনা, কবে গবর্ণমেন্ট এই মহৎ কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন। অহরহ প্রজাক্ষরে পল্লী শ্মশানে পরিণত হইলে—ভবিষ্যতে এজন্য গবর্ণমেন্টকেও মনস্তাপই ভোগ করিতে হইবে। দেশের এমন অবস্থা কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

## দিবাবসানে।

( ১ )

সারাদিন আমি করিয়াছি খেলা

তানি নাই কিছু, করি নাই কিছু আর।

এখন নিরখি বয়ে গেছে বেলা,

যেরেছে আধারে ঘোর চারিধার।

( ২ )

দিন গেছে চলে, সব কাজ বাকি,

সে সব এখন আর সমাধিতে নারি?

ফাঁকি দিয়ে এবে পড়িয়াছি ফাঁকি

নিসম্বলে ফিরে যেতে হবে মোর বাড়ী।

( ৩ )

কাল চুক্তি করি কাজে এসেছি

এবে হয়ে এল মন পরিপূর্ণ কাল।

মিছা কাজে নিত্য নিয়ত ফিরি

কভু ভাবিছ না শেষে কি হবে হাল।

( ৪ )

পথের নাথ্যেতে নদী ভয়ঙ্করী

একই নাবিক শুধু সেখা তরী বয়

করে না'ত পার বিনা খেয়া কড়ি

নিসম্বলে কর্ণধার বড় নিরদয়

( ৫ )

বিধির বিধানে চুক্তি অন্ত হলে,

ভিল মাত্র কর্তৃত্বমে রহিতে না পারে।

পার হতে হবে নদী পারে এলে

যে কোন রকমে হোক তরলী অভাবে।

( ৬ )

দুস্তরা সে নদী জীব প্রাণনাশী

সেখা শমন কিঙ্কর নিয়ত বিরাজ করে

পীড়ন ভীষণ করে জীবে আমি

যারা খেয়ার অভাবে নামে পারাবারে।

( ৭ )

চলিয়াছি পথ বাহি আমি নিসম্বলে

প্রান্তরাস্ত্র অন্তঃস্থ ব্যাকুল অন্তরে

ভেসেছি অকূলে নিজ কর্মফলে

পথহারি দিশাহারা ঘোর অন্ধকারে।

( ৮ )

হে পারের বাড়ী হও সাগধান,  
অসার অনিত্য যেন দিন নাহি যায়।  
সার সত্যে মন করি সমর্পণ  
সময় থাকিতে কর পারের উপায়।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

## Order-Supplying Business.

### অর্ডার সাপ্লাইংএর কাজ।

এখন যেখানেই সভ্যতালোক বিস্তার  
হইয়াছে, সেই স্থানের লোকই বুঝিতেছে যে,  
নিজ আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সংসার  
চালান সহজসাধ্য নহে। ইহার কারণ, ব্যয়  
বাহ্য্য, সময় নষ্ট এবং সুদূর স্থানে যাইয়া নি-  
জের আবশ্যকীয় দ্রব্য সংগ্রহ করার দুর্কহতা।

সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এখন বিবিধ  
দ্রব্যের আবশ্যকতা নিত্যই বৃদ্ধি হইতেছে।  
সেই সকল দ্রব্য বহুদূর এমন কি পৃথিবীর  
অপর পারে জাত বলিলেও অত্যাক্তি হয় না,  
এখন ক্ষুদ্র পল্লীতে বসিয়া তেমন জিনিস না  
পাইলেও চলিতেছে না। এই সকল নানান  
কারণে এখন নিজের আবশ্যকীয় জিনিস  
নিজের দ্বারা সংগ্রহ করা যায় না। আরও  
যেন কাহারও কাহারও সাহায্যের আবশ্যক  
হয়। জগৎ যখন এই অভাব বুঝিতে আরম্ভ  
করিল, তখনই সমগ্র জগতে অর্ডার সাপ্লাইয়ের  
সৃষ্টি হইল। ইহাদের কাজ, যাহার যাহা  
আবশ্যক, ইহারা কিছু পারিশ্রমিক লইয়া  
মাল সরবরাহ করিতে লাগিল। ইহাতে  
হইল কি? গৃহস্থ বা ব্যবসায়ীর অনর্থক সময়,  
অনর্থক যাওয়া আসার ব্যয় হইল না।  
জিনিসের পড়তা কম পড়িতে লাগিল; দর  
স্থলভ দাঁড়াইল, ক্রেতাগণের সুবিধা হইতে  
লাগিল। এখন আমাদের প্রথম ব্যবসায়

শিক্ষার্থীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, দূর  
দূরান্তরের ক্রেতাকে কিছু কমিশন বা পারি-  
শ্রমিক পাইয়া মাল সরবরাহ করার কার্যের  
নাম ইংরাজীতে অর্ডার সাপ্লাইং বিজ্ঞানেস  
বলে।

বহু ব্যবসায়ী, বহু জমিদার, রাজা, মহা-  
রাজার মাল এখন অর্ডার সাপ্লাইং এজেন্সি  
দ্বারা জগতের সর্বত্র সরবরাহ হইতেছে।  
এই কার্য লাভ জনক, সেই জন্য জগতের  
সর্বত্রই এই প্রকার এজেন্সী আছে।  
আমেরিকায়, ইংলণ্ডে বা জাপানে বা  
সুতর আফ্রিকায় কোন দ্রব্য কাহারও  
আবশ্যক হইলে অনায়াসে ভারতের ক্ষুদ্র পল্লী  
হইতেও তাহা আনাইবার এখন আর কষ্ট  
নাই। বড় বড় ব্যবসায়ী হইতে সাধারণ  
ক্রেতাও এখন কিছু বা অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া  
ঘরে বসিয়া তাহার দ্বারে স্বীয় অভিলষিত দ্রব্য  
পাইতেছে।

এই অর্ডার সাপ্লাইংএর কার্য সামান্য  
পল্লীগ্রাম বা সহরে উভয় স্থলেই চালান যায়।  
যাহা পল্লীতে জন্মে, তাহা সহরের লোকের  
যেমন আবশ্যক, যাহা সহরে উৎপন্ন, তাহা  
তেমনি পল্লীগ্রামের লোকেরও আবশ্যক।  
সুতরাং উভয় স্থলেই সরবরাহকারীর আবশ্য-  
কতা আছে। সুতরাং এ কার্য সকল স্থলেই  
চালান যায়।

নানা প্রকার খাদ্য দ্রব্য, ছাপার কাজ,  
পোষাক পরিচ্ছদ, গৃহ নিৰ্মাণের মাল মসলা,  
ঔষধ, লোহা লকড়ের দ্রব্যাদি যাহা কিছু  
মানবের আবশ্যক, তাহাই এই সরবরাহ-  
কারীকে অর্ডার দিয়া পাওয়া যাইতে পারে।  
এই কার্য করিতে মূলধন এবং বিশ্বস্ততার  
প্রধান আবশ্যক। বিশ্বাস ইহার মূল শক্তি,  
বিশ্বাসের অভাবে অর্ডার সাপ্লাইংএর কার্য  
চলে না। কিন্তু এদেশে এ কার্য সম্যক  
উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ

অনেক অসৎ লোক অর্ডার সাপ্লাইং হইয়া  
অর্ডারের জিনিস পাঠাইবার সময় অতি জল্পনা  
এবং অল্প মূল্যের দ্রব্য সরবরাহ করিয়া  
লোককে এত প্রতারিত করিয়াছে যে, অর্ডার  
সাপ্লাইংর গুণিলেই এখন লোকের ঘৃণার  
উদ্রেক হইয়া থাকে। সেইজন্য লোকে  
এবং ব্যবসায়ীগণ নিজেরা বহু ব্যয় করিয়া  
সহরে যাইয়া মাল গুস্ত করিয়া আসে এবং  
সেই খরচা জিনিসের উপর চাপাইয়া দেওয়ার  
জিনিস দূর্য্য হইয়া উঠে এবং এই কারণেই  
সমস্ত সংসারেই অতিশয় ব্যয় বাহুল্যতা হেতু  
অন্তঃসার শূন্য হইয়া যাইতেছে। এক শ্রেণীর  
কিছু অর্থ সাক্ষ্য হইলেও সাধারণ লোকের  
অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে, সুতরাং  
দেশের ব্যয়সায়, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতির উন্নতি  
সম্ভবপর হইতেছে না। যদি সরবরাহের  
কার্যের উন্নতি সাধন করিতে হয়, তাহা  
হইলে অতিশয় বিশ্বস্ততার সহিত কার্য  
করিতে হইবে, তাহাতে দেশের শিক্ষিত  
সমাজের উপার্জনের একটা উৎকৃষ্ট লাভ  
জনক উপার্জনপন্থা সূচ্য হইবে। পূর্বে  
বলিয়াছি যে, অর্ডার সাপ্লাইংএর কার্য করিতে  
মূল ধনের আবশ্যক হয়। কখন কে কত  
টাকা মূল্যের মালের অর্ডার করিয়া বসিবে  
তাহার কোন ঠিকানা নাই। সুতরাং  
প্রচুর মূলধন সর্বদাই হাতে রাখার আবশ্যক  
হয়। পাশ্চাত্য দেশ সমূহের অর্ডার সাপ্লাইং  
কার্যকারীগণ ব্যাঙ্কের সহিত সম্বন্ধ রাখে  
এবং ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার পায়, এদেশের  
লোকের সে সুবিধা নাই, ইহা একটা ভয়ানক  
অসুবিধা। দেশের ধনীগণ দ্বারা এদেশে  
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের সাহায্যার্থ ব্যাঙ্ক  
সংস্থাপিত হইলে বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু  
যদি বিদেশীয় ব্যাঙ্কের সহিত সম্বন্ধ রাখা যায়  
তাহা হইলেও লেনা দেনার অসুবিধা হয় না।  
এখনও অনেকে এদেশে করিতেছেন। অর্ডার

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।



সাদাসিধে কাজে কিরণ তাহে চলিতে হয়  
তাহার একটা মোটামুটি সাজা বেবাইবার  
জন্মই জন্মিদের প্রবন্ধের অবতারনা। এই  
জন্মই সাদাসিধের কাজ করিতে হইলে  
কয়েকটা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হয়।

১। বাজারের কোথায় কি পাওয়া যায়  
তাহার দর ও টিকাদা জানা।

২। চিঠি পত্র সিঁধিবার বিশেষ অভি-  
জ্ঞতা।

৩। জাক, জিন্স বা রেলে মাল পাঠাই-  
বার অভিজ্ঞতা।

৪। বাজারের মাল পত্র খরিদ করিবার  
কল্যাণ।

আমরা আপাদী ধারে কেমন করিয়া কাজ  
আরম্ভ করিয়া কেঁটা সংগ্রহ করিতে হয় এবং  
কেমন করিয়া মাল সরবরাহ করিতে হয়  
তাহার বখালীখা আলোচনা করিব।

## দীনের দুঃখ নীতি।

( ১ )

কাজ কি আমার আগে  
মহা বাঁচা সমান আমার দেখি অর্থ বিহনে  
নাইক টাকা, নাইক কড়ি  
জীবনটা এ কি বহুমারি  
আমার অর্থাভাবে বাঁচার চেয়ে প্রের মরণে

( ২ )

কাজ কি আমার আগে,  
যখন অর্থ তির সব শূন্য আমার জীবনে  
অর্থ তির সবই আধার  
অর্থ হল জ্যোতির আধার  
নিখঁসেরে আপন মালাই তাহে সবাই মনে।

( ৩ )

কাজ কি আমার আগে,  
যখন অর্থাভাবে বাঁচবে সবাই জানে

আমর বড়ন ভালবাসি  
সত্য আমার সব হুমানা  
বিরক্তি ও দুশ্বাস লাগি আমার বৈজ্ঞ কারণে

( ৪ )

কাজ কি আমার আগে  
যদি অর্থ শুধু আসে হেথা প্রেমের প্রভাবনে  
অর্থ তির প্রেমই মিছে  
অর্থে দ্বন্দ্ব একই আছে  
প্রিয়া তাই বিপরীতে কিম্বার আধি নিত্য মিথ্যে

( ৫ )

কাজ কি আমার আগে  
দেখ, প্রভা সত্ত্ব শুধু যখন ধনীজনে।  
অর্থাভাবে বাণ দার দেহ,  
ভারের মারা পার না কেহ  
সঙ্গী ছাড়া অপদার্থ সবাই মনে পণে।

( ৬ )

কাজ কি আমার আগে  
যখন অর্থেই শুধু জুখ শান্তি সংসারে আসে  
হে দীঘরী! আর কতদিন  
রাখিবেন আমার এ দুর্দিন  
নাও না কোলে আর কেন না কাঁদাও অভাজনে

## দীনের দান।

—:—:—

( গম )

ইন্সপতি গৃহে প্রবেশ করিয়াই খীর পত্নী  
কমলাকে সম্মুখে দেখিয়া কহিলেন, “না সে  
হল না, তারা দেড় হাজার টাকা চার “তাও  
নগদ”।

দেড় হাজার! নগদ!।”

“হাঁ দেড় হাজার নগদ তাটেই, তার  
উপর আরও কিছু কি চার পোন। মেরের  
পারে চলল সেই গরমা, বরের আংটা, সোপান  
খড়ি ও চেন” “তা হলে বল কম খেঁচী  
হাজার টাকা”

“তা বৈকি; আমি তেবেছিলান কমে  
হতে পার্কে; তা দেবীলান বাবের টাকা আছে,  
তারাই জব্দিশাচ।”

“আমাদের বাড়ী বর দোর বেচলেও তা  
অত টাকা হবে না। তবে উপায়?”

“নিরুপায়ের উপায় বিনি, তিনিই উপায়  
করেন।”

“তাইত মেরে বে আস বরে রাখা বার না”

একটা ক্ষুদ্র পত্নীর ক্ষুদ্র কুটারের  
বহিরাগতের দাঁড়াইরা বাবী জীতে উপরি উক্ত  
কথোপকথন হইতেছিল। ইন্সপতি আপন  
কম্বার জন্ত একটা বরের দরদস্তর করিতে  
গিল এই মাত্র কিরিয়া আসিয়াছেন। সংবাদ  
শুভ নহে, তাহা কমলা স্বামীর বিষয় জানিল  
দেখিয়াই বুঝিতে পারিল ছিলেন তাই তিনি  
প্রথমে কোন প্রশ্ন করিতে সাহসী হন নাই।  
কিন্তু তাহার স্বামীর দ্বন্দ্বের খেঁচা সহিল না।  
সম্পদের সাধী, বাখার ব্যাধী যে, তাহার  
কাছে দ্বন্দ্বের দার উদঘাটন করিতে যতই  
প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ যখন  
দ্বন্দ্ব শুরু তাতাক্রান্ত হয়, তখনে বাখার  
নিয়ানন্দে মন নিত্যন্ত অশান্ত হইয়া উঠে,  
তখন যে ইহজীবনের দুঃখ দুঃখ হর্ষবিষাদের  
সঙ্গিনী, প্রকৃত সমবেদনার বার প্রাণ আকুল  
হয়, বাহার কাছে অন্তরের নিপুত কথা প্রকাশ  
করিতে বিধা বোধ হয় না, তাহাকে প্রাণের  
কথা, মর্জ্বাখা জানাইবার আগ্রহ হয়, কারণ  
তাহাতে ভরসাভার লাগব হয়, প্রাণে বহুল  
পরিমাণে শান্তি আসে। তাই বোধ হয়, ইন্স-  
পতি গৃহ প্রবেশ মাত্র পত্নীকে এই দুঃখজনক  
সংবাদ দিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এ  
সংবাদে পতি পত্নী কিংকর্ষবান্বিত হইয়া  
বহুক্ষণ মীরবে সেইখানে দণ্ডায়মান রহিলেন।  
অবশেষে কমলাকে চমক ভাঙিল; তাহার স্বামী  
পথ পর্বাটনে দাঁড়, বৌজাতক প্রভৃতি; স্বামীর  
বিজ্ঞানের একান্ত প্রয়োজন। তখন কমলা

পুরাতন “কাজের লোক” পের হইতে চলিল, তৎপর গতি।

তাহাকে প্রবেশ দিয়া বলিলেন, “তা ও পাত্র না হয়, অল্প পাত্র দেখো; মেয়ের বিয়ের কুল না হুটলে কিছুতেই কিছু হবে না তবে চেষ্টা দেখতে হয়। এখন এস, হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম করো।” এই বলিয়া স্বামীর হাত ধরিয়া কমলা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

(২)

সোণারপুর একখানি ক্ষুদ্র গণ্ডগ্রাম। তিন ঘর ব্রাহ্মণ, একঘর কার্বয় এবং কয়েক ঘর নীচ জাতীয় লোক এই গ্রামের বাসিন্দা। পূর্বে এই গ্রাম বেশ জনসঙ্কুল ছিল। সে আজ অনেক দিনের কথা। তখন এই গ্রামের নীচে দিয়া একটি প্রোতসিনী নদী প্রবাহমান ছিল; সেই সময় দেশের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, শ্রমবায়ের স্বাদ ও সারপূর্ণ আহারের ব্যবস্থা ছিল; সুতরাং গ্রামটি লোক পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু চিরদিন কখন সমান যায় না; কালে সকলেরই পরিবর্তন হয়। আজ এ গ্রামেরও সেই দশা; ম্যালেরিয়া ও অনশনে লোকক্ষয় হেতু গ্রামটি প্রায় জনশূন্য; যে কয় ঘর আছে তাহাদের কাহারও বড় প্রাণ নাই, দেখিলেই বুঝা যায়, তাহারা কোন রকমে জীবন ধারণ করিয়া আছে; ২৪ বিঘা জমি আবাদ থাকায় কোন রকমে গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হয়। ইন্দুপতির অবস্থাও প্রায় এইরূপই, তবে কলিকাতায় কোনও সওদাগরী আফিসে পনর টাকা বেতনে চাকরী করার তাহার অবস্থা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, কিন্তু অসাংসারিকের জায় কখন কিছু জমাইবার প্রয়াস পান নাই; বরং বাহ্য কিছু উদ্ধৃত থাকে, তাহা দ্বারার এবং সমর সময় খণ্ডও করিয়া প্রতিবেশীর ক্রেশের উপশমে সাহায্য করেন। তাহার সংসারে পরিবার মধ্যে তিনি, তাহার স্ত্রী ও এক কন্যা। ইন্দুপতি যথা সময়েই বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি না বড়ী তাহার উপর বড় সদর হন নাই। ইন্দুপতি এ লজ্জা সহিত নহেন; তাহার স্ত্রী

যদি কখনও পুত্র না হওয়াতে চরিত্র করেন, শুধু তিনি তাহাকে সাধনা দিয়া বলেন, “কন্যাও বিধাতার দান, সুতরাং দুঃখ করা অহুচিত, তিনি বা দেন, তাহাই সঙ্কট ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে গ্রহণ করা উচিত।” কন্যাটী পনর রূপ-বতী, নিখুঁত সুন্দরী; যতাব নন্দ, সরস অসামান্য। তাহার নাম প্রতিভা। প্রতিভাকে তাহার স্বভাবের গুণে সকলেই ভালবাসে, আদর করে। তাহার বয়স এখন দশ বছর মাত্র, কিন্তু মাথায় বাড়ন্ত থাকায় এই অল্প বয়সেই তাহার বিবাহের জন্য ইন্দুপতি ও কমলা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর, তাহাদের এক মাত্র কন্যাকে সুপাত্রের দান করিতে উত্তরে একান্ত অভিলাষী। সেইজন্য ইন্দুপতি আজ ছই বৎসর হইতে পাত্রাধেয় করিতেছেন, কিন্তু তাহার মনের মতন পাত্র এ পর্যন্ত মিলে নাই; যদিও বা কখন দু'একটি মিলে তাহার ‘চড়ানামের’ জন্য নিবাস হইতে হইয়াছে। পূর্বোক্ত ঘটনাটি ইহার অন্ততম দৃষ্টান্ত। এই পাত্রটি কুলে শীল ধনে মানে বিজ্ঞান প্রতিভার উপযুক্ত; তাহার উপর “মেয়ে পছন্দ হলে, লেনা দেনা সম্বন্ধে কিছু করবে না” বরের পিতায় এই অভয় বাণী লোক পরম্পরায় শুনিয়া এ পাত্রের আশায় আগ্রহ হইয়াছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্তরূপ দেখিয়া পিছাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি এ পাত্রের আশা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু কমলার একান্ত ইচ্ছা, এই পাত্রের সহিত প্রতিভার বিবাহ স্থির হয়। তিনি স্বামীকে পুনরায় এই পাত্রের জন্য চেষ্টা করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছেন কিন্তু ইন্দুপতি আজ কাল করিয়া এখনও পর্যন্ত আগ্রহ হন নাই।

(৩)

আজ রবিবার। ইন্দুপতি আজ বাড়ীতে আছেন। তিনি প্রত্যহ ডেলি প্যাসান্জারী

করেন, কারণ বাড়ীতে অল্প অভিজাতিক না থাকায় তাহাকেই সংসারের সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতে হয়। আজ রবিবার বলিয়া আফিসে বাহির হইতে হন নাই এবং সে কারণে বাড়ীতেই আছেন। দিবা বিপ্রহর অত্যন্ত; তিনি তাহার শয়ন গৃহে পালকে অর্ধশায়িত অবস্থায় নীরবে অবস্থান করিতেছেন; ক্রমে তাহার পত্নী ও কন্যা। আজ কমলা তাহার স্বামীকে নারায়ণপুরের পাত্রটি পুনরায় চেষ্টা করিবার জন্য বিশেষরূপ অনুরোধ করিতেছেন। ইন্দুপতিও এক প্রকার ‘নিমরাজী’ হইয়াছেন। তিনি কমলার সমুদয় আবেদন নিবেদন শুনিয়া বলিলেন “আচ্ছা, ধর, তারা বারশ টাকায় রাজি হন,—যদিও তার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ সাত আটশ টাকা তারা কখনই ছাড়বে না, কিন্তু ধর ছাড়লেই, তা হলেও বাকী টাকার যোগাড় হবে কেমন করে?”

“তা যেমন করেই হোক যোগাড় কর্তে হবে। মেয়েত আর চিরকাল আইবুড়ো রাখা যাবে না, আর যে দিনকাল পড়েছে, বিনি পরসার মেয়েও বিকোবে না।”

“যেমন অবস্থা তার তেমনি ব্যবস্থা কর্তে হবে। তা বলে দেনার হাবু ডুবু খেতে পারব না।”

একটি মাত্র মেয়ে, যা আছে মেয়ে জামাইকে দিয়েই কতর হবে, তা বলে মেয়েকে অপাত্র দেওয়া হবে না।”

“কিন্তু শেষে গাছতলা সম্বল! স্বীকার আছত?”

এমন সময় বাহিরে ডাকহরকরা হাঁকিল “বাবু! চিঠি!”

ইন্দুপতি চিঠি আনিতে ত্র্যস্তভাবে উঠিয়া গেলেন; কমলা কিছুক্ষণ নিজিভা প্রতিভার প্রতি আকুল নয়নে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন; অবশেষে অজ্ঞান সুন্দর মুখে রেহতলা কুশন করিয়া কার্যব্যাপদেশে প্রস্থান

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য /০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

করিলেন। হার বজালা! তোমরা আবার  
ও আলোকের প্রতিচ্ছবি।

( ৪ )

কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া কমলাকে  
দেখিতে না পাইয়া ইন্দুপতি ডাকিলেন,  
“কমলা!” স্বর মৃদু মধুর, আশাব্যঞ্জক।

কমলা তখন রান্নাঘরে স্বামীর জন্ত চা  
তৈয়ারী করিতেছিলেন। সেখান হইতে  
উত্তর দিলেন “হাই”। অনতিবিলম্বে চা  
লইয়া কমলা গৃহে প্রবেশ করিয়া স্বামীর হস্তে  
চায়ের পেরালা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি  
খবর”।

“ভগবান বোধ হয় এবার মুখ তুলে  
চাইলেন, এই দেখো” এই বলিয়া ইন্দুপতি  
পত্রখানি কমলার হাতে দিলেন। কমলা  
দেখিলেন, লেখা জড়ান, তাঁহার পড়িতে  
অনেক সময় লাগিবে, তাই দুই চারিবার  
পত্রখানি এদিক ওদিক করিয়া স্বামীর হাতে  
ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, না, তুমি পড়, আমার  
সময় নেই”

ইন্দুপতি পত্র পড়িলেন; পত্রে লেখা  
ছিল;—

দাদা!

অনেক দিন হইল, আপনার একখানি  
পত্র পাইয়াছিলাম কিন্তু নানাকারণে তাহার  
উত্তর দিতে বিলম্ব হইল, ক্রটি মার্জনা  
করিবেন। বহু অসুস্থত্বের পর প্রতিভার  
জন্ত একটা ভাল পাত্রের সন্ধান পাইয়াছি।  
পাত্রটি ঐরামপুরের সর্বানন্দ চক্রবর্তীর  
পুত্র; বয়স উনিশ বৎসর, রং গৌরবর্ণ, তবে  
প্রতিভাপেক্ষা সামান্য ময়লা হইতে পারে;  
মুখশ্রী, গড়ন প্রভৃতি মন্দ নয়, এখন বি. এ  
পড়িতেছে। বাপের তেজস্বিতা ও জমিদারী  
আছে, আর হাজার পাঁচ সাত হইতে পারে।  
তিনি ছেলের বিবাহে টাকা কড়ি লওয়ার  
বিপক্ষে; তিনি দেহলতা স্বতি সত্তার যে

মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখাইলেন।  
সুতরাং আপনার সাধ্যমত ব্যয় করিলেই  
চলিবে। যদি আপনার মত হয়, আগামী  
বুধবারে পাত্র দেখিতে বাওয়া যাইতে পারে।  
পত্র পাঠ ফেরত ডাকে আপনার মতামত  
জানাইবেন।

বউদিয়ার, প্রতিভার ও আপনার কুশল  
সংবাদে সুখী করিবেন। এখানে আপাততঃ  
সমস্ত মঙ্গল। ইতি—

“আশা”

পত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে, কমলা বলিলেন  
“তা’হলে এইটাই আগে দেখো, তারপর না  
না হয়, নারায়ণপুরে যোগ”।

“দেখবোত বটে, কিন্তু আনতো তোমাদের  
মধ্যে একটা কথা আছে ‘আমি যাব বলে,  
কপাল যাবে সঙ্গে’”।

“তা বলে আগে থাকতে হাল ছাড়লে  
চলে না। আজিই ঠাকুরপোকে পত্র লিখে  
দাও।

ক্রীতকৃত স্বামী বিনা ওজরে তৎক্ষণাৎ  
তাহাই করিলেন॥

( ৫ )

এতদিনে বুধ প্রতিভার বিয়ের ফুল  
ফুটিল। ইন্দুপতি পাত্র দেখিয়া আসিয়াছেন।  
ঐরামপুরের সর্বানন্দ চক্রবর্তীর পুত্রের  
সহিত প্রতিভার বিবাহ স্থির হইয়াছে।  
পাত্রটি মন্দ নয়, তবে কমলা ও ইন্দুপতির  
আশাহুরূপ হয় নাই। যাহা হউক, বাজার  
দর আজকাল যেরূপ, সে হিসাবে এ পাত্র  
ভালই বলিতে হইবে। সুতরাং এই পাত্রই  
ইন্দুপতির ভাবী জামাতা স্থির হইয়াছে।  
‘লক্ষ কথা না হইলে বিবাহ হয় না’ এইরূপ  
জন প্রবাদ। কিন্তু একেত্রে লক্ষ কথার  
প্রয়োজন হয় নাই, অতি অল্পেই সমস্ত  
মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। বরকর্তা বলিয়া-  
ছেন যে, তিনি পুত্রের বিবাহে যৌতুক

লওয়ার পক্ষে সম্পূর্ণ বিরোধী; তবে কন্যা ও  
জামাতাকে কত্তার পিতার সোচ্চার ও সাধ্য-  
মতসারে কিছু দেওয়া উচিত; আর যাহা  
দেওয়া হইবে, তাহা বেন-বাজারের ‘দেনো’  
সামগ্রী না হয়, সেগুলি তত্ত্বলোকের ব্যবহারো-  
পযোগী, সরেশ ও মজবুত হয়। একখার  
কে না বলিবে; সুতরাং ইন্দুপতি সানন্দে  
সম্মত হইবেন। যথাসময়ে আশীর্বাদ ও পাকা  
দেখা হইয়া বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল।  
ইন্দুপতি বসন্ত বাড়ীটি বন্ধক দিয়া, এবং  
নিতান্ত প্রয়োজনীয় জব্বা ব্যতীত সমস্ত  
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া কত্তার বিবা-  
হের কন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। এজন্ত  
কমলা মাঝে মাঝে দুঃখ করিতেন; তখন  
ইন্দুপতি তাঁহাকে বলিতেন, “দুঃখ কি, আমরা  
আর কতদিন, এ ত সবই মেয়ে জামায়ের  
হইবে। তবে দুদিন আগে আর পরে”।  
কমলা কত্না সন্তানের উপর অভিসম্পাত  
করিলে ইন্দুপতি সান্ত্বনা দিয়া কাহতেন,  
“পুত্রও আমাদের অবর্তমানে সমস্ত অপচয়  
করিতে পারে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের  
জন্ত। কমলা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নীরব হইতেন,  
আর ভাবিতেন, স্বামীর কি এই অন্তরের  
কথা।

আজ প্রতিভার বিবাহ। ইন্দুপতি  
আপনার অর্থেও সামখে বতদ্ব সম্ভব আয়ো-  
জন করিতে ক্রটি করেন নাই; কত্তার  
অলঙ্কার হাজার টাকার এবং বরাতরণ দুই  
শত টাকার, তথ্যতীত দান সামগ্রী এই প্রায়  
তেরশত টাকার জব্বাদির বন্দোবস্ত করিয়া-  
ছেন। কত্তার বিবাহে হাজার টাকার  
অধিক খরচ করিবেন না সংকল্প করিয়া-  
ছিলেন; কিন্তু বরপক্ষের সদয় ব্যবহারে তিনি  
আরও তিনশত টাকা অধিক ব্যয় করিলেন।  
তিনি বলেন “বরকর্তা কিছু জেদ করিয়া  
চাহেন নাই, সুতরাং তাঁহাকে একটু বিবেচনা

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

করিয়া দিতে হবে বৈকি ?” আমরা জানি, এই সব উদ্যোগিত বরকর্তার। ‘মিটিটে শরতান’ এখন ইন্দুপতির ডাঙ্গা ।

এদিনে দুইটা লম্বা । প্রথম লম্বা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় লম্বা প্রায় উপস্থিত, কিন্তু তথাপি বর আসিয়া পৌছায় নাই । সকলেই উদ্বিগ্ন চিন্তিত । বাহা হটক, কণপরে বাগের লক শুনা যাইতে লাগিল । অমনি “বর আসছে, বর আসছে” রোল উঠিল । ইন্দুপতি স্বয়ং সদর দরজার অভ্যর্থনা উপনীত হইলেন । বর আসিল ; সকলকে সাদরে বিবাহ আসরে লইয়া যাওয়া হইল । যথাযথ বিশ্রামের পর ইন্দুপতি সম্প্রদানার্থ বর লইয়া যাইবার অস্ত্র অমুমতি চাহিলেন । বরের পিতা বলিলেন, “তাহাতে আর আপত্তি কি ? তবে কয়েকটা বিষয় মীমাংসার প্রয়োজন ।”

“আজ্ঞে তা পরে হইবে । লম্বা উপস্থিত, এখন মীমাংসা সম্ভব নহে । কত্কা পাত্রস্থ হইলে সমস্ত মীমাংসা করিবেন ।”

“না, না, তার পূর্বেই দরকার । শুনিলাম, আপনি তেরশত টাকা, অলঙ্কার, বরাদ্ধ ইত্যাদি দিতেছেন । আমি মনে করেছিলাম, আপনি বিবেচনা করে আমাদের মান মর্যাদা অনুসারে সমস্ত দিবেন । তা দেখছি, কাকিতেই পড়ছি । যা হোক, আর তিন শত টাকা নগদ দিন ।

“মাপ করুন, আর এক কপর্দক আমার দেবার আর ক্ষমতা নেই । যা ছিল, সর্বস্ব খুইয়ে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি” ।

“কি কর্ক বেহাই, এটা গিল্লির আবদার, ফেলবার বো নাই । আপনি ত জানেন, ছেলের বিয়ের টাকা নিতে একেবারে নারাজ, তবে গিল্লির আবদার, না রাখলে সর্বনাশ । তিনি বলেন, এল এ পাশ ছেলে কি মাদনা দেব নাকি ?

“আপনি দয়া কলে সব ঠিক হয়ে যাবে । বেরান নিশ্চর আপনার কথা মানবেন ।”

“না তা হবে না, তা হলে আমাকে বাড়ী ছাড়া হতে হবে, তিনশত টাকা দিতে পারেন বলুন, আর না হয় আমরা ফিরিয়া যাই” ।

ইন্দুপতি পায় ধরিলেন, বলিলেন “আমার জাত রক্ষা করুন, এ গরিবের জাত মারবেন না । আপনি বড় মানুষ, তিনশত টাকা আপনার কিছু নয়, না পেলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আজ রাতে আমার মেয়ের বিয়ে না হলে মেয়ের সর্বনাশ হইবে ।” কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, পায়ে ধরা অমুনয় বিনয় সবই বৃথা হইল । বরকর্তাকে সকলেই ছিঃ ছিঃ করিতে লাগিল, অভ্যস্ত ভাষায় গালি দিল । কিন্তু অর্থ পিশাচ দমিল না । সেই রাতেই তিনশত টাকা নগদ না পাইলে ছেলের বিবাহ কিছুতেই দিবেন না বলিলেন । বরযাত্রীদের মধ্যে কেহ কেহ হ্যাগুনোটে ঐ তিনশত টাকা ইন্দুপতির নিকট লিখিয়া লইবার প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইল । ইন্দুপতি চারিদিক অন্ধকার দেখিলেন ; এত রাতে বিনা বন্ধকে কে তাহাকে টাকা কর্জ দিবে, বন্ধকের সম্বলই বা কই, বাড়ীর মধ্য হইতে কমলার অফুট রোদন ধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল । ইন্দুপতি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন । এমন সময় কে একজন ডাকিল, “ইন্দুপতি ।” ইন্দুপতি ফিরিয়া দেখিলেন, তাঁদের পাশ্বে বর্তি গ্রামের স্বনাম ধন্য জমীদার দীননাথ বাবু ; দীননাথ বাবুর ইজিতানুসারে তাহার অনুসরণ করিলেন ।

( ৭ )

পূর্ক কথিত নদীর পরপারে হোসেন পুর গ্রাম । দীননাথ বাবুর বাড়ী এই গ্রামে । তিনি একজন বেশ সজ্জতি সম্পন্ন জমীদার, বাৎসরিক মুনকা প্রায় অর্ধলক্ষ টাকা, সদাশর, উদার,

পরোপকারী, দয়ালু, ধার্মিক বলিয়া সর্ব সাধারণের নিকট তাহার বিশেষ খ্যাতি, তাহার একমাত্র পুত্র আখিরজ্ঞান সর্ব গুণাধার ; রং উজ্জল পোরবর্ণ । অনিন্দনীয় দেহের গঠন, নির্মল চরিত্র, বয়স উনিশ বৎসর । এম এ পাশ করিয়া এম, বি পড়িতেছে, উদ্দেশ্য ডাক্তারী পাশ করিয়া অন্ত-হিত ত্রুতে জীবন উৎসর্গ করিবেন । ইহার আজিও বিবাহ হয় নাই ; প্রতিভার সহিত ইহার বিবাহ দিতে ইন্দুপতির একান্ত ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনার দৈন্ত হেতু এ পাত্র নাগাল পাওয়া ভার মনে করিয়া কখনও প্রস্তাব করিতে গাহস করেন নাই । পরন্তু তিনি দেখিয়াছেন, এই পাত্র লাভের আশায় কত ধনী ব্যক্তি আট দশ হাজার দর হাকিয়াছেন, অপিত এক স্থানে দশ হাজার টাকার ইহার বিবাহ একপ্রকার স্থির হইয়াছে, কেবল শেষ নিষ্পত্তি হইলেই হয়, সুতরাং আপনার কস্তার সহিত আখিরজ্ঞানের বিবাহ প্রস্তাব করিতে কেমন করিয়া অগ্রসর হইবেন,—তাঁহার মতে এইরূপ প্রস্তাব করা তাহার পক্ষে দুষ্টতা মাত্র । যাক্ এখন সে সব কথা ।

দীননাথ বাবু ইন্দুপতিকে সঙ্গে লইয়া আপন বাসভবনে আসিলেন । পথিমধ্যে উভয়ের বিশেষ কোন আলাপ হয় নাই, কেবল মাত্র দীননাথ বাবু ইন্দুপতিকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন “আমার পুত্রের সহিত আপনার কস্তার বিবাহ হইলে কিরূপ হয়?” প্রত্যুত্তরে ‘বাননের চাঁদে হাত’ বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন । দীননাথ বাবু আর কোন কথা বলিলেন না ; বাটী আসিয়া ইন্দুপতিকে বৈঠকখানার রাখিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । তিনি বিপত্নীক, অন্তঃপুরে কেবল মাত্র তাহার মা থাকেন । অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দীননাথ বাবু ডাকিলেন “মা” ।

“কে বাবা দীর্ঘ এত রাতে ?”

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন ।



মহাজনন বাক্য, পৃষ্ঠা ৩৫।

“কি হয়েছে বাবা” বলিয়া দীননাথ জননী  
জন্মভাঙা ঘরের বাহিরে আসিলেন। দীননাথ  
বাবু তখন গবিভারে ইন্সপেক্টর কলার বিবাহের  
বিভবনা কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং ভাষায়  
সহিত আপনাদের পুত্রের বিবাহ দিবস অল্পমতি  
চাহিলেন। বা. বলিলেন “দশ হাজার টাকা  
লোকসান তার কি বলিস?” দীননাথ বাবু  
বলিলেন, “টাকা ত ফকা তুমিই শিখিয়েছ না;  
তোমার শিক্ষা কি বিফল হতে পারে!” দীন  
নাথ জননী পুত্রের শিরচুখন করিয়া বলি-  
লেন “বাবা চিরকাল তোর মতি গতি কেন  
এই রকম থাকে,” এই বলিয়া আনন্দে প্রস্তা-  
বিত্ত বিবাহে অল্পমতি দিলেন। দীননাথ বাবু  
মাতৃপদে প্রণত হইয়া বৈঠকখানার আসিলেন,  
এবং আধিরজনকে ডাকিলেন। আধিরজন  
আসিলে লোহার সিন্দুক হইতে তিনশত টাকা  
বাহির করিয়া বলিলেন “এই আমার পুত্র,  
আর এই তিন শত টাকা, এই দুইটার যেটা  
ইচ্ছা লইতে পার, তবে আমার মতে শয়-  
তানকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।” ইন্সপেক্টর সত্য-  
নরনে একবার দীননাথ বাবুর প্রতি চাহিলেন,  
তারপর আধিরজনকে আপনাদের ক্রোড়ের  
দিকে টানিয়া লইলেন।

সেই রাতেই আধিরজনের সহিত প্রাতি-  
ভার বিবাহ হইয়া গেল। ইন্সপেক্টর দীননাথ  
বাবুর একান্ত অনুরোধে পূর্ণ বরাদ্দগাদীদের  
মধ্যে অবিকাশেই আহাঙ্গাদি করিলেন;  
কেবল শর ও মরের পিতা এবং তাঁতাদের  
মিত্রান্ত নিকটাত্মীয়েরা মনকুর হইয়া অনা-  
হাদের চলিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার কালে কলার আমাতার করে কর  
সংগর করিবার সময় ইন্সপেক্টর বলিলেন “বাবা  
এই লজ, মনের দান;—তারপর আনন্দাঙ্গ

বলিল, কলার বইয়া গেল, আর কলার মিতে  
পারিলেন না।

কলিকাতার লাল দায়।

মহাজনন বাক্য।

—১০—

শত্রু তমেব ভবন্তে নাত কেপি হি  
বিভতে।

কেন স্বরা নৈব কৃতমান্বনো বন্ধন মোচন ॥  
তোমার শত্রু বলিয়া তুমি সর্বদা যাহাদের  
ষেব করিয়াছিলে, তাহারা কেহই তোমার  
শত্রু নহে, কিন্তু তুমি নিজেই তোমার নিজের  
শত্রু, কারণ মোক্ষ সাধনার প্রধান উপকরণ  
স্বরূপ মানব দেহ লাভ করিয়াও নিজের বন্ধন  
মোচনের কোন উপায় কর নাই। অতএব তুমি  
নিজেই তোমার বিষয় শত্রু। আত্ম পুরাণ।  
দেহোপভোগসিদ্ধার্থ পুত্রদার ধনাদিকম্।  
আশ্রিত্য ভবতা কিকির কৃতং স্কৃতং  
রত।

এই অশ্রুতদুর বিনাশশীল দেহের উপভোগ  
সিদ্ধির নিমিত্ত দারা পুত্র ও ধনাদিকে আশ্রয়  
করতঃ পুণ্যলেশমাত্রও না করিয়া রাশি রাশি  
পাপ সঞ্চয় করিয়াছ।

অপি পাপ কৃতো যাবত

ক্লেশস্তে সমস্ত মিহ ॥

ভক্ত লেশোপি স্কৃতো

ন ভবেৎ স্বর্গদেস্থধাম ॥

হায় হায়, বহুত উপাসনাদি কার্যে অক্ষম  
হইয়া থাক, তবে পাপ কর্মের অল্পতানে স্বত-  
দুর ক্লেশ বীকার করিতে হইবে তাহার লেশমাত্র  
বাচাতে নাট, এতাদৃশ স্বর্গফলপ্রদ ভগ-  
বানের নাম কীর্তনই বা কেন না করিয়াছ?

বিষয় পিপাসার নীচা নাই। অহরহ  
অর্থ অর্থ করিয়া পরমার্থ বিসৃত হইও না।  
জীবনের শান্তি, জগৎলিপ্সুর শান্তি—

এই জগৎ পিপাসা কলার কলার মতে  
কলার শান্তি হইয়া থাকে। দে. মানব। বিষয়-  
মতে স্বত হইয়া সেই পরমার্থ বাক-নিবৃত্ত হইও  
না, যদি আর কিছু না করিতে পার, তববানের  
নাম কীর্তনই কৃত্য হইতে পারিবে।

সিমলা যাত্রীর পত্র।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এখানে বিদ্যাসিঁরি দর্শনার্থ আমরা গাড়ী  
হইতে অবতরণ করিলাম। টেশনের অতি  
সন্নিকটেই একটা ধর্মশালা আছে। আমরা  
আমাদের জব্য সামগ্রী লইয়া সেইখানে বাইরা  
উঠিলাম এবং তথাকার অধ্যক্ষের অনুরোধে  
একটা ঘর পাইলাম। সেই ঘরে আমাদের জব্য  
সামগ্রী রাখিয়া আমরা ঐ ধর্মশালার চতুর্দিক  
দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কলিকাতার  
অনেক বিখ্যাত মারওয়াড়ী এই জনহিতকর  
কাণ্ড করিয়া সাধারণের বিশেষ প্রদ্বাভাজন  
হইয়াছেন। বেলা ৫।০ টা বাজিয়াছে দেখিয়া  
আমি কিঞ্চিৎ আহাঙ্গাদির বন্দোবস্ত করিতে  
করিতে লাগিলাম। এখানেও আমাদের  
আহারাদির কোন প্রকার অসুবিধা নাই।  
তিন আনা কিম্বা চারি আনা হইলেই দুই  
জনের উপযোগী উৎকৃষ্ট খাদ্য জব্য পাওয়া  
যায়। আমরা সন্ধ্যার পর পিতাপুত্র জল-  
যোগ করিয়া সেই ঘরের মধ্যে শয়ন করিয়া  
রহিলাম। রজনী প্রভাত হইলে আমরা  
গাত্রোথান করিলাম এবং ধর্মশালার অধ্য-  
ক্ষের নিকট একটা ভূতোর জন্য প্রার্থনা করি-  
লাম। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন হুসই দেশীয়  
হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে বহিয়া দিলেন। আমরা  
ভূতোরিনের পথপ্রদর্শন করাই রাস্তা হইয়াছিল, এবং  
তাই সেই ভূতাকে ভৈরবী আনিত্তে বলিলাম,  
এবং স্বহাতে পীত পীত আমাতার করিতে  
পারি তাহাই বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

কালের লোকই “কালের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাকে মনে রাখা থাকে না।



ভূত্যা তৈল আনিলে আমরা পিতা পুত্র তৈল মর্দনান্তে জানের জন্ত প্রস্তুত হইলাম। ভূত্যা আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া গজাকুলে আনয়ন করিল এবং আমাদিগকে স্নান করিতে বলিল। আমরা প্রথমে সেই কলকল নাদিনী জাহ্নবীর পবিত্র সলিল মন্তকে স্পর্শ করিয়া অবগাহন করিয়া স্নান করিলাম এবং পুজাদি সমাপ্ত করিয়া সেই পতিতপাবন ভীষ্ম জননীর উদ্দেশে প্রণাম করিলাম।

অতঃপর সেই ভূত্যা আমার হস্তে একটা তবা পুষ্প ও কয়েকটা বিবদল দিল এবং বলিল, আহুন, বিদ্যাবাসিনী দর্শন করণ। স্নান করিয়া উঠিয়া ঘাটের ঠিক উপরিভাগেই বিদ্যাবাসিনীর মন্দির। আমি সিক্তবস্ত্রে সেই জ্বাকুসুম ও বিবদল হস্তে কৃতাজ্ঞনী পুটে মাতা বিদ্যাবাসিনীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলাম, মা! আমার পূজা উপকরণ কেবল নয়নজল বিবদল, আর এই জ্বাকুসুম, নাও তোমার অধম সন্তান এই ত্রিবিধ উপকরণে তোমার পূজা দিতেছে। গ্রহণ কর মা! বলিয়া তাঁহার ত্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিলাম, অতঃপর ভূত্যের সহিত বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

এই দেবী বিদ্যাবাসিনী সৰ্ব্বদে এখানে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা পাঠকবর্গের জ্ঞাপনার্থে এইখানে সংক্ষেপে প্রকাশ করিলাম।

বহু পুরাকালে দেবভাগ্য গুপ্ত ও নিমুস্ত নামক দৈত্যের অত্যাচারে ঈশপীড়িত হইয়া কৈলাসে যাইয়া অনন্তকর্ম্ম ও একাগ্রমনা হইয়া মা ভবানীর আরাধনা করেন, মা জৈশানী দেবগণের এবস্থি অবস্থা দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের স্তব স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া দৈত্য-দ্বয়কে নিধনের জন্ত প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর সেই হরহদিবিলাসিনী মা হর্ষা মোহিনী

মুষ্টি ধারণ করিয়া এই বিদ্যাগিরির এক অতি উচ্চশিখরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা দৈত্যদ্বয় ঘটনাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হয় এবং সেই নির্জন গিরি শিখরে এই আলৌকিক রূপলাবণ্যশালিনী রমণী মুষ্টি দেখিয়া মোহিত হইয়া যায় এবং উভয়েই তাঁহার নিকট বিবাহ প্রস্তাব করে। রমণী তত্বতরে বলিয়াছিলেন, যে তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিবে, তিনি তাহাকেই বিবাহ করিবেন। এই কথা শুনিয়া দৈত্যদ্বয় মহানন্দে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং উভয়েই সেই অম্বর নাশিনীর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। তদবধি সেই মোহিনী মুরতী বিদ্যাবাসিনী নামে আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া এই ভাগীরথী উপকূলেই বিরাজ করিতেছেন।

এদিকে আমরা আহালাদি সমাপনানন্তর সেই ভূত্যকে সমভিব্যাহারে বিদ্যাগিরি পরিদর্শনার্থ যাত্রা করিলাম। ইতিহাসে এই বিদ্যাগিরিকে ভারতের প্রাচীর স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। আমরা দূর হইতে ঠিক সেইরূপই দেখিতে লাগিলাম। ঠিক যেন আমাদের সম্মুখে একটা প্রাচীর রহিয়াছে, মনে হইল, এই বুঝি ভারতের সীমান্ত প্রদেশ যতই নিকটে যাইতেছি, ততই পর্বত ও গাত্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসকল লক্ষিত হইতে লাগিল। আমরা বরাবর সেই পাহাড়ের তলদেশে উপস্থিত হইলাম এবং সেই ভূত্যকে সমভিব্যাহারে উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলাম।

এই পাহাড়টা উচ্চতায় তত অধিক নয়, কিন্তু ইহার কোথায় আরম্ভ, আর কোথায় না শেষ তাহা মোটেই দৃষ্টিগোচর হইল না। এই বার আমরা পাহাড়ের উপরিভাগে উঠিয়াছি। পাহাড়টা উচ্চতার ৭০৮০ ফিট হইবে। আমরা উপরে উঠিয়া বরাবর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পর্বতের উপরিভাগে নানাবিধ বৃক্ষ সকল দেখিতে পাইলাম

তন্মধ্যে আশ্র বৃক্ষই সর্বাপেক্ষা অধিক। আমরা প্রায় ২ মাইল অগ্রসর হইয়া আসিয়াছি, তাহার মধ্যে ছই একটা সাধু সন্ন্যাসীর কুটার আর ন্যাংড়া আশ্রবৃক্ষ ভিন্ন আর কিছুই নয়ন গোচর হয় নাই। জনমানবের সাড়া শব্দ নাই, সমস্তই নীরব, নিমৃৎ, কেবল আমরা তিনটা প্রাণী সেই বিশাল পাহাড়ের উপর বিচরণ করিতেছি। বাইতে বাইতে হঠাৎ নিম্নদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হইল, বেলা তখন ১১টা বাজিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাস, ভয়ানক গরম, ধরিয়া প্রচণ্ড মার্গশ্র তাপে শতধা বিদগ্ধ হইয়া ফাটিয়া চটিয়া বাইতেছে। দূর মাঠে কৃষকগণ টোকা মাথায় দিয়া ধর্ম্মান্ত কলেবরে, বামহস্তে হুকা এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গোধনের লাঙ্গুল আকর্ষণ করিতেছে এবং কতই আনন্দে তাহাদের জমী কর্ষণ করিতেছে। কোথাও বা রাখাল বালকগণ তাহাদের গোধনের পাল চরাইতেছে—কেহ বা তপন দেবের প্রথর কিরণে উত্তপ্ত হইয়া বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছে, এবং তাহাদের বস্ত্রাঞ্চল উপধান করিয়া সেই নব ছর্ষাদলের বিছানায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। আমরা এই সকল দৃশ্য দেখিতে দেখিলে আরও এক মাইল আসিয়া পড়িলাম। তখন অরুণদেব ঠিক আমাদের মস্তকের উপরিভাগে আসিয়াছেন এবং তাঁহার সেই ঝলসান কিরণে আমাদের মস্তক একেবারে দক্ষীভূত হইতে লাগিল, পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল। দারুণ রোদ্রে আমার পুত্রটার বদন রক্তিমাত হইয়া উঠিল, বর্ণে অঙ্গ বস্ত্র সিক্ত হইয়া গেল—সে বলিতে লাগিল, বাবা, একটু জল খাইব, আর চলিতে পারিতেছি না। আমি ভূত্যকে একটু জল আনিতে বলিলাম। সে বলিল, এখানে জল কোথায় পাইব, আর একটু অগ্রসর হইলে পর গুহার মধ্যে কয়েকটা দেবালয়

পুরাতন “কাঙ্কের লোকের” সৃষ্টিপত্রের জন্য /০ ডাকমাশুল পাঠান।

আছে এবং সেইখানেই একটা করণা আছে, সেখানে জল পাওয়া যায়। আমি পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া আর অগ্রসর না হইয়া এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলাম এবং সেই বৃক্ষছায়ার সকলে উপবেশন করিয়া বালকটির বর্ষ মুহূর্ত্ত দিয়া উত্তরীয় দ্বারা একটু ব্যঞ্জন করিতে লাগিলাম। তারপর অর্ধঘণ্টা কাল বিশ্রামের পর সকলেই একটু শ্রম্ব হইবার বটে, কিন্তু পিপাসা এত প্রবল হইল যে, আর কিছুকণ জল না পাইলে জীবন সংশয় হইয়া উঠিত। অবশেষে আমরা গুহা হইতে উঠিলাম, এবং সেই ভূত্যের কথামত কোথায় একটু জল পাইব তাহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম।

কিছুকণে আমরা সেই গুহা দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আমরা পূর্বত হইতে কিছু নিয়তাপে অবতরণ করিয়া গুহারও ভিতর প্রবেশ করিলাম। গুহাটা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, কিছুই দেখিবার যো নাই। আমরা বাইবা মাত্র কয়েকটা লোক প্রদীপ আনিয়া আমাদেরিগকে ভিতরে লইয়া বাইল এবং সমস্ত দেবদেবী দর্শন করাইতে লাগিল। আমরা কোনটা কোন দেবীর মূর্ত্তি কিছুই চিনিতে পারিলাম না। সে বাহা হউক, আমরা সর্বস্থানেই কিছু কিছু প্রণামি দিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। তথায় কয়েকটা সন্ন্যাসী রহিয়াছেন। একজন বলিলেন, প্রসাদ গ্রহণ কর, বলিয়া কিঞ্চিৎ তদ্রূপ আমাদের হস্তে দিলেন, আমরা ভক্তিভাবে তাহা মণ্ডকে অর্পণ করিলাম। তারপর অপর একজন সন্ন্যাসী প্রত্যেকের হস্তে ২ খানি করিয়া বাতাল দিলেন, তাহাই ভক্তিভাবে ভক্ষণ করিলাম এবং ভূতাকে সেই বরণার নিকট বাইতে বলিলাম। ভূত্য আমাদেরিগকে লইয়া কয়েকটা সোপান অবতরণ করিয়া আমরা বরণার নিকট উপস্থিত হইলাম।

আমরা দেখিলাম, পাহাড়ের গাত্র দিয়া জল পড়িতেছে, আমি সেই জল অঙ্কলী করিয়া প্রথমে পুত্রটিকে পান করাইলাম, অতঃপর আমি স্বয়ং পান করিতে লাগিলাম। জনটা যেন বরকের জ্বর শীতল, আর তেমনি মুম্বিট বতই পান করি, পানচ্ছা ততই বলবতী হয়। আমি এইরূপে আর দেড় সের জল উদরন্ত করিলাম। বাহা হউক, এরূপ জল আমি তিতিপূর্বে কখন উদরন্ত করি নাই।

অতঃপর আমরা সেই গুহা পথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম এবং আর অগ্রসর না হইয়া এবার পশ্চাদিকে ফিরিলাম। বেলা তখন ৪টা বাজিয়াছে। দিন-মণির উত্তাপ এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। আর সেই বরণার শীতল বায়ি পান করিয়া আমাদের দেহ একেবারে শিথ হইয়া রহিয়াছে; সেইজন্য ফিরিবার সময় আমাদের কোনরূপ কষ্ট হয় নাই। বাহা হউক, আমরা বরাবর ফিরিয়া আসিয়া পাহাড় হইতে নিরে অবতরণ করিয়া বাসভিমুখে প্রত্যাগমন করিলাম।

( ক্রমশঃ )

শ্রীশীলকর্ষ মুখোপাধ্যায়।

## NOTES OF INTEREST.

## রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্ৰীতি।

স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক্ষণে আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি তথাকার বহুস্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি ক্যানেডার ভাঙ্কবার নামক স্থানে বাইবার অল্প তত্ত্ব প্রদান প্রদান ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এই নিমন্ত্রণ-পত্রের প্রত্যুত্তরে স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদেরিগকে জানাইয়াছেন যে, তিনি কখনই ক্যানেডা এবং অষ্ট্রেলিয়ার পদাৰ্পণ করিবেন না।

না। যে দেশের লোক তাঁহার দেশবাসীর উপর অসহ্যবহার করে, তিনি তথায় বাইতে পারেন না।

স্বাঃ রবীন্দ্রনাথ এইরূপ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া যেরূপ তেজস্বিতা ও স্বদেশ-প্ৰীতির পরিচয় দিয়াছেন, ইতিপূর্বে এই ভাবের পরিচয় আর কেহই দেখাইতে পারেন নাই। স্বাঃ রবীন্দ্রনাথের এইরূপ ব্যবহারের কথা দেশবাসীর মনে চির অঙ্কিত থাকিবে।

—•—

## বাক্সালী পণ্টন।

বাক্সালী পণ্টনের অধিনায়ক কর্ণেল সি এইচ মোক্কালা সাহেব বাক্সালী সৈন্ত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,—“বাক্সালীরা অপর সাধারণ অপেক্ষা শূদ্ধিমান। তাহাদের আচার, ব্যবহার ও চরিত্র খুব ভাল। শিক্ষার পর আর সকলেই সমতল ভূমির কার্যে কৃতিত্ব দেখাইবে। পাহাড়ে উঠিবার কার্যে কিরূপ পারিবে, তাহা বলা যায় না। আমার ধারণা, বাক্সালীরা যুদ্ধ কার্যে অমুরাগী, আচার ব্যবহারেও খুব কৃতিত্ব দেখাইতে আগ্রহান্বিত।”

ভেজালের আইন—ভেজাল প্রতিবেদক আইন হয় হয়—হয় না গোছেয় হইয়াছিল। লোকাল গবর্ণমেন্টের মত জানিবার অল্প সদাশয় গবর্ণমেন্ট এতদিন অপেক্ষা করিতে ছিলেন। এক্ষণে যাবতীয় লোকাল গবর্ণমেন্ট একমত হইয়া বলিয়াছেন যে, বাস্তব্যে ভেজাল জঙ্গল ঘুচাই হইবে স্বতরাং তদ্রূপ আইন হওয়া আবশ্যক। এইবারে ভেজাল আইন হইতে চলিল। বাক্সালের তৈয়ারী বাস্তব্য রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা ভেজাল কিনা স্থিরীকৃত হইবে। পরীক্ষকের রিপোর্ট অমুরাগী অপরাধী ভেজাল বিক্রেতার দণ্ড হইবে। বাহোক, একটা আইন হইলে বাস্তব্যের

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।

সহিত প্রকৃতভাবে দেহমধ্যে লব্ধ প্রবেশ বি-  
প্রহরণধারী ভেজাল শব্দর উচ্চেসমাধনের পথ  
অনেকটা প্রশস্ত হয়। দেশের বালকবালিকা  
ভেজালের দোঁরাছো অর্জমুত, যৌবনচিহ্ন  
তাহাদের সঙ্গে মুকুলে বিলম্বপ্রাপ্ত এবং  
প্রোচাবহার পদার্পণ না করিতেই তাহারা  
কাল-কবলিত বা শমনসকাশ লাভেচ্ছার উৎ-  
কণ্ঠিত। ধর্মের কাহিনী শুনিবার যুগ যখন  
কালের তিমির গহবরে অন্তর্হিত, তখন আই-  
নের বলে কার্যোচ্ছার না হইলে আর উপায়  
কি? রাজা আমাদের ভূদেব স্মৃতরাং  
তাহার আইনই আমাদের প্রধান ধর্ম। দেখা-  
যাউক, এই ধর্মের ওঁতার দেশের স্বাস্থ্য  
কিরিয়া আসে কিনা? আইনের কড়াকড়িতে  
অনেক সময়ে ঘৃণাধোরের কোষ্ঠপুষ্টি হয় বটে  
কিন্তু আইন হইলে ভেজালের অবাধ বাণিজ্য  
বিষম বাধা উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই সাধা-  
রণের পক্ষে তাহাই বঞ্চে। দেখাই উৎকোচ  
গ্রাহিনী প্রবৃত্তি। ভেজালের আইনে তোমার  
লোলরসনা বিত্তার করিয়া তুমি আর বাজার  
মুতকল্প জীবনীশক্তি কঠোর কুঠারাঘাত  
করিও না।

বীরভূমবাণী।

### সর্পদংশন চিকিৎসা।

গত ২৩শে অক্টোবর সন্ধ্যার সময়  
চন্দ্রননগরের এক ভদ্রলোকের ভৃত্যকে  
কিসে দংশন করে। ৫ মিনিটের মধ্যেই  
লোকটা অজ্ঞান হইয়া পড়ে। তার পর  
তাহাকে করাসী হাসপাতালে লইয়া যাওয়া  
হয়,—লোকটা তখন গোঁ গোঁ করিতেছিল,—  
মুখ দিয়া বিষাক্ত গাজলা বহির্গত হইতেছিল।  
পরীক্ষার প্রমাণিত হয়—এই সর্পাঘাত।  
হাসপাতালের সাহেব—তৎক্ষণাৎ তাহার  
পেটের ভিতর বস্ত্র সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগ  
করিলেন। ঔষধের অব্যর্থ শক্তিতে—তিন  
মিনিটের মধ্যেই ভূতা উঠিয়া বসিল। নিজেকে

হাসপাতাল গৃহে ডাক্তার পরিবেষ্টিত দেখিয়া  
বিস্মত হইল। তার পর ধীরে ধীর—তাহার  
গৃহে চলিয়া গেল। সে বেশ ভাল হইয়াছে।  
করাসী হাসপাতালে সর্পাঘাতের আশ্চর্য  
ঔষধ আছে। আগে কিন্তু শৃগাল কুকুর  
দংশন হইতে পবিভ্রাণ পাইবার অজ্ঞ মনে মনে  
লোক করাসডাক্তার ছুটিত, এখন সাপে  
কামড়াইলে ছুটিবে। ইহা অবশ্যই করাস-  
ডাক্তার স্থান মাহাত্ম্য। কিন্তু সর্পাঘাতে ছুটি-  
বার অবসর হইবে কি?

আমেরিকার ধনী রমণীদের পোষাকের  
ব্যয় শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হইবে। চিকাগো  
নগরে ৬টী রমণী আছে, তাহাদের প্রত্যেকের  
পোষাকে বার্ষিক ব্যয় সওয়া দুই লক্ষ টাকা  
ও তাহার উপর ১০০ জনের প্রত্যেকের  
পোষাকে বার্ষিক ব্যয় গড়ে দেড় লক্ষ টাকা,  
১০ হাজার জনের প্রত্যেকের ব্যয় ১৫ হাজার  
টাকা। যে সকল রমণী পোষাকের অজ্ঞ  
বার্ষিক দেড় হাজার হইতে সাড়ে চারি হাজার  
টাকা ব্যয় করে, তাহারা গণনার বহু লক্ষ।  
এই সর্কনিয় ব্যয় আমাদের দেশের কোন  
ধনী রমণী ও যদি করে, তাহা হইলে তাহার  
ডিটার শীঘ্র ঘুচবে।

## Home Industries.

### Varnishes বার্নিশ।

### গার্হস্থ্য শিল্প।

—:—

### পিত্তল রঙ্গের বার্নিশ।

গালার বার্নিশের সহিত Tumeric  
হলুদের শুক্ক মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইলেই  
উৎকৃষ্ট সোনালী রঙ্গের ল্যাকার বা পিত্তলের  
রঙ্গের বার্নিশ প্রস্তুত হয়। স্পিরিটে চাঁচ  
গালা গলাইয়া লইলেই ল্যাক বার্নিশ প্রস্তুত

হইবে। এই বার্নিশেই লটুকন ফল মিশাইয়া  
পূর্ববৎ করিয়া লইলেই তামার রঙ্গের বার্নিশ  
হইবে। টানের লঠন প্রকৃতিতে এই বার্নিশ  
মাথাইলে তামা বা পিত্তলের রং হইয়া  
বাইবে।

### কুষ্ঠাল বার্নিশ।

এই বার্নিশ জলের রঙ্গের ম্যাপ এবং ছবি  
প্রকৃতিতে মাথান হয়।

কুষ্ঠাল বার্নিশ দ্বারা কাপড়ের উপর  
বার্নিশ করিতে হইলে একটু আইসিং গ্লাস  
গরম জলে গলাইয়া প্রথমে খুব পাতলা এক  
কোট লাগাইয়া তাহাকে শুক করিতে হয়,  
তাহার পর কুষ্ঠাল বার্নিশ এক পোচ লাগাই-  
লেই সুন্দর বার্নিশ করা হইবে।

### কুষ্ঠাল বার্নিশ প্রস্তুত প্রণালী।

(১)

সাদা চাঁচগালা	—৪ আউন্স
কর্পূর	—অর্ধ আউন্স
ক্যান্ডা বালুনাম	—অর্ধ আউন্স
আলকোহল	—১ কোয়ার্ড

মিশ্রিত করিয়া গলাইয়া ফেলিলেই কুষ্ঠাল  
বার্নিশ প্রস্তুত হইবে।

২য় প্রকার।

খুব ভাল কানাডা বালসমকে উত্তাপ  
দ্বারা একরূপ ভাবে জ্ব করিয়া ফেল, যেন তাহা  
সম্পূর্ণ তরল হইয়া দাঁড়ায়, তাহার পর  
ইহাতে ৩ ভাগ টারপিন ঢালিয়া দিয়া অনেক  
ক্ষণ নাড়িতে থাক বা একটা বোতলে পুরিয়া  
ঝাকুরাইতে থাক, এবং কোন গরম জায়গায়  
করেক ঘণ্টা রাখিয়া দাও, তাহার পর ইহা  
ব্যবহারের উপযোগী হইবে।

৩য় প্রকার।

মাষ্টিক গম—৪ আউন্স গলাইয়া লইয়া  
ইহাতে ৪ আউন্স Dammar দিয়া ১ পাইন্ট  
তার্পিনের মিশ্রিত উত্তররূপে মিশাইয়া লও,  
তাহা হইলে সুন্দর বার্নিশ হইবে।

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

## Green Varnishes

## গ্রীণ বার্ণিশ্‌।

ক্রিষ্টাল বার্ণিশ্‌	—৪ ভাগ
বোরাক্স	—২ ভাগ
অক্সাইড অফ টীন	—১ ভাগ
ক্যালসাইন্ড বোন	—১ ভাগ
ভাডিগ্রিস	—১ ভাগ
ব্লু কার্বোনেট কপার	—১ ভাগ

একত্র মিশ্রিত করিলেই গ্রীণ বার্ণিশ্‌

প্রস্তুত হইয়া গেল। বর্ণের আধিক্য বাঞ্ছনীয় হইলে ইহার সহিত Chromine oxide ক্রোমাইন অক্সাইড কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিলেই বেশ উজ্জ্বল সবুজ বার্ণিশ্‌ হইবে।

## স্বচ্ছগ্রীণ বার্ণিশ্‌।

যদি স্বচ্ছগ্রীণ বার্ণিশ্‌ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে

চাইনিজ ব্লু	—১ ভাগ
ক্রোমোট অফ পটাস	—২ ভাগ

থুব অনেককণ মাড়িয়া মিশ্রিত করিতে হইবে, ইহাতে কোপাল বার্ণিশ্‌ মিশ্রিত করিলেই স্বচ্ছ বার্ণিশ্‌ হইবে। ইহা টিনের ড্রয়াদিতে পাতলা করিয়া লাগাইলে বড় সুন্দর হইবে।

## কোপাল বার্ণিশ্‌।

কোপাল ১ পাউণ্ডকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাজিয়া লও। তারপর কোপাল এবং অক্সাইড রজন এই দুটিকে ১ কোয়ার্ড বা ৩ পোয়া লিন্সিড অয়েল বা মসিনার তৈলে অগ্নিতে ফুটাইতে থাক। মূহ জ্বালে প্রায় ১৫।১৬ মিনিট সিদ্ধ করিয়া তাহাতে হুই আউল সুগার অফ লেড্‌ দিয়া আরও ১৬।১৬ মিনিট অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া দাও। যখন চুলা হইতে নামাইবার পর শীতল হইবে তখন ইহাতে টার্পিন তৈল দিয়া পাতলা করিয়া ছাকিয়া লটলেই কোপাল বার্ণিশ্‌ হইয়া পেল।

## দেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্য

## সংবাদ।

—:—:—

শ্রীর মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী  
বাহাদুরের নূতন উদ্যোগ।

যশোহরের চিরুণীর কারখানা স্থাপিত হইয়া চিরুণী প্রস্তুত হইতেছিল, পাঠক গণ একথা বিস্মৃত হয়েন নাই। এই সমস্ত চিরুণী সেলুলয়েড্‌ দ্বারা প্রস্তুত হয়। বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া এদেশে চিরুণী প্রস্তুত হইলে কার্যের উন্নতি হওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এদেশেও সেলুলয়েড্‌ প্রস্তুতের ভাল মাল মসলা পাওয়া যায়। যশোহরের সুদক্ষ কার্যাব্যাক্স জাপান হইতে সুশিক্ষিত হইয়া আসিয়া এদেশে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া যশোহরে এই কারখানা স্থাপন করেন। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর এই কারখানার দ্রব্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এক্ষণে আমাদের সর্বজন প্রিয় প্রকৃত হিতৈষী মহারাজা শ্রীর মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর সেলুলয়েড্‌র কারখানার জন্ত স্বীয় কাবুড়গাছীর প্রাসাদ তুল্য বাটী ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং কল কারখানার জন্ত যত টাকার আবশ্যক, জাপানে তাহা প্রেরণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মন্থ বাবুর তত্ত্বাবধানে মহারাজা বাহাদুরের সেলুলয়েডের কারখানা পরিচালিত হইয়া এদেশেও অতঃপর সেলুলয়েড প্রস্তুত হইবে।

এই সেলুলয়েডের চিরুণী করিতে তাহাতে কর্পূরের আবশ্যক হয়, তাহার জন্ত এদেশকে জাপানের উপর আপাততঃ নির্ভর না করিলে উপায় নাই। যাহাতে এদেশে কর্পূর গাছ জন্মিয়া এ অভাব পূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্ত ও মহারাজা বাহাদুর চেষ্টার ক্রটি করিতেছেন না। ইতিমধ্যেই তিনি মন্থ বাবুর সাহায্যে

রাঁচি পুকুরিয়া পঞ্চকোট প্রভৃতি স্থানে কর্পূর বৃক্ষ রোপন করাইয়াছেন, যদি ঐ সকল ক্ষেত্রে কর্পূর গাছ জন্মে, তাহা হইলে এদেশে জাপান হইতে অতঃপর আনাটরা চিরুণীর জন্ত আর পর মুখাপেক্ষ হইতে হইবে না। আমরা পূর্ণ মন্থের নিকট প্রার্থনা করি, মন্থ বাবুর উত্তম সকল হউক এবং মহারাজা দীর্ঘজীবী হইয়া এদেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করুন।

সাধারণ মধ্যবৃত্ত লোকের অবস্থা এদেশে অতি শোচনীয় উপলব্ধি করিয়া সদাশয় কার্পেন্স পেটাভেল সাহেব নিজ ব্যয়ে এদেশে আসিয়া মহারাজার সাহায্যে শিল্প-বিজ্ঞান করিবার জন্য কঠোর উদ্যোগ করিতেছেন। তাহা আমরা কয়েক বারই “কাজের লোকে” তাহা প্রকাশ করিয়াছি। এদেশের লোকের পূঁজি নাই। সেইজন্ত ছেলেকে শিক্ষা দিতে পারে না, বিশেষতঃ শিল্প শিক্ষার নিয়োজিত রাখিতে পারে না, কিন্তু সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প শিক্ষা দিয়া ছেলেদের উৎপন্ন দ্রব্য হইতে যদি তাহাদের ব্যয় চলিয়া যায়, তাহা হইলে কয়েক বৎসরের পর ছেলে বিভাগল হইতে বাতির হইয়াই উপা-জ্ঞানে সক্ষম হইয়া পিতামাতার ভ্রংশ মোচন এবং কিছু কিছু মূলধন সঞ্চয় করিতে পারে। তাহা হইলেই এদেশের অন্ন সমস্তায় সুনীমাংশ হইয়া যায়। এই মহাহুদেস্তে মাননীয় মহারাজা শ্রীর মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সাহায্য করিয়া দেশের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অজ্ঞানরা বহুবার এই বিভাগলের প্রতি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি, পুনরায় সাধারণকে অজ্ঞানরোধ করিতেছি, যেন এই বিভাগয়ে সন্তানগণকে শিক্ষা দিয়া দেশের শিল্পোন্নতির জন্য যত্নবান হয়েন। প্রথম ২৩ মাস একটু ব্যয় হইবে বটে, কিন্তু ২৩ মাস পরে বালকগণ নিজের উপা-জ্ঞানে নিজের

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

বার চালানিতে সক্ষম হইবে। এই সকল  
বাণিক শিক্ষালাভ করিয়া বাহাতে কাজ পায়,  
কুলের কর্তৃপক্ষ সে সম্বন্ধে বিশেষঃ সাহায্যও  
করিবেন। এ সকল মহৎ কার্যের বে  
তুলনা নাই, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যত  
ইহাই প্রকৃত উদ্যোগ এবং দেশহিতৈষিতা।

## কালীর মসলার অভাব।

—:—

জার্মানীর স্বাক আনিলিন দ্বারা কালির  
বড়ী, কালির গুড়া, তরল কালী প্রভৃত হইতে  
ছিল। যুদ্ধের জন্ত গলনট, বা মাজুল, এখন  
আর পাওয়া বাইতেছে না, অতিশয় হুঙ্মূল্যও  
হইয়াছে, তাহাতে কালী প্রস্তুত করিয়া  
কালী ওয়ালাদের কোন ক্রমেই পোষাইবে  
না। আনিলিন কলার হুঙ্মূল্য। দেশী কালী-  
ওয়ালাগণ অতি ব্যথা হইয়াই। আনা  
পাইটের কালীকে ২০ মনে বিক্রয় করিতে-  
ছেন। সবুজ আভাসুক্ত হুঙ্মূল্য কালীর  
মায়া ছাড়িয়া আবার বুদ্ধি হরিতকি, আমলা,  
বহেড়ার কালী করিতে হয়। কাগজ  
হুঙ্মূল্য—নাম ৪ গুণই বৃদ্ধি হইতে চলিল।  
পরমুখাপেক্ষী জাতি আমরা, আর হার হার  
করিয়া কি হইবে? দেশে হরিতকি বহেড়ার  
কালী আবার চলিতে আরম্ভ হইতেছে।  
এত দাম দিয়া পল্লীগামবাণীগণ আর পারিয়া  
উঠিতেছে না। খাট, পরিধেয়, সমস্তই  
হুঙ্মূল্য। কাগজের এবং কালীর অভাবে  
বহু আবস্তকার বিকল্প এখন গ্রহণযোগ্য  
প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। দেশীয়  
উপাধানে নিবিবারণ কালীর উপায় উদ্ভাবন  
করা এখন আবশ্যিক হইয়াছে। দেশী কালীর  
দ্বারা কাগজ—কলম নষ্ট হইত না, তাহাতে  
নিষিদ্ধ প্রিন্টিং-পুঁথি কত লভ্য পণ্ড, বহুসর

অসংখ্য হইতে এখনও বর্তমান রহিয়াছে। এই  
একটি দেশীয় শিল্পের অত্যাচারের সুযোগ দ্বারা  
করাঘাত করিতেছে, দেশের বৈজ্ঞানিকগণের  
এই সুযোগ উপেক্ষা করা উচিত নহে।  
দেশের ছেলেরের এত লেখা পড়া, এত  
বিজ্ঞান পাঠ সমস্তই কি ভয়ে ঘৃণাহতির  
জ্বর নিষ্ফল হওয়া বাঞ্ছনীয়? একটা জিনিষও  
কি খাটী দেশজাত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত হইতে  
পারে না। মাথা দ্বারা কে? সে চোখ কে?  
সে ব্যাকুলতা কে? ঘুমঘোর ভাজিল না  
আমরা যে ভিমিরে, সেই ভিমিরেই বুদ্ধি  
খাকিয়া গেলাম। কত দেশলাইয়ের কলার  
কথা, বোধ কারবারের কথা, কত বদেশ-  
হিতৈষির কথাই এ জীবনে শুনিলাম, কিন্তু  
হার হার, একটাও ধোপে ঠিকিল না, এই হুঙ্মূল্য  
আর কি? যুদ্ধ আরও কিছুদিন চলিলে কালী,  
কলম, কাগজ, বই সমস্তই বোধ হয় আর  
পাওয়া বাইবে না। তখন বোধ হয়, শিক্ষার  
বড়ী ঘুরিয়া যাইবে এবং দেশের ছেলেরাই  
অগত্যা শিল্পে—ও বিজ্ঞানে—কৃষিকার্যে মন  
দিতে আরম্ভ করিতে পারে। ভগবানের কি  
অভিপ্রায় কে জানে? বাণিজ্য শিল্পের কথা  
এদেশে নামও করিতে নাই। আমাদের  
শিক্ষার উদ্দেশ্যই হইতেছে চাকুরী বা  
ওকালতি করা, শিল্প ব্যবসার এ সকল  
ছোট কাজে আমাদের দেশের শিক্ষিত এবং  
ধনীগণ পাণ্ড মনে করিয়া থাকেন। সেরূপ  
শিক্ষার পুস্তক, কাগজ স্পর্শ করিতে এক  
মুহুর্ত সময় দেওয়াও বাঙ্গালীর ছেলের নিকটে  
অপব্যয়, অথচ ততোধিক জ্ঞান পাশ্চাত্য  
দেশের শিল্প বাণিজ্যের কথা লইয়া  
আমরা গলাবাকী করিতে ছাড়ি না, এই দেশের  
আবার অবস্থার উন্নতি হইবে? শুনিতেও  
হাসি পায়। এদেশের ইংরাজ ব্যবসায়ীগণ  
প্রকৃতই আবাদিগকে বাঁকসর্ব্বক দগিয়া হাত  
ও উপহাস করিয়া থাকেন।

## Home Industry.

### শূদ্ধ-শিল্প।

—:—

শূদ্ধ হইতে বহু উৎকৃষ্ট শিল্প কার্য হইতে  
পারে এবং হইতেছে। মহিষের শূদ্ধ হইতে বহু  
পূর্বকাল হইতে নানা প্রকারের কোটা, চিরুণী,  
ছুরী এবং অন্ত শস্তের বাট হইতেছে এমন কি  
আমরা দেখিয়াছি, এদেশে যখন ছাতার জন্ত  
ইন্দ্রাণের শিক প্রভৃতি আমদানী হইত না,  
সেই সময়েও ছাতার শীক পর্যন্ত মহিষের শূদ্ধ  
এবং কাঁচকাড়া দ্বারা প্রস্তুত হইত। এখন  
কটক অঞ্চলে, এবং পুন্ড্রিয়ার দিকে শূদ্ধের  
কাজ মন্দ হইতেছে না, কটকের ছড়ি, কোচি,  
কলমের হাওল, চিরুণী এমন কি যুদ্ধবাস  
প্রভৃতিও শূদ্ধর হইতেছে—তাহা অস্বেক্ষেই  
দেখিতেছেন। পুন্ড্রিয়া অঞ্চলে মহিষের শূদ্ধ  
দ্বারা লাটীর মাথা প্রভৃতি প্রস্তুত হইতেছে।  
কিন্তু বাঙ্গালার অজ্ঞানকোন উদ্যোগ বোধ্য কাজ  
হইতেছে এমন আমরা শুনিতে পাই না। কলি-  
কাতার হাড়কাটা গলিতে মহিষ শূদ্ধের কখন  
কখন বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হয়, সময় সময়  
দেখিয়াছি। এই শূদ্ধের কাজ এদেশেও হওয়া  
বাঞ্ছনীয়। সেইজন্য শূদ্ধকে কেমন করিয়া  
কার্যোপযোগী করা বাইতে পারে, সে সম্বন্ধে  
কিছু আলোচনা করিবার বাসনা।

### শূদ্ধকে নরম করিবার উপায়।

শূদ্ধের অপ্রত্যগে বাহা অস্থির জ্বর করিল,  
সেই অংশটা ক্রান্ত দ্বারা কটীয়াই ফেলিয়া  
দিতে হয় এবং পোড়াটাতেও প্রকৃত করাই  
দ্বারা কিঞ্চিৎ বাধ দেওয়া উচিত। তাহার  
পর গরমজলে বা একটা পায়ে জলদিয়া  
তাহাকে অগ্নির উত্তাপে কুটাইলে শূদ্ধ  
বেশ কোমল হইয়া যাইবে। এই অবস্থার  
ইহাকে অনায়াসে সোজা করিয়া ফেলা  
যাইবে। এখন এই মহিষ শূদ্ধের উপর যে কঠিন

পুরাতন "কাজের লোকের" পৃষ্ঠাপত্রের জন্য ১/৪ ডাকমাণ্ডল পাঠান।



আধরণ থাকে সেইটাই আবশ্যক। কিন্তু তাহার ভিতর যে মাংশল পদার্থ থাকে, তাহা পরিভাগ করিতে হইবে, মহিব শূককে জলে ফুটাইলেই যখন কোমল হইবে, সেই সময় ইহাকে মাঝে মাঝে চিরিয়া কেলিয়া ভিতরে মাংশল অংশটা অনারাসে ছুরি দ্বারা পৃথক করা যাইতে পারে। তাহার পর খোলায় তার শূকের বেটুকু আবশ্যক, সেই কঠিন অংশ অর্থাৎ শূকের প্রকৃত আবরণটা থাকিবে। এই অবস্থার ইহাকে সোজা করিতে পারিলেই তাহা দ্বারা বাহনীর ত্র্য প্রস্তুত করা সহজ হইবে। ইহার উপর, এই নরম অবস্থার এই শূকটাকে সোজা করিয়া ইহার উপর তার চাপাইয়া রাখিলেই ইহা সোজা হইবে, এবং শুক হইলে আর কৌকড়াইবে না। তাহার পর শুক হইলে তখন কঠিন হইবে, তখন রেঁদার বা ডীক ছুরিকা দ্বারা ইহাকে সমান ভাবে চাচিয়া রক্ষণ করিয়া তাহা দ্বারা নানা প্রকার ত্র্য করা যাইতে পারিবে। শূককে কেমন করিয়া পালিত করিতে হয়, তাহার কথা নিম্নে বর্ণিত হইবে।

শূকের জিনিসের উপরিভাগ প্রথমে কাঁচ ভাঙা দ্বারা চাচিয়া চাচিয়া সমতল এবং বখা-সাধ্য রক্ষণ করিয়া লইয়া একটু ক্রানেল বা তদনুরূপ কাপড়ের উপর কিঞ্চিৎ পিউমিস পাউডার, অভাবে সাঁও পেপার দিয়া খুব বার-বার ঘর্ষণ করিলে যথেষ্ট সমতল এবং পালিত হইবে। তাহার পর একটু হুইট অয়েল মাখাইয়া ভাস্কর বা লাবড়ী চামড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিতে করিতে ইহার পালিসের উজ্জলতা বাহির হইবে।

### টুকরা জুড়িবার উপায়।

মহিবের শূকের টুকরা জুড়িয়া অনেক সময় কাঁচ করিতে হয়, কারণ শূকের খোলা দ্বারা কাঁচ করিতে হয়, টুকরা না জুড়িলে উপায়

নাই। এই টুকরা জুড়িতে হইলে দুইটা শূকের পাতকে অগ্নির উত্তাপ দ্বারা গরম করিলেই যখন নরম হইয়া যাইবে, তখন দুইখণ্ড একত্র করিয়া চাপ দিয়া যে পর্যন্ত শীতল না হয় সে পর্যন্ত রাখিয়া দিলেই বেমানান জুড়িয়া যাইবে।

এই শূকের উপর রক্ষণ করিতে হইলে পালিত করা শূকের ত্র্যের উপর নাইট্রেট অফ সিলভারকে কিঞ্চিৎ জলে গলাইয়া তুলি দ্বারা ইহার উপর চিত্র বিচিত্র বাহা ইচ্ছা করা যাইতে পারে, যে পর্যন্ত বাহনীর বর্ণের গাঢ়তা না হয়, যে পর্যন্ত ঐরূপে ২৩ বার তুলি দ্বারা লাগান যাইতে পারে। ইহা দ্বারা বেগনী আভাযুক্ত রঙ বর্ণ হইবে। প্রত্যেক বার তুলি দ্বারা লাগাইয়া মোড়ের তাপে শুক করিয়া লইয়া তবে দ্বিতীয় বার লাগাইতে হইবে।

এই শূকের কার্য্য করিবার সময় ইহার অনেক ছাঁড়া ছাঁট ছুট বাদ পড়ে, তাহা কেলিয়া দেওয়া উচিত নহে। ইহা অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া শিরিশ প্রস্তুত হয়। উত্তম রূপে গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া বোতামাদি প্রস্তুত হইতে পারে। কোন জিনিসের কিছুই বাদ যায় না, ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

## Agriculture.

### গার্হস্থ্য কৃষি।

#### সংক্ষিপ্ত উপদেশ।

—:—

#### গোলআলু—কার্তিক মাস।

হালুকা পলিপড়া ছুরি উপযোগী। ভিলা নামাল জমিতে আলু জন্মায় না। তাজ মাসে উত্তমরূপে লাঙ্গল ও মই দ্বারা জমি বারংবার চরা। বত অধিক চাষ করা যায়, ততই ভাল হয়। মেড়ির খোল, পুরাতন

গোবর, ছাই, পলিমাটি যথেষ্ট পরিমাণে মিশান। অস্থিচূর্ণ বিশেষ উপকারী—বীজ বপনের অন্তঃ ৩৪ মাস পূর্বে অতি স্থল অস্থিচূর্ণ মিশ্রান উচিত। কার্তিক মাসে পুনরায় লাঙ্গল ও মই দেওয়া। আর একহাত গভীর করিয়া মাটি খনন করত ধুলির মত করণ।

রোপণের প্রথা—এক হাত অন্তর উত্তর দক্ষিণে লম্বা জুলি প্রস্তুত। আধ হাত গভীর জুলি, প্রত্যেক জুলিতে ১৫।১৬ আঙ্গুল ব্যবধানে এক একটা চোক বসান। চোক উপর দিকে রাখিয়া সাবধানে মাটি চাপা দিতে হয়।

ঐ অস্ত্র প্রথা—চোকের প্রস্থভাগে ৬ হাত অন্তর ৩ ইঞ্চি গভীর এক একটা জুলি। প্রতি দুই জুলির মধ্যবর্তী জমিতে প্রস্থভাগে ৬।৭ ইঞ্চি গভীর জুলি কাটা। ঐ উত্তর পার্শ্ব জুলির মধ্যবর্তী স্থানে এক ফুট অন্তর বীজ বসান। চারা ৫।৬ আঙ্গুলি প্রমাণ হইলে সমস্ত জমিতে উত্তমরূপে জল সেচন। জল টানিয়া “মো” হইলে নিড়ান দ্বারা মাটি খুসিয়া দেওয়া। চারার গোড়ার মধ্যে মধ্যে মাটি তুলিয়া দেওয়া। ৭।৮ দিন অন্তর ঐরূপ ছেঁচ দেওয়া, ক্রমশঃ পার্শ্বের দাঁড়া জুলির মত হইবে এবং গোড়ার মাটি উচু হইয়া উঠিবে। গাছ মরিয়া আসিলেই আলু উঠাইতে হয়।

#### বাঁধা কপি—ভাদ্র হইতে

#### অগ্রহায়ণ মাস।

ছায়াবিহীন দো আঁপ শক্ত বা হালুকা মাটি। ভাদ্র মাসে জমি কোপাইয়া খৈল বা পুরাতন গোবর সার মিশান। সার দিবার দিবার পর বারংবার লাঙ্গল ও মই দ্বারা মাটি চূর্ণ ও আলু করা। বিধা প্রতি ২০ মণ খৈল বা ১৫।২০ সাকি পুরাতন গোবর সার। পচা পানার সার মিশ্রিত হালুকা মাটিতে

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর মউন।

বা গামলায় বীজ বপন। আগলী জাতীর বীজ আরাড় মাসে ও নামলা জাতীর ভাজের শেষে রোপণ। ২৩টা পাতা হইলে উঠাইয়া ছাউনিযুক্ত হাণোরে চারা বসান ও উত্তম-রূপে জল সেচন। দিনের বেলায় হাণোর ঢাকা এবং বর্ষা না থাকিলে রাত্রিতে খুলিয়া রাখা। ৩৭টা পাতা জন্মিলে চারা ক্ষেত্রে রোপণ। পুতিবার সময় বা তৎপূর্বে প্রত্যেক গর্ভে এক বা দুই মুষ্টি পুরাতন সার বা চূর্ণ সরিষা ঝেল দিলে ভাল হয়। দেড় হাত অন্তর জুলি মধ্যে দেড় হাত অন্তর এক একটা চারা গণা ডুগাইয়া বসান। তৎপরেই অন্ন অন্ন জল সেচন। সূর্যাস্ত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চারা বসাইবার সময়। বাবং চারা সবল না হয়, দিনের বেলায় ঢাকিয়া রাখা ও অপরাহ্নে খুলিয়া দেওয়া। গাছগুলি ধরিয়া গেলে জুলির পার্শ্ব মাটি উহারে গোড়ার টানিয়া দেওয়া। জলাভাবে কপি অগ্নে না। অতএব প্রচুর জল সেচন চাই। মাটি কঠিন হইলে গাছের গোড়া খুলিয়া ধরিয়া ও জলগাদি পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়।

### ফুলকপি—প্রাণ হইতে কার্তিক।

ফুল কপি দুই জাতীয়—পাটনাই ও বিলাতী। মৃত্তিকা, বীজ রোপণ ও চারা পালন সম্বন্ধে বাঁধা কপির প্রণালী অবলম্বন। কিন্তু বাঁধা অপেক্ষা ইহার জমিতে অধিক সার দেওয়া ও পাট আবৃত্তক। বিধা প্রতি ১৮২০ মণ ঝেল এবং পুরাতন সার। ভাজ মাসে জমিতে বারংবার চাব। চারা পুতিবার সময় প্রতি গর্ভে ৩৪ মুষ্টি পুরাতন পচানার বা ঝেলসার দেওয়া। আড়াই ফুট অন্তর জুলিতে দুই ফুট ব্যবধানে চারা বসান। গাছ বড় হইলে গোড়ার মাটি জুলিয়া দাঁড়া দেওয়া। মণ্ডাহে একবার ছেঁচ—গাছে—পোক। ধরিলে পাতার ছাই ছড়াইয়া দেওয়া। ফুল দেখা দিলে গাছের ২১টা পাতা ধরা দিনের

বেলা ঢাকিয়া রাখা—অপরাহ্নে খুলিয়া দেওয়া। আগলী জাতীর ও পাটনাই আরাড় প্রাণ ভাজ মাসে বপন করা বিধি। পাটনাই কপি অনায়াসে উৎপন্ন করা যায়।

### ওলকপি—ভাজ হইতে কার্তিক।

বাঁধা কপির প্রণালীতে চারা উৎপাদন ও প্রতিপালন করিয়া কার্তিক মাসে ক্ষেত্রে রোপণ। অন্নাত্মিক ছায়াযুক্ত পুরাতন গোবর বা ঝেল সার মিশ্রিত হালুকা দো-আঁশ মাটি। দেড় ফুট অন্তর শ্রেণীতে এক ফুট ব্যবধানে চারা রোপণ। গাছের গোড়ার মাটি খুলিয়া দেওয়া। মধ্যে মধ্যে তরল গোবর সার বা ঝেল সার দিলে ভাল হয়। ক্ষেত্রে রোপন করিবার দিন হইতে ২ মাসের মধ্যে আহারের উপযোগী হয়।

### মহিম বাবুর মুষ্টিযোগ।

#### আফিং বিষনাশক ঔষধ।

কলমীর শাকের রস আফিংএর বিষ নষ্ট করে, আফিং দ্বারা বিষাক্ত রোগীকে কলমীর শাকের রস যতটুকু সম্ভব, খাওয়াইয়া দিলে ইহার বিষ ক্রিয়া নষ্ট হইয়া রোগীর জ্ঞান ও চৈতন্য হইবে।

#### রক্ত আমাশয়ের ঔষধ।

আমচুর ভিন্নান জল —/০ ছটাক  
দধি —/০ ছটাক  
কাঁচা হরিদ্রা পেঁতো করিয়া তাহার হুন্ড ওড়া অর্দ্ধ ছটাক একত্র মিশ্রিত করিয়া যে পর্যন্ত আরোগ্য না হয়, প্রত্যহ প্রাতে ১ বার করিয়া দিলে রক্তামাশির আরোগ্য হইবে।  
সাদা ও রক্ত আমাশয়ের মুষ্টিযোগ।  
কেতকের শিকড় পানের সহিত চিটাইয়া খাইলে রক্ত আমাশির ও সাদা আমাশির ভাল হয়।

### পুরাতন ঘুঘুঘুবে জ্বর।

প্রাতে এবং বৈকালে কাগটিলেঘুর পাতার আশ্রয় লইলে এইরূপ জ্বর বন্ধ হয়।

### ডিসপেপ্সিয়া বা অজীর্ণতা।

কোষ্ট বন্ধ বিশিষ্ট অজীর্ণতার—

ইসপ্‌গুল ভাজা —১ ভাগ

ঐ কাঁচা —১ ভাগ

কাশীর চিনি (অভাবে সাধারণ চিনি) ২ ভাগ, দধির জল ফেলিয়া বাহা ছানার মত থাকে, তাহা ৮ ভাগ। একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিলে, বায়ুর সমতা হয়, কোষ্ট পরিষ্কার হয় এবং অতিরিক্ত ডিসপেপ্সিয়া আরোগ্য হয়।

### অর্দ্ধ কপালীর মুষ্টিযোগ।

যে পার্শ্ব গীড়া, সেই পার্শ্বের হাতের কহুইয়ের উপর কাপড়ের পাড় ছেঁড়া দ্বারা কসিয়া বাকিয়া কিছুকণ রাখিয়া দাও। পর দিবসও যদি মাথা ধরে, তাহা হইলে দেখিতে হইবে যে, একই নাসার খাঁস গ্রহণ কালে একই সময় মাথা ধরে কিনা, নিশ্চয়ই তাহাই হইয়া থাকে। তাহা হইলে সেই নাকে নিখাঁস বন্ধ করিয়া কহুই বাকান দিবা মাত্রই মাথা ছাড়িয়া বাইবে। এই মাথাধরা প্রায়ই সূর্যোদয় সময় আরম্ভ হইয়া বেলা বত বাড়তে, ততই বৃদ্ধি হয়, এবং বেলাব-সানে কমিয়া যায়।

(বোণী ভদ্র)।

### ভূত প্রেতাদি সম্বৃত জ্বর।

রক্ত আপাঙ্গের মূল হাতে বাকিয়া দিলে এইরূপ জ্বর ভাল হইবে।

(বোণী ভদ্র)

কাছের লোকই “কাছের লোক” পাঠ করেন ; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

## রক্ত পরীক্ষার এবং দেহ পুষ্টির সহজ উপায়।

উৎকৃষ্ট পাওয়া যুক্ত ১ ভোলা পরিমাণ  
নইরা তাগতে ৮১০ টি পোল মরিচ ভাজিয়া  
সেই যুক্ত প্রত্যাহ পান করিলে শরীরের পুষ্টি-  
সাধন এবং রক্ত পরীক্ষার হইবে।

(বোগী ওক)।

## নারিকেল ছোবড়ার দড়ীর কল।

হাওড়া, ২৫৩ নং বেলিগিরস রোড হইতে  
ঐক্যবান্ধ অধিকারী আমাদিগকে লিখিয়াছেন,  
তিনি বহুদিন পরীক্ষা করিয়া নারিকেলের  
ছোবড়ার দড়ী প্রস্তুত করিবার একটা পা-  
চাশা কল প্রস্তুত করিয়াছেন। ৫১৬ হাজার  
টাকা মূলধন নইরা এই কণে কাজ করিলে  
বিশেষ লাভ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তিনি  
দরিদ্র ব্রিটিশ; সে টাকা মাই, তাহার কেহ যদি  
সহায় করেন, তবে তিনি কলটি চালাইবার  
ব্যস্থা করিতে পারেন। এ দেশে নারিকেলের  
ছোবড়া নষ্ট হয়—আর বিদেশ হইতে বৎসর  
বৎসর অনেক টাকার নারিকেলের কাটা  
আনিয়া আমরা ব্যবহার করি। কলকজা  
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন লোক এই  
কলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন কি ?

### "Businessman"

### Poor Charitable Dispensary.

### বিজ্ঞানসম্মান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্সফোর্ড স্ট্রের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।  
পরুধা-কাঠর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-  
প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য  
ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও দক্ষবলের  
যোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ  
দেওয়া হয়। আরোগ্য হইরা বাহা সাধারণ  
হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থে  
ব্যয় হয়—না দিলেও কোন আপত্তি নাই।

তদ্ব্যবহারক

অবিলম্বে শ্রীমদাশ্রম চট্টোপাধ্যায়,  
"কাজের লোক" সম্পাদক।

## অগ্নিদীপক

অগ্নিদীপক—সুখামালা, অরুচি,  
শেট তার, শেট গরম, শেট জ্বালা, শেট বাধা,  
শেট ঘুট ঘুট ও গড় পড় শব্দ হওয়া উপকার  
বাহ্য্য, অন্নোদগার, মধুরোদগার বিনমিষা,  
বমন, হিকা, তৃকা, বুক ও গলা জ্বালা, মুখে  
জল উঠা, অন্নাক্ত, উদরশূল, নাভিশূল, দূষিত  
ও কুপিত বায়ু, বহুৎ দোর এবং সানাপ্রকার  
অজীর্ণ ও বদহজম (বাহা অতিরিক্ত অপচনী  
খাত ভোজন, অধিক রাতে আহার, শুকপাক  
শ্রব্য, কীট বা অধিকপক ফল আহার,  
বেদান্ত আহার, অধিক মন্ত ও মাংস  
ভোজন) জন্ম হয়, তাহা অচিরে আরোগ্য হয়  
ও শরীরের অবসন্নতা ও মনের ক্ষুধীনতা  
দূর হয়। মূল্য ১ শিলি (৬০ বটিকা) এক  
টাকা মায় ডাক মাণ্ডল প্যাকিং।

প্রাপ্তিস্থান—দি অগ্নিদীপক কোং,

মথুরা—ইউ, পি।

অজুগ্রহপূর্বক অর্ডার দিবার সময় কাজের  
লোকের নামোল্লেখ করিবেন। ম্যানেজার।

## শক্তিবদ্ধক

শক্তিবদ্ধক—রুশকার শরীর রক্ত  
মাংশে পুষ্টি, লাবস্ত ও কাস্তিযুক্ত এবং বলিষ্ঠ ও  
অত্যধিক পরিপ্রসঙ্গক করে, চিত্তাশক্তিবৃদ্ধি  
মজ্জিকরিত ও চিত্ত স্থির করে। বৈধ অবৈধ  
উপায়ে অতিরিক্ত রসরক্ত কম হেতু উপসর্গাদি  
সমূলে দূরীভূত করিয়া অপরিখ্যাণ শক্তি এবং  
শক্তিবৃদ্ধি করে। মূল্য এক শিলি ১৪৮ বটিকা প্যাকিং  
ও ডাকমাণ্ডলসহ ২১০ আড়াই টাকা মাত্র।

দি অগ্নিদীপক কোং,

মথুরা, ইউ, পি।

এখন ছাত্রদের বার্ষিক পূর্ণমূল্য দিতে হইবে।

## আপনার দেহটা

ঔষধ পরীক্ষারও ক্ষেত্র নহে, আর তাহা  
হওয়াও উচিত নহে। এইরূপে শরীরের  
উপর বিবিধ ঔষধ পরীক্ষা দ্বারা জীবনী শক্তি  
নষ্ট হয় এবং অকাল মৃত্যুকে আহ্বান করা  
হয় মাত্র, রোগ আরোগ্য হয় না। বহু  
বৎসর পূর্বে জনৈক মহাপুরুষ ডিম্বালয়  
প্রদেপের ওয় লতা দ্বারা "সর্বমঙ্গলাযুত"  
প্রস্তোভের ব্যবস্থা দেন, তাহা দ্বারা অন্ন,  
অজীর্ণতা, স্বপ্নদোষ, শুক্র এবং ধাতুগত রোগ  
বাবতী রীতিগত, রক্তচট্টতা, পারদ চট্টতা,  
প্রভৃতি এত রোগ এবং হানীতাবে আরোগ্য  
হইয়াছিল যে, আমরা এক্ষণে বহু ব্যয়ে  
পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে দিতেছি ও দিতে  
প্রস্তুত আছি। ইহা অগ্নিতীয় রক্ত পরি-  
কারক বলিয়া অচিরে সমস্ত শারীরিক  
বিধানক কার্যকর করে, তদ্ব্যবস্থাকে পুন-  
র্জীবিত করিয়া দেয়। পূর্ণ এক শিলির মূল্য  
১১০ টাকা মাত্র, ভি, পি, ডাকমাণ্ডল ৬০  
আনা। এক শিলির অধিক খাইবার  
প্রয়োজন নাই।

প্রাপ্তিস্থান—

সর্বমঙ্গলা ফার্মেসি।

১এ শীতলা লেন, বিডন কোয়ার, কলিকাতা।

২৫২ এ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট, কলিকাতা  
ললিত প্রেসে, শ্রীমদাশ্রম চট্টোপাধ্যায়  
কর্তৃক মুদ্রিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্সফোর্ড  
স্ট্রের লেন হইতে প্রকাশিত।

# THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to Useful Art, Manufacture, &c.

## কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্যবিষয়ক

সচিত্র সাহস্কৃত্য মাসিকপত্র ।

Edited by S. P. Chatterjee.

১০ম বর্ষ ।

১২শ সংখ্যা ।

New Series.

DECEMBER 1916.

১ম পর্ব্বায় ।

ডিসেম্বর ১৯১৬ ।

Vol. X.

No. 12.

### কিছু নিজেদের কথা ।

এই সংখ্যার সহিত ১৯১৬ সালের “কাজের লোক” সম্পূর্ণ হইল। কত বাধা বিঘ্ন, কাগজাদির মূল্যবৃদ্ধি হেতু ক্রমাগত কতি সহ্য করিয়া “কাজের লোক”কে দশ বৎসর কাল জীবিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। হরত গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট কত ক্রটি, কত অপরাধ করিয়াছি—সকলের নিকট আজ সাহসের প্রার্থনা, যেন নিজগুণে সে সমুদয় ক্রটি ক্ষমা করেন।

—•—

শিল্প বাণিজ্য বিষয়ক পত্রের মধ্যে এক মাত্র পত্র “কাজের লোক”কে ব্যবসায়ী শিল্পী গৃহস্থ সকলেরই আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ করিয়া সর্বজনপ্রিয় করিবার জন্য আপন চেষ্টার ক্রটি করি নাই, বলিতে কি

“কাজের লোকের” প্রত্যেক পৃষ্ঠাকেই দ্রুত জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ করিয়াছি। এ পরিপ্রম এদেশে উপলব্ধি করিবার লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তথাপি বহু গৃহস্থ, বহু ব্যবসায়ী, বহু বিজ্ঞান দাতা, রাজা, মহারাজা, কর্মীদারগণ গ্রাহক প্রণীত হইয়া আমাদের উৎসাহিত করিয়াছেন এবং জীবিত রাখিয়াছেন। কিন্তু যে আশায় “কাজের লোক” প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যক্রে নামিয়াছিলাম, অতি পরিভ্রাণের বিষয়, সে আশা পূর্ণ হয় নাই। বাঙ্গালার প্রতি গৃহে “কাজের লোক” স্থান পাইবে এই উচ্চ আশা ছিল, কিন্তু তেমন হয় নাই। এদেশে শিল্প ব্যবসায়াদি শিক্ষার প্রকৃতিই আগ্রহ নাই, সর্ব বিষয়েই আমাদের দেশের লোক যেমন বাকসর্ব্বস্ব, এবিষয়েও তাহার ক্রটি নাই।

যদি আমরা এই কাগজখানিকে ইংরাজীতে প্রকাশ করিতাম, তাহা হইলে ইংরেজ, রোপ এবং আমেরিকা ও বেঙ্গল, বর্ম্মা, মালদ্বীপ, বর্ম্মা, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে গ্রাহক পাইতে পারিতাম। বিলাতী বিজ্ঞাপনে কাগজ পূর্ণ হইয়া অর্থ ব্যয় হইত, কাগজের উন্নতি হইত। উদ্দেশ্য সকল হইত।

—•—

যুদ্ধের জন্য কাগজের অসম্ভব মূল্যবৃদ্ধি না হইলে আমরা এই বারেই “কাজের লোকের” একটা ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশিত করিতাম, কিন্তু এবারেও সে আশা ফলবতী হইল না। যদি কখন সুযোগ পাই, তবে সে উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিব।

—•—

১০ বৎসরের “কাজের লোক” শিল্প, বাণিজ্য, বাণিজ্য বিষয়ক দ্রুত জ্ঞাতব্য কথার

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

পূর্ণ হইয়া বিবাহের সন্ধান হইয়াছে। সমস্ত সংবাদ পত্রই—মুজকর্মে “কাজের লোকের” প্রত্যেক খণ্ডের প্রশংসা করিয়াছেন। এই দশবৎসরের সমস্ত খণ্ড খুবই মূল্যে বেওয়া হইতেছে। এমনকি লইলে প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ৩ টাকা হলে এখন বহুল প্রচার কার্যনার ১৫০ টাকা করিয়া আগামী বার্ষিক মাস পর্যন্ত বেওয়া হইবে। বাঙ্গালার প্রত্যেক সাধারণ পুস্তকালয়ে, প্রত্যেক গৃহে “কাজের লোকের” পূর্ণ এক সেট কি রক্ষিত হইবে না?

বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব বিষয়েই বাহাতে একটু একটু সাধারণ জ্ঞান জন্মে, কর্তৃক্ষেত্রে অবশ্য করিয়া বাহাতে ছেলেকে হুনিয়া অধ্যকার না দেখিতে হয়, এই উদ্দেশ্যেই “কাজের লোক”কে শিক্ষার বিধিকোষ সন্ধান করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। এই জন্যই এত অল্পরোধে, যেন প্রত্যেক সংসারের পিতা, পিতৃব্য, ভ্রাতা এক এক সেট ক্রয় করিয়া বালক যুগের সমুখে রাখিয়া দেন, তাহার অকাল সময়ে এই সিরিট গ্রন্থের একটা মাত্র পৃষ্ঠা উল্টাইলেই বহু শিক্ষার বিষয় দেখিতে পাইবে।

এদেশের কর্তৃপক্ষ বালককে শিক্ষা দানিতে পাঠাইয়াই নিজের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পাইলেই অন্য বোধ করেন। পাশ্চাত্য পিতামাতাগণ নির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় বাতীত বালকগণকে বহু বিষয় শিক্ষা দিয়া থাকেন, সেইজন্য সে দেশের বোল বৎসরের বালক এদেশে আসিয়া একাধিক কারবার এবং অধ্যক্ষতা করিতে সক্ষম হয়, তাহার পরিচালনায় এদেশের অতিবৃদ্ধ আকলবাক লোকেও চালিত হইয়া দাসত্ব করিতে থাকে।

এদিকে এদেশের ছেলে বিবিধিভাগের চক্ষে উদ্বিগ্নকর্তৃক অপেক্ষা বিদ্যান বিনিয় নিশ্চরই সাক্ষিত কিন্তু সাধারণ অজিজ্ঞতার জবাবে এ বোড়শবর্ষীয় বালকের সমুখে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় দাঁড়াইতেই পারে না। এদেশে শিক্ষা হয়, কিন্তু কোন বিষয়ে অজিজ্ঞতা জন্মে না।

সেই সাধারণ জ্ঞান এবং অজিজ্ঞতা প্রশমনের জন্য এ দেশের পিতা মাতা যখন চেষ্টা করিবীর সময়ও পান না, তখন তৎক্ষণাৎ ১১০ টাকা ব্যয় করিয়া “কাজের লোকের” ভায় গ্রন্থ গৃহে রাখিয়া বালকের হস্তে দেওয়া অপব্যয় নহে। তাই আমরা আশা করিতে পারি, অপিত দাবী করিতেও পারি যে, এই এত পরিশ্রমের সংগ্রহ বিশাল গ্রন্থাবলী অমিলন্থেই নিঃশেষিত হইয়া যবের ঘরে ঘরে বিস্ময় করিতে থাকিবে।

বিনীত

কার্যাব্যাক—“কাজের লোক।”

## ব্রাহ্মণ।\*

ব্রাহ্মণ দেব, ব্রাহ্মণ গুরু, পতিতের ভূমি প্রাণ, সম্রাট ভূমি ধর্মরাজ্যে, ভারতের ভূমি প্রাণ। বসতি তোমার ভ্রামল কানন, শক্তি

তোমার বোণ,

দেহের রক্ত, হৃদয়ের বল, সংঘমে বিনিয়োগ।

দান করি দেহ রাজ্য ছত্র বর্ণ রত্ন ভূমি,

পর্ণ-কুটীর, বহুল-বাসে, তৃপ্ত রয়েছ ভূমি।

নীবার' তোমার বোণার খাত, 'ইন্দুদী' দেহ দেহ,

বনের হরিণ সরল সঙ্গী, মুক্ত হৃদয় দেহ।

নমো নমো নমো ব্রাহ্মণদেব, ধর্ম ভারতভূমি,—

ধর্ম আমার জীবন অন্য তব পদরেণু চুমি।

\* “ভারতবর্ষ” হইতে উদ্ধৃত।

পক্ষিত কার আদেশ-বাণীতে সদা-সদয়করে লুটায় ধূলার বিশাল শিখর হুগ হুগ আছে পড়ে রক্ত যে কৈগো ওকার সাগর, অধিতে বহি

হানে;

ত্রিভুবন ভীত তপোবলে কার, বচন প্রলয় আনে?

কটাক-ভার সহেনা পৃথ্বী, দেবকুল কাঁপে জ্বাশে, অর্ধপথেতে রবির থামার, রাজ্য অজ্ঞার খাশে, কাছার এমন প্রবল প্রভাপ, ভূজারে জল আনি

ত্রিভুবন দেন প্রাণালি পদ নিজেই ধর্ম মানি! বিধির লাগি কৈগো দেহ প্রাণ বজ্র গড়িতে

হাড়ে?

সে ভরতের ব্রাহ্মণ,—ওগো ব্রাহ্মণে শুধু পারে।

কাছার এমন ইচ্ছা মুক্তা, কে আছে এমন ত্যাগী,

কেছার এমন কৃষের তিথারী—সদা হরি-অহুরাগী।

ছদর কাহার অভাব শীতল—পদে পদে কার ক্ষমা।

নিমেষে আত্মন-মৃত্যুরে জীবার বাণী কার অধাসনা?

ধরণী কাহার চরণে লুটার—সে তার স্থণার ছাড়ে।

সে যে ভারতের ব্রাহ্মণ,—ওগো ব্রাহ্মণেই শুধু পারে।

যে দিরাছে বেদ, যে দেছে পুরাণ, অমর কাব্যকথা,

যে নামারে আনি' বরগের বাণী হরিয়াছে শোক-বাণী।

জানারে যে দেছে নবর ধরা আত্মারে অবিনাশী, ধরণীর ক্রেশ-জালা-বহুগা বলেছে সাহিতে হাসি'

মন্ত্রে যে এই বিশ্বনাথের সংবাদ দেছে কাণে,—কুশাগ্র বান শান্তির জল, শান্তি এনেছে প্রাণে

পুণ্যতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লউন।



কণ্ঠে বাহার বাণীর বসতি, ব্রহ্মা রহেন তালে।  
চরণ বাহার বশ ধন-মান তক্তি মুক্তি চাপে—  
নমো নমো নমো ব্রাহ্মণদেব, যত ভারতভূমি,  
যত আমার জীবন জন্ম, তব পদরেণু চুসি।  
ঐক্যব্রতজন মন্ত্রিক।

## সিমলাযাত্রীরপত্র।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)।

আমরা এখন আসিয়া কিল্লি, আসিলাম,  
তখন বেলা ৪টা বাজিয়াছে। এখান হইতে  
৩টা ৩১ মিনিটের সময় ১খানা গাড়ী পশ্চি-  
মাত্মবুধে যায়, তখন ঐ গাড়ী চলিয়া গিয়াছিল  
এবং ইহার পর আর অন্য গাড়ীও নাই শুনিয়া  
আমরা অগত্যা সেদিনটাও এখানে অতিবাহিত  
করিলাম।

পর দিবস বেলা ঠিক ৩টার সময় আমরা  
বিখ্যাত টেপনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।  
যথাসময়ে গাড়ী আসিয়া পৌছিল, আমরা  
পিতা পুত্র গাড়িতে উঠিলাম। এখানে এ  
গাড়ী অতি অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়া তাহার  
নিজ্য নৈমিত্তিক কার্যে প্রবৃত্ত হইল। এদিকে  
গাড়ীও প্রবল বেগে ছুটিতে লাগিল, আর  
আমি গাড়ীতে বসিয়া কেবল বৃট, গম, ভূট্টা ও  
জুরার বাজার চাব দেখিতে লাগিলাম।  
এ অঞ্চলে খানোব চাব অতি অল্পই দেখা  
যায়, তৎপরিবর্তে জুরার এবং বাজার নামক  
একপ্রকার শস্য এই সকল স্থানে পর্যাপ্ত  
পরিমাণে জন্মে। এদেশের মন্দির লোকেরা  
গমের ময়দার পরিবর্তে ইহার ময়দা সচরাচর  
খাইয়া থাকে। কারণ ইহা পুষ্টিকর ময়দা  
অপেক্ষা শুল্ক।

এইরূপে কয়েকটা টেপনের পর বেলা  
৪টা ৩১ মিনিটের সময় আমরা গাড়ী একেবারে  
এলাহাবাদ জংশনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

এলাহাবাদ কলিকাতা হইতে ৫১৪ মাইল।  
ইহা একটা প্রকাণ্ড সহর এবং টেপনও খুব  
বৃহৎ। এখানে কয়েকটা দেখিবার জিনিসও  
আছে, সেইজন্য আমরা এখানে অত্যন্ত  
করিশাম এবং টেপনের সন্নিহিত এক ধর্ম-  
শালায় আশ্রয় লইলাম। বেলা তখন ৬টা  
বাজিয়াছে, স্বর্ষ্যদেব সবেমাত্র অস্তাচল  
চূড়ার পৌছিয়াছেন—তখনও তাহার আলোক  
রশ্মি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। তখন তমসা  
মাখির আশ্রিতে বিলম্ব আছে, তখনও এলাহা-  
বাদ সহরের সেই রমণীয় দৃশ্য আমাদের নয়ন  
পূর্ণ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে নাই।  
আমরা ধর্মশালায় স্থিত গৃহ হইতে সহরের  
এই সমস্ত বিচিত্র শোভা সম্পর্শন করিতে  
লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, বয়ে বয়ে  
দীপ জলিল—রাত্তার হই পায়ে অসংখ্য  
বিপনী হইতে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল—  
যমুনা উপকূলে সাধু সন্ন্যাসীগণ তাহাদের  
উপাস্য দেবতাপ্রণের আরতী আরম্ভ করি-  
লেন। কীসর ঘণ্টা এবং শঙ্খধ্বনিতে যেন  
সহরটা পূর্ণ হইয়া গেল। সন্ধ্যা আগমনে  
এলাহাবাদ সহর যেন এক অপূর্ণ  
অভিনব সাজে সজ্জিত হইল। আমরা পিতা-  
পুত্র কিছু জলযোগ করিয়া অত্কার মত  
এইখানেই বিশ্রাম করিলাম।

পরদিন প্রত্যতে গাজোখান করিয়া  
আমি প্রথমে একটা এই দেশীয় লোক ঠিক  
করিলাম। এখানে ইহাদিগকে হুই চারি  
আনা দিলে তাহারা সজে করিয়া গইরা গিয়া  
গিয়া সমস্ত স্থান দেখাইয়া দেয়। আমরা  
পিতাপুত্র সেই লোকটিকে সম্ভিব্যাহারে  
হারাগঞ্জের ভিতর দিয়া বরাবর যমুনা উপকূলে  
আসিয়া উপস্থিত হইলাম, এবং একখানি  
নৌকাযোগে পরপারে হাইরা গঙ্গা যমুনা  
সঙ্গম স্থলে পৌছিলাম। এই স্থানটিকে প্রাগ  
বলে। প্রাগ হিন্দুদিগের একটা পবিত্র  
এখনও পুরাতন খণ্ডের দস্ত অর্ডার করুন।

তীর্থস্থান। এখানে মতক যুগনের প্রথা  
আছে। প্রাণে মতক যুগন করিয়া এই  
সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে জীবের দেহে ব্যক্তি  
আর পাপ থাকে না; তাই কথিত আছে—  
“প্রাণে যুগারে মাথা, বারে পাণী দেখা  
সেখা।” কিন্তু হ্রদটী বশত; আমার মতক  
যুগন হইল না, কেবল সঙ্গমস্থলে স্নান  
করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। ইহাভে সন্ধ্যার  
পাপ বিনষ্ট না হইলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে বে  
বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার আর সন্দেহ নাই।

স্বর্ষ্য এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় বা অক্টোবর  
যোগের সময় এখানে বিস্তর সাধু-সন্ন্যাসীর  
সমাগম হয় এবং তৎসময়কালে এখানে একটা  
বৃহৎ মেলা বসে। বহু দেশ-দেশান্তর  
হইতে বহু সংখ্যক লোক সাধু সন্ন্যাসী এবং  
এই সঙ্গমস্থলে স্নান করিবার জন্য এখানে  
আগমন করেন।

প্রাণে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম পার্থক্য  
একটি দেখিবার জিনিস। এখানে গঙ্গা, যমুনা  
ও সরস্বতী এই ত্রিধারা বর্তমান আছে। পূর্ব  
এবং পশ্চিম ভাগে নীল সলিলা যমুনা আর  
বেতবরণা সরস্বতী প্রবাহিত, আর উত্তর-  
বাহিনী তাগিরথী কুলুকুল শব্দে আসিয়া এই  
যমুনা ও সরস্বতীর সহিত মিলিত হইতে-  
ছেন। কি অনির্বচনীয় শোভা! কি অকৃত  
দৃশ্য! এই জলের কি একটা অপূর্ণ শক্তি  
আছে, তিন প্রকারের জল তিন প্রকার  
বিভিন্ন বর্ণের, গঙ্গার জল ঘোলা, যমুনার জল  
নীল, আর সরস্বতীর জল সাদা কিন্তু এই  
তিনটা জল যেন স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হই-  
তেছে, কোনটার সহিত কোনটার মেশামেশি  
নাই। যমুনা পশ্চিম বাহিনী হইয়া বরাবর  
ভগবানের লীলাভূমি যমুনা ও যমুনা-বনের দিকে  
অগ্রসর হইতেছেন, আর পবিত্র সলিলা  
জাহ্নবী বারানসী অভিমুখে যাত্রা করিতে-  
ছেন। কিন্তু সরস্বতীর ধারা কোল দিকে

এবাহিত হইতেছে না। হির এবং বীর ভাবে একখানেই বসিয়া বসিয়া আছে। এখানে জন-মণ্ডল বে, ইহা হির বীর উপস্থিত পাতালে প্র-বাহিত। বীর হউক, কি অপরাধ এ হউক। এ হউক বধনা করিতে আবার এই কুজ দেখিলে সন্দেহ অসম্ভব। পাঠক, আপনি যদি এতদূর কখন না দেখিয়া থাকেন, তবে একবার আসুন, এই প্রকারের মধ্য বহুলা সন্ধি বটকে দর্শন করিয়া চকু কপেরি বিবাহ উভয় করুন। আমি বহুলা বধিরা এই অশুভ সোপান নির্বিশেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে আসিলাম এবং সেই পক্ষ-কক্ষাধর পক্ষবিশেষের প্রচরণে কোটি কোটি বটবাহ দিতে আসিলাম।

অতঃপর আমি একপক্ষের কর্মসম্বন্ধ প্রসক্তাব্য রূপের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই দুর্গের ভিতর সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। তবে দুর্গ দর্শনেচ্ছুকগণ দুর্গ রক্ষকের হস্ত লইয়া বাইতে পারেন। বলা বাহুল্য, আমাদের পূর্ব হইতেই উহা সংগৃহীত ছিল। এই দুর্গ ঠিক যমুনায় উপর প্রতিষ্ঠিত, যেমন কি যমুনায় জল উহার ভিত্তি স্পর্শ করি-তাহে। ইহার নাম “আকবর কোট”। মোগল সম্রাট আকবর বাদশাহ নাকি এই দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা। উপস্থিত এই দুর্গ ইংরাজ বাহা-দুরের অধিকৃত এবং তাহারই সৈন্য সামন্ত এখানে বাস করে। আমরা এই দুর্গের চতুর্দিক ভ্রমণ করিলাম এবং অবশেষে দুর্গের প্রান্তভাগে এক ক্ষুদ্র পথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এদিক বলিল, আসুন, কোন ভয় নাই, ইহার ভিতর অক্ষর বট দর্শন করিবেন। আমরা কয়েকটা সোপান অবতরণ করিয়া সেই ক্ষুদ্র পথে চলিলাম। ক্ষুদ্র বট বরাবর নিরন্তর চলিয়া গিয়াছে। আমরা ভিতরে গিয়া দেখি, উন্নত অন্ধকার, মধ্যে মধ্যে এক একটা বীণ জ্বলিতেছে। সেই বীণের কীর্ণালোকে

কয়েকটা প্রান্তর নির্মিত দেব দেবীর মূর্তি আমাদের নয়নগোচর হইয়াছিল; কিন্তু হৃৎস্পন্দ বিবর্ত, কোনোটা কোন দেবতা, তাহা চিনিতে পারা যায় নাই। যাহা হউক, আমরা বরাবর ভিতরে বাইরা সেই বটবৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখানে অনেকগুলি আলোক জ্বলিতেছিল। আমরা তাহারা দেখিলাম, ঠিক যেরূপ ভারি বোম্ব হউল, কিন্তু কোন জিনিস দর্শনা নাই—আর তদানন্তর অন্ধ-কার। অতঃপর আমরা সেই অন্ধর বটের নিকটে বাইরা দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড গাছের শাখার ভারি দৃষ্ট হইল—এবং তাহা-রই নিম্নভাগে কয়েকটা পাতা গজাঠিয়াছে দেখা গেল। আমরা এই অন্ধর বট দর্শনাতে ভীত পথ অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলাম এবং বেলা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে দেখিয়া আর অস্ত্র কোথাও না ধাইয়া বাসভিষুখে প্রত্যাগমন করিতে আসিলাম। এখানকার রাত্তাগুলি অতিশয় প্রশস্ত এবং খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তন্মধ্যে দায়াগজ, কর্ণেলগজ, হাজরতগজ এই কয়েকটা রাত্তা আমার চক্ষে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। রাত্তার দুই পাশে অসংখ্য অশ্ব এবং দেবদাক্ষ বৃক্ষ সকল ক্রমশঃ প্রেরিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং তাহারই নীতল দ্বারায় কত পুষ্পশ্রুতি পথিক বিশ্রাম করিতেছে। মধ্যে মধ্যে জলের কল রহিয়াছে। রাত্তার দুই পাশে নানাবিধ পণ্য-দ্রব্যের দোকান দোতা পাইতেছে। মোটের উপর বলিতে গেলে এ অঞ্চলের মধ্যে এলহা-বাদ একটা বেশ বর্ধিত সহর। এখানকার জনসাধারণ নয়, সহরে জলের কল, বৈজ্ঞানিক আলো প্রভৃতি সবই আছে, নিউনিরিয়ালিটির অস্তিত্ব রাত্তাঘাটও বেশ পরিষ্কার। সর্ক প্রকার বাতদ্রব্যও অল্প মূল্যে পাওয়া যায়। এখানে অনেক বাঙ্গালী বাবলা কিংবা চাকরী উপলক্ষে আগমন করিয়া এই দেশেই অস্থায়ী

করিতেছেন। এখানে সর্বাঙ্গীণ বাবলাই প্রচুর পরিমাণে চলিতেছে। আমরা যখন বাঙ্গালী কিংবা আসিলাম, বেলা তখন ১১টা বাজিয়াছে—আমাদের অষ্টমার্নলও প্রজ্ঞাচিত হইয়াছে। পাঠক, আপনি একটু বিশ্রাম করুন, আমরা মানাহার সমাপনাতে আবার আপনাকে লইয়া তদ্ব্যবস্থার বাইব।

(ক্রমঃ)

শ্রীনীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

শান্তিতে সংস্কার।

(গল্প)

“কুই বা কোথা গো”

“কো—লা?”

“আজ্ঞে আমরা কাতেনপুর থেকে আসছি মা”

এই বলিয়া রাখানাথ তটাতারের বৃদ্ধা কি ও তাহার সঙ্গিনী পুজার তব সামগ্রী লইয়া অন্তর মহলে প্রবেশ করিল। রাখানাথ বাবু শিবশঙ্কর বাবুর বৈবাহিক; নিজে সর্বস্বত্ব হইয়া আপনার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা কস্তা শাশবীলতাকে শিবশঙ্কর বাবুর পুত্র উমানন্দকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। উমানন্দর মনে ভগ্নেও যে রক্ত, বিধা বুদ্ধিতেও তীব্রবচ; বরমণ্ড জিল বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। শিবশঙ্কর বাবুর গৃহিণীর কৈকিরতে জানিতে পারি যে, অল্প বয়সের পুত্রের বিবাহ দেওয়া উহাদের স্থানী কীর কাহারও মত নহে তাই উমানন্দরের এত দিন বিবাহ হয় নাই। শিবশঙ্কর বাবুর গৃহিণী এইরূপ বলিলেও দুই মিস্রুক লোকে অল্প রূপ বলে। ইহাদের বড়লোক ও বনিয়াদী ঘর বলিয়া খ্যাতি আছে বটে, কিন্তু আমরা বিবর্ত হুত্রে অবগত হইয়াছি যে, এই বনিয়াদী চাল খবার মাঝেই দায় বাইলা বেতু বিবর্ত সম্পত্তি অধিকাংশই মহাভয়ের কর্তৃত্বপন্ন

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করুন, কারণ ইহাতে কাজে কথা থাকে না।

হইয়া গিয়াছে ; অবশিষ্ট বাহা আছে, তাহাও বন্ধক দেওয়া আছে। সে ঘাট হোক, রাখা নাথ বাবুকে তাঁহার কস্তার বিবাহে গহনা বরাতরণ প্রস্তুতিতে ভের শত এক টাকা দিতে হইয়াছিল। সকল মায়ের নিকট “কানা ছেলেও পদ্মলোচন” ; সুতরাং শিবশঙ্কর গৃহিণী, উচিত মত পণ ব্যতীত পুত্রের বিবাহ বিতে অসম্মত ছিলেন তবে শিবশঙ্কর বাবুর মধ্যস্থতার উপরি উক্ত “অন্ন” টাকার স্বীকৃত হইয়াছিলেন। শিবশঙ্কর বাবু স্বীয় পুত্রের মূল্য বুঝিতেন, আরই কিছুই দাবী দাওয়া করেন নাট, সেই জন্য রাখানাথ বাবু অধিকাংশ টাকাই কস্তার অলঙ্কারে ব্যয় করিয়া ছিলেন। কিন্তু গৃহীণীর ইহা মনঃপুত হয় নাই, তাঁহার ইচ্ছা ছিল, অর্ধেক টাকা নগদে গ্রহণ করা ; কিন্তু তাঁহার স্বামীই সে সাধে বাদ সাধিয়াছিলেন, কারণ তিনি রাখানাথ বাবুর নিকট এরূপ অস্ত্রায় প্রস্তাব করিতে লজ্জিত বোধ করিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত মাধবীলতা খাণ্ডীর কোপ দৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন, অনেক সময় তাঁহাকে লাঞ্ছনা গল্পনা সহ্য করিতে হইত। বাঙ্গালীর সংসারে ইহা নূতন নহে ; অনেকের গৃহেই মাধবীলতার স্ত্রায় বহুপুত্রবধুই নিপীড়িতা হৃদয়াগ্রস্ত।

২

আধ ঘণ্টা পরে গৃহিণীর ফুরসত হইল, তিনি উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। ঝি ও তাহার সঙ্গিনী গৃহিণীকে প্রণাম করিয়া সমস্ত সামগ্রী তাঁহার সম্মুখে রাখিল। গৃহিণী একে একে সমস্ত দেখিলেন—প্রত্যেক জিন্দার জন্ত জোড়া জোড়া শাড়ী, সেমিজ, জ্যাকেট, আর পুরুষদের জন্ত জোড়া জোড়া ধুতি, উড়ানী ও সার্ট, তা ছাড়া সন্দেশ ও মাছ। সমস্ত দ্রব্যই সরেশ ও উত্তম—মূল্য সর্বসমেত আর এক শত টাকা হইবে। কিন্তু তাহাতেও গৃহিণীর মন উঠিল না। তিনি

ক্রুদ্ধিত করিয়া বলিলেন, “বলি হ্যাঁ না ঝি, এই ত পুত্রার তত্ত্ব ? তা এ পাঠানর আবশ্যক ছিল কি ? এরকম যত খেলো দেলো জিনিষ বে ডব্রলোক ডব্রলোকের বাড়ী তত্ত্ব পাঠাতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না, হিঃ হিঃ”

ঝি উত্তর করিল, “মাউই মা, জিনিষ ডলাত মন্দ নয়” “মন্দ নয় ছোট লোকদের কাছে মন্দ না হতে পারে, তা তাই বলে এরকম জিনিষ আমাদের বাড়ী পাঠান উচিত ছিল না”

“তাঁরা গরিব মানুষ, আর দেবেন কি রকমে মা”

“যদি দেবারই ক্ষমতা না, ছিল তবে এ ঘরে কুটুম্বিতার দরকার ছিল কি ? অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা কলোই হত,—কি বলে ‘নাইক হাতে কানা কাড়ি, তবু চার জুড়ী পাড়ী’।

“তা মা যার বেথানে বরাত—মা যার বেথানে বরাত, তা না হলে বর খুলতে গাঁ উলড় করে করে এসে এখানে দিদি পড়বে কেন ? মুখ খুঁজলে কি হবে, কপালে মুখ থাকলে ত ?”

“সত্যি নাকি ? আ—মর মাগী, যত বড় মুখ নয়, ততবড় কথা। বের হারামজাদী, আমার বাড়ী থেকে বেরো। কি পাপই ঘরে এনে ছিলাম, তাই ছোটলোকের কাছে অপমানিত হলাম” এই বলিয়া শিবশঙ্কর গৃহিণী রাগে গম্ভীর করিতে করিতে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন, ঝি ও তাহার সঙ্গিনী নির্দাক নিশ্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল।

( ৩ )

সরমা শিবশঙ্কর বাবুর কস্তা, মাধবীলতার সমবয়সী, তবে আজিও বিবাহ হয় নাই। তার কারণ, শিবশঙ্কর বাবু কস্তার উপযুক্ত মনের মতন পাত্র মিলে নাই ; বাক, সে কথা পরে বলিব। উপরে বর্ণিত গোলাযোগের সময়

সরমা গৃহে ছিল না, প্রতিবেশী বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। গৃহিণী প্রস্থান করিবার অল্পকণ পরেই সরমা অকুস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল—তথাকার ভাবগতিক দেখিয়া এবং বৃদ্ধা ঝির মুখে কতক কতক শুনিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিল। সে তৎক্ষণাৎ মাধবীলতার কাছে প্রবেশ করিলেন ; সেখানে দেখিলেন, মাধবীলতা রোদন করিতেছেন। তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল—তিনি মনন বটে, কিন্তু জটলা কুটিলার মত মনন নহে। সে তাহার ভ্রাতৃজ্ঞানকে বড়ই ভালবাসিত, একজন মা ও মায়ের মনোমালিন্ত ঘটিত। সরমা মাধবীলতাকে আপনার কোলে লইয়া নানারূপ মিষ্টাবাক্যে শাস্তনা করিল ; তাহার পর ভ্রাতৃজ্ঞানকে সঙ্গে লইয়া যেখানে রাখানাথ বাবুর ঝি-রা ছিল, সেইখানে লইয়া গেল ;—উভয়ে সমস্ত জিনিসপত্র ঘরে উঠাইয়া ঝি-দের আদর আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিয়া সরমা মায়ের নিকট গেল, মাধবীলতাও কার্যান্তরে চলিয়া গেল।

সরমা মায়ের নিকট গিয়া বলিল “মা বউ কঁাদচে”।

সরমার মার রাগ তখনও পুরানাতার ছিল। কস্তার কথা শুনিয়া বলিলেন “কঁাদছে তাই কি তুই কি তার হয়ে কঁাদল কণ্ঠে এসেছিস।”

“অস্ত্রায় দেখলেই দুকথা বলতে হয়। তুমি বউকে যখন তখন নাহক বক”।

“বক্বে না, মাথায় করে রাখবে। তুই, তোর দাদাকে মাথায় করে রাখিস। আমার কাছে যেনন কুকুর, তেমনি মুণ্ডর”।

“তা হলে ত কোন কথাই ছিল না, অন্যায় করে বক, সেই ত কর অস্ত্রায়”।

“তোর কাজলুমি রাখ। বক্বে বেল কর্বে। ছোটলোকের ঘরে এনে হাড় জালাতন হয়ে গেল”।

এখনও পুরাতন “কাজের লোকের জন্য অর্ডার করুন।

“না। তারা ভুললোক”—

“ভুললোক! অ—আমার ভুললোক। জাপানার তবু দেখেই বুঝা যাচ্ছে। তারা একেবারে ছোটলোক”।

“তারা ছোটলোক নয় না, ছোটলোক আদরনা;—তারা বখাশাধ্যা কচ্ছে; তবু আদরনা সস্তাই নই। পুজার তবু মন্দই বা কি দিয়েছে।

মন্দই বা কি দিয়েছে। তোরও দেখছি জীরি ছোট নজর হচ্ছে। বর বর বুকে সেই রকম তবু ভ্রাস কর্তে হয় ত?

“তার চেয়ে টের বেশী দিয়েছে।”

“কি রকম”।

“তা নয়। আমাদের কি আছে না? কি বলে “বাহিরে চিকণ চাকণ, ভিতরে লেরলাই থড়” আমাদের তাই। আর দাদার কথা সে না বলাই ভাল—তার যেমন রূপ তেমনই গুণ”।

গৃহিণী কস্তার জায় ও স্পষ্টবাদীতার ক্রমশঃই উদ্ভেজিত হইয়া উঠিতেছিলেন, এবার তাঁহার আর ধৈর্য্য রহিল না। তিনি কস্তাকে অকথা কুকথা বলিয়া তিরস্কার করিলেন, এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া মাধবীলতার উদ্দেশে গালি দিতে লাগিলেন। সরমা দেখিলেন, এ রণচণ্ডীর কাছে পরাজয় নিশ্চয়, তথাপি কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত না হইয়া বলিলেন “মা তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, তোমাকে কিছু বলা বুঝা। তবে এইটুকু মনে রেখো, তোমারও ঘের আছে”।

এই বলিয়া সরমা তৎক্ষণাৎ তাহার বউ দ্বিগির নিকট চলিয়া গেল। গৃহিণী রাগে অভিমানে অধীর হইয়া আপনায় ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

( ৪ )

সরমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উপরি-

উক্ত ঘটনার ছয় মাস পরে সরমার বিবাহ হয়। পাত্র ধনীর সন্তান, সুদী, সুন্দর ও সুশিক্ষিত, সুভাষা এ পাত্র হস্তগত করিতে চারিহাজার টাকা বরের মূল্য বাবদ শিবশঙ্কর বাবুকে ব্যয় করিতে হইয়াছিল। শিবশঙ্কর বাবুর ইচ্ছা ছিল, মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে কন্যার বিবাহ হওয়া; কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছা অন্তরূপ, তিনি জমীদার পুত্রের সহিত কস্তার বিবাহ দিব্যর জন্ত ব্যাকুল ছিলেন। তাই শিবশঙ্কর বাবু গৃহিণীর আবেদন এড়াইতে না পারিয়া কতক ভয়ে, কতক ভালবাসায় ত্রীর মতোই মত দিয়া চারিহাজার টাকা ঋণের উপর ঋণ করিয়া কস্তার বিবাহ ধুমধামের সহিত দিয়াছিলেন। তথাপি বরকর্তা ইহাতে সন্তুষ্ট নাই। শিবশঙ্কর বাবুর বেকরূপ নাম ডাক, বেকরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি, তাহাতে বরপক্ষ আরও অধিক আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে আশার নিরাশ হইয়াছিলেন। বাহা ইউক, বিবাহ রায়ে সে জন্ত কোনও গোলযোগ হয় নাই। কিন্তু তাহার পর হইতেই গোলমাল চলিতে থাকে।

সরমার বিবাহের পর দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। এই দুই বৎসর সরমা পিতৃগৃহে বাইতে পান নাই। শুধু তাহাই নহে, এ পর্য্যন্ত পিতৃকুলের কাহারও দর্শন লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই, তাহার কারণ, বরপক্ষের শিষ্টাচরণ। গৃহিণী দিব্যরাত্র রোদন করেন। তিনি এখন অসুস্থ, এখন তিনি মাধবীলতাকে আর পীড়ন করেন না, মেহ করিয়া থাকেন; মাধবীলতাই এখন সহায় সখল, শান্তি। মাধবীলতাও তাহার স্নেহময়ী ননদের জন্ত ব্যাকুল। তাই খাণ্ডী বউতে অনেক সময়ে কিরূপে সরমার হৃৎকান্ন ব্যয়, কিরূপে সরমা স্বস্তরকুলের আদর বয় ভালবাসা পাইতে পারে, সে বিষয়ে পরামর্শ হইত, কিন্তু কিছুই স্থির হইতে না অথবা শিবশঙ্কর যে উপস্থিত পরামর্শ করিলেন, তিনি

তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, সুভাষা সরমার যে হৃৎকান্ন, সেই হৃৎকান্ন।

“মা! ঠাকুরিকি চিঠি এগেছে নাকি?”

“হা মা! সরমার বড় অসুখ”।

“কি লিখেছেন মা? চিঠিখানা কি বাবার কাছে”।

“মা, এই আমার কাছে, নাও”।

মাধবীলতা খাণ্ডীর নিকট হইতে পত্রখানি লইয়া পড়িতে লাগিলেন। সরমা লিখিয়াছে—

“মা! আমার কড় অসুখ। অনেকদিন তোমাদের দেখি নাই। বড় দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় নাই। কারণ ইহারা আর এক ছাজার টাকা না পাইলে তোমাদের আমন্ত্রণ দেখা করিতে দিবেন না। সুভাষা আমার আশা ছরাশা, তোমরা কি আর আমার জন্ত এত টাকা খরচ করিবে? মা জন্মের জন্ত তোমরা আমার বিদায় দাও; আর মরণ সময়ে আমার এই ভিক্ষা, বেন বউকে আর অযত্ন অনাদর করে না, তিনি লক্ষ্মী, তাহাকে মনস্তাপ দিয়া আমাদের এই মনকষ্ট পাইতে হইল। তোমরা আমার প্রণাম লইবে।” ইতি—

তোমাদের অভাগিনী কন্যা সরমা।

পত্র পড়িতে পড়িতে মাধবীলতার চক্ষু জলে পরিপূর্ণ হইল। পত্র পাঠ শেষ হইলে মাধবীলতা খাণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনারা কি ঠিক করেন মা?”

“কি আর ঠিক করি মা। উনিই আর টাকা খরচ কর্তে নারাজ। বলেন, মেয়ের কপালে যা থাকে, তাই হবে। আমি আর এক পরসাদ ছোটলোকদের দেব না। বল না আমি আর কি কর্তে পারি। এসব আমারই পাপের ফল।

“না মা, তা হবে না, ঠাকুরকিকে যে রকম করেই হোক নিয়ে আসতে হবে” এই বলিয়া

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর মউন।



মাধবীলতা সেখান হইতে দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন এবং কিছুকণ পরে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া আসিগেলেন। অলঙ্কারগুলি খাঁড়ির চরণতলে রাখিয়া কাদিতে কাদিতে বলিলেন, “মা। এই আমার গহনাগুলি নাও; এগুলি বিক্রয় করে আমার ননদকে নিয়ে এস” গৃহিণী প্রথমতঃ অবীকৃত হইলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন, মাধবীলতা কৃতসংকর, তখন সেগুলিও আপনার বাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাহার টাকা সংগ্রহ পূর্বক শিবশঙ্কর বাবুকে কন্যা আনিতে পাঠাইলেন। শিবশঙ্কর বাবু গৃহিণীর অহরোধে কর্ণপাত করেন নাট, কিন্তু পুত্রবধু আসিয়া অহুন্নয় বিনয় করিতে অগত্য বাইতে বাধ্য হইলেন। দুইদিন পরে শিবশঙ্কর বাবু কন্যা সহ কিরীয়া আসিগেলেন। কিন্তু হার। আজ আর সে সরমা নাট, তাহার সেই জীর্ণ তত্ত্ব, দীনরূপ দেখিলে অশ্রু সঞ্চার করা অসাধ্য। শিবশঙ্কর গৃহিণী ও মাধবীলতা সরমাকে দেখিয়া কাদিয়া আকুল হইলেন। তারপর সকলে মিলিয়া ধরাদ্রি করিয়া সরমাকে ঘরে তুলিয়া শিবশঙ্কর বাবু ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেলেন।

৬

দুই মাস হইল, সরমা বাপের বাড়ী আসি-  
রাছেন। বাপ মার অবিশ্রান্ত রোহ ও ভ্রাতা  
ও ভ্রাতৃজ্ঞার অক্লান্ত সাহচর্য্যে এবং সুবিজ্ঞ  
চিকিৎসকের হুনিপুণ চিকিৎসায় সরমা আবার  
তাঁহার পূর্ব রূপ-লাবণ্য কিরীয়া পাইরাছেন।  
এদিকে মাধবীলতা আপনার অলঙ্কার দানের  
পর উভয় বৈবাহিকের সহিত শিবশঙ্কর বাবুর  
মনোমালিন্য দূর হইরাছিল। মাধবীলতার  
পিতার সহিত মনোমালিন্য দূর হইরাছিল,  
কারণ মাধবীলতা এক্ষণে শিবশঙ্কর বাবুর  
গৃহিণীর স্নানজরে ছিলেন। আর সরমার স্বপ্ন  
অর্থলাভে সন্তুষ্ট ছিলেন; সুতরাং কাহারও

মনে আর কোন গোপনাল ছিল না। সর-  
মার স্বপ্ন ও বাবী আর সরমাকে দেখিতে  
আসিতেন; আবার রাখানাথ বাবু মধ্যে মধ্যে  
মাধবীলতার ধোজ ঘর লইতেন সুতরাং  
সরমা ও মাধবীলতাও বেশ প্রফুল্ল থাকিত।  
এক কথায় শিবশঙ্কর বাবুর গৃহে সুখ শান্তি  
এক্সণে সর্বদা বর্তমান ছিল। সরমা আরোগ্য  
হইলে রাখানাথ বাবু একদিন সুযোগ বুঝিয়া  
মাধবীলতাকে কিছুদিন স্বগৃহে লইয়া বাইবার  
জন্য শিবশঙ্কর বাবুর নিকট প্রস্তাব করি-  
লেন। শিবশঙ্কর বাবু আপনার ক্ষমতাভীত  
জানাইরা রাখানাথ বাবুকে উচ্চ আদালতে  
দরখাস্ত পেশ করিতে বলিলেন। রাখানাথ  
বাবু অনতিবিলম্বে তাহাই করিলেন। দরখাস্ত  
মঞ্জুর হইয়া গেল। রাখানাথ বাবু দেখিলেন,  
তাঁহার দরখাস্তে একটা বিষয় উল্লেখ করা  
হয় নাই, জামাতাকে লইয়া বাইবার কোন  
কথা উল্লিখিত হয় নাই, সুতরাং পুনরায়  
সংশোধিত নূতন দরখাস্ত পেশ করিলেন।  
প্রথমে একটু ওজর আপত্তি হইল, কিন্তু  
রাখানাথ বাবু সনির্বন্ধতার অবশেষে মঞ্জুর  
হইয়া গেল। সেই দিনই দিন ভাল ছিল, সুতরাং  
রাখানাথ বাবু ‘সুভক্ত শীত’ এই অধিবাক্য  
শিরোধার্য্য করিয়া সেই দিনই কস্তা-জামাতা  
লইয়া চলিয়া গেলেন। মাধবীলতা চলিয়া  
গেলে সরমা মায়ের নিকট আসিয়া বলিল,  
“বৌকে তা হ’লে যেতে দিলে দেখছি”।  
মা উত্তর করিলেন “তা আর দেব না মা,  
বউমা, যে আমার ঘরের লক্ষী; তার-উপর  
তার মা যখন দেখতে চেয়েছে, তখন কি  
আর আমি ‘না’ বলতে পারি, এখন যে  
আমি বাধা বুঝছি; এবে আমার ঠেকে  
শেখা, এবে আমার শান্তিতে সংস্কার।

ঐজিতেন্দ্রলাল রায়।

## বিবিধ তথ্যসংগ্রহ।

—:—

সবারেণের দাম—এক সবারেণের  
দাম ১৫ টাকা, কিন্তু পজাবে প্রায় ১০০-  
টাকার কমে কেহ সবারেণ বদল করেন না।  
পটুগীজ অধিকৃত ভারতে নিয়ম করা হইরাছে  
যে, এক মোহরের দাম বাহা লিখিত আছে,  
তথ্যলেক্সা কেহ বেশী দাম চাহিলে দণ্ড  
পাইতে হইবে। ব্রিটিস ভারতের আদালতে  
এই বেশী মূল্য চাহিলে কোন অপবাধ হয় না।

কলেরার ঔষধ।

চকদিঘীর জমিদার শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সিংহ  
মায় হিন্দু-পট্টরিতে লিখিয়াছেন যে, এক  
সন্ন্যাসী তাঁহাকে ওলাউটার ঔষধ শিখাইরা-  
ছেন। সেই ঔষধ দ্বারা তিনি শতকরা ৬০  
জন রোগীকে ভাল করিয়াছেন। পূর্ণবয়স্ক  
ব্যক্তিকে পাথরকুটির ২৩টা পাতা খোল-  
মরিচের সহিত নদীর জলে বাটিয়া সেবন  
করাইতে হইবে। যদি ইহার পর ভেদ বসি  
হয়, তবে আবার ঐ ঔষধ খাওয়াইতে হইবে।

—:—

তবু আরোগ্য লাভ না করিলে পাথরকুটির  
২১টা পাতাও গোলমরিচ বাটিয়া খাওয়াইতে  
হইবে। চতুর্থ বারেও ঐ পরিমাণ ঔষধ দিবে।

বনভূমিতে গাছের চারা রোপনের জন্য  
আমেরিকায় এক নূতন কল আবিষ্কার করা  
হইরাছে। এই কলে প্রতিদিন ১০ হাজার  
হইতে ১৫ হাজার চারা লাগান বাইতে পারে।  
পূর্বে একজন লোক প্রতি দিন হাতে ১৫  
শতের বেশী চারা লাগাইতে পারিত না।  
এই কলে ভূমিতে আইল তৈয়ার হয়, নির্দিষ্ট  
ব্যবধানে চারা রোপণ হয়, চারা রোপণ করা  
তাহার গোড়ায় জল, ও মায় দিয়া মাটি  
সমান করিয়া দেওয়া হয়।

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।



ঔষধের বড়িতে ধনী।

ঔষধের বড়ি বিক্রয় করিয়া সার জোসেফ অগণিত্য হইরাছেন। তাঁহার পিতার এক ক্ষুদ্র ঔষধের দোকান ছিল। বাপের নিকট বড়ির ব্যবহাণ্ড পাইয়া তিনি বিজ্ঞাপনের দ্বারা ধনী হইবার বাসনা করেন। জোসেফ ১৯১৩ সালে পেটেন্ট মেডিসিনের সিলেক্ট কমিটির নিকট সাক্ষ্য দান কালে বলিয়াছিলেন যে, তিনি বৎসরে বিজ্ঞাপনের জন্য ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেন। প্রতিদিন তাঁহার ১০ লক্ষ বড়ি বিক্রয় হইত। বিজ্ঞাপনের বলে ঔষধ বিক্রয় করিয়া ইংলণ্ডের বহুলোক লক্ষপতি হইয়াছেন। এলেন হেনবেরী ১৭,০২৭,৯০ টাকা, বেঙ্গাল স্ট ৬৩৬,১২,১০৫ টাকা, পিঙ্ক গিলস্ ১৯,৬৬,৫০০ টাকা, গিয়াস সাবান ১৯,৯৪,০০০ টাকা ইনোজ ক্রুট স্ট ২৪১,৭৪,১০৬ টাকা সঞ্চয় করিয়াছেন। এদেশের বিজ্ঞাপনদাতা মহাশয়গণ মাসে এক টাকা ব্যয় করিয়াই লক্ষপতি হইতে চাহেন।

ট্রেনের বাতাসাত হ্রাস।

পূত সপ্তাহে দ্বিতী সপ্তাহে ভারতের তাবৎ রেল বোর্ডের সম্বারে এক পরামর্শ সভায় অধিবেশন হইয়াছিল। ইহাতে হ্রাস হইয়াছে,—ভারতের রেল-সমূহে বাজি-ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধিমান কমান হইবে, মালগাড়ীর সংখ্যা কমান হইবে এবং তাহাতে মাল বাতাসাতের হ্রাস হইলে, লোকের বেশী অসুবিধা হইবে বলিয়া, বাজি ট্রেন কমান হইবে দেওয়া হইবে বলিয়াই হ্রাস হইয়াছে। তবে রেল-কোম্পানি বতটা পারেন, বাজিগণের অসুবিধা-বাক্কল্যের ব্যবস্থা করিবেন; এখানে বৃদ্ধি হইবে, ইউরোপীয় মহাবাহুর জন্য রেলের সরঞ্জামের অভাবে বাধ্য হইয়াই, রেল কোম্পানিকে এই নূতন ব্যবস্থা করিতে

হইতেছে। কেননা,—ইংলণ্ড হইতে এখন আর বথেই পরিমাণে রেলের সাজসজ্জা এদেশে আনা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডের আর সকল কারখানাতেই যুদ্ধের জলি গোলা প্রভৃতি তৈয়ার হইতেছে। এরূপ অবস্থায় রেল কোম্পানিগণের এই অভিনব ব্যবস্থা করাই কর্তব্য বলিয়াই হ্রাস হইয়াছে। পঞ্জাব-লাহোরের সংবাদে প্রকাশ,—আগামী ১লা জানুয়ারি হইতে নর্থ ওরেন্টার রেলের বিস্তার বাজি-ট্রেন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। অনেক মেল ট্রেনও বন্ধ হইয়া যাইবে। বিশেষ করেক স্থল বাতীত সাধারণ ‘কনসেশন’ টিকিট বা “সুবিধা মূল্যের” টিকিট দেওয়া বন্ধ হইবে। এ সম্বন্ধে বন্ধও ত ই-বি এবং ই-আই রেলের বিস্তার ট্রেন এবং কনসেশন টিকিট উঠিয়া যাইবে। ব্রহ্মদেশের রেলও এইরূপ ব্যবস্থা হইবে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। তবে বলা বাহুল্য, বাজিগণের বাহাতে কোনরূপ গুরুতর অসুবিধা না ঘটে, তাহার পক্ষে গবর্ণমেন্টের এবং রেল-বোর্ডের বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্তই বাঞ্ছনীয়।

## পদ্মবীজ।

—:—

রত্নপ্রস্থ ভারত ভূমীর জলে স্থলে কাননে কান্তারে যে কত রত্ন বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে, চক্ষুহীন, উত্তম বিহীন, অলস অকর্মণ্য আমরা, মারের দেওয়া এই সব মণি মাণিক্য তুচ্ছ করিয়া চাকরির জন্য লালায়িত হইয়া বেড়াই-তেছি। আমাদের দেশে এখনও এরূপ অনেক ব্যবসায় আছে, বাহা অবলম্বন করিয়া পুরুষ সিংহ স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিতে পারেন।

পদ্মীগ্রামে পুষ্করিণী তড়াগে কত পদ্ম

শালুক প্রভৃতি আপনি জন্মায় ও জন্মিয়া জলেতেই শুধাইয়া যায়। আমরা কিন্তু এক-বারও ভাবি না, যে এইগুলি আমাদের কোন উপকারে আসিতে পারে কিনা। এই জলি কি কেবল তড়াগের শোভা সম্পাদনের জন্যই সৃষ্টি, না ভ্রমরগণকে সৌরভে ও সোন্দর্যে মুগ্ধ করণান্তর মধুদান করিয়া নিফাস ধর্ম শিক্ষা দেওয়ারই ইহাদের উদ্দেশ্য। যে কোন কারণেই ইহারা সৃষ্ট হউক না কেন, ইহাদের অনেক গুণ আছে।

আমরা আয়ুর্বেদে দেখিতে পাই, পদ্মের নূতন পুষ্প, বীজকোষ, কেশর, পুষ্পরস, বীজ এবং মৃণাল প্রত্যেকেরই উপকারিতা আছে। মৃণালের গুণ ও আয়ুর্গিক প্রয়োগ সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে কি বলেন শুধুন। ইহা শীতবীৰ্য্য, শুক্রবর্দ্ধক, শুক্র, তপাচ্য, মধুরবিপাক, গুস্ত বর্দ্ধক, বায়ুনাশক, কফকারক, মলসংগ্রাহক ও রূক্ষ এবং ইহা পিত্তমাহ ও রক্ততৃষ্ণা নাশক। পদ্মবীজের গুণ ইহা শীতবীৰ্য্য, মধুরাত্তক কষায় রস, তিষ্টস্থি, বুধ্য রূক্ষ, গর্ভস্থাপক, বলবর্দ্ধক, মলসংগ্রাহক এবং কফ বাত রক্ত পিত্ত ও দাহনাশক। এইত গেল জব্যগুণ, এক্ষণে দেশভেদে ইহার ব্যবহার বলিতেছি।

পশ্চিমাঞ্চলে মৃণাল ও পদ্মবীজ বথেই বিক্রয় হয়। “মৃণালকে হিন্দীতে কমলকী নাল বা লোনার এবং পদ্মবীজকে কমল গট্টা বলে। মৃণালের ব্যঞ্জন এখানকার ইতরভজ সকলেরই প্রিয়। গ্রীষ্মকালে নরম মৃণাল কাঁচা বা তাজা খাইতে মন্দ লাগে না। পদ্মবীজ দেখিতে নিম্ন কলের জায়। পানি কলের জায় খোলা ছাড়াইয়া ইহা খাইতে হয়। ইহার আবাদ কেউরোর ন্যায়। এদেশের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ইহা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পানিকলের জায় পদ্মবীজের জন্য পুষ্করিণী তড়াগে জমা দেওয়া হয়।

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

এদেশে পদ্মবীজের ব্যবহার অনেক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। শতশত মণ বীজ কাগপুয় প্রভৃতিস্থানে চালান দেওয়া হয়। অনেকে ইহা চূর্ণ করিয়া ময়দার সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার পাণো অত্যন্ত পুষ্টিকর, ইহার চূর্ণ 'ফুডের' সত্তি ব-হার করিতে পারা যায়। মোট কথা, ইহা একটা বেশ লাভজনক ব্যবসার এবং ইহা সংগ্রহ করিতে পারিলে বেশ দুই পরমা উপারও হইতে পারে।

পদ্মবীজ রঞ্জিত করিয়া একপ্রকার স্নান্য মালা প্রস্তুত হয়। পল্লীগ্রামে এইরূপ মালা বেশ বিক্রয় হয়। চেষ্টা করিলে উভোগী পুরুষ স্ত্রীকর স্নান্য ফরাইতে পারেন, কিন্তু আবরা কেবল চাকরীর মোহিনী কান্দে পড়িয়া দাসত্ব মূলত হীনতা শিক্ষা করিতেছি। এদিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

শ্রীরাধারমণ সেন।  
গৌরখপুর।

## Agriculture.

### কৃষি-তথ্য।

### চীনা-বাদাম।

—:—

বহুপূর্বে আমরা একবার "কাঁজের লোকে" চীনাবাদামের বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম, "কাঁজের লোকে" পাঠকগণ সম্ভবতঃ তাহা বিবৃত হইল নাই, অতঃ "বাহ্য সমাচার" হইতে অনেক নতুন কথা আবার পাঠকগণকে উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিলাম।

#### বিভিন্ন নাম।

চীনা-বাদাম, ভারতের বিভিন্ন স্থানে মাট-কড়াই, মৃগ-কালি, ভুই-মৃগ, ভুই-সিং, ভুই-চালী, বিলাতী-মৃগ, ম্যানিলা-কড়াই, ভেঙ্ক-

গাঙ্গা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইংরাজীভাষে ইহাকে Ground nut (গ্রাউন্ড নট), Earth-nut (আর্থ-নট), Pea-nut (পি-নট), Monkey-nut (মনকি-নট) Chinese-nut (চাইনিজ নট), Manila-nut (ম্যানিলা নট) প্রভৃতি বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে। অনেক দেশী নাম ইংরাজী নামেরই অলুবাদ।

#### আদি-বিবরণ।

চীনা-বাদাম বা মাট-কড়াই।

একদা প্রায় সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে চীনা বাদামের চাষ হইলেও, ব্রাজিল দেশই ইহার আদি জন্মস্থান। ভারতবর্ষে ইহার চাষ প্রচলনের জন্ম প্রথমে বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ইহা হয় ত চীনদেশ হইতে বন্ধে (সেজুই বা চীনা-বাদাম নাম), ম্যানিলা হইতে দাক্ষিণাত্যে (দাক্ষিণাত্যে ম্যানিলা-কড়াই নাম) প্রথমে আসিয়াছিল। আফ্রিকা হইতে—এবং সম্ভবতঃ একবারে ব্রাজিল হইতেই ইহা পশ্চিম ভারতেও প্রথমে আসিয়া থাকিতে পারে।

#### চাষের বিস্তৃতি।

ভারতবর্ষে, আফ্রিকায় ও বৃটিশ পূর্ব উপনিবেশ সমূহে এখন প্রচুর পরিমাণে চীনা-বাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই বাগানে বা কখন কখন আবাদে চীনা-বাদামের চাষ করা হইলেও কেবল মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশেই ব্যবসার জন্ম রীতিমতভাবে ইহার চাষ করা হইয়া থাকে। মাদ্রাজ প্রদেশে ৫০০,০০০ লক্ষ একর অপেক্ষা অধিক জমিতে এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে প্রায় ১০০,০০০ লক্ষ একর জমিতে চীনা-বাদামের চাষ করা হয়।

#### চাষে সুবিধা।

চীনা-বাদামের একটা বিশেষ গুণ এই, যে সে ক্ষেত্রে এই ফসল উৎপন্ন হয়, সে-

ক্ষেত্রে উর্বরতা শক্তি হ্রাস না পাইয়া বহু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অত্যাধিক ফসল ক্ষেত্রে হইতে নাইট্রোজেনের রস আকর্ষণ করিয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু চীনা-বাদামের গাছ বায়ু হইতে নাইট্রোজেন আকর্ষণ করিয়া মূলমধ্যে গ্রহণ করে এবং মূলের সংস্পর্শ বশতঃ মাটির মধ্যেও গৃহীত নাইট্রোজেন সঞ্চয়িত হইয়া থাকে। ইহাই চীনা বাদাম ক্ষেত্রে উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পাইবার কারণ। চীনা-বাদাম বা মাট-কড়াই গাছের কিছুই ফেলা যায় না। এই গাছ গাছের বন্ধ, ফলের ধোঁসা প্রভৃতি পত ও পক্ষীদিগের পক্ষে অতি পুষ্টিকর খাদ্য। আমেরিকার ব্যবসারবুদ্ধিসম্পন্ন লোকে চীনা-বাদামের, গাছ, ফলের ধোঁসা এবং খইল প্রভৃতি নানা কার্যে ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইতেছে। কৃষিকার্যেও চীনা-বাদামের খইল ও ধোঁসা চূর্ণ সামগ্র্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

#### বিদেশে রপ্তানি।

প্রতি বৎসর ভারতবর্ষ হইতে বহু পরিমাণে চীনা-বাদাম বিদেশে রপ্তানি হইয়া থাকে। এক বৎসরের (১৯২৬-৭) রপ্তানির পরিমাণ ১,৭২৫,০০০ হক্কর অপেক্ষাও অধিক। ইহার মধ্যে মাদ্রাজ হইতে ১,৩৫০,০০০ হক্কর, বোম্বাই হইতে ১৩০,০০০ হক্কর। এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বাকি চীনা-বাদাম রপ্তানি হইয়াছিল।

#### চীনা-বাদামের তৈল।

কাঁচা পিষিয়া আবশ্যক মত উত্তাপ সাহায্যে চীনা-বাদাম হইতে তৈল বাহির করা যায়। প্রথম উপায়ে সর্বোত্তম তৈল পাওয়া যায় কিন্তু উহা দ্বিতীয় উপায়ে লক্ষ তৈল অপেক্ষা অল্প হয়। প্রথম উপায়ে প্রাপ্ত তৈল প্রায় বর্ণহীন, শ্রীতিকর সুস্থ পদার্থ এবং প্রায়

এখনও পুরাতন "কাঁজের লোকে" জন্ম অর্জার করুন।

অলিত অয়েলের মত আদিত্য হর। দ্বিতীয় প্রকারে প্রাপ্ত তৈল বোর হরিজা বর্ণের এবং অস্বাদ্য অম্লীভবক বাদ ও গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে। অত্যন্ত তৈলের দ্বারা চীনা-বাদামের তৈল সহজে হর্গন্ধযুক্ত হইয়া যায় না, কিন্তু অনাবৃত থাকিলে ইহা ক্রমে অপেক্ষাকৃত বন হর এবং পরে হর্গন্ধযুক্ত হইয়া থাকে।

### তৈলের সাধারণ ব্যবহার।

চীনা-বাদামের তৈলের আলোক প্রদানের কসভা অতি অল্প এবং সেজন্য সাবান প্রস্তুত করিয়া ও বস্ত্রাদিতে দিবার জন্য ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। গন্ধজ্বা প্রস্তুত-কারকেরা পমেটম্ ও কোল্ড ক্রিম্ প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য ইহা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে। পরিশুদ্ধ চীনা-বাদাম তৈল, ত্বক ও খাদ্য উভয়রূপেই ব্যবহৃত হয়। প্রতি বৎসর এই তৈল অনেক পরিমাণে অলিত অয়েল রূপে বাজারে চলিয়া যায় এবং ইহা হইতে রন্ধন কার্যের উপযোগী একপ্রকার মাখন প্রস্তুত করা হয়। অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যের তৈলের সহিত তেজাল দিবার জন্যও চীনা-বাদামের তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

### চিকিৎসাকার্যে ব্যবহার।

কাঁচা চীনা-বাদাম হইতে নিষ্কাশিত তৈলই চিকিৎসা কার্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার ডাক্তারী নাম Araehis Oil 'এরাকিস্ অয়েল'। এই তৈলের মূহ বিবেচক গুণ আছে। বৃষ্টি কাশ্মাকোপিরার অলিত অয়েল দিয়া যে সকল লিনিমেন্ট, অয়েন্টমেন্ট প্রস্তুত এবং সাবান ইত্যাদি তৈয়ারীর ব্যবস্থা আছে, সেইগুলি 'এরাকিস্ অয়েল' দিয়া প্রস্তুতই করা চলিতে পারে। এই তৈল বাদাম তৈল ও অলিত অয়েল বা জলপাই তৈলের পরিবর্তে সকল কার্যেই ব্যবহার করা বাইতে

পারে এবং ভারতবর্ষে এইরূপে অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

### তৈলের কারখানা।

ভারতীয় কারখানা সমূহে দেশী বামির সাহায্যে সাধারণতঃ চীনা-বাদাম হইতে তৈল নিষ্কাশন করা হয়। মাস্ত্রাজের তালাবা-পুরে এইরূপ ১০০ ও পানকটিতে ২০০ কারখানা আছে। তৈল নিষ্কাশনের জন্য পণ্ডিচেরী ও মাস্ত্রাজের কুভালোবে ইউরোপীয় ধরণের কারখানা করা হইয়াছিল, কিন্তু তাহা দেশীয় কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় ভালরূপ সমর্থ হয় নাই। এই সকল কারখানা হইতে তৈল নিষ্কাশনের পর চীনা-বাদামের বাকি অংশ একবারে তুফ, গুঁড়া এবং তৈলসম্পর্কহীন হওয়াতে সেগুলি বিক্রয়েরও সুবিধা হয় নাই। মাসেলিসে কারখানার বিশেষ সাধানে কার্য চালান হয় বলিয়া ফ্রান্সে চীনা-বাদাম তৈলের দর ভারত-বর্ষ অপেক্ষা অল্প। ফ্রান্সে ব্যবহৃত আফ্রিকা-জাত চীনা-বাদামে এদেশী চীনা-বাদাম অপেক্ষা তৈল ভাগ অধিক থাকে বলিয়াই হয়ত সেখানে তৈলের দর অপেক্ষাকৃত সস্তা পড়িয়া থাকে। সাধারণতঃ ১ হস্তর শুক চীনা-বাদাম হইতে প্রায় ৫ গ্যালন তৈল পাওয়া যায়। জল সিক্ত ভূমিতে উৎপন্ন চীনা-বাদাম অপেক্ষা সাধারণ ভূমিতে উৎপন্ন চীনা-বাদামে তৈল অধিক থাকে। কয়েক বৎসর হইল, কলিকাতার ও বঙ্গের অন্য স্থানে চীনা-বাদাম তৈলের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। পূর্বে পণ্ডিচেরী ও মাস্ত্রাজ হইতে চীনা-বাদাম তৈলের বে চালান আসিত, তাহা এই সকল কারখানার দ্বারা বন্ধ হইয়াছে-কিন্তু চীনা-বাদামের চালান আসা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইউরোপে মাসেলিসে এই তৈল প্রস্তুতের প্রধান স্থান। লণ্ডন, হামবার্গ

ও বাগিন প্রভৃতি স্থানেও তৈলের কারখানা আছে।

### তৈলের ব্যবসায়।

পূর্বে পণ্ডিচেরী চীনা-বাদাম তৈল ব্যবসায়ের প্রধান স্থান ছিল, পরে মাস্ত্রাজের বন্দর সমূহেই তৈল ব্যবসায়ের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। বৎসরে (১৯০৫-৬) মোট ২, ৪৭২,০০০ গ্যালনেরও অধিক তৈল ভারতীয় বন্দর সমূহ হইতে বাহিরে চালান হইয়া থাকে। মোট চালানোর শতকরা ৭০ হইতে ৮০ ভাগই মাস্ত্রাজ হইতে ব্রহ্মদেশে পাঠান হয়। বিদেশে বাৎসরিক (১৯০৬-৭) তৈল রপ্তানির পরিমাণ ১৬,৬০০ গ্যালনের অধিক। এই তৈলের অধিকাংশই মাস্ত্রাজ এবং বঙ্গদেশ হইতে মরিশস্, নেটাল এবং ট্রেটস্‌স্টেলমেন্ট প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

### খাদ্যরূপে ব্যবহার।

ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং আমেরিকার লোকেরা চীনা-বাদাম অধিক পরিমাণে খাইয়া থাকে। চীনা-বাদাম অনেকরূপে খাইয়া হয়। কাঁচা কিম্বা ভাজা উভয় রকমই খাওয়া চলে। আমাদের দেশে সর্বত্র ভাজা চীনা-বাদামের প্রচলনই সর্বাপেক্ষা অধিক। চিনির সহিত পাক করিয়া বা চিনি ও নারিকেল দিয়া নানা প্রকার সুখাত প্রস্তুত করা হয়। চিনির সহিত পাক করা চীনা-বাদাম এদেশে 'নকল দানা' নামে বিক্রীত হয়। সকলেরই কাছে ইহার খুবই আদর দেখা যায়। চীনা-বাদাম হইতে এক প্রকার মাখন প্রস্তুত করা হয়, অনেকে সাধারণ মাখনের পরিবর্তে ইহা নিয়মিত ব্যবহার করে। চীনা-বাদামের গুঁড়া দিয়াও নানা প্রকার খাত প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা কেহ ও কটি প্রভৃতি তৈয়ার করা হয়। নানারূপ পরীকার পর জার্মান গভর্ণমেন্ট চীনা-বাদাম শুদ্ধার বিস্ট

পুরাতন "কাজের লোকের" সূচীপত্রের জন্য /০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

সৈন্তগণের প্রাত্যহিক খাদ্যের একটি অঙ্গরূপে ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। চীনা-বাদামের তৈল অতি অল্পের পরিমাণে খাদ্যরূপে নিয়তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আমেরিকার লোকেরা ইদানীং বৎসরে ১ কোটি ডলার ব্যয়ে প্রায় ৪০০০০০০ কোটি বুনল চীনা-বাদাম ব্যবহার করিতেছেন। এই পরিমাণ অত্যন্ত অধিক বোধ হইলেও, আমেরিকানরা আহািরের সময়ে খাদ্যরূপে ইহা নিয়মিত গ্রহণ করেন না, অপর সময়ে সখ করিয়াই খাইয়া থাকেন। খাদ্যের অঙ্গরূপে ইহা নিয়মিত গ্রহণে অনেকেই সাংসারিক ব্যয় কমাইতে ও স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন।

### কাঁচা খাওয়ার গুণ।

ভাজা ও সিদ্ধ করা চীনা-বাদাম অপেক্ষা কাঁচা চীনা-বাদাম অধিক পুষ্টিকর। লোকে একবার কাঁচা চীনা-বাদাম খাইতে অভ্যাস করিলে উহা খুব মুখরোচক হয় এবং অগ্নি উদ্দীপিত করে। ভাজা চীনা-বাদাম খাওয়া লোকের বিশেষ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে বলিয়া ব্যবহারের অনুরোধে সকলে ভাজা ও সিদ্ধ করা চীনা-বাদাম খাইয়া থাকে। কিন্তু চীনা-বাদামের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ এবং উহার দ্বারা শরীরের যথোচিত পুষ্টিসাধন করিতে হইলে কাঁচা চীনা-বাদাম খাইতে হয়। কাঁচা বাদামগুলি ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে হয়। পরিপাক ক্রিয়ার হিসাবে ঐরূপ চিবা-ইয়া খাওয়াই সঙ্গত, কেননা অর্জুচর্কিত দ্রব্য পেটের ভিতর গিয়া পেটের পীড়া জন্মাইয়া থাকে। কেহ কেহ চীনা-বাদাম লবণ সংযোগে খাইয়া থাকে। কিন্তু চীনা-বাদাম স্বভাবতঃ স্বাদু সুতরাং উহাতে লবণ সংযোগ করিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না।

### পুষ্টিকারিতার তুলনা।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী কৃষি-বিভাগ পরীক্ষা দ্বারা অভ্যাস করেকটা সাধারণ খাদ্যের সহিত তুলনায় চীনা-বাদামের পালোর পুষ্টিকারিতার নিম্নলিখিত অল্পপাত সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

খাদ্য সামগ্রী	প্রতি পাউণ্ডে পুষ্টিকারিতা
সাধারণ দ্রব্য	... ১৪৫'৫
মাখন	... ১১৮'৬
মাংস	... ৫৩'১
ডাইস	... ৭৭৮'৬
আলু	... ১১৬'২
চাউল	... ৫৩৪'৬
চীনা বাদাম পালো	... ১৪২৫'০

অনেকের নিকট ইহা আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে যে, সম ওজননের প্রায় অল্প সকল সাধারণ খাদ্যের পুষ্টি-কারিতা অপেক্ষা চীনা-বাদামের পুষ্টিকারিতা অধিক। মূল্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও, অল্প মূল্যে ঐরূপ বিশেষ পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছুই পাওয়া যায় না।

### উপাদান।

চীনা-বাদামের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে তাহাতে শতকরা—৩১'২ ... আমিষ ৩৭'৪ ... শালি ১১৮ ... মেহ উপাদান পাওয়া যায়। যে খাদ্যে শরীর পোষণকারী আমিষ উপাদান এবং দেহের উত্তাপ ও কর্মশক্তি উদ্দীপক মেহ উপাদান এত অধিক, সে খাদ্য যে বিশেষ পুষ্টিকর, তাহা বলা বাহুল্য।

### মহীশূরের শিল্প-প্রচেষ্টা।

করেক বৎসর হইতে মহীশূর রাজ সরকার স্বরাজ্যে নতুন শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক পদ্ধতিতে পুরাতন শিল্পের উন্নতি

বিধানের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এ চেষ্টা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছে।

মহীশূর রাজ্যে চন্দনতরুর অভাব নাই; এখানে বড় বড় চন্দনের বন রহিয়াছে। প্রতি বৎসর রাশি রাশি চন্দনকাঠ এই সকল বন হইতে সংগৃহীত হইয়া ভারতের বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে। অর্ধশতাব্দেও বহু চন্দন-কাঠ এখান হইতে চালান হইত। বর্তমান যুদ্ধের জন্ত অস্ত্রাদি জবোয় মত চন্দনের রপ্তানিও বন্ধ হইয়াছে। অর্ধশতাব্দেও যে প্রচুর চন্দন-তৈল ভারতে আমদানী হইত, তাহাও আর হইতেছে না। এদেশেও বিস্তৃত চন্দন-তৈলের অত্যন্ত অভাব ঘটিয়াছে; উহা এক প্রকার হুস্তাপ্যই হইয়া উঠিয়াছে। মহীশূর রাজসরকার সম্প্রতি চন্দন-তৈল প্রস্তুত করিবার জন্ত পরীক্ষা স্বরূপ এক কারখানা স্থাপিত করিয়াছেন। এই কারখানা হইতে আর এক মাসের মধ্যে প্রতিমাসে ২৫ হাজার টাকা মূল্যের চন্দন-তৈল তৈয়ারী হইবে। ইহাতে গবর্নমেন্টের লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইবে না। পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিলে মহীশূর সরকার এই ব্যবসায়-পরি-চালনের জন্ত দেশের লোককে শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান করিবেন। তখন রাজসাহায্যে ও প্রজার যৌথ-মূলধনে মহীশূরে একাধিক চন্দনতৈল তৈয়ারীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

মহীশূরে সাবানের কারখানা পূর্বে ছিল না। মহীশূর গবর্নমেন্ট সাবানের কারখানাও স্থাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। মহীশূরের বিজ্ঞান-শিক্ষা-মন্ডিরে (Indian Institute of Science) সাবান প্রস্তুত হইতেছে। এখানকার সাবান বেশ ভাল; মহীশূর গবর্নমেন্ট এ অল্প উৎসাহিত হইয়া সাবানের কারখানা স্থাপনের উপযোগী যন্ত্রাদি বিদেশ হইতে আনয়ন করিতেছেন। এই সকল

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

বহু ও সাজ-সজ্জা আসিলা পড়িলেই সাধারনের কারখানা স্থাপিত হইবে।

এতদ্ব্যতীত মহীশূর গবর্ণমেন্ট ফুলার কল, লোহা ও ইম্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠারও চেষ্টা করিতেছেন। কাগজের প্রধান উপকরণ—পলুপ, কাঁচা কাঠ হইতে চুয়াইয়া নির্মাণ প্রস্তুত, বোতাম প্রভৃতি এবং এই জাতীয় অন্যান্য আবশ্যক শিল্পপ্রথা প্রস্তুতের কারখানা মহীশূরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায় কি না, রাজ্যের শিল্প-বাণিজ্যসচিবেরা তৎসম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা করিতেছেন।

মোট কথা, মহীশূর গবর্ণমেন্ট স্বরাষ্ট্রের শিল্পের উন্নতি জন্ত বিবিধভেদে প্রয়াসী হইয়াছেন। এ চেষ্টা নানা পথে সাফল্য লাভে অগ্রসর হইয়াছে। মহীশূরের জমলে পেলিল-প্রস্তুতের উপযোগী কাঠের সন্ধান মিলিয়াছে। জাপানী পেলিলে যে কাঠ ব্যবহৃত হয়, মহীশূরের কাঠ তাহা অপেক্ষা ভাল। মহীশূর গবর্ণমেন্ট এই সুবিধা দেখিয়া পেলিলের কারখানা স্থাপন করিবার চেষ্টাও করিতেছেন।

ছুরি, কাঁচি, জুয় প্রভৃতি তৈয়ারী করিবার জন্ত মালব প্রদেশ হইতে বহু কারিকর মহীশূরে আনীত হইয়াছে। তাহাদের পুরুষাভ্যাসিক প্রথা ও আধুনিক পদ্ধতির সম্বন্ধে প্রচুর পরিমাণে এই সকল জব্দ তৈয়ারীর ব্যবস্থা হইতেছে।

বাকালি দেশ হইতে অনেক বাকালী বিশেষজ্ঞকে লইয়া গিয়া রাজসরকার একটা বিদ্যুটের কারখানাও স্থাপন করিয়াছেন। এখানে বেশ ভাল বিদ্যুট তৈয়ারী হইতেছে।

মহীশূরে হস্তচালিত তাঁতের বখেট সংস্কার ও উন্নতি লক্ষিত হইয়াছে। এই সকল উন্নত প্রণালীর তাঁত রাজ্যের আয় সর্বাঙ্গ চলিতেছে। রাজসরকারের সাহায্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায়

তথাকার জাতীয়া স্থাপননা উপাধীনও করিতেছে।

জম্মীর রাসনিক কৃত্তিক রঙের আঁকখানী একেবারে বন্ধ হইয়াছে, এবং এই জন্ত দেশের রজন-শিল্পের প্রকৃত কতি হইতেছে দেখিয়া মহীশূর গবর্ণমেন্ট উদ্ভিদ্ধ হইতে রঙ তৈয়ারীর বখেট চেষ্টা করিতেছেন।

অন্ন-সমস্তা। এখন ভারতের সর্বপ্রধান সমস্তা। মহীশূর-রাজ্য শিল্পের পুঙ্খবিস্তার যারা এই জটিলতম সমস্তার সমাধান-চেষ্টায় অবহিত হইয়াছেন। এপক্ষে মহীশূরের রাজ্য ও প্রজা উভয়েরই সমান উত্তেজিত, সমান চেষ্টা। কোমও প্রজা এ পথে নুতন চেষ্টা করিলে মহীশূর-রাজসরকার তাহাকে বখেট সাহায্য করিতেছেন।

মহীশূর গবর্ণমেন্ট যে এই সকল কারখানা প্রভৃতি করিতেছেন, তাহাও প্রজাবর্ণের কল্যাণের জন্ত। এই সকল কারখানায় মহীশূরের শত শত শিকক, যুবক, কর্ম শিক্কা করিতেছেন, তাহাদের সম্মুখে ভবিষ্যতের জীবিকাকর্জনের পথ উন্মুক্ত হইতেছে।

বাকালি দেশের শিল্প ধ্বংসোদ্ভূত, এখানে শিল্পের পুনরুত্থানের চেষ্টা নাই বলিলেই হয়। গবর্ণমেন্ট সাহায্য না করিলে এ প্রদেশের শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। গবর্ণমেন্ট কল-কারখানা স্থাপন করিয়া হাতে কলমে যদি বাকালির মহাজনগণকে লাভ দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে এদেশের লোক প্রকৃতপক্ষে শিল্পের উন্নতিসাধনে অগ্রসর হইবে।

কৃষক।

## Easy Engineering.

### গৃহ-নির্মাণ শিক্ষা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

ইমারত বা গৃহনির্মাণ কাৰ্যের জন্ত তাগাড়ের আবশ্যক। ইহার ইংরাজী নাম মর্টার (Mortar).

জুয়কী, চুন, বালী, সিমেন্ট প্রভৃতি যারা তাগাড় প্রস্তুত হয়, এদের উপাত্তন ভেঙ্গে এবং অল্পপাতে তাগাড় নানাপ্রকার হইয়া থাকে। রেলওয়ে, গবর্ণমেন্ট ইমারতে সজ্জার বেকর অল্পপাতে এই তাগাড় বা মর্টার প্রস্তুত হয়, নিয়ে তাহারই কিছু কিছু দেওয়া হইল। সাধারণ গৃহস্থের স্থানীয় মিজিকল বাহা করিয়া নয়, তাহাই শিরোধার্য করিয়া মানিয়া লইতে হয়।

১নং তাগাড়।

টাটকা চুন ... ১ ভাগ।  
উৎকৃষ্ট মগরাবালি বা উৎকৃষ্ট লাল ও ঢালা সুরকী (যাহাকে কলিকাতার টালী কোটা সুরকী বলে) তাহাই... ২ ভাগ।

কিষ্কা

২নং

ঘুটিং চুন ... ৩ ভাগ।  
মগরা বালী ... ২১০ ভাগ।  
১নং সুরকী ... ২১০ ভাগ।

৩নং তাগাড়

মগরা বালী ... ২ ভাগ।  
পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ... ১ ভাগ।

৪নং

মগরা বালি ... ৩ ভাগ।  
পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ... ১ ভাগ।

৫নং

মগরা বালী ... ৪ ভাগ।  
পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট ... ১ ভাগ।

পুরাতন “কাজের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপর লেউন।



মগরা বালী	...	...	৫ ভাগ।
সিমেণ্ট	...	...	১ ভাগ।

মলিমসলা।

বালি—মোট মগরা বালীই মরোৎকৃষ্ট। ১ ঘন ফিটে যে বালুকা ধরে, তাহার ওজন ৪০ সেরের অধিক হওয়া উচিত নহে। যে সকল বালির ওজন অধিক, তাহাতে নিশ্চয়ই দৃষ্টিকান্দি মিশ্রিত থাকে, তাহাই ভারি হইয়া থাকে। মিহি বালি বা বাহার সহিত সোরা বা লবণ থাকে, সেইরূপ বালি ব্যবহার করা কদাচ কর্তব্য নহে। আমরা এমন বাড়ী অনেক দেখিয়াছি, যাহাকে বৎসরে বৎসরে বেরানত করা সত্ত্বেও বালিচূর্ণ খসিয়া পড়ে, গায়ে সোনার ভার পদার্থ জমিয়া থাকিতেও দেখা যায়।

সুরকী।—সুরকী লাল ইটক হইতে সুরকী প্রস্তুত করাইতে হয়। আপোড় বা কামা ইটক সুরকী প্রস্তুতের অঙ্গপণ্ডিত। মিউনিসিপালিটি এবং গবর্ণমেন্টের পুত্ৰকানিতে দেখা যায়, এই সুরকী কিউবিক বা ঘনফুটের ওজন ৩০ সেরের অধিক হওয়া উচিত নয়।

চুণ।—বুটিং, কাঁকর, সিমেণ্ট, বিলড়া কাট্টনী, পট্টনা, বাখাজী ও ডোমড়া প্রভৃতি চুণ সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। চুণের সহিত দৃষ্টিকান্দি অল্প কোন পদার্থ মিশ্রিত না থাকে, তদ্বিবরে দৃষ্টি রাখিতে হয়। পল্লীগ্রামে বুটিংএর চুণই অধিকাংশস্থলে ব্যবহার হইয়া থাকে। বুটিংকে পাথুরে করলা বারা পোড়ার। পোড়াইয়া লইয়া তাহাতে জল ঢালিয়া দিলেই সেই চুণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাঁথনির কাষেও পল্লীগ্রামে এই চুণ ব্যবহৃত হয়। কলিকাতাতে বুটিং চুণ অপেক্ষা সিমেণ্ট, কাট্টনী প্রভৃতি চুণেরই ব্যবহার অধিক দেখা যায়। বঙ্গের কোম্পানী বুটিংকে পোড়াইয়া কলে পিষিয়া এক একরূপ চুণ প্রস্তুত করেন, অনেক

কনক্রীট প্রভৃতির কার্যে তাহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

**Concrete.** বা বণিয়ারদের কথা।

বনিয়ার খননের পর তাহার ভলমেশে কনক্রীট করিতে হয়। কনক্রিট্ ভাগ না হইলে অট্টালিকা ফাটিয়া যায়। সেইজন্য বখাশাখা কনক্রীট্ ভাগ করিবার চেষ্টা করা উচিত। কনক্রিটের জন্ত ইটের বা পাথরের খোয়া, কামা ও তাগাড়ের আবশ্যক হয়। ১০০ ঘন ফিটের খোয়াতে ৫০ ঘন ফিট তাগাড় লাগে। তাগাড় অবশ্য তৎক অবস্থায় জল মাখিবার পূর্বেই মাগিতে হইবে। পূর্বে যে তাগাড়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই তাগাড়ের ১নং বা ৩নং মসলা কনক্রিট করিতে আবশ্যক হইয়া থাকে।

খোয়াগুলিকে তাগাড়ের সহিত মাখিবার পূর্বে বেশ করিয়া জলে ভিজাইয়া লইতে হয়, কারণ তৎক অবস্থায় তাগাড়ের মাল মসলার জলীয় অংশ খোয়াতে শোষণ করিয়া লইয়া থাকে, জলে ভিজাইলে তাহা হইতে পারে না। তাগাড়ের জোর কম হইয়া যায় না।

তাগাড়ের মাল মসলাগুলি তৎক অবস্থায় উত্তমরূপে মিশাইয়া লইতে হইবে। স্ফারকরূপে মিশ্রণ কার্য সম্পন্ন হইলে তাহার পর তাহাতে জল ঢালিয়া ভিজাইয়া লইতে হইবে। অতিরিক্ত জল ঢালিয়া পাতলা করিতে হইবে না, বেশ আট আট অবস্থায় মাখিবে।

**সুরমুসের কথা।**

সুরমুস সচরাচর লোহেরই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু সেই সুরমুস অন্ততঃ ওজনে ৬ সেরের কম হওয়া উচিত নহে। ক্রমাগত সুরমুস করিয়া যখন দেখা বাইবে যে, সুরমুস অন্ততঃ ৫ ফুট উচ্চ হইতে সজোরে ঐ কনক্রিটের উপর আঘাত করিলে বড় বিশেষ চিহ্ন পড়ে

না, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তাহাটি ঠিকই হইয়াছে। কনক্রিট শেষ হইলেই গাঁথনির কার্য আরম্ভ হইয়া থাকে। ইতিমধ্যে এই গাঁথনির কথা বলা বাইবে। অল্প স্থানান্তর।

## ভারতে কাচের চুড়ির কারখানা।

Empire নামক কাঁচের একাংশ যে, ভারতে প্রচুর পরিমাণে সুরমুস কাচের চুড়ি প্রস্তুত হইতেছে। কাচের চুড়ির উপর রঙীন কাচ বসাইবার মতলবটী অবশ্য অগ্রিয়ান। যুদ্ধের পূর্বে বঙ্গ লক্ষ লক্ষ টাকার এই চুড়ি এ দেশে আমদানী হইয়া আসিত। যে সকল গরীব লোক লোপা রূপার অলঙ্কার ব্যবহার করিতে পারিত না, তাহারাই এইরূপ সুরমুস কাচের চুড়ি পরিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। বঙ্গলায় স্বদেশীর সময় এই চুড়ির কাট্টি একবার কমিয়া গিয়াছিল। শুনিয়া আমদানী হয় যে, ভারতের উত্তর প্রদেশেই এখন সেইরূপ চুড়ি প্রচুর উৎপন্ন হইতেছে। সেদিন ইন্ডাষ্ট্রিয়াল কমিশনের এইরূপ চুড়ি প্রস্তুতের কেন্দ্রস্থল করাবাদে একটা বৈঠক বসে। তাহাতেই একাংশ পাইয়াছে যে, কাচ প্রস্তুতকারকগণ কাচ প্রস্তুত করিয়া দেয়, এবং চুড়ি প্রস্তুতকারকগণ চুড়ির উপর রঙীন কাচ খণ্ড বসাইয়া সুরমুস সুরমুস দেশের পছন্দমত চুড়ি প্রস্তুত করিয়া থাকে। বাহারী এই চুড়ি প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদের কারখানা সুরমুস হইলেও তাহার মাসে ৬০০০ মণ অর্থাৎ ২০ টনের অধিক রঙীন কাচ প্রস্তুত করিয়া থাকে। মাসিক ৬ হাজার মণ রঙীন কাচ প্রস্তুত হইতেছে, এদেশে ইহা শুনিলে বাস্তবিক পরীর গল্পের ন্যায় আশ্চর্যজনক গল্প বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষেই এত বড়

কাচের লোকই “কাচের লোক” পাঠ করেন; কর্তৃক ইহাতে বাচক কথা থাকে না।

বিপণন কার্য এতকাল নীরবে চলিয়া আসি-  
তেছে, তাহা কেহ জানিত না। ইহা স্মরণ  
রাখিতে হইবে যে, ভারতে ১৫০০০০০০  
গ্রীলোক, তাহার মধ্যে কিকিং পরিমাণে হিন্দু  
বিধবা ব্যাতিত সকলেই ছোট বড় অবস্থার  
গ্রীলোকেও কাচের চুড়ি লব্ধ করিয়াও পরিমা  
থাকে, সুতরাং অলঙ্কারের হিসাবেও ভারতে  
কাচের কারবার বা কারখানার উন্নতি সাধন  
হইলে যে কি বিশাল লাভজনক কারবার  
হইয়া পড়ার, তাহা সহজেই অনুমের। পাঠক  
জনরা আশ্চর্য্য হইবেন যে, এত বড় একটা  
বৃহৎ ব্যাপারের কথা এদেশের অতি অল্প  
সংখ্যক লোকেই অবগত ছিল।

## Home-Industry.

### গার্হস্থ্য-শিল্প ।

#### TO CLEAN GOLD.

সোণার জিনিস পরিষ্কারের উপায় ।

Chloride of Lime	4 ounce
Bichromate of Soda	4 "
Common Salt	1 oz.
Water	3 lb.

এইগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া একটা  
দোতলে কর্ক বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দাও।  
যখন আবশ্যক, একটু ঢালিয়া লইয়া তাহাতে  
অবর্ণের সামগ্রী গুলি ডুবাইয়া দিয়া অতি  
অল্পকাল রাখিয়া দিয়াই তুলিয়া লইয়া সময়  
চর্চা দ্বারা মুছিয়া দিলেই স্বর্ণ উজ্জ্বল  
এবং পালিশ হইবে। যদি স্বর্ণে অধিক ময়লা  
থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণকে অগ্নির উত্তাপে  
অল্প পরমা করিয়া তাহার পর—আরকে  
ডুবাইলে স্বর্ণ পরিষ্কৃত হইবে। ইহার দ্বারা  
স্বর্ণ কয় প্রাপ্ত হইবে না কিন্তু ময়লা দূরীকৃত  
হইবে, তা বগিয়া অধিককাল রাখিলে পালিশ

নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ১ মিনিট সময়ই  
যথেষ্ট।

#### HOW TO TEST GOLD.

##### স্বর্ণ পরীক্ষার উপায় ।

সোণার গহনার যে স্থানটা সহজে নজরে  
পড়িবার সম্ভাবনা নাই—সেদগ স্থানে একটা  
উখা দ্বারা বা তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা একটু  
scratch বা দাগ কর এবং তাহাতে নাইট্রিক  
অ্যাসিড একটু লাগাইয়া দাও। যদি সোণা  
খাঁটী হয়, তাহা হইলে সোণা বা অ্যাসিডের  
কোন বর্ণ বিপর্যায় হইবে না। কিন্তু যদি  
সোণার অল্প দাগ থাকে, তাহা হইলে স্বর্ণ  
অল্প মলিন হইবে। কিন্তু যেখানে স্বর্ণে অল্প ধাতু  
মিশ্রিত থাকে, যথা পিতল প্রভৃতি, তাহা হইলে  
তৎক্ষণাৎ অ্যাসিড গ্রীণ বা সবুজবর্ণ হইয়া  
যাইবে। তাহা অপেক্ষা নীচ শ্রেণীর ধাতু  
মিশ্রিত থাকিলে অ্যাসিডের রং কাল হইয়া  
যাইবে। নাইট্রিক অ্যাসিড রৌপ্যকে কাল  
করিয়া দেয়। অনেকের এইটী জানা আব-  
শ্যক, গহনা বন্ধক রাখিতে, কিনিতে, আসল  
কি নকল ইহা গৃহস্থ মাজেরই জানা থাকিলে  
ঠিকিতে হয় না।

#### How to make matches water-proof.

##### দেশলাইয়ের কাঠিগুলিকে ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায় ।

দেশলাইয়ের কাঠির মাথাগুলিকে ২ ভাগ  
গ্লিসারিন্‌ এবং ১০০ ভাগ কলোডিয়নের সলুট  
শনে ডুবাইয়া শুক করিয়া লইলে এই দেশলাই  
ঠাণ্ডার অক্ষর্য্য হইবে না। বর্ষাকালেও ঠিক  
থাকে।

—:—

## Agriculture.

### গার্হস্থ্য কৃষি ।

—:—

#### করাসী সীম ।

এই জাতীয় সীমের গাছ ১ হাত হইতে  
১১০ হাত উচ্চ হয় এবং বহু পরিমাণে ফলে।  
ইহার গাছ টবে জন্মাইয়া প্রদর্শনীতে কল শুদ্ধ  
দেখান যায়, এবং খাইতে অতি সুস্বাদু, বীজ  
আম্বিন হইতে কাঠিকের শেষ পর্যন্ত রোপণ  
করিতে হয়। বিধা প্রতি ১৮১২০ গাড়ি  
গোবর দ্বারা কিংবা ৭৮ মণ বৈল সার দিয়া  
১ হাত অন্তর জুলি করিয়া জুলি মধ্যে ১৫  
হাত অন্তর বীজ বপন। গাছ বড় হইবার  
সঙ্গে পল্লবের মাটি গাছের গোড়ায়, দিয়া আল  
বাঁধিয়া দিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে আবশ্যক  
মত জল সেচন করিলে এই সীম প্রচুর উৎপন্ন  
হয়।

#### বিট পালম—ভাদ্র হইতে অগ্রহায়ণ ।

বিট পালম দেখিতে লাল, সুমিষ্ট, ছায়া  
বিহীন সারযুক্ত দো-আঁশ হালকা মাটিতে জন্মে।  
ভাদ্র মাসে জমিতে চূর্ণ খেলনার দিয়া লাল  
ও কোদাল দ্বারা মিশান। জমি ঢেলা বিহীন  
ও খুলির জার করন। গাঙ্গুলা বা তাঁটিতে  
বীজ ছড়াইয়া এক ইঞ্চি পরিমাণ চূর্ণ মাটি  
দ্বারা ঢাপা। আবশ্যক মত জল সিকন। ৪৫  
আঙ্গুল বড় হইলে চারাগুলি ২ ইঞ্চি অন্তর ১৫  
ইঞ্চি ব্যবধানে পটীতে বসান। চারা তুলিবার  
সময় শিকড় কিছুতেই যেন না ছিঁড়ে। গলা  
পর্যন্ত ডুবাইয়া বসান, বা মুলার জার একে-  
বারে ছড়াইয়া বীজ বোনা যায়। সপ্তাহে  
২৩ বার পটীতে জল সেচন ও মধ্যে মধ্যে  
নিড়ানীদ্বারা মাটি আলগা করণ। মাটির উপর  
জাগিয়া উঠিলে গোড়া মাটি দ্বারা ঢাকিয়া দেওয়া  
আবশ্যক। নচেৎ বিট কঠিন হইয়া যায়। যথেষ্ট

পুরাতন “কাজের লোকের” সূচীপত্রের জন্য ১০ ডাকমাণ্ডল পাঠান।

মধ্যে তরল গোবর সার বা লবণের জল বিশেষ উপকারী।

### কলাইহুঁটা (Peas) আশ্বিন

হইতে অগ্রহায়ণ।

ভাদ্রের শেষ হইতে জমিতে পুরাতন আবর্জনা মিশ্রিত ছাই ও গোবর সার ছড়াইয়া জমি উত্তমরূপে কর্ণ ও চোলা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করণ। কার্তিকের প্রথমেই বীজ রোপণ। চৌকায় দেড় হাত অন্তর ৩৪ ইঞ্চি আন্দাজ গভীর করিয়া লম্বা জুলি প্রস্তুত। জুলিতে লম্বালম্বি বীজ রোপণ ও পার্শ্ব মাটি দিয়া ঢাপা। চারা জন্মিলে আবশ্যক মত জল সেচন ও সময়ে সময়ে মাটি খুসিয়া দেওয়া। গাছ বন হইলে জুলিয়া পাতলা করণ। বাৎসরিক বীজ অঙ্কুরিত না হয়, বিশেষ রক্ষণাবেক্ষণ আবশ্যক। নচেৎ পক্ষী প্রভৃতিতে বীজ খাইয়া ফেলে। গাছ বড় হইলে দুই জুলির কিকিৎ মধ্যস্থানে বা পাট-কাটা হেলাইয়া দোচালা মত করিয়া পোতা। গাছ উহা অবলম্বন করিয়া উঠিলে।

### টোমাটো ; বিলাতি বেগুন—ভাদ্র

হইতে কার্তিক।

বর্ষা থাকিতে টবে বা হাপোরে বীজ বপন। চারাগুলি ৪৬ আঙ্গুল বড় হইলে সারবান দো-আঁশ মাটিতে দেড় হাত অন্তর রোপণ। ঘোড়ার সার অভাবে পুরাতন গোবর সার। মধ্যে মধ্যে জল সেচন ও জমি খুসিয়া দেওয়া, গাছ এক হাত আন্দাজ বড় হইলে উগা কাটিয়া দিলে ভাল হয়। ইহাতে শাখাপ্রশাখা হইয়া গাছে ফল অধিক জন্মে।

### শালগম—ভাদ্র হইতে কার্তিক।

হালুকা দো-আঁশ মাটি। শ্রাবণ মাসে জমিতে সার ও খৈল মিশাইয়া লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি প্রস্তুত করণ। মূল্যের সার বীজ বপন প্রণালী। ৩৪টা পাতা হইলে গাছ ৮১০ ইঞ্চি করিয়া পাতলা করিয়া দেওয়া

উচিত। সপ্তাহে আবশ্যক মত ২৩ বার ছোট দিয়া জমি ভিজন ও খুসিয়া দেওয়া আবশ্যক।

### ক্লেয়াস—আশ্বিন কার্তিক।

ইহা এক আতীর বিলাতি কুমড়া। ৪৬ হাত অন্তর মাদা প্রস্তুত, পুরাতন গোবর মিশ্রিত মাদা। মাদাতে ৩৪টা বীজ বপন। বীজ রোপণের পরে যথারীতি জল সেচন। ৪৫ দিন মধ্যে অঙ্কুরিত হয়। পরে ৪৬টা পাতা হইলে মাদার উপর ককির পালা দেওয়া। গাছ অধিক বড় হয় না। ছোট ছোট লতানিয়া ঝোপের মত হয়। ইহার ৪৬ আঁতি আছে।

### গাজর—আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ।

পাতা বা গোবর সার মিশ্রিত চূর্ণ ও গভীর কর্তিত হালুকা মাটি। পটী মধ্যে বীজ ছড়াইয়া মাটি দিয়া ঢাপা। প্রতিদিন প্রচুর জল সেচন। মাটি শুষ্ক হইলে অঙ্কুর হয় না। ১৫২০ দিন বিলম্বে অঙ্কুরিত হয়।

### লেটুস—ভাদ্র হইতে কার্তিক।

ছায়াবিহীন সারযুক্ত দো-আঁশ মাটি। বাধা কপির সার বীজ রোপণ ও চারা প্রস্তুত করণ। ৩৪টা পাতা হইলে খুব সারযুক্ত পটীতে আধ হাত ব্যবধানে বসান। সপ্তাহে ২৩ বার প্রচুর জল সেচনে ১০১২টা পাতা জন্মিলে ছোট প্রভৃতির দ্বারা পাতাগুলি একত্রে বাধা। পশ্চিম রোজ গাছে না লাগে লক্ষ্য রাখা। সামান্য উত্তাপে ইহার অনিষ্ট করে। পাতা শুষ্ক ও কচি অবস্থায় ব্যবহার্য। ইহা দুই আতীর। বাধালেটুস ও কস লেটুস।

### সেলেরি—ভাদ্র হইতে কার্তিক।

সারযুক্ত দো-আঁশ মাটি। শ্রাবণ মাসের প্রথমে গামলায় বীজ রোপণ। ৩৪ সপ্তাহ

পরে বীজের অঙ্কুর হয়। ৪৬ ইঞ্চি বড় হইলে জুলির মধ্যে পোতা। ৪ ফুট ব্যবধানে ১ ফুট গভীর ও ১১০ ফুট চওড়া জুলি। পুরাতন উৎকৃষ্ট সার দ্বারা পূর্ণ করণ। ৯ ইঞ্চি অন্তর এক একটা চারা পোতা। বখানিয়নে জল সেচন। মধ্যে মধ্যে নিড়ানী দ্বারা মাটি আলগা করণ। গাছ এক ফুট উচ্চ হইলে ঘোড়ার মাটি দিবে। পত্রাংশ মাত্র বাহিরে রাখিয়া গোড়ার মাটি উচু করিয়া দেওয়া। গাছের গোড়া বেরুপে হয় ঢাকিয়া রাখা। ২৫৩০ দিন পরে ব্যবহার যোগ্য হয়।

### রেডিস—( বিলাতি মূল ) ভাদ্র হইতে পৌষ।

হালুকা দো-আঁশ বেলে মাটি। অতি পুরাতন গোবর সার ও চোলা মিশ্রিত গোয়াল ঘরের আবর্জনা জমিতে দেওয়া। গভীর কোপান ও চূর্ণ করণ। মূল্যের জমির মত উত্তমরূপে পাট আবশ্যক। বৈকালে ছায়া পড়ে, অথচ পূর্ব দিকের সূর্যালোক অবশ্য নহে, এরূপ স্থান বাছনীয়। চৌকায় সাবধানে ছিটাইয়া বীজ রোপণ। বুনবার পর হাত দিয়া আঁতে আঁতে ঢাপা। ৪৫ দিবসে যদি অঙ্কুর না হয়, তবে অতি সাবধানে জল পরিমাণে কাজরা দ্বারা চৌকায় জল সেচন। সপ্তাহে অন্ততঃ দুইবার প্রচুর জল সেচন ও আগাছা পরিষ্কার করা। চারা বন হইলে পাতলা করণ। পল্লীগোমবাসীর প্রচুর জমী পড়িয়া থাকে এবং আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু সেইগুলি একটু পরিষ্কৃত করিয়া আবাদ করিলে গৃহস্থের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় এবং কিছু আরও বাড়ে। কিন্তু অলস জাতির সেদিকে লক্ষ্য নাই। কেহ মনোবোগী হইলে আমরা তাঁহাকে সন্তোষ বীজাদি সম্বরণ করিয়া সাহায্য করিতে পারি।

এখনও পুরাতন “কাঁজের লোকের” জন্ম অর্ডার করুন।

## EDITOR IN COUNCIL.

## সম্পাদকীয় মন্তব্য-সভা।

শ্রীযুক্ত পরমেশ্বরচন্দ্র দাস

মৌলবী বাহার—গ্রাহক।

আপনার পত্রোত্তরে জানাইতেছি, তাঁর বরের বর্তমান দর মের ১০, ১০। হরিভক্তি তক পাকা বড় ও ভাল ২০ চটতে ২০। বন। আলোয়ের হরিভক্তি অতি নিকট শ্রেণীর, তক না পাইলে দর বেওয়া অসম্ভব। বহেড়া ৫০। আমলা, বহেড়া, হরিভক্তি, কাঁচা কোন মহা-জন গ্রহণ করেন না।

কমলা লেবু ১৫ টাকাপর্যন্ত কলিকাতা আসিবার পড়তা পড়িলে তবে এখানকার পাইকারগণ লইতে পারিত।

আপনাদের দেশের বেনার মূল অতি নিকট শ্রেণীর, গন্ধ কম, একগুণ বেনার মূল কলিকাতার কেহ লইতে চাহেন না।

কমলার মধু এখানে বিক্রয় হইতে পারে, কিন্তু সমস্ত ব্যবসায় কিছু কিছু নমুনা আবশ্যক।

শ্রীযুক্ত মধুসূদন বিদ্যাস,

সিংহবীজগ্রাম, ত্রিহট্ট।

আপনার পত্রেরও উত্তর উপরোক্ত পত্রেই জ্ঞাত হইবেন। শোলার নমুনা পাইলে শোলার গ্রাহক আছে। ইহা ওজনমত্রে বিক্রয় হয় না। একটা দড়ীর মাপ আছে, সেই দড়িতে করিয়া বাকিলে বড় সোলা ধরে, তাহারই মূল্য। কাটশোলা এবং ফুল শোলা এইরূপ দুই প্রকারের শোলা জন্মিয়া থাকে। কাঁচ সোলা দ্বারা জেলেদের মাছ ধরায় কাজ হয়, কিন্তু ফুল শোলার টুপি প্রভৃতি প্রস্তুত হয় বলিয়া ইহার বাজারে কাটীয়া আছে। ইহার ওপাহুসারে দর হয়, ইত্যদ্যৎ সমস্ত অবগত। আপনি এমুলা পাঠাইলে দর পাঠাইয়া দিব। ভিজা সোলা

চলে না, শুক শোলাই বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে। বোতল এখানে খরিকদার আছে।

মি; সৈয়দ আহসান নবি,

কুহুম গ্রাম, গ্রাহক।

আপনার অমূল্যমানের উত্তরে জানাইতেছি যে, আপনার কথিত উর্দু ভাষার কথিত পাণ্ডী এবং পাঁচ কাটিয়া গদ কোথাও পাওয়া যায় না, বাজার ইহার নাম কি?

সুপারী কাটা কলের মূল্য ১০ টাকা।

আপনার আবশ্যকীয় জিনিস আমরাই সরবরাহ করিতে পারি, তবে জিনিস কি, অভ্যাস না দিলে কেমন করিয়া বুঝিব?

কাগজের দুর্দল্যতার জন্য বেকারের উপায় ২য় খণ্ড এখনও শেষ করিতে পারা যায় নাই। Soap and Candle সম্বন্ধীয় পুস্তক কলিকাতার মেসার্স থাকার স্পিক কোম্পানীর নিকট পাওয়া যাইতে পারে পত্র লিখুন।

শ্রীযুক্ত বিভাকর চৌধুরী, মীড়ার স্থান-গঞ্জ। সাবানের কবজা ওয়ালা ছাঁচ কাঠের এবং পিতলের অভাবে মাটির প্রস্তুত করিয়া পোড়াইয়া লইলেও চলিতে পারে। ছাঁচ বাজারে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না। আপনাদের বাবলাহী তামাকের ব্লকের ড্রিং প্রস্তুত হইতেছে, একটা নমুনা পাঠাইয়া দিতেছি। অপরপর বিষয় পত্রে জ্ঞাপন করিব।

পেপার মাচি, কাগজকে কুটিয়া তাহার পর সিদ্ধ করিয়া দেখুন দেখি, উদ্দেশ্য সফল হয় কি না। ছেঁড়া কাগজ কুটিয়াইত জমা-টরা পিচবোর্ড প্রস্তুত হয়, সুতরাং কাগজ যে সিদ্ধ করিলে গলে, তাহা জুনিষ্টার। আমাদের বোধ হয়, কুটিয়া করিলে সফলকাম হইবেন।

## PAPIER MACHE.

সারেন্টিক্ এনসাইক্লোপিডিয়া নামক পুস্তকে এই “পেপার মাচি” প্রস্তুতের নিয়-লিখিত প্রক্রিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। আপনার অবগতির জন্য নিয়ে তাহা প্রস্তুত হইল।

Papier-Mache is obtained from old paper and the like made into pulp by grinding with milk of lime or lime water and a little gum, dextrine or starch. This pulp is then pressed into form, coated with linseed oil baked at high temperature, and finally varnished. The pulp is sometimes mixed with clay (Kaoline) chalk, &c., and other kinds are made of a pulp and recently slacked lime”

এখন এই পেপার মাচির নানাপ্রকার অত্র উপায়েও প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু সমস্ত প্রকার প্রণালীতেই কাগজকে কুটিয়া বা বাঁটায়া সিরিস বা গদ বা প্যারিস প্রাঠার প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত হয় দেখা যাইতেছে। আমাদের বোধ হয়, উপরোক্ত প্রক্রিয়াই অধিক সহজ সাধ্য।

আমরা পূর্বেও বাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাও অন্যতম প্রণালী বটে, কিন্তু তাহাতে কাগজ কুটিয়া মণ্ডের মত করিয়া সিদ্ধ করিলে সম্ভবতঃ বিকল মনোরথ হইতে হইবে না।

১৯১৬ সালের “কালের লোক” শেষ হইল। ১৯১৭ সালের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য গ্রাহকগণ দক্ষ করিয়া যেন আত্মীয়ের মতোই প্রেরণ করেন ইহাই প্রার্থনা।

পুণ্যতন “কালের লোক” শেষ হইতে চলিল, তৎপন্ন করুন।

## আমাদের কৈফিয়ৎ।

১। এবারে সমস্ত বর্ষের স্থচীপত্রের জন্ত আমাদেরকে ১ কর্তা ছাড়িয়া দিতে হয়, সেইজন্য Order supplying Business, গার্হস্থ্য শিল্প, এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, মুষ্টিযোগ প্রভৃতি স্থানান্তর বসন্তঃ বাইতে পারিল না প্রাহকগণ ক্রটি মার্জনা করিবেন।

কাগজের দর ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং বাধ্য হইয়া কলেবর সংকট করিতে হইতেছে। বহু আবশ্যকীয় বিষয় দিতে পারা বাইতেছে না। কতদিনে এ কাল সংগ্রামের শেষ হইবে বলিতে পারি না, কিন্তু কাগজের মূল্য বৃদ্ধিতে সংবাদ পত্র পরিচালক গণের দাক্ষন শক্তি উপস্থিত। সেইজন্য কাগজের কলেবর কিছু ছোট হইলেও আবশ্যকীয় বিষয় বখাসম্ভব অধিক দিয়া ১৯১৭ সালের “কাজের লোকের” কলেবর পরিপূর্ণ করিবার প্রয়াস পাইব। কোন বাজে বিষয় সন্নিবেশিত করিব না।

## “Businessman”

### Poor Charitable Dispensary.

বিজিনেসম্যান দাতব্য ঔষধালয়।

১৭নং অক্টুর দস্তের লেন, বহুবাজার কলিকাতা।  
পরদুঃখ-কাতর, কয়েকজন বিচক্ষণ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকের সাহায্যে এই দাতব্য ঔষধালয় চলিতেছে। সমাগত ও রক্ষঃবলের রোগীদিগকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা ও ঔষধ দেওয়া হয়। আরোপ্য হইয়া বাহা সাধারণ হিতার্থে কেহ দেন, তাহা সাধারণ হিতার্থেই ব্যয় হয়—না মিলেও কোন আপত্তি নাই।

তত্ত্বাবধায়ক

অধীন শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

“কাজের লোক” সম্পাদক।

কাজের লোকই “কাজের লোক” পাঠ করেন; কারণ ইহাতে বাজে কথা থাকে না।

২৫—৫০

## অগ্নিদীপক

অগ্নিদীপক—কুখামান্দা, অরুচি, পেট ভাঙ্গ, পেট গরম, পেট জ্বালা, পেট বাগা, পেট ঘুট ঘুট ও গড়, গড় শব্দ হওয়া উদ্যার বাহলা, অন্নোদ্যার, মধুরোদ্যার বিবমিষা, বমন, হিকা, তৃষ্ণা, বুক ও গলা জ্বালা, মুখে জল উঠা, অন্নাক্ত, উদরশূল, নাতিশূল, দ্বিগিত ও কুপিত বায়ু, বক্ষঃ দোষ এবং নানাপ্রকার অজীর্ণ ও বদহজম (বাহা অতিরিক্ত অপচনীৰ খাদ্য ভোজন, অধিক রাজ্যে আহার, গুরুপাক দ্রব্য, কাঁচা বা অধিকপক কল আহার, বেদস্তর আহার, অধিক মংস্ত ও মাংস ভোজন জন্ত হয়, তাহা অচিরে আরোপ্য হয় ও শরীরের অবসন্নতা ও মনের ক্ষুণ্ণিহীনতা দূর হয়। মূল্য ১ শিশি (৬০ ঘটিকা) এক টাকা, মার ডাক মাণ্ডল প্যাকিং।

প্রাপ্তিস্থান—দি অগ্নিদীপক কোং,

মথুরা—ইউ, পি।

অনুগ্রহপূর্বক অর্ডার দিবার সময় “কাজের লোকের” নামোন্মেষ করিবেন। ম্যানেজার।

## শক্তিবর্দ্ধক

শক্তিবর্দ্ধক—রুশকার শরীর রক্ত মাংশে পুট, লাবস্ত ও কান্তিবৃদ্ধ এবং বলিষ্ঠ ও অত্যধিক পরিশ্রমসক্ষম করে, চিন্তাশক্তিবৃদ্ধি মস্তিষ্কস্থ ও চিত্ত স্থির করে। বৈধ অবৈধ উপায়ে অতিরিক্ত রসরক্ত কর হেতু উপসর্গাদি সমূলে দূরীভূত করিয়া অপরাধী শক্তি এবং ওজবৃদ্ধি করে। মূল্য এক শিশি ১০ঘটিকা প্যাকিং ও ডাকমাণ্ডলসহ ২৫০ আড়াই টাকা মাত্র।

দি অগ্নিদীপক কোং,

মথুরা, ইউ, পি।

## আপনার দেহটা

ঔষধ পরীক্ষারও ক্ষেত্র নহে, আর তাহা হওনাও উচিত নহে। এইরূপে শরীরের উপর বিবিধ ঔষধ পরীক্ষা দ্বারা জীবনী শক্তি নষ্ট হয় এবং অকাল মৃত্যুকে আহ্বান করা হয় মাত্র, রোগ আরোপ্য হয় না। বহু বৎসর পূর্বে জনৈক মহাপুরুষ হিমালয় প্রদেশের গুহ্য লতা দ্বারা “সর্বমঙ্গলামৃত” প্রস্তুতের ব্যবস্থা দেন, তাহা দ্বারা অন্ন, অজীর্ণতা, বগদোষ, জ্বর এবং ধাতুগত রোগ বাবতীর ক্রীরোগ, রক্তছটতা, পারদ হটতা, প্রভৃতি এত স্তম্ভক এবং দ্বারীভাবে আরোপ্য হইয়াছিল যে, আমরা এক্ষণে বহু ব্যয়ে পরীক্ষার জন্ত বিনামূল্যে দিতেছি ও দিতে প্রস্তুত আছি। ইহা অধিতীর রক্ত পরি-কারক বলিয়া অচিরে সমস্ত শারীরিক বিধানকে কার্যক্ষম করে, তর স্বাস্থ্যকে পুন-জীবিত করিয়া দেয়। পূর্ণ এক শিশির মূল্য ১৫০ টাকা মাত্র, ভি, পি, ডাকমাণ্ডল ১০/০ আনা। এক শিশির অধিক ঋণিবার প্রয়োজন নাই।

প্রাপ্তিস্থান—

সর্বমঙ্গলা ক্যাম্পেসি।

১এ দীতলা লেন, বিডন কোয়ার, কলিকাতা।

## বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমাদের সাহসন্য প্রার্থনা, পাঠকগণ যেন স্থচীপত্রের উপর নির্ভর না করিয়া প্রত্যেক প্রেরকই মনোযোগের সহিত পাঠ করেন। “কাজের লোকের” এত বিষয় বাহুল্য যে, সমস্ত বিষয়ের স্থচীপত্র দেওয়া কঠিন ব্যাপার। অনেকগলে আমাদের ক্রটিও হইয়া থাকিবে। পাঠকগণ নিজগুণে ক্ষমা করিয়া সংশোধন করিয়া লইবেন।

কাঃ সঃ

২৫১২ এ মেছুয়াবাজার রীট, কলিকাতা  
ললিত প্রোসে, শ্রীসারদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  
কর্তৃক বৃদ্ধিত এবং তৎকর্তৃক ১৭ নং অক্টুর  
দস্তের লেন হইতে প্রকাশিত।



# ১৯১৬ সালের কেবল আবশ্যকীয় বিষয়সমূহের

## সূচীপত্র ।



বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
অ		উপায় পুরাতন কাপেট রং করিবার.	১১	ওপেল প্রভৃতির ওণ	১৭৩
অন্নসংকলন	২,২৫	" করপ্রাপ্ত হুজুর লেখা পুনর্জীবিত	১০৬	ওলকপিচ চাব	১২১
অধ্যাপক বহুদয় নবাবিকার	১২	করিবার	১০৬	ও	
অকুইট করে, অন্ন ব্যয়নকে রক্ত করে	২৮	" দেহপুষ্টি	১০২	ঔষধাঙ্কি ও সুটিবোগ:	
অভিজ্ঞান উপদেশ	৩১	" কাগজ বা টিকিটে গদ্য লাগাইবার	১০৬	বিতাসাধীর মহাশয়ের শুল্কের মহৌষধ	১৬,
অভিজ্ঞান	২৫	" সাধারণ কাগজকে পার্জেন্টের মত		নালীকায়ের ঔষধ	১৬,
অভিনব-আবিকার	১৫০	করিবার	১২০	পারের ছড়ার ঔষধ	২২,
অভিনব সাগারিয়ার কাগজ	১৭৯	" পুরাতন লেখাকে উদ্ধার করার	১৫০	সান'য়া প্রাণিলা প্রভৃতি	২৩
অকুইট বহি প্রভৃতি প্রনালী	১৭০	" নতুন লেখাকে পুরাতন দেখাইবার	১৫০	চোক উদ্ধার	১০৭
আ		" সু রংয়ের কাগজের উপর সাদা		ইপানীয়	১০৭
আবশ্যকীয়ত্ব সংগ্রহ	৭,২১,৪১	লেখার	১৫০	পালান্ডের ঔষধ	১০৭
আবশ্যকীয় জাতব্য বিষয়	২২	" কঠিন পত্রকে কোমল করিবার	১৫০	রক্ত আশ্রয়ের	১২১
আনিব ও নিরানিব ভোজনে শাস্ত্রীয় মুক্তি	১৫	" লৌহ বা ইস্পাতকে নীলবর্ণ করিবার	৫৫	আকিং বিব নটের	১৮১
আবশ্যনীতি	২৩	" সুখের মেছেতা নটের	৫৫	পুরাতন ঘুসুসে অরের	১২১
আমের কসি	১০০	" সাধারণ সাবান হইতে টারলেট		অর্ধ কপালীয়ার	১২১
আমাদের ভবিষ্যৎ	১১০	সাবান করিবার	৫৫	অজীর্ণের	১২১
আমাদের হোমিওপ্যাথিক বিভাগ	১১৮	" আলুকে কঠিন করিবার	৬৮	ভূতপ্রভৃতি সত্ত্ব অরের	১২১
আনারস এবং ইহার মিষ্টতা	১০২	" অল্প করিবার ও রাখিবার	৬৮	জ্যাহিক অমের	১০৭
আত্মাহায্য শিল্পকলন এবং রক্ষণ নীতি	১০০	এ		ফোড়া কাটাইবার	১০৭
আউল খাতে নাইটেট অক সোডা	৫৬	এদেশের মাসিক পত্র বিজ্ঞাপন কম কেন	১১	পুরাতন অরের পাচন	১০৭
ই		এগ্রিকালচার নেটস	১৩, ৫৬	নালীকায়ের ঔষধ ( চাঁদনী )	১৭৬,
ইঞ্জিন ( কলেরার ঔষধ )	১৮	এস বা	১৫৭	ক	
ইরোমোপীর মুক্তের ভাবি কল	৭	Editor's Note Book	৫৫, ১১৪, ১০১, ১৬৭	Agricultural Notes	
উ		Editor in Council	৭৫, ১০৫, ৭৩, ২০৮	(কৃষি বিষয়ক)	১৩, ১২, ১০৮, ১৫৫,
উদ্বেগজনক	৬২	এক্সটেনশন ( হোমিঃ )	১০৫	পান উৎপাদনে নাইটেট অক সোডা	১০
উদারতা ও মহত্ব	২২	এক্সটাইট ( হোমিঃ )	১১২, ১০৩, ১৫৬, ১৬০	মহয়ার চাব	৩২
উপায় আলুকে কঠিন করিবার	৬৮	Easy Engineering	১৬৮	খেজুর চিনি	১৫৫,
" লোহার সিল্পকে অসার করিবার	৬৮	ও		Curious facts	১৫২
		ওয়ালটোন বাজীর পত্র	৫৫, ৫২, ৬৩, ৮২, ১০০	কাচের চুড়ির কারখানা	২০৫

এখনও পুরাতন "কাজের লোকের" জন্য অর্ডার করুন ।

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
কাসিমবাজার মহাস্থানগড় শিল্পবিভাগের ৫২, ১৪০		জ		নারিকেল ছোবড়ার তক্তা	১৩১
কাগজের ইতিহাস	১৭	জন্ম হইতে মৃত্যুর সংখ্যা বৃদ্ধি	৭	নারিকেল ছোবড়ার দড়ির কল	১৩২
কিছু নিজেদের কথা	১২৩	জাপান তত্ত্ব	২৪, ১৪২	জাশনাল কণ্ডের টাকার কথা	১৩৩
কৃষিতথ্য ১২, ১৪, ১০৮, ১৫৫, ১৬৬, ১২১		জাতীয় ধন তত্ত্ব	১২, ৪৩	প	
কোন মৎস্যের কি গুণ	১৮	জম্মান অধিকার তত্ত্ব চীনরাজ্যে ডিম্বের		পেরাগ্রাক ১, ৫৭, ৭৭, ১০২, ১২৫, ১৪১, ১৫৭, ১৭৭	
কলিকাতার বাজার দর	২০, ৪০	ব্যবসা	৬০	পরিবেশন	৫
কাগজের অভাব	৪৫	জাপান ও ভারতবর্ষের শিল্প	৮২	প্রাণজীব্যাদি সম্বন্ধে মতব্য	১২
করবার মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রতিকারের উপায় ৫২		টমাটো বাতরপে	১০২	পল্লিকথা	৮১
কৌতুক-কলা	৭২, ১৭২	জেলা বোর্ড ও জল সরবরাহ	২২	পোন্ধরদের দোকানে ডাকাতি	১০৬
কলিকাতার ভোজনাগার	১১৭	জুতা ওয়াটারপ্রুফ করিবার উপায়	১০৫	পান উৎপাদনে নাইট্রেট অক্সিজেন	১৩
কাগজের দুর্ঘটনাতা	১৭৪	ট্রেনের বাতরাত হ্রাস	২০০	পদ্মবীজ	২০০
কালীর মন্দির অভাব	১৮৬	ড		পিত্তশীলার হাইড্রাটস	৭৩
কালী প্রস্তুতের অভিনব উপায়	১০০	ডাক্তারি উপাধি	২৩	পিচব্লেন্ড	১১৭
ক্যামোরিনা (হোমিও.)	২২	ডাকাতিয়া বাস	১২৩	প্র্যাক্টিস অব মেডিসিন	১৫৪
Cattle diseases	১৩, ৩৭	ডাকে ক্রয় বিক্রয়	১৬১	পুষ্কার বলি (গর)	১৩২
খ		ত		প্রস্তুত প্রণালী।	
খোসাগর	১১৭	তামাক চাসের কথা	৭	হাতের মন্তানা চকচকে করিবার বার্নিশ	৫৫
গ		তরুণ সর্দি চিকিৎসা ১২০, ১৩৫, ১৫৪, ১৬৫		সাদা এনামেল বার্নিশ	৫৫
গো-চিকিৎসা	১৩, ১৭	তুলসীর গুণ	১৩৭	অমৃত দধি	১৭৩,
এসো রোগ	১৩,	দ		পেট বা লেই প্রস্তুত	১২১
গরুর তড়কাযোগ	৩৭	দেশলাইএর নতুন আবিষ্কার	২২	ম্যাট্রিক তদবির বার্নিশ	৫৪
গার্হস্থ্য সঙ্কেত	৭৪	দেশের ভবিষ্যৎ আশা	১২৫	ফসেটক্রিম	৫৪
গার্হস্থ্য জাতব্য বিষয় ৭৪, ২২, ১৫০		বিরোধমন সমিতি। ১১২, ১৩৯, ১৪২		স্পিরিট পেপার বার্নিশ	৫৪
গবর্ণমেন্ট কৃষিবিভাগের গবেষণা	১৪৫	দিল্লির চামার	১২৮	ট্যাপিন বার্নিশ	৫৪
গোলাপফুল ও গোলাপী আভর	১৫২	দেশীর রাজ্যে কলকারখানা	১৪২	ফ্রেঞ্চ বার্নিশ	৫৫
গোল আলু চাণ	১২০	দিবাবসানে	১৭৮	কোপাল বার্নিশ	১৮৮
গার্হস্থ্য কৃষি ১২০, ২০৬		দৌনের প্রঃগীতি	১৮০	স্বচ্ছগ্রীণ বার্নিশ	১৮৮
গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা ২২, ৫৩, ৬৮, ৮৮, ১০৫, ১২১, ১৪২, ১৭৫, ১৮৭		দৌনের দান	১৮০	গ্রীণ বার্নিশ	১৮৮
চ		দেশীর ব্যবসায় বার্নিজ্য সংবাদ	১৮৮	কুটাল বার্নিশ	১৮৭
চাষের কথা (কৃষিতথ্য) দেখুন		দেশীর ভৈষজ্যতত্ত্ব সংগ্রহ	৬৮	পিত্তল রংএর বার্নিশ	১৫০
চিনের বাদাম	২০১	হৃদিকে নতুন ব্যবসার সুত্রপাত	১৫৬	বিশাচীরূপটান্	১৫০
চরিত্রের ক্ষমতা	৬১	খ		পিত্তল পালিস	১৭৫
চিকিৎসা বিধান	১২০	খাজীগ্রাম কৃষিব্যাক	৭২	পায়ের কড়ার ঔষধ	২২
„ কোর প্রদাহ	২১	ন		আম্বার বার্নিশ	৩০
„ রেনাল কলিক	২১	Notes of Interest ৭, ২১, ৫১, ৯২, ১৮৯		কাল বার্নিশ	৩০
নিশাচর	৩৩	নানাকথা ১২, ১০৬, ১৭৩		সালসা পেরিলা	২২
চিরঞ্জীর কারখানা	৭	দেশীর নাম সাহায্য	২২	সাময়িক মিটার	৩৮
ছ		মতের লজ উৎকৃষ্ট হৃগন্ধ	২২	ডেসলিন পমেন্ট	১৫০
ছালপুক সাহু	১৬৮	নীল	১২২	ম্যাকাসার তৈল	১৪২
ছানার বরফি প্রস্তুত	৩২			কামাইবার সাবান	৫৩
ছেলেদের শব্দ্য মূর্জে ক্রিমোজোটম	৭৩			মড়িচা নিরোধী স্কিচায়	৬৮
				লেননেড পাউডার	৭৫

বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।	বিষয়	পৃষ্ঠা।
১. ডকরভেসিং পাউডার	৭৪	বিচিত্র প্রসঙ্গ	১৫২	শ্রম বিভাগ	৫২
২. খানকাপড়ে লাড় ছাণা	৮৮	বংশবৃদ্ধির নিদর্শন	১৫২	শিল্পরোপ নির্ণয়	১৬৫
৩. সাইকেলের টায়ার জুড়িবার ও তালি	৮৯	বহুমূল্য জড়োরা আসন	১৫২	শান্তিতে সংকার (গল্প)	১১৬
৪. দিবার সিমেন্ট	৮৯	বাঙ্গালী পণ্টন	১৮৬	শিল্প প্রচেষ্টা মহানুরে	২০৩
৫. লাল মার্কিং ইঙ্ক	১১৯	বাবসার গুণ	৬৯	শরৎকালের কয়েকটি ব্যাভিনবক কাজ	১৭৪
৬. কবিরাজী কেশতৈল	৮৯	বাংলার আটার গুণ	৭১	শ্রুতিমূল	১৮৯
৭. দস্তখলের বৈজ্ঞানিক আয়ক	১০৫	বাঁধাকপির চাস	১৯০		
৮. উৎকৃষ্ট গোমনাশক চূর্ণ	১০৫	ভ		স	
৯. ডেকট্রান পেট	১২২	জাতীয় পৃথিবীর প্রধান খাদ্য	৪০	সাময়িক মিষ্টান্ন প্রস্তুত	৩৮
১০. হারী আটা	১২২	জন্মের কোন কারণ নাই	৪৪	সর্পদংশন চিকিৎসা	১৮৭
১১. সেমাই প্রস্তুত	১৭৫	ভারতে আশ্রয় বাণিজ্য	৪৪	সেমাই প্রস্তুতপ্রণালী	১৭৫
১২. ময়দার আটা	১২২	ভারতীয় শিল্প কমিশন	২৪	ভাঙ্গদোরান টাটার বক্তৃতা	১৬
১৩. টিকফাউপেট	১২২	ভৈষজ্য তত্ত্ব ( হোমিও )	১১৯, ১৩০, ১৫৩, ১৬৩	বর্ণালী কলেক্স	২৫
১৪. নতুন মৃগক	২৯	ভ্রমসংশোধন	১৫৫	বর্ণ এবং রোপের মূল্য	৩০
১৫. চাউলের জড়ার আটা	১২২	ভিত্তি ধ্বনন	১৬৯	অন্নবোধ্য তথ্যাবলী	৩১
১৬. গ্লিসারিন পেট	১২৩	ভেজালের আইন	১৮৯	সহজ শিল্পশিক্ষা	৬৬
১৭. কাপড়ে লালমার্কি দিবার কালি	১৪৯	ম		সাময়িক আরবী	৭১
১৮. হীনার বরফ	৩৯	মাস্তাজ মংসা বিভাগের কথা	৮	সম্পাদকীর মন্তব্য সভা	৭৫, ১০৫, ১৭৩, ২০৮
১৯. কীরের বরফ	৩৯	মুক্তিভোজের সংকার্য	৮	সাধু মহাসভা	২২,
২০. পেট্রার বরফী প্রস্তুত	৩৯	মাহুয নিজেই তাহার সৌভাগ্য ভাগ্য	৯	সংস্করণ	৪৫, ৭৮
২১. কিলটার প্রস্তুত	৬৬	মাসিক পত্রিকার বিজ্ঞাপন	১১	স্বাধীন শাসন	৮৫
ফ		মুষ্টিযোগ সংগ্রহ	১৬, ১০৭, ১৭৬, ১৯১	অন্নবোধ্য তথ্যাবলি	১০৫
কালে আশ্রানের লাভ	৮	মৎস্তের গোলাও	১৮	সম্পাদকের নোটবুক	৫৪, ১১৪, ১৩১, ১৬৭
কিলটারে বালি এবং করলা কেমন	৬৭	মৎস্তের নম রন্ধন	১৮	সর্পাঘাতে তুলনী	১২৩
কেমন করিয়া স্থাপন করিতে হয়	৬৭	মৎস্তের সহিত ফুলকপি রাধিবার নিয়ম	১৯	সিমলা রাজ্যের পত্র	১৪৬, ১৫৯, ১৮৪, ১৯৫
ফুলকপির চাস	১২০	মহাজন বাক্য	১১০, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১৪১	সাময়িক প্রসঙ্গ	১৫৬, ১৬৫
ব			১৪৫, ১৫৭, ১৮৫	সর্পদংশন চিকিৎসা	১৮৯
ব্রাহ্মণ	১২৪	মহয়ার চাস	৩২	সহজ গৃহনির্মাণ শিক্ষা	১৬৮, ২০৪
বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ	৬	মহিম বাবুর মুষ্টিযোগ সংগ্রহ	৭৪, ১০৬	হ	
বুটস হতে আশ্রয় সম্পত্তি	৯	মুর্শিদাবাদ ব্রাহ্মণ সান্নিধ্যনী ( সভাপতির অভি- ভাষণ )	২৫	Home Industries	২৯, ৫০, ৬৬, ৮৯, ১০৫, ১২১, ১৪৯, ১৭৫, ১৮৭, ২০৬
ব্যবস্থাপক সভার কতিপয় প্রতিনিধি	৯	য		হোমিওপ্যাথিক নোটস্	৩৩, ৭৩, ৯১, ১০৫, ১৬৩
ব্যবসার সম্বন্ধে বাকী বিবেচনামূল	৬২	য		হোমিওপ্যাথি "নিষাধর্ষ চিকিৎসা"	৩৩
ব্যবসার সঙ্কেত	১২	য		Handicrafts	৬৬,
বিশেষ জট্টবা	২০	য		ফ	
বাণিজ্য প্রদর্শনী	৪৭	য		কীরেরবরফি প্রস্তুত	৩৮,
বিবিধ তথ্য সংগ্রহ	৬, ৫৪, ১১৬, ১২২	র			
বিজ্ঞানের অভাবে সব মাটি	৮০	রন্ধনপ্রণালী শিক্ষা	১৮		
ব্যাসগায়ীর কি কি গুণ থাকি আবশ্যিক	৯১	রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি	১৮৬		
বেগেডোনা ব্যবহারে সাবধানতা	১৩৬	রোগীর কক্ষ বায়ু সংশোধনের উপায়	১০৫		
বিজ্ঞানসই ব্যবসারের ভিত্তি	১৪১	ল			
বরোদারাজ্যে চক্কির কল	১৪২	লেবুর রসের গুণ	৩৯		
বৈজ্ঞানিক তথ্য	১৪৮	লর্ড কীচনারের কথা	১১৬		
		লবণের বাহুল	৫৮		



“ ”



